সমরেশ মজুমদার

সাতকাহন

সাতকাহন

সমরেশ মজুমদার

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

প্রথম প্রকাশ
১৭ই মে, ১৯৬৪

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৭৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

কাকভোর বলে কিছু নেই এখানে। রাতটাকে একটানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দিন এসেই জাঁকিয়ে বসে। সেই যে সূর্যের উনুন জ্বলল সারা দিন ধরে চরাচর পুড়িয়ে খাক করে দিলেও শান্ত হয় না, দিন নিবে গেলেও তেতে থাকে চারপাশ অনেকক্ষণ। ঘড়িতে যখন প্রায় পাঁচটা, ছায়া সরতে শুরু করেছে পৃথিবীতে, দীপাবলী স্নান সেরে অফিসঘরে চলে এসেছিল। এই একটু সময় প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারা যায়। তার আবাস এবং অফিস একই বাড়িতে। পেছনের তিনটে ঘরে সংসার, সামনের তিনটে ঘরে অফিস। ভেতরের উঠোনে একটি গভীর কুয়া আছে। যার জল নামতে নামতে এখন আর চোখে দেখা যায় না। দড়ি নামিয়ে বালতিতে ভরে তুললেও ছেঁকে নিতে হচ্ছে। জষ্ঠি মাসেই যদি এই অবস্থা, আষাঢ়ে কি হবে।

এখন অফিসে কারো আসার কথা নয়। তবে এসে পড়বে। এই সময় অফিস বসে ছটায়, দশটায় যে যার বাড়িতে। আবার সাড়ে তিনটেয় এসে সাড়ে ছটায় ফিরে যাওয়া। ওই সাড়ে তিনটের সময় আসাটায় কষ্টের, শরীর পুড়ে যায়। জানলা খুলে দিয়ে চেয়ারে বসল দীপাবলী। বড়জোর নটা পর্যন্ত এটাকে খুলে রাখা যাবে। ততক্ষণ হাওয়া না আসুক, আকাশ তো দেখা যাবে। চাবি ঘুরিয়ে ড্রয়ার খুলতেই চিঠিটা নজরে এল। গতকালের ডাকে এসেছে। একটা জবাব লেখা দরকার। কাগজ টেনে নিল সে।

'অমল : আপনার চিঠি পেয়ে আরাম লাগল। মাসীমার শরীর ঠিক নেই জেনে অবশ্য ভাল লাগেনি। কি করছেন মশাই ? ভাল ডাক্তার দেখাচ্ছেন তো ? এইটে লিখেই অবশ্য মনে হল আমি অবান্তর ভাবছি। মাসীমার ব্যাপারে আপনি অবহেলা করার মানুষ নন।

'আমার কথা আপনি জানতে চেয়েছেন। আমি এখন যেখানে আছি সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে সবুজের কোন সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানগুলো এখানে বসে স্বপ্ন বলেই মনে হয়। শ্রাবণে পথ ভুলে দুই-তিন টুকরো মেঘ যদি আকাশে আসে তাহলে স্থানীয় মানুষ মুগ্ধ চোখে তাকায় বলে শুনেছি। সারা বছরে সবসমেত চব্বিশ ঘণ্টা বৃষ্টি হয়েছে এমন কথা কেউ বলতে পারেননি। মাটি ফেটে চৌচির। হাতে নিলে ঝুরু ঝুরু ধুলো হয়ে ঝরে পড়ে। মাটিকে বেঁধে রাখে যে রস তার অস্তিত্ব নেই এখানে। নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা—লাইনটা এইখানে এসে বড় সত্যি বলে বুঝেছি। সবুজ নেই কারণ গাছে পাতা নেই অথচ নিষ্পত্র গাছেরা দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রকৃতিতে যেসব মানুষেরা বেঁচে আছে তারা জানে না কেন বেঁচে আছে ! মেদ দূরের কথা, মাংস খুঁজে পাওয়া যাবে না কারো শরীরে। আমার কাজ এদের নিয়ে। ঢাল নেই তলোয়ার নেই তবু যুদ্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমার কাজের লোক একটা চমৎকার শিক্ষা দিল। সকালে বেরিয়েছিলাম। ফিরতে দুপুর। রোদে পুড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অফিসে ফিরে মনে পড়ল আজ সকালে ওকে বাজারের টাকা দিতে ভুলে গিয়েছি। ঘরে এক ফোঁটা তরিতরকারি নেই। খিদে পেয়েছিল খুব এবং সেই

সঙ্গে আলস্য। তা থেকেই স্থির করলাম আজ উপোস দেব। বিকেল না হলে দোকানপাট খুলবে না। তখন রাত্রের ব্যবস্থা করা যাবে। ভেতরের ঘরে ঢুকে শুনলাম কাজের মেয়েটি আমাকে খেতে ডাকছে। জানেন, যা আমরা ফেলে দিই, গত দু-তিন দিন তরকারি কুটে ফেলে দেওয়া খোসা বা গোড়া সে সরিয়ে রেখেছিল। তাই দিয়েই রেঁধেছিল। খেতে গিয়ে অমৃত মনে হল। পরে বুঝেছি সে ওই দিয়েই রাঁধতে অভ্যস্ত। আলু যার জোটে না অথচ খোসা পেয়ে যায় চেয়েচিন্তে সে তো খোসার রান্নাতেই সিদ্ধহস্ত হবে। এইটে আমাকে উৎসাহিত করল। আমি ঢাল তলোয়ার ছাড়াই যুদ্ধ করতে নেমেছি। এদের, এই এলকার মানুষের জন্যে জল চাই, অমৃত নয়। অমৃতে তৃষ্ণা মেটে না।

'চিঠি বড় হয়ে যাচ্ছে। আমি ভাল আছি। রজনী নিদ্রাহীন (গরমে), দীর্ঘ দগ্ধ দিন, আরাম নাহি যে জানে রে। আপনি যে কি করছেন। এবার ঘরে তাঁকে নিয়ে আসুন। মাসীমার পাশে যিনি সবসময় থাকবেন। একটু আগেভাগে জানালে ছুটি নিয়ে হাজির হবই। শুভেচ্ছা সহ, দীপাবলী।'

চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। এখনই রোদে ঝলমল করছে চরাচর। এখানে বসলেই একটা ন্যাড়া গাছ নজরে পড়ে। গাছটার প্রতিটি ডাল বেঁকেচুরে আকাশের দিকে প্রতিবাদের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। সতীশবাবুর মুখে শুনেছে ওই গাছে নাকি প্রথমবার জল পড়লেই পাতা গজায়। অবশ্য বেশী দিন সেই পাতা হাওয়া খাওয়ার সুযোগ পায় না। দীপাবলী অনেক দূরে দৃষ্টি বোলালো। ফাটা মাটি আর শূন্য আকাশে রোদের রঙ পাল্টানো শুরু হয়ে গিয়েছে। বেশীক্ষণ তাকালে বুকের ভেতরটায় থম ধরে। নিজেকে নীরক্ত মনে হয়। শূন্যতা গলা টিপে ধরে।

'ম্যাডাম!'

দীপাবলী মুখ ফেরাল। চিঠি খামে ঢুকিয়ে বলল, 'বলুন সতীশবাবু।'

'ম্যাডাম, আপনি কি নিশ্চিত যে আজ এস· ডি· ও· সাহেব আসবেন!?'

'নিশ্চয়ই, আমার সঙ্গে কথা হয়েছে ওঁর।'

'ও!' ঘুরে দাঁড়ালেন প্রৌঢ়।

'কেন জিজ্ঞাসা করলেন বলুন তো?' দীপাবলী জানতে চাইল।

'আমি এখানে আট বছর চাকরি করছি। আজ অবধি এস· ডি· ও· সাহেব মাত্র দুবার এসেছেন। তাও বৃষ্টি পড়লে। চারজন এস· ডি· ও· সাহেব এই সময় বদলি হয়ে গিয়েছেন। তাই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। আর হ্যাঁ, স্টাফদের তাহলে দুপুরে থাকতে বলি। উনি এসে না দেখতে পেলে— '

'না, না। এখানকার নিয়মমত যেমন সবাই কাজ করেন তেমন করবেন। উনি যদি দুপুরে এসে যান আমিই কথা বলব!' দীপাবলী এক মুহূর্ত ভাবল, 'আপনি শুধু নেখালির ফাইলটা আমাকে দিয়ে যান।'

সতীশবাবু মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেলে খামে আঠা সেঁটে ঠিকানা লিখল সে। সতীশবাবু ফাইলটা নিয়ে ফিরে এলেন, 'একটু বসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। বসুন।'

সতীশবাবু বসলেন। রোগা বেঁটে খাটো মানুষ, মাথায় চুল আশিভাগ পেকে গিয়েছে। দুটো হাত কচলালেন, 'ম্যাডাম, আপনার আগে যাঁদের দেখেছি তারা মানুষ খারাপ ছিলেন না। তবে সবাই পুরুষমানুষ বলে এসেই বদলির চেষ্টা করতেন। এই হতচ্ছাড়া জায়গায় কে থাকতে চায় বলুন। আর যাঁরা বদলির চেষ্টা করেন তাঁদের কাজে মন বসতেই পারে না।

কিন্তু আপনি কাজ করতে চাইছেন। এখানকার মানুষের জন্যে কেউ কাজ করে না।'

'আমাকে চাকরি দেওয়া হয়েছে কাজ করার জন্যে, নয় কি ?'

'কিন্তু আপনি কোন কাজ করতে পারবেন না, এইটে আমার অভিজ্ঞতা।'

'সতীশবাবু, চেষ্টা করতে দোষ কি ?'

'এখানকার সাধারণ মানুষগুলোকে দেখেছেন ? বুক পিঠ আলাদা চেনা যায় না। কারো পেটে ভাত দূরের কথা সেদ্ধ পর্যন্ত রোজ পড়ে না। অথচ কোন প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই, কেড়ে খাওয়ার সাহস নেই। এদের কোন উপকার করবেন আপনি ?'

দীপাবলী অবাক হয়ে তাকাল, 'সতীশবাবু, আপনি কি কমিউনিস্ট ?'

চমকে উঠলেন প্রৌঢ়, 'না, না। আমি কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক নই।'

'সমর্থক নন কথাটা সত্যি নয়।'

'কেন ?'

'আপনি তো ভোট দেন। ব্যালট পেপারে ছাপ দেওয়ার সময় সমর্থন জানানো হয়ে যায়।'

মাথা নাড়লেন সতীশবাবু, 'আমি ভোট দিই না ম্যাডাম।'

'সে কি ? কেন ? আপনি সরকারি কর্মচারী, স্বাধীন ভারতের নাগরিক।'

'জানি, ভোট দেওয়া আমার উচিত, কিন্তু কাকে ভোট দেব বুঝতে পারি না। যে জিনিসটা নিজে বুঝতে পারি না সেইটে কখনও করি না। ব্রিটিশ আমলের অভ্যেস।'

'কোন আমল ভাল সতীশবাবু ?'

'শুনতে খারাপ লাগবে, কাজের কথা যদি বলেন ব্রিটিশ আমলে ভাল কাজ হত।'

ফাইলটা তুলে নিল দীপাবলী, 'আচ্ছা, এই নেখালির মানে কি ? শব্দটা শুনলে মনে হয় খালি নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। অথচ ওই জায়গা থেকে নেওয়ার কিছু নেই।'

'না ম্যাডাম। লোকে বলে বটে নেখালি, আসলে জায়গাটার নাম নেইখালি। নেই, খালি হয়ে গেছে। বলার সময় উচ্চারণের দোষে অমন শোনায়।'

'তাই বলুন।'

সতীশবাবু উঠে গেলেন। ফাইলে চোখ রাখল দীপাবলী। মোট বাহান্ন ঘর পরিবার আছে নেখালিতে। এরা বেশীর ভাগ জনমজুরি করে। পাঁচ মাইল দূরে অর্জুন নায়েকের জমি চাষ করতে যায় কেউ কেউ। সরকারি প্রকল্পে শ্রম দিয়ে টাকা পায় অনেকেই। কিন্তু সেই টাকার পরিমাণ এত কম এবং ধার শোধ করতে যা বেরিয়ে যায় তারপর দিনের অন্ন জোটানোই দায় হয়ে ওঠে।

নেখালি গ্রামে সতীশবাবুকে নিয়ে সে যখন প্রথম যায় তখন বিকেল। রোদ মরেছে, ছায়া ঘন হয়নি। সে এসেছে জানতে পেরেই পিলপিল করে কঙ্কালসার মানুষগুলো বেরিয়ে এসেছিল কুঁড়ে-ঘরগুলো থেকে। হাঁউমাউ করে চিৎকার কান্নায় মিশিয়ে যা বলতে চেয়েছিল তা প্রথম বোধগম্য হয়নি দীপাবলীর। সে আতঙ্কিত হয়েছিল। এমন মানুষ একসঙ্গে দেখা আতঙ্ক। সতীশবাবু ধমকে রাগারাগি করে ওদের দূরে সরিয়ে রাখছিলেন। একটু একটু করে অভিযোগ বুঝতে পেরেছিল সে। এদের পেটে খাবার নেই, জল নেই, তিন ক্রোশ দূরে যে কুয়ো আছে জল তার তলায় চলে যাওয়ায় কাল এই গ্রামে কারো তৃষ্ণা মেটেনি। দুজন বুড়ো আর বাচ্চা গত সাত দিনে মরে গিয়েছে। ভগবান দেবীকে পাঠিয়েছে তাদের কাছে। এখন দেবী যদি তাদের না বাঁচায় তাহলে আর কোন পথ নেই।

মন্বন্তর দ্যাখেনি দীপাবলী, উপন্যাসে পড়েছে। আজ শিউরে ওঠার পর সে থমকে

গেল। অভাবী মানুষেরা শ্রোতা পেলে শুধু নালিশের পর নালিশ জানিয়ে যায়। অর্জুন নায়েক তাদের যে পয়সায় কাজ করতে ডাকে দেবার সময় তার অর্ধেক দেয়। জিজ্ঞাসা করলে বলে ওই পয়সা জমিয়ে গ্রামে কুয়ো করে দেব। গ্রামের দুটি ছেলে এখন চুরি করতে শুরু করেছে। বয়স্করা তাদের নিষেধ করেছিল কিন্তু তারা বিদ্রোহী হয়েছে। চুপচাপ সমস্ত কথা শুনে গেল দীপাবলী। সে আবিষ্কার করল একটি শব্দ উচ্চারণ করলে তা কাঁপা শোনাবে নিজের কাছেই। সমস্ত গ্রাম ঘুরে সে হতশ্রী আর হতাশা প্রত্যক্ষ করল। এই মানুষগুলো কেন এখানে পড়ে আছে তাই তার মাথায় ঢুকছিল না। স্বাধীন ভারতবর্ষের একটি গ্রামের এমন বীভৎস চেহারা কজন শহুরে মানুষ জানে সন্দেহ আছে। মন্ত্রীরা যে জানেন না এটা সত্যি।

সতীশবাবু ওদের বোঝাচ্ছিলেন। আজ পর্যন্ত কোন অফিসার এই গ্রামে পা দেয়নি। এবার যখন একজন দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। দীপা সতীশবাবুকে বলল, 'জনা চারেক মানুষকে বলুন আমার বাড়ির কুয়ো থেকে জল নিয়ে আসতে। তিরি বলে ঘণ্টা দুয়েক বাদে বাদে কুয়োতে জল জমে।'

সতীশবাবু গলা নামালেন, 'এমন কাণ্ড করবেন না ম্যাডাম।'

'কেন?'

'ছাগলকে বেড়ার ফাঁক দেখালে কি আর বাগান বাঁচাতে পারবেন?'

'তা হোক, আজ তো প্রত্যেকে একটু জল খেয়ে বাঁচুক।'

অগত্যা সতীশবাবু ওদের প্রস্তাবটা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হই-চই পড়ে গেল। সবাই একসঙ্গে ছুটে যেতে চায় জল আনতে। সতীশবাবু বাধা দিয়ে জানিয়ে দিলেন চারজনের বেশী ওখানে গেলে ম্যাডাম রাগ করবেন। আর তিনি রেগে গেলে যে সমস্ত উপকার করবেন বলে ভাবছেন তা আর করবেন না। দীপাবলী দেখল, এতে কাজ হল।

নির্বাচিত চারজন রওনা হল পাত্র নিয়ে জল আনতে।

ফেরার পথে অন্ধকার নামল। দীপাবলী সতীশবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকগুলো এমন অবস্থায় বেঁচে আছে, রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে সদরে?'

'না ম্যাডাম।'

'কেন?'

'এ প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না।'

দীপাবলী মানুষটির আবছা মুখ দেখল। সতীশবাবু এখন টর্চ জ্বেলেছেন।

সে বলল, 'ফাইলে দেখছিলাম খরার সময় শীতের সময় এই ব্লকে কিছু টাকা এসেছিল, কোন্ খাতে খরচ হয়েছে তা নিশ্চয়ই বলতে পারবেন।'

'হ্যাঁ পারব। খরার টাকা যখন হাতে এল তখন দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তাই খরচ করা যায়নি। শীতের কম্বল যখন এল তখন শীত চলে গিয়েছে।'

'ওগুলো গেল কোথায়?'

'টাকাগুলোর একটা হিসেব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কম্বল কিনে নিয়েছে গঞ্জের হরিরামবাবু। ওর একটা কাপড়ের দোকান আছে।'

'বাঃ, চমৎকার। আপনার বিবেকে লাগেনি একটু।'

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ম্যাডাম। আপনি যদি কোন আদেশ করেন তাহলে আমি অমান্য করতে পারি?'

'একা রাজা ভোগ করেন না, মন্ত্রীরাও অংশ পান নিশ্চয়ই।'

'অস্বীকার করব না। তবে না নিলে চাকরি থাকত না।'

দীপাবলী অবাক হয়ে গেল। এমন অকপট স্বীকারোক্তি সে কখনও শোনেনি। লোকটার ওপর রাগ হল না, বরং সে খুশী হল। হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন বলুন তো কি কি কাজ করলে এদের ভালো হয়।'

'প্রথমে এই গ্রামে দুটো কুয়ো দরকার। ডিপটিউবওয়েল হলে খুব ভাল।'

'কে যেন ওদের কুয়ো করে দেবে শুনলাম।'

'অর্জুন নায়েক।'

'তিনি কে?'

'ওঁর বাবা ছিলেন জমিদার। উনি ম্যাট্রিক পাস করে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। বাপের সম্পত্তি বাড়িয়ে চলেছেন। এস· ডি· ও· সাহেব পুলিশ সুপার সাহেব ওঁর খুব কাছের মানুষ। তাই আমাদের পাত্তা দেন না, দারোগাবাবুকেও ডেকে পাঠান।'

'সেটা আমাদের দেখার কথা নয়। কিন্তু মজুরির টাকা অর্ধেক কেটে নিয়ে কুয়ো বানিয়ে দেবেন, এটাও ঠিক নয়।' দীপাবলী বলল, 'ওঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'ম্যাডাম। অর্জুন নায়েকের সঙ্গে আপনি যত কম কথা বলবেন তত ভাল।'

'কেন?'

'লোকটা চরিত্রহীন।'

দীপাবলী জবাব দিল না। চুপচাপ বাকি পথ হেঁটে এল সতীশবাবুর টর্চের আলোয়। অফিসের সামনে সেই চারটে লোক বিব্রত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। দীপা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? তোমরা জল নাওনি?'

ওরা একই সঙ্গে বলে উঠল, ওদের জল নিতে দেওয়া হচ্ছে না। সতীশবাবু বললেন, 'আপনি যান ম্যাডাম, আমি দেখছি।'

বাড়িতে ঢোকার দুটি পথ। পেছনের দরজা দিয়ে উঠোনে, আর অফিসের পাশ দিয়ে মূল দরজা খুলে তিরি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। এই ঘর দিয়েই অফিসে ঢোকা যায়।

সতীশবাবু তিরিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, ওদের জল নিতে দিসনি কেন? মেমসাহেব তো ওদের পাঠিয়েছেন।'

'না। আমি দেব না জল নিতে।' অদ্ভুত গলায় বলল তিরি। ওকে এই গলায় কথা বলতে কোন দিন শোনেনি দীপাবলী। সে বিরক্ত হল, 'দিবি না কেন?'

'ওরা যখন আমাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তখন মনে ছিল না?'

'তুই নেখালির মেয়ে?'

হুঁ। আর আমি এখন এখানে চাকরি করি, দুবেলা খেতে পাই বলে ওরা আমাকে রাস্তায় দেখলেই টিটকিরি দেয়। ওরা তবে কেন এসেছে জল নিতে এখানে?' শেষের দিকে গলায় কান্না মিশল যেন।

সতীশবাবু বললেন, 'আহা। ওরা নিশ্চয়ই অন্যায় করেছে কিন্তু ম্যাডাম ওদের কথা দিয়েছেন যখন তখন একটা দিন জল নিয়ে যেতে দে।'

'গ্রামসুদ্ধু লোক জল নিতে এলে আমরা কি বালি খেয়ে থাকব?'

'আর কেউ আসবে না। ওরাই শুধু নিয়ে যাবে। যা পেছনের দরজা খুলে দে।' সতীশবাবুর কথা শেষ হওয়ামাত্র নিতান্ত অনিচ্ছায় তিরি চলে গেল দরজা খুলতে। ব্যাপারটা খুব অপছন্দ করল দীপাবলী। সতীশবাবু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যে গ্রাম সে

দেখে এল তার ভাবনার সঙ্গে তিরির এমন আচরণ থেকে তৈরি বিরক্তি মিশে এক বিশ্রী মেজাজ তৈরী হয়ে গেল।

মিনিট পনের বাদে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকে সামনের টেবিলে রেখে তিরি ফিরে যাচ্ছিল, দীপাবলী ডাকল, 'অ্যাই শোন!'

মেয়েটা দাঁড়াল। এখন ওর পরনে দীপাবলীর অল্প রঙ ওঠা নীল শাড়ি। সেদিকে তাকিয়ে দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'এই বাড়িটায় আমি থাকি, তুই এখানে চাকরি করিস। কথাটা কখনও ভুলে যাস না।'

মেয়েটা জবাব দিল না। দবজার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কথাগুলো বলেই দীপাবলীর মনে হল একটু রূঢ় হয়ে গেল যেন। চায়েব কাপ হাত বাড়িয়ে নিয়ে আবার প্রশ্ন করল, 'তোকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল কেন?'

উত্তর এল না। দীপাবলী দেখল তিরি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি তোকে একটা প্রশ্ন করেছি।'

'আমি এখানে চাকরি করছি বলে ওরা তাড়িয়ে দিল।'

'এখানে? তুই তো এখানে চার বছর চাকরি করছিস। আমার আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাছেও তুই চাকবি করেছিস। তাতে অন্যায় কি হয়েছিল?'

'আপনার আগে যাঁরা ছিলেন তাবা সব ছেলে।'

দীপাবলীর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'তুই কি রাত্রে এখানে থাকতিস?'

'প্রথম সাহেবেব সময় থাকতাম না। পবের সাহেব থাকতে বলেছিলেন।'

'তুই থাকতিস কেন?'

'নাহলে আমাব চাকরি চলে যেত।'

চায়েব কাপ নামিয়ে বাখল দীপাবলী, 'আগের সাহেবের সঙ্গে তো কোন মহিলা ছিলেন না। তবু তুই কোন সাহসে থেকে যেতিস রাত্রে?'

'আমি আব গ্রামে ফিরে যেতে চাইনি, তাই।'

'তুই, তুই কি বলছিস তা জানিস?'

মাথা নেড়ে নীরবে হ্যাঁ বলল তিরি।

সমস্ত শরীরে জ্বলুনি শুরু হল প্রবল ঘেন্না এল মনে। মেয়েটাকে নির্লজ্জ, চরিত্রহীনা বলে মনে হল। এই মেয়ের সঙ্গে সে ক'দিন আছে অথচ সতীশবাবু কিছু বলেননি বলে ওঁর ওপরও খেপে গেল। এখানে চাকরিতে জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গে সতীশবাবু বলেছিলেন, 'ম্যাডাম, আপনার কপাল ভাল, আগের অফিসারের কাছে যে মেয়েটি কাজ করত সে এখানেই আছে। সব কাজকর্ম জানে, আপনার অসুবিধে হবে না।' অসুবিধে হয়নি। বরং মেয়েটির কাজকর্ম এবং ব্যবহার দেখে সে নিশ্চিত হয়েছিল। আজ সন্ধের আগে পর্যন্ত কোন খুঁত খুঁজে পায়নি।

'তোকে ওরা গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ঠিকই করেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে, 'আমার আর তোকে দরকার নেই।'

'তুমিও আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?' আর্তনাদ করে উঠল তিরি।

'হ্যাঁ। আমি আর তোকে রাখব না।'

'কেন? আমি কি করেছি?'

'কি করেছিস জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছে না?'

'না। আমি তোমার কোন কাজে ফাঁকি দিই না, দিই?'

'আমি সে কথা বলিনি।'

'তাহলে ?'

'একটা পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়েছিস এখানে, ছিঃ !'

'ও। যে লোকটা আমাকে এখানে থাকতে বাধ্য করেছিল তার কোন দোষ নেই ?'

'হ্যাঁ। যে তোকে এখানে থাকতে বাধ্য করেছিল সে লম্পট। কিন্তু তাকে ছেড়ে যেতে দিলি কেন তুই ? আর কেউ বাধ্য করেছিল বললে দোষ মাপ হয়ে যায় না।' দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'না। তুই চলে যা।'

'আমি কোথায় যাব দিদি ?'

'আমি জানি না !'

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল তিরি। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তুমি আমাকে মেরে ফেল না দিদি। এখান থেকে চলে গেলে হয় আমাকে বাজারে নাম লেখাতে হবে নয় বিষ— !' কান্না থামছিল না।

চোখ বন্ধ করল দীপাবলী। নেখালি গ্রামের মানুষের চেহারার স্বাস্থ্যের সঙ্গে তিরির কোন মিল নেই। তার পূর্বসূরীরা মেয়েটিকে ব্যবহার করেছেন, প্রতিবাদ করলে ওর কি হতে পারত ? নেখালি গ্রামে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকতে চায়নি তিরি। একটি কঙ্কালসার মানুষ হিসেবে তিরিকে ভাবতে সেও পারছে না কেন ? আজ কথা না উঠলে সে কখনই জানতে পারত না। নিজের অতীতের কথা যে স্বীকার করে তাকে আরও বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া কি উচিত কাজ। অতীতে কি করেছিল সেইটে বড়, না তিরি তার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করছে তাই বিচার্য ? ওর তো ওইটেই নেশা নয় তাহলে তার সঙ্গে এমন আন্তরিকভাবে থাকতে পারত না। দীপা বলেছিল, 'আমাকে আর এক কাপ চা করে দে, এটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।'

নেইখালি গ্রামে দুটো গভীর কুয়ো আর টিউবওয়েল অবিলম্বে তৈরি করে দেওয়া দরকার। আগামী এক বছরের মধ্যে চাষের খেতগুলোয় যেখানে বছরে একবারই লাঙল পড়ে। যেখানে শস্য আসে কি আসে না সেখানে সেচের ব্যবস্থা করা দরকার। এই জল গভীর কুয়ো থেকে তোলা যেতে পারে। মাটির যে গভীরত্বে জল বৈশাখ মাস পর্যন্ত টিকে থাকে তার অনেক নিচে পৌঁছতে হবে। চাষ যদি সম্ভব না হয় এই অঞ্চলে এখনই কুটির শিল্প স্থাপন করা উচিত। অন্তত মুরগি চাষের জন্যে বেশী জল দরকার হয় না। অনেকগুলো পরিকল্পনা নিয়ে দিপাবলী এস ডি ও-র সঙ্গে দেখা করেছিল। ভদ্রলোক আই এ এস করে সবে কাজে যোগ দিয়েছেন। এখনও এলাকাটা চিনে ওঠেননি। নেখালি গ্রামের বর্ণনা শুনে আঁতকে উঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনাদের মত মহিলা ওখানে আছেন কি করে ?'

'আমার মত মহিলা মানে ?'

'সরি, কথাটা অন্যভাবে বলা উচিত ছিল। আমি বলতে চেয়েছি সাধারণ মহিলাদের থেকে আপনাকে আলাদা মনে হয়।'

'ঠিকই। কিন্তু আমি চাকরি করতে এসেছি। আমার কাজ উন্নয়ন দেখা।'

এস ডি ও বলেছিলেন, 'বাজেট পারমিট করবে কিনা জানি না, তবু আমি একবার নিজের চোখে দেখতে চাই। নইলে ডি এম বলুন আর মন্ত্রী কাউকে কনভিন্স করাতে পারব না।'

ভদ্রলোকের কথাবার্তা খুব আশাজনক না হলেও খারাপ লাগেনি দীপাবলীর। অথচ সতীশবাবু বলে গেলেন তিনি আশাবাদী নন। এরকম ঘটনা নাকি সচরাচর এখানে ঘটে না।

দীপাবলী ঠিক করল সে অপেক্ষা করবে। যদি ভদ্রলোক আজ না আসেন তাহলে আগামীকাল সে সদরে গিয়ে দেখা করবে। ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত না করে সে ছাড়বে না। যদি তাতেও ভদ্রলোকের সময় না হয় তাহলে ওপরতলায় সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে চিঠি লিখবে।

বেলা দশটায় যখন চারজন কর্মচারী বাড়ি চলে গেলেন তখন সতীশবাবু এলেন ওর ঘরে, 'আমি কি থাকব ?'

'না, আপনি বাড়িতে যান, বিশ্রাম নিন। উনি কখন আসবেন বুঝতে পারছি না।'

'যদি এসে পড়েন তাহলে তিরিকে পাঠাবেন, সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব। আপনি একা ওঁকে নিয়ে নেখালিতে যাবেন না।'

'কেন ?'

'গতকাল একটা কিছু ঘটেছে ওখানে যার জন্যে সবাই খেপে আছে।'

'কি ঘটেছে ?'

'আমি ডিটেলস পাইনি। একটু আগে বংশীচরণ বলল কাল নাকি ওখানে খুব চেঁচামেচি হয়েছে। আচ্ছা চলি এখন।' সতীশবাবু চলে গেলেন।

আরও দুটো ফাইল শেষ করে যখন দীপাবলী উঠতে যাবে ঠিক তখনই বাইরে গাড়ির আওয়াজ হল। জানলাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তাপের কারণে, গাড়ি অফিসের সামনে এসে থামতেই দীপাবলী ব্যস্ত হয়ে উঠে বাইরের ঘরের দিকে এগোতে যাবে এই সময় দৌড়ে ভেতরে ঘরের দরজায় এল তিরি। সে হাঁপাচ্ছে, উত্তেজনা চোখে মুখে, 'দিদি, তুমি বাইরে যেও না।'

অবাক হল দীপাবলী, 'মানে ? কেন যাব না ?'

'ওই বদমসটা এসেছে। ওকে দেখলে আমরা লুকিয়ে পড়ি।'

'কে এসেছে ?'

এই সময় বাইরের ঘরে কেউ বেশ মেজাজ নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কি ব্যাপার ? অফিস বন্ধ হয়ে গেল নাকি ? লোকজন গেল কোথায় ?'

দীপাবলী এগিয়ে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দিতেই দেখতে পেল ধবধবে চোস্ত পাজামা আর আদ্দির কাজ করা পাঞ্জাবি পরা একটি লোক তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। বছর তিরিশ বয়স, একটুও মেদ নেই শরীরে, চোখ দুটো খুব ধারালো, চুলের কায়দা চোখে পড়ার মত। দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে ?'

'আমি ?' লোকটির যেন চমক ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গে দুহাত জড়ো করে ঈষৎ ঝুঁকে নমস্কার করতে করতে বলল, 'আমি অর্জুন নায়েক। এই তল্লাটেই বাস করি। আপনি এখানে পোস্টেড হয়ে এসেছেন শুনেছিলাম কিন্তু বড় দেরি করে ফেললাম দর্শন করতে, তবে, ইংরেজরা একটা ভাল কথা বলে, বেটার লেট দেন নেভার।' লোকটর কথা বলার সময় একটা প্যাচপ্যাচে হাসি ঠোঁটে জড়ানো ছিল।

দীপাবলীর কয়েক মুহূর্ত লাগল। এই সেই অর্জুন নায়েক ? সে বলল, 'এখন তো অফিস ছুটি। আপনার কোন দরকার থাকলে বিকেলে আসবেন। সন্ধের পরেও ওঁরা থাকেন।'

অর্জুন মাথা নাড়ল ঠোঁট টিপে। তারপর বলল, 'মেমসাহেব কি আমাকে বসতে বললে খুব অসুবিধে বোধ করবেন ?'

মুখে হ্যাঁ চলে এসেছিল কিন্তু দ্রুত মন পরিবর্তন করল দীপাবলী, সতীশবাবুর টেবিলের

দিকে এগিয়ে গিয়ে উল্টো দিকটা দেখিয়ে বলল, 'বসুন, কি বলার আছে বলুন।' সে নিজে সতীশবাবুর চেয়ারে গিয়ে বসল। অর্জুন নড়ল না, সেখানে দাঁড়িয়েই বলল, 'এটা কি ঠিক হল মেমসাহেব ? কেরানিদের চেয়ারে আপনাকে মানাচ্ছে না।'

'আপনি বসতে চেয়েছিলেন আমি আপত্তি করিনি।'

'ও। ঠিক আছে।' বেশ সমীহ করার ভঙ্গী নিয়ে অর্জুন এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বেশ শব্দ করেই বসে পড়ল। পকেট থেকে একটা রুপোর কৌটো বের করে দুই আঙুলে জর্দা তুলে নিয়ে মুখে পুরল, 'আমি ভেবেছিলাম কোন বয়স্কা মহিলা বোধহয় বুড়ো বয়সে প্রমোশন পেয়ে এই পোস্টে এসেছেন। খুব ভাল খুব ভাল। হ্যাঁ, নাম তো বলেছি, একেবারে মহাভারতের নাম, ব্যবসা করি, জমিজমা আছে কিন্তু তার হাল তো দেখছেন, শালা নেচার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে জমির। তবু আপনাদের শুভেচ্ছায় ভাত কাপড়ের অভাব নেই।'

'আপনার নাম আমি শুনেছি।'

'আই বাপ ! আপনার কানে এর মধ্যেই কেউ মন্ত্র পড়ে দিয়েছে ?'

'মন্ত্র পড়া মানে ?'

'আর বলবেন না মেমসাহেব। এখানে মানুষ থাকে ? সব এক একটা শয়তান চুকলিখোর, আপনি যত ওদের জন্যে করুন কিছুতেই মন ভরবে না। কাজ করলেও দোষ, না করলে তো কথাই নেই। আমার দোষ কেন পয়সা রোজগার করছি। মানুষের নিন্দে করে ওরা সকালে দাঁত মাজে কিন্তু সামনে এলে বোবা। বুঝবেন বুঝবেন, কদিন থাকুন বুঝতে পারবেন।' মাথা নাড়ল অর্জুন নায়েক।

'আমি শুনেছি আপনি নেখালি গ্রামের কিছু মানুষকে খাটিয়ে অর্ধেক টাকা কেটে রেখেছেন ওখানে কুয়ো করে দেবেন বলে। কথাটা ঠিক।'

'একশ বার ঠিক। আপনি ওখানে গিয়েছেন ? গেলে বুকের হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। এক ফোঁটা জল নেই। খাবার নেই। কি দুর্দশা ! গবমেন্ট যখন কিছু করছে না তখন তো ওদের নিজেদেরই সব করতে হবে। হাতে টাকা দিলে তার অর্ধেক খাবার খাবে বাকি অর্ধেক মদ। আমি সেই মদের টাকায় ওদের জন্যে কুয়ো করে দেব ভেবেছি। খারাপ ভেবেছি বলুন ?'

'কাজটা আপনি ঠিক করেননি। ওদের প্রাপ্যটা ওদেরই দেওয়া উচিত।'

'তাহলে কুয়ো ? জলের ব্যবস্থা ?'

'আপনি যখন এতটা ভেবেছেন তখন ওটা নিজেই করে দিতে পারতেন।'

অর্জুন একটু ভাবল চোখ বন্ধ করে, তারপর মাথা নাড়ল, 'ঠিক হ্যায়, করে দেব। কালই লোক লাগিয়ে দেব। জবান দিচ্ছি, আজ বিকেলে কেটে রাখা টাকা ওরা ফেরত পেয়ে যাবে। আপনার উপদেশ আমি মেনে নিলাম।'

'আপনি যদি এটা করেন তাহলে সত্যি আমি খুশী হব অর্জুনবাবু।'

'জবান তো দিয়েছি। এখন আপনি বলুন আপনি কবে আমার বাড়িতে পা দিয়ে আমাকে খুশী করবেন?' ঝুঁকে এল অর্জুন।

'আপনার ওখানে যাওয়ার তো একটা কারণ চাই মিস্টার নায়েক। আপনি কিন্তু এখনও আপনার বক্তব্য বলেননি।'

'বক্তব্য। আরে মেমসাহেব, আমি তো আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।'

'তাহলে তো আলাপ নিশ্চয়ই এতক্ষণ হয়ে গিয়েছে।'

'আপনি আমাকে চলে যেতে বলছেন ? বেশ, যাচ্ছি। তবে আমার কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লেগেছে। মুখের ওপরে সত্যি কথা বলার সাহস আপনার আছে। গুড। যখন যা লাগবে আপনি আমাকে বলবেন। সতীশবাবু চেনেন আমাকে, ওঁকে দিয়ে খবর পাঠাবেন।'

'আমার কিছু প্রয়োজন হলে আপনাকে খবর দেব ভাবছেন কেন ?'

'মেমসাহেব। আপনি কি এদেব জন্যে কাজ করতে চান না আপনার আগের লোকদের মত চোখ বন্ধ করে থাকবেন ? যদি কাজের ইচ্ছে থাকে তাহলে এই শর্মা আপনার উপকার করতে পারবে। বি ডি ও সাহেব তো বটেই, ডি এমের কাছে কোন ফাইল আটকে থাকলে আমাকে বলবেন এক দিনেই কাজ হয়ে যাবে। আচ্ছা, অনেক বিরক্ত করলাম, এবার আপনি আরাম করুন, আমি চলি।' দবজার দিকে কথা শেষ করেই এগিয়ে গেল আচমকা অর্জুন। হঠাৎ কি মনে হল দীপাবলী ডাকল, 'শুনুন, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। কাল নাকি নেখালি গ্রামে খুব গণ্ডগোল হয়েছে, কি ব্যাপার আপনি কি কিছু জানেন ?'

চোখ বড় করল অর্জুন ঘুরে দাঁড়িয়ে, 'কিছু না, আমি বলেছি ছেলেদের আর কাজে লাগাবো না। ফাঁকি মারে কাজ কম হয়। এবার থেকে মেয়েদরেই কাজ দেব, তাই— ! ও হ্যাঁ, আপনাকে একটা কথা বলতে একদম ভুলে গিয়েছি। একটা নয়, দুটো। প্রথমটা, আপনার এস ডি ও সাহেবেব সঙ্গে আজ সকালে দেখা হয়েছিল। তাঁর পেট খারাপ, আসতে পারবেন না আজ। আর দ্বিতীয়টা হল,পোস্ট অফিসের পিওন আসছিল আপনার টেলিগ্রাম নিয়ে। আমি আসছি বলে বেচাবাকে কষ্ট দিলাম না, নিন।'

টেলিগ্রামটা দীপাবলীর হাতে ধবিয়ে দিয়ে অর্জুন মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কাব করে বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই তার গাড়ির শব্দ হল। দীপাবলীর ঘোর কাটতে সে টেলিগ্রামটার দিকে তাকাল।

॥ ২ ॥

টেলিগ্রামটা ছিঁড়ল দীপাবলী। এর আগে কখনও তাব নামে কেউ টেলিগ্রাম পাঠায়নি। কৌতূহল ছিল তাই। শমিতের নামটা দেখে সে ভ্রূ কোঁচকালো। শমিত লিখেছে সে আসছে। কেন আসছে, কি জন্যে এবং কতদিন থাকবে তার বিশদ লেখার প্রয়োজন বোধ করেনি অথবা পয়সা বাঁচিয়েছে। সে যে এখানে আছে তা একমাত্র অমলকুমার ছাড়া কাউকে ও জানায়নি। তাহলে শমিত কি করে ঠিকানাটা পেল ! টেলিগ্রামে ওর আসার দিনও উল্লেখ করা নেই।

দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে এল দীপাবলী। তিরি কাছেপিঠে নেই। বাড়ির প্রতিটি জানলা বন্ধ। বাইরে এখন সূর্যের কড়াই থেকে যেন লাভা ঝরছে। শরীরে জামাকাপড় রাখতে ইচ্ছে করে না। শাড়ি পর্যন্ত তেতে উঠেছে। বাঁচোয়া এই যে তেমন ঘাম হয় না। গলা তুলে দীপাবলী ডাকল, 'তিরি, এক গ্লাস জল দে।'

তিরি এল মিনিট দেড়েকের মধ্যেই। জল দিয়ে হাসল। সেটা গলায় ঢেলে দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'আজ জল তুলে রেখেছিস ?'

'আজ কেন তুলব ? কাল তুলেছি। ঘোলা জল ছিল ছেঁকে ফুটিয়ে কর্পূর দিয়ে রেখেছি। কেন, কর্পূরের গন্ধ পেলে না ?'

'পেয়েছি। তুই এমন চমৎকার বাংলা শিখলি কোত্থেকে ?'

'শিখে গিয়েছি।'

'আচ্ছা, যদি একদিন দেখিস কুয়োতে এক ফোঁটা জল উঠছে না তো কি করবি ?'

'তুমি ছুটি নেবে আর আমি তোমার সঙ্গে এখান থেকে চলে যাব।' হাসল তিরি, 'না দিদি, এই কুয়োর জল কখনও শুকোয় না।'

'তাহলে ওরা নিতে এলে আপত্তি করেছিলি কেন ?'

দু'জনের জল দুশো জন নিলে থাকবে ! দিদি, ও তোমাকে কি বলল ?'

দীপাবলীর মনে পড়ল, 'হ্যাঁ, তুই অর্জুন নায়েককে দেখে আমাকে বাইরে বেরুতে মানা করছিলি কেন ? ব্যাপারটা কি ?'

মাথা নাড়ল তিরি, 'আমি ভুলে গিয়েছিলাম তুমি মেমসাহেব।'

'তার মানে ?'

'মেমসাহেব বলে ও তোমাকে কিছু বলল না।'

'খুলে বল তো, 'হেঁয়ালি করিস ন।'

'আগে পাশেব যত গ্রাম আছে ভাল মেয়ে দেখলেই ও কাজ দেবার নাম করে বদমায়েসি করে। সবাই জানে কিন্তু কেই কিছু বলতে পারে না।'

দীপাবলীর চোয়াল শক্ত হল। অর্জুন নায়েকের কিলবিলে হাসিটা মনে পড়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা কবল, 'তোকে কিছু বলেছিল ?'

'সেইটাই তো আসল ব্যাপার।' মাথা নাড়ল তিরি, 'দাঁড়াও, আসছি রান্নাঘর থেকে।'

দীপাবলী হতাশ হল। সে খাটে শরীর এলিয়ে দিল। মেয়েটাকে কোন প্রশ্ন করলে সরাসরি জবাব পাওয়া যায় না। ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে বনানীদির স্বভাবের কিছুটা পেয়েছে ও। বিকেলে বনানীদি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে বললেন, 'উঃ, আজ যা কাণ্ড হয়েছে তোকে কি বলব !' প্রথমদিকে দীপাবলী ব্যস্ত গলায় জিজ্ঞাসা করত, 'কি হয়েছে ?'

'আর বলিস না। সকালে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর দেখি মাথা ধরেছে। চা খেলাম তবু কমল না। খবরের কাগজ পড়লাম। সুজাতা বলল মাথা ধরার ট্যাবলেট খেতে। আমি আবাব ওসব খেতে পারি না। সাততাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়েদেয়ে স্কুলে গেলাম। গিয়ে শুনি আমাদের এক কলিগ্ স্বপ্নার কাল রাত্রে বাচ্চা হয়েছে। খুব শখ ছিল ছেলের, হল মেয়ে। ওর কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। তবে স্বপ্না এত রোগা যে ভালয় ভালয় হয়েছে এই ঢের।'

'কি কাণ্ড হয়েছে বলছিলেন না ?'

'হ্যাঁ বলছি। দুপুরে হেড মিসট্রেসের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। আমাদের স্কুলে আবার মেটার্নিটি লিভ নেই। পুজোর ছুটি গরমের ছুটি তার ওপর নাকি মেটার্নিটি লিভ দেবেন না। বললেন এমনভাবে প্ল্যান করুন যেন ছুটির সময় বাচ্চা হয়। বোঝ !'

দীপাবলী হেসে ফেলল, 'তারপর ?'

'তুই হাসছিস ? কিরকম কাণ্ডজ্ঞান দ্যাখ ! ছুটির পর ভাবলাম আমার এক মাসতুতো বোনের বিয়ে হয়েছে গড়পাড়ে, ঘুরে আসব। গেলাম। ও তো খুব খুশি। ওর বরের নাকি নিউ মার্কেটে দোকান আছে। যাবি একদিন ওখানে ?'

'যেতে আপত্তি কি। কিন্তু কাণ্ডটা।'

'হ্যাঁ, তা ওখানেই বোনের ভাশুরের সঙ্গে আলাপ হল। তার বউ মারা গিয়েছে বিয়ের পরের বছর। মাথায় বিশাল টাক। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স। পেটের গোলমালে ভোগে। অনেক খরচ করেছে কমেনি। তা আমি বললাম গ্রে স্ট্রীটে একজন হোমিওপ্যাথ আছেন আমাদের মণিকার পেটের অসুখ সারিয়েছিলেন। তাই শুনে এমন ধরল যে ওঁকে নিয়ে

যেতে হল সেই ডাক্তারের কাছে। আমি তো মণিকার সঙ্গে কয়েকবার গিয়েছিলাম। ওষুধ-টষুধ নিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল আমাকে হোস্টেলে।'

'এইটে তোমার কাণ্ড ?'

'দূর ! তা কেন হবে ?'

'তাহলে ?'

'ভদ্রলোকের স্ত্রী, যিনি মারা গিয়েছেন, তিনি নাকি আমাদের হেড মিসট্রেসের বোন, ব্যাপারটা ভাব। সেই বোন যদি বেঁচে থাকত তাহলে মানুষটার অবস্থা কি হত ?'

দীপাবলী কি উত্তর দেবে বুঝতে পারেনি। বনানীদি যদি শ্যামবাজারের কথা বলতে আসতেন তাহলে বালিগঞ্জ থেকে শুরু করতেন। এবং যে-কোন বিষয়েই কথা বলতে গেলে একবার না একবার হেডমিসট্রেস চলে আসতেনই।

খাটে শুয়ে চোখ বন্ধ করে দীপাবলী ডাকল, 'তিরি !'

তিরি দূর থেকে সাড়া দিল। তারপর তার পায়ের আওয়াজ ঘরে এল। দীপাবলী বলল, 'শোন, তোকে আমি যখন যা প্রশ্ন করব তখনই তার উত্তর দিবি। ফেনাবি না।'

'আমি তো উত্তর দিই !' সরল গলায় বলল তিরি।

'তোকে অর্জুন নায়েক কি বলেছিল ?'

'ও, ওই কথা ! না, শুনলে তুমি রাগ করবে।'

'আবার ?'

'মানে, আমার যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন চার চারটে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। নেখালি থেকে না। যেসব গ্রামে বৃষ্টি হয়, চাষবাস কবা যায় সেইসব গ্রাম থেকে। বাবার তো পয়সা ছিল না যে বিয়ে দেবে। তা সবাই বলল অর্জুনবাবুকে গিয়ে ধর। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাবা গেল। অর্জুনবাবু বলল, 'আগে তোমার মেয়েকে চোখে দেখি তারপর বিয়ের খরচ দেব।' তাই শুনে মা কিছুতেই রাজি নয়। এগ্রামের মেয়েদের চেহারা ভাল না বলে ডাক পড়ে না। কিন্তু অন্য গ্রামের মেয়েরা নাকি হপ্তায় একদিন অর্জুনের কাছে কাজের নামে গিয়ে থাকে। একজনের পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছিল, অর্জুনবাবু নেখালির একটা ছেলেকে টাকা দিয়ে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটা নেখালিতে আসার পরের রাতেই গলায় দড়ি দেয়। তাই মা আমাকে পাঠাল না।

'তুই ধান ভানতে শিবের গীত গাইছিস কেন ?'

'মানে ?'

'তারপর কি হয়েছিল ?'

'মা পাঠাল না। আমার বিয়েও হল না। এক বছর পরে যখন বাবা-মা সবাই কাজে গিয়েছে, ওই যে তেঁতুলতলার রাস্তাটা তৈরি হচ্ছিল, তখন অর্জুনবাবু লোক পাঠান আমাদের ঘরে। সেই লোক জিজ্ঞাসা করল আমি ওর ওখানে কাজ করতে যেতে চাই কি না। আমি না বললাম। ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে নেখালির মানুষদের কাজে নেওয়া বন্ধ করে দিল অর্জুনবাবু। সবাই আমার ওপর খেপে গেল। গ্রামসুদ্ধ লোক বাবাকে গিয়ে বলল, তোমার মেয়েকে কাজে পাঠাও নাহলে আমরা না খেয়ে মরব। এইসময় বংশীদাদা এসে বাবাকে বলল এই কাজটার কথা। মা বলল, চলে যা নইলে তোকে বাঁচাতে পারব না। আমি চলে এলাম। তাই গ্রামের লোক খেপে গেল। বেশ কিছুদিন আমি এখানে চাকরি করতাম আর বংশীদার বাড়িতে থাকতাম। তারপর আগের সাহেব আসার পর— ।' মুখ নামাল তিরি।

'অর্জুন জানে যে তুই এখানে কাজ করিস।'

'সব জানে। কোন্ খবর ওর কাছে যায় না বল !'

'ঠিক আছে, তুই যা। আমাকে খাবার দে।'

চোখের ওপর হাত রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল দীপাবলী। এরকম চরিত্রের কথা কিছু গল্প-উপন্যাসে পড়েছে সে। লোকটার স্বভাবে একটা ডোন্ট-কেয়ার ভাব আছে, কিন্তু প্রথম দিনের আলাপে কখনও অসম্মান করেনি তাকে। এই এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশকে কাজে লাগানো ইত্যাদি কিছু দায়িত্ব চাকরির সূত্রে তার ওপর অর্পিত। এ গ্রামে থানা নেই। থানাব দারোগার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ব্রিটিশ আমলের মানুষ। বছর দুয়েকের মধ্যে অবসর নেবেন। কিন্তু লোকটিকে মনে হয়েছে মেরুদণ্ডহীন এবং পাশ কাটানো। এস ডি ও কিংবা ডি এমের সঙ্গে যার সখ্যতা তাঁকে তো দারোগা দেবতাজ্ঞানে পুজো করবেন। অর্জুন নায়েক যদি মেয়েদের নিয়ে সুখী হতে চান তাহলে সে কিছুই করতে পারে না যতক্ষণ না ওইসব মেয়ে বা তাদের পরিবার তার কাছে নালিশ করছে। কিন্তু এস ডি ও শেষপর্যন্ত এলেন না। সতীশবাবুর ধারণাই সত্যি হল। ভদ্রলোক খবর পাঠালেন অর্জুন নায়েকের মাধ্যমে যেটা দীপাবলী মোটেই পছন্দ করছে না। এখন মনে হচ্ছে উনি বাহানা দিয়েছেন, আসার অভিপ্রায় তার মোটেই ছিল না। এক্ষেত্রে নেখালির মানুষজনের জন্যে আপাতত কিছুই করা যাচ্ছে না।

এমন সময় বাইরে সাইকেলের ঘণ্টা বাজল। বন্ধ অফিসঘরে দরজায় শব্দ হল। দীপাবলী গলা তুলল, 'তিরি, দ্যাখ তো কে এসেছে ?'

'যাচ্ছি।' তিরি রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল।

গরম বাড়ছে। যেই আসুক দায়ে না পড়লে এই রোদে বেব হবে না। ঈশ্বর নামক শক্তিমানের খামখেয়লিপনার শেষ নেই। আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি আর তিস্তা-করলার বুক ছাপানো জলের ঢালে জলপাইগুড়ির মানুষ বিব্রত হয় যেখানে—সেখানে এই মাইলের পর মাইল জমি জলের অভাবে বন্ধ্যা হয়ে থাকে। যে কলকাতা শহরে বৃষ্টির দরকার নেই সেখানে একদিন জল পড়লেই লোকে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে হাঁটতে বাধ্য হয়। সমস্ত শরীর চিড়বিড় করছে গরমে। শাড়ি খুলে শুতে পারলে ভাল হত। খাওয়াদাওয়ার পর ঘণ্টা তিনেক সেই সুযোগ মেলে। তখন শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় সে। সংস্কার এমন জিনিস যা কাজের লোকের সামনেও নিজেকে সহজ হতে দিতে পারে না।

তিরি ঘরে এল একটা পিওন-বুক হাতে, তার মধ্যে সরকারি বিধি। উঠে বসে চিঠিটা নিল সে। তিরি কলম এনে দিতে সই করতেই ওটা ফেরত নিয়ে গেল। খামের মুখ ছিঁড়ল দীপাবলী। ডি এমের সরকারি নির্দেশ। আগামীকাল সকাল দশটায় সমস্ত সাব ডিভিশন এবং ব্লকের অফিসারদের সার্কিট হাউসে উপস্থিত থাকতে হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আলোচনা করতে চান।

দীপাবলীর মনে হল এটা একটা বড় সুযোগ। তার পক্ষে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা বা কাজের ব্যাপারে অভিযোগ জানানো ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার শামিল। উপরওয়ালা, তস্য উপরওয়ালার অনুমতি চাই। এরকম একটা আলোচনাসভায় মন্ত্রী যদি কিছু জানতে চান তাহলে সরাসরি বলে ফেললে কেউ কিছু মনে করতে পারবেন না। সতীশবাবুকে বলতে হবে সমস্ত পয়েন্ট সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট তৈরি করতে।

সতীশবাবুর ওপর দায়িত্ব দিয়ে সকাল সাতটার বাস ধরল দীপাবলী। একটাই বাস দিনে দুবার যায় এবং ফেরে। সকালের বাসে ভিড় ছাদেও থিক থিক করে। তাকে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখে কণ্ডাক্টর ব্যস্ত হয়ে ভিড় হঠিয়ে জায়গা করে দিল বসার। দীপবলী জানত না এখানে আসার এত অল্প দিনের মধ্যেই তাকে এত লোক চিনে গিয়েছে। বাসে বসে আর একটা অভিজ্ঞতা হল। চেঁচামেচি বকরবকর যা হবার তা হচ্ছে পেছন দিকে। তার সামনে যেসব দেহাতি এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি বসে তারা রয়েছে বেশ গম্ভীর মুখে। যেন কথা না বলে তারা তাকে সম্মান দেখাচ্ছে। এর মধ্যেই বাসের জানলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে গরম হাওয়ার জন্যে। চুপচাপ বসে এল দীপাবলী। নামার আগে কণ্ডাক্টরকে ডাকল সে, 'এই যে ভাই, টিকিটের দাম নাও।'

লোকটার বয়স বেশী নয়, এক হাত জিভ বের করে মাথা নাড়ল।

'কেন?' দীপাবলী বেশ বিরক্ত হল।

'না মেমসাহেব, পারব না, আমাব চাকরি চলে যাবে।'

'তাহলে তো তোমাদের বাসে আমি উঠতেই পারব না।'

'একি কথা বলছেন! আপনি হলেন গিয়ে আমাদের—, না, না।' প্রায় পালিয়েই গেল সে। দীপাবলী বুঝল কোন লাভ হবে না। সে মুখে যতই বলুক ভাড়া না নিলে বাসে উঠবে না কিন্তু ভাল করেই জানে বাসে না উঠে কোন উপায় নেই। স্ট্যান্ড থেকে রিকশা নিল সে। দশটা বাজতে পনের মিনিট বাকি। এতবার লোক ওঠা নামা করছে যে দেড় ঘণ্টার পথ প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা লাগিয়ে দিল বাস। সে অবশ্য এস ডি ও-র অফিসে যেতে পারত। মিনিট চল্লিশেকের মধ্যেই পৌঁছানো যেত সেখানে। এস ডি ও-র জিপে চড়ে সোজা শহরে। কিন্তু গতকালের ঘটনার পর ব্যাপারটা ভাবতেই ভাল লাগেনি।

সার্কিট হাউসের সামনে পৌঁছে মোটামুটি ভিড় দেখতে পেল। আদেশ মান্য করে সবাই জমায়েত হয়ে মন্ত্রীর অপেক্ষা করছেন। ডি এম নেই। জানা গেল তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে আসবেন। অরবিন্দ সেন এগিয়ে এলেন, 'নমস্কার মিসেস ব্যানার্জী, কেমন আছেন?' দীপাবলী একটু আড়ষ্ট হল। সরকারি চাকরিতে যোগ দিতে হলে নিজের ঠিকুজি জানিয়ে দিতে হয়। ইচ্ছা না থাকলেও দীপাকে নিয়ম মানতে হয়েছে। পরলোকগত অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর পরিচয় তাকে বহন করতেই হয় এই কারণে বাধ্য হয়ে। সে মাথা নাড়ল, 'ভাল। আপনি?'

'আর বলবেন না। খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমোতে পারছি না। যা গরম?'

'আপনাদের ওদিকে প্রব্লেম কেমন?'

'নাথিং। কিছু নেই। আপনার হাতে ওটা কি?'

'এই কিছু কাগজপত্র। মন্ত্রীমশাই যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে বলতে হবে তো?'

'তাহলে আপনি খুব সিরিয়াসলি কাজকর্ম করছেন বলুন!'

দীপাবলী হাসল। যেন কাজকর্ম করা একটা অন্যায় ব্যাপার এমনই মনে হল ওর এঁর কথা শুনে। সে দেখল তার এস ডি ও আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন দূরে দাঁড়িয়ে। যাঁর সঙ্গে উনি কথা বলছেন তাঁর নজর এদিকেই। দীপাবলীকে দুচোখে গিলছেন তিনি। হঠাৎ এস ডি ও এদিকে তাকালেন। তারপর ওরা এগিয়ে এলেন।

'সরি মিসেস ব্যানার্জি, কাল শরীর এমন খারাপ হয়ে পড়ল যে যেতে পারিনি কিন্তু আমি আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলাম।' এস ডি ও বললেন।

'হ্যাঁ।আপনি এখন কেমন আছেন?'

'ভাল না। মন্ত্রী না এলে আজ বের হতাম না।' বলেই যেন মনে পড়ল, 'তা আপনি আমার ওখানেই তো আসতে পারতেন, আমি আসছিলামই—!'

'বুঝতে পারিনি আসবেন কি না, অসুস্থ শুনলাম ?'

'আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি সুধীর গুপ্তভায়া, সাউথ ডিস্ট্রিক্টের এস ডি ও। আমারই ব্যাচমেট।'

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক দুহাত জোড় করে নমস্কার করলেন, 'আপনার কথা আগেই শুনেছিলাম। আপনার মত সুন্দরী মহিলা এই চাকরিতে আছেন ভাবাই যায় না !'

'কেন ? চাকরি বুঝি অসুন্দরী মহিলাদের জন্যে ?'

'না, না, সুন্দরীরা সাধারণত পটের বিবি হন। এত খাটাখাটুনির চাকরি তাদের সহ্য হয় না। আমি এটাই মিন করতে চেয়েছি।'

দীপাবলী হাসল, 'তাহলে বলব আপনার দেখার পরিধি বেশী বড় নয়।'

এইসময় তিনটে গাড়ি ছুটে এল। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এস ডি ও-রা এগিয়ে গেলেন ব্যস্ত হয়ে। গাড়ি থেকে মন্ত্রী, ডি এম নামলেন। দীপাবলী দেখল মন্ত্রীর বয়স হয়েছে কিন্তু খাদির পাঞ্জাবি ও ধুতিতে বেশ সৌম্য দেখাচ্ছে তাঁকে। পুলিশের সুপারও ছিলেন পেছনের জিপে। অফিসাররা সবাই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন—তাঁদের সারির মধ্যে দিয়ে নমস্কার করতে করতে মন্ত্রীমশাই ডি এম-কে নিয়ে সার্কিট হাউসে ঢুকে গেলেন বিনা বাক্যব্যয়ে।

মিনিট চারেকের মধ্যে মিটিং আরম্ভ হল। মন্ত্রী এবং ডি এম বসেছেন ঘরে একদিকে, এপাশে অফিসাররা। দীপাবলী দ্বিতীয় সারির এক কোণে বসে শুনছিল। ডি এম ভূমিকা করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে মন্ত্রীমশাই বললেন, 'না, না, কথা বাড়ানোর দরকার নেই। আপনাদের সোজাসুজি কিছু কথা বলি। এই জেলায় খরা যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে। বৃষ্টি হয় না তাই চাষবাসও হয় না। কৃষকরা খুব কষ্টে বেঁচে আছেন। আমরা অবশ্য তাঁদের নানারকম সাহায্য করি তা আপনারা জানেন। কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যাতে এই এলাকায় চাষবাস হয়। এ ব্যাপারে আপনাদের আরও বেশী পরিশ্রম করতে হবে। আর চাষ ছাড়া ওদের হাতে শ্রমের বিনিময়ে যাতে কিছু পয়সা আসে, নিয়মিত রোজগার করে যেতে পারে তার জন্যে আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। মনে রাখবেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বারংবার বলেছেন কৃষকরাই হল ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ডকে বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের সবরকম চেষ্টা করা উচিত।' মন্ত্রী হাত বাড়িয়ে গ্লাস তুলে নিয়ে দুটো চুমুক দিলেন, 'জল। এই জেলার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল জলের অভাব। ঈশ্বর এই জেলাকে মেরে রেখেছেন কোন বড় নদী না দিয়ে। জল ছাড়া চাষবাস করা সম্ভব নয়। আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে শুধু বছরের দু'তিন মাস নয় বারো মাস ফসল ফলানোর ব্যবস্থা এখানে করা যায়। বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে অনেকরকম গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন। দুশো বছর ধরে ইংরেজরা শুধু ভারতবর্ষের গরিব কৃষকদের শোষণ করেছে কিন্তু তাদের উন্নতির কোন চেষ্টাই করেনি। আমরা জনগণের নির্বাচিত সরকার, তাই হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। আমাদের হাত হল আপনারা। আপনারাই পারেন গান্ধীজী, জওহরলালের স্বপ্নের ভারতবর্ষকে বাস্তবে নিয়ে আসতে। বন্দেমাতরম্।' মন্ত্রী বসে পড়লেন। পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে কপাল গলা মুছে ডি এমের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকালেন।

ডি এম নিচু গলায় তাঁকে কিছু বলতে তিনি বাঁ হাত উল্টে সম্মতি দিলেন। ডি এম উঠে দাঁড়ালেন, ইংরেজিতে বললেন, 'মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও এখানে এসে আমাদের যা বললেন তা নিশ্চয়ই স্মরণে রাখব। তবে আপনারা যাঁরা এই জেলার সর্বত্র

ছড়িয়ে আছেন তাঁরা যদি কোন সমস্যার কথা বলতে চান তা লিখিতভাবে আমার কাছে পাঠালে আমি নিশ্চয়ই কলকাতায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দপ্তরে পাঠিয়ে দেব।'

হঠাৎ মন্ত্রী বলে উঠলেন, 'স্পেশ্যাল কিছু সমস্যা আছে না কি'?'

অফিসাররা সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। মন্ত্রী বললেন, 'চিঠি চাপাটিতে সময় নষ্ট না করে বলে ফেলুন এখানে। আপনি বলুন ভাই?'

দীপাবলী দেখল সামনের সারিতে বসা তার এস ডি ও-র দিকে ইঙ্গিত করছেন মন্ত্রী। তিনি খুব নাভার্স ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন, 'স্যার, অ্যাজ সাচ তেমন কিছু প্রব্লেম নেই, শুধু গরম ছাড়া।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। মন্ত্রীমশাইও সেই হাসিতে যোগ দিয়ে বললেন, 'এ ব্যাপারে সরকারের তরফে কিছু করার নেই। ঈশ্বরের ওপর আমাদের কোন কন্ট্রোল নেই যে তাঁকে কথা শুনতে বাধ্য করব। সিট ডাউন প্লিজ।' এস ডি ও বসে পড়লেন।

ডি এম তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন, 'তাহলে আমরা এখানেই আজকের আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জেলার পক্ষ থেকে এখানে আসার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল দীপাবলী। তার এস ডি ও-র এইরকম হাস্যকর মন্তব্য শোনার পর সে ঠিক করল উঠে দাঁড়াবে। ডি এম কথা বলতে শুরু করা মাত্র সে তার হাত উঁচুতে তুলেছিল। কথা শেষ করে ডি এম সেটা দেখতে পেলেন। আলোচনা সভা শেষ হয়েছে ভেবে সবাই উঠে দাঁড়াচ্ছিল ডি এম দু'হাত শূন্যে তুলে সবাইকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। দীপাবলী দেখল সবাই এখন তার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। ডি এম বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি কিছু বলতে চাইছেন?'

দীপাবলী উঠে দাঁড়াল, 'হ্যাঁ।'

'আপনি কোন ব্লকে আছেন?'

দীপাবলী উত্তর দিল। মন্ত্রী কিছু বলল ডি এমকে। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে সেটা শুনে হাসলেন। তারপর ইঙ্গিত করলেন দীপাবলীকে বলতে।

দীপাবলী হাতের ফাইলটা খুলল। তারপর বিনীত গলায় বলল, 'মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মাননীয় ডি এম। আমি খুব অল্প দিন হল এই জেলায় বদলি হয়ে এসেছি। যে এলাকায় আমাকে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে তার অবস্থা দেখে আমি শিউরে উঠেছি। স্বাধীনতার পর পনের বছর হতে চলল আমরা শাসনে এসেছি কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি এখানকার মানুষদের বেঁচে থাকাব ন্যূনতম সুযোগসুবিধে আমরা দিতে পারিনি।'

হঠাৎ একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। দীপাবলী অস্বস্তিতে পড়ল। মন্ত্রী মহাশয় হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন সবাইকে চুপ কবতে। দীপাবলী একটু নাভার্স হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ জেদের বশে সে যা করতে যাচ্ছে তার পরিণতি আন্দাজ করতে পাবছিল না। তবু এখন পিছিয়ে যাওয়ার কোনো কাবণ নেই। সে বলল, 'আমার এলাকায় বৃষ্টি হয় না বললেই ঠিক বলা হয়। বছরের একটা সময় জল এতে নিচে চলে যায় যে কুয়ো নতুন করে খোঁড়াতে হয়। আমি নেখালি নামের একটি গ্রামের ছবি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সামনে তুলে ধরতে চাই। নেখালি গ্রামে বাহান্নটি পরিবার কোনোমতে টিঁকে আছে। মাটি পাথর হয়ে গিয়েছে তাই চাষ হয় না। কোনবকম গাছপালা নেই। গ্রামে কোন কুয়ো বা নলকূপ নেই। কয়েক ক্রোশ দূর থেকে জল নিয়ে আসে তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে। স্নানের কথা বছরে এক দুদিনের বেশী ভাবতে পারে না। মাঝে মাঝে দিনমজুরি করে এরা যে পয়সা পায় তাই দিয়েই কোন মতে

বেঁচে থাকে। কেন বেঁচে আছে তা এরা নিজেরাই জানে না। নেখালির প্রায় প্রতিটি মানুষ কমবেশী অসুস্থতায় ভুগছে। তবে চর্মরোগ ওদের মধ্যে ব্যাপক। আমি এদের দিকে তাকালে কোন ভারতবর্ষকে দেখতে পাব ? আমরা এদের জন্যে আজ পর্যন্ত কি করেছি ?'

দীপাবলী থামতেই মন্ত্রী মশাই বললেন, 'আপনি কি সরকারকে অভিযুক্ত করছেন ?'

সমস্ত ঘর মুহূর্তেই নিঃশব্দ হয়ে গেল। দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'না, আমি একজন কর্মচারী হিসেবে সরকারের অঙ্গ। সত্যিকারের ছবি তুলে ধরছি।'

'কিন্তু আমি আপনার গলায় কম্যুনিস্টদের সুর পাচ্ছি।'

দীপাবলী থমকে গেল। তারপর বলল, 'মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি রাজনীতির ধারে কাছে থাকি না। যা সত্যি তাই বলছি।'

এবার ডি এম, এস ডি ও-র দিকে তাকালেন, 'আপনার বক্তব্য কি ?'

এস ডি ও বললেন, 'মিসেস ব্যানার্জী আমাকে অবশ্য নেখালির কথা বলেছিলেন। সমস্যা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আমার মনে হয়েছিল মহিলারা একটু বেশী ভাবপ্রবণ হন।'

'দ্যাটস রাইট।' ডি এম বললেন, 'মিসেস ব্যানার্জী আপনি যাদের কথা বললেন তাদের মত অনেক মানুষ ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই তা জানেন। তবে সরকার কিছুই করছে না একথা আমরা বলতে চাই না।'

এবার মন্ত্রী মহাশয় উঠে দাঁড়ালেন, 'একটু আগে যখন জানতে চেয়েছিলাম আপনাদের কোনো সমস্যা আছে নাকি তখন সবাই চুপ করে ছিলেন।একজন শুধু বলেছিলেন তাঁর খুব গরম লাগে। কিন্তু এখন উনি যে গ্রামের ছবি তুলে ধরলেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে এ জেলায় সরকারি কাজকর্ম ঠিকঠাক হচ্ছে না। রাজা কান দিয়ে দ্যাখে। আমাদের কান হলেন আপনারা। যা হোক, ঠিক ছিল আমি এখান থেকে কলকাতায় ফিরে যাব। কিন্তু আমি এই ইয়ং লেডির বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে চাই। ওই গ্রামটি এখান থেকে কতদূর ?'

ডি এম, এস ডি ও-র দিকে তাকালেন। এস ডি ও দীপাবলীর দিকে। দীপাবলী বলল, 'গাড়িতে যাতাযাতে ঘণ্টা তিনেকের বেশী লাগা উচিত নয়। অবশ্য রাস্তা সব জায়গায় খুব ভাল নয়।'

ঘড়ি দেখলেন মন্ত্রী, 'চলুন, আর দেরি করে লাভ নেই।' সভা ভাঙল। সবাই গুনগুন করতে লাগলেন, আগে জানলে তারাও নিজেদের এলাকার সমস্যার কথা বলতে পারতেন। আফসোস এখন সবার মুখে।

দুটো জিপ রওনা হল। মন্ত্রী, ডি এম ও এবং এস ডি ও প্রথম জিপটাতে, দ্বিতীয়টাতে দীপাবলী এবং পুলিশের লোকজন। মন্ত্রীর পি এ প্রথম জিপে উঠলেন। শহর ছাড়িয়ে জিপ ছুটল। দীপাবলীর ভাল লাগছিল। বৃদ্ধ মন্ত্রী যে এভাবে নিজের চোখে নেখালি দেখতে যেতে চাইবেন তা সে অনুমান করেনি। যেভাবে সাজানো কথার মিটিং চলছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভাবা যায় না। কিন্তু একটা কথা তার মনে খচখচ করছিল। মন্ত্রী মশাই তার গলায় কম্যুনিস্টদের সুর পেয়েছেন। ভবিষ্যতে এর ফল মারাত্মক হতে পারে। নিপীড়িত মানুষের কথা অন্যের মুখে শুনলে এঁরা কেন কম্যুনিজম আবিষ্কার করেন তা এঁরাই জানেন। ধুলো উড়িয়ে জিপ ছুটছিল চাঁদিফাটা রোদ্দুরে। মুখের চামড়া গরম হাওয়ার হলকায় জ্বলছে। আঁচলে মুখ ঢেকেও কষ্ট কমানো যাচ্ছে না।

সোওয়া ঘণ্টা নাগাদ জিপ থেমে গেল। রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গিয়েছে। মন্ত্রীর পি এ দৌড়ে সামনের জিপ থেকে চলে এলেন, 'মিনিস্টার আপনাকে সামনের জিপে যেতে

বলছেন।' দীপাবলী চটপট নেমে পড়ল। রাস্তাটুকু পার হতে মনে হল পায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে। জিপে উঠতেই মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় হে নেখালি ?'

'সোজা যেতে হবে।'

এবার এস ডি ও বললেন, 'আমার অফিস হয়ে যদি যাই— !'

'আপনার অফিস কোনদিকে ?

'ডানদিকে ?'

'নেখালি তো উল্টো পথ হয়ে যাবে। আপনার অফিসে গিয়ে টেবিল চেয়ার দেখতে আমি এসেছি নাকি ?'

জিপ সোজা পথ ধরল। ডি এম বললেন, 'সময়টা ভুল বাছা হয়েছে স্যার। এখন যাকে বলে স্কর্চিং সান। ভোর ভোর বা বিকেলে এলে দেখার সুবিধে হত।'

'ঠিক কথা। ব্লক অফিস ওখান থেকে কতদূর ?'

'কাছেই স্যার।' দীপাবলী জবাব দিল।

'তাহলে ব্লকেই যাই আগে। চারটে নাগাদ নেখালি দেখে ফিরে যাব।'

মন্ত্রী কথাগুলো বলামাত্র এস ডি ও জিপের আওয়াজের আড়াল খুঁজে দীপাবলীকে বলল, 'আপনার ওখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট কেমন ? ফ্রিজ আছে ?'

'ফ্রিজ ? ওখানে তো ইলেকট্রিসিটি যায়নি।'

'মাই গড ! তাহলে মন্ত্রীকে খাওয়াবেন কি ?'

'সেটা ওঁকে বলুন।'

এবার মন্ত্রীর পাশে বসা ডি এমের দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন এস ডি ও। সেটা ডি এম বোঝার আগে মন্ত্রী দেখে ফেললেন, 'কি হয়েছে ? কিছু বলছেন ?'

তো তো করলেন এস ডি ও 'স্যার, ব্লক অফিসে আপনাদের জন্যে ভাল অ্যারেঞ্জমেন্ট করা সম্ভব নয়। মানে উইদাউট নোটিস আব কি !'

ডি এম বললেন, 'দ্যাটস রাইট।'

এস ডি ও সাহস পেলেন, 'বলছিলাম কি, আপনি যদি আমার ওখানে যান, ওখান থেকে বেশী সময় লাগবে না !'

'আপনি নেখালি গিয়েছেন ?' মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

'না, মানে, স্যার, আমি তো নতুন এসেছি।'

'উনি আপনাকে রিপোর্ট করার পরেও যাওয়ার সময় পাননি ?'

'স্যার, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।'

ততক্ষণে ব্লক অফিস দেখা যাচ্ছে। দীপাবলী বলল, 'ওই যে আমাব অফিস।'

মন্ত্রী বললেন, 'অনেকগুলো ঘর আছে দেখছি, চল, ওখানেই চল।'

অতএব জিপদুটো থামল। অফিসঘর বন্ধ। সতীশবাবুরা ঠিক দশটাতেই আজ চলে গিয়েছেন। তিনি দরজা খুলে দিতেই সবাই যেন প্রাণ বাঁচাতে ভেতরে ঢুকে পড়ল। মন্ত্রীকে নিয়ে দীপাবলী নিজের ঘরে চলে এল, সঙ্গে ডি এম।

'অফিসে লোকজন কই হে ?'

'স্যার এখানে গরমের জন্য মর্নিং আর আফটার নুন অফিস হয়।'

চেয়ারে বসে মন্ত্রী মশাই বললেন, 'জল খাওয়াও।'

দীপাবলী ছুটে ভেতরে চলে গেল। তিরিকে নির্দেশ দিল, প্রথমে জল, পরে চা দেবার জন্যে। নির্দেশ দিয়েই সে আবার দৌড়ে বাইরে চলে এসেছিল। মন্ত্রী মশাই তখন ডি এমের

সঙ্গে গল্প করছেন। তাঁর ধারণা ছিল সরকারি কাজে মহিলারা শুধু শোভাই বাড়ান কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখে তার ধারণা পাল্টাচ্ছে।

প্রায় এক কুঁজো জল শেষ হয়ে গেল। এস ডি ও বললেন, 'শরবৎ করে দিন, এই গরমে কেউ চা খাবেন না।'

তিরি দাঁড়িয়েছিল দরজায়, বলে উঠল, 'যা জল ছিল তা উনুনে বসিয়ে দিয়েছি চায়ের জন্যে, গরম জলে শরবৎ হবে কি করে ?'

দীপাবলী বিরক্ত এবং রাগত ভঙ্গিতে বলল, 'তোকে এখানে কথা বলতে কে বলেছে। ভেতরে গিয়ে কুয়ো থেকে জল তোল।'

'এখন কুয়োতে জল নেই।'

'মানে ?' দীপাবলী একদম অপ্রস্তুত

'তুমি চলে যাওয়ার পরে চারজন লোক এসে জোর করে জল তুলে নিয়ে গিয়েছে। আমাকে বলল মেমসহেব বলেছেন নিয়ে যেতে। এখন কাদা পড়ে গিয়েছে, বিকেলের আগে জল জমবে না।'

'কি আশ্চর্য ! কারা এসেছিল ?'

'নেখালির ওরা।'

ঘরে সবাই একদম চুপ। এই সময় বাইরে একটা জিপ এসে থামল। এস ডি ও কৌতূহলী হয়ে বেরিয়ে গেলেন, পেছনে দীপাবলী। জিপ থেকে নামছে অর্জুন নায়েক। সে তার দুই সঙ্গীকে নির্দেশ দিচ্ছে কিছু নামাতে। তারা ভারী দুটো বাক্স নামাচ্ছে। এস ডি ও চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে আপনি ?'

অর্জুন ঘরের ছায়ায় চলে এল, 'এই আর কি ! শুনলাম মিনিস্টার নেখালি দেখতে এসেছেন তাই এই গরমে ওঁর সেবার জন্যে চলে এলাম। কোল্ড ড্রিঙ্কস আর তেমন কোল্ড নেই যদিও। নমস্কার মেমসাহেব, নেখালিতে আজ সকাল থেকে কুয়ো খুঁড়তে লাগিয়ে দিয়েছি। আপনার আদেশ অমান্য করিনি।'

দীপাবলী দেখল দু-হাতে অর্জুনের আনা দুটো ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতল নিয়ে এস ডি ও মন্ত্রীকে দেবার জন্যে ছুটে যাচ্ছেন। অর্জুন ফিস ফিস করল, 'মিনিস্টার কোথায় ?'

॥ ৩ ॥

এরকম একটা দিনের কথা অনেককাল ভুলতে পারবে না দীপাবলী। সন্ধের মুখে জিপগুলো যখন চলে গেল শহরের দিকে তখন মাটির রাস্তায় একা সে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এখন জিপের আরোহীদের অবস্থান বদল হয়েছে। সে নেমে যাওয়ার পরে মন্ত্রীমশাইয়ের জিপে শুধু অর্জুন নায়েক ছাড়া আর কেউ নেই। ডি এম, এস ডি ও এবং মন্ত্রীর পি এ অর্জুন নায়েকের জিপে উঠেছিল মন্ত্রীর ইঙ্গিতে। সমস্তটা পথ মন্ত্রী অর্জুনের সঙ্গে কি কথা আলোচনা করবে তা তিনিই জানেন। আর মন্ত্রীর কাছে এমন গুরুত্ব পাওয়া মানে এস ডি ও-ডি এমের সম্ভ্রম আদায় করা একথা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় কারো।

দীপাবলীর অফিসে সাততাড়াতাড়ি ছুটে এসেও সতীশবাবু যা করতে পারতেন না অর্জুন তা করে দিল অনায়াসে। প্রত্যেকের জন্যে ভাল খাবার, ঠাণ্ডা পানীয়, মন্ত্রীকে সারা সময় হাওয়া করার জন্যে একজন সেবক থেকে শুরু করে যা কিছু তা দীপাবলীর পক্ষে এখানে ব্যবস্থা করা অসম্ভব ছিল। অফিসের অন্য কর্মচারীরা মন্ত্রী এসেছেন শুনে মাথায় সূর্য নিয়ে

ছুটে এসেছিল কিন্তু ঘরে ঢুকতে পারেনি। বাইরের ঘরে ডি এম এবং এস ডি ও বসেছিলেন। মন্ত্রীমশাই দীপাবলীর অফিসঘরে। অর্জুন নায়েক একবার হাতজোড় করে প্রস্তাব দিয়েছিল যে ওখান থেকে তার বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি নয়, মন্ত্রীমহাশয় যদি অনুগ্রহ করে রাজি হন তাহলে সেখানে বেশ আরামে বিশ্রাম করতে পারবেন। মন্ত্রীমশাই রাজি হননি। বলেছেন, 'কাজে এসেছি, বিশ্রাম করব কি ? এই যে মেয়ে, শোন এদিকে।' দীপাবলীকে ডেকেছিলেন তিনি, 'ওসব দোকানের খাবার ওদের দিতে বল। তোমার জন্য বাসায় ভাত হয়নি ?'

'হয়েছে।' দীপাবলী জবাব দিয়েছিল।

'তাহলে সেটাই দু'জনে ভাগাভাগি করে খাই চল।'

দীপাবলী মুখ নিচু করেছিল। 'আপনি খেতে পারবেন না।'

'কেন ? পারব না কেন ?' মন্ত্রী অবাক হয়েছিলেন।

'খুব সামান্য খাবার। এখানে রোজ সবকিছু পাওয়া যায় না।'

হো হো করে হেসেছিলেন ভদ্রলোক, 'পাঁচ বছর ইংরেজের জেলে কাটিয়েছি হে, সেখানে কি রাজভোগ খেতে দিত ? তাছাড়া বাইরে যখন থাকতাম তখন কি রোজ খাওয়া জুটত। পোস্ত আছে বাড়িতে ?'

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়েছিল তিরি। কথা বলতে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বলে উঠেছিল, 'আজ তো পোস্ত আর ডিমের ঝোল হয়েছে।'

'বাঃ। চমৎকার ! তাই দাও। ভাগে তোমার কম পড়লে আর কি করা যাবে !'

মন্ত্রীমশাই ভেতরের ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে খেলেন। তরকারি বেশি ছিল কিছু কিন্তু তিরির ভাগ্যে আজ ডিম জোটেনি। মেয়েটাও যেন চুপসে গিয়েছিল। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এসেছেন এবং তিনি যখন অর্জুন নায়েকের নিয়ে আসা খাবার খাননি তখন তাঁকে ভাল ভাবে যত্ন করা অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু সেইসময় দীপাবলী মন্ত্রীমশাইয়ের ব্যবহারে আপ্লুত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে যাঁর বেশ নামডাক, তিনি তার সামনে বসে প্রফুল্ল মুখে অতি সাধারণ খাবার খেয়ে বললেন, 'রান্নাটি তো জব্বর হে !' এতে শ্রদ্ধা না বেড়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই।

খাওয়াদাওয়ার পর দীপাবলীর অফিসঘরে তিনি তিনজনকে নিয়ে বসলেন। তখনও অর্জুন নায়েক ওঁর কাছে ঘেঁষতে পারেনি। বাইরের ঘরে পুলিশ এবং পি· এ-র সঙ্গে বসেছিল। মন্ত্রীমশাই একটি কাগজ কলম টেনে নিয়ে দীপাবলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী নাম যেন বললে তখন ? ও হো, নেখালি। নেখালির মত আর কটা গ্রাম আছে এদিকে ?'

দীপাবলী কিছু বলার আগে এস ডি ও বললেন, 'আমার সাব-ডিভিসনে প্রায় সমস্ত গ্রামের দশা একইরকম স্যার।'

'একথা আজকের মিটিং-এ বলেননি কেন ?' মন্ত্রীমশাই কড়া গলায় জানতে চাইলেন।

এস ডি ও মাথা নিচু করলেন। মন্ত্রীমশাই দীপাবলীর দিকে তাকালেন, 'ঠিক কটা গভীর নলকূপ অথবা কুয়ো খোঁড়া দরকার বলো।'

'আমি শুধু নেখালি নিয়ে ভেবেছি স্যার।' দীপাবলী জবাব দিল।

'ভেরি ব্যাড। একই এলাকার অন্য গ্রামগুলোর অবস্থা আলাদা হতে পারে না।'

দীপাবলীর মনে পড়ল সতীশবাবু বলেছিলেন অন্তত আটটি গ্রাম একইরকম খরায় পুড়ছে। সে বলল, 'অন্তত চব্বিশটা দরকার।'

মন্ত্রী সেটি লিখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাছাকাছি নদীগুলোয় তো এসময়

একফোঁটা জল থাকে না। আপনারা একটা কিছু ভাবুন যাতে এই অঞ্চলে জল স্টোর করা যায়। আপাতত ওই চব্বিশটার ব্যবস্থা আমি করছি। সেইসঙ্গে মাসখানেকের জন্যে ওদের চাল যাতে দেওয়া যায়— ! তাব বেশী দেবার সামর্থ্য আমার হাতে নেই। আমি মনে করি না শুধু সরকারি সাহায্যের ওপব নির্ভর করে এতগুলো গ্রামের মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। ওদের রোজগারের ব্যবস্থা হয় এমন কোন প্রকল্প তৈরি করে আমার কাছে পাঠান, আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।'

রোদের তেজ কমে গেলে তিনটে জিপ রওনা হয়েছিল নেখালরি দিকে। এবার সঙ্গে ছিলেন সতীশবাবু। তিনি অবশ্য দুপুরেই খবর পাঠিয়েছিলেন গ্রামে। রাস্তা থেকেই দেখা গেল গ্রামসুদ্ধ লোক ভিড় জমিয়েছে সামনে। ওদেব দেখতে পেয়ে ডি এম বলেছিলেন, 'বিক্ষোভ হতে পারে। পুলিশদের তৈরি থাকতে বলুন।'

কিন্তু কেউ একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করল না। জিপগুলো ঢুকে গেল গ্রামের মাঝখানে। জিপ থেকে নামামাত্র দীপাবলী হতভম্ব। মন্ত্রীমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওখানে কি হচ্ছে ?'

সতীশবাবু ততক্ষণে ছুটে গিয়েছেন গ্রামের মানুষদের কাছে যারা খানিক দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে তিনি দীপাবলীকে নিচু গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মন্ত্রীমশাই ধমক দিলেন, 'আঃ, যা বলার জোরে বলুন।'

সতীশবাবু দুই হাত জোড় করে বললেন, 'আজ্ঞে, কুয়ো হচ্ছে। দুটো।'

'কুয়ো ?' মন্ত্রীমশাই দীপাবলীর দিকে তাকালেন, 'কি ব্যাপাব ?'

সতীশবাবু বললেন, 'আজ্ঞে, ওরা বলল অর্জুনবাবু আজ সকালে লোক পাঠিয়েছেন কুয়ো খোঁড়ার জন্যে। এ বাবদ যে টাকা কেটেছিলেন তাও ফেবত দিয়েছেন।'

'অর্জুনবাবুটি কে ?' মন্ত্রীমশাই জানতে চাইলেন।

দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করে এগিয়ে এল অর্জুন, 'স্যার, আমার নাম অর্জুন।'

'ও আপনি।' দুপুর থেকে দেখা লোকটিকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন মন্ত্রীমশাই, 'আপনি নিজের পয়সায় এখানে কুয়ো খুঁড়ে দিচ্ছেন ?'

হাত কচলালো অর্জুন, 'আজ্ঞে, এরা খুব কষ্টে আছে, জল পায় না, তা উনি আমাকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।' হাত বাড়িয়ে দীপাবলীকে দেখাল, 'আমার মনে হল জীবনে তো অনেক রোজগার করব কিন্তু কাউকে যদি জীবন ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করি সেটাই পুণ্য। জলের আর এক নাম তো জীবন।'

'বাঃ, খুব ভাল ! আপনাদের মত ব্যবসায়ীরা যদি নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে এভাবে গরিব মানুষের সেবার জন্যে এগিয়ে আসেন তাহলে সরকারের কাজ সহজ হয়ে যায়।'

'স্যার, একেবারে নিঃস্বার্থ বলবেন না।'

'মানে ? এদের জল পাইয়ে দিয়ে আপনার কি লাভ হবে ?'

'হবে স্যার। আমার ব্যবসায় বিভিন্ন কাজে আমি ওদের নিয়োগ করি, মাইনে দিই। জলের অভাবে ওদের যদি শরীর দুর্বল হয়ে যায় তাহলে কাজ করতে পারবে না, আমারও ক্ষতি হবে।' হাত কচলে যাচ্ছিল অর্জুন।

'আপনি ওদের কাজ দেন ?'

'হ্যাঁ স্যার। আমার লোকের প্রয়োজন আর এদের রোজগারের।'

'গুড। কিন্তু কটা মালিকের এমন মানসিকতা থাকে। তারা গরিবকে শোষণ করে বড়লোক হয়। যে কাজ করতে পারবে না তাকে বরখাস্ত করে অন্য লোক নেয়। খুব ভাল

লাগল আপনার মত একজন উদার যুবককে দেখে।' তারপর দীপাবলীর দিকে ঘুরে বললেন, 'তুমি ঠিক লোককে বলেছ হে। চল, এবার একটু ঘুরে দেখি।'

মন্ত্রী এবং দলবল গ্রামের কিছুটা ঘুরে দেখলেন। মানুষের বেঁচে থাকা যেখানে উপহাস ছাড়া কিছু নয় সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা খুব মুশকিল। মন্ত্রীমশায়েরও ভাল লাগল না। তবু তিনি একটি প্রৌঢ়কে ডাকলেন। লোকটি কাছে আসতেই চাইছিল না। সতীশবাবু ধমকে কাছে নিয়ে এলেন।

মন্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনটে কুয়ো হয়ে গেলে তোমাদেব সুবিধে হবে ?'

লোকটি মাথা নাড়ল, 'কুয়ো হবে কিন্তু জল থাকবে না। আর জল থাকলেও পেট ভরবে না। যদি জলে পেট ভরে যায় তো জল খেয়ে মানুষ কদিন বাঁচবে ?'

লোকটা চেঁচিয়ে কথাগুলো বললো। সুতরাং, দূরে দাঁড়ানো গ্রামেব মানুষজন তা শুনতে পেল। তৎক্ষণাৎ বক্তব্যের সমর্থনে গুঞ্জন উঠল।

মন্ত্রীমশাই সবিস্ময়ে লোকটিকে দেখে বললেন, 'পাগল নাকি হে।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বলে উঠল, 'পাগল হলে তো ভাল হত। আপনি দেশের মন্ত্রী, আপনি আমাদের পাগল তো বলবেনই। কুয়ো খোঁড়া হচ্ছে কিন্তু পেটে ভাত নেই।'

মন্ত্রীমশাই অর্জুন নায়েকের দিকে তাকালেন, 'এ আপনার ওখানে কাজ করে না ?'

'করত স্যাব। কিন্তু এত ফাঁকি মাবত আব অন্যদের ক্ষ্যাপাত যে বাধ্য হয়েছি ছাড়িয়ে দিতে।' অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র লোকটি ক্ষিপ্ত হয়ে তেড়ে যেতে চাইল দুর্বল শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন পুলিশ তাকে ধরে ফেলে প্রায় চ্যাংদোলা করে সরিয়ে নিয়ে গেল সামনে থেকে। লোকটা সমানে চেঁচিয়ে গালমন্দ করে যাচ্ছিল কিন্তু গ্রামের মানুষরা নির্বাক রইল। মন্ত্রীমশাই বিড় বিড করলেন, 'এসব গ্রামে কম্যুনিস্টরা আসাযাওয়া শুরু করেছে নাকি !'

অর্জুন বলল, 'হ্যাঁ স্যার। দু-একজন সন্দেহজনক, শহুবে বাবু আসে।'

মন্ত্রীমশাই বললেন, 'ডি এমের দিকে তাকিয়ে, ব্যাপারটা লক্ষ্য রাখুন। এমন হলে কোন ভাল কাজ এরা করতে দেবে না। দারোগা কোথায় ? তাকে বলুন নজর রাখতে।'

ডি এম অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'স্যার, ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে কোন দলকে তো কাজ থেকে কারণ না দেখিয়ে নিরস্ত করা যায় না। এই তো মুশকিল।'

'হুম। তাহলে এদের বলুন যাবা মন্ত্রণা দিতে আসে তাদের দিয়ে কুয়ো খুঁড়িয়ে নিক। তারাই খাবারের ব্যবস্থা করবে। চলুন, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।' মন্ত্রীমশাই হন হন করে জিপের দিকে এগিয়ে গেলেন। ডি এম এবং এস ডি ও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। জিপের সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীমশাই একটু ভাবলেন। তিনি না উঠলে বাকিরা উঠতে পারছিলেন না। হঠাৎ মন্ত্রীমশাই অর্জুন নায়েককে আঙুল তুলে কাছে ডাকলেন, 'আপনি আমার গাড়িতে চলুন। এলাকার কিছু ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা আছে।' তারপর ডি এমকে বললেন, 'বাকি দুটো জিপে আপনাদের যেতে নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হবে না ?'

ডি এম বললেন, 'ন্যা স্যার, অসুবিধে কিসের !'

মন্ত্রীমশাই সামনে বসলেন, অর্জুন পেছনে। এবার দীপাবলীর দিকে নজর পড়ল মন্ত্রীমশাইয়ের। তিনি বললেন, 'তুমি এখানে এসো। তিন মিনিটেই তো তোমাকে পৌঁছে দিতে পারব, তারপর কথা বলা যাবে ওর সঙ্গে।'

দীপাবলী আপত্তি করতে যাচ্ছিল, 'আমি এটুকু পথ হেঁটেই—।'

'আঃ, ঝামেলা কোরো না তো ! মন্ত্রীমশাই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'যা বলছি তাই করো।'

অগত্যা দীপাবলীকে উঠতে হল। চুপচাপ পথটুকু পার হয়ে মোড়ের মাথায় তাকে প্রায় নিঃশব্দে নামিয়ে দিয়ে তিনটে জিপ চলে গেল।

'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ?'

সতীশবাবুর গলা কানে আসতে চমক ভাঙল দীপাবলীর। পাতলা অন্ধকার চুঁইয়ে নামছে পৃথিবীতে। পথটুকু হেঁটে এসেছেন সতীশবাবু। সে সহজ হবার চেষ্টা করল, 'এমনি।'

'এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না ম্যাডাম। আর কিছু না হোক, অন্ধকারে সাপ বেরিয়ে আসে মাটি থেকে। দিনেরবেলায় তাপ থেকে বাঁচতে ওরা মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে। অন্ধকারে ওদের গায়ে পা পড়ে গেলে।'

সাপে চিরকালই দীপাবলীর ভয়। ছবি দেখলেই গা ঘিনঘিন করে। সে প্রায় বাচ্চা মেয়ের মত সতীশবাবুকে বলল, 'আপনি একটু আমার সঙ্গে যাবেন ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' সতীশবাবু আগে আগে হাঁটতে লাগলেন।

হাঁটতে হাঁটতেই দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'সতীশবাবু, আজ সব দেখে কি মনে হল ?

'ছোট মুখে বড় কথা বলা ঠিক হবে না ম্যাডাম।'

'নেখালির লোকগুলো উপকৃত হবে ?'

'হবে। কুয়ো তো খোঁড়া হচ্ছে ম্যাডাম।'

এটা ভাবতে পারিনি আমি। অর্জুন নায়েককে গতকাল আমি খুব রেগে গিয়ে যেসব কথা বলেছিলাম ও যে আজ সকালে তাই করবে কে জানত। তিরির কাছে ওর সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে এমন ব্যাপার ভাবা যায় না।'

'ম্যাডাম, আমিও অবাক হয়েছি। কিন্তু দেখুন কাজটা করেছিল বলে মন্ত্রী ওকে নিজের জিপে ডেকে নিলেন। দেখবেন পাঁচ শো টাকা খরচ করে ও পাঁচ হাজার টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে নিল। ভগবান সবসময় ধান্দাবাজদের সাহায্য করেন।'

'হুম্। অর্জুন নায়েককে এস ডি ও পর্যন্ত খাতির করেন কেন ?'

'এসব প্রশ্ন আমাকে করবেন না ম্যাডাম। তবে আমি একটা কথা বলি, ওকে এড়িয়ে চলাই ভাল। লোকটা সাপের মতন।'

শরীর ঘিন ঘিন করে উঠল সাপ শব্দটি শুনে। দীপাবলী দাঁতে দাঁত চাপল। না, এড়িয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এস ডি ও কিংবা ডি এম অর্জুনকে যে কারণে হাতে রাখতে চান তার সেটার কোন প্রয়োজন নেই। লোকটা যদি কোন অন্যায় করে সে প্রতিবাদ করবে। দরকার হলে আইনসঙ্গত ব্যবস্থাও। চাকরিসূত্রে সে কিছু অধিকার পেয়েছে। সাপকে তোয়াজ করলে ছোবল খেতে হবেই। কিন্তু তার মাজা ভেঙে দিলে নিজের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব।

অফিসের সামনে এসে সতীশবাবু বললেন, 'ম্যাডাম, একটা কথা বলব ?'

'বলুন।'

'আগামীকাল সন্ধের পর কি আপনার একটু সময় হবে ?'

'কেন বলুন তো ?'

'আমার বড় মেয়ে এসেছে। নাতনির মুখেভাত কাল। সেই উপলক্ষে কয়েকজনকে খেতে বলেছি। যদি আপনি অনুগ্রহ করে— !'

'নিশ্চয়ই। এত কুণ্ঠা করছেন কেন আপনি ? নিশ্চয়ই যাব। তাহলে তো কাল অফিসে আসছেন না, বাড়িতে যখন কাজ রয়েছে।'

'না, না, অফিসে আসব। দশটায় ফিরে গিয়ে ওসব হবে।'

'না, সতীশবাবু। আমার বাবা যদি নাতনির জন্মদিনে অফিসে যেতেন তাহলে আমার ভাল লাগত না। আপনি কাল ছুটি নিন।'

'অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমি কামাই করলে আপনি কিছু যদি মনে করেন তাই আসতে চেয়েছিলাম। জানেন, আমার মেয়ের বিয়ের দিনেও আমাকে অফিস করতে হয়েছিল। আচ্ছা, আসি আজকে।' সতীশবাবু নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

দীপাবলী চারপাশ তাকাল। অন্ধকার যেন কিছুটা পাতলা। চাঁদ উঠবে নাকি। ফালি চাঁদের আসার সময় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও গরম নিঃশ্বাস মিলিয়ে যায়নি। সে দরজায় আওয়াজ করতে তিরির গলা ভেসে এল, 'কে ?'

'আমি, খোল।'

দরজা খুলল তিরি হাতে হ্যারিকেন নিয়ে,'সবাই চলে গিয়েছে ?'

'হ্যাঁ। তোদের গ্রামে কুয়ো খোঁড়া হচ্ছে। এখানে আর কেউ তোকে বিরক্ত করতে আসবে না।' দীপাবলী নিজেই দরজা বন্ধ করল।

'তিরি বলল, নিচুগলায়, 'একটা লোক এসেছিল।'

'কে ?' অবাক হল দীপাবলী।

'কি জানি ' ঠোঁট উল্টালো তিরি, 'হাতে ব্যাগ ছিল। তুমি নেই শুনেও দাঁড়িয়েছিল। আমি দরজা খুলিনি। তখন বলল ঘুরে আসছে।'

'তিরি সঠিক কাজই করেছে। অজানা উটকো লোককে ঘরে ঢুকতে না দেওয়ার নির্দেশ ছিল। হাতমুখ ধুয়ে দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কুয়োয জল জমেছিল ?'

'হুঁ। পাঁচ বালতি তুলে রেখেছি।' তিরি জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবে তো এখন ? আমি জল গরম করেই রেখেছি !'

'খাব। আচ্ছা, লোকটাকে দেখতে কেমন রে ?'

'লম্বা, পাজামা পাঞ্জাবি পরা চেহারা।' তিরি চলে গেল।

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ভেবে কোন কূল পেল না দীপাবলী।

শমিত কেন এখানে এল ? ওর তো এখানে, তাব কাছে আসাব কথা নয়। বুকের ভেতর একটা উত্তেজনা শিকবিদ্ধ শুয়োরের মত ছটফট করতে লাগল। সে নিজেকে বোঝাতে চাইল। অসম্ভব, শমিত তার কাছে আসতে পারে না। ওর আত্মমর্যাদা আছে। না, অসম্ভব।

তিরি চা নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার ?'

মাথা নাড়ল দীপাবলী, 'চা রেখে যা।'

'কিন্তু তুমি ঘামছ ?'

'বললাম তো চা রেখে যা।' গলা ওপরে উঠল দীপাবলীর।

খাটের পাশে টেবিলের ওপর কাপ রেখে তিরি চলে গেল। সময় লাগল নিজেকে শান্ত করতে। প্রায় অসাড়েই চায়ের কাপ টেনে নিয়ে চুমুক দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ঠোঁট জিভ যেন পুড়ে গেল। চটপট কাপ নামিয়ে রেখে মুখে শব্দ করল দীপাবলী। চা যে গরম থাকবে সেটুকুও মনে ছিল না।

দুটো বছর একা মানুষের জীবনে কতখানি তা ফেলে আসার অনেক পরে যেভাবে টের পাওয়া যায় তা যদি আগে বোঝা যেত ? কোন এক পণ্ডিত বলেছিলেন, পৃথিবীতে একটি মানুষের জীবনে ধনরত্ন সম্পত্তির থেকেও মূল্যবান হল সময়। অথচ ঈশ্বর মানুষকে এমন মূর্খ করে রেখে দেন যে সে সেটা চলে যাওয়ার আগে বুঝতেই পারে না কি হারাচ্ছে।এখন

মাঝে মাঝে মনে হয় একটা জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তেও মানুষ বুঝতে পারে না ঠিক কতটা সময় অপচয় করল সে।

কিন্তু বেঁচে থাকা মানেই যদি অভিজ্ঞ হওয়া তাহলে অপচয়েরও নিশ্চয়ই একটা আলাদা মূল্য রয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণে জীবনটাকে দেখার চেষ্টা করলে আর কোন আফসোস থাকে না। ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলের জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে সেই দুটো বছর তার খুব খারাপ কাটেনি। অন্তত অভিজ্ঞ হয়েছে।

পরীক্ষা পর্যন্ত কোন ঘটনা ঘটেনি যা দীপাবলীকে বিচলিত করতে পারত। জলপাইগুড়ির সম্পত্তির ব্যাপারে অমলকুমার সেখানকার বিখ্যাত উকিল, জীবনগতি রায়মহাশয়ের সঙ্গে থেকে সুরাহা করে দিয়েছিল যা দুটি বিখ্যাত সেবাপ্রতিষ্ঠানের নামে লিখে দিয়ে সমস্ত দায় থেকে মুক্ত হয়েছিল দীপাবলী। এবং এই ঘটনাটির জন্যে যাবতীয় আত্মীয়স্বজনের বিরাগভাজন হওয়াটাকে সে একটুও আমল দেয়নি। পরীক্ষার পর দীপাবলী একই সঙ্গে আই এ এস এবং ডব্লু বি সি এস পরীক্ষায় বসেছিল। আই এ এস পরীক্ষা দিয়েই সে বুঝতে পেরেছিল তার পক্ষে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব নয়। পরীক্ষা খুবই খারাপ হয়েছিল। কিন্তু ডব্লু বি সি এস পরীক্ষার দিন আচমকা সর্দিজ্বরে পড়ে গিয়েছিল। জ্বর গায়েই পরীক্ষা দেয় কিন্তু মনে হয়েছিল ফল খুব খারাপ হবে না।

পরীক্ষার পর অখণ্ড অবসর। মায়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিলই। সে মায়াকে বলেছিল শমিতকে খবর দিতে দেখা করার জন্যে। তখন শমিত আসত কালেভদ্রে। তার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসা শমিতের একদম পছন্দ ছিল না। শমিত দেখা হলেই জোর করত নাটকের দলে যোগ দিতে। তার ধারণা নাটকে অভিনয় করলে দীপাবলী অনেক ওপরে পৌঁছাতে পারবে। যে মেয়ে অল্প রিহার্সাল দিয়ে জীবনে নাটক সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকা সত্ত্বেও অত ভাল অভিনয় করতে পারে তার একমাত্র কাজের জায়গা এখানেই হওয়া উচিত। দীপাবলী একমত হয়নি কখনও। সে ইচ্ছে করেই ওর নাটকের দলে যেত না। একধরনের অস্বস্তি হত।

মায়াকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও শমিত দেখা করতে এল না। এমনটা সাধারণত হয় না। বেশ কিছুদিন আগে শমিত দীপাবলীকে বলেছিল সে যদি ইচ্ছে করে তবে তার স্কুলে ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে কাজ করতে পারে। পরে তার মনে হয়েছিল শমিত আলাপের সময় বলেছিল সে নিজেই ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে আছে। হয়তো স্কুলের নিয়মিত শিক্ষক না হওয়ায় কর্তৃত্ব তৈরি হয়নি বলে পরে এ নিয়ে আর কথা বলেনি। চাকরি বাকরি পাওয়ার আগে যদি স্কুলে সাময়িক পড়ানোর কাজ পাওয়া যায় মন্দ কি। টিউশনি এবং ব্যাঙ্কের সামান্য সুদে তার মোটামুটি চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে চারটের বেশি ভাল শাড়ি নেই তার। আটপৌরে ধরলে বড়জোর দশটা হবে। দুটোর রঙ উঠে গেছে অনেকটা। শাড়ির ওপর তার কখনই আকর্ষণ ছিল না, নেইও, কিন্তু একজন মহিলাকে বাইরে বের হতে গেলে রুচিসম্পন্ন পোশাক দরকার হয়ই।

এক রবিবার দুপরে খাওয়াদাওয়ার পর হোস্টেল থেকে বের হল সে। মায়ার কাছ থেকে শমিতের ঠিকানা পেয়েছিল ক'দিন আগে। শ্যামবাজারের মোড়ে গিয়ে বাস ধরে যখন সে শমিতের পাড়ায় গিয়ে পৌঁছাল তখন রাস্তাঘাট ফাঁকা, রোদ্দুর কড়কড়ে। জায়গাটা দেখলে কলকাতা বলে মনেই হয় না। একটা মুদির দোকান খোলা ছিল। সেখানে জিজ্ঞাসা করে শমিতের বাড়িতে পৌঁছাল সে। একতলা সাদামাটা বাড়ি। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। হঠাৎ মনে হল এমন না ভেবে চলে আসা ঠিক হয়নি। শমিতের বাড়ির লোকজন কিছু মনে

করতেও পারে। কিন্তু চলে আসার পর ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয় না। সে দরজায় শব্দ করল।

ভেতর থেকে শমিতের গলা ভেসে এল, 'কে ?'

দীপাবলী চুপ করে রইল। কয়েক সেকেন্ড বাদে দরজা খুলল শমিত। তার চোখ বিস্ফারিত। 'আরে, তুমি ? কি আশ্চর্য ঘটনা। কি ব্যাপার ?'

দীপাবলী হাসল। 'বাইরে দাঁড়িয়ে উত্তর দেব ?'

'না, না। সরি। এসো, ভেতরে এসো!'

দীপাবলী ঘরে ঢুকল। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘর। দেওয়ালে দুটো ছবি টাঙানো। একটি উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের। অন্য ছবিটি সে কখনও দ্যাখেনি। সেটা লক্ষ্য করে শমিত বলল, 'উনি শিশিরকুমার ভাদুড়ি। আধুনিক বাংলা নাটকের জনক।'

দীপাবলী ছবি থেকে চোখ সরিয়ে বলল, 'এইসব নাম আমি বইয়ে পড়েছি।'

শমিত মাথা নাড়ল, 'আমিও। তবে অনেকেই ওঁর অভিনয় দেখেছেন অনেকবার। ওঁর সঙ্গে অভিনয় করা মানুষেরও অভাব নেই শহরে। বসো।'

তিনটে বেতের চেয়ারের মাঝখানে ছোট টেবিল। দীপাবলী বসল। উল্টোদিকে শমিত। দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়িতে কেউ নেই ?'

'নাঃ। মা গিয়েছে তার বোনের বাড়িতে। চা-ফা খাওয়াতে পারব না।'

শমিতের এইরকম কথা বলা ভাল লাগে দীপাবলীর। সে হাসল, 'আমার চায়ের নেশা এখনও তীব্র নয়। আমি কিন্তু অন্য প্রয়োজনে এসেছি।'

'শোনা যাক। প্রয়োজন ছাড়া আজকাল কেউ কারো কাছে আসে না।'

'সে কি! আপনি যে আমার জন্যে এত করলেন, এতবার গেলেন তার পেছনে কোন প্রয়োজন ছিল বলে তো মনে হয়নি!'

'ছিল। প্রথমতঃ, তোমাকে আমাদের নাটকের দলে টানতে চেয়েছিলাম।'

'ও, শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে যাওয়া বন্ধ করলেন ?'

'তা ঠিক নয়।'

'প্রথমত বললেন যখন তখন দ্বিতীয় কোনো ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে!'

শমিত হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল, 'তোমার উচিত আইন পড়া। চমৎকার প্র্যাকটিস করতে পারবে তাহলে! বল, প্রয়োজনটা কি ?'

মুখ গম্ভীর হল দীপাবলীর। তারপর বলে ফেলল, 'আমার একটা চাকরি চাই। আপনি বলেছিলেন স্কুলে ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে কাজ করা যাবে!'

'সে কি। তোমার তো বড় বড় আইডিয়া। আই এ এস, ডব্লু বি সি এস!'

'আইডিয়াগুলো মরে যায়নি বলেই পার্মানেন্ট পোস্ট চাইছি না!'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করব। স্কুলে গিয়ে কথা বলতে হবে।' শমিত চোখ বন্ধ করল, 'তিন চার মাস কিন্তু।'

'তাতেই হবে। তবু তো একটা কাজ করা যাবে!'

'হোস্টেল কেমন চলছে ?'

'ঠিক আছে। বৃষ্টির জল পুকুরে পড়লে পুকুরের জল হয়ে যায়।'

'বাঃ। দারুণ।' শমিত উঠল, 'বসো।'

'কোথায় যাচ্ছেন ?'

'বাড়িতে অতিথি এল, কিছু যোগাড় করি!'

দীপাবলী ঝটপট উঠে দাঁড়াল, 'না, না, আমি কিছু খাবো না, আপনি একদম ব্যস্ত হবেন না। আমার খারাপ লাগছে।'

হঠাৎ চোখ স্থির হল শমিতের, 'দীপা !'

দীপাবলী অবাক হয়ে তাকাল।

চোখ না সরিয়ে শমিত বলল, 'তুমি কি সত্যি কখনো আমাকে তুমি বলতে পারবে না ? আমি কি এতই অযোগ্য ?'

'হঠাৎ একথা ?'

'জিজ্ঞাসা করছি।'

'যোগ্যতা বা অযোগ্যতার কথা নয়। আপনি বা তুমি বলার মধ্যে পার্থক্য করছেন কেন ?'

হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসেই নিজেকে সংযত করল, শমিত, 'না, ঠিক আছে, শোন, আমি তোমাকে আমার জীবনে চাই। পেতে পারি কি ?'

ঠিক এইরকম কিছু আন্দাজ আসছিল কিছুক্ষণ। মুখ ফেরাল দীপাবলী।

'আমি তোমাকে স্পর্শ করব না, কোন জোরজবরদস্তি করব না, তুমি নির্দ্বিধায় না বলতে পার। আমি কিছু মনে করব না।'

দীপাবলী কোন কথা বলতে পারছিল না। তার গলা আচমকা শুকিয়ে যাচ্ছিল, গালে রক্ত জমছিল। শমিত সেটা লক্ষ করল। সে বলল, 'তুমি কি কখনও আমার মনের কথা বোঝনি ? আমি যে বারেবারে তোমার কাছে ছুটে গিয়েছি তা কি শুধু নাটকের প্রয়োজনে !'

'তাই তো বললেন একটু আগে।' দীপাবলী মৃদুস্বরে বলল মুখ ফিরিয়ে।

'সেটা অবশ্যই সত্যি। কিন্তু শেষ সত্যি নয়। দ্বিতীয় প্রয়োজনটা যখন তোমাকে বলতে পারিনি। হ্যাঁ, আমি আমার জন্যে গিয়েছিলাম।'

'আপনি তো আমার সব কথা জানেন।'

'জানি। তুমি বিধবা না কুমারী তাতে আমার কিছুএসে যায় না।' শমিত আরওএগিয়েএল, 'আমি তোমার ভালবাসা চাই।'

'সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল দীপাবলীর, 'আমি একটু ভাবব।'

'ভালবাসা ভেবে আসে না।'

'না ভেবেও তো আসেনি !'

'আমার জন্যে তোমার ভালবাসা আসেনি ?'

দীপাবলী জবাব দিল না। শমিত তার দিকে উদ্বেগে তাকিয়ে আছে। সে বলল, 'আমি এখন যেতে পারি ?'

হঠাৎ শমিত অদ্ভুতভাবে ডুকরে উঠল। তারপর ছুটে গেল ভেতরের ঘরে। বাইরের ঘরে দাঁড়িয়েই দীপাবলী ওর কান্নার শব্দ শুনতে পেল। নাটকের দলে বা বাইরে যে বেপরোয়া অথচ ব্যক্তিত্বপূর্ণ শমিতকে সে দেখেছে তার গলায় ওই শব্দ এই কান্না কিছুতেই মানায় না। ইচ্ছে সত্ত্বেও শুধু এই কারণে বাইরের দরজা খুলে রাস্তায় নামতে পারল না দীপাবলী। পায়ে পায়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে একটি আটপৌরে শোওয়ার ঘর দেখতে পেল। খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে শমিত। কান্নার শব্দ ছিটকে উঠছে চাপা মুখ থেকে, পিঠ ওঠানামা করছে। একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে দীপাবলী খাটের একপাশে বসে ওর পিঠে হাত দিতেই শরীর স্থির হল। দীপাবলী বলল, 'এমন করবেন না।'

হঠাৎ ঘুরে উঠে বসল শমিত। তারপর দীপাবলী কিছু বুঝে ওঠার আগেই দু-হাত

বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল। আচমকা প্রবল বর্ষণে বট গাছের পাতারাও যেমন কেঁপে কেঁপে ওঠে তেমনি টালমাটাল হল দীপাবলী। প্রতিরোধ করার চেষ্টা তীক্ষ্ণ হবার আগেই যেন তার শরীর শক্তিশূন্য হয়ে গেল। ততক্ষণে তার ঠোঁট খুঁজে পেয়েছে শমিত। সেই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে ফিসফিস করল, 'বল, তুমি আমাকে ভালবাস না?'

'না।' দীপাবলী কোন রকমে ঠোঁট সরাল।

'কেন?' আচমকা সমস্ত আক্রমণ গুটিয়ে গেল, শমিত যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। অন্তত ওই মুহূর্তে এমন উত্তর সে আশাই করেনি।

মুক্ত দীপাবলী সরে বলল, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন মায়া আপনাকে ভালবাসে।'

'মায়া? আমাকে!' স্তম্ভিত হয়ে গেল শমিত।

'আপনি জানেন না?'

'না! তোমাকে বলেছে একথা?'

'মেয়েরা বুঝতে পারে, বলতে হয় না।'

'যা তা বকো না। মায়া আমার বন্ধু, জাস্ট বন্ধু, তার বেশি আর কিছু নয়।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'তুমি কি মনে করছ মায়ার সঙ্গে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমি তোমাকে এসব কথা বলছি? তুমি আমাকে কি মনে করছ?'

'কিছু না। কিন্তু মায়াকে আমি কষ্ট দিতে পারব না। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নষ্ট হবে না। শুধু আজকের এই ঘটনাটা আমি যেমন ভুলে যেতে চাইব আপনিও যদি ভুলে যান তাহলে দুজনেরই ভাল হবে।' চুপচাপ বেরিয়ে এসেছিল দীপাবলী। শমিত ওঠেনি খাট থেকে।

'তুমি চা খেলে না?' তিরির মুখে প্রশ্নটা উচ্চারিত হতেই দীপাবলী চায়ের কাপের দিকে তাকাল। ইতিমধ্যে সর পড়ে গিয়েছে ওপরে। হাত বাড়িয়ে কাপটাকে ধরতেই বুঝল ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। এখনও চায়ের নেশা তাকে তেমনভাবে পাকড়াও করেনি। সে বলল, 'নিয়ে যা। খাবো না।'

আর তখনই বাইরের দরজায় শব্দ হল। তিরি বল 'ওই লোকটা বোধহয় এসেছে।' সে বাইরের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু দীপাবলী পিছু ডাকল, 'দাঁড়া, তোকে যেতে হবে না। আমি যাচ্ছি।'

ভারী পা নিয়ে বাইরের ঘরে এসে কোন প্রশ্ন না করে সে দরজা খুলল। খুলতেই চমকে উঠল সে, 'আপনি?'

পেছনের দরজায় অন্ধকার আলোয় দাঁড়ানো তিরি দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

॥ ৪ ॥

অর্জুন নায়েক হেসে বলল, 'খুব অসময়ে এসেছি, না ? আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আপনি যদি এখন কথা বলতে না চান তাহলে আমি চলে যাচ্ছি।'

কথা বলার কোন আগ্রহ দীপাবলীর ছিল না। যদিও লোকটা খুবই বিনয় নিয়ে কথা বলছে তবু ওর ঠোঁটের কোণের সেই চটচটে হাসিটা দেখতে পাচ্ছিল সে হ্যারিকেনের আলোয়। লোকটা ধান্দাবাজ এবং নিঃসন্দেহে বদ লোক। কিন্তু হঠাৎ দীপাবলীর জেদ চেপে গেল। সে বলল, 'আপনি বসতে পারেন।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ধপাস করে বসে দুটো পা ছড়িয়ে যেন আরাম পেতে চাইল অর্জুন। এবং তারপরেই যেন খেয়াল হল, পা গুটিয়ে বলল, 'সরি।'

দীপাবলী কথা না বলে উল্টোদিকের চেয়ারে বসে বলল, 'অফিসের পরে যখন এসেছেন তখন নিশ্চয়ই জরুরি কিছু বলার আছে আপনার ?'

'থানার দারোগার সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার ?'

'হ্যাঁ। এস ডি ও-র অফিসে। কেন বলুন তো ?'

'লোকটার চাকরির বারোটা বেজে গেল। মিনিস্টার বললেন, অর্জুন তুমি খবর পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে আর আমারই দারোগা একবার আসার সময় করতে পারলো না। ডি এম, এস ডি ও খবর পায় আর সে কোথাকার বাদশা ?'

'আপনি কি বললেন ?'

'আমি পাবলিক। মন্ত্রী সেনাপতিদের যুদ্ধে কথা বলব কেন ?'

'এই খবর শুনে আমি কি করব ?'

পকেট থেকে একটা ছোট্ট পেতলের কৌটো বের করে দুই আঙুলের মাঝখানে কিছু গুঁড়ো তুলে মুখে ফেলল অর্জুন, 'ম্যাডাম, বৃষ্টি হবার আগে পিঁপড়েরা ঠিক টের পেয়ে যায়। আপনার এখান থেকে সার্কিট হাউসে ফিরে যাওয়ার পরেই যারা জানার তারা জেনে গেল মিনিস্টার আপনাকে খুব পছন্দ করেছেন। নইলে তিনি এই রোদে গরমে নেখালির মানুষদের দেখতে আসতেন না। ম্যাডাম, এই দেশে নেখালির মত হাজার হাজার গ্রাম, লক্ষ লক্ষ মানুষ ধুঁকছে। ক'জন মন্ত্রী ভুল করেও সেখানে পা দিয়েছেন বলুন তো ?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।' খোলা দরজার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল দীপাবলী। তার অস্বস্তি হচ্ছিল।

'খুব সহজ। এটা আপনার বোঝা উচিত ছিল!'

'মানে ?'

'ম্যাডাম', মিনিস্টার যতদিন থাকবেন ততদিন আপনার ডিম্যান্ড থাকবে। মানে, যার যা প্রয়োজন মেটাতে আপনাকে এসে ধরবে। সবার ধারণা মিনিস্টার আপনার কথা ফেলতে পারবেন না।'

'আপনার আসার উদ্দেশ্যটা কি বলুন তো ?'

'দারোগা এসে আপনাকে ধরবে মিনিষ্টারকে বলে দেবার জন্যে। হয়তো চাইবে আপনি ওর হয়ে রাইটার্সে গিয়ে দরবার করুন। আপনাকে শুধু বলে রাখি লোকটা অত্যন্ত ফেরেব্বাজ। মন্ত্রী আসবে এদিকে তা জানতো না। কেই বা জানতো। তাই দারোগা গিয়েছিল নিজের ধান্দায়।'

'আপনার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কেমন ?' চট করে জিজ্ঞাসা করল দীপাবলী।

হাসল অর্জুন, 'জলে যারা বাস করে তারা পরস্পরকে সামলে চলে ম্যাডাম।'

'ঠিক আছে, কিন্তু অর্জুনবাবু, আপনি এটা কি করলেন?'

'কোনটা?' চোখ ছোট করল অর্জুন।

'এই যে নেখালিতে আজ সকাল থেকে কুয়ো খুঁড়তে লোক পাঠালেন?'

'ওটা তো আপনারই হুকুম ম্যাডাম! তাই না?'

'কিন্তু এর ফলে মন্ত্রী তো হাত গুটিয়ে নিতে পারেন।'

'পারেন। তবে আদৌ যে হাত খুলতেন এই গ্যারান্টি কি ছিল?'

'ছিল না। কিন্তু উনি যখন এসেছিলেন তখন একটা কিছু হতই।'

'সেটা এখনও হতে পারে। ম্যাডাম, লোকে আমাকে ভাগ্যবান বলে। ভাগ্যবানের বোঝা সবসময় ভগবান বয়ে থাকেন। নইলে আপনি বললেন আর লোক পাঠালাম কুয়ো খুঁড়তে, এমনটা হয় না। মানে কারো কথা আমি চট করে শুনি না। তা শুনে দেখুন বিরাট লাভ হল। মিনিস্টারের গুড বুকে চলে গেলাম। জিপে করে যাওয়ার সময় কত গল্প। সব ঠিকঠাক হলে আগামী বছর—' জিভে শব্দ করল অর্জুন! 'আর এসব হয়েছে আপনার জন্যে!'

'আমার জন্যে?' দীপাবলী অবাক।

'সত্যি কথা বলতে আমি দ্বিধা করি না। আপনার কথা শুনেছি বলেই আজ ডি এম পর্যন্ত আমাকে খাতির করবেন। লোকটা আগে আমাকে ঠিক পাত্তা দিত না। এবার বলুন, আপনার কি সেবা করতে পারি?' অর্জুনের ঠোঁটে সেই চটচটে হাসি চলকে উঠল। তার চোখ দুটো দীপাবলীর মুখের ওপর স্থির।

'আপনি কি মিন করছেন?' আচমকা মাথায় রক্ত উঠে এল।

'ম্যাডাম, একটা কথা শুনেছি, রোমে গেলে নাকি রোমানদের মত ব্যবহার করতে হয়। রাগ করবেন না, আপনি তো নিয়মের বাইরে যেতে পারেন না।'

'অর্জুনবাবু, আপনি কিন্তু সীমা ছাড়াচ্ছেন।' দীপাবলী উঠে দাঁড়াল।

এবার অর্জুন উঠল, 'অনেক ধন্যবাদ মনে করিয়ে দেবার জন্যে। অপরাধ হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। আপনি এরকম কথা বলবেন তা আমি আন্দাজ করেছিলাম। ঠিক হ্যায়, নেখালিতে না হয় আরও দুটো কুয়ো আর একটা নলকূপ করে দেব দিন চারেকের মধ্যে। তাতে নিশ্চয়ই আপনি আপত্তি করবেন না! চলি।' নমস্কার করে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেল অর্জুন। একধাপ নেমে সে ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনার এখানে যে মেয়েটা কাজ করে তাকে বলে দেবেন আমি মানুষ, ভয় পেয়ে ওইভাবে ছুটে যাওয়ার কোন কারণ নেই।'

দীপাবলী কেটে কেটে বলল, 'কি করবেন বলুন, আপনার মত মানুষদেরই ওর ভয়।'

অর্জুন হাসল, 'ও যখন নেখালিতে থাকত তখন নিশ্চয়ই ওর ভয় ছিল। কিন্তু এই কোয়ার্টার্সে আসার পর থেকে আর কোন ঝামেলায় পড়তে হয়নি নিশ্চয়ই। কারো বাগানে ঢুকে ফুল ছেঁড়ার ইচ্ছে আমার এখনও হয়নি ম্যাডাম।' কথা শেষ করে অর্জুন চলে গেল। জিপের আওয়াজটা চারপাশ মাতিয়ে দূরে সরে গেল হেডলাইটের আলোয় অন্ধকার কাটতে কাটতে। দরজাটা বন্ধ করল দীপাবলী। লোকটা যতক্ষণ এই ঘরে বসেছিল ততক্ষণ এক ধরনের আড়ষ্টতা তাকে ঘিরে রেখেছিল। কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিল না সে! লোকটা কেন এল? একটা অসৎ বদ লম্পট মানুষ কোন প্রয়োজনে তার কাছে আসতে পারে? এই জেলার বড় কর্তারা যার কথায় ওঠে বসে তার কোন দরকার নেই তাকে খাতির

করার ? মন্ত্রীর নেকনজরে পড়ে লোকটা আরও রোজগার করবে। কিন্তু সেই কারণে তাকে ঘুষ দিতে আসবে কেন ? সে রেগে উঠতেই নেখালির মানুষদের উপহার হবে এমন কাজ করার কথা বলল। দীপাবলীর পক্ষে সম্ভব ছিল না লোকটাকে ওই কাজ করা থেকে বিরত করা। কিন্তু অর্জুন নায়েক যতক্ষণ ছিল তাকে অসম্মান করার চেষ্টা করেনি। বরং যথেষ্ট বিনয় দেখিয়েছে। সে যে খারাপ মানুষ তা স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি। অবাক লাগছে এখানেই।

'দিদি, চা।'

দীপাবলী দরজা বন্ধ করে চেয়ারে বসে পড়েছিল। তিরির গলা শুনে মুখ তুলল। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, 'শোন, আমার এখানে তোর কোন ভয় নেই। কেউ এলে ওইভাবে দৌড়ে পালাবি না।'

'তুমি জানো না দিদি, লোকটা একেবারে শয়তানের বাচ্চা'। নতুন নতুন মেয়ে না পেলে ওর চলে না। ওর সঙ্গে বেশি কথা বলো না।' তিরি উত্তেজিত।

'তিরি !' দীপাবলী ধমকে উঠল, 'এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবি না।'

তিরি মাথা নিচু করল। আর তখনই দরজায় খুটখুট শব্দ হল। দীপাবলী বন্ধ দরজার দিকে প্রথমে তারপরে তিরির দিকে তাকাল। তিরি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি দরজা খুলব ?'

দীপাবলী এক মুহূর্ত ভাবল। এই পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় রাত্রের অন্ধকারে কিছু মানুষ যদি মতলব নিয়ে আসে তা হলে দুটি মেয়ের পক্ষে কোন প্রতিরোধ তৈরি করা সম্ভব হবে না। সতীশবাবু অবশ্য বলেছেন তেমন বিপদ এই তল্লাটে এখনও কারো হয়নি। তবু—। সে নিচু গলায় বলল, 'জিজ্ঞাসা কর, কে ? তারপর খুলবি।' একটু আগে অর্জুনকে দরজা খোলার আগে তার এই কাজটাই করা উচিত ছিল বলে মনে হল।

তিরি গলা তুলে জানতে চাইলে, 'কে ?'

বাইরে থেকে আওয়াজ এল, 'আমি। দীপাবলী ফিরেছে ?'

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো দীপাবলী। তারপর তিরিকে বলল, 'ঠিক আছে, তুই ভেতরে যা।'

তিরি পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল ভেতরের ঘরের দরজা পর্যন্ত। দীপাবলী এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই আধা অন্ধারে দাঁড়ানো শমিতকে দেখতে পেল। শমিত হাসল, 'চমকে গেলে ?'

'একটু, এসো, ভেতরে এসো।' কথাগুলো বলামাত্র দীপাবলীর খেয়াল হল কলকাতায় শেষবার দেখা হওয়ার সময়েও সে শমিতকে আপনি বলেছে। মনে মনে তৎক্ষণাৎ কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলল। শমিত ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তার কাঁধে ঝোলা, হাতে ব্যাগ। পরনে সেই একই পোশাক। দাড়ি রেখেছে।

'বসো।' দরজা বন্ধ করল দীপাবলী।

চেয়ারে বসে শমিত বলল, 'আমি বিকেলের দিকে এসেছিলাম। শুনলাম তুমি নাকি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে কাজে বেরিয়েছ। কখন ফিরবে তা তোমার মেইড সার্ভেন্ট জানে না। ফলে আমাকে একটা আস্তানার সন্ধানে যেতে হয়েছিল। কিন্তু এই জায়গা এমন পাণ্ডববর্জিত যে রাত কাটানোর কোন ব্যবস্থাই নেই। ভয়ে ভয়ে ফিরলাম যদি তোমার দেখা পাই। আমি ভাবছি বেশ ভাগ্যবান, কি বল ?'

চুপচাপ কথাগুলো শুনল দীপাবলী। তারপর চুপচাপ উল্টোদিকের চেয়ারে বসল।

শমিত জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি তোমাকে অসুবিধেতে ফেললাম ?'

'কেন ?'

'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে !'

'না। আমি ভাবছি হঠাৎ কি কারণে তুমি তোমার নাটক ছেড়ে এতদূরে, আমার ঠিকানাই বা পেলে কোথায় !'

'এসবই চেষ্টা করলে পাওয়া যায় দীপা। কিন্তু আমি খুব ক্ষুধার্ত, সারা শরীর গরমে ঘামে পচছে। একটু আরাম করে স্নান করা দরকার তার আগে।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু এই অঞ্চলে জল খুব মূল্যবান বস্তু। অতএব একটু কৃপণের মত খরচ করলে সবার উপকার হয়।' দীপাবলী উঠে ভেতরের ঘরের দিকে যেতেই তিরিকে দেখতে পেল, 'বাথরুমে একটা আলো দে।'

বাইরের ঘর থেকে শমিতের গলা ভেসে এল, 'আমার কাছে স্নানের সব সরঞ্জাম আছে।'

'যেমন ?' গলা তুলল দীপাবলী।

'গামছা, সাবান।'

দীপাবলীর ঠোঁটে হাসি মিলিয়ে গেল। তিরি ফিরে আসা পর্যন্ত সে ভেতরের ঘরেই দাঁড়িয়ে রইল। তিরি বলল, 'হয়ে গিয়েছে।'

দীপাবলী বাইরের ঘরে বেরিয়ে এল, 'একটু সাবধানে যাও। এখানে ইলেকট্রিক নেই। ব্যাগটা ওখানেই থাক।' শমিত ঝোলাটা নিয়েই তিরিকে অনুসরণ করে ভেতরে চলে গেল। খাটে এসে বসল দীপাবলী। অভদ্রতা করা যেখানে অসম্ভব, খুশি যেখানে চেষ্টা করেও হওয়া যায় না সেখানে একধরনের চাপা অস্বস্তি থিক থিক করে দীপাবলী কিছু ভাবতেই পারছিল না। তার এখন কি করা উচিত ?

এই সময় তিরি ফিরে এল, 'দিদি, উনি কি রাত্রে খাবেন ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'কি হবে তাহলে ? আমি তো মাত্র আমাদের জন্যে রেঁধেছি।'

'আবার ভাত বসিয়ে দে। ডিম নেই ?'

মাথা নাড়ল তিরি, 'কিন্তু শোবে কোথয় ?'

'দেখি ভেবে।'

তিরি এক মুহূর্ত চুপ করে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কে হয় ?'

দীপাবলী চমকে উঠল। কেউ না বলতে গিয়েও থমকে গেল। যেটা স্বাভাবিক, সেই বন্ধু শব্দটি উচ্চারণ করলে তিরি হজম করতে পারবে না। অথচ এমন প্রশ্নের জবাব দেবার একটা দায় থেকেই যায়। কর্তৃত্ব দেখিয়ে ধমকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। দীপাবলী উত্তর দিল, 'আমাদের আত্মীয়। তুই রান্নাঘরে যা।'

তিরি চলে গেলে এই একটি বাংলা শব্দের কাছে কৃতজ্ঞ হল সে। আত্মীয় শব্দটি ঠিক আকাশের মত। কোন গণ্ডীতে আটকানো নয়। রক্ত অথবা আত্মার সম্পর্ক থাকলে তো বটেই আবার পাঁচজনের চোখে যা কাছের তাকে দূরে ঠেলতেও ওই একই শব্দ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু শমিত কেন এখানে ?

বছরগুলো বেশি পুরনো নয়। সেই দুপুরে শমিতের বাড়ি থেকে চলে আসার পরে দীপাবলী ভেবেছিল হয়তো কিছুদিন সে তার সামনে আসবে না। সেদিন হোস্টেলে ফিরে এসেছিল একটা ঘোরের মধ্যে। যত সময় যাচ্ছিল তত ভাল লাগা কুয়াশার মত তার দশদিক আড়াল করে দিচ্ছিল। একটি ছেলে নাটক করে, কোন বদ-অভ্যাস নেই, পড়াশুনা

করতে ভালবাসে এবং সেইসঙ্গে ব্যক্তিত্ব, তার ভালবাসা উপেক্ষা করার একটাই যুক্তি ভবিষ্যতে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে কিনা তার স্থিরতা নেই। কিন্তু ক্রমশ মনে হচ্ছিল সেই ঝুঁকি নেওয়া যায়। সৎ শিল্পের সঙ্গে যে মানুষ জড়িত তার পাশে থাকায় নিশ্চয়ই এক ধরনের তৃপ্তি আছে। সেই তৃপ্তি ধনসম্পদের বিনিময়ে পাওয়া যাবে না।

শমিত প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে তাকে স্পর্শ করেছিল। সেই স্পর্শে কাম ছিল কি না এখন বোধে নেই। সে এমন অপ্রাপ্তমনস্ক নয় যে শমিতের মন তার জন্যে তৈরি এই কথাটা এতদিনে বোঝেনি। অতএব নিরালায় একা পেয়ে শমিতের বাঁধ যদি ভেঙে যায় তাহলে প্রাথমিক যে কুণ্ঠা মনে আসে তা দূর করার মত যুক্তি খুঁজে নিচ্ছিল দীপাবলী। সেই কত বছর আগে জীবনীশক্তি ফুরিয়ে যাওয়া একটি অর্ধমৃত মানুষ শুধু আদেশ পালন করার তাগিদে তার শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন এই শরীর তৈরি হয়নি কোন পুরুষের জন্যে। যে মানুষটি স্বামী হিসেবে ফুলশয্যায় রাত্রে তাকে মা করতে চেয়েছিল তার ক্ষমতা কত সীমিত ছিল যে সামান্য প্রতিরোধ সহ্য করতে পারেনি। একধরনের জ্বালা ঘেন্না আতঙ্ক তার মনে তৈরি করে মানুষটি নেতিয়ে পড়েছিল। এত বছর পরে সেই ভাবনা মুখ নামিয়ে ছিল মনের কোণে। কোন পুরুষ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি, পুরুষের স্পর্শের জন্যে একটুও আকাঙ্ক্ষা হয়নি তার। ওই দুপুরে শমিতের স্পর্শে সেই ভাবনা মুখ তুলেছিল। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় সেই ঘেন্না আকাশ ছুঁয়েছিল। কিন্তু রাত্রে সব কিছু থিতিয়ে যাওয়ার পর অনেক বছর আগের মৃত মানুষটিকে ছাপিয়ে একটি স্বাস্থ্যবান পুরুষের আবেগজড়ানো স্পর্শ তাকে যেন বিপরীত দিকে টানতে লাগল। সেই মুহূর্তে তার সারা আকাশ জুড়ে শমিত। যদি রাত না অন্ধকার ছড়াতো, যদি বাস-ট্রাম বন্ধ না হয়ে যেত তাহলে হয়তো সে ছুটে যেতে পারত শমিতের কাছে। কি বলত তা জানা নেই, জানতে ইচ্ছেও ছিল না। শুধু ছুটে যাওয়ার এক উগ্র আকাঙ্ক্ষা বুকের পাঁজরে বারংবার ঘা মারছিল।

রাত কেটেছিল আধো ঘুম আধো জাগরণে। সেই একটি রাত যা তার সমস্ত ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে মৃত করে দিয়েছিল। জলপাইগুড়ি থেকে যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে কলকাতায় এসেছিল তা যেন অর্থহীন মনে হয়েছিল। এক ফোঁটা ভালবাসার জন্যে যদি কোন মানুষ লক্ষ মাইল হেঁটে যেতে পারে তাহলে একটা পুরো সমুদ্র পেলে সে কি করবে?

সকাল হল। রোদ উঠল রোদের মতন। অদ্ভুত আলস্য নেমে এসেছিল শরীরে, মনে। কিন্তু ভাল লাগছিল না, কিছু না। এমনকি স্নান বা খেতেও মন আসছিল না। দুপুর যখন ঠিক দুক্কুরবেলা, তখন সে বেরিয়েছিল হোস্টেল থেকে। প্রায় উদভ্রান্তের মত হাজির হয়েছিল মায়াদের বাড়িতে। মায়া বাড়িতে ছিল না। মাসীমা তাকে দেখে চমকে উঠে জানতে চেয়েছিল, 'কি হয়েছে?'

'কই! কিছু না তো!' হঠাৎ যেন নিজের ব্যবহারে আটপৌরে ভঙ্গী আনতে চাইল সে।

'কিছু একটা হয়েছে। শরীর কেমন আছে?'

'ভাল। মায়া কোথায়?'

'বেরিয়েছে।'

'কোথায়?'

'বলে তো গেল ও আর সুদীপ শমিতের বাড়িতে যাচ্ছে।'

নামটা শোনামাত্র বুকের বাতাস স্থির হল, 'কেন?'

'কাল নাকি শমিত রিহার্সালে আসেনি। ও তো এমন কখনও করে না।'

'মায়া সুদীপের সঙ্গে গিয়েছে?'

'বলে তো গেল। একাও যেতে পারে। আমি মেয়েকে বুঝি না বাবা।'

'কেন ?'

'মুখে আলগা আলগা ভাব দেখায় কিন্তু মনে যে শমিতের জন্যে টান আছে তা লুকিয়ে রাখতে চায়। দ্যাখো, শমিত ভাল ছেলে। কিন্তু—।' হঠাৎ চুপ করে গেলেন মাসীমা, তারপর মাথা নাড়লেন, 'নাঃ যখন ঠিক করেছি বাধা দেব না, তখন কিছুতেই বাধা দেব না। নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই বুঝে নিক। আমাকে তো দায়ী করতে পারবে না।'

মাসীমা নিঃশ্বাস ফেললেন। আর এই কথাগুলো শোনামাত্র মাথা থেকে একটা স্রোত ধীরে ধীরে পায়ের বুড়ো আঙুলে, শেষে শরীরের বাইরে নেমে উধাও হয়ে গেল দীপাবলীর। আচমকা যেন সবকিছু সহজ হয়ে গেল। হোস্টেলে ফিরে এসে চুপচাপ নিজের খাটে শুয়ে শুধু একধরনের শূন্যতাবোধ ছাড়া আর কিছু মনে জড়িয়ে ছিল না।

অথচ সেই শূন্যতাবোধের যে কতখানি ভারী তার টের সে পেতে লাগল সময় যত পেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ যেন সিংহাসন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এমন অনুভূতি প্রবল হচ্ছিল। এবং সেই সঙ্গে এল ঈর্ষা, রাগ, অভিমান। নিজেকে খুব খেলো মনে হতে লাগল। মায়া কোন এক সময় তাকে ঠাট্টার গলায় বলেছিল, দেখিস বেশী জড়িয়ে যাস না। সেটা কি সতর্কীকরণ ছিল ? আমার সম্পত্তিতে হাত দিও না ! কিন্তু শমিত কারো সম্পত্তি হতে পারে না। মায়া শমিতকে ভালবাসে এটা নিছক অনুমানেই ছিল তাব। সেইমত শমিতকে বলেছিল ওইসময়। শমিত অস্বীকার করেছিল, অর্থাৎ ভালবাসা টাষা নয়, স্রেফ শরীরের প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। যা একসময় আবেগের চূড়ান্ত প্রকাশ বলে মনে হয়েছিল তাকেই এখন পরিকল্পিত লাম্পট্য বলে মনে হল। আর তখনই অপমানবোধ প্রবল হল। ওই দুপুরের পর নিজের যে পরিবর্তন হয়েছিল তার জন্যে লজ্জায় ঘেন্নায় নুইয়ে যাচ্ছিল সে। ইচ্ছে করছিল সোজা মায়ার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে দেয়। যে পুরুষ প্রেমিকাকে প্রতারণা করে তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা বোকামি। মায়াকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। মায়ার সঙ্গে কোন আত্মিক সম্পর্ক নেই বলে শমিত যে তাকে ভুল বুঝিয়েছে তাও মায়ার জানা দরকার। মন স্থির করে ফেলেছিল দীপাবলী। আর তখনই ঘটনাটা ঘটল।

সন্ধ্যে সবে ঘন হয়েছে। মায়া এল তার কাছে।

তখনও বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিল দীপাবলী। মায়া একটা চেয়ার টেনে পাশে বসতে সে ধীরে ধীরে উঠে বসে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি ব্যাপার ?'

'আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলি ?' মায়ার গলায় কোন তাপ নেই।

হঠাৎ কথা বলার ইচ্ছে, এতক্ষণ ধরে জমে থাকা কথাগুলো যেন হারিয়ে ফেলল দীপাবলী। সে নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

মায়া বলল, 'শোন, তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। আমি শমিতের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তুই যদি ইচ্ছে করিস তাহলে শমিতকে বিয়ে করতে পারিস।'

চমকে উঠল দীপাবলী। বুকের ভিতটাই যেন টলে উঠল। সে কপালে ভাঁজ ফেলে মায়ার দিকে তাকাল। মায়ার মুখ পাথরের মত।

মায়া মুখ ফেরাল, 'শমিত আমাকে বলেছে কি ঘটনা ঘটেছিল।'

'তোকে শমিত বলেছে ?' বিশ্বাস করতেই পারছিল না দীপাবলী।

'হুম। ও স্বীকার করেছে যে তোকে ভালবাসে !'

'কেউ যদি আমাকে ভালবাসে তাহলে আমার কি করার আছে ?' হঠাৎই এক উদাসীনতা দীপাবলীর গলায় জড়িয়ে গেল।

'কি বলছিস দীপা ?'

'নতুন কিছু না। পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষ প্রতি মুহূর্তে কোন না কোন মেয়েকে ভালবেসে ফেলছে। এ নিয়ে মাথা ঘামালে মেয়েদের তো কোন কাজই করা হবে না।'

'তোকে শমিত কি বলেছে ?'

'যা শুনেছিস।'

'তোর প্রতিক্রিয়া হয়নি?'

'হয়নি বললে মিথ্যে বলা হবে। নিজেকে খুব— ।'

'চুপ করলি কেন ?'

'বলতে ইচ্ছে করল না, তাই।'

'শোন, তোকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করছি, তুই শমিতকে ভালবাসিস ?'

'কিসে একথা মনে হল ?'

'মনে হয়েছে। শমিত তোকে যাদবপুরে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল শিফ্ট করার সময়। মুখে না বলেও আমার অসুস্থতার সময় তুই নাটক করলি আর যেই আমি সুস্থ হলাম নিজেকে গুটিয়ে নিলি। শমিত তোকে এই হোস্টেল ঠিক করে দিয়েছে। শমিতের কাছে চাকবির জন্যে গিয়েছিলি ? মিথ্যে কথা ?'

দীপাবলী হাসল, 'মায়া, তোর সম্পর্কে আমার অন্যরকম ধারণা ছিল। যারা রাজনীতি করে, পাঁচটা ছেলের সঙ্গে দলেব প্রয়োজনে দিনরাত মেশে, যাদের পড়াশুনো আছে তাদের দেখার চোখ অনেক ব্যাপক বলে ভাবতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুল। যে কোন ঘরকুনো মেয়ের সংকীর্ণতার সঙ্গে তোদের কোন পার্থক্য নেই, অন্তত ঘা খেলে যে মুখোশটা খুলে যায় সেটা বুঝতে পারছি।'

'তুই আমাকে অপমান করছিস দীপা। আমি সংকীর্ণ ? সংকীর্ণ হলে নিজে এসে তোকে বলতাম না শমিতকে গ্রহণ কর।'

'আমি কাকে গ্রহণ করব তা তুই ঠিক করে দিবি ?'

'আমার তো তাই মনে হয়েছিল। তুই শমিতকে আমার কথা বলেছিলি ?'

'বলেছিলাম। কারণ আমি বিশ্বাস করি তুই শমিতকে ভালবাসিস। না, মায়া, আমি শমিতের জন্যে মোটেই ব্যগ্র নই। একথা ভাল লাগছে শমিত যা করেছে, তা তোকে বলেছে। লোকটা খুব ছোট হয়েছিল এতক্ষণ আমার কাছে, এখন সত্যি শ্রদ্ধা হচ্ছে। কিন্তু আমি জানি তুই ওকে ভালবাসিস। তুই নিশ্চিন্ত থাক, শমিতের জন্যে আমার কোন আগ্রহ নেই।'

'তুই একথা শমিতকে বলতে পারবি ?'

'নিশ্চয়ই। আমি তো বলেই এসেছি ওকে, বন্ধু হিসেবে সম্পর্ক রাখতে।'

হঠাৎ মায়া দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেলল, 'আমি এখন কি করব ?'

দীপাবলী উঠল।এক হাতে মায়াকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এবার তোকে আমার হিংসে হচ্ছে।'

'ঠাট্টা করছিস ?' মুখ না তুলে বলল মায়া।

'নারে। তোর মত এমন ভালবাসা যদি কাউকে বাসতে পারতাম।'

'কি হবে বেসে ! শমিত আমাকে বুঝতে চায় না, বোঝে না।

'অপেক্ষা কর।' দীপাবলী মায়ার মাথায় হাত বুলিয়েছিল, 'শমিত নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। আমাকে নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করিস না।'

এরও দিন সাতেক বাদে শমিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। হোস্টেলের সামনের রাস্তায়। একেবারে মুখোমুখি, 'তোমার কাছে যাচ্ছিলাম।'

'বলুন।'

'তোমার চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের স্কুলের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি কাল সকাল ঠিক সাড়ে নটায় আমাদের বাড়িতে চলে এস। আমি স্কুলে নিয়ে যাব।'

মন স্থির করাই ছিল। দীপাবলী হাসল, 'আপনি অনেক করলেন আমার জন্যে। কিন্তু আমার পক্ষে আর আপনার স্কুলে চাকরি করা সম্ভব নয়।'

'সে কি ? কেন ?' অবাক হয়ে গেল শমিত।

'আর সম্ভব নয়।' মাথা নেড়েছিল দীপাবলী।

'আমি কারণটা জানতে চাইছি।'

'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সব কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'কিন্তু আমাকে আগামীকাল কৈফিয়ত দিতে হবে সেক্রেটারিকে। তুমি কি এই ব্যাপারটাকে ছেলেখেলা বলে মনে কর ? আমি অসম্মানিত হব তুমি চাইছ ?'

'বেশ, তাহলে বলি। সেদিন আপনার ব্যবহার আমি মেনে নিতে পারিনি।'

'ও !' থমকে গেল শমিত।

'আপনার খারাপ লাগতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে এক স্কুলে কাজ করা সম্ভব নয়, কারণ আপনাকে দেখলেই ওইসব মনে পড়বে। মায়া আপনাকে কিছু বলেনি ?'

'মায়া ? না তো !'

'ও। আপনি যে ব্যবহার করেছিলেন তা হৃদয়ের সম্পর্ক নিবিড় হলেই মানুষ করে থাকে বলে শুনেছি। আপনাকে আমি ওই স্তরে ভাবতে পারছি না। অথচ আপনি যেহেতু প্রস্তাব করেছেন তাই একসঙ্গে কাজ করলে মনে হবে আমি সমস্যা তৈরী করছি। এই অস্বস্তিতে আমি থাকতে চাই না।'

'এটাই তাহলে তোমার শেষ কথা ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তুমি বলেছিলে বন্ধুত্ব থাকবে।'

'বলেছিলাম। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বন্ধুত্বের মধ্যেও একটা ছোট্ট দেওয়াল থাকে। আপনি সেই দেওয়ালটাকে নড়বড়ে করে দিয়েছেন। তবে দেখা হলে নিশ্চয়ই কথা বলব। আশা করব আপনিও সহজ হয়ে কথা বলবেন।'

সেই শেষ দেখা। চাকরি নেবার সময় মায়াদের বাড়িতে গিয়েছিল দীপাবলী। মায়া ছিল না। ওর মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল। ভদ্রমহিলা এসব ব্যাপারের কিছুই জানেন না। নিজের চাকরির বিস্তারিত ব্যাপার মহিলাকে জানিয়েছিল সেদিন। আর তারপর কলকাতা চোখের আড়ালে। খুব খারাপ লেগেছিল লাবণ্যর কাছ থেকে বিদায় নিতে। মেয়েটা এতদিনে যেন অনেক বুঝতে শিখেছে। সে বারংবার ওর দিদিমাকে বলেছিল লাবণ্যকে অন্তত গ্রাজুয়েট যেন করা হয়। শিক্ষিত একটি মেয়ে তার অতীত যা পূর্বনারীরা তাকে দিয়েছিল জেনে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরী করে নিক। ততদিন তার জন্যে সুস্থ পরিবেশ রাখা অত্যন্ত জরুরি।

'ব্যাপস ! এত রাত্রেও জল ঠাণ্ডা হয় না এখানে ?'

চমকে মুখ তুলল দীপাবলী। পাজামা পাঞ্জাবি পরে মাথায় ভেজা গামছা ঘষতে ঘষতে ঘরে ঢুকল শমিত, 'পরনের গুলো বাথরুমের বালতিতে ভিজিয়ে দিয়েছি। ওগুলো আর

গায়ে রাখা যাচ্ছিল না।'

'ঠিক আছে তিরি কেচে দেবে।'

'তোমার কাজের মেয়েটির নাম বুঝি তিরি ? ফ্যানটাসটিক নাম তো ? তিরি মানে কি ? তিরতিরে থেকে এসেছে নাকি ?' শমিত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে প্রশ্নটা করা মাত্র ভেতরের বারান্দা থেকে কৌতুক মেশানো হাসি ছিটকে উঠেই আচমকা থেমে গেল। সেদিকে তাকিয়ে শমিত বলল, 'বাঃ, চমৎকার বাংলা বোঝে তো !'

দীপাবলী ঠোঁট কামড়াল। বারান্দায় অন্ধকার। তিরি ওখানে যে ছিল বা আছে তা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু নির্ঘাৎ সে কথা শোনার লোভেই কাছাকাছি রয়েছে। শমিত আর কোন বিষয় পেল না বলবার। সমস্ত ব্যাপারটাই খুব বিশ্রী লাগছিল দীপাবলীর। খাট থেকে নেমে বলল, 'তুমি বাইবেব ঘরে গিয়ে বসো, রাতের খাবার পেতে সময় লাগবে।'

'আপাতত এক কাপ চা হলেই চলবে, সঙ্গে বিস্কুট।' শমিত পা বাড়াল।

বারান্দার দিকে মুখ করে দীপাবলী গলা তুলল, 'তিরি, তোর কানে গিয়েছে নিশ্চয়ই। চা নিয়ে আয়।'

বাইরের ঘরে ঢুকে দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে তুমি একখনও নাটক কবছ ?'

'মানে ?'

'তোমার দাড়ি আর কাঁধের ব্যাগ বলে দিচ্ছে শিল্পের জন্যে সংগ্রাম করছ। শুনেছি সংগ্রাম করতে গেলে নাকি এইবকম বেশ দরকার।'

'ঠাট্টা করছ ?'

'নাঃ। বল, কি উদ্দেশ্যে আগমন ?'

'তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। এসে লাভ হল।'

'যেমন ?'

'তুমি তো আমাকে আপনি বলতে সবসময়, এসে পড়েছি বলে তুমি শুনলাম।'

'বয়স মানুষকে অনেক জায়গায় উদার করে।'

'তোমার বয়স— !'

'আমার কথা থাক। শুধু দেখার ইচ্ছের জন্যে যদি আসা হয় তাহলে অন্যায় করেছ। আমি এটা পছন্দ করছি না। মায়া কেমন আছে ?'

'মায়া ! তুমি জানো না ?'

'কি জানব ?'

'মায়া বিয়ে করেছে। বছরখানেক হয়ে গেল।'

'আচ্ছা ?' বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল দীপাবলীর।

'হ্যাঁ। সুদীপকে। সুদীপ তো আমাদের দল ছেড়ে দিয়েছে।'

'সুদীপকে ?' দীপাবলী যেন তল পাচ্ছিল না।

'ইয়েস ম্যাডাম। জীবন এই রকম। আমি অবশ্য খুব খুশী হয়েছি। তবে মায়া আর সুদীপের টেম্পারামেন্ট আলাদা, এইটেই গোলমাল।'

অর্থাৎ মায়া আর শমিতের জীবনে নেই। এতক্ষণ যে স্বাভাবিক ব্যবহার সে করছিল তা যেন অকস্মাৎ হারিয়ে গেল। শমিতের একা হওয়া মানে তার সমস্যা বাড়া—এমন অনুভূতি প্রবল হল। সে কোনমতে জানতে চাইল 'আমার ঠিকানা পেলে কোথায় ?'

'তোমার হেড অফিস থেকে।'

'কি জন্যে এসেছ এখনও জানলাম না।'

'এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন ? যদি আপত্তি থাকে বল বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠেঘাটে রাত কাটিয়ে ফিরে যাই।'

'সেটা আর বলতে পারছি কোথায় ?'

'বলতে যখন পারছ না তখন এসো অন্য গল্প করি। তোমার চাকরি কেমন লাগছে ? জায়গাটা কেমন ?'

রাত্রে খাওয়া দাওয়া চুকে গেলে তিরিকে দিয়ে বাইরের ঘরে বিছানা পাতালো দীপাবলী শমিতের জন্য। ভেতরের বারান্দায় একটা খাটিয়া পড়েছিল, সেটাকেই নিয়ে আসা হল। তিরি যেমন শোয় তেমনি শোবে দীপাবলীর ঘরে। শুতে যাওয়ার আগে দীপাবলী বলল, 'কাল ভোর থেকেই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। তুমি কখন যাবে ?'

'আমি এখানে কদিন থাকব দীপা। একটা নাটক লিখছি এদিকের মানুষ নিয়ে। তাই এদের ভাষা, জীবন জানা দরকার। একটা দেশলাই দাও তো ?'

বিরক্ত দীপাবলীর ঘরে ফিরে আসামাত্র দেখল তরতরিয়ে একটা দেশলাই নিয়ে তিরি বাইরের ঘরের দিকে যাচ্ছে।

॥ ৫ ॥

ঘুম এসেছিল অনেক রাত্রে। এমনিতেই এ বাড়িতে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ বাজে রাত গড়ালে। গরমের হাত থেকে নিস্তার পেতেও সময় লাগে। ঘরে কেউ থাকলে ওইসব শব্দ উপেক্ষা করতে অসুবিধে হত না দীপাবলীর। কিন্তু এই রাত্রে হয়েছিল।

মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করতে গিয়েও পারেনি। অনেক চেষ্টায় নিজেকে সরিয়ে এনেছিল। দরজা বন্ধ করা মানে নিজেকে দুর্বল প্রমাণ করা। অন্তত খোলা দরজায় একটা উপেক্ষার আবহাওয়া তৈরী করা যায়। কিন্তু পাশের ঘরে কেউ শুয়ে আছে, যার সঙ্গে কাঁচের সম্পর্ক ছাড়া এখন আর কিছু আপাতত অবশিষ্ট নেই, এটা ভাবলেই ঘুম চোখ থকে উধাও হয়ে যায়। চিন্তা হচ্ছিল তিরিকে নিয়েও। দেশলাই দিতে গিয়ে তিরি যে হেসেছিল তা সে এ ঘর থেকেও শুনতে পেয়েছে। মেয়েটাকে কখনও এমন কারণ অকারণে হাসতে শোনেনি। খাবার পরিবেশন করাব সময় শমিত অকারণে বলেছিল, 'বাঃ, তুমি তো চমৎকার রাঁধো।' শোনামাত্র লজ্জায় এমন মুখের ভঙ্গি করেছিল যে দীপাবলী তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। তিরির রান্না আহামরি কিছু নয়। ভাল রান্না শেখার সুযোগও সে পায়নি। বরং এক ধরনের গ্রাম্য গন্ধ থাকে যা মাঝে মাঝে দীপাবলীর কাছেই বিরক্তিকর বলে মনে হয়। কিন্তু এখানে এটুকু কাজ পরিষ্কার করে করার জন্যে মেয়ে পাওয়া মুশকিল। সতীশবাবুকে বললে অনেকেই আসবে কিন্তু তাদের হাতে খেতে ইচ্ছেই হবে না। দীপাবলীর মনে হয়েছিল শমিত গায়ে পড়ে নেহাত মন রাখতেই প্রশংসা করল। কোন সাধারণ নাটক দেখে শমিত কখনওই এমন কথা বলত না। মানসিকতার বদল কেন স্থান বিশেষে হবে ? দীপাবলীর ধারণা হচ্ছিল, শমিত অনেক পালটে গিয়েছে।

কিন্তু রাতটা একসময় ঘুম জড়িয়েই কেটে গেল। স্নান করে তৈরী হয়ে সে যখন বাইরের ঘরে এল তখনও শমিত ঘুমাচ্ছে। বাইরে তখন সবে ভোর হচ্ছে। তাপ বাড়ার আগে পৃথিবীটা এই মুহূর্তে নি-রোদ এবং সুন্দর। শমিত ঘুমাচ্ছে একেবারে ছেলেমানুষের মত, দুটো হাঁটু প্রায় বুকের কাছে নিয়ে এসে। দীপাবলী তিরিকে ডেকে বলল, 'দাদাবাবু উঠলে চা দিবি। আমি অফিসে যাচ্ছি।'

শেষ কথাটা সম্ভবত কানে গিয়েছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল শমিত। জানলা দিয়ে

বাইরেটা দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কটা বাজে ?'

'এমন কিছু নয়। তুমি ঘুমাতে পারো। কিন্তু আমাকে এখনই অফিসে যেতে হবে।'

'এই সাতসকালে অফিস ?'

'গরমের জন্যে নিয়মটা করা হয়েছে।' দীপাবলী এক মুহূর্ত ভাবল, 'তোমার কোন দরকার আছে আমার কাছে ?'

'দরকার ? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যায় ?' হাসল শমিত।

ঠোঁট কামড়াতে গিয়ে সামলে নিল দীপাবলী, 'তোমার জেনে রাখা ভাল, আমার কোন দরকার নেই তোমার কাছে। আমি কাজে যাচ্ছি।' দীপাবলী পাশের দরজা দিয়ে অফিস ঘরে চলে এল। ঘর অন্ধকার। সে জানলা খুলে বাইরের ঘরে চলে এল। সতীশবাবুদের এখনও আসার সময় হয়নি। মূল দরজাটা খুলে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল সে। আকাশে লালচে আভা পুরো মাত্রায় কিন্তু পৃথিবী ছায়ায় মাখামাখি। আহা, কি আরামের সময় এখন। এইরকম যদি সারাটা দিন থাকত কি ভালই না হত। সতীশবাবু বলেছেন শীতের সময় নাকি ঠাণ্ডাপ্রচণ্ড পড়ে এখানে। সে ববং ভাল।

আর এই শান্ত প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে দীপাবলীর মনে হল কাল সে শমিতকে নিয়ে একটা বাড়াবাড়ি ভাবনা করেছে। অন্তত তিরিকে জড়িয়ে ভাবনাটা বড় ছোট মনের পরিচয়। এমনটা সে ভাবল কি করে ? মানুষের রাগ কখন যে কোথায় টেনে নামায়, নামবার আগে তা বোঝা যায় না। শমিত আর যাই হোক পড়াশুনা করা সুস্থ নাটকের জন্যে আন্দোলন করিয়ে ছেলে। তার রুচি কখনই অমন স্তরে নামবে না। ভাবনাটা ভেবেছিল বলেই এখন লজ্জিত হল সে।

এইসময় বাবুদের আসতে দেখা গেল। দীপাবলীর মনে পড়ল সতীশবাবুর বাড়িতে অনুষ্ঠানের কথা। কাজের চাপে একদম মনেই ছিল না তার। সে ঠিক করল, এখন কিছু বলবে না, আজ রাত্রে একাই ওঁর বাড়িতে গিয়ে অবাক করে দেবে।

'ম্যাডাম. আপনি এখানে ?' অক্ষয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'ইচ্ছে হল এখানে দাঁড়াতে।'

'শীতকালে রোদ উঠলে এখানে দাঁড়াতে দেখবেন খুব ভাল লাগবে।'

'সতীশবাবু আসেননি ?'

'না তো ! ওঁর বাড়িতে লোকজন আছে, হয়তো দেরিতে আসবেন।'

দীপাবলী কিছুতেই মনে করতে পারছিল না অনুষ্ঠান কবে ছিল, গতকাল না আজ ? যদি গতকাল হয়ে যায় তা হলে এঁদের প্রশ্ন করলে অপ্রস্তুত হতে হবে। সে অফিসে ফিরে এসে অক্ষয়বাবুকে ডেকে পাঠাবে। সতীশবাবুর পরেই অক্ষয়বাবুর অবস্থান।

'অক্ষয়বাবু, শুনেছেন নিশ্চয়ই, গতকাল মন্ত্রী এসে নেখালির অবস্থা দেখে গিয়েছেন। আমাদের আজই একটা কাজ করতে হবে। আমাদের ব্লকে যে কয়েকটা গ্রাম আছে তার একটা লিস্ট করে গ্রামপিছু তিনটে কুয়ো আর দুটো নলকূপ বসানোর খরচের একটা এস্টিমেট তৈরী করুন। আমি আজই পাঠাতে চাই, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

অক্ষয়বাবু ঘাড় নাড়লেন, 'ঠিক আছে, ম্যাডাম, একটা কথা।'

'বলুন।'

'দুটো আর্জি ছিল। আমাদের এখানেও, মানে অফিসে আর আমাদের পাড়ায় দুটো নলকূপ ওর সঙ্গে জুড়ে দিই। আমাদেরও তো জলের সমস্যা হচ্ছে। আমাদের এখানেও তো সবসময় জল পাওয়া যায় না।'

দীপাবলী একটু চিন্তা করল। অনুরোধটা অত্যন্ত সঙ্গত। কিন্তু ওপরওয়ালা যদি মনে করে সে সুবিধে পেয়ে নিজেদের আরাম দেখছে তা হলে কথা উঠবে। উঠুক। এঁরা কাজ করবেন আর একটু আরামে থাকবেন না, তা কি করে হয়?

সে মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, সব শেষে দেবেন। দ্বিতীয়টা কি বলছিলেন?'

অক্ষয়বাবু বললেন, 'এদিকে তো ইলেকট্রিক কবে আসবে কে জানে। অথচ মাত্র পাঁচ ক্রোশ দূরে ইলেকট্রিক রয়েছে। যদি লাইন টেনে আনা যায়?'

'পাঁচ ক্রোশ?' হতভম্ব দীপাবলী, 'পাঁচ ক্রোশ লাইন করতে কত লাগবে জানেন? এত খরচ সরকার করবে? পাগল!'

'ওই পাঁচ ক্রোশ দূর পর্যন্ত আনতে অনেক ক্রোশ ডিঙোতে হয়েছিল তো!'

কথাটা বোধগম্য হওয়ামাত্র থমকে গেল দীপাবলী। কিছুদিন আগে একটি সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে—বাংলাদেশের যতটা অঞ্চলে সম্ভব হবে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া যাবে। সিদ্ধান্ত আর কাজ অবশ্য একসঙ্গে হচ্ছে না। এই অঞ্চলে ইলেকট্রিক এলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অন্তত পাম্প চালিয়ে জল তোলা যাবে। পাঁচ ক্রোশ দূরত্ব সে ভেবেছিল নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার মাপকাঠিতে, চমকে উঠেছিল সেই কারণে। সরকারের কাছে ব্যাপারটা কিছু নয় বরং কর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে। বাজেট অনুমোদন করলে সবই করা সম্ভব। সে বলল, 'ঠিক আছে, দুটো আলাদা প্রোপোজাল করুন। একটার জন্যে দ্বিতীয়টা আবার বানচাল না হয়ে যায়।'

'ঠিক আছে ম্যাডাম।' অক্ষয়ববু চলে গেলেন।

এই ঘরে বসেই দীপাবলী শুনতে পাচ্ছিল অফিসঘরে উত্তেজনা চলছে। খোদ বিভাগীয় মন্ত্রী এই অফিসে এসে একটা দুপুর কাটিয়েছেন এটা যেন স্বপ্নের মত ব্যাপার। অনেকেই এর পর কি কি ভাল কাজ এই অঞ্চলে হবে তার আনুমানিক ফিরিস্তি দিচ্ছিল। ফাইলপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে দীপাবলীর হঠাৎ অস্বস্তি হল। সতীশবাবু এখনও আসছেন না কেন? ভদ্রলোক জ্বর গায়েও নাকি অফিস করেন। তিনি নিজেই বলেছেন বাড়িতে কাজ থাকলেও তিনি অফিসে আসবেন। অথচ ভদ্রলোক এলেন না।

শেষপর্যন্ত অক্ষয়বাবুকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল। অক্ষয়বাবু বললেন, 'আপনাকে বলে যেতে সময় পাননি বোধ হয়, উনি শহরে গিয়েছে স্ত্রীকে নিয়ে।'

'স্ত্রীকে নিয়ে? কেন?'

'কাল সন্ধের পর ওঁর স্ত্রীর বুকে ব্যথা শুরু হয়। রাত্রে খুব বেড়ে যায়। আমাদের এখানে তো ডাক্তার নেই। তাই মাঝরাত্রে গরুর গাড়ি যোগাড় করে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছেন শহরের হাসপাতালে।'

'গরুর গাড়ি?'

'তা ছাড়া আর যাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমরা বলেছিলাম সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। অর্জুনবাবুর কাছে গেলে জিপের ব্যবস্থা হত কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। অতক্ষণে বিনা চিকিৎসায় যদি কিছু হয়ে যায়!'

'তা তখনই অর্জুনবাবুর কাছে গেলেন না কেন?'

অক্ষয়বাবু মুখ নিচু করেছিলেন, 'যাওয়া হয়েছিল। উনি রওনা হবার পরই কয়েকজন ছুটে গিয়েছিল সাইকেল নিয়ে জিপ পেলে মাইলখানেকের মধ্যেই ওঁদের ধরা ফেলা যেত।'

'উনি জিপ দিলেন না?'

'না। তা নয়। উনি বলে দিলেন দুজন মহিলাকে পৌঁছে দিতে হবে খুব ভোরে আগে এই

কড়ারে তারা এসেছে অতএব তিনি জিপ শহরে পাঠাতে পারবেন না।'

'মহিলাকে ?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম। ওর এসব অভ্যেসের কথা তো সবাই জানে। উনি নিজেও আজকাল রাখঢাক করেন না। এমন বেপরোয়া লোক বড় একটা দেখা যায় না।'

'ঠিক আছে, আপনি কাজটা শেষ করুন।' দীপাবলী মুখ ফেরাল। অক্ষয়বাবু চলে যেতে ঝিম মেরে বসে রইল সে কিছুক্ষণ। অর্জুন গত রাত্রে এখানে এসেছিল। তার নিশ্চয়ই একাধিক জিপ নেই। তা হলে ওই জিপে দুটি মহিলাকে একরাত্রের জন্যে আনিয়ে সে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু তাই বা কি করে হবে ? অর্জুন মন্ত্রীকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতেই তো ওর চেয়ে বেশি সময় লাগার কথা। তা হলে ওই সব মেয়েরা নিজেদের ব্যবস্থায় এসেছে অর্জুনের কাছে। লোকটা এতখানি হৃদয়শূন্য যে একজন মারাত্মক অসুস্থ মানুষের কথা শুনেও নিজের জিপ দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হয়নি। তার চেয়ে সেই সব মেয়েদের পৌঁছে দেওয়া বড় হয়েছিল ? দীপাবলী স্থির করল কোন অবস্থাতেই ওই লম্পট মানুষটাকে সে সাহায্য করবে না। যতই সে মন্ত্রীর অনুগ্রহ পাক।

অফিসে বসার পর শমিতের কথা একদম ভুলে ছিল দীপাবলী। এর মধ্যে এক ফাঁকে তিরি এসে চা দিয়ে গিয়েছে। তখনও না। নটা নাগাদ জলখাবার দিতে এলে খেয়াল হল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদাবাবু কোথায় রে ?'

'উনি তো সেই চা খেয়ে বেরিয়ে গেছেন ঝোলা নিয়ে।'

'ঝোলা নিয়ে ?' চমকে উঠল দীপাবলী, 'স্যুটকেস ?'

'না।' তিরি ঘন ঘন মাথা নাড়ল, 'স্যুটকেস আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম্ জলখাবার খাবে কি না তো বলল,না। দুপুরে এলে ভাত খাবে। না এলে সেই ভাত রাত্রে। কি গম্ভীর হয়ে কথা বলছিল দিদি !'

'ঠিক আছে, তুই ভেতরে যা।' শমিত স্যুটকেস নিয়ে যায়নি শুনে কেন জানে না তার বেশ স্বস্তি হল। এসব জায়গায় বাইরের লোক বড় একটা আসে না। আর গ্রামের দিকে তো নয়ই। তিনটে নির্বাচন হয়ে গিয়েছে তবু ভোটের জন্যেও কেউ প্রচার করতে যায়নি গ্রামে। অতএব ওরা শমিতকে কিভাবে নেবে তা ঈশ্বরই জানেন।

দশটায় ছুটি হবার মুখে একটা জিপের আওয়াজ শুনতে পেল সে। তার মুখ গম্ভীর হল। অকারণে অর্জুন নায়েককে সে এখানে বসতে দেবে না। কিন্তু খানিক বাদেই অক্ষয়বাবু এসে জানালেন, 'থানার দারোগাবাবু এসেছেন।'

'নিয়ে আসুন।' তৎক্ষণাৎ গত রাত্রে শোনা অর্জুনের কথাগুলো মনে পড়ল। সে শক্ত হল। এইটে এখনও তার অভ্যেসে রয়ে গেল। যা অপছন্দের তার মুখোমুখি হবার মুহূর্তে শরীরে কেমন কাঠ কাঠ ভাব এসে যায়।

বিশাল ভুঁড়ি বেল্টের বাঁধনে থাকতে চাইছে না, চোখের তলায় কমলালেবুর কোয়ার মত মাংসের ঢিবি, মাথায় টাক, বগলে টুপি এবং হাতে লাঠি নিয়ে দারোগাবাবু প্রবেশ করে অনেকটা ঝুঁকে নমস্কার করলেন, 'গুড মর্নিং ম্যাডাম। আমাকে চিনতে পারছেন ?'

'অবশ্যই। বসুন।' গম্ভীর হতে চেষ্টা করল দীপাবলী।

চেয়ার টানলেন দারোগা শব্দ করেই। করে বসলেন, 'আমার উচিত ছিল অনেক আগেই এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু থানাটা এমন যে সমস্যা ছাড়া একটাও দিন কাটে না। আর আপনি যখন আমাকে ডেকে পাঠান না তখন বোঝা গেছে এখানে ঝামেলা নেই।'

'তা নেই কিন্তু আপনার আর আমার নিয়মিত যোগাযোগ রাখা কর্তব্য এবং সেটার দায়িত্ব আপনারই। যাক গে, কেন এসেছেন জানতে পারি?'

'না, তেমন কিছু না, কার্টসি কল আর কি। কোন প্রব্লেম নেই তো?'

'থাকলে তো আপনি জানতে পারতেন।'

'হেঁ হেঁ, তা ঠিক। এস ডি ও সাহেব কিন্তু আমাকে খুব ভালবাসেন।'

'উনি তো আপনার থেকে বয়সে অনেক ছোট।'

'তা হোক, পজিশনে তো বড়।'

'দারোগাবাবু, কাল সারাদিন আপনি কোথায় ছিলেন?'

'ওই কথাটা বলতেই তো আপনার কাছে রোদ ভেঙে এলাম।'

'রোদ ভেঙে মানে?'

'আঃ, এখানে দিন হল ঘুমানোর জন্যে আর রাত কাজের। যা শালা, সরি, গরম, দিনে কাজ করবে কে? আমি সারারাত কাজ করি আর দিনটাকে রাতের মত ভেবে নিই। এতে ম্যাডাম বেশি কাজ করা যায়।'

'কিন্তু কাল দুপুরে আপনি থানায় ছিলেন?'

'কি করে থাকব বলুন? সবে বডিটা বিছানায় ফেলেছি অমনি মনে পড়ল ঝামেলা আছে। কর্তব্যে গাফিলতি পাবেন না, ছুটে গেলাম।'

'মন্ত্রীমশাই আমার এখানে এসে নেখালিতে গিয়েছিলেন। ওঁর সঙ্গে শহর থেকে আনা মাত্র তিনচারটে সেপাই ছিল।'

'ম্যাডাম, একথা শুনে আমি লজ্জায় মরে গিয়েছি। কাল থানায় ফিরেই খবরটা শুনে ছুটে এলাম, ততক্ষণে মন্ত্রীমশাই চলে গিয়েছেন। রাত্রে এস ডি ওর কাছে গেলাম। তিনি বললেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে।'

'এস ডি ও বললেন আমার সঙ্গে কথা বলতে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ম্যাডাম।' হঠাৎ দারোগাবাবুর গলা ভেঙে মিহি সুর বেরিয়ে আসতে লাগল, 'আমার সার্ভিস বুক দেখুন, কোথায় একটা কালো দাগ দেখতে পাবেন না। স্বাধীন ভারতবর্ষের সব এস পি অমাকে ভাল সি সি রোল দিয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রী যদি খচে যান তা হলে সব দফা রফা হয়ে যাবে।'

'আপনি কি বলতে এসেছেন?'

'ম্যাডাম, আপনি আমায় বাঁচান। পাঁচটা মেয়ে আমার, বউটার বয়স কুড়ি, লেট ম্যারেজ, এক বছর বাকি আছে রিটায়ারমেন্টের। এখন চাকরি গেলে ধনেপ্রাণে মরব। মেয়ে পাঁচটার বিয়ে এ জীবনে হবে না। মেয়ে হয়ে মেয়েদের বাঁচান।'

'আপনি আপনার কথা বলছিলেন!'

'আমি মানেই আমার মেয়েরা, আমার স্ত্রী।'

'আমি কিভাবে আপনাকে বাঁচাতে পারি?'

'শুনলাম নাকি মন্ত্রীমশাই আপনার বাড়িতে ভাত খেয়েছেন, আপনার কথায় তিনি নেখালিতে গিয়েছিলেন। ওঃ, যদি কিছু গোলমাল হত? আমি ভাবতেই পারি না। তাই আপনি যদি ওঁকে বুঝিয়ে বলেন তা হলে আর আমার কোন ক্ষতি হবে না।'

'শুনুন আপনি ঠিক শোনেননি। মন্ত্রীমশাই ডি এম, এস ডি ও-কে জিপ থেকে নামিয়ে দিয়ে অর্জুন নায়েকের সঙ্গে শহরে গিয়েছিলেন। আপনি বরং অর্জুনের সঙ্গে যান তাতে কাজ হবে।' দীপাবলীর এখন কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে না।'

'অর্জুন। শালা হারামির হাতবাক্স! সরি ম্যাডাম, মুখ ফসকে বেরিয়ে এল। দিনরাত চোরডাকাত ঠ্যাঙাই তো, মুখের উপর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছি। ডোন্ট মাইন্ড। যাহোক অর্জুনের কাছে গেলে বলবে, তোমাকে আমি বাঁচাতে পারি একটা কণ্ডিশনে। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন যা মাইনে পাবে তার ওয়ান ফিফ্‌থ আমাকে পাঠিয়ে দেবে।'

'ওয়ান ফিফ্‌থ কেন?'

'তার নিচে রাজি হবে না।'

'কিছু মনে করবেন না আপনার বাড়তি রোজগার নিশ্চয়ই আছে?'

'জলে আছি অথচ সাঁতার জানি না বলা মিথ্যে কথা হয়ে যাবে। তা আছে। কিন্তু এলাকাটা তো দেখছেন! একেবারে মরুভূমি যাকে বলে! বাড়তি রোজগার হবে কোত্থেকে?'

'আপনি সত্যি কথা বলছেন না।'

'সেন্ট পার্সেন্ট সত্যি।'

'ঠিক আছে, মন্ত্রী তো সবে গিয়েছেন, যেতে যেতে এসব ভুলেও যেতে পারেন। আপনি আগে থাকতেই এত চিন্তা কেন করছেন?'

'ঘর পোড়া গরু ম্যাডাম, মেঘ দেখলেই ভয় পাই।'

'তা হলে শুনুন, আমি কিছুই করতে পারব না।'

'পারবেন না?' ফ্যাসফেসে শোনাল দারোগার গলা।

'না। আর কিছু বলার আছে আপনার?' দীপাবলী উঠে দাঁড়াল।

'ম্যাডাম আমি একদম মরে যাব।' ককিয়ে উঠলেন দারোগা।

'আপনি এস ডি ও কিংবা ডি এমের সঙ্গে দেখা করুন। আমার মত সামান্য একজন কর্মচারী কিছুই করতে পারে না। এবার আপনি যেতে পারেন।'

'ম্যাডাম, আমি জানি কিসে আমার উপকার হবে। ঠিক আছে, আপনাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। অপনি পুরুষ হলে অবশ্যই আগেই দিতাম। আপনি আমাকে এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দিন আপনার ব্যাপারটা আমি দেখব।' দারোগা উঠে দাঁড়াল।

'আমার ব্যাপারটা মানে?' চকিতে ঘাড় ঘোরাল দীপাবলী।

'মানে, ইয়ে, বুঝতেই পারছেন, ওই যে তখন জিজ্ঞাসা করলেন বাড়তি রোজগারের কথা, হয় না, খুব বেশী হয় না, তবু যা হয়—হেঁ হেঁ, বুঝতেই পারছেন?'

'আপনি আমার অফিস থেকে বেরিয়ে যান, এখনই।'

'ম্যাডাম।'

'আপনি এই মুহূর্তে চলে না গেলে আপনার নামে রিপোর্ট করতে বাধ্য হব।'

'ও, আচ্ছা। আমি মনে রাখব ব্যাপারটা।' কটমট চোখে তাকিয়ে দারোগা বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত শরীরটা কাঁপছিল দীপাবলীর। এমনভাবে অপমানিত হতে হবে সে ভাবতেই পারেনি। লোকটার স্পর্ধার কথা ভেবে শরীর জ্বলে যাচ্ছিল।

দারোগার জিপ চলে যাওয়ামাত্র অক্ষয়বাবুরা ছুটে এলেন। অক্ষয়বাবু দীপাবলীর সামনে বাকিরা দরজায়। অক্ষয়বাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ম্যাডাম, আপনি এখনই মন্ত্রীকে মানে ডি এমকে জানান। লোকটাকে বিশ্বাস করবেন না।'

'কেন?' এঁদের উত্তেজনা দেখে অবাক হল দীপাবলী।

'লোকটা কেউটে সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর। একমাত্র অর্জুন নায়েকের কাছেই ঠাণ্ডা থাকে। ও বুঝে গিয়েছে আপনাকে ভেজানো যাবে না, এবার ঠিক আপনার ক্ষতি করবে।'

'আমার ক্ষতি ? ওঁর তো আমার নির্দেশ মেনে কাজ করার কথা।'

'ম্যাডাম কথা কি সবসময় পালিত হয়। তা ছাড়া এমন জায়গায় কিছু হয়ে গেলে আমাদের পক্ষে সামলানো সম্ভব হবে না। ও কিছু করে ওঠার আগেই ব্যবস্থা নিন।'

'আপনারা মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন। এটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। যান, সময় হয়ে গেছে, রোদও চড়া হচ্ছে, এর পরে বাড়িতে যেতে অসুবিধে হবে। ও হ্যাঁ, অক্ষয়বাবু, এস্টিমেটের ফাইলটা হয়ে গিয়েছে ?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম, দিয়ে যাচ্ছি।' মুখ গম্ভীর করে ওরা সামনে থেকে সরে গেলেও পাশের ঘরে এই নিয়ে যে গুঞ্জন হচ্ছে তা কানে এল। দীপাবলী ভেবে পাচ্ছিল না তার কোন ক্ষতি দারোগা করতে পারে। একজন সরকারি অফিসার আর একজন সরকারি অফিসারকে বিপদে ফেলার সাহস পাবে কি করে! অক্ষয়বাবু ফাইলটা দিয়ে গেলে সে তাতে চোখ রাখল। মোটামুটি ঠিকই আছে। একটা শব্দ জুড়ল সে। সতীশবাবু থাকলে এটাও করতে হত না। রিপোর্ট এবং আর্জির নিচে সই করে সে ফাইলটা নিয়েই ভেতরে চলে এল। পিওন দাঁড়িয়েছিল তার যাওয়ার অপেক্ষায়। এবার সে বাইবের দরজা এবং জানলা বন্ধ করবে। দীপাবলী তাকে বলল, 'আমি দুপুরেব পর এস ডি ও অফিসে যাব। অক্ষয়বাবুকে বলো সন্ধে পর্যন্ত আমার জন্যে অপেক্ষা করতে।'

বেলা সাড়ে বারোটাতেও শমিত ফিরল না। সে ফিরলে একসঙ্গে খাবে ভেবেছিল দীপাবলী। অবশ্য এখন যা রোদ বাইরে, তাতে কোন পাগলও ছাতি ছাড়া হাঁটিতে চাইবে না। দীপাবলীর মনে হল শমিত যদি কোন ছায়ার নিচে থাকে তা হলে তার একবেলা অভুক্ত হয়ে থাকাও ঢের ভাল কিন্তু এই রোদে আসার অ্যাডভেঞ্চাব করা ঠিক নয়।

সে তিরিকে খেতে দিতে বলল। তিরি বেশ অবাক হয়ে বলল, 'দাদাববু আসেনি, তুমি এখনই খেয়ে নেবে ?'

'দাদাবাবু এই রোদে আসবে না। তা ছাড়া আমাকে একটু বাদে বেরুতে হবে।'

'তুমি এই রোদে বেরুবে ?'

থমকে গেল দীপাবলী। দাদাবাবু না আসতে পারলে সে নিজে কি করে যাবে। ঠিক কথা। অথচ এটাই তার মাথায় আসেনি। অতএব সে তিরিকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলল। জানলা দরজা বন্ধ। তিরি কিছুক্ষণ ঘর বারান্দা করল। তারপর বলল, 'দাদাবাবু জিজ্ঞাসা করল আমি কোন গ্রামের কথা জানি কি না। দাদাবাবু সেখানে গিয়ে আলাপ করবে। আমি আমার গ্রামের কথা বললাম। দাদাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল আমাদের গ্রামে সবাই এমন বাংলা বলে কি না। আমি তো হেসে বাঁচি না। বললাম গ্রামের লোক গ্রামের ভাষায় কথা বলে। আমি তো ছোট্টবেলা থেকে এদিকে আসি আর তার ওপর বাবুদের কাছে কাজ করছি তাই আমি এমন বাংলা বলতে পারি। তাই শুনে দাদাবাবু বলল আমি যদি ওকে নিয়ে গিয়ে গ্রামের লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই তা হলে খুব ভাল হয়। আমি যে গ্রামে যাব না তা তো বলতে পারি না তাই মিছে করে বললাম তুমি রাগ করবে গ্রামে গেলে।'

দীপাবলী কিছু বলল না। শুধু তার মনে হল এইসব কথা শমিত তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারত। সে ইচ্ছে করলে পিওনকে সঙ্গে দিতে পারত। একটু বাদে বারান্দা থেকে ঘুরে এসে তিরি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা দিদি, দাদাবাবু কি যাত্রা করে ?'

'যাত্রা ?' চমকে গেল দীপাবলী।

'ওই যে মুখে রঙ মেখে রাম রাবণ সাজে!'

'তোকে কি বলেছে ও ?'

'না, বলল, তিবি তোমার মত একটা মেয়েকে যদি কলকাতায় পেতাম তা হলে এমন মানাতো না আমার চবিত্রটাব সঙ্গে, আহা ' একটু অভিনয় করতে পারলেই হত ?'

'তুই কি বললি ?'

'আমি আবার কি বলব ! শুনেই গলা শুকিয়ে কাঠ ।'

'তা গিয়েই দ্যাখ না । এই দাদাবাবু খুব বড় পরিচালক । গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানিয়ে নেয় । তোকেও ঠিক অভিনেত্রী বানিয়ে দেবে ।' দীপাবলী হাসল ।

'অভিনেত্রী ?' তিবি অবাক হয়ে তাকাল ।

'তুই সিনেমা দেখিসনি ?'

'হুঁ । একবাব এখনে পর্দা খাটিয়ে সিনেমা দেখিয়েছিল ।'

'সেই সিনেমায় যেসব মেয়েরা কথা বলে তারা অভিনেত্রী । সবাই খুব খাতির করে, অনেক টাকা পায় ।'

'না বাবা ।'

'কেন ?' দীপাবলীর খুব মজা লাগছিল ।

'খারাপ খারাপ মেয়েরা ওসব কাজ কবে !'

হো হো করে হেসে উঠল দীপাবলী এবং তার পবেই গম্ভীর হয়ে গেল, 'শোন, খুব দরকাব না হলে দাদাবাবুব সঙ্গে কথাবার্তা বলার দরকার নেই ।'

'কেন ?' খুব অবাক হয়ে গেল তিবি ।

থমকে গেল দীপাবলী । এই কথাগুলো সে প্রায় অসাড়ে বলেছে । বলাব আগে ভাবেনি । এখন মনে হল না বললেই ভাল ছিল । তিরি তার দিকে এখনও তাকিয়ে আছে । অতএব তাকে বলতেই হল, 'দাদাবাবুর মাথার ঠিক নেই । এই আমকেই ধরে অভিনয় করাতে চেয়েছিল । তুই এখানকার মেয়ে । তোর ওসবে দরকার নেই ।'

তিরির মুখ সহজ হল, দীপাবলী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ।

তিনটে বাজল । রোদ তখনও সমানে তেজী । কিন্তু আর দেরি করা সম্ভব নয় । আধঘণ্টা আগে খাওয়া শেষ করেছে দীপাবলী । এস ডি ও-র অফিস থেকে ঘুরে আসতে গেলে এখনই রওনা হওয়া দরকার । আজই যদি নেখালির এবং আশেপাশের গ্রামের কুয়ো এবং নলকূপের এস্টিমেট থ্রু প্রপার চ্যানেল পাঠানো যায় তা হলে কাজ হতে বেশি দেবি হবে না । তবু আরও একটু নিশ্চিত হবার জন্যেই দীপাবলী ঠিক করলে এস ডি ওকে বলেই একটা অ্যাডভান্স কপি সে পাঠাবে মন্ত্রীর কাছে । লাল ফিতের বাঁধন টপকে থ্রু প্রপার চ্যানেলের চিঠিটা পৌঁছবার আগেই তাতে বেশি কাজ হবে ।

ছাতা নিয়ে বেরুবার আগে সে তিরিকে পই পই করে বলে গেল শমিত এলে খাবার দিতে । সে রাত আটটার মধ্যেই ফিরবে । লাস্ট বাট ওয়ান বাসটা ওই সময়ের মধ্যেই এখান দিয়ে ফিরে যায় । মাথার ওপরে ছাতি থাকা সত্ত্বেও হাঁটাটা সহজ হচ্ছে না । পা এর মধ্যেই জ্বলতে শুরু করেছে । গরম হলকা লাগছে শরীরে । বাড়ি বা অফিস থেকে মিনিট আটেক হাঁটার পর বাস রাস্তা । এদিকের বাসের একটাই গুণ বা দোষ হল হাত দেখালেই দাঁড়িয়ে যায় । তার ওপর মহিলা হলে কথাই নেই । স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয় না । দীপাবলীর প্রায়ই মনে হয় তার অফিসে যদি একটা গাড়ি থাকত তা হলে কাজের খুব সুবিধে হত । ছেলে হলে সাইকেল চেপে অনেক জায়াগয় যাওয়া যায় । মাঝে মাঝেই মনে হয় সরকারি গাড়ি পাওয়ার যখন কোন সম্ভাবনাই নেই তখন সাইকেলটা যদি শিখে নিতে পারে

মন্দ হয় না। চা-বাগানে থাকতে বেশ কয়েকবার অমরনাথের সাইকেল নিয়ে চেষ্টা করেছিল বিয়ের আগেই। সাইকেলটা সেই বয়সের তুলনায় বড্ড ভারী ছিল। আর বিয়ে এবং বিধবা হবার পর তো জীবনযাত্রাই পালটে গেল।

জীবনযাত্রা শব্দটা মনে হতেই হাসি এল। মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে তাই তার জীবনযাত্রা। একের সঙ্গে অন্যের যেমন মিল নেই তেমনি একের এখনকার সঙ্গে আগামীকালের কোন সাদৃশ্য থাকবে এমন কোনও কথাও নেই। আজকাল মনের ভেতরে এক ধরনের সুখ বুদ্বুদ তোলে, সে নিজের জীবনের অবশ্যম্ভাবী চেহারাটা বদলে ফেলতে পেরেছে।

দুপুরের বাসে ভিড় সামান্য কম থাকে। তাকে দেখে কন্ডাক্টর যে সুবিধে করে দিল তা আজ চুপচাপ গ্রহণ করল দীপাবলী। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তা ছাড়া এই গরমে ভিড়ে প্রতিবাদ করে জেদ ধরে থাকলে অসুস্থ হবার সম্ভাবনাই বেশি। বাসের জানলা তাপের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এমনিতেই বন্ধ বাখা হয়েছে। বসা অবস্থাতেও কুলকুল করে ঘামতে লাগল সে। বিবেকের ব্যাপারটাই যেন গলে গলে পড়ছিল।

রিকশা নিয়ে এস ডি ওর অফিসে পৌঁছে সে শুনতে পেল ভদ্রলোক ডি এমের কাছে গিয়েছেন। অফিসে কাগজপত্র জমা দিয়ে সে প্রধান কেরানিকে বারংবার অনুরোধ করল যাতে কালকেই কাগজপত্র এস ডি ও নোট দিয়ে পাঠিয়ে দেন ওপরতলায়। কাগজে একবার চোখ বুলিয়ে প্রধান কেরানি অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসবের কথা সাহেব জানেন ?'

'হ্যাঁ। মন্ত্রীমশাই যখন নেখালিতে গিয়েছিলেন তখন উনি তো সঙ্গে ছিলেন।'

'আহা, তারপর কি ওঁর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন ?'

'না। আলাদা কথা বলতে হবে কেন ?'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'তা হলে এটা পাস হবে না।'

'মানে ? মন্ত্রী আমাকে নিজে বলে গিয়েছেন !' উত্তেজিত হল দীপাবলী।

'অনেক বছর কাজ করছি দিদি, আমার কথা আপনি শুনে রাখুন, ওঁর সঙ্গে কথা না বলে আপনি পাঠালে তা ওপরতলা থেকে পাস হবে না।' মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক।

'আপনি একথা বলছেন কেন ?'

'আপনি যে এস্টিমেট দিয়েছেন, এই যে এতগুলো কয়ো খুঁড়তে এত লাগবে, এতগুলো নলকূপের জন্যে এত, এগুলো তো উনি সার্টিফাই করবেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এসবে একটুও বাড়ানো রেট নেই।'

'সেটা তো উনি যাচাই না করে বুঝবেন না। যাচাই করতে হলেই আমায় ডেকে বলবেন, হরিহরবাবু একটু বাজারে ঘুরে দেখুন তো।'

'তাতে অসুবিধে কি হল ?'

'ওঃ, আপনি দেখছি কিছুই বোঝেন না। ওসব করতে গেলে টাইম লাগবে। কাল পাঠানো যাবে না। আবার সাতদিন ধরে দেখার পরও আপনার দেওয়া রেটের সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন সাহেব। তাই বলছি কি, অনেক টাকার ব্যাপার তো, একবার সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিন, কাল সকালেই সদরে পাঠিয়ে দেব।'

অতএব এস ডি ওর সঙ্গে দেখা না করে ফেরার কোন উপায় নেই। অবশ্য এখনও হাতে অনেক সময় আছে। প্রধান কেরানি আশ্বাস দিলেন ভদ্রলোক বিকেলের মধ্যেই ফিরবেন। সে একটু ঘুরে আসছে বলে অফিস থেকে বের হল। বাসের জন্যে অন্তত দু ঘণ্টা অপেক্ষা

করা যায়। দীপাবলী একটা রিকশা নিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে এল। মফস্বলের হাসপাতাল, তার ওপর সাব ডিভিশন শহরের। চেহারা দেখেই ভক্তি আসে না। জলপাইগুড়ির সদর হাসপাতালে এর চেয়ে বেশী শ্রী ছিল ?

সতীশবাবুর স্ত্রীর বেড খুঁজে পেতে খুব অসুবিধে হল না। লম্বা হল ঘরে পর পর রুগীরা শুয়ে আছেন। তার একেবারে শেষ বিছানার পাশে সতীশবাবু দু হাতে মাথা ধরে বসে আছেন কুঁজো হয়ে। বিছানায় যে মহিলা পড়ে আছেন তিনি জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না দূর থেকে। কাছে গিয়ে দীপাবলী চাপা গলায় ডাকল, 'সতীশবাবু !'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে দীপাবলীকে দেখেও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না ভদ্রলোক। দীপাবলী ওর স্ফীত চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ?'

হঠাৎ সতীশবাবু হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। সেই কান্নার শব্দে পাশের বিছানায় রুগীরা এবং তাদের কাছে আসা মানুষেরা অবাক চোখে তাকাল। দীপাবলী তড়িঘড়ি শক্ত গলায় বলল, 'আঃ, সতীশবাবু। আপনি বাইরে আসুন।'

ঘব থেকে বেরিয়ে বারান্দায় চলে এল সে অস্বস্তি এড়াতে। পিছু পিছু চোখ মুছতে মুছতে সতীশবাবু বেরিয়ে এলেন, 'ম্যাডাম, আমার সব শেষ হয়ে গেল।'

'শেষ হয়ে গেল মানে ?'

'ও নেই।' আবার হাউ হাউ কান্না।

'কি বলছেন আপনি ?'

'একটু আগে, ঠিক পাঁচটা বাজতে পনের মিনিটে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।' কান্না আরও সোচ্চার হল। এবং তার পরেই সেটাকে গিলতে চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক।

'সেকি ! আপনি ডাক্তারকে বলেছেন ?'

মাথা নেড়ে না বললেন সতীশবাবু, 'বললেই তো মর্গে নিয়ে যাবে। কত বছর ওর পাশে দু মিনিটও একা চুপচাপ বসিনি। তাই ভাবছিলাম বসে থাকি। যেন ও ঘুমাচ্ছে আর আমি পাশে বসে আছি। এখন আমি কি করব ম্যাডাম ?' কান্নায় শব্দগুলো জড়িয়ে গিয়ে যেন দলা পাকিয়ে গেল।

দীপাবলী দূরে দাঁড়ানো একটি নার্সকে ডাকল, 'শুনুন, ওঁর স্ত্রীকে একটু দেখুন।'

'কোণের বেডটা তো ?' নার্স দেখতে চলে গেল। তারপরেই ফিরে এল দ্রুত, ছুটে গেল খবর দিতে।

দীপাবলী বলল, 'আমি তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আপনি চিন্তা করবেন না। সবাই খবর পেয়ে যাতে আজকের লাস্ট বাস ধরে আসে তার ব্যবস্থা করছি।'

রিকশায় বসে সে দৃশ্যটা ভাবতেই শিউরে উঠল। সারাজীবন যাকে সময় দিতে পারেননি কিংবা দেবার কথা মনে হয়নি তার পাশে কি ভাবে বসেছিলেন সতীশবাবু ? অপরাধবোধ না প্রেম, কি বলা যায় একে ?

॥ ৬ ॥

এস ডি ও-র অফিসে ফিরে যাওয়ার কথা আর মনে আসেনি। সোজা বাস স্ট্যান্ডে চলে এসেছিল রিক্সা নিয়ে। জানলার ধারে জায়গাও পেয়েছিল। বাস ছাড়তে ছাড়তেই অন্ধকার উঠে এল পৃথিবীর তলা থেকে, উঠে আকাশ ছুঁতে চাইল।

এখন ওই তপ্ত অন্ধকার, বাসের খুঁড়িয়ে চলা, যাত্রীদের কথাবার্তা কিছুই যেন স্পর্শ

করছিল না দীপাবলীকে। সেই দৃশ্যটি দেখার পর থেকেই বুকের ভেতর যেন হাজারমনি পাথর, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সমস্ত শিরায় শিরায় ঝিমুনি। এও কি সম্ভব ? সতীশবাবুর মুখ বারংবার মনে পড়ছিল। মৃতা স্ত্রীর পাশে পাথরের মত বসে থাকা সতীশবাবু। কোন আন্দোলন নেই। একটি মানুষ কখন পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন, হয়তো তিনি যাওয়ার মুহূর্তেও সাক্ষী ছিলেন কিন্তু তারপরও দীর্ঘ সময় সেই মানুষটির পাশে স্থির হয়ে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। শুধুই কি দিচ্ছিলেন ? সতীশবাবু স্ত্রীর জীবদ্দশায় যা পাননি তাই কি পেতে চাইছিলেন। আর একেও কি ভালবাসা বলে ?

দীপাবলী চোখ খুলে অন্ধকার দেখল। চলন্ত বাসে অন্ধকারও কি দুলে দুলে ছোটে ? আর তখনই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল। বাঙালির সব শেষ আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ। একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের বেঁচে থাকা এবং না থাকার সময়ে সমস্ত অনুভূতি এবং স্মৃতির কথা তিনি ঈশ্বরের চেয়েও আন্তরিক হয়ে বলে গেছেন। সত্যি, কি আশায় বসেছিলেন সতীশবাবু ? সে কি শুধুই দুঃখের শ্বাস ? না, দুখের আশ ? আর ওই চোখের জল কি সুখের সন্ধান ? সবই ঠিক কিন্তু তারপরও, 'তবুও কী নাই ?' বাঙালির গীতা উপনিষদ তার নিজস্ব ভাষায় লেখা নয়। কিন্তু বাঙালির গীতবিতান আছে। একটি মানুষের যা সমস্ত জীবনের আশ্রয়। যেখানে দেবতা মানুষ আর প্রকৃতি একাকার হয়ে পরস্পরের বন্ধু হয়ে যায়। বুকের মধ্যে এত চাপ, দীপাবলী ছটফট করছিল বাড়িতে ফিরতে। কলকাতা থেকে কর্মস্থলে ঘোরার সময় সে কিছু বই সঙ্গে রাখতে পেরেছে, গীতবিতান তো অবশ্যই।

বাস থেকে নেমে সে বুঝতে পারল মনের চাপ শরীরকেও আক্রমণ করেছে। হাঁটতেই যেন কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু খবরটা দেওয়া দরকার। প্রৌঢ় মানুষটি মৃতা স্ত্রীকে আঁকড়ে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারেন না।

ব্লক অফিস তৈরী হবার সময় সরকারি জমিতে কিছু বাড়ি ঘর তৈরী হয়েছিল। পরবর্তীকালে কর্মচারীরা সেগুলোই বাড়িয়ে নিয়েছেন। যদিও বদলির চাকরি তাহলেও একবার এখানে এলে সচরাচর ওই স্তরের কর্মচারীদের আর সরানো হয় না। এদিকটায় কখনও আসেনি সে, আসা হয়নি এই পর্যন্ত।

খবর দেওয়ামাত্র শোকের ঢল নামল। সবাই ওই মুহূর্তে শহরে যেতে চান। শেষ বাসের দেরি আছে শহরে ফিরে যাওয়ার। দীপাবলী আর দাঁড়াল না। ফিরে আসার পথে অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে পড়ল সে হঠাৎ। চারপাশে কোথাও এক ফোঁটা আলো দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার যেন সমস্ত বিশ্বচরাচর গ্রাস করে নিয়েছে শুধু আকাশ ছাড়া। মুখ তুলল সে। যখন সতীশবাবু স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন তো কেউ সঙ্গে যায়নি। যেন সেটা স্বামীর কর্তব্য ছিল। এখন কেন সবাই ব্যস্ত সহযোগী হতে ? শুধু শরীরে প্রাণ নেই বলে ? প্রাণহীন শরীর কি কারো নিজস্ব আত্মীয় নয় ? চোখ মেললো সে আকাশে। আর হঠাৎই তাকে সম্পূর্ণ অবাক করে দিয়ে একটি লাইন যেন নিঃশ্বাসের মত ধাক্কা দিতে লাগল বুকের ঘরের দেওয়ালে, 'দেখো আমার হৃদয়তলে সারারাতের আসন মেলা।'

মুখ নামাল দীপাবলী। এমন একটা লাইন কেন মনে এল ?

সে দ্রুত হাঁটতে লাগল। ধীরে ধীরে তিরির জ্বালানো হ্যারিকেন চোখে এল। সে সিঁড়িতে পা রাখতেই দরজা খুলে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল তিরি, 'তুমি চলে যাওয়ার পরে দাদাবাবু আর আসেনি !'

দীপাবলী এক মুহূর্ত শক্ত হল, নিচু গলায় বলল, 'আসেনি !'

'না। সারা দিন নিশ্চয়ই না খেয়ে আছে।' তিরি যেন খুবই চিন্তিত।

দীপবলী আর পারছিল না। বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে বলল, 'আমায় এক কাপ চা করে দে তিরি।'

তিরি তবু দাঁড়িয়ে রইল। বলল, 'একটু খোঁজ করবে না ?'

'আঃ। তোকে যা বলছি তাই কর।' স্পষ্টতই বিরক্তি বোঝাল সে। তিরি চলে গেল ভেতরে। গুম হয়ে বসে রইল দীপাবলী। এই ঘরের এক কোণে শমিতের আনা জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে। কিন্তু এরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় সে যাবেই বা কোথায় ? নাকি সত্যিই ফিরে গেল কলকাতায় ? হয়তো সারাদিন রোদে ঘুরে সহ্য করতে পারেনি, পড়ে আছে কোথাও অসুস্থ হয়ে। এলোমেলো নানান চিন্তা মাথায় জট পাকালো। দীপাবলী বুঝতে পারছিল না তার কি করা উচিত। সতীশবাবুর ভাবনার পাশে শমিতের তৈরী করা সমস্যা যেন একই মাত্রায় উঠে এল। শমিত যদি চলে যায় ? একটা খেলা খেলে যাওয়ার জন্যেই কি এই আসা ? ও কিছু চায়নি, দ্বিধাও দেখায়নি কিন্তু একটু আগে মাঠের মাঝখানে মনে আসা লাইনটাকে যেন সত্যি করে দিল, 'নীরব চোখে সন্ধ্যালোকে খেয়াল নিয়ে করলে খেলা'। এবং এই কথাগুলো তো পৃথিবীর জন্মের মত সত্যি, 'দেখা হল, হয়নি চেনা—প্রশ্ন ছিল, শুধালে না।' এই অবধি মনে হতেই অদ্ভুত শান্তি পেল দীপাবলী। সে শমিতের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। মনের আকাঙ্ক্ষাকে হেলায় সরিয়ে দিয়ে শমিত যেন তাকে বাঁচিয়ে গেছে।

তিরি চা করে আনল। চুমুক দিতেই গাড়ির আওয়াজ কানে এল। অন্ধকার কাটতে কাটতে হেডলাইট দুটো ছুটে আসছে এদিকে। ক্রমশ সেটা শব্দ করে থেমে গেল। চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল সে কিন্তু উঠে দাঁড়াল না।

দরজা খোলা। বাইরে গাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভার গাড়ি থামাবার পরেও হেডলাইট অফ্ করেনি। সেই আলোয় একটি মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। দরজার সামনে এসে কপালে হাত ছুঁইয়ে নমস্কার করল লোকটা, 'মেমসাহেব !'

লোকটাকে চিনতে পারল না দীপাবলী। সে চুপচাপ বসে রইল।

লোকটা বলল, 'বাবু জিপ পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'কোন বাবু ?' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল সে।

'অর্জুনবাবু। লাস্ট বাস খারাপ হয়ে গিয়েছে। আপনাদের শহরে যাওয়ার কথা ছিল, তাই জিপ পাঠিয়ে দিয়েছেন।' লোকটি খুব বিনীত ভঙ্গীতে বলল।

এবার দীপাবলী উঠে দাঁড়াল, 'তোমার সাহেবকে কে খবরটা দিল ?'

'বাড়িতে ফেরার সময় রাস্তায় বাবুদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'তা আমার এখানে কেন গাড়ি নিয়ে এসেছেন।'

'বাবু যে আপনার কাছেই নিয়ে আসতে বললেন।'

'তোমার বাবুকে বলবে আমার গাড়ির দরকার নেই। যাও।'

লোকটা এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ফিরে যাচ্ছিল গাড়ির দিকে। এটা অর্জুন নায়েকের আর একটা চালাকি। ঘুষ দিয়ে হাতে রাখতে চাইছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর মনে হল, শহরে সতীশবাবু একা রয়েছেন। বাস যদি আজ রাত্রে না যায় তাহলে এখান থেকে কেউ সাহায্য করতে যেতে পারবে না। সে তড়িঘড়ি দরজার বাইরে নেমে এল, 'এই যে, শুনুন।'

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। দীপাবলী বলল, 'আমাদের অফিসের লোকজন কি এখনও বড় রাস্তায় অপেক্ষা করছে ? আপনি জানেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' লোকটি মাথা নাড়ল।

'তাহলে ওঁদের কাছে গাড়ি নিয়ে যান। ওঁরা যদি শহরে যেতে চান, মানে যে ক'জন আপনাদের জিপে যেতে পারেন, নিয়ে গেলে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে মেমসাহেব।' লোকটি আবার মাথা নেড়ে জিপে উঠে বসে ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল অন্ধকার কাটতে কাটতে।

দরজা বন্ধ করল দীপাবলী। সোজা শোওয়ার ঘরে এসে খাটে শরীর এলিয়ে দিল। এবং তখনই তার মনোরমার কথা মনে এল। এইভাবে বাইরের জামাকাপড়ে বিছানায় শুলে তিনি নিশ্চয়ই কুরুক্ষেত্র করতেন। একসময় ব্যাপারটা মানত সে, বাধ্য হয়েই মানত। এখন তো সব ছন্নছাড়া। কোন কিছুই আর বেশীদিন আঁকড়ে ধরা যাচ্ছে না।

এই যেমন তাকে শেষপর্যন্ত অর্জুন নায়েকের সাহায্য নিতেই হল। প্রথমে সাহায্যটাকে ঘুষ বলে মনে হলেও সেটাকে এড়ানো গেল না বলেই সাহায্য হিসেবে ভাবতে ভাল লাগছে। সতীশবাবুকে আজ রাত্রে হাসপাতালে একা ফেলে রাখা খুব অন্যায় হত। আবার এমনও হতে পারে, অর্জুন সম্পর্কে নানান কুকথা শুনে তার প্রতি বিরূপ হয়েছে সে, হয়ত লোকটা তার সঙ্গে সত্যি সত্যি ভাল ব্যবহার করতে চায়!

মনোরমা বলতেন, 'ঘরে থাকবি ঘরের মত, বাইরে বাইরের মত। এ দুটোকে কখনই এক করবি না। শোওয়ার আগে নিজে বিছানায় বসবি না, কাউকে বসতে দিবি না। রাত্রে ঠিকঠাক করে রাখা নরম বিছানায় শুয়ে যে আরাম পাবি সেই একই বিছানা ব্যবহার করার পরে ভোরবেলায় তোকে শুতে দিলে কি সেই আরাম লাগবে? তার মানে সব কিছু তোর কাছে আলাদা যত্ন চায়। যত্ন করলে সে-ও তোকে খুশী করবে, বুঝলি।'

মনোরমা এককালে রাত্রে শুয়ে শুয়ে এমন অনেক কথা বলতেন। তখন শুনতে ভাল লাগত না। অন্যমনস্ক হয়ে প্রায়ই সে ঘুমিয়ে পড়ত। এখন তার কিছু কিছু বড় সত্যি বলে মনে হয়। মনোরমা হয়তো একটা মানে ভেবে ওসব বলতেন এখন সেটা আর একটা অর্থ তৈরী করে। আজ এই মুহূর্তে মনোরমাকে খুব মনে পড়ছিল দীপাবলীর। এখন অবশ্য মনোরমা তাকে মাসে একখানা হলেও চিঠি দেন। চাকরি পাওয়ার খবরে উল্লসিত হয়েছিলেন। দীপাবলী লিখেছিল, কে বলতে পারে তাকে হয়তো জলপাইগুড়ি জেলায় কখনও বদলি করতে পারেন সরকার। সেরকম হলে মনোরমা বেশী খুশী হবেন বলে জানিয়েছিলেন। চাকরি পাওয়ার পর দীপাবলী মনোরমাকে লিখেছিল, তিনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে তার কাছে এসে থাকতে পারেন। মনোরমা জবাবে লিখেছিলেন, বউমা তাঁকে কিছুতেই ছাড়তে রাজি নন। অমরনাথের বড় ছেলে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করামাত্র কোম্পানি চা-বাগানে ডেকে নিয়ে চাকরি দিয়েছে। এখন বউমাও তাঁর সেবাযত্ন করে। এই অবস্থায়, তাদের ছেড়ে তাঁর পক্ষে অন্য কোথাও গিয়ে থাকা সম্ভব নয়। মনোরমাকে আমন্ত্রণ জানানোর সময় সে নিশ্চয়ই আন্তরিক ছিল কিন্তু পরে মনে হয়েছে তার কাছে এলে মনোরমা নিশ্চয়ই খুব স্বস্তি পেতেন না। তাঁর যাবতীয় শুচিবায়ুতা এখানে এসে প্রতি পদে আঘাত পেত।

রাত দশটায় দুজন গ্রাম্য মানুষ এসে ডাকাডাকি করতে লাগল।

বিছানায় শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল দীপাবলী নিজেই জানে না। তিরিও তাকে খেতে ডাকেনি। ঘুম ভাঙার পর মনে হল, মধ্যরাত। ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। ডাক শুনেছিল তিরিও। সে শুয়েছিল মেঝেতে, ধড়মড় করে উঠে বসল। দীপাবলী তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে ডাকছে রে?'

'দরজা খুলে দেখব ?' তিরি উঠে দাড়াল।

'না, ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা কর।'

তিরি বাইরের ঘরে গিয়ে চেঁচিয়ে পরিচয় জানতে চাইলে দেশীয় গলায় জবাব মিলল। নেখালির দুজন মানুষ এসেছে। নাম শোনামাত্র ছুটে এল তিরি দীপাবলীর কাছে, 'ওরা এসেছে, নিশ্চয়ই ঝামেলা করবে!'

'ঝামেলা করবে কেন ?'

'আমার জন্যে।'

দীপাবলীর খুব রাগ হয়ে গেল। এই মেয়েটা এখানে থেকেও মাঝেমাঝেই আতঙ্কিত হয়। গ্রামের মানুষ এসে তাকে সুখের জগৎ থেকে টেনে নিয়ে যাবে এইরকম ধারণা ওর মন থেকে সরছে না। আর লোকদুটো যদি সত্যি ঝামেলা করতে আসে তাহলে ওদের শায়েস্তা করার ক্ষমতা দীপাবলীর আছে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে সে-ও অসহায়। পুলিশের সাহায্য তো আগামীকালের আগে পাওয়া যাবে না।

সে সোজা বাইরের ঘরে গিয়ে দরজা খুলে হ্যারিকেন উঁচিয়ে ধরতেই দুটো লোক কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল। দীপাবলী উঁচু গলায় প্রশ্ন করল, 'কি চাই ?'

একজন বলল, 'একজন বাবু আমাদের গ্রামে মাঠের ওপর শুয়ে আছে। বাবু বলছে আপনার সঙ্গে জানাশোনা আছে।'

'মাঠের ওপর শুয়ে আছে ?' চমকে উঠল দীপাবলী।

'হ্যাঁ। দিনভর হাঁড়িয়া খেয়েছে, খাইয়েছে সবাইকে। এখন আর উঠতে পারছে না। আপনার নাম শুনে খবর দিতে এলাম।'

'এখনও মাঠেই শুয়ে আছে ?'

'হ্যাঁ। নেশা মাথায় উঠে গিয়েছে, হাঁটতে পারছে না।'

ঠোঁট কামড়াল দীপাবলী। তারপর শেষ সংশয় থেকেই প্রশ্ন করল, 'কিরকম দেখতে ?'

'লম্বা, পাজামা পাঞ্জাবি পরেছে।'

নিঃশ্বাস ফেলল দীপাবলী। তারপর বলল, 'এতদূরে তো এই রাত্রে ওকে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তোমরা যদি ওকে কোন ঘরে রাতটা থাকতে দাও তাহলে ভাল হয় ?'

এবার দ্বিতীয় লোকটি বলল, 'এখন গ্রামের কেউ ঘরে থাকতে দেবে না।'

'কেন ?'

'মাতাল হয়ে বাবু একজনের সঙ্গে মারপিট করেছে।'

'মারপিট ? সে কি ?'

'হুঁ। যাদের সঙ্গে হাঁড়িয়া খাচ্ছিল তাদের একজন খারাপ কথা বলে, বাবুও তাই খারাপ কথা বলে, তারপর মারপিট আরম্ভ হয়ে যায়।'

'ও। আমার কাছে লোকজন এখন নেই। আমি কি করতে পারি বল ? তোমরা কি ওকে এখানে নিয়ে আসতে পারবে ?'

লোকদুটো নিজেদের মধ্যে কিছু কথা বলল। তারপর জানালে যে চেষ্টা করবে। নেখালির মানুষদের দীপাবলী যে সাহায্য করছে তার জন্যেই চেষ্টা করবে। বলে ওরা চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে সোজা বাথরুমে চলে গেল দীপাবলী। সারাদিনের ঘাম, ক্লান্তি আধাঘুম ভেঙে যাওয়ার জড়তার সঙ্গে আর একটা গা ঘিনঘিন করা অনুভূতি জুড়ে গেল। শমিত এত নিচে নেমে গেছে সে ভাবতেই পারছিল না। যে শমিত এককালে সুস্থ শিল্পের কথা

বলত, মানুষের প্রতিভার নামে যা-ইচ্ছে তাই করবে স্বাধীনতায় বিশ্বাস করত না, সে সারাদিন ওই গরিব মানুষদের গ্রামে মদ খেয়ে এবং খাইয়ে পড়ে রইল একটা সাধারণ মাতালের মত মারপিট করল ? মগের জল শরীরে ঢালতে ঢালতেও কাঁটা হয়ে রইল দীপাবলী।

স্নান সেরে সে তিরিকে বলল খাবার দিতে। বেশীক্ষণ না খেয়ে থাকলে এবং সেইসঙ্গে উত্তেজনা মিশলে পেটে চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। সে খেতে চাইছে দেখে তিরি যেন অবাক। কিন্তু মুখে কিছু না বলে খাবার দিল। কোন কোন সময় খাওয়াটা যে কতখানি বিরক্তিকর হয় তা এখন টের পেল দীপাবলী। খেয়ে দেয়ে বলল, 'ওরা যদি শমিতকে নিয়ে আসে তাহলে বাইরের ঘরটা খুলে দিবি। ওখানেই শুইয়ে ওরা চলে গেলে দরজা বন্ধ করে তুই শুয়ে পড়বি। শোওয়ার সময় এই দরজাটাও বন্ধ করে রাখবি। যা, খেয়ে নে। আর শোন, ওরা এলে আমাকে ডাকাডাকি করার কোন দরকার নেই। আমার শরীর ভাল না।'

মশারি খাটিয়ে দিল তিরি। শুয়ে পড়ল দীপাবলী। বিছানায় গা এলিয়েই বুঝতে পারল আজ সহজে ঘুম আসবে না। একবার ভেঙে যাওয়া ঘুম এখন উধাও হয়ে গিয়েছে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল ঘুম আনতে দুই চোখে। কিন্তু বন্ধ চোখের পাতায় শমিতের মুখ। বারংবার। সে নিঃসাড়ে পড়ে রইল।

নিঝুম হয়ে যাওয়া চরাচরে একসময় কিছু লোকের কথাবার্তা শোনা গেল। শেষপর্যন্ত দরজায় ধাক্কা, মানুষজনের গলার আওয়াজ। দীপাবলী বিছানায় স্থির হয়ে রইল। তিরির গলা শোনা গেল, 'কে ?'

বাইরে থেকে জবাব ভেসে এল, 'বাবুকে নিয়ে এসেছি।'

দীপাবলী শুনল, তিরি দরজা খুলছে। লোকগুলো শমিতকে নিয়ে সম্ভবত ভেতরে ঢুকল। শুইয়ে দেওয়ার শব্দ হল। হঠাৎ একটা লোক বলে উঠল, 'মেমসাহেব কোথায় ?'

'শরীর খারাপ, শুয়ে পড়েছে।' তিরি অন্যরকম গলায় কথা বলল।

'তোর জন্যে, তোর জন্যে বাবু মারপিট করল। হুঃ।'

তারপরেই লোকগুলোর চলে যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। গলার স্বর অন্ধকারে একসময় মিলিয়ে গেল। তিরি দরজা বন্ধ করল আরও কিছুক্ষণ বাদে। দীপাবলী বুঝতে পারছিল না এতক্ষণ দরজা খুলে তিরি কি করছিল! আরও খানিকটা সময় পার করে তিরি এঘরে এল। এবার ও বিছানা করে শুতে যাচ্ছে। দীপাবলী গম্ভীর গলায় বলল, 'মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলেছিলাম তোকে!'

'বাবুর শরীরে জ্বর এসেছে।' কাতর গলায় বলল তিরি।

'তোকে যা বলছি তাই কর।'

তিরি উঠল। দরজাটা ভাল করে বন্ধ করতে একটু শব্দ হল। দীপাবলীর মনে হল শব্দটা যেন তিরি ইচ্ছে করেই করল। শমিত আসার পর থেকে যেন তিরি তার সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করছে। একটা প্রতিবাদী ভঙ্গী সবসময় ওর আচরণে চোখে পড়ছে। দীপাবলীর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সারাদিন মাঠেঘাটে পড়ে মদ গিললে জ্বর আসতেই পারে, কিন্তু তাকে জ্বালাতন করা কেন ?

তবু শেষরাতে তন্দ্রা এসেছিল কিন্তু রাত ফুরোবার আগেই সেটা গেল সরে। উঠে বসল দীপাবলী। ঘড়িটা চোখের সামনে টেনে এনে সময় দেখল। অন্যদিন আরও আধঘণ্টা সে স্বচ্ছন্দে ঘুমায়। আজ ঘুম এল কখন ? চট করে পাশের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল সে। ঘরের এক কোনায় নিবন্ত হ্যারিকেন থেকে ফ্যাকাশে হলুদ আলো বের হচ্ছে। মাটিতে

অঘোরে ঘুমাচ্ছে তিরি। দীপাবলী বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে গেল।

দাঁত মাজতে মাজতে, প্রায়ান্ধকার বাথরুমে দাঁড়িয়ে অন্য চিন্তা মাথায় এল তার। শমিতের ঘটনাটা নেখালির মানুষেরা নিশ্চয়ই গল্প করবে। এধরনের ব্যাপার রোজ ঘটে না। আর যেখানে সে জড়িত তখন গল্পের গতি বাড়বে। সে এর আগে দেখেছে, এক অল্পবয়সী মেয়ে চাকরি করতে এসেছে, তা যে পোস্টেই হোক. আশেপাশের মানুষ তার মধ্যে গল্প খোঁজে। শমিত অন্তত এই ক্ষতিটুকু করতে পারল। অবশ্য নিজে যতক্ষণ অন্যায় না করছে ততক্ষণ সে কাউকে পরোয়া করে না, তবু এসব কার ভাল লাগে?

অভ্যেসমত স্নান সেরে সে যখন ঘরে ফিরে এল তখনও তিরির ঘুম থেকে ওঠার সময় হয়নি। বাইরের ঘর দিয়ে বেরুবার প্রবৃত্তি হল না। সে ভেতরের উঠোন পেরিয়ে খিড়কির দরজা খুলে মাঠে এসে দাঁড়াল। অন্ধকার আকাশ থেকে নেমে আসছে পৃথিবীর ওপর। আর একটু বাদেই তারা ঢুকে যাবে মাটির ভেতরে। এ বড় সুসময়। অন্যদিন এই মুহূর্তে মন মাজা কাঁসার থালার মত ঝকঝকে হয়ে যায়।

দীপাবলী অন্যমনস্ক হাঁটতে লাগল। সতীশবাবুর বাড়ির দিকে যাওয়ার কথা ভাবল একবার। নিশ্চয়ই যারা গিয়েছিল কাল শহরে তারা এতক্ষণে শ্মশানেই আটকে আছে। সে পুবমুখো দাঁড়াল। সূর্য দেখা যাচ্ছে না, তিনি এখনও দিগন্তের নীচে। কিন্তু তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে তার উঠে আসার। হঠাৎ দূরে, ঝাপসা হয়ে থকা একটি মানুষের মূর্তি চোখে পড়ল। লোকটি গুনগুন করে গান গাইছে। বিস্মিত দীপাবলী কয়েক পা এগোল। তখনই কানে এল, 'আকাশ পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে?'

গলার স্বর কাঁপছে, সুর সব জায়গায় চেনা নয়। শরীর দুলছে। শমিত। ও কি করে তার আগে এখানে এল? দীপাবলী অনুমান করল শমিত তার অনেক আগেই বেরিয়েছে। গতরাত্রে সম্পূর্ণ মাতাল একটা লোককে শুইয়ে দেওয়ার পর এই ভোর না হওয়া সময়ে সে কোন পুলকে বাইরে বেরিয়ে গান ধরে?

দীপাবলী লক্ষ করল, গান থামল, ধীরে ধীরে উবু হয়ে বসল মাঠের ওপর। এই বসার ভঙ্গী চোখে খারাপ ঠেকল। স্বাভাবিক মানুষ এইভঙ্গীতে সচরাচর বসে না। মাথা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। নিতান্ত অনিচ্ছায় দীপাবলী এগিয়ে গেল। একজন কেউ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এই বোধও যেন শমিতের নেই। একটু বাদেই বাবুরা কাজে আসবেন। তারা যদি শমিতকে এই ভাবে বসে থাকতে দ্যাখেন তাহলে গতরাত্রের গল্প আরও জোরদার হবে। কালকের মদের প্রতিক্রিয়া কি এখনও চলছে ওর শরীরে?

দীপাবলী ডাকল, 'শমিত!'

শমিত অনেক কষ্টে মুখ তুলল যেন। তার মুখচোখ দেখে আঁতকে উঠল সে। হাত বাড়িয়ে কপাল স্পর্শ করতেই আগুনের ছোঁয়া পেল। আতঙ্কিত দীপাবলী বলল, 'ওঠো, বাড়িতে গিয়ে শোবে চল। এরকম অসুস্থ হয়ে কেন বাইরে এসেছ?'

শমিত হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।

ওকে একা তোলা দীপাবলীর পক্ষে অসম্ভব। সে দ্রুত ফিরে গেল। তিরিকে ডেকে এনে দুজনে মিলে কোনরকমে শমিতকে নিয়ে এল বাইরের ঘরে। সেখানে ঢুকেই শরীর গুলিয়ে উঠল। সমস্ত ঘরে বমি করে রেখেছে শমিত। দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। এরকম একটা নরকে কোন মানুষকে শোওয়ানো যায় না। দীপাবলী তিরিকে ভেতরের দরজাটা খুলতে বলল। সেটা যেহেতু বন্ধ ছিল ওপাশ থেকে তাই তিরিকে খিড়কির দরজা ঘুরে যেতে হল। শমিতকে দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে দীপাবলী। টলছে শমিত। আর টলতে

টলতে বলছে, 'আই অ্যাম সবি দীপা, লেট মি গো।' কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

ভেতরের ঘরে দ্বিতীয় বিছানা নেই। মাটিতেও শোওয়ানো যায় না। অতএব নিজের বিছানাতেই শুইয়ে দিতে বাধ্য হল দীপাবলী। দেখা গেল ওর পাঞ্জাবির হাতাতেও কিঞ্চিৎ বমি শুকনো হয়ে লেগে আছে। নতুন পাঞ্জাবি শমিতের ঝোলা থেকে এনে সেটা পরিয়ে দিতে প্রচণ্ড কসরৎ করতে হল।

তিরি বলল, 'কি হবে দিদি। শরীর যে পুড়ছে।'

'মাথা ধুইয়ে দেওয়া দরকার। তুই এক বালতি জল নিয়ে আয়।'

শমিতের মাথা বিছানার একপাশে নিয়ে এসে ধীরে ধীরে মাথা ধুইয়ে দিল দীপাবলী। শরীরের ছোঁয়া পাওয়া মাত্র জল গরম হয়ে যাচ্ছে। জলের স্পর্শ পেয়ে চোখ খুলল শমিত। লাল টকটকে চোখ মেলে কি দেখল সে-ই জানে।

তিরি ততক্ষণে চলে গিয়েছে বাইরের ঘরটাকে পরিষ্কার করছে। জল এবং ঝাঁটার শব্দ হচ্ছে সেখানে। একবার দরজায় এসে বলল, 'কাল সারাদিন কিছু খায়নি দিদি, যেখানে বমি পড়েছে সেখানেই কালো দাগ হয়ে গিয়েছে।'

দীপাবলী চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকা শমিতের দিকে তাকাল। সেই শমিত এমন কাণ্ড কেন করল ? আর এই শমিত সারাজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত সমস্ত জ্ঞান, অহঙ্কার, আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে কি অসহায় হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু এভাবে কাউকে ফেলে রাখা যায় না। একজন ডাক্তারকে ডেকে আনা দরকার। তিরি ফিরে এলে তাকে শমিতের ওপর নজর রাখতে বলে সে তৈরী হয়ে অফিস ঘরে চলে গেল।

হরিপদবাবু নেই। বাবুদের মধ্যে মাত্র একজনই এসেছেন। তিনি এত সামান্য কাজ করেন যে দীপাবলীর প্রয়োজন পড়ে না কথা বলার। তাঁকেই ডাকতে হল। লোকটির যথেষ্ট বয়স হয়েছে। প্রথমদিন দেখেই মনে হয়েছিল বয়স ভাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছে। দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'সতীশবাবুর কোন খবর পেয়েছেন ?'

'না।' দ্রুত মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, 'দুপুরে আগে কি করে ফিরে আসবে। সকালের আগে তো বডি শ্মশানে নিয়ে যেতে পারবে না।'

এত স্বাভাবিক গলায় কথাগুলো বললেন ভদ্রলোক যে দীপা অবাক হয়ে তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'সবাই গেল আপনি গেলেন না কেন ?'

'আমি আর কি করতাম ওখানে। জিপে জায়গা বেশী হত না। তাছাড়া আমি সি এল নষ্ট করতে চাই না এখন।'

'সি এল ?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম। ক্যাজুয়াল লিভ। আপনি তো ওদের ছুটি কাটবেন। আমি বছরের শেষে ওই সি এলগুলো নিয়ে দেশের বাড়িতে যাই। আমি তো আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই না তাই আপনি জানেন না।'

'হুঁ! আচ্ছা বলুন তো, এখানে ভাল ডাক্তার কী কেউ আছেন ?'

'ডাক্তার ? না। কেউ নেই। থাকলে সতীশবাবুর বউ মারা যায় ?'

'কেউ নেই ?'

'আছে। তিন ক্রোশ দূরে মতি হালদার। ব্যাটা চামার।'

'আপনি একটা কাজ করুন। এখন অফিসে কাজ করতে হবে না। ওরা যখন নেই তখন কি কাজই বা আপনি করবেন। আপনি দয়া করে ওই মতি হালদারকে আমার নাম করে ডেকে আনুন।'

'ডেকে আনব ? কিন্তু সতীশবাবুর স্ত্রী তো মারা গিয়েছেন ?'

'আপনাকে যা বললাম তাই করুন।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি। কিন্তু কে অসুস্থ জিজ্ঞাসা করলে কি বলব ?'

'আমার বাড়িতে একজন আত্মীয় এসেছেন তিনি অসুস্থ। এই নিন দুটো টাকা, আপনাদের বাস ভাড়া।'

টাকাটা নিয়ে ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। দীপাবলী একটু স্বস্তি পেল। এই লোকটির সঙ্গে সে আগে কথা না বলে ভালই করেছে। মতি হালদার যত চামারই হোন ডাক্তার তো বটে। এইসময় তিরি চা নিয়ে এল।

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, তোদের এখানে কারো অসুখ হলে কি করিস ?'

'শুয়ে থাকি।'

'শুয়ে থাকলে অসুখ সেরে যায় ?'

'সেরে যায়, কেউ কেউ মরে যায়।'

'চিকিৎসা হয় না ?'

মাথা নেড়ে না বলল তিরি।

দীপাবলী বলল, 'মতি হালদার নামে একজন ডাক্তার আছেন, তাঁকে ডাকতে পাঠালাম।'

'তুমি পাগলাবাবাকে খবর দেবে ?'

'পাগলা বাবা ?'

'ওই শিবমন্দিরে থাকে। শেকড় পাতা দিয়ে অসুখ সারায়।'

চায়ে চুমুক দিল দীপাবলী। কথা ঘোরাবার জন্য বলল, 'বাবু কি একই রকম ভাবে শুয়ে আছে ?'

'হুঁ। শরীরের রক্ত যতক্ষণ ফুটবে ততক্ষণ হুঁস থাকবে না।'

দশটা নাগাদ মতি হালদারকে নিয়ে ভদ্রলোক ফিরে এলেন। মতি হালদার মধ্যবয়সী। পোশাক এবং চেহারায় দুর্দশার ছাপ স্পষ্ট। হাতের ব্যাগটি জরাজীর্ণ। তিনি এসেই ঝুঁকে নমস্কার করলেন দীপাবলীকে, 'অনেক আগেই এসে আলাপ করা উচিত ছিল কিন্তু গুরুর নিষেধ থাকায় পারিনি। মার্জনা করবেন।'

'গুরুর নিষেধ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। গুরু বলেছিলেন বিনা কলে কারও বাড়িতে যাবে না। সেই থেকে আমি যাই না। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতেও না। কার অসুধ ? কি অসুখ ?'

'আপনি ভেতরে আসুন।' দীপাবলীর বলার ধরন দেখে বৃদ্ধ কর্মচারি আফিস ঘরে ফিরে গেলেন। মতি হালদারকে নিয়ে সে শোওয়ার ঘরে চলে এল। খাটের ওপর পা তুলে বসে মতি হালদার মিনিট তিনেক শমিতকে পরীক্ষা করলেন। তারপর বাক্স খুলে দুটো বড়ি বের করে বললেন, 'একটা এখন খাইয়ে দিন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মাথা ধোয়াবেন। জ্বর না কমলে চার ঘণ্টা বাদে দ্বিতীয় বড়ি। তাতেও না কমলে হাসপাতালে। চিকিৎসার কিছু থাকবে না।'

'কি হয়েছে ?'

'সমস্ত শরীর, ভেতরে বাইরে উত্তপ্ত। কেস খুব সিরিয়াস।'

'আপনি কী এখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলছেন ?'

'দুটো বড়ি ফেল করলে।'

'আপনার ফি কত ?'

'পাঁচ টাকা, বড়ির দাম আট আনা।'

টাকা এবং খুচরো পকেটে পুরে দরজা পর্যন্ত গিয়ে মতি হালদার ঘুরে দাঁড়ালেন, 'ইনি কে?'

'আমার আত্মীয়।'

'মুখে এখনও মদের গন্ধ। লিভার থেকেও হতে পারে। চলি।'

মতি হালদার চলে যাওয়ার পর দীপাবলী ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। তার এতক্ষণ মনে হচ্ছিল শমিত তাকে ইচ্ছে করে বিপদে ফেলার জন্যে এখানে এসেছে। এখন মনে হল, শমিত কি আত্মহত্যা করতে এসেছিল, একটা জলজ্যান্ত মানুষ তার কাছে এসে যদি দুম করে মারা যায়! সে কেঁপে উঠল। মুখ ফিরিয়ে দেখল তিরি পরম যত্নে শমিতের মুখ তুলে বড়ি খাওয়াচ্ছে। সে চুপচাপ শমিতের মুখে গ্লাসের জলের ধারা পড়তে দেখল।

॥ ৭ ॥

দুপুর নাগাদ দীপাবলী বুঝতে পারল অবস্থা খুব গোলমেলে।

সকালের ডাক্তারের ওষুধে কোন কাজ দিচ্ছে না, দ্বিতীয় ট্যাবলেট খাইয়ে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। এখন চেষ্টা চরিত্র করলে শমিতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হতে পারে। শেকড় বাকড়, তিরি যেসব কথা বলছে, মাথায় ঢোকাতেই চাইল না সে। এর মধ্যে অন্তত চারবার শমিতের মাথা ধোওয়নো হয়েছে। দশটার পর অফিস্ বন্ধ করে ভেতরে এসে দীপাবলী দেখেছিল শমিতের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে তিরি ভেজা গামছা ওর বুকে গলায় বুলিয়ে তাপ কমাবার চেষ্টা করছে।

দৃশ্যটি একদম পছন্দ হয়নি দীপাবলীর। একথা ঠিক, শমিতের চোখ বন্ধ, চেতনা স্পষ্ট নয়, তার শরীরের পাশে কে বসে কি করছে তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু কাউকে সেবা করতে হলে শরীরের অত কাছে যেতে হবে কেন? এমন কি তাকে দেখেও সরে বসার চেষ্টা করল না তিরি। কাতর গলায় বলল, 'কি হবে দিদি! শবীর তো একটুও ঠাণ্ডা হচ্ছে না। কাল সারাদিন বোধহয় সূর্য শরীরে ঢুকেছে।'

'আমি দেখছি, তুই রান্নাঘরে যা।' একটু কড়া গলায় বলল দীপাবলী।

'তুমি বুক আর পেট ভাল করে মুছিয়ে দিতে পারবে?' তিরি যেন উঠতে চাইছে না।'

'আঃ, কি করতে হবে আমি বুঝব। দুপুরে খেতে হবে না?' দীপাবলীর গলা অতটা না উঠলে বোধ হয় তিরি ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে আসত না। এমনিতে তিরি তার বিছানায় কখনই উঠে বসেনি এর আগে। যতই হোক কিছু দূরত্ব রাখতেই হয়, রাখা উচিত মনে করে দীপাবলী। শমিতকে এই বিছানায় নিয়ে আসার পর তিরিকে বেশ কয়েকবার বিছানায় উঠতে হয়েছিল, তখন চোখ সেটা ঠাওর করে দ্যাখেনি, এখন দেখল।

শমিতের পাশে বসে ভেজা গামছা তুলে নিতেই সে বুঝতে পারল সেটাও গরম হয়ে গিয়েছে। খাটের নিচে বালতিতে রাখা জলে সেটা ডুবিয়ে নেওয়া হয়েছে এতক্ষণ। তাই অনুসরণ করল সে। গামছাটা শমিতের বুকে গলায় বুলিয়ে দিতে দিতে উত্তাপ টের পেল। একটা কিছু ব্যবস্থা করা এখনই দরকার। এখানে হাঁটতলা বলে একটা জায়গা আছে। বাস রাস্তার ধারে। মাঝে মাঝে কিছু ভাড়ার গাড়ি যাতায়াতের পথে সেখানে দাঁড়ায়। তার একটাকে ডেকে আনলে হয়। কিন্তু অত দূরে তিরিকে পাঠানো চলবে না। দীপাবলী শমিতের মুখের দিকে তাকাল। মাঝে মাঝে এক একটা নার্ভ দপদপ করছে। সে ডাকল, 'শমিত, এই শমিত, শুনতে পাচ্ছ?'

যেন শব্দের প্রতিক্রিয়াতেই শমিতের চোখ ঈষৎ খুলেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। তার ফাঁকে বোঝা গেল সে দুটো টকটকে লাল। এই মুহূর্তে নিজের শরীরের ওপর তার কোন বশ নেই। অসুস্থতার এই পর্যায় এবং মৃত্যুর পর মানুষ সমস্ত সংস্কারমুক্ত হয়ে যায় শরীর সম্পর্কে। শমিত যদি সুস্থ থাকত অথবা তার চেতনা যদি লুপ্ত না হত তাহলে সে কিছুতেই এইভাবে বুকে গলায় হাত বুলিয়ে দিতে পারত না। হঠাৎ নিজের ভাবনার জন্যে লজ্জাবোধ করল সে। একজন রুগী আর সুস্থ শমিতের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষের আচরণ নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলাই নিচু মনের প্রকাশ। তিরিকে শমিতের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে দেখে অত্যন্ত নিচুভাব লক্ষণ। কারণ শমিত নয়, তিরি একজন অসুস্থকে সেবা করছিল। বিছানা থেকে নেমে তিরিকে ডাকল দীপাবলী। ভেতরের দরজায় সে এসে দাঁড়ানো মাত্র বলল, 'তুই এই ঘরে থাক, আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'হাটতলায় যাচ্ছি গাড়ি ডেকে আনতে।'

'কেন?'

'ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

'না।' দ্রুত মাথা নাড়ল তিরি।

'না মানে?' দীপাবলীর মনে হল না শব্দটির উচ্চারণ এবং ঘাড় নাড়ার মধ্যে তিরি যেন বিদ্রোহ করতে চাইছে।

'হাসপাতালে গেলে বাবু বাঁচবে না।' তিরি কেঁদে ফেলল।

দীপাবলী ধমকে উঠল, 'কি হচ্ছে কি?'

'ওই তো, বড়বাবু বউকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল, বাঁচাতে পারল? তুমি বাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যেও না।' কাতর গলায় বলল মেয়েটা।

'তুই বাইরে দরজাটা বন্ধ করে দে।' টেবিলের ওপর রাখা ছাতাটা তুলে হনহন করে বেরিয়ে এল দীপাবলী। ছাতা খুলতেই বুঝল লক্ষ নাগিনীর নিঃশ্বাস বোধহয় এর চেয়ে ঠাণ্ডা। আজ লু বইছে। ছাতা আড়াল করলেও বাঁচা মুশকিল। যতটা সম্ভব জোরে সে হাঁটতে লাগল।

হাটতলায় একটা লরি দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভার নিশ্চয়ই আশেপাশে ঝাঁপ নামিয়ে রাখা কোন দোকানে বসে আছে। দীপাবলী আর পারছিল না। সমস্ত শরীর জ্বলছে। এইসময় বাস চলাচল অনিয়মিত। ফলে লোকজনও দেখা যাচ্ছে না। লরির ওপর একটা কিছু টাঙিয়ে ছাউনি করে তার তলায় শমিতকে শুইয়ে নিয়ে যেতে হবে। সে সামনের চায়ের দোকান, যার ঝাঁপ নামানো, এগিয়ে যেতেই পেছনে গাড়ির শব্দ শুনতে পেল। একটা জিপ ছুটে আসছে। দূর থেকে কড়া রোদে যেন তাকে ঘিরে ঠিকরে ওঠা আলো কাঁপছে বিদ্যুতের মত। জিপ যদি খালি আসে তাহলে পদাধিকার বলে সে একটা অনুরোধ করতে পারে। ভাবনাটা অফিস বন্ধ হবার আগে মাথায় এলে ওদের দিয়েই গাড়ি ডাকানো যেত।

বেশ শব্দ তুলে ব্রেক কষল জিপটা দীপাবলী হাত তুলতেই। আর ঝপ করে যে লোকটা ড্রাইভিং সিট থেকে নামল তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, আরব বেদুইনদের মত মাথা মুখ ঢাকা দীপাবলী হকচকিয়ে গেল।

'কি ব্যাপার ম্যাডাম? আপনি এইসময় এখানে দাঁড়িয়ে?' কথাগুলো যে অর্জুন বলছে তা বুঝতে দীপাবলীর যেটুকু সময় লাগল তাতেই দ্বিতীয়বার প্রশ্ন শুনল, 'আপনি আমাকে বোধহয় চিনতে পারছেন না, না?'

ছাতার আড়ালে দীপাবলীর মুখ রোদের তাপ এবং আকস্মিকতার ঘোরেই আরও লাল হয়ে উঠেছিল। সে কোনরকমে বলতে পারল, 'বুঝতে পারিনি।'

'খুব স্বাভাবিক। এখানকার লোক অবশ্য জিপ দেখলেই বুঝতে পারে। এই গরমে মুখের চামড়া নরম রাখতে ঢেকেঢুকে রাখতে হয় ম্যাডাম। শক্ত চামড়া তো কেউ পছন্দ করে না।' অদ্ভুত শব্দ করে হাসল অর্জুন।

ঠোঁট কামড়ালো দীপাবলী। খুবই অশ্লীল ঠেকল কথাগুলো। কিন্তু তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অর্জুন আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু আপনি এখানে ?'

গম্ভীর হতে চেয়েও পারল না দীপাবলী। বলল, 'আমার একটা গাড়ির দরকার ছিল। এই লরির ড্রাইভারটাকে খুঁজছিলাম।'

'ও তাই বলুন।' অর্জুন মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল। তারপর গলা তুলে চোস্ত হিন্দীতে কাউকে ধমকাল। বন্ধ দোকানগুলোয় সেই আওয়াজ পৌঁছাতেই একটি ঝাঁপ নড়ে উঠল। তারপর রোগা মতন একটি মানুষ মাথা মুখ গামছায় মুড়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় বেরিয়ে এল বাইরে। অর্জুন তাকে একগাদা কথা শোনাল। ম্যাডাম বাইরে দাঁড়িয়ে রোদে পুড়ছেন আর তুমি ছায়ায় সুখ করছ ? ম্যাডামকে তুমি চেন ? এই এলাকায় ওঁর কথাই শেষ কথা। কোন গড়বড় করবে না, উনি যা বলবেন তাই শুনবে।

বাধ্য হয়ে দীপাবলী বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' তারপর ড্রাইভারটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনাকে একটু লরি নিয়ে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'এখন, এই রোদে ?' ড্রাইভার সরু গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, উপায় নেই।'

'কোথায় যাবেন ?'

'শহরে।' জবাবটা দিয়েই দীপাবলী অর্জুনের দিকে ফিরে বলল, 'আচ্ছা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার !'

'নমস্কার, নমস্কার। কিন্তু শহরে যাচ্ছেন লরিতে চেপে ? অবশ্য এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার কথা বলা সাজে না। ও হ্যাঁ, কাল সতীশবাবুর জন্যে জিপ পাঠিয়েছিলাম, ওঁরা এখনও ফিরে আসেনি, না ?'

'না।'

'ভেরি স্যাড ব্যাপার। এই বয়সে ভদ্রলোকের বউ মারা গেল।'

'অর্জুনবাবু, এই রোদে দাঁড়িয়ে আর কথা বলা যাচ্ছে না।'

'ওহো, তাই তো চলি।' অর্জুন নিজের জিপে গিয়ে বসল। শব্দ করে জিপটা বেরিয়ে গেল শহরের দিকে। দীপাবলী এবার অবাক হল। সে ভেবেছিল শহরে যাওয়ার কথা এবং সে লরি খুঁজছে জানামাত্র অর্জুন তাকে নিজের জিপ অফার করবে। কিন্তু সে ওসব দিকে গেলই না ! অথচ এই লোক তাকে হাতে রাখতে ওই তোষামোদটুকু করবে এটাই স্বাভাবিক। লরির ড্রাইভারের পাশে বসে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে দীপাবলী আঁচল টেনে মাথায় ঘোমটা দিল গরম হলকার থেকে বাঁচার জন্যে। আঁচলে মুখ মুড়ে তার হঠাৎ মনে হল অর্জুন যেন তাকে আজ অবহেলা করল। আবার এটাও তো ঠিক লরি পাওয়া না গেলে সে কি করত তা জানা নেই, পেলে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করত অর্জুন তার জিপ দিতে চাইলে। এই গরমে জিপ না লরি, কোনটিতে শহরে যাওয়া বেশী আরামপ্রদ তাই সে বুঝতে পারল না।

বাড়িতে পৌঁছে দীপাবলী লরিওয়ালাকে শহরে যাওয়ার কারণটা বলল। শুনে লোকটা

যেন আঁতকে উঠল, 'না মেমসাহেব, ওরকম করবেন না। ওইভাবে লরির ওপর শুইয়ে রুগী নিয়ে গেলে শহর পর্যন্ত আর বাঁচবে না।'

দীপাবলী বিরক্ত হল, 'আশ্চর্য, মাথার ওপর একটা ছাউনি দিতে বলছি না?'

'ছাউনি? তিন পাশ কি করবেন? তিন পাশ দিয়ে গরমহাওয়ার ঝাপট আসবে যখন তখন কি করবেন? আপনি বাবুর জিপ নিলেন না কেন?'

দীপাবলী একটু অসহায় বোধ করছিল। ড্রাইভার একটু শুঁইগাঁই করে বলল, 'আপনি যদি ওকে সামনের সিটে বসিয়ে নিতে যেতে পারেন তাহলে হতে পারে।'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'না, বসিয়ে নেওয়া অসম্ভব।'

তখন ড্রাইভার বলল, 'তাহলে আমাকে আধ ঘণ্টা সময় দিন। পেছনটা ভাল করে ঢেকেঢুকে নিয়ে আসি। তবে যদি কোন ট্যাক্সি পেয়ে যাই পাঠিয়ে দেব।'

রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। লোকটি লরি নিয়ে ফিরে গেল দীপাবলী দরজা বন্ধ করে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে তিরিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছে রে?'

'একই রকম। মাকে খুঁজছিল!' তিরি দরজায় দাঁড়িয়ে জবাব দিল।

ভুল শুনল দীপাবলী, 'আমাকে?'

'তোমাকে কে বলল? ওর মাকে!'

ঢোক গিলল দীপাবলী, 'খুঁজছিল মানে? জ্ঞান ফিরেছে?'

'না। শুধু কয়েকবার মা মা বলেছে। তুমি কিছু খাবে?'

'না।' দীপাবলী চোখ বন্ধ করল। এর মধ্যে যে রোদ এবং হলকা লেগেছে তাতেই শরীর কাহিল লাগছিল। মনে হচ্ছিল সব রক্ত যেন শুষে নিয়েছে। ঝিমুনি আসছিল। জন্মলগ্নে ঈশ্বর যার কপালে— ! এই অবস্থাতেই হেসে ফেলল সে। চিরদিন, জ্ঞান হবার পর থেকে ভেবে এসেছে নিজের কাজ দিয়ে ভাগ্যকে জয় করবেই। অথচ দুর্ভাগ্য তাকে কোন না কোনভাবে একের পর এক জড়াবেই। আর কতদিন এই লড়াই চালাতে হবে জানা নেই। হয়তো আমৃত্যু। নইলে শমিতের এখানে আসার কথা ছিল না। যাব সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠার মুহূর্তেই সম্পর্কের ছেদ ঘটিয়ে চলে এসেছে, সে কেন খামোকা তার কাজের জায়গায় এসে ইচ্ছে করে অসুখ বাধিয়ে বসবে? জেনেশুনে তাকে বিপাকে ফেলা। এ ব্যাপারে সে অঞ্জলির কাছে কৃতজ্ঞ। কয়েক বছর আগে মনোরমার পা ভেঙে যাওয়ার খবর দিয়ে টাকা চাওয়া ছাড়া আর কোনভাবেই তাকে বিরক্ত করেনি মহিলা। যাকে জন্মানোর পর থেকেই মা বলে জেনেছে, তার পড়াশুনার পেছনে যে মহিলার অবদান সবচেয়ে বেশী, তিনি পরবর্তীকালে যতই দুর্ব্যবহার করুন না কেন হাত বাড়িয়ে কিছু চাইলে তার পক্ষে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হত না। কিন্তু মহিলা চাননি। নীরবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছেন। চাকরি পাওয়ার পর নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখে দীপাবলী প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠায়। প্রতুলবাবুর কাছ থেকে হাত পেতে অমরনাথ যে টাকা তার পড়াশুনার জন্যে নিয়েছিলেন, এবং সেই টাকার যে অংশ অমরনাথের অনুরোধে তাকে নিতে হয়েছিল তা এখন ধীরে ধীরে শোধ করে সে মুক্ত হতে চায়। টাকাটা অঞ্জলির কাছে পৌঁছানো মানে অমরনাথের কাছে পৌঁছানো। প্রতি মাসে মনি অর্ডারের কুপনে কার সই থাকে সে কখনও যাচাই করতে যায়নি। অঞ্জলির নামের মনি অর্ডার নিশ্চয়ই অন্য কেউ নেবে না। কিন্তু কুপনে পুরো সই থাকে না। তবু মনের দিক থেকে প্রতি মাসে পরিষ্কার হয়ে যায় সে।

হঠাৎ অমরনাথের মুখ মনে পড়ল। একটা রক্তমাংসের মানুষ এই পৃথিবীতে সমস্তরকম সুখ দুঃখ নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সে স্পষ্ট দেখতে পেল চা বাগানে রবিবারের সকালে

অমরনাথ সেজেগুজে হাটে যাচ্ছেন, অমরনাথ তাস খেলছেন, জলপাইগুড়ির হোস্টেলে অমরনাথ এসেছেন, চা বাগানের কোয়ার্টার্সের বাইরে অমরনাথ তার সঙ্গে গল্প করছেন। এইসব ছবি মাটি জল পাথরের মত সত্যি। এখন সবই আছে, শুধু সেই মানুষটি নেই। এটাও সত্যি এবং নির্মমভাবে সত্যি।

ঠিক এই সময় জিপের আওয়াজ পাওয়া গেল। তিরি ছুটে এল বাইরের ঘরে। দরজা ফাঁক করে বাইরেটা দেখে চাপা গলায় বলল, 'অর্জুনবাবু!' বলে দ্রুত ভেতরে চলে গেল। দীপাবলী সোজা হয়ে বসল। খানিক বাদেই দরজায় শব্দ হল, খোলা দরজা তবু ঠেলে খুলছে না অর্জুন।

দীপাবলী ডাকল, 'আসুন।'

সাদা কাপড়ে মুখ ঢাকা, ঘরে ঢুকে সেটি ঈষৎ শিথিল করে অর্জুন বলল, 'আবার আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।'

'এসেছেন যখন তখন বসুন।'

'আমি সেটা জানি। কিন্তু বসার জন্যে আমি আসিনি। লরিওয়ালার কাছে শুনলাম আপনার বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এ কথাটা তখন আমাকে বলেননি? আমি খুব খারাপ টাইপের মানুষ হতে পারি কিন্তু একটু আধটু ভাল কাজও তো করি!'

দীপাবলীর অস্বস্তি হচ্ছিল। সে উঠে দাঁড়াল, 'আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি। তাছাড়া হাটতলায় গিয়ে আপনার দেখা পাব বুঝতে পারিনি।'

'কাউকে আমার বাড়িতে খোঁজ করতে পাঠাতে পারতেন।'

'আপনার বাড়ি কোথায় আমি জানি না।'

'তা অবশ্য। কিন্তু এরা তো জানে। কাল রাত্রে ওদের প্রযোজনে গিয়েছিল।'

'গাড়ি পেয়ে গেলে তো কাজ চলে যেত।'

'না ম্যাডাম।' এটা তো মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, অসুস্থ মানুষকে আরাম দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। আর দেরি করবেন না, ভাগ্যিস একটা দরকার মনে পড়ে গিয়ে ফিরে এসেছিলাম— ! চলুন!' ব্যস্ত ভঙ্গী করল অর্জুন।

মুহূর্তে মনস্থির করে নিল দীপাবলী। শমিতের প্রয়োজন এত জরুরি যে অর্জুনের সাহায্য নেবার ব্যাপারে কুণ্ঠা করে কোন লাভ নেই। সে নিজে যেচে উপকার নিতে যাচ্ছে না, কেউ যদি গায়ে পড়ে উপকার করতে চায় তাহলে পরবর্তীকালে সে পাল্টা কিছু আশা করতে পারে না। দীপাবলী বলল, 'উনি হেঁটে গাড়িতে উঠতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।'

'কোথায় উনি? ভেতরে যেতে পারি?'

শমিতকে বহন করে জিপে তোলা তার এবং তিরিব পক্ষে কতটা সম্ভব এ ব্যাপারে দ্বিধা ছিল। অতএব অর্জুনকে নিয়ে ভেতরে এল দীপাবলী। খাটে শুয়ে থাকা অতবড় একটা মানুষকে দেখে অবাক হয়েছে কিনা বোঝা গেল না কারণ অর্জুনের মুখ কাপড়ে মোড়া কিন্তু তার মাথা ঘুরে গেল ভেতরের দরজা ধরে দাঁড়ানো তিরির দিকে। সেটা লক্ষ করল দীপাবলী। কয়েক সেকেন্ড পরে মুখ ঘুরিয়ে অর্জুন বলল, 'ঠিক আছে, ওর শরীরের ওপর চাদর দিয়ে দিন যাতে বাইরে গেলে রোদের তাপ না লাগে।'

'কিন্তু গাড়িতে তোলা হবে কি করে?'

'এমন কঠিন জায়গায় যখন আছি তখন খুব নরম ভাবছেন কেন ম্যাডাম। দেখি চেষ্টা করে, নিয়ে যেতে পারি কিনা।' অর্জুনের হাসির শব্দ শোনা গেল।

দীপাবলী দেখল তিরির শরীর এখন আর ঘর থেকেই দেখাই যাচ্ছে না। অর্জুন তাকে দেখার পর থেকেই সে যেন আরও আড়ালে যেতে চাইছে অথচ ও যে দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

একটা চাদর দিয়ে শমিতকে ভাল করে ঢেকে দিল দীপাবলী। এগিয়ে গিয়ে দুহাতে যেভাবে শমিতের বিশাল শরীরটাকে তুলে নিয়ে অর্জুন দরজার দিকে এগিয়ে গেল তাতে চমকে উঠল দীপাবলী। মানুষটার শরীরে এতখানি শক্তি আছে বোঝা অসম্ভব ছিল। সে দ্রুত দরজাব পাল্লা খুলে ওদেব যাওয়ার পথ সহজ করে দিল। জিপের পেছনে শমিতকে পা মুড়ে শুইয়ে মাথার নিচে বালিশ গুঁজে দিল দীপাবলী। তারপর তিরিকে কিছু নির্দেশ দিয়ে শমিতের ঝোলা নিয়ে জিপেব কাছে ফিরে আসতেই অর্জুন বলল, ম্যাডাম. আপনাকে ফ্রন্ট সিটে বসতে বলতে পারছি না কারণ ওঁকে ধরে না থাকলে জিপ চললে পড়ে যেতে পারেন!'

দীপবলী ঠোঁট কামড়ে পেছনে উঠে বসল। যেন সে শমিতকে এইভাবে একা শুইয়ে আরাম করে ফ্রন্ট সিটে বসতে চেয়েছে? সে মুখে কিছু বলল না। শমিতের কাঁধ শক্ত করে ধরে রাখতে হচ্ছে। জিপ চালু হওয়ামাত্র ঝাঁকুনি শুরু হয়েছে। বিছানা থেকে যে জিপে তুলে আনা হয়েছে তা অবশ্যই টের পায়নি শমিত। পেছন দিকের ত্রিপলের পর্দাটা ভাল করে আটকে দিয়েছে অর্জুন তবু গরম হলকা ঢুকছে কোন ফাঁক পেয়ে। জিপের ছাদ এখন আগুন। অর্জুন স্টিয়ারিং ঘোবাতে ঘোবাতে শিস্ দিচ্ছে। ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদ, হেমন্তকুমারের হিন্দী গান। এই ভরদুপুরে উনুনের মত গবমে চাঁদিনী রাতের গান কেউ ভাবতে পারে? দীপাবলী মুখ ফিরিয়ে শমিতের দিকে তাকাল। চাদরে মোড়া শরীরটাকে দেখতে স্বস্তি হচ্ছে না। তার এসব দেখার কথা ছিল না। অসুস্থ শমিতকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল মায়ার, অথচ সে সেই কাজ করছে। একসময়ের একটু ভাল লাগা, আপনি থেকে তুমিতে নেমে যাওয়ার দাম এখন কড়ায় কণ্ডায় শোধ করতে হচ্ছে।

শিস থামিয়ে হঠাৎ অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'হাসপাতালের কাউকে চেনেন ম্যাডাম?'

'না, এর আগে কখনও প্রয়োজন হয়নি।'

'আপনি ওঁর কিরকম ট্রিটমেন্ট চান?'

'মানে?'

'এই ছোট্ট শহরে তো ভাল চিকিৎসা হবার কথা নয়।'

'যদি ওরা সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে যেতে হবে।'

কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'বলুন!' অবশ্যম্ভাবী ছিল যে প্রশ্ন তার জন্যে তৈরী হল দীপাবলী।

কিন্তু সে-দিকে গেলই না অর্জুন, 'রিস্ক না নিয়ে একেবারে সদর হাসপাতালে যেতে আপনার আপত্তি আছে?'

'সময় লাগবে তো!' নিঃশ্বাস ফেলল দীপাবলী।

'লরির জন্যে অপেক্ষা করলেও তো সময় নষ্ট হত!'

'কিন্তু আপনি অতদূরে যাবেন কেন?'

'নিজের জন্যেই যাব।'

'মানে?'

'ম্যাডাম, রোজ তত পাপ করছি যে মাঝে মাঝে, একটু আধটু পুণ্য না করলে যমরাজের

সঙ্গে আর্গুমেন্ট করাই যাবে না।'

'আপনার যদি অসুবিধে না হয় তাহলে বলুন!'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। শিস শুরু করল অর্জুন। জিপের গর্জনের সঙ্গে শিসের শব্দে মিশে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। শিস থামিয়ে আচমকা অর্জুন বলল, 'নেখালির লোকগুলোর যা সহ্য হয় তা বাইরের মানুষ পারবে কেন?'

চোয়াল শক্ত হল দীপাবলীর। অর্থাৎ অর্জুনের কিছুই জানতে বাকি নেই? লোকটাকে এই অঞ্চলের মুকুটহীন রাজা বলা হয়ে থাকে। ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার এবং ব্যবহার করে মেজাজে আছে। অবশ্য এই ক্ষমতা নিশ্চয়ই সে অর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও কোথায় কি ঘটছে তার খবর চটপট পায় কি করে লোকটা। খবর দেবার লোকগুলোকে কি অর্জুন কিনে রেখেছে? দীপাবলী জবাব দিল না। অর্জুন আর কথা বাড়াল না। জিভে শিস্ বাজাতে বাজাতে জিপ চালাতে লাগল দ্রুতগতিতে। যেন যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিয়ে খুশী হল।

সদর হাসপাতালে শমিতকে ভর্তি করে দেওয়া হলে ডাক্তার বললেন লু লেগে শরীর অসুস্থ হয়েছে। সেই সঙ্গে শরীরের ওপর দীর্ঘদিনের অত্যাচার ছিল। হাসপাতালের খাতায় নামধাম লেখানোর সময় অর্জুনপাশে ছিল। ঠিকানার জায়গায় এসে একটুও দ্বিধা না করে দীপাবলী নিজের ঠিকানা দিল। যে ভর্তি করছে তার সঙ্গে রুগীর সম্পর্কে জায়গায় লিখল আত্মীয়। অর্জুন একটু চুপচাপ দেখল। শহরে আসার পরও অর্জুন তার মুখের আবরণ খোলেনি। যদিও এখানে গরম কম নয় কিন্তু কাউকেই এই বেশে দেখা যাচ্ছে না। অর্জুনের এই নিয়ে কোন ভাবনাই নেই।

বিকেলের আগে কোন খবর পাওয়া যাবে না শমিতের ব্যাপারে, এই অবস্থায় ওরা হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে এল। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাডাম, এবার তো আমার চলে যাওয়া উচিত কিন্তু তবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি!'

দীপাবলী তাকাল। খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে।

'বিকেলে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে ফিরবেন কি করে?'

'ফিরে যাব!' অদ্ভুত গলায় জবাব দিল দীপাবলী। অর্জুন বুঝল অবহেলা প্রকট না হলে এমন গলায় কথা বলা যায় না।

'আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

'দেখি!'

'আচ্ছা, চলি, নমস্কার।' অর্জুন হঠাৎ যেন ঝাঁকুনি দিয়ে শরীরটাকে চালু করল। সে যখন বেশ কয়েক পা এগিয়ে যাচ্ছে তখন দীপাবলী তাকে ডাকল, 'শুনুন, একটু দাঁড়িয়ে যাবেন?'

পেছন ফিরল অর্জুন। ওর মুখ যেহেতু দেখার উপায় নেই তাই অভিব্যক্তি বোঝা গেল না ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দীপাবলী কাছে গেল, 'আপনি অনেক উপকার করেছেন। কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না।'

'ধন্যবাদের দরকার নেই এখন। ঠিক সময়ে ওটা আদায় করে নেব।'

'মানে?'

'অর্জুন নায়েক সম্পর্কে কিছু তো জেনেছেন। বিনা স্বার্থে আমি কোন কাজ করি না। এই যে এসব করলাম তার পেছনে কিছু কারণ আছে।'

'কি কারণ?'

'আপনার হাতে কিছু সরকারি ক্ষমতা আছে। সামান্য হলেও আছে। সেটুকু কাজে না লাগালে আমার অসুবিধে হতে পারে। অবাক হবেন না, আমার চরিত্র এটাই।'

'আপনি এভাবে বলবেন জানলে আপনার উপকার নিতাম না।'

'না নিলে আপনার আত্মীয়কে বাঁচানো মুশকিল হতো ম্যাডাম।'

'সেটা আমার সমস্যা ছিল।'

'নিশ্চয়ই। তবে মানুষের জীবনের চেয়ে দামী আর কি হতে পারে!'

'সেটাও আমি বুঝতাম।'

'যাক, এখন তো ভেবে লাভ নেই। আপনি আমার কাছ থেকে উপকার নিয়েছেন এটাই সত্যি। আমি উপকাব চাইলে কি আর না বলতে পারবেন?'

'কি চান আপনি?' দীপাবলীর মুখে রক্ত জমল।

'খেতে।' হেসে উঠল অর্জুন।

'মানে?'

'সকালে এক কাপ চা আব দুটো বিস্কুট খেয়েছিলাম। এখন দুপুর শেষ হতে চলেছে। পেটে কিছু নেই। খাওয়াবেন?'

'আমি আপনাকে বুঝতে পারছি না!'

'আমিও নিজেকে বুঝতে পারি না বেশীর ভাগ সময়। সেই চেষ্টাও আর করি না। কিন্তু খিদে বা শরীরে ব্যথা পেলে বেশ টের পাই। আপনিও তো সকাল থেকে কিছু খাননি। না খেয়ে থাকলে ওই ভদ্রলোকের অসুখ যদি সেরে যায় তাহলে অবশ্য অন্য কথা।' অর্জুন সেই হাসিটা হাসল।

ঠোঁট কামড়ালো দীপাবলী। লোকটাকে খাইয়ে দিলে যদি দায়মুক্ত হওয়া যায় তালে সেটা এখনই করা উচিত। সে বলল, 'আমি এখানকার কিছু জানি না, কোথায় ভাল খাবার পাওয়া যায় বলুন।'

অর্জুন বলল, 'আসুন।'

জিপে ওঠার সময় একটু ইতস্তত করছিল দীপাবলী। অর্জুন বলল, 'ম্যাডাম, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে পেছনে বসুন।'

'কেন?' চমকে উঠল দীপাবলী। তার মনের কথা লোকটা টের পেল?'

'আমার পাশে আপনাকে জিপে দেখলে চেনা পাবলিক গল্প তৈরী করবে। পচা আলুর পাশে থাকলে ভাল আলুও নষ্ট হয়ে যায়।'

দীপাবলী ড্রাইভারের পাশে সিটে উঠে বসল। বসে বলল, 'আমি যতক্ষণ অন্যায় না করছি ততক্ষণ বদনামের ভয় করি না।'

অর্জুন কথা না বলে ইঞ্জিন চালু করল। শহরের ঠিক মাঝখানে একটা সিনেমা হলের পাশে জিপ দাঁড় করিয়ে বলল, 'আপনি একটু বসুন আমি আগে দেখে আসছি।' সে নেমে গেল।

রাস্তাঘাট এখনও শূন্য। সম্ভবত ছায়া না ঘনালে কেউ ঘর থেকে বের হয় না। দীপাবলীর হঠাৎ মনে হল ডি এম এই শহরে আছেন। নেখালির ব্যাপার নিয়ে যে পরিকল্পনা সে গতকাল এস ডি ওর অফিসে রেখে এসেছিল তা কি তিনি আজ ডি এমের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছেন? মন্তব্যসহ পাঠানোটাই নিয়ম। একবার খোঁজ নিলে ভাল হয়। ডি এম জানলে ওগুলো রাইটার্স বিল্ডিং-এ তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে।

অর্জুন বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। জিপের পাশে এসে বললে, 'ম্যাডাম, কপাল মন্দ

বলে মনে হচ্ছে। এদের লাঞ্চ শেষ। মিষ্টিটিষ্টি খেয়ে ম্যানেজ করা যেতে পারে।

'আপনি খাবেন।'

'না ম্যাডাম, স্বভাব ব্রত-উদযাপন নেই।'

'ব্রত উদযাপন?'

'ওই বিধবা মহিলারা যা করে থাকেন।'

'তাহলে তো আপনাকে খাওয়াতে পারছি না আমি। যা করছেন তার জন্যে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি নামছি।' দীপাবলী জিপ থেকে নেমেই দেখতে পেল একটা রিক্সাওয়ালা রিক্সা নিয়ে সিনেমাহলের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা কবল, 'আপনাকে আমিই হাসপাতালে পৌঁছে দিতে পারতাম!'

'আমি হাসাপাতলে নয়, ডি এমের অফিসে যাচ্ছি।' দীপাবলী এগিয়ে গেল।'

ডি এমের অফিসে পৌঁছাতেই বড়বাবু তাকে সসম্ভ্রমে বসতে বলে জানালেন, 'স্যার মিটিং করছেন। খবর দিচ্ছি। কিন্তু আপনার কি হয়েছে?

'আমার? কেন?'

'খুব রুক্ষ লাগছে।মনে হচ্ছে ঝামেলার মধ্যে আছেন।'

'তা আছি। কিসের মিটিং?'

'শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ে। কম্যুনাল দাঙ্গা বাধার চান্স আছে। আমাকে হুকুম দিয়েছেন কেউ যেন বিরক্ত না করে। আপনার নেখালির কাগজপত্র আমরা পেয়েছি।'

'বাঃ। কুইক কাজ কবছে সবাই।'

'কিন্তু কোন লাভ হবে ন।' বড়বাবু কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। অর্জুন নায়েক ঢুকছে পান চিবোতে চিবোতে। দীপাবলীকেই চেনেই না এমন ভঙ্গীতে বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলো সে, 'সাহেব কোথায়? ভেতরে?' বড়বাবু মাথা নডতেই সে হেলতে দুলতে ডি এমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল সাবলীল ভঙ্গিতে।

দীপাবলী তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। একজন সরকাবি অফিসার যেখানে তার বসের সঙ্গে দেখা করতে বসে থাকে সেখানে একজন সাধারণ ব্যবসায়ীকে এই প্রশ্রয় দেওয়া হয় কি করে? সে বডবাবুব দিকে রাগত চোখে তাকাল। তিনি মাথা নেড়ে বসতে বললেন,, 'এই লোকটির জন্যে আপনার নেখালির পরিকল্পনা কার্যকর হবে না। বুঝলেন?'

॥ ৮ ॥

দীপাবলী বসে পড়ল, 'আপনি কি বলছেন?' বড়বাবু চারপাশে তাকিয়ে গলা নামালেন, 'আমি বলেছি একথা সাহেবকে বলবেন না। আপনাদের এলাকায় উনি যা চাইবেন তাই হবে, যা চাইবেন না— ।' মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। দীপাবলী বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'কি থেকে মনে হচ্ছে ওর জন্যে সব বানচাল হয়ে যাবে?'

'আর আমাকে দিয়ে বলাবেন না। সাহেব জানলে চাকরি চলে যাবে।'

'কিন্তু আমাকে একটা কিছুর আভাস দিন।'

'গতকাল ভদ্রলোক এসে সাহেবের সঙ্গে কথা বলে যাওয়ার পর তিনি আমাকে বলেছেন নেখালির ফাইলটা কিছুদিন আটকে রাখতে। গরীব মানুষগুলোর উপকার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কি আর হবে। এদিকে পাবলিসিটি যা হবাব হয়ে গিয়েছে।'

'পাবলিসিটি?' হাঁ হয়ে গেল দীপাবলী।

'মন্ত্রী আপনার অনুরোধ সব কাজ ফেলে বহুদূর পথ পাড়ি দিয়ে নেখালি গ্রামে গিয়ে নিজের চোখে গরীব মানুষদের কষ্ট দেখে এসেছেন এ খবর তো সব কাগজেই ছাপা হয়েছে।'

'খবরের কাগজ জানল কি করে ?'

'তা আমি জানব কি করে বলুন ?'

'যাক, যত দিন যাচ্ছে তত অভিজ্ঞতা বাড়ছে আমার। আপনি একটু ডি এমকে খবরটা দিন।' বিরক্ত গলায় বলল দীপাবলী।

বড়বাবু উঠে ডি এমের ঘরে ঢুকে গেলেন। গরমে নয়, রাগে শরীর জ্বলছিল দীপাবলীর। মন্ত্রীমশাই নিজে তাকে যে কথা নিয়ে গিয়েছেন তা উল্টে যায় কি করে ! বড়বাবু বেরিয়ে এলেন, 'আর দু মিনিট অপেক্ষা কবতে বললেন উনি।'

'এখনও কি মিটিং চলছে ?'

'হ্যা।'

'অর্জুন নায়েকের সামনেই ?'

'হ্যা, উনি ডি এমকে কথা দিয়েছেন ওঁর এলাকায় কোন গোলমাল হবে না।'

'ওঁর এলাকা মানে ?'

'আপনার অফিসিয়াল জুরিসডিকসনই ওঁর এলাকা।'

দীপাবীর ইচ্ছে করছিল এখনই এই অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে। তারপরই মনে হল সেটা করে কোন লাভ হবে না। রাইটার্স বিল্ডিংসের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ তাকে এই অফিসের মাধ্যমেই কবতে হবে। ডি এম হলেন একটি জেলার ঈশ্বর। তাঁর সঙ্গে বিরোধ করে জেলায় বসে কাজ করা অসম্ভব। অতএব লোকটিকে বোঝাতে হবে।

এই সময় পিওন এসে দীপাবলীকে জানাল ডি এম তার সঙ্গে দেখা করতে চান। ওঠার সময় বড়বাবু আবার নিচু গলায় বললেন। এসব কথা সাহেবকে বলবেন না, অ্যাঁ ?'

দীপাবলী কোন কথা না বলে এগিযে গিয়ে ডি এমের ঘরে ঢুকল, 'আসতে পারি ?' টেবিলের উল্টো দিকে বসা অর্জুন নায়েককে কিছু বলতে বলতে পাইপ ধরাচ্ছিলেন ডি এম, চোখ ফিরিয়ে মাথা নাড়লেন। ধরানো হয়ে গেলে বললেন, 'বসুন।'

পর পর চারটি চেয়ার। অর্জুনের সঙ্গে দুই চেয়ারের ব্যবধান রেখে দীপাবলী বসল। অর্জুন এমন ভঙ্গিতে ডি এমের মাথার পেছনে টাঙানো মহাত্মা গান্ধীর ছবির দিকে তাকিয়ে আছে যেন কস্মিন কালেও তার সঙ্গে পরিচয় ছিল না।

ডি এম ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার ? আপনি এখানে ?'

একটু স্বস্তি পেল দীপাবলী। তাহলে কি অর্জুন শমিতের অসুস্থতার কথা ডি এমকে বলেনি। বললে অনেক কথাই বলতে হতো। সে বলল, 'আমি একটা প্রপোজাল পাঠিয়েছিলাম থ্রু প্রপার চ্যানেল, যদি ওটা তাড়াতাড়ি রাইটার্সে পৌঁছায় তাহলে ভাল হয়।'

'কোন প্রপোজালের কথা বলছেন বলুন তো ?' ডি এমের চোখ ছোট হল।

এগুলো ন্যাকামি। চটে গেল দীপাবলী। সে রোজ গাদাগাদা প্রপোজাল পাঠায় না। না জানার কোন কারণ নেই ভদ্রলোকের। তবু গলার স্বর ভদ্রস্তরে রেখে সে জবাব দিল, 'নেখালি এবং আশেপাশের গ্রামগুলোর জন্যে মিনিস্টার যেসব স্টেপ নিতে বলেছিলেন সেগুলোর কথা বলেছি।'

'ও, তাই বলুন। ঠিক আছে, আপনি তো পাঠিয়েছেন, আমি দেখছি। কিন্তু এই কারণে এমন গরমে আপনার আসার দরকার ছিল না।'

দীপাবলী কি বলবে বুঝতে পারছিল না। এই ভদ্রলোক সেদিন মন্ত্রীর সামনে তার সঙ্গে একদম অন্যরকম ব্যবহার করেছিলেন। ইনি যদি এখন বলেন দেখছি, তাহলে তার আর কিছু করার থাকে না। এবার ডি এম অর্জুনের দিকে তাকালেন, 'আপনি তো সেদিন বললেন নেখালিতে কুয়ো খুঁড়িয়ে দিচ্ছেন। ওদের তো প্রব্লেম জলের। সেটা মিটে গেলে তো অনেক সমস্যা সহজ হয়ে যাবে।'

অর্জুন বসেছিল প্রায় শরীর এলিয়ে। সেই অবস্থায় বলল, 'আজ বিকেলের মধ্যে কুয়ো খোঁড়া হয়ে যাবে। কথা দিয়ে না রাখার অভ্যেস তো আমার নেই। তারপর মিনিস্টার কথা আদায় করে গিয়েছেন।'

'তাহলে তো চুকে গেল।' ডি এম দীপাবলীর দিকে তাকালেন।

'কি করে ? শুধু একটা দুটো কুয়ো খুঁড়লেই সমস্যার সমাধান হয় না। আপনি বোধহয় আমার পাঠানো কাগজপত্রে চোখ রাখার সময় পাননি।'

'দেখুন মিসেস ব্যানার্জি, সরকার চালাই আমরা, মিনিস্টাররা নয়। তাঁরা এসে হুটহাট কত কি বলে যেতে পারেন, কাগজে ছাপা হলে পরের নির্বাচনে কাজে লাগে। কিন্তু আমরা সেটা করতে পারি না। মন্ত্রী চলে যাওয়ার পর জেলার সব ব্লক থেকে একসঙ্গে যেসব প্রপোজাল এসেছে তা আগামী দশ বছরেও মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সবাই জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা চাইছে। আপনি লাকি কারণ অর্জুনবাবুর মত একজন ধনী সমাজসেবী আপনার ব্লকে থাকেন। উনি নিজে এগিয়ে এসে যা করছেন অন্য ব্লকে তার ওয়ান পার্সেন্টও হচ্ছে না। আপনি কি মনে করেন অভাবগুলো আপনার ব্লকেই আছে অন্য কোথাও নেই ?

'আমি সেকথা বলিনি।'

'বেশ। কিন্তু এত প্রপোজাল রাইটার্সে পাঠালে মিনিস্টার আমাকে পাগল ভাববেন।

'কিন্তু মিনিস্টার নিজে আমাকে পাঠাতে বলেছিলেন।'

'মিসেস ব্যানার্জী, জেলায় এসে বলা এক আর রাইটার্সে বসে বলা সম্পূর্ণ আলাদা। যাক, এ নিয়ে আর বেশী কথা না বলাই ভাল।'

'আমারটা পাঠাতে আপনি আপত্তি করছেন কেন ?'

'কারণ কালই আমি সার্কুলার পেয়েছি নেক্সট বাজেটের আগে কোন খাতে নতুন কোন খরচ করা চলবে না।' ডি এম আবার পাইপ ধরালেন, 'আপনার সঙ্গে এসব কথা আমি নিশ্চয়ই বলতাম না কিন্তু সেদিন মিনিস্টারের সামনে আপনি যে সাহস দেখিয়েছেন তারই অনারে বললাম।'

'আমি যদি মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করি, অনুমতি দেবেন ?'

'রাইটার্সে গিয়ে ?' চমকে উঠলেন ডি এম।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল দীপাবলী।

'আপনি ক্ষেপেছেন ? না, এই অনুমতি আপনাকে দিতে পারি না।'

'তাহলে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা রাখা যাবে না ?'

'প্রতিশ্রুতি ? কাকে ?'

'যাদের অবিলম্বে সাহায্য দরকার।'

ডি এম হাসলেন, 'মিসেস ব্যানার্জী, আপনার বয়স কম, সবে চাকরিতে ঢুকেছেন। আপনার এমনটা মনে হতেই পারে। কিন্তু দেখুন, আমাদের সবাইকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় কাজ করতে হয়। যা চাই কখনো কি পাই ? ঠিক আছে, এবার আপনি আসতে পারেন।'

দীপাবলী উঠে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত। তাকে ওইভাবে দাড়িয়ে থাকতে দেখে ডি এম

বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার কথা আমার মনে থাকবে। সুযোগ পেলেই যাতে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যায় সেই চেষ্টা করব।'

দীপাবলী আর দাঁড়াল না। ঘরের বাইরের আসামাত্র বড়বাবু তাকে থামালেন, 'স্যারকে কিছু বলেননি তো?'

'না। আপনি আমার প্রপোজালটা ফেরত দিন তো।'

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, 'তা কি করে হয়। এখন তো ওগুলো সরকারি কাগজ সাহেবের অনুমতি না পেলে আমি ফেরত দিতে পারি না।'

দীপাবলী আর দাঁড়াল না। তার শরীর জ্বলছিল। মধ্যাহ্নের সূর্যতাপ এতটা জ্বলুনি ছড়ায়নি। শুধু সে বুঝতে পারছিল না তার কি করা উচিত।

হাসপাতালে পৌঁছে একটা ভাল খবর পাওয়া গেল। শমিতের চেতনা ফিরেছে। এ যাত্রায় আর বিপদ নেই। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে নার্স খবরটি দিয়ে বলল, 'আচ্ছা দিদি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

ঘাড় বেঁকিয়ে দীপাবলী বলল, 'কি ব্যাপারে?'

'আপনি একা মেয়ে, সরকারি অফিসারি করতে অসুবিধে হয় না?'

'অসুবিধে! কেন?'

'না, মানে, আমি তো সামান্য নার্সের চাকরি করি, তবু কত রকম ঝামেলায় পড়তে হয়। আমার বাড়িতে স্বামী ছেলে মেয়ে আছে তবু পুরুষগুলো নাছোড়বান্দা। আপনি কেমন করে এত সাহস পান?'

'আমার সম্পর্কে আপনি জানলেন কি করে?'

'কাগজে পড়েছি। ওই মন্ত্রীর সঙ্গে ঘটনাটা। তারপর শহরে সবাই এ নিয়ে আলোচনা করেছে। আজ যখন আপনি পেশেন্টকে ভর্তি করতে এলেন তখন তো জানাজানি হয়ে গেল। পেশেন্টই বলল আপনি একা থাকেন।'

বড় চোখে মহিলাটিকে দেখল দীপাবলী। আদৌ সুন্দরী নন। বয়স মধ্য তিরিশে। তবু চাকরি করতে এসে সেই চিরন্তন সমস্যায় পড়েছেন। সে বলল, 'এসব সমস্যা তো একদিনে চলে যাবে না ভাই। তবে আপনি যদি পাত্তা না দেন তাহলে ওদের ধৈর্য একসময় ভেঙে যাবেই।'

নার্সটি আর কথা না বলে সরে দাঁড়াল। বোঝা গেল দীপাবলীর এই যুক্তি তার পছন্দ হচ্ছে না। দীপাবলী আর দাঁড়াল না।

শমিত চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। মুখের চেহারা সামান্য বদলালেও অসুস্থতা পুরোদমে রয়েছে। টুলটা টেনে নিয়ে পাশে বসতেই চোখ মেলে তাকাল। তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল।

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে।

'ফাইন।' গলার স্বর খুব দুর্বল।

'এরকম কেন করলেন?'

'ইচ্ছে হল, তাই।'

'এটা তো আত্মহত্যা করার চেষ্টা।'

'রোজ রোজ একই নিয়মে চলতে ভাল লাগছিল না।'

দীপাবলী কিছু বলল না। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। শমিত বলল, 'এখানে আমাকে আনতে খুব কষ্ট করতে হয়েছে?'

'হয়েছে। কিন্তু এখান থেকে সুস্থ হয়ে আপনি কোথায় যাবেন ?'

'মানে বুঝলাম না।' শমিতের চোখে বিস্ময়।

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'আমার ওখানে আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে। আর আপনি যে জীবন চাইছেন তা মেনে নিতে আমি সক্ষম নই।'

শমিত বলল, 'আমি কিরকম জীবনযাপন করলে তুমি খুশি হও ?'

'আমার খুশীর জন্যে আপনাকে কিছু করতে হবে না।'

'কিন্তু—।' শব্দটা উচ্চারণ করেই থেমে গেল শমিত। তার চোখ বন্ধ হল। ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হল মুখে। ফিসফিস করে বলল, 'পরে কথা বলব।'

দীপাবলী চুপচাপ বসে রইল। তার মনে পড়ল এই মানুষটি কোন একদিন মায়াকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল যাদবপুরে যখন সে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে একা পড়েছিল। না, শমিতের প্রতি সে কৃতজ্ঞ নানান কারণে। কিন্তু ভালবাসা কি কখনও কৃতজ্ঞতা থেকে জন্মায়। কৃতজ্ঞতা মানুষকে নম্র করে, হয়তো সেই নম্রতা সইতে শেখায়। সয়ে গেলে একসময় ভালবাসা তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু তার জীবনে তৈরী হবার মুখে যে আঘাত এসেছিল তাতে কোন কিছু স্থির হয়ে দাঁড়ায়নি। হ্যাঁ, এখনও সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু একজীবনে এই কৃতজ্ঞতার দাম আর কত দিয়ে যেতে হবে ?

অবশ্য একথাও ঠিক, আজ শমিতের শরীরের যা অবস্থা তাতে তার উচিত হয়নি এইসব কথা তোলা। প্রচণ্ড অসুস্থ মানুষ যত চেষ্টা করুক না কেন বেশিক্ষণ মস্তিষ্ক সাবলীল রাখতে পারে না। সে ঘড়ি দেখল। শমিত চোখ বন্ধ করে স্থির। একজন নতুন নার্স এল এই সময়। মেয়েটি দীপাবলীর দিকে একবার তাকিয়ে শমিতের পাল্‌স দেখল। তার কপালে রেখা ফুটল। তারপর দ্রুত চলে গেল অন্য ঘরে।

তবে কি শমিতের শরীর আবার খারাপ হল ? হঠাৎ নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হতে লাগল দীপাবলীর। এখন যদি ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে জানতে চান তার সঙ্গে শমিতের কি কথা হয়েছিল তাহলে সত্যি কথা বলতে পারবে সে ? আচমকা যেন নিজেকে ভিলেন বলে মনে হচ্ছে। দীপাবলী উঠে দাঁড়াল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আমি যাচ্ছি, আবার আসব।'

চোখ বন্ধ করেই শমিত মাথা নাড়ল। ভঙ্গীটার অর্থ স্পষ্ট হল না। দীপাবলী ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতেই বরান্দায় নার্সটিকে দেখতে পেল, ব্যস্ত পায়ে ফিরছে। সে বলল, 'আচ্ছা, ওর কণ্ডিশন কি ভাল নয় ?'

'আমি বলতে পারব না। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করুন।' নার্সটি চলে গেল।

এক মুহূর্ত ভাবল দীপাবলী। যতই অন্যায় সে করে থাকুক শমিতের ব্যাপারটা সঠিক না জেনে ফিরে গেলে স্বস্তি পাবে না। সে খুঁজে খুঁজে ডাক্তারদের ঘরে পৌঁছাল। জিজ্ঞাসা করে নির্দিষ্ট ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে একই প্রশ্ন করল সে।

ডাক্তার বললেন, 'একটু আগে তো খুব ভাল প্রগ্রেস করছিলেন। নার্স বলে গেল পাল্‌সবিট গোলমাল করছে। যাচ্ছি আমি একটু বাদে।'

'এর জন্যে খুব খারাপ কিছু হতে পারে কি ?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল দীপাবলী।

'মনে হয় না।'

'আসলে আমার মনে হয় উনি একটু এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলেন।'

'কেন ?' ডাক্তার অবাক।

'কথা বলতে বলতে।'

'একটি অসুস্থ মানুষের সঙ্গে এমন কী কথা বললেন যাতে সে এক্সাইটেড হতে পারে ?'

'সরি ডাক্তার, ব্যাপারটা খুব সামান্য ভেবেছিলাম আমি।'

'আপনার কি, আই মিন আপনি ওঁর আত্মীয় ?'

'না। আমরা বন্ধু। কলকাতায় একটা সম্পর্ক ছিল। এখানে হঠাৎ এসেছিলেন।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

'আমি যাচ্ছি। আমার ঠিকানা এখানে দেওয়া আছে। যদি কিছু দরকার হয়— ।'

'নিশ্চয়ই। তবে তেমন কিছু না হলে খবর যাবে না। আর হ্যাঁ, আগামীকাল এলে যদি ওই বিষয় আপনাদের আলোচনা ওঠে তাহলে না এলেই ভাল।'

দীপাবলী মাথা নেড়ে বেরিয়ে এল। এখন বিকেল। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার পর মন সামান্য হালকা হয়েছে। কিন্তু এখনই বাসস্ট্যান্ডে না পৌঁছালে ফেরার বাস পাওয়া যাবে না। শেষ বাসের ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছে। এই শহরে একা রাত্রে থাকার জায়গা পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে।

হাসপাতালের গেটের বাইরে আসতেই সে থমকে দাঁড়াল। জিপের গায়ে হেলান দিয়ে অর্জুন দাঁড়িয়ে হাসছে, 'চলুন ম্যাডাম, রথ হাজির।'

'আমি বাসে যাব।'

'তাহলে চলুন বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দিই।'

'আমি রিক্সা নেব।'

'তাহলে বাস মিস করবেন।'

দীপাবলী কোন জবাব না দিয়ে একটা রিক্সাকে ডাকল। তাকে রিক্সায় উঠতে দেখে অর্জুন বলল, 'আমি আধ ঘন্টা এখানে আছি। যদি বাস না পান তাহলে ফিরে আসতে পারেন। কোন সঙ্কোচ করবেন না।'

দীপাবলী রিক্সাওয়ালাকে দ্রুত চালাতে বলল।

প্রায় ঝড়ের মত উড়ে এসে দীপাবলী আবিষ্কার করল অর্জুনের কথাই ঠিক। শেষ বাস মিনিট পাঁচেক আগে বেরিয়ে গিয়েছে। কাল সকালে সেটি ফিরে এলে আবার দিনের প্রথম বাস হয়ে রওনা হবে। প্রচণ্ড ফাঁপরে পড়ল সে। নানান ভাবনা মথায় আসছিল। তিরি না হয় সামলে নেবে একটা রাত। কিন্তু অনুমতি ছাড়া ব্লকের বাইরে রাত্রিবাস ঠিক নয়। সে অবশ্য ডি এমকে সমস্যার কথা বলতে পারে। ভদ্রলোক ইচ্ছে করলে তাকে একটা গাড়ি দিতে পারেন নয়তো সার্কিট হাউসে রাতের থাকার ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু আজ যে ব্যবহার পেয়েছে সে তাতে এই কৃপাটুকু নিতে মন চাইল না। খুব ছোট হয়ে যাবে নিজের কাছে। সরকারি কাজে এলে অশব্য এরকম মনে হত না। অথচ অর্জুন নায়েকের কাছে সাহায্য চাইতে খারাপ লাগছে। বরং একটা ট্যাক্সির চেষ্টা করলে কেমন হয় ? অনেক টাকা খরচ হবে, তবু । দীপাবলী সেই চেষ্টাই করল। স্ট্যান্ডে একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। তার ড্রাইভার জুল জুল করে তাকে দেখল, 'অদ্দুর একা যাবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে।'

'আমি একজন সরকারি অফিসার।'

'অ। তাহলে অন্য ট্যাক্সি দেখুন।'

'মানে ?'

'অতটা পথ নির্জনে অন্ধকারে আপনার মত একটা মেয়েছেলেকে একা পেলে কি করতে

কি করে ফেলব, মানে মাথা তো ঠাণ্ডা থাকবে না, তারপর বিপদে পড়ে যাব। সরকারি অফিসার বলছেন যখন তখন তো ফাঁসিয়ে দেবেন ?' অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে কথাগুলো বলল লোকটা, বলে ফিরে গেল।

বজ্রপাত হলেও এর চেয়ে ভাল হত। দীপাবলী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। লোকটা তার মুখের ওপর এমন কথা বলে যেতে পারল ! পায়ে পায়ে সে চলে এল রিক্সার কাছে। বলল, 'হাসপাতালে চল।'

চলন্ত রিক্সায় বসে তার অন্য চিন্তা হল। এই ট্যাক্সি ড্রাইভার লোকটি মানুষ হিসেবে যত খারাপ হোক ওর মধ্যে সততা আছে। অন্তত সত্যি কথা বলতে দ্বিধা করেনি। নিজের পাশব ছবিটাকে খুব ভাল করে দেখা এবং সে যে নিজেকে বিশ্বাস করে না তা অকপটে জানিয়েছে। এমনটা কজন মানুষ করে !

জিপের সামনে রিক্সা থেকে নামতেই অর্জুন জিপে বসেই ডাকল, 'চলে আসুন, আর দেরি করা যাবে না।'

খুব খারাপ লাগছিল। পেছনের সিটে বসার কোন যুক্তি নেই, দীপাবলী জিপে উঠে মুখ ঘুরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড স্পীড তুলে অর্জুন, 'সাতটার আগে পৌঁছাতে পারি কিনা দেখি।'

দীপাবলী রড আঁকড়ে ধরল। শহরের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে জিপ চালাচ্ছে অর্জুন। চালাতে চালাতে বলল, 'শমিত বাবু দিন তিনেকের আগে ছাড়া পাবেন বলে মনে হয় না। ডাক্তারকে বলে এলাম যা খরচাপত্তর হাসপাতালের অ্যাকাউন্টে করতে, পরে দাম চুকিয়ে দেওয়া যাবে।'

দীপাবলী নিঃশ্বাস বন্ধ করল এক মুহূর্ত, কিছু বলল না।

'আপনি চলে আসার পর ওর কন্ডিশন খারাপ হয়েছিল। ডাক্তার বললেন, টেনশনে। এসব আবার আমি বুঝিটুঝি না। টেনশন আবার কি ! যা হবার তা হবে, যা হবে না তা হবে না। এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ।'

দীপাবলী কোন কথা বলল না। তার মনে হল অর্জুন জেনেশুনে তাকে পরীক্ষা করতে চাইছে। তার যাওয়ার সঙ্গে শমিতের টেনশন জড়িয়ে আছে। এটা সে জানে এবং তাই জানাচ্ছে। এই লোকটাই ডি এমের ঘরে পাথরের মত চুপ করে বসেছিল। তার সঙ্গে যে একই জিপে শহরে এসেছে তা তখন বোঝার উপায় ছিল না। মানুষ কত অদ্ভুত চরিত্রের হয় !

শহর ছাড়িয়ে জিপ তখন ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটছে। আকাশ লালে লাল। সূর্য ডুবছে। ওদিকে তাকাবার অবকাশ নেই দীপাবলীর। সে কোনমতে জিপের রড আঁকড়ে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু একসময় সে না বলে পারল না, 'প্লিজ একটু আস্তে চালান।'

'আস্তে চালালে আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ হবে।' গলা তুলে বলল অর্জুন, 'নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছেন, নিজের চোখে আর নাই বা দেখলেন !'

ধক্ করে উঠল হৃৎপিণ্ড। এই ফাঁকা রাস্তায় অর্জুন যদি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে সে কি কিছু করতে পারবে ? অশিক্ষিত ট্যাক্সির ড্রাইভার যা বলতে পারল অর্জুন তো তাই করতে পারে। অন্তত তিরির কাছে অর্জুনের যে গল্প শুনেছে তা তাই সমর্থন করে। এই সময় আকাশে ওঠার জন্যে পৃথিবীর বুক ফুঁড়ে অন্ধকার মাথা তুলল। জিপের হেডলাইট জ্বেলেছে অর্জুন। অন্ধকার চিরে আরও রহস্য বাড়িয়ে তুলেছে সে দুটো। রাস্তা

ভাল নয়। দ্রুত গতির জন্যে আরও লাফাচ্ছিল জিপ। দীপাবলী আর পারল না, 'প্লিজ একটু স্পীড কমান।'

স্পীড কমল। এখন তবু বসা যায়। দীপাবলীর মনে হচ্ছিল, এ যেন অনন্ত পথ। কিছুতেই ফুরোচ্ছে না। অন্ধকার পৃথিবীর চেহারা সর্বত্র একই রকম হয়ে যায়। কোন চিহ্ন চোখে না পড়ায় বোঝাই যায় না কতদূর বাকি আছে পথ শেষ হতে। অর্জুন কোন কথা বলছে না। আড় চোখে সে দেখল ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে অর্জুন। হঠাৎ একসময় জিপ থামিয়ে ফেলল লোকটা, 'নাঃ আর পারলাম না। সরি ম্যাডাম!'

'মানে?' আঁতকে উঠল দীপাবলী। জিপ থামাবার কোন কারণ খুঁজে পেল না সে। অর্জুন তখন হাত বাড়িয়ে পেছন থেকে একটা ব্যাগ সামনে টেনে নিয়ে বলল, 'সাতটা বাজলেই আমার শরীর বিদ্রোহ করে। তখন তাকে ঠাণ্ডা করতে পেটে কিছুটা জল ঢালতে হয়। রঙিন জল। ভেবেছিলাম সাতটার আগেই আপনাকে পৌঁছে দিতে পারব কিন্তু আপনি বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেরি করিয়ে দিলেন। অতএব এখন কোন উপায় নেই, আপনি যা ভাববেন ভাবুন, কি করা যাবে!'

এই জিপের ভেতর কোন আলো নেই। যেহেতু হেডলাইট জ্বেলে রেখেছে অর্জুন তারই চুয়ানো আলোয় অন্ধকারে ফিনফিনে হয়ে গিয়েছিল। শক্ত মুখে বসে দীপাবলী দেখল অর্জুন একটা বোতল বের করে সরাসরি গলায় ঢালল। ভক করে নাকে এল গন্ধ। তীব্র গা গোলানো! মুখ ঘুরিয়ে নিতে নিতে কানে এল অর্জুনের সমস্ত শরীর মন্থন করে একটি শব্দ ছিটকে এল, 'আঃ!'

সে কি করবে এখন। এই নির্জনে রাস্তায় ঘন অন্ধকারে জিপ থেকে নেমে কোথায় যাবে? একটা লম্পট মানুষ তার পাশে বসে মদ্যপান করছে। সম্ভবত সন্ধে সাতটা বেজে গেলেই ওর মদের প্রয়োজন। কিন্তু তাই কি: অর্জুনের সঙ্গে রাত্রেও সে কথা বলেছে এর আগে। কখনই তাকে মাতাল বলে মনে হয়নি অথবা মদের গন্ধ পায়নি। অবশ্য মদ খাওয়ার পরেও নিজেকে স্বাভাবিক রাখার প্রক্রিয়া যদি ওর জানা থাকে তো আলাদা কথা। কিন্তু সে স্বাভাবিক ছিল এটাই সত্যি। এখন একটা পরিবেশ তৈরী করার জন্যে ফাঁকা মাঠে হেডলাইট জ্বালিয়ে অর্জুন মদের বোতল খুলে বসেছে। লোকটা সবসময় সঙ্গে মদ রাখে? তিরির কথাই ঠিক।

শব্দ হল। দীপাবলী দেখল বোতল হাতে অর্জুন নেমে যাচ্ছে জিপ থেকে। কোথায় যাচ্ছে? কি মতলব? এই সময় সে পা সরাতেই কিছু একটা ঠেকল। মুখ নামিয়ে হ্যান্ডেলটাকে দেখতে পেল। লোহার। হঠাৎ একধরনের নিরাপত্তাবোধ ফিরে এল তার। অর্জুন যদি আক্রমণ করে তাহলে প্রতিরোধ করবে সে। ওই লোহার হ্যান্ডেলটাকে তুলে নিতে একটুও দেরি করবে না সে।

বোতল হাতে অর্জুন ততক্ষণে হেডলাইটের আলোয় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে অজস্র পোকা উঠে এসেছে মাঠ থেকে। আলোর বৃত্তে তারা পাক খাচ্ছে। হয়তো জীবনে এতক্ষণ স্থির হয়ে থাকা আলো তারা এর আগে কখনও দ্যাখেনি। অর্জুন হাত নেড়ে তাদের সরাবার চেষ্টা করে বোতলের মদ গলায় উপুড় করল। ঠোঁট কামড়ালো দীপাবলী। এখনই মাতাল হয়ে যাবে লোকটা। মাতাল অবস্থায় যদি তাকে আক্রমণ নাও করে তাহলে গাড়ি চালাবে কি করে। যেকোন মুহূর্তেই অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড করে ফেলল দীপাবলী। করার আগে বিন্দুমাত্র ভাবেনি। জিপ থেকে নেমে সটান সে চলে গেল অলোর বৃত্তে, অর্জুনের সামনে। গিয়ে গলা তুলে বলল, 'অনেক

হয়েছে, এবার থামুন।'

অর্জুন হাসল, 'ভয় পাচ্ছেন, না, আমি মাতাল হব না।'

'আমাদের ফিরে যেতে হবে।'

'ফিরব। দশ মিনিট দেরি হবে।'

'আপনি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।'

'আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি ম্যাডাম। চা খেতেও তো জিপ থামাতে পারতাম। পারতাম না?'

'একজন ভদ্রমহিলাকে আপনি সম্মান জানাচ্ছেন না!'

'দূর মশাই। সম্মান টম্মান সব নিজের তৈরী করা। ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি অসুস্থ হচ্ছিলাম। মদ খেয়ে সুস্থ হলাম।' বোতলটা খালি করে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে অন্ধকার মাঠে। তারপর তরতাজা হাসল, 'চলুন ম্যাডাম।'

বাকি পথটুকু চুপচাপ কেটে গেল। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে জিপ থামাল অর্জুন, 'আমি এখান থেকেই ফিরব।'

দীপাবলী কোন কথা না বলে নামতে যাচ্ছিল অর্জুন সেই হাসিটা হাসল, 'আপনাকে এখানেই নামিয়ে দিচ্ছি কেন জানতে চাইলেন না?'

'আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধে আছে।'

'আমার নয়, আপনার। আমার সঙ্গে এক জিপে অন্ধকারে ফিরছেন দেখলে আপনার নামে গল্প তৈরী হবে। সম্মান বলে কি একটার কথা বলছিলেন না তখন সেটাই বাঁচবে।'

মাটিতে নেমে দীপাবলী বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'মাতলামি করিনি তো?'

'এখনও পর্যন্ত না।'

'তাহলে তো চুকে গেল। চলি ম্যাডাম। আমরা তো নষ্ট হয়ে গেছি, আপনার মত ঠিক থাকা কিছু মানুষের সঙ্গ পেলে তাই খারাপ লাগে না।'

'আপনারা মানে?'

'এই আমি, এস ডি ও, ডি এম মন্ত্রী যারা পরস্পরের কাঁধে ভর দিয়ে চলি।' কথা শেষ করেই জিপ ঘুরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল অর্জুন।

কিছুক্ষণ সেই ছুটন্ত আলোর স্তূপ দেখল দীপাবলী। তারপর পা বাড়াল। বাড়ির সামনে পৌঁছে সে অবাক হল। অফিসঘরে আলো জ্বলছে। এখন ওখানে কারও থাকার কথা নয়।

সে অফিসের দরজায় শব্দ করল। তিনবারের বার দরজা খুলল। চমকে উঠল দীপাবলী। সতীশবাবু দাঁড়িয়ে আছে, কুণ্ঠিত ভঙ্গী। আরও বৃদ্ধ দেখাচ্ছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি?'

সতীশবাবু বললেন, 'কদিনের কাজ জমে ছিল—'

'কাজ জমে ছিল? তাই বলে আপনি এখন কাজ করবেন?'

সতীশবাবু চুপ করে রইলেন। দীপাবলী কুল পাচ্ছিল না। যাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছে গতকাল, দাহ করে যিনি ফিরেছেন আজ দুপুরের পর তিনি এত রাত্রে সরকারি কাজ করতে ছুটে আসবেন ভাবা যায়? সে নিচু গলায় বলল, 'সতীশবাবু আমি খুব ক্ষুধার্ত, একা খেতে ইচ্ছে করছে না, আমার সঙ্গে কিছু খাবেন?'

॥ ৯ ॥

পৃথিবী থেকে প্রিয়তম মানুষ অকস্মাৎ সরে গেলে যে অন্ধকার নেমে আসে তার স্থায়িত্ব কতটুকু ? কারো কারো হয়তো শ্মশান থেকে বেরিয়ে আসাব পরেই তা দূর হতে আরম্ভ করে, কেউ সারাজীবন মনের আনাচে কানাচে তাকে আঁকড়ে থাকেন। তবু যে কোন চলে যাওয়া মানেই জলেব বুকে গর্ত খোঁড়া, যা পর মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়া জলের ঢেউ-য়ে বুজে যায়, বেঁচে থাকার নিয়মে সেইটেই শেষ সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘরবাড়ি, জমি বাগান, আত্মীয়তা অথবা ভালবাসা যা একটি মানুষ বুক ভরে ভালবাসে জীবন ধরে তার আয়ু কতদিন এমন ভাবনা সচরাচর আসে না। যারা পড়ে রইল তাদেব হাহুতাশের সময় খুব কম, কারণ মানুষ ভুলে যেতে বড় ভালবাসে।

সতীশবাবু দীপাবলীকে খুব ধাক্কা দিলেন। ভুলে যাওয়া এক কথা আর ভুলবার চেষ্টা করা আব এক। স্ত্রীর মৃতদেহের পাশে যে মানুষ পাথরের মত বসে থাকতে পারেন সেই মানুষ দাহ করে ফিরে এসে অফিসের কাজ করবেন কেন ? ভুলে যাওয়ার এই চেষ্টা যেন আন্ডারলাইন করা। স্ত্রীর মুখাগ্নি করেছিলেন ভদ্রলোক। পরদিন আচার অনুযায়ী পোশাক পবে অফিসে এলেন ঠিক সময়ে। যেন কিছুই ঘটে যায়নি এমন ভঙ্গীতে কাজ শুরু করলেন। ভুলে যাওয়ার এই অতিবিক্ত চেষ্টাই বলে দিচ্ছে তিনি ভুলতে পারবেন না। ধুয়ে ফেলার জন্যে জল দরকার হয়। অন্য বাবুদের মুখে দীপাবলী শুনছে সতীশবাবু একবারও কাঁদেননি। জমে যাওয়া সেই কান্নাব ওপর প্রাত্যহিকেব ভিত গড়ছেন ভদ্রলোক, যে কোন মুহূর্তে গলন বিপর্যয় ডেকে আনতে পাবে।

দুপুরের ছুটির আগে দীপাবলী সতীশবাবুকে ডেকে বলল, 'সতীশবাবু, আমার মনে হয় কিছু দিন আপনার ছুটি নেওয়া উচিত।'

চমকে উঠলেন ভদ্রলোক, 'কেন ?'

উত্তরটা দেওয়া গেল না। কথা ঘোরালো দীপাবলী, 'এই সময় তো কিছু নিয়মকানুনের মধ্যে আপনাকে থাকতে হচ্ছে। সেসব করে চাকবিতে আসলে পরিশ্রম হবে।'

'না। একা বসে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে। এখানে এলে তবু ফাইল পত্তর, পাঁচজন মানুষ দেখে নিঃশ্বাস নিতে পাবি। তবে আপনি যদি আদেশ করেন তাহলে ছুটি নিতে আমি বাধ্য।' মাথা নিচু করে বললেন বৃদ্ধ।

মাথা নাড়ল দীপাবলী, 'ঠিক আছে, যাতে আপনার স্বস্তি হয় তাই করুন।'

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' বৃদ্ধ মাথা নেড়ে দরজাব দিকে এগিয়েই আবার ফিরে দাঁড়ালেন, 'নেখালিব জন্যে যে প্রপোজাল পাঠিয়েছেন সেটা খুব ভাল হয়েছে।'

'লাভ হল না সতীশবাবু। ডি এম বলেছেন একটা পয়সাও পাওয়া যাবে না।'

'সে কি ! মন্ত্রী মহাশয় নিজের মুখে বলে গিয়েছেন সাহায্য দেবেন।'

'আমাব চেয়ে আপনার এই ব্যাপার ভাল বোঝার কথা সতীশবাবু। আপনি তো অনেকদিন ধরে কাজ করছেন ডিপার্টমেন্টে।'

সতীশবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবেন বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। আমি তো ব্রিটিশ আমল থেকে কাজ করছি। তা তারা সহজে প্রতিশ্রুতি দিত না। তবে দিলে অবশ্যই রাখত। ওটাই ওদের চরিত্র ছিল। কিন্তু এর জন্যে আমাদের খুব অসুবিধেয় পড়তে হতে পারে।'

'অসুবিধে কেন ?'

'মেমসাহেব, যারা কখনও কিছু পায়নি, পাওয়ার আশা কেউ দ্যাখ্যায়নি তারা চিরকাল মাথা নিচু করে থাকে। কিন্তু আমরা ওদের মনে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছি পাবে বলে, স্বয়ং মন্ত্রীমশাইকে ওরা চোখে দেখল এখন না পেলে হইচই করতে পারে।'

'বুঝলাম। দেখা যাক।' দীপাবলী গম্ভীর হয়ে গেল। সতীশবাবু ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এবং তারপরেই জিপের আওয়াজ পাওয়া গেল। দীপাবলী ভেতরে যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল, শব্দটা কানে আসামাত্র শক্ত হল। অর্জুন যদি মনে করে যখন ইচ্ছে তখন এলে সে দেখা করবে তাহলে ভুল করছে। অন্তত আজ দুপুরের ছুটির এই সময়ে সে দেখা করছে না। প্রয়োজন হলে অফিসের সময় আসতে বলে দেবে সে সতীশবাবুকে দিয়ে। কিন্তু সতীশবাবু ফিরে এসে বললেন, 'দারোগাবাবু দেখা করতে এসেছেন। বললেন, মিনিট দুয়েকের ব্যাপার।'

দারোগার নাম শুনে অবাক হল সে। লোকটার কথা সে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। সে মাথা নেড়ে বলল, 'আসতে বলুন।'

দারোগা ঘরে এলেন, উল্টোদিকের চেয়ারে বসলেন, বসে হাসলেন।

'কি ব্যাপার, বলুন !'

'আপনার নেখালির মানুষরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে একটা বড় গোলমাল হতে পারে।' দারোগা হাসলেন।

'কিসে মনে হচ্ছে একথা ?'

'মনে হচ্ছে না, আমার কাছে পাকা খবর আছে। পরশুদিন বাইরে থেকে একজন লোক এসেছিল ওখানে। মনে হয় সেই তাতিয়েছে। লোকটি শুনলাম আপনার এখানেই উঠেছিল।' আবার হাসলেন দারোগা।

'আপনি কি বলতে চাইছেন ?' সোজা হল দীপাবলী।

'কিছুই না। তার ওপর কুয়োগুলো অর্ধেক খুঁড়ে বন্ধ রাখা হয়েছে। মানুষ জলের কোন দেখাই পাচ্ছে না। যারা কাজ করছিল তারা নেখালির লোকদের বলে গিয়েছে আপনাদের অনুমতি না থাকায় কুয়ো খোঁড়া বন্ধ হয়েছে।'

'মিথ্যে কথা। ওগুলো অর্জুনবাবু খোঁড়াচ্ছিলেন, আমরা বন্ধ করতে বলিনি।'

'ও। অর্জুন নায়েক। আমার কিছু বলার নেই। আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য তাই জানিয়ে গেলাম। ঝামেলা হলে সদর থেকে ফোর্স আনাতে হবে। আমার যা সম্বল তা দিয়ে কিছু করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। চলি মেমসাহেব, আর বিরক্ত করব না।' উঠে দাঁড়ালেন দারোগা, 'একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি।'

দীপাবলী তাকাল।

'আমার ট্রান্সফার অর্ডার এসে গিয়েছে। বর্ডারে পোস্টেড হয়েছি। স্মাগলার ধরতে হবে। শাপে বর একেই বলে। তাই যাওয়ার আগে আমি এমন কিছু করতে চাই না যা নিয়ে কাগজে লেখালেখি হয়। নমস্কার।' দারোগা চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দীপাবলী। মন্ত্রীর কোপনজরে পড়ে লোকটা যাতে আরও অসৎ হতে পারে তার রাস্তা খুঁজে পেল। অদ্ভুত শাসনব্যবস্থা। কিন্তু দারোগা যা বলল তা যদি সত্যি হয়—। সতীশবাবুকে ডাকতে গিয়ে থমকে গেল সে। যে লোকটাকে শোকের কারণে সে ছুটি নিতে বলেছে তাকে ডেকে কাজ চাপানো কি উচিত হচ্ছে ? এক মুহূর্ত চিন্তা করে দীপাবলী বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল সতীশবাবু যাওয়ার জন্যে তোড়জোড় করছেন।

পিওন দরজা বন্ধ করার জন্যে তৈরী। সে সতীশবাবুকে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই সব কথা শুনতে পেয়েছেন। আমি ভাবছি বিকেলে একবার নেখালিতে যাব।'

'কখন ?' সতীশবাবু ঝাপসা চোখে তাকালেন।

'একটু রোদ মরলে, পাঁচটা নাগাদ।'

'সাড়ে চারটেতে বেরুলে সন্ধের আগে ফিরে আসা যায়। আমি ঠিক ওই সময়ে চলে আসব যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

'আপনি এই অবস্থায় যাবেন ?'

'আমাকে কাজ করতে দিন মা !'

দীপাবলী চমকে উঠল। এখানে আসার পর থেকে সতীশবাবু তাকে সবসময় সম্মান দেখিয়েছেন দূরত্ব রেখে। মেমসাহেব শব্দটি বলার সময় যথেষ্ট সম্ভ্রম দেখিয়েছেন। কিন্তু কখনও মা বলে ডাকেননি। সচরাচর কেউ তাকে মা বললে, অন্তত চাকরির ক্ষেত্রে মা ডাক শুনতে তার যথেষ্ট আপত্তি আছে। কিন্তু এখন এই সময় দীপাবলীর মনে হল সতীশবাবু যেন শব্দটির প্রকৃত অর্থের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। সে তাই না বলে পারল না, 'ঠিক আছে আসবেন।'

কাল রাতে লক্ষ্য করেনি, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই দীপাবলী বুঝতে পেরেছে তিরির মেজাজ ভাল নেই। গম্ভীর মুখে সব কাজকর্ম করছে। কোন কোন জিনিস দুবার বলতে হচ্ছে। গত রাত্রে সতীশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরেছিল। উৎসুক তিরি হয়তো শমিতের শরীরের অবস্থা জানতে চেয়েছিল। সতীশবাবুর সামনে সেসব কথা তোলার ইচ্ছে হয়নি দীপাবলীর। তা ছাড়া কাজের লোকের কাছে আগবাড়িয়ে শমিতের চিকিৎসার গল্প করতেও ইচ্ছে হয়নি।

দুপুরের ছুটিতে ঘরে ঢুকে সে তিরিকে খাবার দিতে বলতে গিয়ে মন পাল্টালো। ধারে কাছে ছিল না মেয়েটা, গলা তুলে সে ডাকল, 'তিরি !'

একটু বেশী সময় পরেই যেন তিরি দরজায় এসে দাঁড়াল। মুখ চোখ শাড়ির ভাঁজে যেন আলস্য মাখামাখি। মুখ বেশী শুকনো। দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ?'

'কার ?'

'তোর ?'

'কিছু না !' তিরি মুখ ফেরাল।

'শোন, নেখালিতে ঝামেলা পাকাতে পারে এমন কাউকে চিনিস ?'

'ঝামেলা ?' সত্যি হকচকিয়ে গেল তিরি।

'হ্যাঁ, এই ধর সবাইকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া, দল তৈরী করা, এসব কে করতে পারে ওখানে ? তুই তো সবাইকে চিনিস তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'আমি কি করে বলব !'

'আশ্চর্য ! ওখানে জন্মেছিস তুই আর জানিস না ?'

'আমি তো অনেকদিন ওখানে থাকি না।'

কথাটা সত্যি কিন্তু দীপাবলীর মনে হল তিরি ইচ্ছে করেই তার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। সে বিরক্ত গলায় বলল, 'খেতে দে।'

চা-বাগানে থাকার সময় বাড়িতে পোস্তর চল ছিল না। আশেপাশেও কেউ খেত বলে কখনও শোনেনি। কিন্তু এখন কলাই ডাল আর পোস্ত প্রায় নিয়মিত মেনু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিরি পোস্তটা ভালই রাঁধে। একটা দিশি দিশি গন্ধ বের হয় যার টানে অনেকটা ভাত খাওয়া

যায়। আজ মাছ ডিম ছিল না। মাছ তো পাওয়া যায় কালেভদ্রে। তাও চালানি। ডিম বা মাংস রোজ খেতে ভাল লাগে না। মাংস কাটা হয় দুদিন। পোস্ত ভাজা দিয়ে ডালভাত খেয়ে দীপাবলী বিছানায় ফিরে এল। এই সময় তার মনোরমার কথা খুব মনে পড়ে। অনেকদিন চিঠি লেখা হয়নি। আজ চিঠি লিখতে বসল সে। সামান্য দুচারটে কথা। নিজেরটা বলার চেয়ে মনোরমার খবর জানার আগ্রহই তাতে বেশী।

লেখা শেষ হলে দীপাবলী দেখল তিরি খেয়ে দেয়ে বাইরের ঘরে যাচ্ছে, সম্ভবত সেখানেই শোবে সে। দীপাবলী বলল, 'আজ আর হাসপাতালে গেলাম না, ডক্তারবাবু বললেন, দাদাববুর কোন বিপদের ভয় নেই।

তিরি দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কাল তোমার সঙ্গে কথা বলেছে ?'

'হ্যাঁ। বিকেলে তো ভালই দেখে এলাম ' বলতে বলতে সে লক্ষ্য কবলো তিরির মুখের চেহারা সহজ হয়ে যাচ্ছে। খুব অবাক লাগল। তিরি মেঝের দিকে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কবে ফিরে আসবে দাদাবাবু ?'

'শরীর একদম ঠিক হলে ফিরবে। এই রোদ লাগিয়েও যে বেঁচে গেল তা ভাগ্যে লেখা ছিল বলেই।'

'শুধু রোদ লাগিয়েছে নাকি ? দিনভর মদ খেয়েছে।'

'মদ মানে, দিশি মদ ?'

'তাই তো খায় সবাই। মাতলি বলে একটা বিধবা আছে, তার ঘরেই তো বসে ছিল সবাই। মাতলি কে জানো ?'

'না।'

'যে তোমাকে এসে ভাল ভাল কথা বলে তার সঙ্গে ছিল এতদিন, এখন গরিব মেয়েগুলোকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে যায় বাবুর কাছে।'

'তুই এত কথা জানলি কি করে ?'

'জানি।'

'মাতলির ঘরে দাদাবাবু গেল কি করে ?'

'সবার তো হাড়জিরজিরে চেহারা। বাবুর পয়সায় মাতলির গতর ভাল। বয়স হয়েছে বোঝা যায় না। পুরুষ মানুষকে টানবেই। সপ্তাহে একদিন এসে নেখালিতে থাকে ধান্দার জন্যে। মরবি তো মর দাদাবাবুও ওইদিন গিয়েছিল।'

'কিন্তু তুই এত কথা বলছিস, কেউ এসেছিল নেখালি থেকে ?'

'হ্যাঁ।'

'কে ?'

'কে আবার, ওই মাতলি।'

'এখানে এসেছিল ?'

'হ্যাঁ। দাদাবাবুকে নিয়ে তুমি হাসপাতালে যওয়ার কিছুক্ষণ পরে মাথায় টোকা দিয়ে এসেছিল। ওই রোদ বলে দরজা খুলেছিলাম।'

'কি জন্যে এসেছিল ?'

'কি জন্যে আবার, জানতে।'

'জানতে ! কি জানতে ?'

দাদাবাবু তোমার কে হয়।'

'তুই কি বললি ?'

'বললাম আত্মীয়। তা জিজ্ঞাসা করল কি রকম আত্মীয়, কাছের না দূরের ? আমি বললাম একেবারে নিজের মামাতো ভাই। না বললে তো ওর পেট খালি থাকতো। জিজ্ঞাসা করলাম ওর এসব খবরে কি দরকার। তা হেসে বলল, কখন কি কাজে লাগে কে বলতে পারে। দারোগাবাবু নাকি লোক পাঠিয়ে জানতে চেয়েছে তার ঘরে কে ছিল ? একদম মিথ্যে কথা। আসলে খবরটা ও দেবে অর্জুনবাবুকে। ডাইনিটা সেই জন্যে এসেছিল।'

'কখন গেল ?'

'আমি যখন চেঁচামেচি করলাম।'

'চেঁচামেচি কেন করতে হল ?'

'বাঃ করব না ? আমাকে বলে কিনা, বাবুদের ঘরের খেয়ে শরীরটাকে কি সাজিয়ে রেখেছিস তিরি ? অর্জুনবাবুর তোকে দেখে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কেন এখানে ভাত কাপড়ের জন্যে পড়ে আছিস। তুই একবার রাজি হলে গেলে রানীর মত থাকতে পারবি। এটা শুনে আমি চুপ করে থাকব ?'

প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল দীপাবলীর, 'ঠিক আছে, আমি অর্জুনবাবুর সঙ্গে কথা বলব।'

সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল তিরি, 'না, না, কক্ষনো বলো না।'

'কেন ?' কপালে ভাঁজ পড়ল দীপাবলীর।

'তোমার সঙ্গে যে ভাল ব্যবহার করে তাকে তাই করতে দাও। তাহলে চট করে খারাপ করতে পারবে না।'

'খারাপ ব্যবহার যে কববে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ?'

মাথা নাড়ল তিরি, 'না, করবে না।'

'আমি সরকারি চাকরি করি বলে ?'

'না, না ! লোকটার কত পয়সা, কলেজে পড়েছে, ইচ্ছে করলেই শহর থেকে সুন্দরী বউ আনতে পারে। কিন্তু বিয়ে করবে না। ওর নজর সবসময় নিচু জাতের মেয়েদের দিকে। মাতলি বলে মেয়ে ফরসা হলে নাকি ওর মনে ধরে না। তাই তোমার কোন ক্ষতি করবে না।'

চুপ করে বসে রইল দীপাবলী। এসব কথাবার্তার সঙ্গে তার দেখা অর্জুনের চেহারাটা কি মিলছে ? গত রাত্রের নির্জন রাস্তায় অর্জুন মদ খেয়েও তাকে তো কোন অসম্মান করেনি। সেটা কি সে নিচুতলার মেয়ে নয় বলেই ? এমন অদ্ভুত চরিত্রের কথা সে কখনও শোনেনি।

দীপাবলী বলল, 'আজ বিকেলে নেখালিতে গেলে মাতলির দেখা পাব ?'

'না। ও অবার হাটতলায় চলে গিয়েছে।'

'হাটতলায় ?'

'হ্যাঁ, ওখানে অর্জুনবাবু ওর ঘর করে দিয়েছে। কিন্তু নেখালিতে কেন যাবে তুমি ?' তিরি এগিয়ে এল।

'ওখানে নাকি কিছু লোক ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করছে।'

'কেন ?'

'সেটাই জানতে হবে। তুই তো কিছু বললি না কে ঝামেলা পাকাতে পারে।'

'ওখানকার ছেলেদের সর্দার হল মিঠাই। অর্জুনবাবুর লোক।'

'মিঠাই। কি করে লোকটা ?'

'অর্জুনবাবুর কাছে কাজ করে। দাদাবাবুর সঙ্গে সারাদিন মিঠাই ছিল। আচ্ছা দিদি,

দাদাবাবু এমন ভুল কেন করল বল তো ? কেন সারাদিন মাতলির ঘরে বসে মদ খেতে গেল !' ঝর ঝর কেঁদে ফেলল তিরি।

এতক্ষণ যা ছিল ছড়ানো ছিটানো, চোখ উপচে জল পড়তে দেখে তা হল জমাট। শমিত সম্পর্কে দুদিন দেখেই তিরি কেন এত সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল ? শমিতের একটা আকর্ষণ আছে যা শিক্ষিত মেয়েদের আকর্ষিত করে। জীবন নকল করে বড় হয়ে ওঠা তিরির তাতে শুধু ভয় পাওয়ার কথা। এমন কোন অবকাশ খুব বেশীক্ষণের ছিল না যাতে তিরি মোহিত হতে পারে। আর এইটুকু ভাবলেই শরীর গুলিয়ে উঠল দীপাবলীর। শমিত আর যাই হোক নিজের রুচি এত নিচে নামাবে না। সে অন্তত নিজে প্রশ্রয় দেবে না। ছিল তো একটা রাত আর আধখানা দিন। আধখানাও নয়। তার মধ্যে সময় পাওয়ার কথাও নেই। কিন্তু এই চোখের জল দীপাবলীর সব হিসেব গুলিয়ে দিল।

সে নিজের মুখেও কিছু প্রশ্ন করতে পারছিল না অথচ জানবার জন্যে ছটফটানি শুরু হয়ে গেল। দীপাবলীর কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে তিরি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল দ্রুত পায়ে। হয়তো কান্নার জন্যে ওর লজ্জা হয়েছিল। দীপাবলী নিজেকে বোঝাবর চেষ্টা করল, সে হয়তো খামোকা নীচে নামছে। এমনই হওয়া স্বাভাবিক, মেয়েটা খুব নরম মনের, চোখের সামনে একটি সুস্থ মানুষকে অসুস্থ হতে দেখে নিজেকে সামলাতে না পেরে চোখের জল ফেলেছে।

অথচ সারাটা দুপুর একমুহূর্ত মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় থাকল না। বিকেল হবার আগেই তৈরী হয়ে নিল সে। চা নিয়ে এল তিরি। দীপাবলী বলল, 'কাল আমি দাদাবাবুর জিনিসপত্র নিয়ে শহরে যাব।'

'কেন ? দাদাবাবু তো এখানেই ফিরে আসবে।'

'না। সে তার কাজে চলে যাবে।'

'কিন্তু দাদাবাবু তো এখানে অনেকদিন থাকবে বলেছে।'

'কখন বলল তোকে ?'

'সকালবেলায় তুমি যখন অফিসে ছিলে।'

'আর কি কথা হয়েছে তোর সঙ্গে ?'

তিরি মুখ নামাল। দীপাবলীর মনে হল মেয়েটা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে। সে খুব সহজ গলায় বলল, 'তিরি, তুই ঠিক করে বল সেদিন সকালে কি হয়েছিল ?'

হঠাৎ দীপাবলীর পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তিরি। সামলাতে না পেরে সরে যাওয়ার সময় কাপ থেকে চা পড়ল চলকে প্লেটে, প্লেট থেকে মাটিতে, তিরির চুলেও। রাগত গলায় দীপাবলী বলে উঠল, 'কি করছিস তুই ?'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল তিরি, 'আমার জন্যে, আমার জন্যে দাদাবাবুর এই অবস্থা হল। আমি না বলেছিলাম বলে মাতলি দাদাবাবুকে ঘরে নিয়ে যেতে পারল। তুমি আমার ওপর রাগ করো না দিদি, আমাকে তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিও না। তাহলে আমি মরে যাব।'

ততক্ষণে দীপাবলী চায়ের কাপ নামিয়ে রেখেছে। নিজের দুটো কান কি তার সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করল ? সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠল তার। টলতে টলতে বাইরের ঘরের চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল। শমিত। শমিত তার বাড়িতে এসে একটু সুযোগ পেয়েই একটি অশিক্ষিত কাজের মেয়েকে কামনা করেছিল। এত শরীরসর্বস্ব মানুষ ! কত বড় বড় কথা, জীবন সম্পর্কে গম্ভীর আলোচনা সব মেকী ! একই লোক নির্জন দুপুরে তাকে কামনা

করেছে আবার তিরির মত রক্তমাংসের তালকে আকাঙ্ক্ষা করতে একটুও পিছপা হয়নি। দীপাবলীর মনে হল মেয়েটাকে এই মুহূর্তে তাড়িয়ে দেয়। সে উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল মেয়েটা তেমনি মেঝেতে পড়ে কাঁদছে। হঠাৎ মনে হল শমিতের সঙ্গে ওর ঠিক কি কথা হয়েছিল তা জিজ্ঞাসা করা হয়নি। শমিতের কোন চাহিদায় ও না বলেছিল তা অনুমান স্পষ্ট কিন্তু উচ্চারণে নয়। আর এই প্রশ্ন সে বেঁচে থেকে তিরিকে করতে পারবে না। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটা অপত্তি করেছিল। এখন যদিও ও সেই কারণে আফসোস করছে কিন্তু আপত্তি করাটাই ওর এ বাড়িতে থাকার পক্ষে যোগ্যতা বাড়িয়েছে। এই সময় বাইরের দরজায় কড়া নড়ল। সে তিরিকে বলল, 'আমরা বেরুচ্ছি, দরজা বন্ধ করে দে। আমি না এলে কখনও খুলবি না।'

সতীশবাবু ছাতি মাথায় বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। দীপাবলীকে বেরিয়ে আসতে দেখে যেন চমকে উঠলেন, 'আপনার কিছু হয়েছে ?'

সামলে নিতে চাইল দীপাবলী, 'না, না তো।' সতীশবাবু কিছু বললেন না। দীপাবলী নিজের ছাতা খুলল। রোদের তেজ এখনও মরেনি। অথচ রোদ মরতে আর এক ঘণ্টাও দেরি নেই। চুপচাপ ওরা মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে লালগ। বুকের মধ্যে একটা গরম বাতাস কেবলই পাক খাচ্ছে। নিজেকে প্রচণ্ড প্রতারিত বলে মনে হচ্ছে এখন। হঠাৎ একটা কাঁপুনি এল। জন্মাবার পর থেকেই ঈশ্বর নামক ব্যক্তিটি তাকে নিয়ে অদ্ভুত খেলা খেলছেন। প্রতিটি স্তরে তাকে আঘাত দিয়েও সেই ভদ্রলোকের উৎসাহ কমছে না। দেখা যাক আর কি অপেক্ষা করে আছে বাকি জীবনে।

দূরের রাস্তায় ধুলোর ঝড় উঠেছে। সতীশবাবু সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু দাঁড়ান। মনে হচ্ছে আমাদের জন্যেই দারোগাবাবুর জিপ আসছে।'

'দারোগাবাবুর জিপ বুঝলেন কি করে ?'

'এখানে জিপ আছে তাঁর আর অর্জুনবাবুর। তিনি এত আস্তে চালান না।'

জিপটা সামনে এসে দাঁড়াতেই দারোগাবাবু নেমে এলেন, 'নমস্কার ম্যাডাম, আপনি কি নেখালিতে যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ।' দীপাবলী মাথা নাড়ল।

'তাহলে চলুন, আমিও ওখানে যাচ্ছি।'

'ভালই হল, চলুন। আসুন সতীশবাবু।' দীপাবলী এগিয়ে গেল।

জিপ চালু হলে দারোগা বললেন, 'মানুষগুলো খুব নিরীহ ছিল বুঝলেন, কিন্তু পরশু আপনার আত্মীয় এসে, কিছু মনে করবেন না, মাথা খারাপ করে দিয়ে গেল ওদের।'

'আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে ?'

'প্রমাণ মানে মানুষের কথাবার্তা। আজ মাতলি বলে নেখালির একটা মেয়ে যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছে তা থেকেই ব্যাপারটা স্পষ্ট।'

হঠাৎ দীপাবলী বলল, 'তাহলে লোকটাকে অ্যারেস্ট করছেন না কেন ?'

'না, মানে, উনি তো আপনার কাছে ছিলেন— ।'

'তাতে কিছু এসে যায় না। ভদ্রলোক অসুস্থ অবস্থায় সদর হাপাতালে আছেন। স্পেসিফিক অভিযোগ থাকলে আপনি অ্যাকশন নিন।'

'কিন্তু উনি আপনার আত্মীয়— ।'

'দেখুন, অন্যায় করে আমার আত্মীয় বলে কেউ পার পেতে পারে না।'

দারোগা নড়ে চড়ে বসলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।'

দূর থেকে জিপ দেখতে পেয়েই বোধহয় নেখালির লোকজন জড়ো হতে আরম্ভ করেছিল। জিপ থেকে নামামাত্র প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল, সম্ভবত দারোগা সঙ্গে আছেন বলে। কিন্তু তারপরই একটা লোক যেই চেঁচানো শুরু করল অমনি সবাই গলা মেলালো। পরিষ্কার গালাগালি দিতে শুরু করল ওরা। যা সহজ করে বললে দাঁড়ায়, আমরা কি রাস্তার কুকুর যে খাবারের লোভ দেখিয়ে কেড়ে নেবে? মন্ত্রীকে নিয়ে এসে বড় বড় কথা বলা হচ্ছিল। মেয়েছেলে মাথার ওপর উঠলে বোঝা যায় সে কাছা দেয়নি। তিনদিনের মধ্যে সব কুয়ো খুঁড়ে দিতে হবে, সাতদিনের মধ্যে টিউবওয়েল বসাতে হবে নইলে আমরা ব্লক অফিস ঘেরাও করব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দীপাবলী সতীশবাবুকে বলল, 'চলুন তো, কতখানি কুয়ো খোঁড়া হয়েছে দেখে আসি।' সতীশবাবু মাথা নেড়ে এগিয়ে যেতেই সেই লোকটা কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে পথ আটকালো, 'এই মেয়েছেলের চাকর, আগে কথা দিতে বল তোমার মেমসাহেবকে তারপর এই গ্রামে হাঁটবে।'

সতীশবাবু জবাব দেবার আগেই দীপাবলী জানতে চাইল 'কি বলতে চাও?'

'কি বলব জানেন না? কেন ওই কুয়োগুলো খোঁড়া বন্ধ করলেন?'

'বন্ধ আমি করিনি, অর্জুনবাবু করেছেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি বাধা দিয়েছেন বলে উনি বন্ধ করেছেন। আপনি বলেছেন সরকারি টাকায় কুয়ো, নলকূপ হবে। সেজন্যে কুয়ো খোঁড়া হল না আমরা জলও পেলাম না। কবে সরকার পয়সা দেবে?'

দীপাবলী জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল। সরকার এখনই পয়সা দেবে না একথা এদের বলা অসম্ভব। কিন্তু অর্জুন নায়েক কি চাল চালল? সে নিচু গলায় বলতে পারল, 'একটু সময় লাগবে।'

'মিথ্যে কথা। নেখালিতে কোনদিন কিছু করেনি সরকার, কোনদিন করবে না।'

'কিন্তু আমি তো কিছু করতেই চেয়েছি।'

'না। আপনি ফালতু নাম কিনতে চেয়েছেন। মন্ত্রীকে এনে আমাদের দেখিয়ে প্রমোশন পেতে চেয়েছেন। চলে যান এখান থেকে!'

'তোমার নাম মিঠাই?' আচমকা প্রশ্ন করল দীপাবলী।

লোকটা হকচকিয়ে গেল, 'হ্যাঁ।'

'পরশুদিন শহরের বাবুর সঙ্গে সারাদিন এখানে মদ খেয়েছো?'

'কে বলল?'

'সেই বাবু তোমাদের এসব কথা শিখিয়েছে?'

'এটাই তো ঠিক কথা।'

'অর্জুন নায়েকের লোক তুমি। তুমি জানো না অর্জুনবাবু কেন কুয়ো খোঁড়া বন্ধ করেছে? কেন এদের ক্ষতি করছ তুমি?'

লোকটা মিইয়ে যাচ্ছিল। তার সমস্ত শক্তি সে ইতিমধ্যে খরচ করে ফেলেছে। হঠাৎ দারোগা বললেন, 'ম্যাডাম, সরকার কি এদের জন্যে এখনই ওসব জিনিসের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'না।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। দারোগা ব্যস্ত হলেন, 'চলুন ম্যাডাম, এখানে থাকা আর ঠিক হবে না।'

এমনকি সতীশবাবুও বললেন, 'এদের উত্তেজনা না কমা পর্যন্ত কথা বলা যাবে না।'

পুরোটা পথ নির্বাক ফিরে এল দীপাবলী। নামিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার সময় দারোগা বললেন, 'তাহলে আমি এস পি-কে জানাই ব্যাপারটা ?'

'জানান।' দীপাবলী দরজায় ধাক্কা মারতেই তিরি সেটা খুলল। সতীশবাবু তখনও দাঁড়িয়ে। তাঁর দিকে তাকিয়ে দীপাবলী বলল, 'অমার পক্ষে আর এই চাকরি করা সম্ভব নয় সতীশবাবু, আমি রেজিগনেশন দেব।'

'মেমসাহেব চাকরিতে এমন হয়।'

'হয় হোক। ভাল করতে গিয়ে বদনাম নিতে রাজি নই। অনেক হয়েছে। আপনি এখন বাড়ি যান।' ভেতরে চলে গেল সে। তারপর কাগজ কলম বের করে নিজের পদত্যাগপত্র লিখল গুছিয়ে। এই দেশের প্রশাসনব্যবস্থাকে তীব্র আক্রমণ করল সে। হ্যারিকেনের আলোয় নিজের নাম সই করে চেযারে শরীর এলিয়ে দিতেই তিরি এসে দাঁড়াল সামনে, 'দরজা কি খুলব ?'

'কেন ? কে এসেছে ?' বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল দীপাবলী।

নিচু স্বরে তিরি জবাব দিল, 'দাদাবাবু !'

॥ ১০ ॥

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না দীপাবলী। চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'কোন দাদাবাবু ? কি বলছিস তুই ?'

'হ্যাঁ ; ওই দাদাবাবু, হাসপাতাল থেকে এসেছে, আমি জানলা দিয়ে দেখলাম।' তিরির মুখে কি খুশী ? কিন্তু গলার স্বর যেন সারাদিনের থেকে আলাদা। দীপাবলী বলল, 'তুই রান্না করতে যা, আমি দেখছি।'

'আমার রান্না হয়ে গিয়েছে।' তিরি মাথা নাড়ল।

'ওঃ। তুই ভেতরে যা।' তিরি যতক্ষণ ভেতরের উঠোনের দিকে চলে না গেল ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দীপাবলী। তারপর শব্দ করে পা ফেলে বাইরের ঘরের বন্ধ দরজার কাছে এসে গলা তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কে ওখানে ?'

'আমি, শমিত।' স্বরে দুর্বলতা স্পষ্ট, 'আর দাঁড়াতে পারছি না।'

দরজা খুলল দীপাবলী, তারপর গম্ভীর গলায় জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার ?'

দুদিনেই লোকটার চেহারা পাল্টে গিয়েছে। তবু হাসার চেষ্টা করল, 'এলাম।'

'কেন ? এখানে কেন ?'

'মানে ?'

'আমি বলে এসেছিলাম অন্য কোথাও চলে যেতে।'

'ও। কিন্তু আমার জিনিসপত্র তো পড়ে আছে এখানে।'

'সেটা আগামীকাল হাসপাতালে পৌঁছে যেত।'

'আগামীকাল তো আমাকে হাসপাতালে পেতে না।' শমিত এগিয়ে এল, 'আমি আজ দুপুরেই হাসপাতাল থেকে চলে এসেছি।'

'চলে এসেছেন মানে ? ওরা আপনাকে ছেড়ে দিল ?'

'না। নিজে নিজেই চলে এলাম।'

'সেকি ! পালিয়ে এসেছেন ?'

'আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। কিন্তু এখন— ।'

'এখন কি ?'

'একটু না বসতে পারলে—, শরীর ঠিক লাগছে না। আমি বুঝতে পারছি ঠিক করছি না, হয়তো ভিলেনের মত আচরণ করছি, কিন্তু করে ফেলার পর তো আর শোধরানো যায় না।'

'ঠিক আছে, ভেতরে আসুন, এই ঘরেই থাকবেন। কিন্তু আজকের এই রাতটা। কাল সকালে আপনাকে এখনে দেখতে চাই না আমি।' দীপাবলী সরে দাঁড়াল। কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে ঢুকে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে একটু হাঁপালো শমিত। দীপাবলী যখন দরজা বন্ধ করছে তখন শুনতে পেল, 'কেন ?'

'আমার ইচ্ছে।'

'কিন্তু আমি তো কোন অন্যায় করিনি।'

উত্তর না দিয়ে শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে দীপাবলী বলল, 'আমি লোক্যাল থানায় খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসাটা অপরাধ।'

'আশ্চর্য। থানায় খবর দেবার কি হয়েছে। আমি তো সকালেই চলে যাচ্ছি।'

দরজা বন্ধ করতে গিয়েও পারল না দীপাবলী। ভদ্রতা শেষতক আড়াল করল। ঘরে ঢুকে খানিক আগে লেখা পদত্যাগপত্রটা যত্ন করে রেখে দিল। আসলে ও এখন কি করবে বুঝতে পারছিল না। সে ভেতরের দরজার দিকে তাকাল, তিরিকে দেখা যাচ্ছে না।

'দীপা, দীপা !'

দীপাবলী এগিয়ে গিয়ে মাঝখানের দরজায় দাঁড়াল, 'প্লিজ, আপনি আমার নাম ধরে ডাকবেন না, আমার নিজেকে অপবিত্র লাগছে।'

'যাঃ বাবা। কি ফিল্ম করছ বল তো ?'

'ফিল্ম ?'

'অফকোর্স। আমি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম, সত্যি কথা হল আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সকালে মনে হল বেশ ভাল আছি কিন্তু নার্সকে বলে কাজ হল না তাই চলে এসেছি। মানছি না বলে আসা ঠিক হয়নি কিন্তু তাই বলে তুমি বাংলা-ফিল্মী সংলাপ বলবে, এ কেমন কথা !'

'আমি কিছুই বলতে চাই না। আপনি আপনার মত আজকের রাতটা থাকুন। কিন্তু দোহাই, আমাকে আর জ্বালাতন করবেন না !'

'আমি কথা বলা মনে তোমাকে জ্বালাতন করা ?'

'এই সরলসত্য না বোঝার তো কোন কারণ নেই !'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না।'

'সেটা আপনার সমস্যা।' দীপাবলী চলে এল দরজা থেকে। এসে নিজের খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। মিনিট দশেক চুপচাপ। পায়ের শব্দ হল। তিরি খাটের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'খাবার দেব ?'

'না। আর খাবার ইচ্ছে নেই। তুই খেয়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়।'

কথাগুলো শোনার পরেও খানিক দাঁড়িয়ে তিরি ভেতরে চলে গেল। এবং তখনই বইরের ঘর থেকে ডাক ভেসে এল, 'দীপা, দীপা, এই দীপা !'

শুয়ে শুয়েই গলা তুলল দীপা, 'বলুন !'

'এভাবে কথা বলা যায় ? আমি কি ভেতরে যাব ?'

দীপাবলী উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'কি বলছেন ?'

'আমার খুব খিদে পেয়েছে।'

'আর কিছু ? যা বলার একবারে বলে ফেলুন।'

'না, মানে, ও বুঝতে পেরেছি। আমি সারাদিন গ্রামে কাটিয়েছিলাম বলে তুমি রাগ করেছ ? আমি দুঃখিত, তোমাকে সত্যি বলছি, দুঃখিত !'

'চমৎকার। আর কিছু ?'

'ওঃ। তুমি এভাবে কথা বলছ কেন ?'

'আপনি আমাকে কি ভাবেন বলুন তো ?'

'পরে বলছি। আগে কিছু খেতে দেবে ?'

ঠোঁট কামড়াল দীপাবলী। তারপর ভেতরের ঘরে ফিরে এসে চিৎকার করে তিরিকে ডেকে বলল, 'আমার খাবারটা বাইরের ঘরে দিয়ে আয়।'

ঘরের কোণে একটা চেয়াব টেনে বসে পড়ল সে। এখন ব্যাপারটাকে উপদ্রব বলে মনে হচ্ছে। শমিত ইচ্ছে করেই তাকে জ্বালাতে এসেছে। কোন অপমান গায়ে না মেখে এমন ব্যবহার করার ছেলে ও ছিল না। মানুষ পাল্টায়। কিন্তু কতখানি ?

ভেতর থেকে এক হাতে থালা আর অন্য হাতে জল নিয়ে তিরি আড়ষ্ট পায়ে বেরিয়ে এল। দীপবলীর চোখের সামনে দিয়ে বাইরের ঘরে গেল এবং পলক পড়বার আগেই সেগুলো নামিয়ে রেখে ফিরে এল। এই আসাটা চোখে ঠেকল, একদমই স্বাভাবিক নয়। কিছু করার নেই। একটা রাতের জন্যে অত্যাচার মেনে নিতেই হবে। কিন্তু গত পরশু ডাক্তারকে চিন্তিত দেখেছিল সে। ভদ্রলোক উত্তেজনা এড়াবার জন্যে তাকে দেখা করতে নিষেধ করেছিলেন। পরশু দুপুর শমিতের শরীরের দুরবস্থার কথা সে নিজে ভাল করে জানে। সেই মানুষ কি করে পরের দিনই এতটা পথ একা পাড়ি দিয়ে এল। হয়তো প্রচণ্ড অসুস্থ এখনও এবং সেটা বুঝতে দিচ্ছে না। হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গেল সে। শমিত যদি এখানে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমন কি মরেও যায় তাহলে কি হবে ? একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া থেকে সে নিজেকে সরাতে পারবে ? ভাবনাগুলো মাথার ভেতরে কেবলই ঘাই মারতে লাগল কিন্তু সমাধানের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। আর এইসময় দীপাবলী আবিষ্কার করল, না, শমিতের সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র দুর্বলতা নেই। থাকলে আর যাই হোক ওর মৃত্যুচিন্তা করত না সে।

চোখ বন্ধ করে বসেছিল, পায়ের শব্দ এবং সেইসঙ্গে গলা কানে এল। কথা বলতে বলতে শোওয়ার ঘরে চলে এসেছে শমিত, 'আমার যে একটু বাথরুমে যাওয়ার দরকার।'

হ্যারিকেনের আলোতেও এখন স্পষ্ট লোকটা অসুস্থ। সে হাত নাড়ল, মুখে কিছু বলল না। শমিত ভেতরে চলে গেল। ওর হাঁটার ভঙ্গী ভাল নয়। তারপরেই ভেতর থেকে গলা শুনল, তিরি ব্যস্ত হয়ে বলছে, 'না, না, এদিকে, এদিকে।'

'ও, দিক ভুল হয়ে গিয়েছিল।' শমিতের গলা পাওয়া গেল, 'একটু আলো দেখাও সব যে ঘুটঘুটে অন্ধকার।'

মিনিট তিনেক বাদে শমিত ফিরল। একা একাই। ঘরে ঢুকে বলল, 'খেয়ে দেয়ে বেশ ভাল লাগছে। হ্যাঁ, এখন বল, আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করছ ?'

'তুমি বাইরের ঘরে গিয়ে বসো, আমি আসছি।' শক্ত গলায় বলল দীপাবলী।

'ও, আচ্ছা।' শমিত যেন মেপে মেপে পা ফেলল।

মিনিট তিনক বাদে দীপাবলী উঠল। দরজায় গিয়ে দেখল শমিত গা এলিয়ে দিয়েছে। তাকে দেখেও উঠে বসার চেষ্টা করল না, হাসল।

'তোমার শরীর কেমন আছে এখন ?'

'ভাল, খুব ভাল।' শমিত হাত নাড়ল।

'কি জিজ্ঞাসা করছিলে ?'

'আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছ কেন ?'

'তোমার সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করব বলে আশা কর ?'

'আশ্চর্য! বন্ধুর মত। আমি তো ক্ষমা চেয়েছি।'

'ক্ষমা ? দ্যাখো শমিত, আমার জীবনে অনেকেই যে ঘটনা ঘটিয়েছেন তার জন্যে পরে ক্ষমা চেয়েছেন। ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটায় এখন আর কোন চমক নেই আমার কাছে। তুমি আমার এখানে এসেছিলে কেন ?'

'সঠিক জবাব দিলে এই রাত্রে বের করে দেবে না তো ?'

'আমি কথা দিতে পারছি না।'

'তাহলে আমি রিস্ক নেব না।'

'ভাল। আজ রাত্রে আমার এখানে এমন কাণ্ড করো না যা আমাকে এমন কঠোর হতে বাধ্য করবে। তিরির সঙ্গে তুমি কথা বলবে না যতক্ষণ এখানে আছ। ব্যাপারটা ভাবতেই আমার ঘেন্না লাগছে।'

'মানে ?' শমিত বলল, 'তিরি আবার এর মধ্যে এল কেন ?'

'তুমি তিরির সঙ্গে কি ব্যবহার করেছ জানো না ?'

'জানি।'

'তাহলে ? নির্লজ্জ হবার একটা সীমা আছে শমি।'

'আশ্চর্য। তিরি একজন মহিলা। স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী। অবশ্য সৌন্দর্যের যে সংজ্ঞা আমার কাছে গৃহীত তো তোমাদের কাছে নাও হতে পারে। আফটার অল শী ইজ ডটার অফ সয়েল। এইরকম এক বন্য এবং সহজ মহিলাকে আমি প্রস্তাব করেছি সে যদি আমাকে বিয়ে করে তাহলে আমি খুব গর্বিত হব।'

'বিয়ে ?'

'হ্যাঁ ? তিরিকে আমি এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম।'

'তুমি তিরিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে ?' যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না দীপাবলী।

'চেয়েছিলাম কিন্তু ও আমাকে রিফ্যুজ করেছে। খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাকে কেউ আর অ্যাকসেপ্ট করে না।'

'শমিত, তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছো ?'

'নো। পাগল কেন হব ? এখানে কেন এসেছিলাম জিজ্ঞাসা করছিলে না ? হ্যাঁ। তোমার কথা কখনই আমি ভুলতে পারিনি। মায়াকে নিয়ে সন্দেহ করেছিলে। সন্দেহটা যে একদম খামোকা ছিল তা আমি বলছি না। কিন্তু মায়াও আমাকে ছেড়ে সুদীপের সঙ্গে ঘর বাঁধল। একা একা, শুধু নাটক করা, দল ভেঙ্গে নতুন দল গড়ে আবার নাটক করতে করতে আমি ক্রমশ হাঁপিয়ে পড়ছিলাম। আর তখন তুমি আমাকে টানছিলে। শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে চলে এলাম তোমার কাছে। একটা রাতের ব্যবহার থেকে আমি বুঝে গেলাম তোমার জীবনের কোথাও আমি নেই। আর ওই মেয়েটাকে দেখলাম যার মধ্যে বিন্দুমাত্র শহুরেপনা নেই। মনে হল জটিলতাহীন জীবন যাপন করতে পারব ওর সঙ্গে। তাই সেদিন সকালে খুব ভাল ভাবে প্রস্তাবটা দিলাম ওকে। শুনে ও আঁতকে উঠল। যেন কেউ বিষ খেতে দিয়েছে।'

চুপ করল শমিত। ও এখন হাঁপাচ্ছিল। অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল দীপাবলী। দুহাতে মাথা ঢেকে কিছুক্ষণ বসে থেকে শমিত বলল, 'আমার সমস্ত অহঙ্কার চুরমার করে দিল মেয়েটা। আমার প্রস্তাব রিফ্যুজ করেছিল কি বলে জানো, বলেছিল, কোন পুরুষকে নাকি ও সৎ হয়ে স্বামী বলতে পারবে না। ওর কাছে পুরুষ মানেই খারাপ লোক।' শমিত মাথা নাড়ল।

'আর তাই এখান থেকে রোদ মাথায় এত জায়গা থাকতে চলে গেলে নেখালি গ্রামে যাতে সেখানকার মানুষগুলোকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারো!'

'তোমার বিরুদ্ধে?'

'হ্যাঁ।'

'কি যাতা বলছ?'

'কতগুলো প্রতিশ্রুতি রাখতে পারিনি বলে ওরা আজ উত্তেজিত। এই উত্তেজনা তুমি ওদের মধ্যে ছড়িয়েছে। ওদের একত্রিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছ। করোনি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে নয়।'

'তাহলে?'

'এই সিস্টেমটার বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিকদল আর সরকারী আমলারা যে সিস্টেম তৈরী করেছে তার বিরুদ্ধে ওদের বুঝিয়েছি আমি। এর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'এই আলোচনাটি কি তুমি মাতলির সঙ্গে করেছ, একা একা?'

'মাতলি? কে মাতলি?'

'যে বারবনিতাটির ঘরে বসে মদ্যপান করেছ তার নাম জিজ্ঞাসা করার সময় পাওনি বোধহয়।'

'আচ্ছা! হ্যাঁ, মেয়েটি রসালো!'

'বাঃ। তা তাকেও বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারতে। হয়তো সে তোমাকে দুঃখ দিত না।' বিদ্রূপ ছিটকে উঠল দীপাবলীর গলায়।

'দিত। সে গল্প করতে করতে বলেছে এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে যে এখন নাকি তার একটি পুরুষে মন ভরে না।'

'চমৎকার। বিপ্লব-আলোচনা করার কি চমৎকার পরিবেশ।'

'ওরা কি বিদ্রোহ করেছে?'

'নাঃ। ওরা ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য আমি যে কথা দিয়েছিলাম তা যদি রাখতে পারতাম তাহলে সেই লোকটির মোকাবিলা করতে পারতাম।'

'কেউ কথা রাখে না দীপা।'

'আমার নাম তুমি আবার উচ্চারণ করছ?' দীপাবলী ঘুরে দাঁড়াল। জিপের শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে।

শমিত কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে ইশারায় চুপ করতে বলল দীপাবলী। এত রাত্রে আসতে পারেন এ তল্লাটের জমিদারবাবু। কিন্তু সে দেখা করবে না। ভেতরে ঢুকে তিরিকে ডাকল, 'শোন, অর্জুনবাবু এলে বলবি আমার শরীর খুব খারাপ, দেখা করতে পারব না আজ রাত্রে।'

তিরি মাথা নেড়ে বাইরের ঘরে চলে গেল। দরজায় শব্দ নয়, ঘন ঘন হর্ন বাজতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বোধহয় হাল ছেড়ে নেমে এল ড্রাইভার। দরজায় শব্দ করল,

'মেমসাহেব আছেন ?'

তিরি জিজ্ঞাসা করল, 'কে ?'

'আমি ডি এমের "ড্রাইভার।" বাইরে থেকে জবাব এল।

'দিদির শরীর খারাপ, দেখা করতে পারবে না।'

'ও। ওঁকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন ডি এম।'

দীপাবলী নিজে বাইরের ঘরে বেরিয়ে এল, 'তুই ভেতরে যা।'

তিরি চলে গেলে সে দরজা খুলল। প্রৌঢ় ড্রাইভার তাকে দেখতে পেয়ে সেলাম করল, 'চিঠি মেমসাহেব।' পিওন বই এগিয়ে ধরল লোকটা।

সই করে চিঠি নিল দীপাবলী। ড্রাইভার আর অপেক্ষা না করে জিপে উঠে বসল। আলো মুখ ফেরাতেই দরজা বন্ধ করে শোওয়ার ঘরে চলে এল সে। খামের মুখ ছিঁড়ে টাইপ করা চিঠিটা বের করল। ডি এম তাকে জানাচ্ছেন মন্ত্রীমশাই-এর বিশেষ উদ্যোগে নেখালির মানুষদের জন্যে একটি বিশেষ অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। দীপাবলীর দেওয়া প্রপোজাল পঁচাত্তর ভাগ ওই টাকায় হয়ে যাবে বলে তাঁর বিশ্বাস। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করতে ডি এমের সঙ্গে দীপাবলী যেন অবিলম্বে দেখা করে। বরাদ্দ অর্থ খুব শীগগিরই পাওয়া যাবে।

হতভম্ব হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তার মুখে হাসি ফুটল। পঁচাত্তর ভাগ। তাই বা কম কি ? মন্ত্রীমশাই তাহলে বিস্মৃত হননি। মানুষ সম্পর্কে সব আশা নষ্ট করে ফেলার নিশ্চয়ই এখন কোন কারণ নেই। দুটো হাত মুঠো করল সে। তারপর এক লাফে উঠে গিয়ে লিখে রাখা পদত্যাগটি বের করে কুচি করে ছিঁড়ে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলল। সটান দরজার কাছে পৌঁছে সে বলল, 'শমিত, আমরা অনেকক্ষণ খুব নিচুস্তরে কথা বলেছি। আসলে আমাদের মধ্যে কোন কমন প্লাটফর্ম নেই যে একমত হব। যাহোক, তুমি এবার শুয়ে পড়। কাল সকালে চা খেয়ে চলে যেও। গুড নাইট।' আজ মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করল দীপাবলী। শমিতের ভয়ে নয়, বন্ধ করার কারণ ভেতরের মানুষের জন্যে।

সকালবেলায় সতীশবাবুকে দীপাবলী সুখবরটা দিল। সতীশবাবু হাসলেন, 'আপনার জন্যেই হল মেমসাহেব। এরকম ব্যাপার এই প্রথম দেখলাম।'

'আপনি ফাইলটা নিয়ে দেখুন যা খরচ দেখিয়েছিলেন তার পঁচাত্তর ভাগ টাকায় কি কি জিনিস এখনই করা যায়।'

'দেখছি। তবে—।'

'তবে কি ?'

'আপনি একবার অর্জুনবাবুর সঙ্গে কথা বলুন।'

'অর্জুনবাবু ? কেন ? ওঁর সঙ্গে কথা বলার কি দরকার ?'

'কাজটা তো ওঁকে দিয়েই করাতে হবে।'

'আশ্চর্য ! আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'সরকারি টাকা তো পাবলিকের জন্যে আমরা সরাসরি খরচ করতে পারি না। যেসব কন্ট্র্যাক্টরের নাম সরকারের খাতায় তোলা আছে তাদের দিয়েই করাতে হবে। আর আমাদের এলাকায় অর্জুনবাবুই একমাত্র সেই লোক।'

'আমরা নিজেরাই লোক লাগিয়ে যদি করি ?'

'অল্প টাকা হলে কিছু কথা উঠবে না। কিন্তু বেশী টাকার কাজ হলে অডিট আটকে দিতে

পারে। আপনি ডি এমের সঙ্গ কথা বলুন।'

'অন্য কোন কন্ট্র্যাক্টর এই জেলায় নেই ?'

'আছে। তবে তারা এখানে কাজ করতে আসবে না। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার হলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল।'

সতীশবাবু নিজের টেবিলে ফিরে গেলে দীপাবলী মাথা নাড়ল। অর্জুন যে এতখানি বুদ্ধি ধরে তা তার জানা ছিল না। এখন এই সরকারি কাজ হাতে নিয়ে নিজের আধখোঁড়া কুয়ো শেষ করে তার জন্যে পুরো পয়সা নেবে। এক আনা খরচ করে তিন আনাব বিল করবে। ও কি জানতো এমন একটা ব্যাপার হবে ? তাই কি কুয়ো খুঁড়তে নিষেধ করেছিল মজুরদের ? সে ঠিক করল আজই ডি এমেব অফিসে যাবে। সমস্ত কথা ফাইন্যাল করে ফিরবে।

ঘড়িতে এখন সকাল সাতটা। দীপাবলী উঠে পেছনের দরজা দিয়ে নিজের কোয়ার্টার্সে ফিরে এল। শমিতের বোধহয় চা খাওয়া শেষ। কাপ নামিয়ে রেখে বলল, 'ভাবছিলাম অফিসে ঢুকে দেখা করে যাব কিনা। আমি এবার যাচ্ছি।'

'শরীর কেমন লাগছে ?'

'আর যাই হোক রাস্তায় পড়ে যাব না।'

'বেশ।'

'যে অসুবিধেগুলো ঘটালাম তার জন্যে আবার ক্ষমা চাইছি।'

'বারংবার শুনলে মনে হয় ব্যাপারটা বানানো।'

'ও।' জিনিসপত্রগুলো তুলতে গেল শমিত।

'দাঁড়াও। তিরিকে বলছি বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত ওগুলো পৌঁছে দিতে।'

'তিরিকে ? সেকি !'

দীপাবলী জবাব দিল না। ভিতরেব ঘরে ঢুকেই তিরিকে দেখতে পেয়ে বলল, 'দাদাবাবুর শরীর এখনও ঠিক হয়নি। তুই একটু সঙ্গে যা।'

তিরি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ? শুনতে পাচ্ছিস ?'

'আমাকে দাদাবাবুর সঙ্গে যেতে বলো না।'

'কেন ?'

তিরি জবাব দিল না, তেমনি গোঁজ হয়ে দাঁড়িযে রইল। এই অবাধ্যতা সত্ত্বেও রাগ করতে পারল না দীপাবলী। অফিসে চলে এসে বংশীকে পাঠাল শমিতের সাহায্যের জন্য। এখনও রোদের দাঁত ধারালো হয়নি। জানলা খোলাই ছিল। নিজের চেয়ারে বসে সে দেখল শমিত বংশীর পেছন পেছন এগিয়ে যাচ্ছে। হয়তো এটাই ওর শেষ যাওয়া। এই জীবনে আর দেখা না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। একটু আত্মসম্মানজ্ঞান থাকলে শমিত নিশ্চয়ই তাকে বিরক্ত করতে আসবে না। একটু অস্বস্তি হচ্ছিল দীপাবলীর। সে হেসে ফেলল। ক্ষত সেরে যাওয়ার পর ব্যান্ডেজ তোলার সময়ও তো অস্বস্তি হয়। হয় না ?

গতরাত্রে খাওয়া হয়নি, সকালে শুধু চা বিস্কুট পেটে গেছে, ন'টা নাগাদ দীপাবলী ভেতরে চলে এল। খিদে পেয়েছে খুব। দুটো ঘরের কোনটাতেই নেই তিরি। ভেতরের বারান্দায় গিয়ে রান্নাঘর দেখল সে। ঘরের দরজা ভেজানো, কেউ নেই। উঠোন কুয়ো কোথাও মেয়েটা নেই। ব্যাপারটা অদ্ভুত। একমাত্র বিশেষ প্রয়োজন পড়লে ও একা হাটতলায় যায়। বাজারপত্তর বংশীকে বললে সে-ই করে এনে দেয়। বাইরের জগৎ

সম্পর্কে যে মেয়ে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে সে তাকে না জানিয়ে কোথায় যাবে। এবার চোখে পড়ল খিড়কির দরজা ভেতর থেকে আটকানো নেই। অর্থাৎ তিরি ওই পথে বেরিয়েছে তাকে এড়িয়ে যেতে। এই সময় তার ভেতরে আসার কথা নয়, সেই সুযোগ নিয়েছে। কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়? হঠাৎ মনে হল ও শমিতের চলে যাওয়া দেখতে যায়নি তো। খেয়ালের ঘোরে শমিত ওকে বিয়ের প্রস্তাব করেছে এবং তাতে মেয়েটার সব ভাবনা গোলমেলে হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তবু মেয়েটা শমিতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। যদিও পরে এই কারণে আফসোস করেছে তবু সেই মুহূর্তের প্রত্যাখ্যানে সততা ছিল। তাহলে এখন যাবে কেন? দীপাবলী খিড়কির দরজাটা বন্ধ করতে এগিয়ে গেল। ফিরে এলে ও যখন এই পথে ঢুকতে পারবে না তখন বাধ্য হবে সামনে আসতে। আর যাই হোক এইভাবে সমস্ত বাড়ি খোলা রেখে যাওয়াটা যে অন্যায় হয়েছে তা ওকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।

খিড়কির দরজায় হাত দিতেই সে একটু পুরুষকণ্ঠ শুনতে পেল, 'তাহলে তুই আমার সঙ্গে যাবি না? শেষবার বলছি।'

দীপাবলী অবাক। বাড়ির এই পেছনদিকটায় শুধু মাঠ, ভাঙা মাঠ। সরচরাচর কেউ এদিকে পা দেয় না। এখানে কে কথা বলছে? সে দাঁড়াল চুপচাপ। এবাব তিরির গলা পাওয়া গেল, 'আমি নেখালিতে ফিরে যাব না।'

'কেন? সেখানে গেলেই আমাকে অর্জুনবাবুর কাছে যেতে হবে।'

'বাজে কথা বলিস না।'

'আমি যে ঠিক বলছি তা তুমি জানো।'

'ওহো, ঠিক আছে, তুই তো সতী না। এই অফিসার যদি মেয়েছেলে না হতো তাহলে কি তোকে ছাড়ত?'

'তাহলে আমি এখানে থাকতাম না।'

'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। বুঝলাম তুই আমাকে আর মানিস না।'

'আমি কি তাই বলেছি?'

'আমার কোন কথাই শুনছিস না!'

'বলছি তো, যদি অন্যকোথাও গিয়ে ঘর নাও আমি রাজী আছি। তুমি এসব কথা বলছ, তাও রাজী।'

'আমি এখান থেকে কোথাও যেতে পারব না।'

'তাহলে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো না।'

'ও বুঝেছি। মেমসাহেবের ওই ভাইটা তোকে মতলব দিয়েছে!'

'খবরদার! ওঁর সম্পর্কে কোন খারাপ কথা বলবে না।'

'কেন রে? তোর গায়ে লাগল কেন?'

'মানুষটা সত্যি ভাল। আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।'

'তাই নাকি? করলি না কেন?'

'এঁটো শরীর দিয়ে পুজো হয় না, তাই।'

ছেলেটা হেসে উঠল। দীপাবলী আর দাঁড়াল না। দ্রুত উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় চলে এল। একেবারে অফিসঘরে পৌঁছে সে নিঃশ্বাস ফেলল যেন। চলে আসার সময় খিড়কির দরজা বন্ধ করার কথা খেয়ালেই আসেনি।

সে সতীশবাবুকে ডাকল। বৃদ্ধ সামনে এসে দাঁড়াতেই বসতে বলল। সতীশবাবু

বললেন, 'হয়ে এসেছে, আর মিনিট পনেরর মধ্যে টাইপে দেব।'

'ঠিক আছে। আপনাকে অন্য প্রশ্ন করব।'

'বলুন।'

'আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন আপনি অনুরোধ করেছিলেন তিরিকে যেন বাড়ির কাজে রাখি। ওর সম্পর্কে আপনি কি জানেন ?'

'আজ্ঞে, নেখালির মেয়ে কিন্তু অল্পবয়সে গ্রামছাড়া। ভদ্রলোকের বাড়িতে কাজ শিখে বেশ ভব্য হয়েছিল। তারপর ওকে নিয়ে গ্রামে গোলমাল হয়। আর তখন আপনার জায়গায় যেসব অফিসার এসেছিলেন তাদের লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তিরির মত কাজ জানা মেয়ের কাজ পেতে অসুবিধে হয়নি।

'মেয়েটির চরিত্র কেমন ?'

'সেটা আপনি বলতে পারবেন মেমসাহেব। অনেকদিন তো দেখলেন। মেয়েরাই মেয়েদের চরিত্র ভাল বোঝেন!' সতীশবাবু মাথা নামালেন।

'আমার আগের অফিসারদের সঙ্গে সম্পর্ক—।'

'দেখুন মেমসাহেব, অভিবাবকহীন নারীর যদি ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষা না থাকলে তাহলে তারা তো অসহায় হয়ে পড়েই। কেন, ও কি কিছু করেছে ?'

'তেমন কিছু নয়। কিন্তু নেখালির কেউ ওর সঙ্গে গোপনে দেখা করতে আসে।'

'ও বুঝেছি।'

'আপনি জানেন ?'

'সবাই জানে না। আমি জানি। আমি মিঠাইকে এর আগে নিষেধ করেছিলাম।'

'মিঠাই ? সেই লোকটা ?'

'হ্যাঁ। বালিকা বয়সে মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল মিঠাই-এর সঙ্গে।'

'বিয়ে ? সেকি ?'

'হ্যাঁ। স্বামী ওকে ব্যবহার করে পয়সা রোজগার করতে চায় বলে ও ঘর করেনি। রোজগার করতে পারছে না তাছাড়া মিঠাই-এর অবশ্য কোন আফসোস নেই।'

দুপুরে অফিস বন্ধ হতে দীপাবলী ভেতরে এলে তিরি জিজ্ঞাসা করল, 'খেয়ে নেবে ? কাল তো কিছুই খাওনি!'

'তুই খেয়েছিলি ?'

'না।'

হঠাৎ দীপবলী কেঁপে উঠল। তার মনে হল সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

॥ ১১ ॥

আজকের সকালটা একদম অন্য চেহারা নিয়ে এল।

সূর্যদেব নেই। এরকম বিস্ময়কর ব্যাপার এখানে সচরাচর ঘটে না। যদিও মাসের নাম শ্রাবণ তবু অনেক বছর এমনটা কেউ দ্যাখেনি। সতীশবাবু পর্যন্ত অফিসে এসে বললেন, 'কি হল বলুন তো। প্রলয় ট্রলয় হচ্ছে নাকি ?'

দীপাবলী অফিসের সামনে মাঠে দাঁড়িয়েছিল। আকাশে মেঘেরা নাচতে নাচতে যাচ্ছে। বলা যায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার স্বস্তি পাচ্ছে না। যেন ভুল পথে চলে এসে বড় বেকায়দায় পড়েছে। অথচ সেই কারণেই মাটির চেহারা বদলে গিয়েছে এর মধ্যে। মেঘের ছায়ায় মাখামাখি মাটিদের বড় মোলায়েম লাগছে। মহাদেববাবু বললেন, 'নাইনটিন ফিফটি

টুতে এই সময় বেশ বৃষ্টি হয়েছিল।'

বংশী বলল, 'আসুক, আসুক, প্রাণভর ঢালুক। হা ভগবান, শেষ পর্যন্ত দয়া হল তোমার!' লোকটার গলায় আনন্দ কলবল করছিল।

সতীশবাবু বললেন, 'দাঁড়া বংশী। দর্শন দিয়ে বিদায় নেবে কিনা কে জানে। যতক্ষণ না বর্ষায় ততক্ষণ বিশ্বাস নেই।'

কয়েকজন মানুষ মাঠের বুকে দাঁড়িয়ে চাতকের মত আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। শুধু এই কজন মানুষ নয়, দীপাবলী জানে আজ এখন এই জেলায় প্রায় প্রতিটি মানুষ মেঘের স্পর্শ পেতে চাইছে। এখন মেঘের রঙ শ্লেটের মত। সবাই চাইছে তাতে আরও কালো রঙের পোঁচ লাগুক।

নেখালির মানুষ এখন জলের জন্যে আর দূরান্তে যায় না। কুয়ো হয়ে গিয়েছে তাদের জন্যে। নলকূপ বসেছে। তাতে জল উঠছে। সেই জলে একটু কষাটে ভাব, তবু জল তো। নলকূপ বসেছে অফিসের সামনে, বাবুদের পাড়ায়। সামনের বছর বোঝা যাবে বছরের সব সময় তাতে জল থাকবে কিনা।

সতীশবাবু বললেন, 'এরকম মেঘ যদি বছরের সাতটা দিনও আসতো আর ঝরে পড়ত তাহলে কুয়োগুলো কখনই শুকোতো না।'

মেঘ দেখতে সত্যি বড় আরাম হচ্ছিল তবু দীপাবলী অফিসে ফিরে গেল। তার দেখাদেখি সবাই। বৃষ্টি কখন নামবে কেউ জানে না। তার জন্যে অপেক্ষা করে কাজ নষ্ট করার কোন মানে নেই।

চেয়ারে বসে খোলা জানলার দিকে তাকাতেই এক ঝলক শীতল হাওয়া ছুটে এল। দীপাবলীর হঠাৎ মনে হল সমস্ত চরাচর যেন কাঁটা হয়ে আছে। কেমন প্রেমিকা প্রেমিকা ভাব। বড় আদুরে। কাজ করতে বসেও কাজে মন আসছে না। এখন তার বুকে কোন গোলমাল নেই। নেখালির মানুষগুলোও শান্ত। নলকূপের জলে চাষ হয় না। যদি কখনও বিদ্যুৎ যায় ওখানে তাহলে অবস্থাটা পাল্টাবে। শুধু পানীয় জল দিয়ে পেট ভরে না। ওদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। অথচ জল পেয়েই লোকগুলো এমন বিগলিত যেন সব পাওয়া হয়ে গিয়েছে। মানুষ কত অল্পে সন্তুষ্ট হয় তা এদের না দেখলে বোঝা যাবে না।

অর্জুন নায়েক অনেকদিন এদিকে আসেনি। অথচ সেইসব কাজের দিনে, যখন প্রতি নলকূপ যত্ন করে বসানোর কথা, প্রতিটি কুয়ো পাকাপোক্ত তৈরী করতে হবে তখন অর্জুন ছিল খুবই বিনীত। এ তল্লাটের সমস্ত সরকারি কাজেব ঠিকা তার জন্যে অপেক্ষা করছে কিন্তু সেটা বোঝাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। এমন কি সতীশবাবু পর্যন্ত বলেছেন, 'মেমসাহেব, আপনার কাছে এলে অর্জুনবাবু অন্য মানুষ হয়ে যান।'

'কি রকম?' মজা লেগেছিল দীপাবলীর।

'অন্য সময় লোকটা দুহাতে মাথা কাটে। পান থেকে চুন খসলে আর রক্ষে নেই নীতির বাদবিচার নেই। স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। নিজের লাভের জন্যে কত কুকর্ম করেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু আপনার সামনে এলে যেন ওর চেহারা বদলে যায়।'

'কেন বলুন তো?'

'বুঝতে পারি না।'

'হয়তো অন্য মতলব আছে।'

'না মেমসাহেব। পেটে মতলব চেপে এত দিন অপেক্ষা করার পাত্র অর্জুনবাবু নয়। এর মধ্যে ঝুলি থেকে সাপ ঠিক ফণা তুলতো।'

'তাহলে ?'

'ওইটেই তো হয়েছে মুশকিল। বোঝা যাচ্ছে না।'

সত্যি বোঝা যায়নি। এবং ওর ঠিকাদারী লক্ষ্য করে সতীশবাবু জানিয়েছিলেন যে মনে হচ্ছে তার হিসেব সব বদলে যাবে। গিয়েছিলও। অর্জুন নাকি একটি পয়সাও লাভ করেনি। কাজ যা হবার তার দ্বিগুণ হয়েছে বললে হয়তো বেশী বলা হবে কিন্তু এতটা হবার কথা ছিল না। দীপাবলী অর্জুনকে কিছু বলেনি। কিন্তু মনে হয়েছিল বলা দরকার। বাড়তি খরচ হলে সে নিশ্চয় ছাড়তো না। অর্জুনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়নি সে।

ওইসব কাজকর্ম হয়ে যাওয়ার পর অর্জুন আর এ তল্লাটে আসেই না। ব্যাপারটা ক্রমশ দীপাবলীর পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখের সামনে ওই রকম চরিত্রের লোক থাকলে তার গতিবিধির আন্দাজ করা যায়। চোখের আড়ালে কি ফন্দি আটছে তা ঠাওর করা মুশকিল।

এই সময় চিৎকার উঠল। চমকে বাইরে তাকাল সে। বৃষ্টি হয়েছে। বেশ বড় বড় ফোঁটা। পাতা বিহীন শুকনো গাছটা যেন আচমকা নড়ে উঠল প্রথম জলের স্পর্শ পেয়ে। আকাশ নেমে আসছে পৃথিবীতে। দীপাবলী উঠে পড়ল।

বাঙালির চরিত্র অধিকাংশ সময় তার বিপরীত আচরণ করে। করার মুহূর্তেও সে নিঃসাড় থাকে। যাকে সে চায় অথবা তীব্র কামনা করে তাকে পাওয়ার সময় আচমকাই তার ভেতরে এক দর্শক গজিয়ে ওঠে যে নির্লিপ্ত হয়ে দেখতেই ভালবাসে। কিংবা নিবিড় করে পাওয়ার সুখ বাঙালি নিতে জানে না বলেই সবসময় একটা দূরত্ব রাখতে চায়। অথচ বাঙালির আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই।

বাবুদের ঘরে ঢুকে এইসব কথা এক লহমায় দীপাবলীর মাথায় খেলে গেল। সবাই অবাক বিস্ময়ে জানলা বন্ধ করে শুধু দরজা দিয়ে বৃষ্টি দেখছে। যে বৃষ্টির জন্যে বছরের পর বছর কাতর প্রার্থনা তা যখন এল তখন ঘরের নিরাপদ জায়গায় নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে। সে জিজ্ঞাসা না করে পারল না, 'কি ব্যাপার, আপনারা ভিজবেন না ?'

সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করল। দীপাবলী বলল, 'এরকম বৃষ্টি আবার কত বছর বাদে হবে কে জানে। ভিজুন, গায়ে মাথায় বৃষ্টি মাখুন।'

বংশী বলল, 'ওরে ব্বাবা, বৃষ্টিতে ভিজলেই আমার জ্বর হয়।'

দীপাবলী দরজার সামনে দাঁড়াল, ঝড় নেই, কিন্তু বৃষ্টির দাপট বেশ। চরাচর সাদা হয়ে আছে। একটু হিমবাতাস বৃষ্টির গন্ধ চুরি করে আসছে মাঝেমাঝে। দীপাবলী বলল, 'সতীশবাবু, আপনার সঙ্গে তো ছাতা আছে ?'

'হ্যাঁ মেমসাহেব।'

'দাঁড়ান, আমি ভেতর থেকে ছাতা নিয়ে আসছি। একবার আশেপাশে ঘুরে দেখে আসি চলুন।' জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে সে ভেতরে চলে এল। শোওয়ার ঘরে পৌঁছে তিরিকে ডাকতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। উঠোনে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে মুখ ওপরের দিকে তুলে তিরি বৃষ্টিতে স্নান করছে। এর মধ্যেই ওর শাড়ি ভিজে গেছে। জল গড়াচ্ছে সমস্ত শরীর বেয়ে। মেয়েটাকে এই সময় দারুণ দেখাচ্ছে। দীপাবলীর মনে হল তিরির বৃষ্টিভেজা আনন্দের থেকে বৃষ্টির তিরিকে উপভোগ ঢের বেশী আরামের। বারান্দা থেকে ছাতা নিয়ে যেতেই তিরির নজর পড়ল তার ওপরে। সেখানে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে বলল, 'দিদি কুয়োর জল বাড়ছে।'

'কুয়োর জল নয় বৃষ্টির জল। একটা কিছু দিয়ে কুয়োর মুখ ঢেকে রাখ না হলে পরে

ঘোলা হয়ে যাবে, খাওয়া যাবে না।'

'ও মা, তাই তো!' মেয়েটা ছুটল।

ছাতা মাথায় খালি পায়ে মাঠে নেমেই বোঝা গেল মাটি এর মধ্যে গলতে আরম্ভ করেছে। মাসের পর মাস পুড়ে খাক হয়ে থাকা মাটি একটু জলের আদর পেতেই নরম হতে শুরু করেছে। সামলে পা ফেলতে হচ্ছে।

ছাতিতে টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটা, সতীশবাবু বললেন, 'কেনার পথ থেকে এতগুলো বছর গেল কিন্তু আমার ছাতি এই প্রথম জলে ভিজল। রোদে রঙ নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু কাপড় মজবুত আছে।'

'খুব অবাক করে দেওয়া বৃষ্টি, বলুন।' পাশে হাঁটছিল দীপাবলী। বৃষ্টি তার ছাতাকে এখন তোয়াক্কা করছে না তেমন। এরই মধ্যে ডানদিকটা ভিজেছে বেশ।

'সত্যি মেসাহেব। প্রকৃতি পাল্টে গেল নাকি।'

'শুনুন।' বৃষ্টির জল হাতে নিয়ে মুখে বোলালো দীপাবলী, 'আপনি সেদিন আমাকে মা বলেছিলেন, আমার খুব ভাল লেগেছিল। মেমসাহেব ম্যাডাম শব্দদুটো আর আপনার মুখে শুনতে চাই না।'

'সেদিন মন অবশ ছিল, বলে ফেলেছিলাম।'

'এবার থেকে মনকে বশে এনে বলবেন।' দীপাবলী দাঁড়িয়ে গেল। সেই ন্যাড়া গাছটা এখন ভিজে চুপসে গিয়েছে। সে লক্ষ্য করল জল ঝরছে কিন্তু মাটির ওপর জমছে না। সতীশবাবুকে সেটা বলতেই তিনি হাসলেন।

'হাসলেন যে?'

'মা, একটা গ্রাম্য প্রবাদের কথা মনে পড়ে গেল।'

'কি প্রবাদ?'

'আপনার সামনে বলতে সঙ্কোচ হবে। বলাও ঠিক হবে না।'

'আপনি অশ্লীল কথা বলতে পারেন বলে আমার মনে হয় না।'

'না না অশ্লীল নয়। তবে আমাদের গ্রাম্যজীবনের অনেক কিছুই খুব মোটা দাগের ছিল, জীবন থেকে নিয়েই বলা হত অনেক কথা যা শহরের মানুষের কানে অশ্লীল বলে ঠেকতে পারে।'

ততক্ষণে বাঁ দিকটাও ভিজতে আরম্ভ করেছে। এমন মোলায়েম আরামে দীপাবলী একটু উদার হল, 'ঠিক আছে, গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিন, আমি কিছু মনে করব না।'

আবার হাঁটতে শুরু করলেন সতীশবাবু। দূরে কোথাও সমবেত উল্লাসধ্বনি ভেসে আসছে। তিনি সে দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নতুন বিয়ের পর দ্বিরাগমনে মেয়ে ফিরে এলে পাড়ার বয়স্কা মহিলারা জিজ্ঞাসা করেন, কি রে বিয়ের জল গায়ে পড়েছে? মেয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে। কেউ বলে, কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে না তো। সঙ্গে সঙ্গে কোন বয়স্কা মুখ ঝামটা দেন, গনগনে উনুনে এক হাতা জল পড়লে বুঝতে পারো তোমরা? তা আমার এখন এই মাটিতে বৃষ্টি পড়া দেখে এইসব কথা মনে পড়ছিল। কত বছরের শুকিয়ে থাকা মাটির বুক তো এখন যা পাচ্ছে শুষে নিচ্ছে। সাত দিন ধরে এমন বৃষ্টি হলে হয়তো সে ভরাট হবে, জল জমবে পায়ের পাতায়।' সতীশবাবু ধীরে ধীরে বলে গেলেন।

দীপাবলী মুখ ফিরিয়ে নিল। হ্যাঁ, অবশ্যই ইঙ্গিতবহ কথাবার্তা কিন্তু সতীশবাবুর বলার ধরনে তা মোটেই অশ্লীল বলে মনে হল না। কিন্তু এই লোকটির বুকে যে এত রস আছে তা সে কখনই আন্দাজ করতে পারেনি। স্ত্রী নেই, তাঁর কাজকর্ম কবে শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু

নিজের সিটে বসে কাজ না থাকলে মানুষটার মাথা নিচের দিকে ঝুলে থাকে অথচ ভেতরে ভেতরে উনি একটি মরুদ্যান বহন করে যাচ্ছেন।

এখন ছাতা মাথার ওপর ধরা বটে কিন্তু শাড়ি জামা আর শুকনো নেই। সতীশবাবুরও সেই দশা। ওরা হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা রাস্তা চলে এসেছিল। হাটতলার বিপরীত দিকে ন্যাড়া মাঠের ধার দিয়ে যেতে যেতে দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'এইসব জমি কার সতীশবাবু ?'

'সিলিং তৈরী হবার পর বেনামে রয়েছে। বলা হয়েছে ধানীজমি কিন্তু জীবনে ধান হয়নি। বেনামীদের কাউকে চিনবেন না, অর্জুনবাবু জানেন সব।'

'অর্থাৎ অর্জুন নায়েকের জমি ?'

'লোকে তো তাই বলে।'

'একবার সবাইকে ডেকে পাঠান তো !'

'কাদের ?'

'ওই বেনামীদের।'

'চলে আসবে। দুটো টাকা পেলে কাঁড়ি কাঁড়ি মিথ্যে কথা বলতে এখানকার অনেক লোক লাইন দেবে।'

'এরকম বৃষ্টি হলে এইসব জমিতে ধান না হোক অন্য কিছু চাষ শুরু করতে পারবে অর্জুনবাবু। কিন্তু করবে কি ?'

সতীশবাবু জবাব দিলেন না।

ওরা একসময় নেখালির কাছে পৌঁছে গেল। এখন বৃষ্টির তেজ নেই বললেই হয়। পড়ছে তবে তা না পড়ার মতনই। মেঘ পাতলা হচ্ছে আকাশে। কিন্তু ওদের দেখতে পেয়েই চিৎকার উঠল। সতীশবাবু বললেন, 'আরে। এরা সব এতক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজছিল !'

দীপাবলীও তাই দেখল। নেখালির প্রায় প্রতিটি সুস্থ মানুষ ভিজে চুপসে গ্রামের মাঝখানে বসেছিল। তাদের দেখতে পেয়েই চিৎকার করে হাত নাড়তে লাগল। একটি প্রৌঢ়া ছুটে এসে হঠাৎ সাষ্টাঙ্গে পড়ে গেল দীপাবলীর সামনে, পড়ে গিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি হলে দেবী, সাক্ষাৎ মা। তুমি প্রথমে আমাদের মাটি থেকে জল দিলে তারপর আকাশ থেকে ঢাললে। হে মা, আমরা না জেনে কত অপরাধ করেছি, আমাদের ক্ষমা কর।'

যা ছিল একটি মানুষের আর্তি তা ছড়িয়ে পড়ল অনেকের মধ্যে। বিশেষ করে যারা বয়স্ক তারা এসে লুটিয়ে পড়ল দীপাবলীর সামনে। ভেজা কাপড় সেঁটে আছে শরীরে, হাতে ছাতা, প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়ল সে। গলা তুলে বলল, 'আরে তোমরা করছ কি ?'

কিন্তু মানুষগুলো যেন নেশাগ্রস্ত। সাক্ষাৎ দেবীর দর্শন পেয়ে এখন দিশেহারা। এই আবিষ্কারের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে মুখে মুখে। কেউ একজন চিৎকার করল, 'জয় মেমসাব কি জয়।' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হল, 'মেমসাব কি জয়।'

সতীশবাবু লক্ষ্য করছিলেন চুপচাপ। এখন পর্যন্ত কেউ দীপাবলীকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি চিৎকার করলেন, 'শোন সবাই, মেমসাহেব কুয়ো নলকূপ খুঁড়ে দিয়েছেন বটে কিন্তু বৃষ্টি দিয়েছেন ভগবান, এর পেছনে মেমসাহেবের কোন হাত নেই।'

যে প্রৌঢ়া মাটিতে প্রথমে পড়েছিল সে এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আলবৎ আছে। তুমি কি জানো বুড়ো। এই গ্রামে বউ হয়ে এসেছি এত বছর কখনও এমন বৃষ্টি দেখিনি। এটা এমনি এমনি হল বললে বিশ্বাস করব ? মেমসাহেব মাটি থেকে জল

তুলেছেন বলে আকাশ থেকে বৃষ্টি এলো। মেমসাহেব তুমি আমাদের দেবী।'

দেবী, দেবী, দেবী। পাগলের মত শব্দটা উচ্চারিত হল মুখে মুখে। দীপাবলীর সমস্ত শরীরে শিহরন এল। সে বুঝতে পারছিল না কি করবে! সতীশবাবু বললেন গলা চড়িয়ে, 'ঠিক আছে, তোমাদের কথা মানলাম। কিন্তু মেমসাহেব দেখতে এসেছেন যে বৃষ্টি পেয়ে তোমরা কি করেছো?'

সঙ্গে সঙ্গে দেখাবার ধুম পড়ে গেল। যেসব জায়গায় মাটিতে গর্ত খোঁড়া ছিল আগে থেকেই সেখানে কিছু একটা বিছিয়ে দিয়ে মাটি আড়াল করে বৃষ্টির জল ধরার চেষ্টা হয়েছে। যে যার ঘটি বাটি আকাশের তলায় রেখে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করেছে। কুয়োগুলো এখন আধা ভরতি।

এসব দেখা হয়ে গেলে দীপাবলী বলল, 'দ্যাখো ভাই, আজ বৃষ্টি হল, কাল নাও হতে পারে। এখনই যে যার মাটিতে কিছু বীজ লাগিয়ে দাও। অবশ্য রোদ উঠলে সেগুলোকে বাঁচানো মুশকিল হবে কিন্তু কে বলতে পারে কিছুদিন আকাশে মেঘ থাকবে না। তাই না?'

এক বুড়ো বলল, 'ঠিক কথা। মিঠাই চলে গিয়েছে অর্জুনবাবুর বাড়িতে বীজ আনতে। আমাদের তো ওসব কিছু নেই। অর্জুনবাবু দিলে না হয় লাগিয়ে দেব মাটিতে। আমরা তাই মিঠাইকে পাঠিয়েছি। ও বললে অর্জুনবাবু না বলবে না।'

'বাঃ। তোমরা যে নিজে থেকে পাঠিয়েছ তাতে খুশী হলাম। সতীশবাবু, আমরা কোন সাহায্য করতে পারি?'

সতীশবাবু বললেন, 'সেই অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই তবে এস ডি ও সাহেবের ওখানে গেলে কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।'

এরই মধ্যে গ্রামের কিছু কিছু অংশ কাদাকাদা হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ সেই কাদা তুলে ভাঙা দেওয়ালে জুড়ে দিচ্ছে। মাটির চেহারাই বদলে গিয়েছে জল পেয়ে। উৎসব লেগে গিয়েছে গ্রামে। শুধু একটা গ্রাম নয়, এই জেলার শুকিয়ে থাকা সমস্ত গ্রামেই বোধহয় আজ এই মুহূর্তে একই ছবি দেখা যাবে।

বৃষ্টি থামল। সবাই আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। আবার সেই আতঙ্কের সূর্যটা এখনই না হাজির হয়। কিন্তু মেঘ আছে। অবশ্য তাদের চলার গতি বেড়েছে। দীপাবলীর মনে পড়ল, জলপাইগুড়ির মানুষ আকাশে মেঘ দেখলে আতঙ্কিত হত। মেঘ কাটাবার জন্যে ঝিনুক পুঁততো মাটিতে। মেঘ মানেই বন্যা, বিপর্যয়। আর ঠিক তার বিপরীত ছবি এখানে। একই পৃথিবীর মানুষের চাওয়া কেমন দুরকম হয়ে যায়। সতীশবাবু বললেন, 'মা, এবার ফিরে চলুন।'

দীপাবলীকে ঘিরে ওদের উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য এখন কমেছে। যদিও কিছু মানুষ ওদের পেছন পেছন ঘুরছে। দীপাবলী বলল, 'আপনি ফিরে গিয়েই কিছু ব্লিচিং পাউডার পাঠিয়ে দেবেন যাতে কুয়োগুলোর জল ঠিক থাকে। বৃষ্টির জল ওখানে বেশ জমে গিয়েছে।' সতীশবাবু ঘাড় নাড়লেন।

ফেরার মুখে একটি বুড়ি ছুটে এল। তার অঙ্গের কাপড় শতছিন্ন। মুখে অজস্র ভাঁজ। বুড়ির হাতে একটা টিনের গ্লাসে তরল পদার্থ আর অন্য হাতে একটা গুড়ের বাতাসা। পথ আগলে বলল, 'মা, তুই এটুকু খেয়ে যা।'

দীপাবলী সতীশবাবুর দিকে তাকাল। সেটা বুঝতে পেরেই বুড়ি বলল, 'তুই দেবী, আমাদের ওপর এত কৃপা করলি, আমি তোকে খালি মুখে চলে যেতে দেব না। এই একটা বাতাসা আমার ঘরে ছিল আর এইটে আমি নিজের হাতে তৈরী করেছি।'

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'জিনিসটা কি ?'

'পচাই। খেলে গায়ে বল পাবি।'

'পচাই বানাচ্ছো কি করে ?'

'ওই মিঠাই এনে দেয়।' বুড়ি গলা নামিয়ে বলে, 'আমার হাতের পচাই খেতে খুব ভালবাসে অর্জুনবাবু। ওর দয়ায় বেঁচে আছি।'

'কিন্তু আমি তো এসব খাই না।'

'আমি জানি। তোদের মত মেয়েছেলে এসব খায় না। কিন্তু একটু মুখে দিয়ে দ্যাখ, ভাল লাগবে খুব।' বুড়ি ফোকলা দাঁতে হাসল।

দীপাবলী বুড়িব হাত থেকে বাতাসাটা নিল, 'এত করে বলছ যখন তখন আমি বাতাসাটা নিলাম।' সেটা মুখে দেওয়ামাত্র শরীর গুলিয়ে উঠল। বিশ্রী স্বাদ এবং তার চেয়ে খারাপ গন্ধ। অথচ মুখ থেকে বের করে দেওয়াও যাচ্ছে না। কোনরকমে সেটা পেটে চালান করে সে পা বাড়াল। গ্রামের বাইরে পৌঁছে তার মনে পড়ে গেল, 'আঃ, একদম ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কি মা ?' সতীশবাবু জানতে চাইলেন।

'ওই মাতলি মেয়েটাকে দেখতে চেয়েছিলাম।'

'ও। তা মাতলি কি এখন গ্রামে আছে ? ফিরে যাবেন ?'

'না। চলুন।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ হাঁটার পর দীপাবলী বলল, 'আচ্ছা সতীশবাবু, আপনার কখনও মনে হয়েছে সরকার কেন আমাদের এখানে মাইনে দিয়ে রেখেছেন ? কতটুকু কাজ করতে হয় আমাদের ? কতটুকু কাজ করার ক্ষমতা আমাদের দেওয়া হয়েছে ? চার পাশে এত সমস্যা অথচ আমরা কিছুই করতে পারি না।'

সতীশবাবু মাথা নাড়লেন, 'কথাটা ঠিক মা। তবে দেখুন, আপনার আগে যেসব অফিসার এসেছিলেন তাদের মাথাতেও কাজ করার কোনও ইচ্ছে ছিল না। নইলে তাঁরাও তো চেষ্টা করতেন ওদের জন্যে একটু পানীয় জলের ব্যবস্থা করার।'

'হ্যাঁ। সেটাই তো মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

নেখালিতে কুয়ো নলকূপ বসার পর কাছাকাছি আরও পাঁচটা গ্রামের মানুষ এসে দাবী জানিয়েছিল, তাদেরও সমান সুবিধে চাই। নেখালির মানুষ পাবে আর তারা কি দোষ করল। মন্ত্রীমশাইকে এনে শুধু নেখালি দেখানো হল কেন ? তাদের গ্রামেও তো নিয়ে যাওয়া যেত। সতীশবাবু ওদের বোঝাতে চেয়েছিলেন, সরকার বাহাদুর যে টাকা দিয়েছেন তাতে নেখালির বাইরের গ্রামগুলোতেও একটা করে নলকূপ বসেছে। অতএব কাউকে বঞ্চিত করার ইচ্ছে তাঁদের ছিল না। টাকা বেশী পাওয়া গেলে সমানভাবে ব্যবস্থা করা যেত। মন্ত্রীমশাই দেখতে চেয়েছিলেন বলে তাঁকে নেখালিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লোকগুলো অবশ্যই এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়নি। কেউ একজন চেঁচিয়ে বলেছিল, নেখালির মেয়ে মেমসাহেবের বাড়িতে কাজ করে বলেই উনি ওই গ্রামকে বিশেষ সুবিধে দিয়েছেন। এটা অন্যায় খুব অন্যায়।

লোকগুলো দাবী জানিয়েছিল কিন্তু মারমুখী হয়নি। ওদের সেই অভ্যেস বা ক্ষমতা ছিল না। সতীশবাবু অবশ্য সন্দেহ করেছিলেন ওদের এই আসার পেছনে অন্য কারো হাত আছে। মুখে নামটা উচ্চারণ না করলেও এখন তো বুঝতে বাকি নেই। জেলায় এই তল্লাটে অর্জুন নায়েক যেন বাতাসের মত জড়িয়ে আছে সর্বত্র। কোন কিছুই তাকে বাদ দিয়ে হয়

না। এমন কি এখানে যে প্রাইমারি স্কুল রয়েছে পদাধিকার বলে সে তার প্রেসিডেন্ট কিন্তু সেক্রেটারি অর্জুন নায়েক। যদিও আজ পর্যন্ত সেই স্কুলে কোন মিটিং হয়নি। দুজন মাস্টার প্রায় ছাত্রবিহীন অবস্থায় স্কুল চালাচ্ছেন। কোনরকম সরকারি সাহয্য নিয়মিত তাঁরা পান না। ওঁদের চেয়ে সত্যসাধন মাস্টারের অবস্থা ঢের ভাল ছিল। তিনি অন্তত কিছু সচ্ছল অভিভাবকের ছেলেমেয়েকে ছাত্র হিসেবে পেয়েছিলেন।

দীপাবলী সতীশবাবুকে বলল, 'চলুন, ওদিকের গ্রামটা দেখে আসি।'

'এখান থেকে অন্তত ক্রোশ দুই হবে।'

'আপনার কষ্ট হবে ?'

'আপনার হবে। অভ্যেস নেই তো।'

'ঠিক আছে। হোক।'

যারা চিনতো তারা এল, যারা চিনতো না সতীশবাবুকে সঙ্গে দেখে চিনে ফেলল। এই ব্লকে একজন মহিলা অফিসার আছেন এ খবর তো সবার জানা। গ্রামের মেয়েরা ড্যাবডেবিয়ে দেখছে তাকে। দীপাবলীর মনে হল নেখালির মানুষদের চেয়ে এদের অবস্থা ভাল। সতীশবাবু বললেন, 'এ গ্রামের কেউ না কেউ হয় হাটতলা নয় শহরে গঞ্জে চাকরি করছে। তফাৎ এই কারণেই।'

বৃষ্টির কারণে লোকগুলো খুশী। কিন্তু তারা দেখালো সদ্য বসানো টিউবয়েল টিপলেও জল আসছে না। প্রথম দিন ঘোলা জল বেরিয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে পরিষ্কার। সাতদিনের মাথায় সেই যে বিগড়ালো আর কাজ করছে না। দীপাবলী প্রশ্ন করল, 'কল খারাপ হয়েছে খবরটা দাওনি কেন ?'

একজন বলল, 'দিয়েছিলাম কাজ হয়নি।'

'আশ্চর্য ! কাকে দিয়েছিলে ? সতীশবাবু, আমায় বলেননি কেন ?'

সতীশবাবু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন লোকটাকে, 'আমাদের অফিসে গিয়েছিলি ?'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'না। অর্জুনবাবুর লোক কল বসিয়েছে তাই তাকেই খবর দিয়েছিলাম। তিনি বলে দিয়েছেন এখন কিছু হবে না।'

হঠাৎ মাথা গরম হয়ে গেল দীপাবলীর। এদের কিছু বলে অবশ্য লাভ নেই। অর্জুনের সঙ্গেই কথা বলবে সে। লোকটা যেন রাজার মত এই অঞ্চল দখল করে বসে আছে। সতীশবাবু বললেন, 'কল বসিয়েছে সরকার। অর্জুনবাবু ঠিকা নিয়েছিলেন। আমরা না বললে তিনি সারাবেন কি করে ? যখন কিছু সমস্যা হবে তখন অফিসে গিয়ে বলবি তোরা। এ হে, ঠিক সময়ে জানালে এত দিনে কল ঠিক হয়ে যেত তোদের।'

গ্রামের মানুষ অবশ্য একটি কলের ওপর নির্ভর করে না। দীপাবলী দেখল অন্তত চারটে গভীর কুয়ো আছে। সেগুলোর গঠন বেশ মজবুত। জানা গেল অর্জুনবাবুর বাবার আমলে ওগুলো তৈরী হয়েছিল।

ভিজে যাওয়া শাড়ি এরই মধ্যে প্রায় শুকিয়ে আসছিল। ফেরার সময় দীপাবলী টের পেল পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। দূরত্ব কম নয়, দুপুরও গড়িয়েছে তার ওপর সহজ পায়ে হাঁটা যাচ্ছে না ভেজা মাটির জন্যে। তবু তার ইচ্ছে করছিল সোজা অর্জুনবাবুর বাড়িতে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইবে। কল বসবার এত অল্প সময়ের মধ্যে তা খারাপ হয় কি করে। আর সারানো হবে কি না তা বলার মালিক তিনি নন।

অফিসে যখন ফিরে এল ওরা তখন শরীর একদম বিপর্যস্ত। বাবুরা সবাই খেতে চলে গিয়েছে দরজা বন্ধ করে। সতীশবাবু বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিলেন এতটা হেঁটে। তিনি

বাড়ি ফিরে গেলে দীপাবলী স্নান করে এসে শুয়ে পড়ল। তিরি জিজ্ঞাসা করল, 'খেতে দেব ?'

'একটু পরে। দুটো পায়ে খুব ব্যথা করছে।'

'অনেক হেঁটেছ ?'

'হাঁ।'

'গরম তেল মালিশ করে দেব ?'

চট করে উঠে বসল দীপাবলী। আজ পর্যন্ত তার পায়ে কেউ তেল মালিশ করে দেয়নি ! সে হাসল, 'না রে। তুই খাবার দে।'

খাওয়ার পর আবার বৃষ্টি নামল। এবার আরও জোরে। আকাশ অন্ধকার ক'রে। সেই সঙ্গে হাওয়া। ফলে জানলা বন্ধ করতে হল। বেলা সাড়ে তিনটেতে লণ্ঠন জ্বালতে হল তিরিকে। গতকালের কোন মানুষ আজকের এই দিনটাকে কল্পনা করতে পারত না। মাথার ওপর টিনের চালে বড় বড় শব্দ হচ্ছে। সেই সঙ্গে শোঁ শোঁ হাওয়ার গর্জন। চোখ বন্ধ করতেই কথা এল, সেই সঙ্গে সুর। 'অন্তরে আজ কী কলরোল দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল, হৃদয় মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে। আজ এমন করে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে ॥'

সারা পৃথিবী ধুয়ে দিয়ে বৃষ্টি থামল শেষ বিকেলে। আর আকাশের ফাঁক গলে পৃথিবীতে লুটিয়ে পড়ল এক কনে-দেখা আলো। আজ বিকেলে সারাদিনের জন্যে অফিস ছুটি দিয়ে দিয়েছিল দীপাবলী। এমন দিন হয়তো আর আসবে না। যে যার ঘরের মানুষদের নিয়ে সুখটুকু ভোগ করুক। ভেজা মাটিতে সে দাঁড়িয়ে ওই আলো দেখছিল। অনেককাল বাদে হলুদ শাড়ি পরেছে আজ। সেই শাড়ির রঙ আর আকাশের কনে-দেখা আলো মাখামাখি। এলো চুলে হাত বুলিয়ে রোদ মাখাচ্ছিল দীপাবলী। এমন সময় পিওনটিকে আসতে দেখল। কাছে এসে নমস্কার করে বলল, 'টেলিগ্রাম।'

সই করে খাম ছিঁড়ে চোখ রাখল দীপাবলী। ছোট তিনটে কথা। 'আমরা আসছি। অমল।'

॥ ১২ ॥

শুতে বসতে অস্বস্তি। টেলিগ্রামের শব্দদুটোর মানে বুঝতে পারছিল না দীপাবলী। আমরা আসছি। অমলকুমার কাকে নিয়ে আসছে ? মাসীমাকে ? আমরা শব্দটির ব্যাখ্যা তার কাছে অন্য কিছু হতে পারে না। আর কাউকে নিয়ে এলে অমলকুমার নিশ্চয়ই তার নাম উল্লেখ করত। পয়সা বাঁচাবার জন্যে লোকে টেলিগ্রামে যত কম শব্দ ব্যবহার করুক না কেন মানে তো বোঝাবে !

আর এই 'আমরা' মানে যদি মাসীমা এবং অমলকুমার হন তাহলেও তো ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে না। হঠাৎ ওঁরা তার কাছে আসতে যাবেন কেন ? মাসীমাকে তার যথেষ্ট বিচক্ষণ বলে মনে হয়েছে। এককালে রাজনীতি করা কংগ্রেসী ভদ্রলোকের স্ত্রী। তিনি কেন হুট করে সুবিধে অসুবিধে না জেনে এখানে আসতে যাবেন ! তাছাড়া টেলিগ্রামে আসার তারিখ জানানো নেই। অমলকুমারকে সে যতটুকু দেখেছে এবং ওর চিঠিপত্রে যে স্বভাবের কথা বুঝেছে তাতে স্পষ্ট, সে শমিত নয়। বেখেয়ালী কাজ করা তার স্বভাবের নেই। তাহলে ?

অবশ্য এলে কি এমন অসুবিধে হবে ? ভেতরের ঘরের খাটে মাসীমাকে নিয়ে সে শোবে, বাইরের ঘরটা ছেড়ে দেবে অমলকুমারের জন্যে। একটু একটু করে ভালই লাগতে আরম্ভ

করল ব্যাপারটা ভাবতে। তার কোন আত্মীয় স্বজন নেই, কেউ আসে না তার কাছে, বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আত্মীয় বলে বোঝাতে হয় এখানকার মানুষদের। এবার অন্তত সত্যি কথা বলা যাবে। প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদার স্ত্রী এবং ছেলেকে, যতই অস্বীকার করুক, বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি লিখে যাওয়া পর্যন্ত আত্মীয় না বলে পারা যাবে না।

অমলকুমারকেন তার কাছে আসছে ? এই আসাটা বড় বিস্ময়কর!

পরের দিনও আকাশে মেঘ ছিল। টুপটাপ বৃষ্টি ঝরেছিল। আর সেই সঙ্গে হাওয়া। সূর্য-উঠেছিল দুপুর গড়ালে। এবং সেই সূর্য যথেষ্ট শান্ত, ভোল পাল্টে যাওয়া চরিত্র নিয়ে দেখা দিল এবং ডুবে গেল। জায়গাটা হঠাৎ খুব আরামদায়ক বলে মনে হচ্ছিল সবার। এইদিনও অমলকুমারদের কোন হদিশ পাওয়া গেল না। সতীশবাবু জানিয়ে গেলেন, দুদুবার বংশী অর্জুন নায়েকের বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে, তার দেখা পায়নি। লোকটা নাকি কলকাতায় গিয়েছে। অবশ্য সঠিক খবর দেবার লোক নাকি নেই।

পরের দিন ঘুম ভাঙল যে ভোরে সেই ভোরেই আকাশে সাতঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দৌড়ে জানলায় এল সে। এক ফোঁটা মেঘ নেই। একটা শুকনো আকাশে সূর্যদেব মুখ তুলে যেন পৃথিবীর ভেজা চেহারা দেখে বিস্মিত। অর্থাৎ স্বচেহারায় ফিরে যাওয়া প্রকৃতি আজ আবার আগের মত কষ্ট দেবে। স্নান সেবে চা খেয়ে দীপাবলী অফিসে এসে দেখল বংশী আর সতীশবাবু এসে গিয়েছেন এর মধ্যে। সতীশবাবু বললেন, 'লোকে বলে নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। কেন বলে জানি না। দুদিনের সুখ দিয়ে তিনশো তেষট্টি দিনের যন্ত্রণাকে কি ভোলা যায় ?'

'আপনি কিন্তু শীতের মাসগুলোর কথা ভুলে যাচ্ছেন!'

'শীত ? ওই তো দেড় মাস বড়জোর। তাও দুপুর বেলায় একই রকম।'

'আমি একটু বংশীকে হাটতলায় পাঠাবো। বংশী, তিরিকে জিজ্ঞাসা করে এসো কি কি লাগবে। একটু বেশী করে এনো। কয়েকজন আত্মীয় আসতে পারেন জলপাইগুড়ি থেকে। মাংস কাটলে নিয়ে এসো।' আর তারপরেই খেয়াল হল মাসীমার কথা। তাকে তিনি ডিমের অমলেট দিয়েছিলেন বটে কিন্তু নিজে ঠিকঠাক বিধবার জীবনেই আছেন। সে বলল, 'নিরামিষ তরকারি যা পাও বেশী করে নেবে অবশ্য কি আর পাবে ওখানে।'

সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার আত্মীয়রা কি আজই আসছেন ?'

'না, দিন লেখেননি—।'

'তাহলে বেশী করে আনাচ্ছেন কেন ? সব শুকিয়ে যাবে। তেমন বুঝলে বংশী নাহয় একঘণ্টা বাসে চাপবে।'

মেনে নিল প্রস্তাবটা দীপাবলী। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল বয়স যাই হোক এখনও সংসারী বলতে যা বোঝায় তা হয়ে ওঠা হল না। সতীশবাবু চলে গেলেন এস ডি ও-র অফিসে। এই ভদ্রলোককে না পেলে খুব সমস্যা হত তার। অফিসে বসে দীপাবলীর মাথায় অন্য চিন্তা এল। ঠিক এই চাকরি করার কথা সে কি কখনও ভেবেছিল ? যে চাকরিতে কাজ প্রায় করতেই হয় না বললে ভাল শোনায়। কখনও উপর তলার কি মর্জি হবে এবং তাঁরা রিপোর্ট চেয়ে পাঠাবেন, সঙ্গে সঙ্গে তা পাঠিয়ে দিলেই হয়ে গেল। কখনও কখনও এলাকায় মানুষজনের জন্যে কিছু ডোল আসে, তা বিলিয়ে দিলেই শান্তি। মাইনে যত কমই হোক এভাবে বসে থাকার কোন মানে হয় ? হ্যাঁ, অন্তত এই ব্লকে তার মাথার ওপরে কেউ নেই। এস ডি ও বা ডি এম-এর সঙ্গে রোজ দেখা হচ্ছে না। স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে তার। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত সে একা নিতে পারে না। ওপরওয়ালারা ইচ্ছে করলে হবে, নইলে নয়। বলা

যেতে পারে সব চাকরিতে একই ব্যাপার, নিয়ম মানতেই হয়। কিন্তু ক্রমশ নিজেকে একটা পুতুল বলে মনে হচ্ছিল তার।

এইসময় একটি অ্যাম্বাসাডার গাড়িকে আসতে দেখল দীপাবলী জানলা দিয়ে। গাড়িটা যে শহর থকে ভাড়া করে আনা ট্যাক্সি তা বুঝতে অসুবিধে হল না। অমলকুমাররা কি আসছে। দীপাবলী ঘর ছেড়ে অফিসঘরে এসে দেখল চারজন মানুষ গাড়ি থেকে নামছেন। সবশেষে যিনি নামলেন তাঁকে এখানে দেখে সে অবাক।

গাড়ি থেকে নেমে ওঁরা চারপাশে নজর বোলাচ্ছিলেন। দীপাবলী এগিয়ে গেল, 'নমস্কার। আপনি কেমন আছেন?'

সুবিনয় সেন চমকে উঠলেন, 'আরে! তুমি? তুমি এখানে?'

'চাকরি করছি। এই এলাকাটার তদারকি করার দায়িত্ব আমার ওপরে।'

'আচ্ছা! তাহলে তো তোমার কাছেই এসেছি আমরা।'

'আসুন। ভেতরে এসে বলুন।'

ওরা এলেন। চেয়ার দেওয়া হল বাড়তি একটা। সুবিনয় সেন তার অফিসঘর দেখে রুমালে মুখ মুছলেন, 'ডব্লু বি সি এস দিয়েছিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তখনই তোমাকে দেখে বুঝেছিলাম একদিন একটা কাণ্ড করবে।'

'এটাকে কাণ্ড বলছেন। খুবই সাধারণ চাকরি।'

'আরে এই চাকরি কজন বাঙালি মেয়ে করে। এত বছর হয়ে গেল স্বাধীনতা পেয়েছি তবু মেয়েরা চাকরি করছে স্কুল কলেজ হাসপাতাল নয়তো সরকারি অফিসে কেরানিগিরি।'

'আমারটার সঙ্গে কেরানিগিরির পার্থক্য খুব বেশী নেই। বলুন, কি জন্যে আপনার এই পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে আগমন?'

'ধোপাকে স্বর্গে দেখলেও বুঝবে সে সেখানে কাপড় ধুচ্ছে।'

'আচ্ছা! এখানে শ্যুটিং করবেন?'

'হ্যাঁ। এবারে একটু অন্য ধরনের ছবি করছি। আর তেকোণমার্কা প্রেম, ন্যাকামি ভাল লাগছিল না। শ্রীবাস্তব সাহেব হঠাৎই এগিয়ে এলেন।'

'কে শ্রীবাস্তব?'

'শ্রীবাস্তব হলেন কলকাতার এক নম্বর অ্যাড্ এজেন্সির মালিক। দিল্লী বম্বেতেও অফিস আছে। তোমার এখানে শ্যুটিং করতে হলে কি কি করতে হবে বল চিঠিপত্র এনেছি।'

'স্বচ্ছন্দে করুন। কোন ঝামেলা হবে না কিন্তু এখানে তো এক ফোঁটা সবুজ নেই। দুদিন একটু বৃষ্টি হল বলে এখনও টের পাচ্ছেন না, দুপুরে বুঝতে পারবেন গরম কাকে বলে। জায়গাটা ঘুরে দেখুন, মত পাল্টে যেতে পারে। আপনার গল্প কি তা অবশ্য আমি জানি না।'

'তোমার এখানে আসার আগে আমরা অনেকটা ঘুরে দেখেছি, কাল রাত্রে মিস্টার নায়েক যা বলেছেন তার সঙ্গে খুব মিল আছে।'

'মিস্টার নায়েক!' দীপাবলী বিস্মিত।

'তাই তো উপাধি ভদ্রলোকের। ডি এমের বাড়িতে ডিনারে আলাপ হল ওঁর সঙ্গে। ডি এম বললেন এই জেলা নাকি ওঁর নখদর্পণে।'

'আপনি ডি এমের কাছ থেকে অনুমতি নিলেন না কেন?'

'ওঁকে চিঠি দিয়েছি। উনি সেটা তোমার রেকমেন্ড করে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। আইন

অনুযায়ী তোমার কাছেই আসা উচিত।'

নিজেকে সামলে নিল দীপাবলী। অর্জুনের নামটা শোনামাত্র মেজাজ চড়েছিল। কিন্তু সুবিনয় সেন বাইরের মানুষ, এখানকার ব্যাপার স্যাপার বুঝবেন না। ওঁকে বলাও ঠিক হবে না। কিন্তু অর্জুন নায়েক তাহলে ডি এমের ডিনারেও নিমন্ত্রিত হয়। নিশ্চয়ই কোন ধান্দায় শহরে বসে আছে তাই এখানে কোন পাত্তা সে পাচ্ছে না।

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে শ্যুটিং করবেন যখন তখন অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে আপনাকে ?'

'হ্যাঁ। তা তো হবেই প্রায় পঞ্চাশ জনের ইউনিট। তবে কয়েকজন আসবে যাবে।'

'পঞ্চাশ জন মানুষের থাকার ব্যবস্থা কি করবেন ?'

'এসব জায়গায় শুটিং-এ ওটাই সমস্যা। দেখি কি করা যায়। যাহোক, কাজ করতে এসে নিশ্চয়ই তোমার সাহায্য পাবো আমি !' সুবিনয় সেন হাসলেন।

'অবশ্যই।'

'আমি আর একটু ঘুরে দেখতে চাই, বুঝলে।'

'কি রকম জায়গা চাইছেন ?'

'ঠিক মুখে বলে বোঝাতে পারব না। তুমি একজন স্থানীয় লোককে দিতে পারবে আমাকে গাইড করার জন্যে ?'

'নিশ্চয়ই।' দীপাবলী উঠে বাইরের ঘরে এসে দেখল বংশী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তাকে নির্দেশ দিয়ে ফিরে আসার আগেই সুবিনয়বাবুরা বেরিয়ে এলেন। দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'সে কি ! এখনই চললেন ? একটু চা খাবেন না ?'

'না, না। কাজের সময় দেখবে তোমাকে কি রকম জ্বালাই !'

বংশীকে নিয়ে ওরা গাড়িতে উঠছিলেন। শহুরে বাবুদের সঙ্গে একই গাড়িতে উঠতে হচ্ছিল বলে বংশী বেশ সংকুচিত। হঠাৎ সুবিনয় সেন ঘুরে দাঁড়ালেন, 'মনে হচ্ছে এখনও বিয়ে থা করে সংসারী হওনি ?'

দীপাবলী হাসল। এবং তৎক্ষণাৎ মনে হল অফিসের বাবুরা কথাগুলো শুনতে পেল। এরা সবাই মিসেস ব্যানার্জি হিসেবেই তাকে জানে। অবশ্য এও জানে সে বিধবা। কিন্তু সুবিনয়বাবু যে তাকে কুমারী মেয়ে ভেবে প্রশ্ন করলেন তা বুঝতে কারো অসুবিধে হবার কথা নয়। দীপাবলীর হাসিতে জবাব পেয়েই সুবিনয় সেন বলল, 'তোমার মনে আছে স্টুডিওতে এসে একটা প্রস্তাব করেছিলে আমার কাছে ?'

দীপাবলীর কপালে ভাঁজ পড়ল। হ্যাঁ, অনেক বছর আগে শমিতকে সঙ্গে নিয়ে স্টুডিও পাড়ায় গিয়ে সুবিনয় সেনের সঙ্গে সে দেখা করেছিল বটে। উনি তখন চাইছিলেন সে ওঁর ছবিতে অভিনয় করুক। দীপাবলী অক্ষমতা জানিয়েছিল পরীক্ষার কারণে। কিন্তু কোন একটা কথায় একটু অপমানিত হয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল যদি পরে তাকে সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে ফিল্মে অভিনয় করার ব্যাপারে তার আপত্তি নেই। অন্তত একটি ছবিতে সে অভিনয় করবে। এসব মেঘের মত কিংবা বাতাসের মত কবে, কি করে মিলিয়ে গিয়েছে তা এখন নিজেরই খেয়াল নেই। সে আবার হেসে বলল, 'মনে আছে।'

'এখন যদি আমি অফার করি তাহলে অ্যাকসেপ্ট করবে ?'

'এখন ! এই বয়সে !'

'বয়স ? কত বয়স তোমার হে ?' সুবিনয় সেন বিরক্ত হলেন, 'এই তো সেদিন বি এ পরীক্ষা দিচ্ছিলে !'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন সরকারী চাকরিতে ওসব করা নিষেধ।'

'অনুমিত নিতে হয়। সে ব্যবস্থা না হয় করা যাবে।'

'দেখি। ভেবে দেখি।'

'এখনও ভাবনা। তোমার কিস্যু হবে না। যাই, পরে দেখা হবে।' ভদ্রলোক গাড়িতে উঠতেই সেটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

নিজের টেবিলে বসে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল সে। সত্যি আর কিস্যু হল না। এই সহজ সত্যিটা কি সরল গলায় বলে গেলেন সুবিনয় সেন। এই চাকরি তাকে কোথাও নিয়ে যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন মনে এল, কোথায় যেতে চায় সে ? আশ্চর্য, উত্তরটাই তার জানা নেই। হয়তো পৃথিবীর কোন মানুষই জানে না কোথায় সে পৌঁছাতে চায় ! শুধু জানে, বহুদূর পথ যেতে হবে। এইটুকু।

এখন মনে হচ্ছে পথ বদলানো দরকার। এই শ্লথ পথ তার নয়। নিরাপদে ঘুমানো, খাওয়া এবং সঞ্চয়ের জীবন যাপন করতে যেসব চাকরিজীবী স্বপ্ন দ্যাখে সে কি নিজেকে তাদের দলে কখনও ফেলেছিল ! সত্যসাধন মাস্টার বলতেন, 'দীপা, তুমি অনেক বড় হবা। ইউ মাস্ট গো টু দি টপ !' এই চাকরি করে শীর্ষে পৌঁছাতে হয়তো একটা পুরো জীবন শেষ হয়ে যাবে। এবং এর শেষ কোথায় ? রাইটার্সের আন্ডার সেক্রেটারি বা ডেপুটি ? কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফল যখন নির্দেশ করল দীপাবলীর কপালে এই চাকরির শিকে ছিঁড়েছে তখন হৃদয় ময়ূরের মত নেচে উঠেছিল। ঢেউ থেমে গেলে জল থিতিয়ে এলে ক্রমশ একধরনের অবসাদের অক্টোপাস জড়িয়ে ধরছে তাকে। কিন্তু এই চাকরি ছেড়ে সে যাবেই বা কোথায় ? তার চাকরিজীবনের উপার্জনের একটা বড় অংশ প্রতিমাসের মনিঅর্ডারে চলে যাচ্ছে। সঞ্চয় তো তেমন কিছু নেই। বড়জোর মাস ছয়েক চলতে পারে। আর যাই হোক শমিতের জীবন সে কখনই যাপন করতে পারবে না।

দুদিন বাদে বিকেল ফুরিয়ে অর্জুন এল। দিনটা ছিল ছুটির। দীপাবলী মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল। সূর্যের তাপ এখনও পর্যন্ত আগের চেহারা নিতে পারছে না। কারণ কিছু দলছুট মেঘ এসে পড়ছে ঝাঁক বেঁধে মাঝেমধ্যে। বৃষ্টি হচ্ছে না কিন্তু ছায়া টেনে আনছে। আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর দীপাবলী আবিষ্কার করেছিল সেই ন্যাড়া গাছটায় কোন আশ্চর্য জাদুতে পাতা গজাবার চেষ্টা চলছে। দুদিনের বৃষ্টিতে সে যেন ভরাট হয়ে গিয়েছে। এই দিগন্তবিস্তৃত নিঃস্বতার শরিক ওই ন্যাড়া গাছটা যেন এখন সবুজের প্রতিবাদ আনতে চইছে। দিনের মধ্যে কয়েকবার সে গাছটার দিকে তাকিয়ে লক্ষ করেছে পাতাগুলো কতখানি বড় হল ! এই বিকেলে মনে হচ্ছিল একটু যেন ছড়াচ্ছে কিন্তু মনে হওয়াটা নিয়ে সন্দেহ ছিল। এমন সময় একটুও ধুলো না উড়িয়ে অর্জুনের জিপটিকে আসতে দেখল।

জিপ থেকে নেমে দুহাত জোড় করল অর্জুন, 'নমস্কার ম্যাডাম। এসেই খবর পেলাম আপনি আমাকে জরুরী তলব করেছেন। কি অন্যায় করেছি বলুন !'

দীপাবলী বলল, 'আজ রবিবার। আপনি আগামীকাল আসুন। তখনই অফিসিয়াল কথা বলা যাবে। ছুটির দিনে কাজের কথা বলতে চাই না।'

'বাঁচা গেল। অন্তত আজকের দিনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া হবে না। কেমন আছেন বলুন ? বৃষ্টিটা কি রকম এনজয় করলেন ?' যেন সমস্যামুক্ত হল অর্জুন।

'এখানে বৃষ্টি পেলে নিশ্চয়ই ভাল লাগে।' কথাগুলো বললেও নিজের ওপর বিরক্ত হল দীপাবলী। লোকটাকে দেখেই বিরক্ত হয়ে কাজের কথা না বলার ঘোষণা না করলেই হত। এখন ও এইরকম খেজুরে আলাপ করে যাবেই। চেষ্টা করেও তো অভদ্র হওয়া যায় না

মাঝে মাঝে।

'গ্রান্ড ! ভাবতে পারছি না এখানে এমন বৃষ্টি হতে পারে। লোকে কি বলছে তা নিশ্চয়ই এর মধ্যে শুনে ফেলেছেন ?'

'কি বলছে ?'

'আপনি মূর্তিমতী দেবী বলেই ঈশ্বর এমন বৃষ্টি ঢেলেছেন। যাহোক, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই শ্যুটিং পার্টির দেখা হয়েছিল ? গুড ! কলকাতার লোকগুলো এখানে এসে শ্যুটিং করলে একটাই লাভ, এখানকার গরীব মানুষগুলো কাজ পেতে পারে, কিছু কাঁচা পয়সা হাতে পাবে। আপনি নিশ্চয়ই আপত্তি করেননি ?'

'আমার আপত্তির কোন প্রশ্ন কি ওঠে মিস্টার নায়েক ? ডি এমের ডিনারে বসে আপনিই তো ওদের ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন।'

'আমি ! আমি অনুমতি দেবার কে ?'

'সেকি ? আপনিই তো এখানকার বাতাস, আকাশ, জীবন।' গলায় ব্যঙ্গ আনল দীপাবলী।

'যাঃ। আপনি অযথা বাড়িয়ে কথা বলছেন।' যেন সত্যি সত্যি লজ্জিত হল অর্জুন।

'ভেবেছিলাম আজ আপনার সঙ্গে কাজের কথা বলব না। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি ছাড়বেন না। শুনুন, আপনার লাগানো টিউবয়েলগুলো এর মধ্যে খারাপ হয়ে গেছে। জানেন নিশ্চয়ই।'

'জানি। আমার খুব অবাক লাগছিল আপনি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অতদূরে গিয়ে এই তথ্য জেনে এসেছেন। সত্যি পারেন বটে !'

'এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি ?' দীপাবলী প্রশ্ন করল শক্ত গলায়। লোকটা এর মধ্যে জেনে গেছে তার পরিক্রমার কথা ! বলছে তো আজই ফিরেছে।

'যন্ত্র তো খারাপ হতেই পারে ম্যাডাম।'

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ?'

'সেটা নির্ভর করছ আপনি কিভাবে সেটা ব্যবহার করছেন তার ওপরে।'

'কিন্তু আপনি সারাতে অস্বীকার করেছেন ?'

'অন্যায় করিনি। ওটা এখন সরকারী সম্পত্তি। আপনাব আদেশ ছাড়া আমি ওখানে হাত দিতে পারি না। পারি কি ?'

'আমি চাই কালই ওটা ঠিক হয়ে যাক।'

'আপনার চাওয়া কি সরকারী না বেসরকারী ?'

'মানে ?'

'প্রথমটা হলে আমাকে চিঠি দেবেন। রেকর্ড থাকবে। দ্বিতীয়টা হলে কালই আদেশ পালিত হবে ম্যাডাম।'

থমকে গেল দীপাবলী। তারপর বলল, 'ঠিক আছে চিঠি পাবেন।'

'আর কোন ত্রুটি ?'

'আপাতত কিছু বলার নেই।'

'ব্যাস। আমি ভাবলাম কত কিছু ঘটে গেছে। অবশ্য আপনার কাছে এলে আমার বেশ ভাল লাগে। আপনার মধ্যে একটা, কি বলব, অন্যরকম ব্যাপার আছে।'

ঠোঁট কামড়াল দীপাবলী।

'ওহো, আপনার সেই আত্মীয় ভদ্রলোকটি খুব বুদ্ধিমান কিন্তু।'

'মানে ?'

'পুলিশ ওঁর খোঁজে হাসপাতালে গিয়ে দ্যাখে তিনি না বলে উধাও হয়েছেন থাকলে ঝামেলা হত। খোদ ডি এম সাহেবের কানে এস পি খবরটা দিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুই না, আপনাকে নিয়ে টানাটানি হত।'

'সেটা হলে আমি বুঝতাম।'

'তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি ভদ্রলোককে বলেছি আপনাকে বিপদে ফেলা ওঁর উচিত হয়নি। একদিন নেখালিতে গিয়ে উপদেশ দিয়ে উনি কি আর করতে পারবেন!'

'আপনি ওঁকে বলেছেন মানে ?'

'শহরে যাওয়ার সময় দেখলাম হাটতলায় একজন অচেনা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। বেশ অসুস্থ মনে হচ্ছিল। জিপ দাঁড় করিয়ে জানতে চাইলাম কোথায় যাবেন ? গন্তব্যস্থল এক শুনে তুলে নিলাম জিপে। আরে, আপনি যে এককালে কলকাতায় নাটক করেছেন তা আপনাকে দেখে একেবারেই বোঝা যায় না। ছাড়লেন কেন ?'

দীপাবলীর বুঝতে বাকি রইল না। অর্জুনের সঙ্গে শহরে যাওয়ার পথে শমিত তার অতীত সম্পর্কে অনেক গল্পই করেছে। নিশ্চয়ই অর্জুনের জানতে বাকি নেই যে সে ওঁর আত্মীয় নয়। অনাত্মীয় এক প্রাক্তন বন্ধুকে দু'রাত থাকতে দিয়েছে জেনে অর্জুন কি উৎসাহিত বোধ করছে ? অর্জুন তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে সে বলল, 'মিস্টার নায়েক, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছি না।'

'খুব স্বাভাবিক। আমি এমন উত্তরই আশা করছিলাম।'

'উঃ। আপনি কি চান বলুন তো ?'

'আপনার কাছে ?'

'হ্যাঁ!'

'নাথিং। কারণ আমাকে দেওয়ার মত কিছু আপনার নেই।'

'আপনি কিন্তু লিমিট ক্রশ করছেন!'

'সত্যি কথা বলছি। এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, এখন পর্যন্ত আমি সজ্ঞানে আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি। করেছি কি ?'

'আপনার এই ভদ্রতার মুখোশটা আমার ভাল লাগছে না।'

শব্দ করে হাসল অর্জুন, 'এটা যা বলছেন। লাখ কথার এক কথা। তবে আপনার ভাল না লাগলেও মুখোশটাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। নিজেকে অন্যরকম দেখতে লাগছে। যাক এসব কথা। আপনার সহযোগিতা চাই, পাব কি ?'

'কি ব্যাপারে ?'

'এবারের নির্বাচনে আমার এক প্রার্থী কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়াচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এখানকার এম এল এ মাস ছয়েক আগে মারা গিয়েছেন।'

'আমার সহযোগিতা কি জন্যে দরকার ?'

'দরকার। যে লোকটিকে আমি দাঁড় করাচ্ছি তাকে কেউ তেমন চেনে না। আমি চিনিয়ে দিচ্ছি তাই চিনবে। লোকে আমাকে কতটা ভালবাসে জানি না তবে ভয় করে খুব। মুশকিল এখানেই। ব্যালট পেপার বাক্সে ঢোকাবার সময় সেই ভয় কাজ নাও করতে পারে। বরং কেউ বুদ্ধি দিলে সেটা উল্টেও দেওয়া সম্ভব। তাই না ?'

'কিন্তু আমার ভূমিকা কি ?'

'জাস্ট আমি যে মন্দ লোক নই, এখানকার সব কিছুর সঙ্গে আমি জড়িত এবং তা মানুষের ভালর জন্যে, এই কথাগুলো সাধারণের মধ্যে একটু প্রচার-করে দিন।'

'চমৎকার। আপনি নিশ্চয়ই জানেন সরকারী কর্মচারীর রাজনৈতিক প্রচারে অংশ নেওয়া নিষেধ। আমার দ্বারা এসব হবে না।'

'না বললে আমি মেনে নেব ভাবছেন কেন ?'

'আচ্ছা। এত যখন নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তখন নিজে দাঁড়ালেন না কেন ?'

'আমি উন্মাদ নই, তাই।'

'তার মানে ?' হাঁ হয়ে গেল দীপাবলী।

'নির্বাচনে জিতে যারা নেতা হবার স্বপ্ন দ্যাখে বিধানসভায় ঢোকার মুখেই তাদের অহঙ্কারের জুতোয় ফোস্কা পড়ে। সেখানে আরও বড় নেতা, যারা মন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর কথাই শেষ কথা। আমার এই দলে যাওয়ার কি দরকার। বরং আমি একটা নেতা তৈরী করেছি যে আমার কথা শুনবে, যা বলব তাই করবে, এতে কম আনন্দ বলুন ? যেদিন অবাধ্য হবে সেদিন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর একজনকে নেতা বানিয়ে নেব। আড়ালে আবডালে থাকলাম অথচ কাজের কাজ হলে গেল। অনুরোধ রাখবেন ?'

'সম্ভব নয়।'

ভেবে দেখুন। এত চটপট জবাব দিতে হবে না।' অর্জুন নায়েক ফিরে গেল তার জিপের কাছে, 'এই তল্লাটে একমাত্র আপনাকেই আমি আমার মুখের ওপর অবাধ্য কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছি। তবে এটা নিশ্চয়ই জানেন ধৈর্য জিনিসটার একটা সীমা আছে। আশা করি আমাকে সীমা অতিক্রম করিয়ে ছাড়বেন না।'

অর্জুনের জিপ বেরিয়ে গেলে সন্ধে নামল। একে কি বলে শাসানো ! সরাসরি বলে যাওয়া, হয় আমার হয়ে কাজ করো না হয় তোমার ব্যবস্থা আমি নিচ্ছি। কি করতে পারে অর্জুন ? ওপরতলার সঙ্গে ওর যা দহরম মহরম তাতে যেকোন মুহূর্তে ট্রান্সফার করিয়ে নিজের পছন্দমত লোক আনতে পারে। অবাধ্য হলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ও যে দ্বিধা করে না তা জানিয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল এই জেলায় একমাত্র তাকেই সে অধিকার দিয়েছে মুখের ওপর কটুকথা বলার, এইটে বলে অর্জুন কি করুণা দেখাতে চাইল ! যে লোকের প্রতি রাত্রে নারী এবং মদ ছাড়া চলে না সেই লোক মজা দেখছে তাকে কিছু ক্ষমতা দিয়ে ! যেন এই ক্ষমতা সরকার তাকে দেননি ! সরকারী অফিসার হিসেবে সে কিছুই করতে পারে না এখানে। এস ডি ও থেকে ডি এম যদি অর্জুনের কথায় ওঠাবসা করেন তবে তাকে একজন জুনিয়র অফিসার হিসেবে সেই পথ ধরতে হবে ?

সারাটা সন্ধে মাথার ভেতরে যেন দুরমুশ চলল। হঠাৎ সে স্থির করল, এখন এই রাত্রে অর্জুনের বাড়িতে যাবে। লোকটাকে সে স্পষ্ট জানিয়ে আসবে যেহেতু কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই তাই অর্জুনের শাসানিকে সে পরোয়া করে না। শিরায় শিরায় যেন তাপ প্রবাহ বইছিল দীপাবলীর। সে তিরিকে বলল, 'তুই জানিস অর্জুন নায়েকের বাড়িটা কোথায় ?'

'হ্যাঁ। হাটতলা ছাড়িয়ে ওদিকে গেলে দোতলা বড় বাড়িতে বাবু থাকে। ওদিকে ওই একটাই বড় দোতলা বাড়ি। কেন ?'

'দরকার আছে। তুই দরজা বন্ধ করে দে। আমি একটু ঘুরে আসছি।' তিরিকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে টর্চ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দীপাবলী। অর্জুন সম্পর্কে তিরির যে আতঙ্ক তাতে জানলে কিছুতেই আসতে দেবে না।

মাঠ পেরিয়ে বড় রাস্তায় আসছিল টর্চের লম্বা আলো ফেলে। মাঝে মাঝে দু-একটা লরি

ছুটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। হাটতলায় পৌঁছে দেখল জায়গাটা জমজমাট। হ্যারিকেন, হ্যাজাক, গ্যাস বাতি জ্বলছে দোকানে দোকানে। কেউ একজন সিটি দিল। দীপাবলী দাঁড়িয়ে পড়ল। সিটিটা যে তাকে দেখেই দেওয়া হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না। এইসময় কেউ একজন কোন দোকান থেকে ধমকে উঠল, 'এই শালা, চোখের মাথা খেয়েছিস ? কাকে দেখে সিটি দিচ্ছিস জানিস ? মেমসাহেব। ব্লকের!'

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাস চাপা পড়ে গেল। কেউ কেউ বাইরে বেরিয়ে তাকে দেখতে লাগল। একজন সেলাম পর্যন্ত করে ফেলল। ইউনিফর্ম পরা একজন সেপাই চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে তাকে লম্বা স্যালুট করে বলল, 'হুকুম করুন মেমসাব।

'আমি তো তোমাকে ডাকিনি।'

'না, যদি কোন প্রয়োজন হয়। এত রাত্রে— ।'

চটজলদি ভেবে নিয়ে দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'অর্জুন নায়েকের বাড়ি কোথায় ?'

'ওই তো ওদিকে। যাবেন ?'

'হ্যাঁ। নির্বাচনের ব্যাপারে কিছু কথা বলা দরকার।'

এইসময় রোগা মতন একটি ঢ্যাঙা লোক বললে, 'পাবেন না। দাদা তো আমাকে জেতাবার জন্যেই মাতলিকে নিয়ে এইমাত্র টাউনে চলে গেলেন।'

হ্যাজাকের আলোয় লোকটির মুখ দেখল সে। বসন্তের গর্তখোঁড়া মুখ। পরনে মলিন পাজামা শার্ট। দেখে মনে হয় বিদ্যে বেশী পেটে পড়েনি আজ পর্যন্ত। সেপাইটি পরিচয় করিয়ে দিল. 'এ হল দিবাকর। দাদা একেই ইলেকশনে দাঁড় করিয়েছেন। আর কদিন বাদেই এম এল এ হবে।'

দিবাকর বলল, 'কিছু বলতে হবে ? আমি এখানে রাতভর থাকব। দাদা না ফেরা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সাক্ষাৎ ভগবান বুঝলেন।'

মাথা নাড়ল দীপাবলী। তারপর অত্যন্ত শ্লথগতিতে ফিরে এল নিজের আস্তানায়। অতএব ওই দিবাকর এম এল এ হবে। সেই এম এল একে সেলাম করবে ডি এম, এস ডি ও এবং সে। তাই দেখে মজা পাবে অর্জুন নায়েক। মদ ও মেয়েমানুষ নিয়ে যে শহরে গিয়েছে ভাবী এম এল একে পাহারায় বসিয়ে।

দীপাবলী সাদা কাগজ টেনে নিল। তিনমাসের নোটিস দিতে হয়। সে গোটা গোটা অক্ষরে পদত্যাগপত্র লিখে তিনমাসের নোটিস দিল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন হালকা লাগতে শুরু করল। তিরি এসেছিল খাবার দেবে কিনা জানতে। দীপাবলী তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার এখানকার পালা শেষ। এবার চলে যেতে হবে রে!'

তিরি বলল, 'তুমি যেখানেই যাও আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

॥ ১৩ ॥

ন্যাড়া গাছটাকে আর চেনার উপায় নেই। কচি সবুজ পাতায় তার চেহারা এখন বড় আদুরে। শুধু গাছ নয়, মাটি ফুঁড়েও কিছু উদ্ভিদ মুখ তুলেছে। এগুলোকে ঠিক ঘাস বলতে আপত্তি আছে দীপাবলীর। চা-বাগানের মাঠে যে চাপড়া বাঁধা ঘাস ছড়িয়ে থাকে তা এখানে কোনকালেই হবে না। কিন্তু যা হল তা কম কি! সতীশবাবুরা বলেন দেখতে দেখতে এসব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। গাছটা পাতা খসিয়ে দিতে বাধ্য হবে। সত্যি কথা। কিন্তু দীপাবলীর ইচ্ছে ওগুলো তিন মাসের নোটিস শেষ হওয়া পর্যন্ত টিকে থাক। অন্তত যাওয়ার সময় একটু সবুজ দেখে যেন যেতে পারে।

টেলিগ্রাম পাওয়ার পর ক'দিন বেশ টেনশনে ছিল সে। কিন্তু অমলকুমার আসেনি, তার বদলে চিঠি এল। দীপাবলী, টেলিগ্রামটার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আসলে অনেক কিছুর মত শেষ মুহূর্তে আমাদের সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়েছিল। এই চিঠি আমি লিখছি কলকাতা থেকে। জলপাইগুড়ি ছেড়ে আসার আগে মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল রামপুরহাটে নেমে তোমাকে দর্শন করে আসবেন। লোকে রামপুরহাটে নামে তারাপীঠ দর্শনের জন্যে। মায়ের সেই ইচ্ছে ছিল না যা সম্ভবত দেবীকে ঈর্ষান্বিত করেছিল। তিনি বোধ হয় কোন প্রতিযোগীকে সহ্য করতে পারেন না। ফলে আসার দিন সকালে মা যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন যাত্রার দিন পিছোতে হল। মায়ের সুস্থ হওয়া এবং আমার নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার মধ্যে সময় এত অল্প ছিল যে বাধ্য হয়েছি সরাসরি চলে আসতে।

একটু অবাক হয়েছো নিশ্চয়ই। জলপাইগুড়িতে বসে বাড়ির ভাত খেয়ে শৌখিন ব্যবসা করে যার বেশ দিন চলে যাচ্ছিল সে কি করে হঠাৎ চাকরি করতে কলকাতায় এল! বছর দেড়েক আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে একটা আবেদন করেছিলাম। পরীক্ষা ইত্যাদি চুকে যাওয়ার পর বিস্মরিত হয়েছিলাম ব্যাপারটা। হঠাৎ ইন্টারভিউ-এর ডাক এল। কাউকে না জানিয়ে কলকাতায় গিয়ে দিয়েও এসেছিলাম সেটা। দেখা গেল কোন মামা পেছনে না থাকা সত্ত্বেও কখনও কখনও এ দেশে চাকরি পেয়ে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটে যায়। মাইনেপত্র এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যা তাতে মনে হয়েছে ব্যবসা করার শৌখিনতা আমার ত্যাগ করা উচিত। সত্যি বলতে কি ব্যবসায়ীর কোন গুণ আমি এ জন্মে বপ্ত করতে পারতাম না।

অতএব এখন কলকাতায়। বাসা নিয়েছি একজন পরিচিতের সূত্র ধরে কর্ণফিল্ড রোডে। মা এর মধ্যে বেশ গুছিয়ে বসেছেন। টেলিগ্রামটার জন্যে তিনিও লজ্জিত। তুমি ছুটিছাটা পাও না? সরকারি অফিসারদের কি কলকাতায় আসার প্রয়োজন হয় না? যদিও এখানে তোমার চেনা হোস্টেল নিশ্চয়ই আছে তবু এই ভাড়া বাড়িতে একটি অতিরিক্ত ঘর পাওয়া গেছে, খবরটা তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। ভাল থেকো। অমলকুমার।'

চিঠি পড়ে মন বেশ ভাল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর লিখতে বসল। অমলকুমারের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হোক এই কামনা জানিয়ে নিজের কথা খানিকটা আড়াল রেখে শেষ করল, 'ছুটির কথা বলছিলে না? এক জায়গা থেকে ছুটি চাইলেই চট করে পাওয়া যায়! নিয়ম মানতে ধৈর্য ধরতেই হয়। আমারও এ ছাড়া কোন উপায় নেই!'

দীপাবলী একটা ব্যাপারে বেশ অবাক হচ্ছিল। পদত্যাগপত্র সে পাঠিয়েছে প্রপার চ্যানেলে। অর্থাৎ এস ডি ও বা ডি এমের হাত ঘুরে তা যাবে কলকাতায়। কিন্তু এই দুই ওপরওয়ালা কোন রকম বিস্ময় প্রকাশ করেননি। নিত্য সরকারি সার্কুলার বা চিঠিপত্র অফিসে আসছে। পদত্যাগপত্র দেখে কারণ জানতেও কেউ চাইল না! মানুষ এত নির্লিপ্ত কখন হয়। সে কি এই দুই ভদ্রলোকের গলগ্রহ হয়ে যাচ্ছিল!

ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হল পরের সপ্তাহে ডি এমের সঙ্গে মিটিং-এ। নির্বাচন নিয়ে অনেক কথা বললেন তিনি। কি করতে হবে তার নির্দেশ দিলেন। দু বছর আগের করা ভোটার লিস্টটাকে অনুসরণ করতে হবে সবাইকে। মিটিং-এর পরে তিনি দীপাবলীর সঙ্গে আলাদা কথা বললেন, 'আপনার ওখানে তো দিবাকরবাবু দাঁড়িয়েছেন! শুনেছি খুব সজ্জন লোক। কম্যুনিস্ট পার্টির ক্যাণ্ডিডেট-এর চান্স কেমন?'

'আমি দিন কয়েক আগে ওঁর নাম শুনেছি।'

'হুম্। দিবাকরবাবুকে হারানো খুব মুশকিল।'

হঠাৎ দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি দিবাকরকে দেখেছেন?'

চমকে উঠলেন ডি এম, 'মানে ?'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছিল আপনি ওঁকে খুব ভাল চেনেন।'

'শুনেছি। একেবারে যাকে বলে মাটি থেকে উঠে আসা মানুষ। কোন রকম মতবাদে অন্ধ নন। এইটেই তো চাই।'

'আপনি আমাকে কি জন্যে ডেকেছেন ?'

'নির্বাচনের আগেই ওখানে বিখ্যাত পরিচালক সুবিনয় সেন শ্যুটিং করবেন ? আপনি কি মনে করেন কোন গোলমাল হবার আশঙ্কা আছে ?'

'বিন্দুমাত্র না। অবশ্য যতক্ষণ অর্জুন নায়েক ওঁকে সাহায্য করবেন।'

'না, না। অর্জুনবাবু তো সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছেন।'

'তাহলে কোন সমস্যা নেই। উনি যতদিন পাশে থাকবেন ততদিন আপনাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকছে না।'

'হুম্। আপনি আবার এর মধ্যে ছুটি নিয়ে চলে যাবেন না তো ?'

'না। তেমন ইচ্ছে নেই।'

'কোথাও, বড় চাকরি পেয়েছেন নিশ্চয়ই। কে যেন বলছিল কলেজে পড়াতে যাবেন। অবশ্য মেয়েদের সেটা খুব সেফ এলাকা।'

'মাপ করবেন। আমি এম-এ পরীক্ষার দরজা পর্যন্ত কখনও পৌঁছাইনি। এ দেশের কলেজে পড়াতে গেলে অন্তত ওই ডিগ্রিটা দরকার হয়। আর এসব আমার একদম ব্যক্তিগত ব্যাপার।' উঠে দাঁড়িয়েছিল দীপাবলী।

সুবিনয় সেন এখন এখানে শ্যুটিং করছেন। এমন এলাহী ব্যাপার এ তল্লাটের মানুষ আগে কখনও দ্যাখেনি। যাতায়াতের সময় বাঁচানোর জন্যে স্কুলটাকে তিন সপ্তাহের জন্যে বন্ধ রাখা হয়েছে অর্জুন নায়েকের হুকুমে। স্কুল বাড়ির মাঠে তিনদিনের মধ্যে বেশ কয়েকটা খড়ের ঘর তৈরি করে পুরো ইউনিটের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। নায়ক এবং সুবিনয় সেন স্কুল বাড়িতে আছেন। ওঁদের জন্যে বেশ কয়েকটা সাময়িক বাথরুম পায়খানা তৈরি হয়েছে মাঠেই। কলকাতার ঠাকুর দুবেলা রান্না করছে। নায়িকার কাজ শুরু হতে দেরি আছে বলে তিনি দলের সঙ্গে আসেননি। একটা কথা ঠিক শ্যুটিং-পার্টি আসায় সমস্ত তল্লাটটা যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। বৃষ্টির পরে রোদ উঠছে নিয়মিত, পাতাগুলো বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ার মুখে, কিন্তু মানুষের উৎসাহ বেড়ে গেছে অনেকগুণ।

হাটতলার ট্যাক্সিগুলো দিনরাত ভাড়া খাটছে শ্যুটিং-এ। আগামী নির্বাচনে যারা দিবাকরের হয়ে খাটবে তারা কাজ পেয়েছে রোজের ভিত্তিতে। ভিড় সরাতে যে বাহিনী তৈরি হয়েছে তারা দুবেলা খাওয়া নিয়ে কুড়ি টাকা করে পাচ্ছে। দীপাবলীর নির্দেশে স্থানীয় নতুন দারোগা প্রথম দিন গিয়ে সব বুঝেসুঝে রিপোর্ট করে গিয়েছেন, পুলিসের কোন প্রয়োজন হবে না। অর্জুনবাবু সব কিছু যাতে শান্তিতে শেষ হয় তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

শ্যুটিং-এর আগের দিন বিকেলে সুবিনয় সেন দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁকে চা খাইয়েছিলেন দীপাবলী। রোদ মরে যাওয়ায় বাইরে চেয়ার পেতে বসেছিল ওরা। সুবিনয় সেন বলেছিলেন, 'তোমায় কাল স্পটে চাই।'

'কেন ?' হেসেছিল দীপাবলী।

'শ্যুটিং শুরু করছি, তুমি এখানকার কর্ত্রী, তুমি থাকবে না ?'

'তাহলে তো আমার যাওয়া হল না।'

‘কেন ?’

‘কারণ আমি এখানকার কর্ত্রী নই।’

‘কিন্তু খাতায় কলমে তো এখনও আছ।’

‘আপনি জানেন বলে মনে হচ্ছে।’

‘হ্যাঁ। অর্জুন আমাকে বলেছে তুমি পদত্যাগ করছ। কেন জিজ্ঞাসা করব না। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমার যদি কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে থাকে তার সুবাদেই না হয় এসো।’

‘ক্ল্যাপস্টিক দিতে হবে ?’ আবার হেসেছিল দীপাবলী।

‘নাঃ। সে দায় মিস্টার শ্রীবাস্তবের। তিনি আগামীকাল সকালেই এখানে পৌঁছে যাবেন। আলাপ হলে বুঝবে আলাদা ধরনের মানুষ।’

দীপাবলী গিয়েছিল। ঠিক সকাল সাতটায় গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। মাইল দুয়েক দূরে টিলামত জায়গায় শ্যুটিং হবে। প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে এই সাতসকালে। দিবাকরের বাহিনী তাদের সামাল দিচ্ছে। দীপাবলী গাড়ি থেকে নেমে দেখল অর্জুন নায়েক, এস ডি ও সুবিনয়বাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। তাকে দেখতে পেয়ে অর্জুন কয়েক পা এগিয়ে এল, ‘আসুন আসুন। মিস্টার সেনকে বলছিলাম একমাত্র পুজোর মেলা না হলে এত মানুষকে এক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় না।’

অর্জুন এমন সরল গলায় কথা বলল যেন তাদের সম্পর্ক খুব ভাল। দীপাবলী তাকে জটিল না করে উত্তর দিল, ‘ভালই তো, আর একটা মেলা পাওয়া গেল।’

এস ডি ও ঘড়ি দেখছিলেন, ‘দশটার পর তো কাজ করতে পারবেন না। ডি এমের যে কেন দেরি হচ্ছে বুঝতে পারছি না।’

সুবিনয় সেন বললেন, ‘প্রথমে দিনের দৃশ্যগুলো তুলবো কয়েক দিন ধরে। সকাল ছ’টা থেকে দশটা আবার বিকেল তিনটে থেকে যতক্ষণ আলো পাওয়া যায়।’

অর্জুন ঠাট্টা করল, ‘তাহলে মেমসাহেবকে ধরুন। উনি প্রার্থনা করলে আকাশে মেঘ জমতে পারে। আপনার কাজের সময় বাড়বে।’

‘না, না। মেঘ চাই না। তাহলে কন্টিনিউটির গোলমাল হয়ে যাবে।’ সুবিনয় সেন হাত নাড়লেন। তারপর সহকারীকে বললেন, ‘স্বপনকে ডাকো তো।’

সহকারী ছুটল। একপাশে চাঁদোয়া খাটিয়ে চেয়ার টেবিল পাতা হয়েছে। সেখান থেকে এক সুদর্শন ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এল। সুবিনয়বাবু বললেন, ‘স্বপন, এঁদের সঙ্গে তোমার আগেই পরিচয় হয়েছে। ঐর নাম দীপাবলী। একজন সরকারী অফিসার। এককালে গ্রুপ থিয়েটারে দারুণ অভিনয় করত। আর এ হল স্বপন, নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। এই ছবির নায়ক।’

মাথা দুলিয়ে যেন নমস্কার সেরে নিল স্বপন। দীপাবলী হাত জোড় করেছিল। তার মেজাজ খারাপ হল। স্বপন বলল, ‘সুবিনয়দা যখন অভিনয়ের প্রশংসা করলেন তখন নিশ্চয়ই ভাল করতেন। তাহলে ছাড়লেন কেন ?’

‘উনি স্নেহ করেন বলে অতিরঞ্জিত করেছেন।’

এই সময় ডি এম এর জিপের পেছন পেছন একটি সাদা গাড়িকে আসতে দেখা গেল। ডি এম-এর জিপ থেকে তাঁর স্ত্রী নামলেন। এস ডি ও ছুটে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে জানালেন মন্ত্রী আসবেন বলে ডি এম শহর ছাড়তে পারেননি। তাই স্ত্রীকে পাঠিয়ে সুবিনয়বাবুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সাদা গাড়ি থেকে একটি সুদর্শন প্রবীণ ভদ্রলোককে নামিয়ে নিয়ে এলেন সুবিনয়বাবু। নায়ক বিগলিত হয়ে তাঁকে নমস্কার করল। তিনি

হাসলেন। বছর ষাটের ওপর বয়স। পরনে সাদা শার্ট প্যান্ট। সুবিনয়বাবু ওঁর সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিলেন। শ্রীযুক্ত দীননাথ শ্রীবাস্তব। বর্তমান ছবির প্রযোজক। তিনিই ক্ল্যাপস্টিক দিলেন। ছবির প্রথম দৃশ্যগ্রহণ করা হল। না, নায়ক স্বপনকে নিয়ে নয়। দুজন অভিনেতা একটি ঘোড়ার ওপর মালপত্র চাপিয়ে গ্রাম্যবেশে আসছে—শুধু এই দৃশ্যটি। যতক্ষণ না সুবিনয়বাবুর পছন্দ হল ততক্ষণ অভিনেতা এবং কলাকুশলীদের বারংবার একই কাজ করতে হচ্ছিল। দ্বিতীয়বার দেখার পর বিরক্তি এসে গেল। স্থানীয় দর্শকরা একবার হেসে উঠল মজা পেয়ে। অর্জুন তাদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'কারো যদি বেশী হাসি পেয়ে থাকে তাহলে পরে আমার সঙ্গে দেখা করো।' সঙ্গে সঙ্গে জনতা একদম চুপচাপ। দীপাবলী লক্ষ্য করল ওরা আর আগের মত সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে নেই।

দৃশ্যটি গৃহীত হওয়ামাত্র চা এল। এই টিলার পাশেই শ্যুটিং কোম্পানি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। সুবিনয়বাবু এক পাশে দাঁড়িয়ে শ্রীবাস্তব সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ হাত তুলে দীপাবলীকে ডাকলেন। দীপাবলী যেন বেঁচে গেল। ঠিক তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ডি এমের স্ত্রী। কিন্তু তিনি এমন ভঙ্গি করছিলেন যেন এখানে মহিলা বলতে একমাত্র তিনিই আছেন। দীপাবলীর দিকে ভুলেও তাকাচ্ছিলেন না। পদমর্যাদায় যে তিনি অনেক ওপরের তলায় তা বুঝিয়ে দিতে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। অস্বস্তি হচ্ছিল দীপাবলীর। এখনও অনেক মহিলা স্বামীর চাকরিকে নিজের চাকরি বলে মনে করেন। স্বামীর বোনাস পাওয়া মানে তাঁরই পাওয়া। এক্ষেত্রে পদমর্যাদার অহংকার সেই কারণেই। সুবিনয়বাবু ডাকতে দীপাবলী এগিয়ে গেল।

সুবিনয়বাবু বললেন, 'শ্রীবাস্তব সাহেবকে তোমার কথা বলছিলাম।'

অপ্রস্তুত দীপাবলী, 'আমার কথা মানে?'

এবার দীননাথ শ্রীবাস্তব পরিষ্কার বাংলায় কথা বললেন, 'শুনলাম আপনি সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন। এরকম খবর খুব কম পাই।'

'ও। আসলে আমি কাজ করতে চেয়েছিলাম। ছেলেবেলা থেকে আমার অ্যাম্বিশন ছিল নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কাজ করব। ডব্লু বি সি এস দিয়েছিলাম। ওপরের দিকে কিছু পাইনি খারাপ ফল হওয়ায়। কিন্তু এই চাকরিতে কিছু করার পাচ্ছি না। করতে দেওয়া হচ্ছে না।'

দীননাথ চোখ বন্ধ করে শুনলেন, 'শেষ কথাটা খুব ইমপ্যারট্যান্ট।'

'হ্যাঁ। তাই।'

'তাহলে আপনি লড়াই করতে চান?'

'চাই কিন্তু লড়াই করার জায়গা খুঁজতে হবে।'

এই সময় সুবিনয় সেন বললেন, 'তুমি ফিল্মে এসো। আমি তোমার ভাল ব্রেকের ব্যবস্থা করব।' তারপর শ্রীবাস্তব সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি ওর অভিনয় দেখেছি। সী ইজ এ ভেরি গুড অ্যাক্ট্রেস।'

'আই ডোন্ট থিংক সো ' মাথা নাড়ল দীপাবলী, 'আমি কোন কনস্ট্রাক্টিভ কাজ করতে চাই।'

'আপনার, কিছু মনে করবেন না, বয়স কত?' শ্রীবাস্তব জানতে চাইলেন।

দীপাবলী জানাল। ওই রকম একজন প্রবীণ মানুষ তাঁকে তখন থেকে আপনি বলে যাচ্ছেন, একবার ইচ্ছে হয়েছিল আপত্তি করতে, কিন্তু ভদ্রলোক যে দূরত্ব রেখে কথা বলছিলেন তাতে মেনে নেওয়াই ঠিক বলে ভাবল।

দীননাথ শ্রীবাস্তব এবার চারপাশে তাকালেন, 'মিস্টার সেন, আমি এবার যাচ্ছি। আশা

করি আপনার কাজ ভালভাবে শেষ হবে।'

'আপনি কি কলকাতায় থাকবেন?'

'না। কালই বম্বে যেতে হবে। ফিরব দিন পাঁচেক বাদে। আপনার কোন অসুবিধে হলে চৌধুরীকে কণ্ট্যাক্ট করবেন। ওকে সমস্ত ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে।' শ্রীবাস্তব দু'পা এগিয়েই থেমে গেলেন। দীপাবলীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চাকরি ছেড়ে দেবার পর আপনি কি কলকাতায় যাবেন?'

'হয়তো। কিছু ঠিক করিনি।'

'ও। কলকাতায় গেলে আপনার ইচ্ছে হলে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। কারো ভেতরে ফাইটিং স্পিরিট থাকলে তার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে।' কথা শেষ করে উপস্থিত অতিথিদের হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন দীননাথ শ্রীবাস্তব। গাড়ি বেরিয়ে গেল।

আবার যখন কাজ শুরু হতে যাচ্ছে তখন এস ডি ও সামনে এলেন, 'তাহলে আমাদের মায়া ত্যাগ করলেন?'

'মায়া তো তৈরিই হল না, ত্যাগ তো পরের কথা।'

'ও। আপনাকে একটা খবর দিচ্ছি। আপনার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে আমাকে চার্জ বুঝিয়ে দেবেন। অবশ্য যদি আপনার জায়গায় কোন অফিসার এসে যায় তাহলে আলাদা কথা।'

দীপাবলী হাসল, 'আমাকে কিন্তু কেউ বুঝিয়ে দেয়নি। আমি এসেছি এবং কাজ শুরু করেছি।'

ভদ্রলোক থতমত হয়ে বললেন, 'আরে না, না। আমি সে রকম কিছু বলছি না। এটা একটা চলতি কথা মাত্র।' বলেই চলে গেলেন তিনি ডি-এমের স্ত্রীর কাছে। বিগলিত হয়ে কথা বলতে লাগলেন। ভদ্রমহিলা যে স্বস্তি পেলেন কথা বলতে পেরে তা না বুঝিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে শালিখের,মত হাঁটতে লাগলেন।

দীপাবলী সুবিনয়বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিল। তিনি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন তার ফিরে যাওয়ার জন্যে। দীপাবলী বুঝল অর্জুন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

নতুন দারোগা শংকর ঘোষের বয়স বেশী নয়। কথাবার্তায় ভদ্র। জয়েন করে দেখা করে গিয়েছিলেন। ভদ্র কিন্তু একটু বেশী কথা বলেন। শ্যুটিং-এর প্রথম দিন বিকেলে তিনি এলেন। দীপাবলী অফিসেই ছিল। ভেতরে ঢুকে নমস্কার করে বসলেন, 'ম্যাডাম, শুনলাম আজ সকালে আপনি শ্যুটিং স্পটে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ। ওরা নেমন্তন্ন করেছিলেন। কিন্তু তখন আপনাকে দেখলাম না তো!'

'অর্জুন নায়েক নিষেধ করেছিলেন।'

'কি আশ্চর্য! অর্জুনের কথায় আপনি হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন? যদি কিছু গোলমাল হত তাহলে কি কৈফিয়ত দিতেন? আমাকে ছাড়ত ওপরওয়ালা। আমি তো আপনাকে নোট পাঠিয়েছিলাম।' দীপাবলী রেগে গেল।

'সব ঠিক ম্যাডাম।' শংকর ঘোষ তার টাক চুলকালেন, 'আমার হয়েছে বিপদ, কর্তব্য করব না ওপরওয়ালার কথা শুনব। অর্জুনবাবু থানায় এসে বলে গেলেন তাঁর সঙ্গে ডি এমের কথা হয়েছে যে তিনিই ম্যানেজ করবেন। পুলিস নাকি কোন কাজে আসবে না। ডি এম বলেছেন যখন— ।'

'তাহলে আর কি! আমার কাছে এসেছেন কেন?'

শংকর ঘোষ নিচু গলায় বললেন, 'কিন্তু আমি খবর পেয়েছি এই শ্যুটিং নিয়ে গোলমাল বাধতে পারে।'

'কি রকম ?'

'দিবাকরবাবুর বিরোধী পক্ষ, কম্যুনিস্টরা প্রচার করছে যে শ্যুটিং-এর চমক দিয়ে অর্জুনবাবু ইলেকশন জিততে চান। গরিব মানুষের এই দেশে বড়লোকের শ্যুটিং পার্টি শুধু ফয়দা লুটতে এসেছে, গরিব গরিবই থেকে যাবে। ব্যাপারটা যদি ভালভাবে প্রচার হয় তাহলে খুব মুশকিল।'

'খবরটা পেলেন কি করে ?'

'আমরা যে শ্যুটিং-এ যাইনি তা সবাই জেনে গিয়েছে। আজ ওদের অ্যান্টি পার্টির কয়েকজন এসে শাসিয়ে গেল, আপনারা যখন একবার যাননি তখন কখনও যাবেন না। গরিবের অভাব দেখিয়ে ফিল্মপার্টি লাখ লাখ রোজগার করবে এ হতে দেব না। যদিও ওদের অর্গানাইজেশন নেই তেমন তবু আমার ভাল লাগছে না।'

'অদ্ভুত লাগছে। অর্জুন নায়েকের বিরুদ্ধাচারণ করার মানুষ এখানে আছে ?'

'এখানকার লোক নয় ওরা। সাবডিভিশন টাউন থেকে এসেছে।'

'বাইরের লোক এখানে এসে কি করতে পারে ?'

'অর্জুনবাবুর বিরুদ্ধে কিছু করা মুশকিল। লোকটার ক্ষমতা আছে ম্যাডাম। ডি এমের স্ত্রী আজ ওঁর বাড়িতে লাঞ্চ খেয়ে ফিরে গিয়েছেন। এস ডি ও ছিলেন।'

'আপনি এস পি-কে ব্যাপারটা রিপোর্ট করুন। আমিও ডি এমকে জানাচ্ছি।'

'কিন্তু যদি কিছু না হয় পরে তাহলে বেইজ্জত হয়ে যাব না ?'

'কিছু লোক এসে শাসিয়েছিল এটা তো ঘটনা। তাই জানান।'

'অর্জুনবাবুকে কি জানাব ?'

'তিনি কি আপনার বস ?'

'না—মানে—।'

'প্লিজ, নিজের কর্তব্য করুন।'

শংকর ঘোষ চলে গেল বটে কিন্তু হঠাৎ কয়েক দিনের মধ্যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পোস্টার পড়তে দেখা গেল। শংকর ঘোষের বলা কথাগুলোই লেখা হতে লাগল সেই সব পোস্টারে। অর্জুন নায়েকের লোক প্রকাশ্যে তা ছিঁড়ে ফেললেও পরদিন আবার দেখা গেল রাতের অন্ধকারে কারা পোস্টার সেঁটে গিয়েছে। এবার অর্জুনের লোকজন রাতের পাহারায় নামলে পোস্টার মারা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে মুখে মুখে ব্যাপারটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্যুটিং কিন্তু বন্ধ হয়নি। কেউ হামলা করেনি সেখানে। দিবাকর প্রত্যহ শ্যুটিং-এর বিভিন্ন স্পট লোক নিয়ে গিয়ে নাটক দেখানোর মত শ্যুটিং দেখিয়ে আসছে। এই সময় নায়িকা এলেন। তিনি গোটা চারেক ছবি করেছেন এবং এর মধ্যে বেশ নাম হয়েছে তার, বিশেষ করে অতি আধুনিকার চরিত্র চিত্রণে। অর্জুন নায়েক প্রোডাকশন ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে শহর থেকে জিপে চড়িয়ে তাঁকে নিয়ে এল শ্যুটিং স্পটে। সাধারণ মানুষ অবাক চোখে দেখল একটি মোমের মত মেয়ে সবার সামনে স্বচ্ছন্দে সিগারেট খাচ্ছে। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল স্কুলের টেন্টে। তিনি সেখানে গিয়ে নাক কোঁচকালেন। তাঁর দাবি শহর থেকে রোজ শ্যুটিং স্পটে আসবেন। দূরত্ব ও সময়ের কথা ভেবে সকলের যখন মাথায় হাত তখন অর্জুন প্রস্তাব দিল তার গরিবের কুটিরে যদি ম্যাডাম থাকতে পারেন তবে সে ধন্য হবে। নায়িকা গেলেন সেই কুটির দেখতে। দেখে এত পছন্দ করে ফেললেন

যে সব রাগ জল হয়ে গেল।

এখন অর্জুনের জিপে নায়িকাকে দেখা যাচ্ছে। নায়িকার আঙুলে সিগারেট। মানুষজন জুলজুল করে দেখছে তাদের। তাদের চেনা মানুষ অর্জুনকে নায়িকা যেরকম খাতির করছে তাতে তাদের গর্ব বাড়তে লাগল, সেই সঙ্গে ঈর্ষাও। আর সেই সময় গোটা দশেক লোক নায়িকাকে নিয়ে শুটিং-এ যাওয়ার সময় হঠাৎ পথ আগলে বিক্ষোভ দেখাতে লাগল। অর্জুন জিপ থামাতে বাধ্য হল। সে চিৎকাব করে বিক্ষোভকারীদের সরে যেতে বলল। কিন্তু এই মানুষগুলো তার অচেনা। ব্যাপারটা দেখে মজা পেতেই স্থানীয় কিছু মানুষ সেখানে জুটে গেল। অর্জুন জিপ ঘুরিয়ে নায়িকাকে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু তার আধঘণ্টার মধ্যেই ওই জনা দশেক মানুষকে প্রচণ্ড আহত করে বড় রাস্তায় ফেলে দেওয়া হল। নায়িকা শ্যুটিং-এ পৌঁছে গেলেন। দারোগা শংকর ঘোষ ঘটনাস্থলে ছুটে যেতে বাধ্য হলেন। খবর এল দীপাবলীর কাছেও। বড় রাস্তায় পৌঁছে সে দেখতে পেল দারোগা আহতদের সাবডিভিশন হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। একটি লরিকে আনা হয়েছে। দীপাবলী শংকর ঘোষকে বললেন, 'এদের মধ্যে যে লোকটি কম আহত তার এজাহার নিন। দেখুন ও কোন স্পেসিফিক অভিযোগ করে কিনা!'

'নিয়েছি ম্যাডাম।'

'কি বলছে?'

'বলছে অর্জুন নায়েক লোক দিয়ে ওদেব প্রচণ্ড আহত করেছে। লোহার শিক দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়েছে। ওরা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ করছিল, এই হল অপরাধ।'

'এরা কোত্থেকে এসেছে এখানে?'

'সাবডিভিশনাল টাউন থেকে। কম্যুনিস্ট পার্টি করে এরা।'

'প্রয়োজনে সাক্ষী দিতে পাওয়া যাবে এদের?'

'মনে হয়। আমি লক্ষ্য করেছি কম্যুনিস্টরা সহজে হার স্বীকার করে না।'

'বেশ। আপনি আরও তদন্ত করুন। ঘটনাস্থলের কিছু মানুষকে জোগাড় করুন যারা সাক্ষী দিতে পারবে। আর এসব কথা নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলবেন না।'

'কি সব কথা?'

'এরা যে এজাহার দিয়েছে তা কাউকে বলার দরকার নেই।'

'ঠিক আছে ম্যাডাম।'

আহতদের হাসপাতালে পাঠিয়ে একটা রিপোর্ট লিখল দীপাবলী। এখন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্জুনকে অ্যারেস্ট করা যায়। ক্রিমিন্যাল অফেন্স। কিন্তু ব্যাপারটা এস ডি ও বা ডি এমকে জানালেই অর্জুন জানতে পেরে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। সে ইচ্ছে করেই রিপোর্টে অর্জুনের নাম লিখল না। নায়িকার সঙ্গে যাওয়ার কথা যতটা সম্ভব সে এড়িয়ে গেল। কিছু বিক্ষোভকারীকে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীরা মারাত্মক জখম করে ফেলে গিয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করল।

বিকেলে শংকর ঘোষ এলেন। তিনি কিছু স্থানীয় সাক্ষী জোগাড় করে ফেলেছেন এর মধ্যে। তারা বলেছে কারা কারা আক্রমণে অংশ নিয়েছিল। এরা সবাই অর্জুন নায়েকের নিজস্ব মানুষ। আলোচনা করে দীপাবলী নির্দেশ দিল ঠিক রাত ন'টায় শংকর ঘোষ ওদের চারজন পাণ্ডাকে তুলে থানায় নিয়ে যাবেন। সাড়ে ন'টার মধ্যে লোকগুলোর কাছ থেকে খবর বের করে বাহিনী নিয়ে চলে আসবেন দীপাবলীর কাছে।

সারাটা সন্ধে খুব উত্তেজিত হয়ে রইল দীপাবলী। তার একটা ব্যাপার খুব অদ্ভুত বলে

মনে হচ্ছিল। এই সব গোলমালের খবর নিশ্চয়ই শুটিং পার্টির লোকেরা পেয়েছে। সুবিনয় সেনের চিন্তিত হওয়া উচিত। তিনি যে কেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন না তাই সে বুঝতে পারছিল না।

ঠিক রাত সাড়ে ন'টায় শংকর ঘোষ এলেন। খাওয়াদাওয়া শেষ করে তৈরি হয়ে বসে ছিল দীপাবলী। শংকরবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা খুব সহজ নয় ম্যাডাম। আজ সন্ধের সময় অর্জুনবাবু নায়িকাকে সঙ্গে নিয়ে থানায় এসেছিলেন।'

'তাই নাকি?'

শংকর ঘোষ মাথা নাড়লেন, 'অর্জুনবাবু নায়িকাকে দিয়ে ডায়েরি করালেন। কিছু সমাজবিরোধী তাঁর কাজে যাওয়া-আসার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। তিনি জানিয়েছেন এর পরিণাম খারাপ হতে পারে।'

'ডায়েরিতে শুধু দিন লেখেননি তো?'

'না না, ডায়েরি সব সময় সময় দিয়ে লেখা হয়। অর্জুনবাবু তখন কিছু বলেননি কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন ডি এম জানতে চেয়েছেন আমি কেমন কাজকর্ম করছি? হেসেই বললেন। সাপের মত হাসি।'

'লোকগুলোকে তুলেছেন?'

'হ্যাঁ। ওরা স্বীকার করেছে, অর্জুন নায়েকের নির্দেশে এই কাজ করেছে।'

'স্বীকারোক্তিতে সই করিয়েছেন?'

'এটা আর আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। কিন্তু একটা কথা ভাবুন, অর্জুনবাবুর পাশে সমস্ত প্রশাসন আছে। তিনি আমাদের গুঁড়িয়ে দিতে পারেন।'

'ঠিকই। আমি সতীশবাবুকে রিপোর্ট জমা দিতে পাঠিয়েছিলাম। তিনি আমার নির্দেশ মত শহরের সব ক'টা বড় কাগজের প্রতিনিধিকে আজ মধ্যরাত্রে আমাদের থানায় আসতে বলে এসেছেন। কোন ইঙ্গিত দেননি। শুধু বলেছেন একটা বিরাট ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। মনে হয় রাত বারোটায় শহর থেকে সাংবাদিকদের গাড়ি আপনার থানায় পৌঁছে যাবে। তাঁরা যদি খবরটা ছেপে দেন তাহলে আপনার আর ভয়ের কিছু থাকবে না।'

'ঠিক আছে। লোক আমি খুব সৎ নই। তবে এবার একটু সাহস দেখাই। চলুন, আমার বাহিনী প্রস্তুত।'

এই সময় বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ হল। দরজা খোলাই ছিল। দীপাবলী এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল একটা বড় ভ্যান থেকে কয়েকজন নামছেন। তাঁদের একজন প্রশ্ন করলেন, 'শুনলাম ও সি নাকি এখানে এসেছেন। তাঁর দেখা পেতে পারি?'

'আপনারা?' দীপাবলী প্রশ্ন করল।

'আমরা সাংবাদিক। আজ বিকেলে খবর পেয়েছি—।'

'কিন্তু আপনারা আগেই এসে গিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

এই সময় শংকর ঘোষ বেরিয়ে এলেন, 'ঠিক আছে। আপনারা আমাদের অনুসরণ করতে পারেন। আজ এখানে একটি গণধোলাই হয়েছে। কয়েকজনের জীবনহানির আশঙ্কা আছে তা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। আমরা একজন খুব ক্ষমতাবান মানুষ, যিনি এই কাণ্ডের নায়ক, তাঁকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছি। আপনাদের আমি আমন্ত্রণ করছি না। কিন্তু পেছনে এলে বাধা দেব না। তবে আমার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন না।'

অন্ধকার হেডলাইটে সরিয়ে কয়েকটা গাড়ি দ্রুতবেগে ছোটা শুরু করল।

॥ ১৪ ॥

হাটতলা পেরিয়ে যাওয়ামাত্র শংকর ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ওর বাড়িতে কখনও গিয়েছেন ?'

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসেছিল দীপাবলী, প্রশ্ন শোনামাত্র মাথা নাড়ল, 'না। আমার তো কখনও যাওয়ার দরকার পড়েনি।'

শংকর ঘোষ মাথা নাড়ল, 'ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে ঈশ্বর জানেন। লোকটার বাড়িতে বড় বড় কর্তাদের যাতায়াতা আছে। আর এতটা পথ ঠেঙিয়ে এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় কেন আসবেন তাঁরা বুঝতেই পারছেন !'

'পারছি। কিন্তু কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়।' কথাটা বলেই নিঃশ্বাস ফেলল দীপাবলী, 'আপনি কি ভয় পাচ্ছেন ?'

'নাঃ, এ নিয়ে চিন্তা করার কোন মানে হয় না আর।' কথাগুলো বললেও দারোগার গলার স্বর স্বাভাবিক ঠেকল না।

অন্ধকার চিরে হেডলাইটের আলোগুলো যখন বাড়িটাকে আঁকড়ে ধরল তখন দীপাবলীর মনে হল অর্জুন সত্যিই বড়লোক। প্রাসাদ বললে হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে কিন্তু এই এলাকার যে-কোন বাড়িকেই এর পাশে নিতান্তই কুঁড়েঘর বলে মনে হবে। এবং তার চেয়ে যেটা তাজ্জব সেটা হল বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। গাড়ির শব্দ বন্ধ হওয়া মাত্র জেনারেটারের শব্দ পাওয়া গেল। দুখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অর্জুনের জিপের পাশে। কয়েকটি লোক নিচে বসেছিল। তাদের একজন উঠে এগিয়ে আসা মাত্র দারোগা চাপা গলায় বললেন, 'সর্বনাশ। এস ডি ও সাহেবের ড্রাইভার !'

'ড্রাইভারকে দেখে ভয় পাওয়ার কি আছে ?'

'ধোঁয়া মানেই আগুন আছে পেছনে।'

'আপনার কাজ আপনি করুন।' দীপাবলী জিপ থেকে নেমে দাঁড়াতেই দারোগা এবং পুলিশ বাহিনী নামল। এস ডি ওর ড্রাইভার সেলাম করে বলল, 'আপনি এখানে দারোগাবাবু ?'

'তোমার সাহেব এ বাড়িতে এসেছেন ?'

'হ্যাঁ, ভেতরে যাবেন না। সাহেব রেগে যেতে পারেন।'

বাড়ি থেকে ছিটকে আসা আলোয় দারোগা শংকর ঘোষ শেষবার তাকালেন দীপাবলীর দিকে। দীপাবলী কঠোর মুখে ঘাড় নাড়তেই পুলিশ বাহিনী ভেতরে ঢুকল। নিচের তিনখানা ঘরে কেউ নেই। পুলিশ দেখে দুজন চাকর গোছের মানুষ হতভম্ব হয়ে তাকাল। এস ডি ও-র ড্রাইভার এগিয়ে যাচ্ছিল, তাকে থামালো শংকর ঘোষ, 'তুমি এখানেই থাকো। অর্জুনবাবু কোথায় ?'

লোকটি যেন খুব অবাক হল, 'ওপরে। কিন্তু আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি ওপরে যাবেন না। সাহেব ক্ষেপে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তার ওপর অর্জুনবাবুও ওখানে আছেন।'

সিঁড়িতে তেমন আলো নেই কিন্তু ওপরে উঠতে অসুবিধা হল না। সিঁড়ি ভাঙার সময় গ্রামোফোন রেকর্ডের গান ভেসে আসছিল, 'এ শুধু গানের দিন এ লগন গান শোনাবার···।' সেই সঙ্গে স্পষ্ট হল স্খলিত গলার উচ্ছ্বাস ধ্বনি।

এমন একটা দৃশ্য যে বাকি জীবনের জন্যে অপেক্ষা করছে তা দীপাবলী ঘুণাক্ষরেও চিন্তা

করেনি। জীবনের অনেক অনেক একলা রাতে চোখ বন্ধ করলেই ওই দৃশ্যটি ভেসে উঠেছে। পুরুষের অক্ষম আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সে পরিচিত হয়েছিল যৌবন শুরু হবার আগেই। কিন্তু সেই অক্ষমতা তাকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু লালসা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, যখন পুরুষের মানসিক বিকৃতি পূর্ণ করতে নারী স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে সহযোগিতা করে তখন কোণারকের মন্দিরের গায়ে শৃঙ্গাররত মূর্তিগুলোও লজ্জিত হবে।

দুটি নারী, অবশ্যই তাদের শরীর, গায়ের রঙ এবং মুখের গড়ন প্রমাণ করছে তারা এই অঞ্চলের গ্রাম থেকে উঠে এসেছে, সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে অর্জুন নায়েক এবং এস ডি ও সাহেবের বাহুলগ্ন হয়ে মদ্যপানে অংশ নিয়েছে। নারী-শরীর যে এত কুৎসিত হয়ে উঠে পুরুষকে শিষ্টাচারের বেড়া ডিঙিয়ে নিয়ে যেতে পারে তা অনুমানেও ছিল না। শংকর ঘোষ এবং দীপাবলী থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ দুই নারীর একজনের চোখ পড়ল দরজায় আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল সে, গ্রামোফোনের রেকর্ড থেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঠিক বাঘের মত ঘুরে উঠে দাঁড়াল অর্জুন নায়েক। তার চোখ মুখ মুহূর্তেই বীভৎস হয়ে উঠল। এস ডি ও-র প্রতিক্রিয়া হল বিপরীত। এরকম একটা গোপন আনন্দের সময় দারোগা এবং দীপাবলীকে দেখতে পেয়ে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। পালিয়ে যাওয়ার কোন উপায় থাকলে ভদ্রলোক বোধহয় বেঁচে যেতেন। ততক্ষণে অর্জুন নায়েক গর্জন করে উঠেছে, 'আপনারা এখানে ? কার হুকুম নিয়ে দোতলায় উঠেছেন ? এইসময় আমাদের বিরক্ত করার সাহস পেলেন কি করে ?'

দারোগাবাবু থতমত হয়ে দেখলেন এস ডি ও অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছেন। মেয়ে দুটি ততক্ষণে ঘরের এক কোণে চলে গিয়েছে। দুজনের এত নেশা হয়েছে যে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার শক্তি নেই।

উত্তর না পেয়ে অর্জুন হুঙ্কার দিল, 'মান সিং।'

সম্ভবত সেটি কোন রক্ষীর নাম, কানে যাওয়ামাত্র সচকিত হলেন শংকর ঘোষ, 'মিস্টার নায়েক। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'আমাকে ?' অর্জুন যেন নিজের দুটো কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, 'আমি কি করব তা আপনি ঠিক করবেন ?'

'নিশ্চয়ই। আমি থানার দারোগা। আপনাকে অ্যারেস্ট করার অনুমতি আমার কাছে আছে। আশা করছি আমাকে অভদ্র হতে আপনি বাধ্য করবেন না। আসুন।' শংকর ঘোষ এক পা এগিয়ে গেলেন।

প্রায় যাত্রা দলের ভিলেনের মত হেসে উঠল অর্জুন, 'অ্যারেস্ট ! আমাকে ! আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল দারোগাবাবু ! কিন্তু অভিযোগটা কি ?'

'মার্ডার চার্জ। আপনি কয়েকটি ভাড়াটে লোক দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনকারী কিছু মানুষকে হত্যার চেষ্টা করেছেন।'

অর্জুন হাসল, 'এইসব আজগুবি কথা শোনার সময় আমার নেই। আর পনের মিনিট বাদে হিরোইনের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আপনাদের ব্যাপারটা আমি পরে বুঝে নেব। এখন আসতে পারেন।'

এমন তাচ্ছিল্য করে এইরকম সময়েও কেউ কথা বলতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হত। দীপাবলী লক্ষ করছিল অর্জুন তার দিকে একবারও তাকাচ্ছে না, সে যে এখানে এসেছে তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করছে। সে শংকর ঘোষকে বলল, 'আপনি আদেশ মান্য করুন মিস্টার ঘোষ।'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল অর্জুন। তার মুখের চেহারা ধীরে ধীরে পাল্টে গেল। সেই অদ্ভুত শব্দ-করা হাসি হাসল, 'বড় অসময়ে আপনাকে অতিথি হিসেবে পেলাম। আপ্যায়ন করার কোন সুযোগ দিলেন না ম্যাডাম। বুঝতে পারছি মিস্টার ঘোষ আপনার আদেশ মান্য করছেন। কিন্তু অভিযোগ তো ধোপে টিকবে না ম্যাডাম। প্রমাণ করতে পারবেন না।'

দারোগা বললেন, 'আপনি অনেক সময় নিচ্ছেন কিন্তু।'

'ও আচ্ছা। আপনাকে যিনি আদেশ দিয়েছেন তার ওপরওয়ালা এখানে আছেন। এস ডি ও সাহেব, দারোগাকে বুঝিয়ে দিন কি করতে হবে।'

এস ডি ও নড়লেন। তাঁর মুখ তুলতে খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল। অর্জুন দূরে ভয় পেয়ে বসে থাকা মেয়েদুটিকে হাত নেড়ে ধমকালো, 'অ্যাই! তোরা আর এখানে কেন বসে আছিস! যা; চলে যা।'

মেয়েদুটি পরস্পরকে অবলম্বন করে টলতে টলতে কোনমতে পাশের ঘরে ঢুকে গেলে এস ডি ও বললেন, 'ঠিক আছে, এখন আপনারা চলে যান। কাল সকালে অফিসে আসুন। আলোচনা করে ব্যবস্থা নেব।'

সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন বলে উঠল, 'চমৎকার। ওপরওয়ালার অর্ডার পেয়ে গেছেন। জেলা কোর্টের রায় হাইকোর্টে স্থগিত রাখল। এবার আপনারা আসুন। ম্যাডাম, আপ্যায়ন করতে পারলাম না বলে ক্ষমা চাইছি।' দুটো হাত জোড় করল অর্জুন।

দীপাবলী শংকর ঘোষের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'স্পেসিফিক চার্জে আমরা অর্জুনবাবুকে অ্যারেস্ট করছি। আগামী কালের জন্য অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই। আর যে মেয়েদুটো এখানে ছিল তাদেরও আপনি নিয়ে চলুন। একজন অসৎ চরিত্রের সরকারি অফিসারের এই মুহূর্তে হুকুম করার কোন অধিকার নেই যখন তিনি ব্যাভিচারে লিপ্ত রয়েছেন। যান!'

অর্জুন হাসল, 'চমৎকার ম্যাডাম। নাটক দারুণ জমেছে।'

'মানে!' দীপাবলীর মুখ থেকে শব্দটা ছিটকে এল।

'এক শালিখ কেন বধ করবেন, জোড়া শালিখের দায় এসে পড়ল যে। কিসব বললেন না, তার জন্যে এই এস ডি ও সাহেবকেও আপনি নিশ্চয় গ্রেপ্তার করতে বলবেন। তাই বলছিলাম নাটক দারুণ জমেছে।'

এবার শংকর ঘোষ এগিয়ে এলেন, 'অনেক হয়েছে, এবার আপনি চলুন।'

অর্জুন তাঁর বাড়ানো হাত সরিয়ে দিল, 'আমি ইচ্ছে না করলে আপনার থানার ওই কটা ছারপোকার ক্ষমতা নেই আমাকে থানায় নিয়ে যাওয়ার। আর আপনি জানেন সময় পেলে আমি কি করতে পারি!'

এতক্ষণে শংকর ঘোষের পুলিশী রক্ত সম্ভবত জেগে উঠল। তিনি হাঁকডাক করে দুজন সেপাইকে নিয়ে অর্জুন নায়েকের হাতে লোহার বালা পরালেন। ও দুটো পরা মাত্র অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেল লোকটা। দীপাবলীর দিকে হাতকড়া তুলে ধরে বলল. 'এটার কোন দরকার ছিল ম্যাডাম?'

'খুনের আসামী বলে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তার সম্পর্কে কোন ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয় অর্জুনবাবু।' দীপাবলী ততক্ষণে খুব খুশী।

'বাঃ। আর কিছু বলার নেই। এবার নিশ্চয়ই দ্বিতীয় কাজটা করবেন?'

'কি বলতে চাইছেন?'

'এই লোকটা আমাকে সুযোগ দেয় আমি ওর আনন্দের ব্যবস্থা করি। উনি এসেছেন

নায়িকার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতে। আগে এসে পড়েছেন তাই সময় কাটাতে চা-জলখাবার খাচ্ছেন। একটু আগে যেসব শব্দ বলছিলেন—সেই অভিযোগে একে গ্রেপ্তার করা কি আপনাদের কর্তব্য নয়?' অদ্ভুত শব্দ করা হাসিটি হাসল অর্জুন।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করলেন এস ডি ও, 'অর্জুনবাবু, আপনি কিন্তু নিজের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন!'

মাথা নাড়ল অর্জুন, 'ভুল হল, আমি নিজের সীমা নিজেই স্থির করি। আমাকে যদি কোর্টে তোলা হয় তাহলে বলতেই হবে আপনি আমার সঙ্গে গ্রেপ্তারের আগে এই ঘরে বসে কি করছিলেন। আর ঐরা সেটা দেখেও কোন অ্যাকশন নেয়নি। ব্যাপারটা কি সুবিধের হবে?'

হঠাৎ এস ডি ও দারোগার সামনে এগিয়ে এসে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'বন্ধ করুন এসব নাটক। ছেড়ে দিন ওঁকে।'

দীপাবলী ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি চুপ করে থাকতে। আপনি আমাদের সঙ্গে থানায় আসুন।'

'আমি! থানায়!' ভদ্রলোক হতভম্ব।

'হ্যাঁ। আমি ভদ্রভাবে ব্যাপারটা করতে চাই।'

'আপনি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারেন না মিসেস ব্যানার্জি।'

'আমার এলাকায় যদি মন্ত্রীমশাইও কোন অপরাধ করেন তাহলে আইন আমাকে যতটুকু করার ক্ষমতা দিয়েছে ততটুকু নিশ্চয়ই কবতে পারি।' কথাগুলো বলে দরজার বাইরে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল দীপাবলী। গিজগিজ করছে লোক। এত রাত্রে এই বাড়িতে এত মানুষের থাকার কথা নয়। সামনের সারিতে যে চাব পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে তাদের চেহারা এবং ভঙ্গী প্রমাণ করে অপরাধ করার নিয়মিত অভ্যেস তাদের রয়েছে। এই ভিড় ঠেলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল। দারোগা সেপাইদের নির্দেশ দিলেন পথ করে দেবার জন্যে। সেপাইরা লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু কাজ হল না। লোকগুলো পাথরের মূর্তির মত অপেক্ষা করছিল অর্জুন নায়েকের কাছ থেকে একটা আদেশের জন্যে।

এইসময় পেছন থেকে আওয়াজটা ভেসে এল। সেই ঘিনঘিনে হাসির শব্দ। দীপাবলী পেছন ফিরে তাকাতেই অর্জুন বলল, 'ভয় পাবেন না ম্যাডাম। আমি চাই না এখানে কোন দাঙ্গা বাধুক। অন্য কেউ হলে কি করতাম জানি না কিন্তু আপনার সম্মান নিশ্চয় থাকবে। তবে একটু সময় চাই।'

শংকর ঘোষ বললেন, 'সময় যথেষ্ট পেয়েছেন, ওদের সরে যেতে বলুন।'

কিছুক্ষণ এই নিয়ে বাগবিতণ্ডা চলল। শেষ পর্যন্ত দীপাবলী এবং পুলিশবাহিনী যখন ওদের নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল তখন কয়েক শো মানুষ জড়ো হয়ে গিয়েছে। এই মধ্যরাত্রেও কিভাবে এদের টেনে আনা হল দীপাবলী অনুমান করতে পারল না। অর্জুন হেসে বলল, 'ম্যাডাম, সকাল পর্যন্ত সময় পেলে এখানে একটা কুম্ভমেলা বসিয়ে দিতে পারতাম।'

এস ডি ও-র গাড়িটা নেওয়া হল। জিপে ওঠার আগে অর্জুন একটি লোকের দিকে তাকাল, 'মান সিং, আমি একটু ঘুরে আসছি। তুমি হিরোইন মেমসাবকে বলবে অপেক্ষা করতে।'

মান সিং ঘাড় নাড়ল। সে যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এই জনতাও শব্দরহিত। অর্জুন নায়েককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে এমন দৃশ্য দেখার

কথা কেউ কখনও কল্পনাও করেনি। সেইসঙ্গে দুজন কোনমতে কাপড় পরা যুবতী যাদের তারা খুব ভালভাবে জানে, একজন সরকারি সাহেব, কোনভাবেই তারা কূল পাচ্ছিল না।

বাকি রাতে ঘুম হবার কথা নয়, হয়ওনি। দীপাবলী থানা হয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছিল ভোরের মুখে। এস ডি ও সাহেব তার কাছে কাকুতিমিনতি করেছিলেন। নিজের সর্বনাশের ছবি দেখতে পেয়ে শুধু পায়ে পড়তে বাকি রেখেছিলেন ভদ্রলোক। একসময় বলেই ফেললেন, 'আপনি তো চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে চলেই যাচ্ছেন, তাহলে এসব কাণ্ড করতে গেলেন কেন?'

দীপাবলী জবাব দেয়নি। তবে সে বিস্মিত হয়েছিল শংকর ঘোষকে দেখে। যে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা বিদেশী সরকার চলে গেলেও গায়ে একটুও আঁচ না লাগিয়ে একই চেহারায় রয়ে গিয়েছে, যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শুধু ওপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করে নিজেরটা গুছিয়ে নেবার মন্ত্রে দীক্ষিত সেখানে শংকর ঘোষের মত একজন সামান্য দারোগা অর্জুন নায়েকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটুও বিচলিত না হয়ে নিজের কাজ করে গেলেন। অথচ এই লোকটি ও বাড়িতে যাওয়ার আগে অভ্যাসজাত দুর্বলতায় বারংবার কেঁপেছিলেন। শকুনিব পাশার ছক হয়ে তাঁর বড় সাহেবদের মত গড়িয়ে পড়লে দীপাবলী কিছুই করতে পারত না। আর তাতে হয়তো ভবিষ্যতে লাভবান হতেন ভদ্রলোক। কিন্তু প্রাথমিক দোলা কাটিয়ে নিজেকে একটি ব্যতিক্রমী চরিত্রে নিয়ে গেলেন তিনি। এ দেশের প্রশাসনে এখনও কিছু শংকর ঘোষ আছেন বলে সুস্থ জীবনের আশ্বাস পাওয়া যায়। বিদায় নেবার সময় গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'ম্যাডাম, খুব ভাল লাগছে আজ। ভবিষ্যতে কি ঘটবে অনুমান করতে পারি কিন্তু আপনি আমাকে দিয়ে একটা বড় প্রায়শ্চিত্ত করালেন, আপনাকে আমার— !' কথা শেষ করেননি ভদ্রলোক।

সারা রাত ঘুম নেই, তবু স্নান করে অফিসে গিয়ে বসল দীপাবলী। সতীশবাবু এলেন সবার আগে। প্রায় ছুটতে ছুটতেই। এসে বললেন, 'এ কি করে সম্ভব হল মেমসাহেব!'

'পৃথিবীতে কোন কিছুই অসম্ভব নয় সতীশবাবু।'

'তা ঠিক। কিন্তু শুনলাম অর্জুন নাকি একটুও বাধা দেয়নি?'

'দেবার সুযোগ পায়নি।' কথাটা বলতে ভাল লাগল দীপাবলীর।

মাথা নাড়লেন সতীশবাবু, 'না মেমসাহেব, এটা খুব রহস্যময়, বলে মনে হচ্ছে। দারোগাবাবুর ওই ক'টা শুটকো সেপাইকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারত অর্জুন। কিন্তু সেসব না করে মেনে নিল কেন?'

'অর্জুন জানত ওটা করলে সদর থেকে পুলিশবাহিনী আসত।'

আবার মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, 'সে ব্যাপারেও সন্দেহ আছে মেমসাহেব।'

'কি যা তা বলছেন। এদেশে কেউ আইনের ওপরে নয়।'

সতীশবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন, 'শুনতে আপনার নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে কিন্তু ভালবাসা ছাড়া কিনতে পারা যায় না এমন কিছু নেই। ওই আইন-টাইনের কথা বই-এর পাতায় লেখা থাকে। আমার মনে হচ্ছে অর্জুন ব্যাপারটা মেনে নিল তার কারণ ওর মাথায় আরও বড় কোন মতলব আছে। কিন্তু এস ডি ও সাহেব তো চাইবেন জাল কেটে বেরিয়ে আসতে। আমার তাই খুব ভয় করছে মেমসাহেব।'

'ভয়! কেন!'

'আঘাত পেলে সাপ ছোবল মারবেই। আপনি বরং ছুটি নিয়ে নিন।'

বৃদ্ধের চোখে মিনতি স্পষ্ট। হেসে ভদ্রলোককে কাজে যেতে বলেছিল সে।

সেই মুহূর্তে সে জানত না ভবিষ্যতের পাতা ওলটানোর সময় অতীতের অভিজ্ঞতা কতখানি জরুরি ভূমিকা নেয়।

সকালের অফিস যখন বন্ধ হচ্ছে তখন জিপের আওয়াজ হল। জানালা দিয়েই দীপাবলী দেখতে পেল শংকর ঘোষ নামছেন। নিশ্চয়ই গত রাত্রে প্রচণ্ড পরিশ্রম হয়েছে ভদ্রলোকের কিন্তু মনে হল বেশ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন এরই মধ্যে। ঘরে ঢুকে নমস্কার বলে অনুমতি ছাড়াই বসে পড়লেন তিনি, বসে বললেন, 'সব পণ্ডশ্রম হল ম্যাডাম।'

'মানে?'

'আজ সকালে কেস পাঠাবার আগেই ডি এম আর এস পি উপস্থিত। ওঁদের দেখে তো আমি অবাক। আধঘণ্টা আগে আমি ছাড়া পেলাম। এত গালাগাল আমি জীবনে শুনিনি।' ভদ্রলোক দুহাতে মুখ ঢাকলেন। দীপাবলী পাথর হয়ে গেল।

একটু সময় নিয়ে শংকর ঘোষ বললেন, 'ডি এম সাহেবের নির্দেশে এস ডি ও সাহেব গতকাল এদিকে একটা তদন্ত করতে এসেছিলেন। সন্ধের সময় তাঁর জিপ নাকি খারাপ হয়ে যায়। শহরে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না, রাত কাটাবার কোন বাংলোও নেই তাই অর্জুন নায়েকের বিশেষ অনুরোধে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক।

'আর অর্জুন নায়েক?' গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল দীপাবলীর।

'গতকাল দুপুরে বড় রাস্তায় ওঁর জিপ একটা ছোটখাটো অ্যাকসিডেন্ট করে। জিপের শব্দে ভয় পেয়ে গাড়ি সমেত দুটো গরু ওঁর জিপের সামনে চলে আসে। অনেক চেষ্টার পরে গরুদুটোকে বাঁচিয়ে শুধু গাড়ির ওপর দিয়ে দুর্ঘটনাকে যেতে দেন ভদ্রলোক। সেই অভিযোগ পেয়ে আমি ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। থানায় ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করি। যদি এই ব্যাপারে কোন কেস ওঠে তাহলে তিনি ডাকামাত্র হাজির হবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। এছাড়া স্বেচ্ছায় সেই গরুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিয়েছেন। অতএব কেস ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই।'

হতভম্ব হয়ে গেল দীপাবলী। সে শুধু বলতে পারল, 'কিন্তু কাল রাত্রে আপনি ডায়রিতে সব নোট করেননি?'

'না। জায়গা কম হবে বলে ডিটেলসে লেখার জন্যে আলাদা শীটে লিখে ওদের দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলাম।'

'সেটা কোথায়?'

'ওটা এস পি সাহেব নিয়ে নিয়েছেন।'

'আপনি দিলেন?'

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, 'কোন উপায় ছিল না। উনি আমার কর্তা, তার ওপর ডি এম বসেছিলেন সামনে।'

'ছিঃ! আপনি একটু প্রতিবাদও করলেন না?'

'ম্যাডাম। কাল রাত্রে আপনাকে বলেছিলাম আপনি আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে সাহায্য করেছেন। আমি সত্যি সেটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ অর্জুন নায়েকের বিরুদ্ধে সমস্ত রিপোর্ট তৈরী করেও ছিঁড়ে ফেলে দিতে হল কারণ বাকি জীবন ধরে আমার পরিবারের মোটামুটি বেঁচে থাকার সুবিধেগুলো আমি কেড়ে নিতে পারি না।' বিক্ষত বিবেক যেন চোখে মুখে ফুটে উঠল।

দীপাবলী কোন কথা বলতে পারছিল না! এই একটি লোককে সে সাধারণ মানুষ থেকে

ধীরে ধীরে কত ওপরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, এক লহমায় সেই উচ্চতা থেকে বামনে চলে আসতে পারে শুধু এটুকুই মাথায় ছিল না। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শংকর ঘোষ যেন আর একটু অসহায় হয়ে পড়লেন, 'ম্যাডাম, আপনি আমার অবস্থাটা বুঝুন। এস ডি ও পর্যন্ত কড়া গলায় কথা বলতে পেরেছি কিন্তু ডি এম বা সুপার তো কোন অন্যায় করেননি, ওঁদের সঙ্গে—মানে, আমি তো সাবঅর্ডিনেট, আফটার অল।'

'ডি এম আপনাকে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলতে বললেন?'

'আপনি এ নিয়ে কাউকে কিছু বলবেন না ম্যাডাম। আসলে ডি এমের কথায় যুক্তি ছিল। উনি বললেন কেস নাকি জেলা আদালতেই টিকবে না। ওই মারপিট অথবা হত্যার চেষ্টা অর্জুনবাবু যে তার লোক দিয়ে করিয়েছিলেন সেটা নাকি আদালতে প্রমাণ করা যাবে না। অর্জুনবাবু নিজে স্পটে ছিলেন না। যারা আমাদেব সাক্ষী দেবে বলে কথা দিয়েছে তারা, অর্জুনবাবু জামিন পাওয়ামাত্র কথা গিলে ফেলবে। বরং উল্টে তারাই বলবে অর্জুনবাবু দেবতা। ওঁদের আনন্দ করার সময় হামলা করে আমরা খুব অন্যায় করেছি। কারণ নাচ গান ইত্যাদি যে অশ্লীলভাবে করা হয়েছিল তা আমবা কোর্টে গিয়ে মুখে বলতে পারি কিন্তু প্রমাণ করার চেষ্টা অসম্ভব। যে মেয়ে দুটি বিবস্ত্রা ছিল তারা শাড়ি পরে ঘোমটা মাথায় দিয়ে এসে কোর্টকে বলবে ওই বাড়িতে কাজ কবে। কোনদিন কোন খারাপ কাজ করেনি। ব্যস, হয়ে গেল। প্রমাণ না কবতে পারলে উল্টে হাস্যাস্পদ হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আরও ওপরতলা থেকে চাপ আসতে আবম্ভ করবে। পাল্টা অ্যাকশন যদি অর্জুনবাবু নিতে চান, চাইবেনই, কোথায় দাঁড়াব তা নাকি অনুমান করা সম্ভব নয়।' মাথা নিচু কবলেন শংকর ঘোষ।

ঠোঁট কামড়াল দীপাবলী। 'নতুন গল্পদুটো তৈরী করার কি দরকার ছিল?'

'ডি এম সাহেব বললেন আমরা প্রকাশ্যে এমন বাড়াবাড়ি করেছি যে একটা সাজানো ঘটনা তৈরী না করে কোন উপায় নেই। জনসাধারণের সামনে এঁদের একটা ভাল ছবি আমাকে রাখতেই হবে।'

'আমার কথা কিছু বলেননি? এত ঘটনা ঘটল আমাকে তো ডাকা হল না?'

মাথা নিচু করলেন শংকর ঘোষ। 'ডি এম সাহেব বলেছেন।'

'কি বলেছেন?'

'আপনি রেজিগনেশন দিয়েছেন। আজ বাদে কাল কোন পাত্তা পাওয়া যাবে না। যা কিছু ঘা নাকি আমার হবে। কথাটা খুব ভুল নয় ম্যাডাম। আপনি তো চাকরি ছেড়েই দিচ্ছেন। আপনার কোন বিপদ আসবে না। এস পি সাহেব বললেন, 'রেজিগনেশন দেওয়ার পর এতবড় একটা সিদ্ধান্ত আপনি একা নিয়েছেন, এটা নাকি অত্যন্ত রীতিবিরুদ্ধ কাজ হয়েছে।' শংকর ঘোষ গলা নামালেন, 'ম্যাডাম, আপনার কাছে এলে বুকের ভেতর সততা-টততা ব্যাপারগুলো কিরকম সুড়সুড় করে ওঠে। কিন্তু সেটাই জীবন নয়। তাই আপনাকে বলি, আপনার মাথার ওপর সব কটি সাপ এখন আহত হয়ে ফণা তুলেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যান। আমাকে কখনই কোট করবেন না, এটা আনঅফিসিয়ালি বললাম।' শংকর ঘোষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনার নিজের অবস্থা এখন কিরকম মিস্টার ঘোষ?'

'নর্দমা থেকে উঠতে চেয়েছিলাম বলেই গায়ে মুখে কাদা দেখা যাচ্ছিল। আবার নর্দমায় ঢুকে পড়েছি অতএব সেগুলো ঢাকা পড়ে গেল।' শংকর ঘোষ নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন। জানালা দিয়ে তাঁর জিপের চলে যাওয়া দেখল সে। হঠাৎ নিজেকে বেদম কাহিল,

প্রায় ছিবড়ে বলে মনে হচ্ছিল দীপাবলীর। শহর থেকে অনেক দূরে বসে অর্জুন নায়েক নামক এক স্বৈরাচারী শাসকেব বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার যে আকাঙ্ক্ষা তিল তিল করে বেড়ে উঠেছিল, গত রাতে তা পূর্ণ করে অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ এনেছিল। কিন্তু আজ সকালে তা এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে জীবন প্রমাণ করল আদর্শ নামক বেড়ালটিকে প্রথম রাতেই মারা হয়ে গিয়েছে। অনেকদিন আগে সুদীপ একটা চমৎকার কথা বলেছিল। সেসময় প্রচুর তর্ক করেছে সে। আজ মনে হচ্ছে সুদীপ মিথ্যে বলেনি। ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ। সংবিধান নামক বইটিতে এদেশের প্রতিটি নাগরিককে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। আইনের আশ্রয় নিয়ে এদেশের নাগরিক নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করে নিতে পারে। কারো দুটো ভোট দেবার অধিকার নেই। সবই ওই বইটিতে লিপিবদ্ধ যা ভাবীকালের ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে সম্মান আদায় করবে। কিন্তু আজ নেখালি বা ওই রকম কোন গ্রামের মানুষের ক্ষুদ্র জমিতে অর্জুন নায়েকদের মত মানুষের প্রতিনিধি খুঁটি গেড়ে বলে সেই জমি নাকি তার, তাহলে নিঃস্ব মালিকটি থানায় যাবে প্রতিকারের জন্যে।

দারোগা বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পরামর্শ দেবেন জেলার আদালতে মামলা দায়ের করতে। আইন তাঁকে যা করতে বলবে তিনি তাই করবেন। যে লোকটি হয়তো সাবডিভিশনাল শহরের বাইরে কখনও যায়নি সে অনেক চেষ্টার পব ঘটি বাটি বিক্রী করে ধার নিয়ে জেলা শহরে গেল মামলা লড়তে। একটি কম দামী উকিল তার কেসও নিল। কিন্তু দিন যাবে অথচ মামলা উঠবে না আদালতে। প্রতিপক্ষ তো বটেই নিজের উকিলও অকাবণে ঘোরাবে তাকে। আর প্রতিদিন গ্রাম থেকে শহরে যাতায়াতের খরচ, কাজ ফেলে রোজগার হারিয়ে পাগল হওয়া লোকটিকে বেসামাল হতে হবে উকিলের দক্ষিণা মেটাতে। আর তারও পরে ভাগ্য সদয় হলে মামলার শুনানি হবে। বিচারক যদি সাদা চোখে তাঁর রায় দেন তাহলে উল্লসিত হবে মানুষটি। কিন্তু অন্যায়ভাবে দখল হয়ে যাওয়া জমি ফেরত নিতে গিয়ে সে জানবে প্রতিপক্ষ আরও উঁচু আদালতে আপিল করেছে। সেখান থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লী, আশ্রয় ভিক্ষে করাব দরজাগুলো সেই অর্থবানের প্রতিনিধির কাছে খোলা। এই দরিদ্র মানুষটি চোখে পিচুটি আর বুকে জ্বালা নিয়ে শুনবে উচ্চ আদালতে তার অনুপস্থিতিতে একতরফা রায় দিয়েছে প্রতিপক্ষের অনুকূলে। নিঃস্ব এই মানুষটির পকেটে একটিও পয়সা নেই নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার, যা সংবিধান নামক বইটি তাকে দিয়েছে, আদায় করার জন্যে আর এক পা এগিয়ে যাওয়ার। আর এই সুযোগ নিয়ে এদেশের গরিষ্ঠসংখ্যক আমলা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে ওই অর্থবানদের পাশে দাঁড়িয়ে দিনকে রাত অথবা রাতকে দিন করতে একটুও দ্বিধা করেন না। অর্থনৈতিক বৈষম্য যেখানে চূড়ান্ত সেখানে সমান অধিকারের শ্লোগান হায়েনার ডাকের মত শোনায়, একথা সংবিধান রচয়িতারা বুঝেছিলেন কিনা জানা যায় না কিন্তু সুদীপদের মত কেউ কেউ তা ভাবে। আদর্শ আর আবেগে শিহরিত দীপাবলীরা তার বিরুদ্ধে তর্ক করে যায় যতক্ষণ না বাস্তবের কংক্রিট দেওয়ালে তাদের মাথা ঠুকে যায়।

আজ সুদীপকে ভীষণ মনে পড়ছিল। সুদীপ সরাসরি রাজনীতি করত না। নাটক লিখত। কিন্তু ভারতবর্ষে বাস করে প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ভাবনা ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু একা বিচ্ছিন্ন একটি কুটোর মত শুধু ভেসে যাওয়া ছাড়া তার কিছু করার নেই। মতবিরোধ ঘটলে তাকে শুধু সরে দাঁড়াতে হবে।

দীপাবলী উঠল। যাওয়ার সময় এখনও অনেক ছিল। কিন্তু আজ এই ঘটনার পরে সময়টা এক লাফে এগিয়ে এল এখনই, আজই। একে কি পালিয়ে যাওয়া বলে! সে

ভেবেছিল যাওয়ার আগে জায়গা তৈরী করে যাবে। পালিয়ে যেতে হলে তার অবকাশ পাওয়া যাবে না।

সে বাড়ির ভেতরে পা দিয়ে তিরিকে দেখতে পেয়ে বলল, 'আজ থেকে তোর ছুটি।'

॥ ১৫ ॥

সকালে উঠেই তিরি চলে গিয়েছে হাটতলায়। রান্নাঘরের জিনিসপত্রে টান পড়েছে। আজ রবিবার। চুপচাপ বিছানায় পড়ে থেকেও দীপাবলী বুঝল গনগনিয়ে সূর্যদেব উঠছেন। জানলা বন্ধ তবু তাঁর আঁচে বোঝা যাচ্ছে দিনভর তিনি জ্বলবেন আর জ্বালাবেন। কদিন যেসব মেঘেরা আকাশ কাঁপাচ্ছিল তারা চলে গিয়েছে ডুয়ার্স কিংবা আর কোথাও।

ছুটির দিনেও বিছানায় শুয়ে থাকার অভ্যেস তৈরী হয়নি তার। কিন্তু সে আজ ইচ্ছে করেই উঠছিল না। চোখ খুলে এই ঘর, ছায়া ছায়া ঘরের কোণ দেখতে দেখতে আচমকাই নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। হঠাৎ মনে হল সে বড্ড ভাল হয়ে আছে। সততা, রুচি, বিবেক ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ে হয়তো বেশীরকমের বাড়াবাড়ি করছে। একটা রক্তমাংসের মানুষের যা করা উচিত, অথবা মানুষীরা যা করে থাকে তার ধারে কাছে যাচ্ছে না। নিজেকে আজ কি রকম নীরক্ত বলে মনে হতে লাগল। তার জায়গায় একটি পুরুষ থাকলে কি করত ? যে পুরুষ জীবন শুরু করাব মুহূর্তেই ধাক্কা খেয়েছে। বল্গাহীন জীবনযাপন করত ? সেটা কি রকম ? সব কিছু ছড়িয়ে এলোমেলো করে রাখা, মদ্যপান কিংবা নারীসঙ্গে নিজেকে বিস্তৃত করা ! একা সেই পুরুষ যদি ভীতু না হয়, যদি তার পাপবোধ নিজের মত করে তৈরী থাকে তাহলে সে এসব কাজ করতেই পারে। কিন্তু নারীর পক্ষে চোরাপথে কানামাছি খেলে স্বাদ মেটানো ছাড়া ওই জীবনের কাছে পৌঁছাতে এই সামাজিক ব্যবস্থা কখনই দেবে না। আর তার নিজের ক্ষেত্রে তো এ ব্যাপারের জন্যে কখনই কোন আকর্ষণ দানা বাঁধেনি। কার একটা গল্পে যেন পড়েছিল কোন এক মানুষ বিবেকানন্দের আন্তরিক ভক্ত ছিলেন। তাঁর কথা, তাঁর গল্পে মানুষটির জীবনের শতকরা তিরিশ ভাগ বুঁদ হয়ে থাকত। সেই একই মানুষ মদ্যপান করতে যেতেন প্রকাশ্যে। খারাপ পাড়ায় গিয়ে বারবণিতাদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভারি ভালবাসতেন। মানুষটি পছন্দসই বারবণিতার সঙ্গে অবসরে গল্প বলতেন বিবেকানন্দ-বিষয়ে। তাঁর জীবনের এমন অনেক চমকপ্রদ ঘটনা যা সেই বারবণিতাকেও আকর্ষণ করত। হয়তো মানুষটির গল্প বলার ক্ষমতা ছিল নিপুণ। শুনতে শুনতে নাকি সেই বারবণিতা একদিন ব্যবসাই ছেড়ে দিল। মানুষটিকে বলল, 'আর এসো না বাপু আমার কাছে। ঘেন্না ধরে গেছে এ জীবনে। আহা, তিনি কি করতে বলেছিলেন আর আমি কি করেছি এতদিন !' সত্যি সেই স্ত্রীলোকটির জীবন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল অথচ ওই মানুষটির হয়নি। কেউ তাকে ঘটনাটা বলে প্রশ্ন করতেই তিনি হেসেছিলেন, 'আমার মনে যদি বিশ্বাস খাঁটি না হত তাহলে ওর মনে বিশ্বাস জন্মাতো না। কিন্তু খাঁটি বলেই যদি এখানে আসা বন্ধ করি তাহলে ওর তো কোনকালেই মুক্তি আসতো না। ও গেল, দেখি আর যদি কেউ যায় !'

গল্পটি মনে পড়তেই হেসে ফেলল দীপাবলী। যতই সে নিজে গম্ভীর মুখে চলাফেরা করুক আসলে সে নিশ্চিতভাবে গবেট। রাগ অপমান বেড়ে গেলে সমঝোতা করতে শিখল না। হুট করে এই চাকরিটা ছেড়ে দিল। সব কিছু পাকা হয়ে গিয়েছে। এস ডি ও, ডি এম-রা তো দরখাস্ত গ্রহণ না করানো পর্যন্ত স্বস্তি পায়নি। অথচ সামনে কি পড়ে আছে তা তার জানা নেই। এই কোয়ার্টার্স ছেড়ে যাওয়ার সময় এলে চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

পাশ ফিরে শুয়ে দীপাবলী সেই হোস্টেলটার কথা ভাবল। সোজা কলকাতায় চলে গিয়ে দেখা করলে হয়। পুরোন বোর্ডার বলে জায়গা থাকলে জায়গা মিলতে পারে। না হলে অন্য হোস্টেলে। একটু পাকা ব্যবস্থা করে রাখা যাতে মেয়াদ ফুরিয়ে এলে জলে পা না বাড়াতে হয়। চাকরি থেকে সব দিয়ে থুয়েও যা হাতে আছে এবং আসবে তাতে কয়েক মাস তো কাটানো যেতে পারে টাকার কথা না ভেবে। চোখ বন্ধ করল দীপাবলী। তিনদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় যেতে হবে। এই সময় বাইরের দরজায় শব্দ বাজল। বেরুবার সময় তিরি মাটিতে ছিটকিনি ফেলে দরজা টেনে দিয়ে গিয়েছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হল। বাইরের লোক কেউ হলে বড় অস্বস্তির। বাসিমুখে কারো সঙ্গে কথা বলতেই তার খারাপ লাগে। কিন্তু আজ সেটা উপেক্ষা করে দরজা খুলে তিরিকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরল। তিরির মুখে উত্তেজনা, এক হাতে বাজারের থলে অন্য হাতে একটা খাম।

'জানো, সিনেমার লোকজন সব কাল রাত্রে ফিরে গিয়েছে। সবার মাথায় হাত।'

'মাথায় হাত কেন?'

'বাঃ, পকেটে টাকা আসছিল বন্ধ হয়ে গেল। আর এই নাও তোমার চিঠি। কাল নাকি এসেছে, জ্বর হয়েছিল বলে কাল দিতে পারেনি, বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, দেখা হতে দিয়ে দিল। চা করব?' খাম হাতে নিয়ে মাথা নাড়ল দীপাবলী। তারপর বেতের চেয়ারে গিয়ে বসল। অমলকুমারের চিঠি। যাদের ছিল সরাসরি চলে আসার কথা তাদের খবর নিয়ে চিঠি এল। চোখ সরিয়ে নিল সে। এই চিঠি পড়তে বিন্দুমাত্র আগ্রহ হচ্ছে না। বিষয় কি তা তো জানাই। না আসতে পারার জন্যে নিশ্চয়ই একগাদা যুক্তি থাকবে সেই সঙ্গে বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা। চিঠিটাকে খামের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল সে। আর তারপরেই মনে এল, ওরা না এসে ভালই করেছে। এখন এই জায়গা ছেড়ে যাওয়ার আগে ওরা এলে সে কি বলত? আমার চাকরি নেই, চলে যাচ্ছি। অমলকুমার কি ভাবে নিত জানা নেই তবে মাসীমার নিশ্চয়ই ভাল লাগত না কথাটা শুনতে। যার কাছে বেড়াতে আসা সেই যদি শেকড়ছিন্ন হয় তাহলে কি খুশী থাকা যায়? মানুষ বড় দুঃখের সঙ্গী চায় কিন্তু অপমান হজম করতে হয় একা, নিজের মতন করে। এখন তার সেই সময়। অমলকুমাররা না এসে একদিক দিয়ে তার বড় উপকার করেছে।

সারাটা দিন কেউ এল না। সতীশবাবু মাঝেমাঝে রবিবারেও এসে দেখা করে যান। আজ তাঁরও দেখা পাওয়া গেল না। বিকেলে চা খেতে খেতে তিরির সঙ্গে কথা বলছিল সে। তিরি জেনেছে সে এখান থেকে চলে যাবে। জানার পর এ বিষয় নিয়ে আর কথা বলেনি। আজ সে নিজে থেকেই ডেকেছিল তিরিকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মেয়েটা আচমকা প্রশ্ন করল, 'আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে না?'

'তুই আমার সঙ্গে যাবি!' খুব অবাক দীপাবলী।

মাথা নাড়ল তিরি।

'দূর! আমার নিজেরই কিছু ঠিক নেই। কোথায় থামব তাই জানি না। তোকে নিয়ে রাখব কোথায়?'

'কেন? তুমি কোথায় থাকবে?'

'জানি না রে।'

'তাহলে আমার কি হবে?'

গলার স্বরে চমকে উঠল দীপাবলী এবং দ্রুত সহজ করতে চাইল তিরিকে, 'কেন? এখানেই থাকবি। আমি সতীশবাবুকে বলে যাব। এর পরের অফিসার এলে তাঁর কাছে

কাজ করবি।'

'সেই লোকটা যদি একা হয়?'

দীপাবলী মেয়েটার মুখ দেখল, 'তুই তো আমার আগে একটা লোকের কাছে কাজ করেছিস!'

মুখ নামাল তিরি, 'তখন করেছিলাম, তোমার কাছে থাকার পর আর করতে চাই না। তা ছাড়া!'

দীপাবলী অপেক্ষা করল। তিরির মুখ আরও নামল, 'তুমি চলে গেলে অর্জুনবাবু আমাকে ঠিক জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।'

'তুই বরং এবার বাবার কাছে ফিরে যা।'

'নাঃ।' দ্রুত মাথা নাড়ল মেয়েটা, 'বাবা তো দুদিনও ঘরে রাখবে না।'

'তাহলে বংশীর কাছে গিয়ে কিছুদিন থাক।'

'তুমি সত্যি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না?'

'এখনই না। যদি চাকরিবাকরি পাই, থাকার জায়গা জোটে তখন তোকে নিয়ে যাব। কিন্তু এখান থেকে গিয়ে তুই কি মানিয়ে নিতে পারবি? বড় শহর হলে অনেক লোকজন থাকবে!' দীপাবলীর কথা শেষ হতে না হতেই তিরি তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। দূরে একটা জিপ দেখা দিয়েছে। একটি বাক্যও ব্যয় না করে মেয়েটি ভেতরে চলে গেল। দীপাবলী দেখল এগিয়ে আসছে জিপটা, অর্জুন নায়েকের জিপ। সঙ্গে সঙ্গে আড়াল হয়ে গেল। সেই ঘটনার পর অর্জুন নায়েকের দেখা পায়নি সে। থানার দারোগা শংকর ঘোষ পর্যন্ত এদিকে পা বাড়াননি। প্রথম কদিন আক্রমণের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু অর্জুন অদ্ভুত উদাসীন থেকেছে তার সম্পর্কে। অত বড় অপমানের পব প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু অর্জুন মোটেই সে-পথে যায়নি। এমন কি সে যে এই তল্লাটে রয়েছে তাও বুঝতে দেয়নি। অথচ সতীশবাবু জানিয়ে গিয়েছেন অর্জুন বেশ বহাল তবিয়তে এখানে রয়েছে। অবাক হয়েছিল দীপাবলী। ক্রমশ সময় অবস্থাটাকে সহজ করে দিলে একটু কৌতূহলও জেগেছিল। তাকে তো অর্জুনের শত্রু ভাবাই স্বাভাবিক। আর এই সব লোক নিজের এলাকায় শত্রুকে পিষে ফেলতে মোটেই দ্বিধা করে না। রহস্য তাই সেখানেই।

জিপ থামতেই খুব ধীরে সুস্থে নামল অর্জুন। পরনে ধবধবে চুড়িদার পাজামা পাঞ্জাবি। দীপাবলী উঠে দাঁড়াতেই হাত জড়ো করল, 'নমস্কার। কেমন আছেন বলুন?'

দীপাবলী ওর ঠোঁটে সেই হাসিটাকে দেখতে পেল। গম্ভীর মুখে সে জবাব দিল, 'ভাল'। মাথা নাড়ল অর্জুন, চারপাশে তাকাল। তারপর বুক পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে এগিয়ে এল, 'আপনার চিঠি। ডিরেক্টর সাহেব যাওয়ার আগে দিয়ে গিয়েছেন।'

দীপাবলী চিঠিটা নিল। এই লোকের মুখের চেহারা এবং গলার স্বর দেখে কে বলবে দুদিন আগে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় কি রকম আস্ফালন করেছিল। আপাত নির্লিপ্ত হয়ে চিঠির ভাঁজ খুলল সে। সুধাময় সেন মার্জনা চেয়েছেন যাওয়ার আগে দেখা করে যেতে পারেননি বলে। শ্যুটিং-কে কেন্দ্র করে যে সব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে তার জন্যে আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করেছেন। লিখেছেন, তাঁর এতদিনের পরিচালক জীবনে এমন ব্যাপার কখনও ঘটেনি। কিছু একটা তাঁর অজান্তে ঘটে যাচ্ছিল। আর এসব কারণে তিনি কিছু কাজ সংক্ষেপে তুলেই ফিরে যাচ্ছেন। দীপাবলী যদি কলকাতায় কখনও যায় তাহলে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

চিঠিটাকে আবার ভাঁজ করল দীপাবলী। কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু শেষ মুহূর্তে শিষ্টাচারে বেধেছিল বলেই হয়তো ভদ্রলোক এমন একটা চিঠি লিখে মনের ভার কমিয়েছেন। কিন্তু অর্জুন নায়েক এখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই চিঠি দেওয়ার জন্যে ওর এত দূরে আসার প্রয়োজন ছিল না। যে কোন অনুগতই ছুটে আসতে পারত। অর্থাৎ আর একটা মতলবের সামনে তাকে দাঁড়াতে হচ্ছে।

সে গম্ভীর গলায় বলল, 'আর কিছু ?'

'না না। আপনার বোধহয় বিশ্বাস হবার কথা নয় এমনি বিনা কারণে আমি আসতে পারি ?' পায়চাবির ভঙ্গীতে দু-পা হাঁটল অর্জুন, 'আসলে মনে পড়ল, আপনি তো আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেনই, যাওয়ার আগে দেখা করা তো আমার কর্তব্য। সত্যি কথা বলছি, আপনি এখানে আসার পর এলাকার মানুষেরা কিছু ব্যাপারে উপকৃত হয়েছে।'

দীপাবলী কোন কথা বলল না। তার মনে হচ্ছিল সে যা বলবে তারই সূত্র ধরে অর্জুন কথা বাড়াবে। অর্জুন উত্তরের জন্যে সামান্য অপেক্ষা করে বলল, 'অবশ্য সব জিনিস চিরকাল একভাবে চলতে পারে না। আজ কিংবা কাল পাল্টানো শুরু হতই। আরে ! আপনি অমন গম্ভীর মুখ করে আছেন কেন ?'

'আপনি তো হাসির কথা কিছু বলেননি !'

অর্জুন কিছুক্ষণ তাকাল, 'আপনি আমাকে কি ভাবছেন বলুন তো ! সেদিন পুলিশ দিয়ে অ্যারেস্ট করিয়ে থানায় নিয়ে গিয়েছিলেন বলে উল্টো পাল্টা কিছু করব ? দূর। আপনার কাজ আপনি করেছেন, আমি আমার ক্ষমতা ব্যবহার করেছি। প্রথম রাউণ্ডে আপনি জিতেছিলেন, শেষ জেতাটা আমার। অবশ্য শেষ জেতা বলিই বা কি করে ? এখনও তো অনেককাল বেঁচে থাকতে হবে। তাই বলছিলাম, ওসব ব্যাপার আপাতত চাপা থাক, যাওয়ার আগে আসুন আমরা ভালমন্দ কিছু কথা বলি।'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'অর্জুনবাবু, আমার কথা বলতে একটুও ভাল লাগছে না।'

জিভে ছোট্ট শব্দ তুলল অর্জুন, 'ম্যাডাম, আপনি জীবনে প্রচুর দুঃখ পাবেন।'

'মানে !' চোখ ছোট করল দীপাবলী।

'মুখের ওপর মনের কথা স্পষ্ট উচ্চারণ না করলে দুঃখগুলো দূরে থাকে।'

দীপাবলী হেসে ফেলল, না হেসে পারল না।

'আমি কোন হাসির কথা কিন্তু এবারে বলিনি।'

'না। আপনার মুখে কবিত্ব কিংবা আধ্যাত্মিকতাও আমি আশা করিনি।'

'আঃ। তাই বলুন। ম্যাডাম, পণ্ডিতরা যা বই-এ লেখেন তা আমাদের মত মানুষ জীবন থেকে শিখে নেয়। আমরা বলি আপনারা তার নামকরণ করেন। যা হোক, আমি লোকটা আপনাদের চোখে নিশ্চয়ই খারাপ। মদ্যপান করি, স্ত্রীলোক নিয়ে সন্ধের পর সময় কাটাই, নিজের অধিকারের সীমা বাড়াতে ঘুষ আর ঘুষি, দুটোরই সমান ব্যবহার করি। কেউ আমার ওপর লাঠি ঘোরালে শুধু লাঠি নয় তার হাতও ভেঙে দিতে একটুও দ্বিধা হয় না আমার। এসবই ঠিক। কিন্তু আপনার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করতে ইচ্ছে করেনি কখনও। যেখানে খারাপ ব্যবহার করলে আনন্দ আসে সেখানেই করি। তাই আমার ওপরে আপনার রাগ থাকার কোন কারণ নেই তো !'

'কথাগুলো মনে হচ্ছে আপনি আগেও বলেছিলেন।'

'হয়তো। তবে দ্বিতীয় কোন মানুষকে বলিনি।'

'দেখুন অর্জুনবাবু, আমি তো চলে যাচ্ছি, আপনার রাজত্ব চালাতে আর কোন বাধা রইল

না। এতে আপনার খুশীই হওয়া উচিত। হয়েছেনও নিশ্চয়ই। তবে আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন আপনি, এটা নিশ্চয়ই মনে রাখব।'

'আমি কৃতজ্ঞ থাকব। যদি কেউ কখনও আমাকে অভিযোগ করে বলে আমার মধ্যে একটুও ভাল নেই তবে তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। আপনি, আমি জানি, তখনও সত্যি কথা বলবেন।' অর্জুন আচমকা ঘুরে জিপের দিকে এগোল। একটা পা ভেতরে তুলে সে গলা উঁচু করে বলল, 'যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই গাড়িটাড়ির প্রয়োজন পড়বে। এমনি দিলে তো নেবেন না। যদি জানান তাহলে ন্যায্য দামে ব্যবস্থা করে দিতে পারলে খুশী হব।' কথা শেষ করেই সে জিপে উঠে ইঞ্জিন চালু করে বেরিয়ে গেল। জিপটা যত আস্তে এখানে এসে পৌঁছেছিল তার থেকে অনেক বেশী গতিতে ছুটে যাচ্ছিল ব্যবধান বাড়াতে। দীপাবলীর দুটো পা যেন মাটিতে শক্ত হয়ে সেঁটে গিয়েছিল। নড়বার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল সে। অর্জুন নায়েককে সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

জেলা শহর থেকে সন্ধের ট্রেনে উঠে বসেছিল দীপাবলী, সকালেই শিয়ালদায় পৌঁছে যাবে। আবার কলকাতা। আর তখনই তার ভাবনাটা মাথায় এল। সে জন্মেছে উত্তর বাংলার চা-বাগানে, কলেজ করেছে জলপাইগুড়িতে অথচ একা থাকার জায়গা খুঁজতে আজ চলেছে কলকাতায়। একবারও মাথায় আসেনি জলপাইগুড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা। প্রকৃতি তার স্বাভাবিক নিয়মেই কলকাতাটাকে বেছে দিয়েছে তাকে। যেখানে শেকড়, মাটি সেখানে নয়, যেখানে ডালপালা পাতা সেখানেই যাও। জানলার ধারে সিট পেয়েছিল সে। মাথা রাখার মত দেওয়াল রয়েছে পাশে তাই একটু স্বস্তি। চোখ বন্ধ করে ছুটন্ত ট্রেনে বসে থাকতে থাকতে টুকরো টুকরো ছবির মত সেইসব স্মৃতি ছুটে আসতে লাগল যারা চাপা পড়েছিল পারিপার্শ্বিকতার চাপে। অসীমের মুখ, সকরিকলি মনিহারি ঘাট পেরিয়ে যাওয়া স্টিমারে গঙ্গার বাতাস মেখে। অসীম! অসীম এখন কোথায় আছে? তৃতীয় বর্ষে একটি ছাত্র তার যাবতীয় অপরিপক্কতা নিয়ে সমবয়সী একটি মেয়ের মন পাওয়ার জন্যে শুধু আবেগের কাছে সমর্পিত হয়ে অনর্গল মিথ্যে বলে যাওয়া মুখ নিয়ে উঠে এল তার সামনে। এই একটি ঘটনার কথা জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে দীপাবলী অনেক ভেবেছে। কেন সে হঠাৎ মনের অজান্তে অসীমের কথা ভাবতে পেরেছিল? তার ব্যবহারিক জীবনে কোথাও অসীম নেই। যে ছেলেমানুষীর পর্যায়কে সে অনেক অনেককাল আগে ছেড়ে চলে এসেছে। সেই সময় কোন যাদুর টানে উঠে এল বিস্মৃতির গভীর থেকে!

রাতটা ছিল অন্ধকারের। চাঁদ ওঠার পক্ষ নয়, তারাগুলোও মিটমিটে। শুধু ছুটন্ত ট্রেনের শব্দ, শনশন অন্ধকার ছিটকে সরে যাচ্ছে দুদিকে, গিয়েই আবার ঝাঁপিয়ে ফিরছে, দীপাবলী অগভীর ঝরনায় ডুবে থাকা পাথরের মত সেই অন্ধকার দু চোখে মিশিয়ে নিচ্ছিল। কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল তার জানা নেই, হঠাৎ মনে পড়ল তার অমলকুমারের কথা। অমলের চিঠিটা আর পড়া হয়নি। এখনও হাতের ব্যাগের কোণে পড়ে আছে সেটা। হাত বাড়াল সে। চিঠিটা চোখের সামনে নিয়ে এসে বুঝল আলো বড় কম। কামরার ছাদের নিচে যে বাল্ব ঝুলছে তা বড় কৃপণ। পাশের আসনগুলোতে যারা বসে আছেন তাঁরা ইতিমধ্যেই সংসার গুছিয়ে নিয়েছেন। সঙ্গে টর্চ আছে। কিন্তু রেলগাড়ির কামরায় বসে টর্চ জ্বেলে চিঠি পড়তে দেখলে অনেকেরই বিস্ময় ছিটকে উঠবে।

দীপাবলী চিঠিটা নিয়ে ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে চলে এল বাথরুমের ভেতরে। দরজা বন্ধ করে জোরালো আলোর নিচে দাঁড়িয়ে ছোট্ট ঘরটিতে দাঁড়িয়ে চিঠি মেলল। 'দীপাবলী। যা হবার কথা ছিল তা এ যাত্রায় হল না। ঠিক করেছিলাম মা-কে নিয়ে একেবারে হাজির হব

তোমার কাছে। কদিন নিস্তরঙ্গ বিশ্রাম নিয়ে শরীরের ওজন বাড়িয়ে মন হালকা করে ফিরব। হল না। কারণ জানাতে গেলে জায়গা লাগবে অনেক। টেলিগ্রাম করেও পা বাড়াতে পারলাম না যখন তখন নিশ্চয়ই বুঝবে গুরুত্ব কম ছিল না।

এখন আমি এবং মা একেবারে কলকাতার বাসিন্দা। মায়েব অবশ্য এখানে মোটেই ভাল লাগছে না। এর মধ্যেই মতলব আঁটছেন দেশে ফিরে যাওয়ার। সুযোগ তৈবী করতে তো মানুষের জুড়ি নেই। পেয়েও গেছেন একটা। আমাকে সংসারী করার সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা। কন্যা সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা, এবং সেই সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব গান জানেন। বাঙালি পবিবারে বিয়ের পরে মেয়েদের সংস্কৃতিচর্চা কর্পূবের চেয়ে দ্রুত উবে যায়, দেখেছি। মনে হয় তাঁব ভাগ্যেও অন্য কিছু ঘটবে না। দিনক্ষণ স্থির হতে চলেছে। এ ব্যাপারে তো তোমার উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। মা বারংবার বললেন সেদিন তিনি তোমার দর্শন চান। নিজের কথা এখন আর ভাবি না। যে মহিলাটি আসছেন তাঁর জীবনে আমাব আচরণ যেন কোন ছায়া না ফেলে সেটুকুই চেষ্টা করে যাব। এ মাসের পঁচিশ তারিখে লগ্ন। লগ্ন শুভ এবং মেয়েটি যেহেতু রক্ষে পেতে চায় না তাই আমারও পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। কিন্তু নতুন জীবনে পা বাড়াবার ঠিক আগের মুহূর্তে তোমার মত বন্ধুর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই। আশা করব খুব, অমল।'

ছোট ঘর, পায়ের তলায় ছুটন্ত ট্রেনের মেঝে ঝড়ের দোলায় দুলছে। কানে তালা পড়ার মত আওয়াজ উঠছে চার পাশ থেকে। দীপাবলী কোন মতে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তাব চোখের সামনে রায়কতপাড়া থেকে মেয়েদের কলেজ হোস্টেল আসার জলপাইগুড়ির নির্জন জ্যোৎস্নাভেজা পথটা ভেসে উঠল। হঠাৎ সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে কান্না উঠে এল গলায়, চোখে। সেই শব্দ মিশে গেল ট্রেনের চাকার আওয়াজে। কেন কান্না আসছে, কেন এমন করে বুকের ভেতরটা থেঁতলে যাচ্ছে সে জানে না কিন্তু হঠাৎ যেন সমস্ত শরীর অবশ, দুহাতের মুঠোয় বাথরুমের আংটা ধরেও যেন নিজেকে সামলাতে পারছে না কিছুতেই। কিছুক্ষণ পরে যখন বাইরে থেকে কারো ব্যস্ত হাতের শব্দ বাজল তখন চেতনায় ফিরল সে। হাতের মুঠোয় দলা পাকানো চিঠিটার দিকে তাকিয়ে মনে হল ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু তারপরেই মন পাল্টালো। আঁচলে চোখ মুছে গম্ভীর মুখে সে ফিরে এল নিজের জায়গায় এসে ব্যাগে রেখে দিল চিঠিটাকে।

সাত সকালে কলকাতায় পৌঁছে মনের সঙ্গে মনের আড়াআড়ি শুরু হয়ে গেল।

এখন কলকাতার চেহারা কি রকম আদুরে! সারারাতের বিশ্রামের পর জড়সড় হয়ে থাকা। অতি বড় লম্পটও দীর্ঘ ঘুমের পর পলকের জন্যেও তপস্বীর চেহারা পেয়ে যায়। কলকাতা এখন তেমন। কোন চেঁচামেচি নেই, কোন ব্যস্ততা, মানুষেরা গায়ে গা লাগিয়ে কলকাতা ফুটপাতের দখল নিচ্ছে না। এমন ঠাণ্ডা কলকাতা যার সঙ্গে একমাত্র তারই তুলনা করা যেতে পারে, ছেড়ে থাকার কোন মানে নেই। আহা এই ভোর এবং সকালের আরম্ভটা যদি দিনভর থেকে যেত! দীপাবলীর মনে হল কলকাতার এমন চেহারা হলে এই শহরে কোন আত্মীয়ের দরকার হত না। স্টেশন থেকে বেরিয়ে সে অনেকটা হেঁটে এল অকারণের কারণে। হাঁটতে ভাল লাগছিল তার। এই সময় ট্রামবাসগুলো কেমন নিজস্ব বলে মনে হয়। হ্যারিসন রোড ধরে কলেজ স্ট্রিট পৌঁছাতে পৌঁছাতে কখন কেমন করে দিনের কলকাতা জেগে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি। দীপাবলী ছোট্ট ব্যাগটা নিয়ে শ্যামবাজারের ট্রামে উঠে পড়ল। ট্রাম অবশ্য এখনও খালি। তবু অভ্যেসে সে গিয়ে বসল লেডিজ সিটে। বসেই সেটা খেয়াল হল। একটা পুরো ট্রাম খালি পাওয়া সত্ত্বেও কেন যে পা

লেডিসমার্কা সিটগুলোর দিকে এগিয়ে আসে !

বনানীদি তখন তক্তাপোশে বসে আনন্দবাজার খুলে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। শব্দ শুনে দরজার দিকে ফিরে চোখ বড় করলেন, 'ও মা ! অফিসার যে ! কি ব্যাপার, ঠিক দেখছি তো !'

গলার স্বরে যে উত্তাপ ছিল তাতে ভাল লাগা তৈরী হল। দীপাবলী ঘরে ঢুকে ধপ করে বসে পড়ল তক্তাপোশে, 'তোমার চোখে ন্যাবা হয়নি। সারারাত ট্রেনে জেগে এসেছি, বেশী প্রশ্ন করো না।'

'আরে ! আমি প্রশ্ন করলাম কখন ?' বনানীদি সরে বসলেন, 'ওঃ, তুই এসে খুব ভাল করেছিস। আজ আমাদের হেড মিসট্রেসের ভাই-এর বিয়ে !'

'তোমার হেড মিসট্রেসের ভাই-এর বিয়ের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ?'

'দাঁড়া না, সেদিন গড়িয়াহাটে গিয়েছিলাম। ঠিক মোড়ের মাথায় একটা শাড়ির দোকান আছে না, দেখেছিস, ও দেখিসনি, খুব বড় দোকান, তার শোকেসে যা একখানা সুন্দর শাড়ি দেখলাম না, কি বলব, মন জুড়িয়ে গেল। দোকানে ঢুকে দাম জিজ্ঞাসা করতেই, জিভ কামড়ালাম। সাড়ে তিনশো টাকা ! তুই বোঝ ! সব ভাল ভাল জিনিস না বড়লোকরা নিয়ে নেয়।'

'এরও সঙ্গে হেডমিসট্রেসের ভাই-এর বিয়ের কোন সম্পর্ক নেই।'

'আঃ। সেই রকমই একটা শাড়ি পেয়ে গেলাম শ্যামবাজারের দোকানে। দাম মাত্র একশ বাষট্টি ! কিনে ফেললাম দুম করে। ওটা পরেই তো আজ বিয়ে বাড়িতে যাব। কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে একই শাড়ির দাম দু জায়গায় দুরকম হবে কেন ? একদম নর্থ পোল সাউথ পোল ? কাউকে দেখাতেও পারছি না।'

'কেন ?'

'বাব্বা ! যা সব নতুন নতুন মেয়ে এসেছে আর তাদের যেমন ছোট মন ! কত গল্প তৈরী করবে তা তো জানি। তা তুই এসে গিয়েছিস, ভালই হল, তুই একবার দ্যাখ তো শাড়িটায় গোলমাল আছে কিনা।'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'বনানীদি, আমি শাড়ি চিনি না।'

'যাঃ। মেয়েমানুষ শাড়ি চিনবে না কি !'

'তুমি কি মেয়ে নও ?'

'তোরা আজকের মেয়ে আমরা কোন কালের।'

'উহুঁ, আমি মনে করি মেয়েদের অনেক কাজ আছে। শুধু শাড়ি গয়নার জন্যে তারা জন্মায় না।'

'তোর সঙ্গে কথায় পারা যায় না। সর, তোকে শাড়িটা দেখাই।'

'দাঁড়াও না। বিকেলে যখন বিয়ে বাড়িতে ওটা পরে যাবে তখন দেখব।'

'অ্যাঁ ! বিকেলে ! সত্যি বলছিস, ততক্ষণ তুই এখানে থাকবি ?'

দীপাবলী হাসল, 'তোমাদের এই হোস্টেলে কোন সিট খালি আছে ?'

'তার মানে ?'

'আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি। কলকাতায় একটা থাকার জায়গা চাই। হাতে কিছু টাকা আছে। যদি এখানে জায়গা থাকে তাহলে খুব ভাল হয়, বেঁচে যাই।' দীপাবলী তক্তাপোশের এক পাশে শরীর এলিয়ে দিল। দিয়ে বলল, 'আঃ ! কি আরাম !'

বনানীদি ঝটপট দেওয়ালের দিকে সরে গেলেন, 'এই ! সত্যি কথা বলছিস ? তুই চাকরি

ছেড়ে দিয়েছিস ?'

হাসল দীপাবলী। তারপর মাথা নাড়ল। বনানীদির গলার স্বরে যত রাজ্যের অবিশ্বাস। পাগল নাহলে কেউ এমন কাজ করে। পাগল ' উন্মাদ। হঠাৎ গানের লাইনটা মনে পড়ল। উন্মাদকে না দেখে আকাশের চাঁদ পাণ্ডুর হয়েছিল।

বনানীদিকে বিস্তারিত বলার কোন মানে হয় না। তবু কিছুটা বলল। এখনও এই কলকাতা শহরে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা যন্ত্রসভ্যতার চাপে নীরক্ত হয়ে যাননি। এখনও কিছু মানুষ আশ্চর্য সরল চোখে জীবনটাকে দেখে থাকেন। তাঁদের মনে ন্যায় নীতি ইত্যাদি ব্যাপার চমৎকার আঁটোসাঁটো হয়ে থাকে। ভাল এবং মন্দকে দুটো জায়গায় রেখে মাঝখানে একটা বর্ডার ফেলতে তাঁদের কোন দ্বিধা নেই। এঁদের খুব সহজে ঠকিয়ে যেতে পারে মতলববাজ মানুষেরা। বনানীদি সেই গোত্রের মানুষ। অতএব ওপরওয়ালারা ঘুষ নিচ্ছে আর নিরন্ন মানুষ ঘুষি খাচ্ছে এবং তার মাঝখানে থেকে চোখ বন্ধ রাখতে পারেনি দীপাবলী অথচ প্রতিবাদের শক্তি জন্মানোমাত্র মৃত করে দেওয়া হয় বলে চাকরি ছেড়ে এসেছে শুনে বনানীদি দ্রুত মাথা নাড়লেন, 'ঠিক করেছিস। এই জন্যে বলি মেয়েছেলের উচিত স্কুল কলেজে পড়ানো। তুই ইচ্ছে করলেই পড়ানোর চাকরিটা পেতে পারিস। এক কাজ কর, বিটি-টা করে নে এখন।'

'বনানীদি তোমাকে অনেকবার বলেছি প্রাইভেট বাসের কণ্ডাক্টরের মত মেয়েছেলে মেয়েছেলে বলবে না।'

'ওরে ব্বাবা ! আসলে জন্ম থেকে কথাটা শুনে এসেছি তো তাই জিভের ডগায় বসে গেছে।'

'তুলে ফেল। মেয়েমানুষ বললে যে মানে ছেলেমানুষ বললে ছেলেদের ক্ষেত্রে যখন সেই একই মানে হয় না তখন কেন বলবে !' মাথা নাড়ল সে. 'স্কুলে পড়াবার জন্যে আমি জন্মাইনি।'

'তাহলে তুই কি জন্যে জন্মেছিস ভাই ?'

নিঃশ্বাস বন্ধ কবল দীপাবলী। তারপর অন্য রকম গলায় বলল. 'সত্যি ! জন্মটাই যে কেন হল ?'

'আঃ, আবার নাটক বা নবেলের কথা। তোর সব ভাল মাঝে মাঝে এমন কথা বলিস !'

'কি রকম কথা ?'

'জানি না।'

'তবু ?'

'অন্য রকম। বুঝতে পারি কিন্তু ধরতে পারি না।'

'বাঃ, চমৎকার। একটা উদাহরণ দাও।'

'এই ধর রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের মত।'

'কি বললে ?' স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠল দীপাবলী। দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল বনানীদিকে, 'তুমি যা বললে তার এক ভাগও যদি পেতাম তাহলে দশবার জন্মাতে আমি রাজি আছি।'

'তুই যে কি বলিস বুঝতে পারি না। সত্যি তুই এখানে থাকবি ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু হোস্টেল তো ভর্তি।'

'একটাও সিট খালি নেই ?'

'না। নাম লিখিয়ে বসে আছে কতজন!'

'ওঃ। তাহলে কি করা যায়!'

'একটা কিছু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তুই আমার কাছে থাক।'

'বলছ?'

'এতে আবার বলাবলির কি আছে?'

'তোমার অসুবিধে হবে না তো?'

'মারব এক গাঁট্টা।' দীপাবলীর শরীরে আলতো চড় মারল বনানীদি।

'মুশকিল কি জানো, বাড়ি ভাড়াও চট করে কেউ দেবে না আমায়। আবার নেই নেই করে কোয়ার্টার্সে যা সব সম্পত্তি জমে গেল তাই বা রাখি কোথায়?'

'কোয়ার্টার্স ছেড়ে দিয়েছিস?'

'না, এখনও কিছুদিন অধিকারে আছে।'

'যা মুখ হাত ধুয়ে কাপড় পাল্টা। এ নিয়ে পরে ভাবনা করা যাবে।

'তোমার রুমমেট কোথায়?'

'কাল বাইরে থেকেছে।'

'মানে? বল কোথাও গিয়েছেন।'

'দূর! মাঝেমাঝেই ও হোস্টেলে ফেরে না। তুই রাগ করবি কিন্তু ও নষ্ট মেয়েমানুষ।'

'ওঃ। বনানীদি— !'

'সত্যি কথা বললাম। মেয়েদের চার পাশে কোথাও একটা বর্ডার থাকা উচিত। ওর তা নেই।'

'তাই বলে নষ্ট হয়ে গেল?'

'তুই তো আছিস, বুঝতেই পারবি।' বনানীদি তক্তাপোশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন, 'যা আর দেরি করিস না। আমাকে এখনই স্কুলে যেতে হবে। গামছা সঙ্গে আছে না আমারটা দেব?'

'তুমি অকারণে ব্যস্ত হচ্ছ। আমাকে কয়েকটা দিন আশ্রয় দাও তাহলেই হবে।'

দুপুরে একা হয়ে গেলে কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না দীপাবলী। নতুন চাকরি-বাকরির কোন হদিশ ভাবামাত্র হবে না এটা সে জানে। একটা চাকরি পেতে কয়েক মাস, হয়তো বছরও অপেক্ষা করতে হতে পারে। কিন্তু থাকার পাকা জায়গা চাই। এই হোস্টেলে যখন হল না তখন অন্য হোস্টেলগুলোয় চেষ্টা করা উচিত। এর আগের বার থাকার সময় সে আরও দুটো হোস্টেলের খবর জেনেছিল। একটি আছে পূরবী সিনেমার সামনে, শিয়ালদায়, অন্যটি মানিকতলায়। দূরত্ব খুব বেশী নয়।

বিকেল তিনটে নাগাদ দীপাবলী আবিষ্কার করল কলকাতায় এসে একা বাস করছে এমন মেয়ের সংখ্যা যেন হুড়মুড়িয়ে বেড়ে গিয়েছে। কোথাও ঠাঁই নেই, খুব অল্প সময়ের মধ্যে যদিও বা দু-একটা সিট খালি হতে পারে কিন্তু তার জন্যে প্রতীক্ষায় রয়েছে অনেকে। আর ওই দুটো হোস্টেলে ঘুরে সে জানতে পারল শুধু উত্তরে নয়, দক্ষিণেও মেয়েদের থাকার হোস্টেল বেড়েছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তার সংখ্যা এত কম যে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হওয়া ছাড়া নতুন কোন লাভ হল না। এবং তখন তার রাধার কথা মনে পড়ল। কলেজে থাকার সময় সাহস দেখিয়ে সে রাধাদের কলোনিতে ঘর ভাড়া করে ছিল কিছু সময়। রাধা ছিল বলেই সেটুকু সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু অনভ্যাসের চন্দন এত শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছিল যে অসুখ নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু অমন একটা দুর্ঘটনা, সেটা

না ঘটলে তো এক সময় নিশ্চয়ই অভ্যেসে এসে যেত একা থাকা। দক্ষিণের হদিশ বিফল হতে গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে সে একবার ভাবল রাধার কাছে যাবে কিনা। রাধা কি করছে কেমন আছে তা কলেজ ছাড়ার পর আর জানা নেই। এবং তখনই তার মনে পড়ল রাধার দাদার কথা। কি যেন নামটা— ! দীপাবলী কিছুতেই মনে করতে পারছিল না। কিন্তু সেই সাধারণ সহজ লোকটি গড়িয়াহাটের ফুটপাতেই দোকান করত। দীপাবলী মুখ ফিরিয়ে দেখল গড়িয়াহাটের মোড়ের চার রাস্তার ফুটপাত জুড়ে সার সার দোকানে ব্যস্ততা চলছে। এদের সংখ্যা কম নয় এবং তার মধ্যে কোনটে রাধার দাদার তা খুঁজতে যথেষ্ট সময় লাগবে। তবে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলে সে রাধার বর্তমান অবস্থা জানতে পারত। দীপাবলী হাঁটতে লাগল। তিনটে রাস্তা অনেকখানি ঘোরার পর সে দেখল একটি ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। এবার চতুর্থ রাস্তায় পা বাড়িয়েই মনে হল একটা লোক অনেকক্ষণ তার পিছু ছাড়ছে না। লোকটিকে সে অন্তত এর আগের দুটো রাস্তায় পেছন পেছন আসতে দেখেছে। তখন মাথা ঘামায়নি। কলকাতার ফুটপাতে যে কোন মানুষের ইচ্ছেমত হাঁটার অধিকার আছে। আর তা ছাড়া এতদিন বাইরে থেকে তার চিন্তায় আসে না একটা লোক খামোকা পেছন পেছন হাঁটতে পারে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখতেই বুঝল সন্দেহটা অমূলক নয়। মুহূর্তেই কেমন নার্ভাস হয়ে গেল মানুষটার মুখ। চোরের মত ডানদিকে বাঁ দিকে তাকাতে লাগল। দীপাবলী যে চট করে থেমে যাবে তা সম্ভবত ভাবতে পারেনি। এখন না পারছে থামতে না স্বচ্ছন্দে এগোতে। তবু দ্রুত সেই ভাবটা কাটিয়ে পাশের স্টলের সামনে গিয়ে পত্রিকা দেখতে লাগল। ওর দেখার ভঙ্গীতে বোঝা গেল পত্রিকাগুলোকে সে আগে নাড়াচাড়াও করেনি। দীপাবলী উপেক্ষা করল। আগবাড়িয়ে কথা বলার কোন মানে হয় না, বিশেষ করে লোকটা যখন সরাসরি তাকে কিছু বলছে না। সে আবার হাঁটতে শুরু কবল। হঠাৎ কানে এল, 'আরে ! দীপাবলী না !'

চমকে পেছনে ফিরতেই সে হতভম্ব। সুদীপ। ঢোলা পাঞ্জাবির নিচে প্যান্ট পরেছে, হাতে গোটা তিনেক মোটা ইংরেজি বই। একটু রোগা হয়েছে যদিও গায়ের রঙে ফরসাভাব এসেছে। সুদীপ এগিয়ে এল, 'আমি ঠিক দেখছি তো ? হ্যাঁ, ঠিকই। কি ব্যাপার ?'

'খুব চমকে গিয়েছিলাম।' দীপাবলী বুকে হাত রাখল।

'সেটা তো বুঝতেই পারছি। শুনেছিলাম তুমি বাংলাদেশের কোন জেলার ডাকসাইটে অফিসার।'

'বাংলাদেশ নয়, পশ্চিমবঙ্গ।'

'রাখো ! আমাদের জেনারেশন পর্যন্ত কেউ চট করে পশ্চিমবঙ্গ বলতে পারবে না। কোন জেলায় আছ তুমি ? এখানে কি করছ ?'

'অনেকগুলো প্রশ্ন হয়ে গেল। তার আগে বল, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ ?'

'কলেজে ক্লাস করিয়ে বের হলাম। এখন কলেজ স্ট্রিটে কফিহাউসে যাব।'

'সেকি ? তুমি, তোমরা এখনও নাটক করো না ?'

'অবশ্যই। আজ রিহার্সাল নেই।'

'তাহলে চল তোমার সঙ্গে উত্তরে ফিরে যাই। যে প্রশ্নগুলো করেছ তার উত্তর দিতে কিছুটা সময় লাগবে।' কথা বলতে বলতে দীপাবলী লক্ষ্য করল সেই অনুসরণকারী এবার উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

একটা টুবি বাস খালি পাওয়া গেল। সুদীপের সঙ্গে দোতলায় উঠে পাশাপাশি বসল সে। সুদীপকে দেখে তার কিছুতেই অধ্যাপক বলে মনে হচ্ছিল না। যদিও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি

থাকায় সুদীপকে বেশ ব্যক্তিত্ববান বলে মনে হচ্ছিল। অবশ্য একদিন এই সুদীপ শমিতের পাশে প্রায় নিবে থাকত। শমিতের মুখ মনে পড়ামাত্র তার মুখ শক্ত হল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের শমিতের খবর কি ?'

'আমাদের !' হেসে ফেলল সুদীপ, 'শমিত এখন বাংলাদেশের তামাম নাট্য প্রেমিকের। নতুন দল করেছে, নাটক নামিয়েছে। ফাটাফাটি ব্যাপার।'

'তুমি দেখেছ ?'

'না। শুনেছি। সময় পাইনি যাওয়ার।'

সুদীপের গলার স্বরে যতই নিরাসক্তি থাকুক তবু দীপাবলীব মনে হল বলার ভঙ্গী সহজ নয়। এই সুদীপ এবং শমিত এক সময় হরিহর আত্মা ছিল।

রাসবিহারীর মোড় ছাড়ালে দীপাবলী বলল, 'সুদীপ, আমি চাকরি ছেড়ে এসেছি। আপাতত কলকাতায় একটা থাকার জায়গা দরকার।'

'তাহলে তুমি আজই মায়ার সঙ্গে কথা বল।'

'মায়া ?'

'তুমি জানো না আমি মায়াকে বিয়ে করেছি ?'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'তা জানি।'

'কার কাছে শুনলে ?'

'শমিতের কাছে।'

'অ্যাঁ ?' চমকে উঠল সুদীপ, 'শমিত ! শমিতের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে ?'

'এখন নেই। কিছুদিন আগে ও আমার কাছে এসেছিল। তখনই যোগাযোগের রশি ছিঁড়ে গিয়েছে।'

'তাহলে তুমি বেঁচে গেছ !'

'মানে ?'

'দীপাবলী, নাটক বুঝিয়েছে শুধু এই কারণে একটা লোককে চিরকাল কৃতজ্ঞতা জানানো যায় না যদি তার জীবন এবং আচরণের জন্যে মনে অবিরত ঘৃণা জন্মাতে থাকে।' সুদীপ মুখ বিকৃত করল।

॥ ১৬ ॥

দোতলা বাসের জানলা থেকে কলকাতাকে দেখতে বেশ অদ্ভুত লাগছিল। ঠাসাঠাসি বাড়ি, ছায়াছায়া রাস্তা, রাস্তার ভিড়, গাড়ির শব্দ—অথচ নিজেকে এসবের অনেক উঁচুতে এমন ভাবতে পারার মজা হচ্ছিল। হঠাৎ দীপাবলীর মনে হল তার পাশে যে সুদীপ বসে আছে সে বিবাহিত ; যার কাছে সে চলেছে তারও বিয়ে হয়েছে। অর্থাৎ তাদের প্রজন্মের মানুষরা এখন একটা জীবন থেকে আর একটা জীবনে ঢুকে পড়েছে। অথচ সে দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়। মনের ঘরের বদ্ধ বাতাসটা আবার ছটফটানি শুরু করল। আর সেইসময় সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বিয়ে করছ না কেন ?'

'কাকে ?' মুখ ঘোরালো দীপাবলী। আর চলতি বাসের হাওয়ার চাপে তার মুখের ওপর একফালি চুল খসে এল মাথা থেকে। সেদিকে তাকিয়ে সুদীপের চোখ হঠাৎই অন্যরকম হয়ে গেল। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দীপাবলী বলল, 'আরে, উত্তরটা দাও !'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'নেই। উত্তর নেই।'

'যাক। বাঁচালে।' দীপাবলী হেসে উঠল।

'আমি বুঝতে পারি না, তোমার মত সহজ সুন্দরী গুণী মেয়েব জীবনে কোন সত্যিকারের ভাল ছেলে আসছে না কেন ? ছেলেগুলো কি অন্ধ ?'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। টপাটপ কয়েকটা শব্দ ব্যবহাব কবে ফেলেছ। সহজ সুন্দরী ব্যাপাবটা আমি বুঝতে পারলাম না। আটপৌরে ভাল দেখতে ?'

'বাজে ব'কো না। ন্যাচাবাল বিউটির প্রতিশব্দ হিসেবে ভাবা যায় না !'

'সবুজ মাঠ দেখে তো চোখ জুড়িয়ে যায়। ন্যাচাবাল বিউটি। কিন্তু চতুষ্পদ জন্তুদের ছেড়ে দাও সেই মাঠে, তার সৌন্দর্য দেখবে না ঘাস খাবে ? আব গুণী ? এইটে যা বললে ? কি গুণ আছে আমাব যা কেউ বাইবে থেকে সাইনবোর্ডেব মত দেখতে পাবে ?'

'তুমি অদ্ভুত !'

'একটু বাকি আছে। সবশেষে তুমি বলেছিলে সত্যিকাবের ভাল ছেলে। হোয়াটস দ্যাট ?'

'মানে ভাল ছেলে। ভাল চাকরি করে, শিল্পসংস্কৃতিতে আগ্রহ আছে, রুচি মার্জিত।'

'সুদীপ... তোমার ভাল ছেলেব ব্যাখ্যা ?'

'কেন ? ভুল হল ?'

'ছেলেটি যদি ব্যবসা করে, শিল্প সংস্কৃতিব ধারে কাছে নেই কিন্তু যে মেয়েটিকে সে ভালবাসে তাকে উগ্রভাবেই ভালবাসতে চায়। তাকে যত্নে রাখতে পৃথিবীর কোন কিছুর সঙ্গে সেই ছেলে কম্প্রোমাইজ করতে চায় না। একে কিবকম ছেলে বলবে ?'

'ওয়েল !' সুদীপ চোখ বন্ধ কবল, 'খাবাপ বলতে অসুবিধে হচ্ছে।'

'শব্দটা সোনাব পাথরবাটি। একটি পুরুষ ভাল কি খারাপ তা বিচাব করতে পারে সেই নাবী যে তার সঙ্গে থাকে। ওই নাবীর ভাবনাব সঙ্গে কারো ভাবনার মিল নাও হতে পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। তা আমি যখন কোন পুরুষেব সঙ্গে থাকতে পারছি না তখন—।' হেসে কথাটা নিয়ে আর এগোল না দীপাবলী।

সুদীপ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কখনও কারও প্রেমে পড়েছ দীপাবলী ? কোন সম বা অসমবয়সী পুরুষেব ?'

দীপাবলী হাসতে চাইল। এবং তখনই বাতাসটা যেন পাখা ঝাপটাল। সে কি কারো প্রেমে কখনও পড়েছে ? আচ্ছা, প্রেমে পড়া বলে কেন ? প্রেমে তো মানুষ ওঠে। তার উত্তরণ হয়। মুহূর্তেই চোখের সামনে অমলকুমারের মুখ ভেসে এল। একটা চিনচিনে ব্যথা, হৃৎপিণ্ডের ওজন আচমকা বেড়ে যাওয়া ! কোনরকমে সহজ হল দীপাবলী। শমিত ? শমিত এখন শুধুই অস্বস্তি। জলের দাগ শুকিয়ে থাকা সাদা কাগজ।

সুদীপ এবার হাসল, 'কি হল ?'

মাথা নাড়ল দীপাবলী, 'নিজের প্রেমে এমন মজে আছি যে অন্যের প্রেমে পড়ার কোন সুযোগই পাইনি। আমার দ্বারা কিস্যু হবে না, তাই না ?'

রিহার্সাল না থাকায় মায়াকে বাড়িতেই পাওয়া যাবে ভেবেছিল দীপাবলী। কিন্তু দরজা খুলল একটি কাজের মেয়ে। সুদীপ প্রশ্ন করে জানল, মায়া এখনও ফেরেনি। সুদীপ হেসে বলল, 'এসো আমার ঘরে এসো।'

ততক্ষণে দীপাবলী বেশ সহজ, 'ব্যাস' বাইরে থেকে এসে যিনি অন্তরে ঢুকে বসে আছেন তাঁর জন্যে বাকি লাইনগুলো তুলে রাখো। বাঃ ! চমৎকার সাজিয়েছে তো ঘরখানা।'

সুদীপ চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসল, 'আমার কৃতিত্ব কিছু নেই। তোমার বন্ধু পুরুলিয়া শান্তিনিকেতন থেকে জিনিসপত্র এনে একে সুন্দর করার চেষ্টা চালিয়েছে। এসো, মায়া

ফেরার আগে এক কাপ করে চা খেয়ে নিই। খুব খিদেও পেয়েছে।'

'আমার পায়নি। মায়া আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি।'

'ধরো, মায়া যদি আজ না আসে ? তুমি সারারাত অপেক্ষা করবে ?'

'তুমি বড্ড বাজে বকো।'

'খুব একটা বাজে নয়। তুমি তো মায়াকে চেনো।'

'এরকম করে নাকি ?'

'অসাক্ষাতে এসব বললে নিন্দে করা হবে। বসো।' সুদীপ উঠে ভেতরে চলে গেল।

দীপাবলী আলমারির দিকে এগোল। ঠাসঠাস বই এবং দেখলেই বোঝা যায় রীতিমত ব্যবহৃত হয়। কারো মলাট একটু ছিঁড়ে গিয়েছে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে ব্যস্ততার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে। একটা তাকে পাশাপাশি আজকের কবিতার বই। বুদ্ধদেব বসু থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়। মাত্র কিছুদিন আগে সে বুদ্ধদেব বসুর চিল্কায় সকাল কবিতাটি মনে করতে চাইছিল। মন কিছুতেই তুলে আনতে পারছিল না শব্দগুলো। ভোরের প্রথম শিউলিমাখা রোদের মত একটা অনুভূতি মশারির আড়াল আনে চারপাশে। হাত বাড়াল দীপাবলী। তার খুব ইচ্ছে করছিল কবিতাটি পড়তে এবং তখনই দরজায় শব্দ হল। কাজের মেয়েটি ছুটে আসছিল কিন্তু তাকে ইশারায় থামতে বলে সে এগিয়ে গেল। দরজা খুলতেই দেখল মায়ার মুখটা কেমন পাল্টে গেল। যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

'এত দেরি করে বাড়িতে ফেরা হয় কেন ?' কপট গাম্ভীর্য গলায় আনল দীপাবলী।

'তুই ?' হঠাৎ ছিটকে উঠল শব্দটা, মায়া ঘরে ঢুকে দীপাবলীকে জড়িয়ে ধরল, 'আমি ভাবতেই পারছি না তুই এখানে! কখন এলি ? কি করে ঠিকানা পেলি।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দীপাবলী বলল, 'তোদের সঙ্গে কথা বলাই উচিত না। বিয়ে করলি চোরের মতন। একটা খবর পর্যন্ত দেবার প্রয়োজন মনে করলি না। সংসার করছিস তাও জানালি না। যদি আজ গড়িয়াহাটায় সুদীপের সঙ্গে দেখা না হয়ে যেত তাহলে—।'

'এখন কোন অজুহাত দিলে শুনছি না। ব্যাপারটা হঠাৎই হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তুই সরকারি চাকরি নিয়ে কোথায় পোস্টিং পেয়েছিস তাও তো আমরা জানি না।' দরজা বন্ধ করে মায়া ভিতরের দরজার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ও কোথায় ?'

'তোর বর নিশ্চয়ই আমাকে বাড়িতে একা রেখে বেরিয়ে যাবে না!' দীপাবলী হাসল।

মাথা নাড়ল মায়া। ওরা দুজনে মুখোমুখি বসল। মায়া জিজ্ঞেস করল, 'কি দেখছিস ?'

'তোকে একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে।' না বলে পারল না দীপাবলী।

'মোটা হয়েছি ?' মায়ার মুখচোখে একটু যেন লজ্জা!

'তা তো বটেই। তুই আর মেয়ে নেই!'

হো হো করে হেসে উঠল মায়া। এবং সেই হাসির মধ্যেই সুদীপ ঘরে ঢুকল। তার হাতে দু'কাপ চা। ছোট টেবিলে কাপ দুটো রেখে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'এত হাসির কি হল ?'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'কিছু না। কিন্তু তুমি চা করে আনলে ?'

জবাব দিল মায়া, 'পিটপিটে লোকদের যা অবস্থা। কাজের মেয়েটা চা ভাল করতে পারে না। উনি তাই ওকে চা করতে দেবেন না। শুধু চা দিলে ?'

সুদীপ ফিরে যাচ্ছিল, সম্ভবত নিজের কাপটি নিয়ে আসতে, যাওয়ার আগে বলে গেল, 'আমি যা পেরেছি করেছি, তুমি এসে গেছ যখন তখন চার্জ টেকওভার করো।'

বিরক্ত ভঙ্গিতে মায়া উঠতে যাচ্ছিল দীপাবলী তাকে নিষেধ করল, 'আমি কিছু খেতে পারব না, তুই বস।'

সন্ধের অনেক পরেও ওদের আড্ডা শেষ হল না। মায়া ওকে জোর করে খাইয়ে দিল। দীপাবলীর খুব ভাল লাগছিল। কয়েকবছর আগেও যাদের কলেজের ছাত্র হিসেবে অনেক নিয়মকানুন মেনে চলতে দেখেছে আজ তারা স্বামী স্ত্রী হিসেবে সেসব নস্যাৎ করতে বসেছে। পারছে। সুদীপের হাবভাব এবং চেহারা যতটা এখনও চেনা মায়া তার থেকে অনেক বেশী পাল্টে গিয়েছে নিজের অজান্তে। শরীরে ঈষৎ মেদ লাগা, চামড়া চকচকে হওয়া, কথা বলায় তৃপ্তি ফুটে ওঠা, এসব তো ছিলই তার সঙ্গে আরও কিছু। একটা সময় দীপাবলী সেটাও আবিষ্কার করল। যেসব স্বামী স্ত্রীদের সে এতকাল দেখে এসেছে তাদের স্ত্রীরা বয়স এবং ব্যক্তিত্বে অবশ্যই স্বামীর নিচে ছিল। মায়ার ব্যক্তিত্ব মাঝে মাঝে সুদীপের থেকে বেশী মনে হওয়ায় স্বামী স্ত্রীর প্রচলিত আচরণের ছবি কিছুটা বদলে গিয়ে আজ চোখে ঠেকছিল। শমিতের পাশে মায়াকে কখনই এমন মনে হয়নি। সুদীপকে চিরকাল শমিতের অনুগামী হিসেবে দেখেছিল। তখনই সুদীপ এবং মায়া ছিল প্রায় সমান সমান। আজ সুদীপ নিজেকে যতই পরিবর্ধিত করুক মায়া বয়স এবং অভিজ্ঞতা পেয়ে তার অনেকগুণ বেশী এগিয়ে গিয়েছে। চোখে ঠেকার কারণ এটাই। পুরুষকে লাঠি ঘোরাবার সুযোগ দিতেই এককালে বিয়ের সময় আট দশ বছরের কম বয়সী নারীর সন্ধান করা হত।

ওরা শোওয়ার ঘরে বসে আড্ডা মারছিল। কথা বলছিল মায়াই বেশী। সুদীপ সায় দিচ্ছিল। বেশীর ভাগ কথাই ওদের নাটক নিয়ে। এখনও গ্রুপ থিয়েটার তার পায়ের তলায় কোন মাটি পায়নি। সেই একই আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং দুর্দশার মধ্যে নাটক করে যেতে হচ্ছে। ফলে ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। কবে কখন একটা কল শো পাওয়া যাবে সেই আশায় বসে থাকা। কিন্তু সুদীপের বক্তব্য হল সাধারণ মানুষের একটু একটু করে গ্রুপ থিয়েটারের নাটক সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ছে। একটা যুগের নাট্যকর্মীরা নিজেদের শহিদ করবে হয়তো কিন্তু পরের যুগের নাট্যকর্মীরা যখন তার ফল ভোগ করবে তখন এর মূল্য বোঝা যাবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে প্রাণ দেয় তারা স্বাধীনতা ভোগ করে না। মায়া এই বিশ্লেষণ গ্রহণ করতে নারাজ। একটু তিক্ততা দুজনের কথাবার্তায় ফুটে উঠল। পুশ্‌সেল করার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেলে হল ভাড়া বিজ্ঞাপন টিকিট ছাপার খরচ পকেট থেকে দিয়ে দিনের পর দিন শো করে নাট্য আন্দোলন করছি বলে যে সুখ মনে মনে তৈরী করা হচ্ছে তা সে মানতে রাজি নয়। পরিষ্কার বলতে পারল, 'নাটক করতে ভালবাসি বলেই করে যাচ্ছি। ওরা এই ভালবাসার ওপরে এক একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে আনন্দ পায়। বলতে পারিস খুব এক্সপেনসিভ ভালবাসা। ওসব গ্রুপ থিয়েটার টিয়েটার যারা করে তারাই ভাবে। দর্শক নাটক দেখতে যায় সিঙ্গল থিয়েটারের টানে।' সুদীপ প্রতিবাদ করেছিল। তার বক্তব্য থিয়েটার দলগত শিল্প। লেখা গানের মত একা কিছু করা এই শিল্পে সম্ভব নয়। সিঙ্গল থিয়েটার বলে কোন কিছু থাকতে পারে না। কাঁঠালের আমসত্ব। মায়া বিশদ করেছিল। এই ষাট দশকেও শ্যামবাজারের বাইরে নাটক দেখতে যাঁরা আসেন তাঁরা বিশেষ একজনের জন্যেই আসেন। হয় শম্ভু মিত্র আছেন নয় উৎপল দত্ত। শেখর চ্যাটার্জীর গ্রুপ অথবা জ্ঞানেশ মুখার্জীর। একমাত্র নান্দীকারেই আরও কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছে কিন্তু প্রথমেই থাকছেন অজিতেশ ব্যানার্জী। মুশকিল হল যিনি পরিচালক তিনিই প্রধান চরিত্রের অভিনেতা। বিজ্ঞাপনে শুধু তাঁরই নাম যায়। ফলে দর্শক আগে তাঁকেই জানতে পারে। এবং তিনি যদি ক্ষমতাবান হন, দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারেন তাহলে থিয়েটারটা তাঁর নামেই চিহ্নিত হয়ে যায়। যে ভাবনা নিয়ে গ্রুপ থিয়েটার করার চেষ্টা হয়েছে তা চাপা পড়ে, ব্যক্তির নামই বড় হয়ে ওঠে ক্রমশ। সিঙ্গল থিয়েটার তো

বটেই এবং সেটা ডিরেক্টার ওরিয়েন্টেড থিয়েটার। এই কথাটা দলের পরিচালক-অভিনেতা ছাড়া আর সবাই মানবেন। এমন কি প্রযোজনা নামাবার আগে পরিচালককে তাঁর দলের কোন সদস্য যদি কিছু ঠিকমত সাজেশন দেন তাহলে তিনি তা গ্রহণ করতে অক্ষম হন। ব্যাপারটা এমন যে তাঁর দলে আর কেউ ভাল নাটক বোঝে না। শো-এর পরে টিকিট না কেটে আমন্ত্রিত হয়ে কিছু গুণী মানুষ গ্রীনরুমে আসেন বাহবা জানাতে এবং তাঁরা কথা বলেন পরিচালক-অভিনেতার সঙ্গে। কলকাতা শহরে কিছু গুণী মানুষ আছেন যাঁরা গ্রুপ থিয়েটারের শো-গুলোতে চরে বেড়ান আমন্ত্রিত হয়ে এবং নিজেদের নাট্যবোদ্ধা হিসেবে জাহির করেন। এঁরা টিকিট কাটেন না, কেউ কেউ কাগজে দু-এক কলম লেখেন এবং এঁদের অনুগ্রহ পেয়ে নাম কেনেন পরিচালক-অভিনেতা কিন্তু তার বিনিময়ে টিকিট বিক্রী হয় না। মায়ার বক্তব্য ছিল এভাবে নাটক বাঁচানো যাবে না। পনের'শ টাকা খরচ এবং একশ টাকা টিকিট বিক্রী হলে একসময় মুখ থুবড়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। দলের সবাইকে গ্রুপ থিয়েটারের নামে নিজেকে উৎসর্গ করাব ট্যাবলেট খাইয়ে কতদিন আর সচল রাখা যাবে! এই কারণেই এখন থেকে এই থিয়েটারকে প্রফেশনাল হতে হবে। এর দৃষ্টিভঙ্গীও পাল্টানো দরকার। শেষ তাস ফেলল মায়া, 'এই যেমন সুদীপ, যতদিন আগের দলে ছিল ততদিন কেউ ওকে চিনত না। ও ছটফট করত। আর যেই নিজের দল করল, পরিচালক হল, সবাইকে গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শের কথা বলে নিযন্ত্রণ করল অমনি ওর নাম ছড়িয়ে পড়ল। টিকিট বিক্রী হোক বা না হোক, সুদীপের খুব নাম হয়েছে।'

হঠাৎ সুদীপের গলা পাল্টে গেল, 'তুমি কি বলতে চাইছ মায়া?'

কাঁধ ঝাঁকালো মায়া, 'আমার এই সিস্টেমটাই ভাল লাগছে না।'

'সেটা আলাদা কথা। কিন্তু তুমি আমার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করছ। আমি জানি তুমি আমাকে কখনই স্বীকার করতে পারবে না। আমি যত ভাল নাটকই করি না কেন তোমার কাছে স্বীকৃতি পাব না।'

'কেন?' আলতো করে প্রশ্নটা উচ্চারণ করল মায়া।

'সেটা তুমি ভাল করেই জানো।' সুদীপ মাথা নাড়ল, 'তোমাকে আমি স্বাধীনতা দিচ্ছি। যদি মনে করো আমাদের দলে তুমি বাধা হয়ে থাকছ তাহলে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পার।'

মায়া হাসল, 'কোথায় যাব? নাটক করতে না পারলে যে ভাত হজম হবে না।'

'যেখানে হজম হবে সেখানে যাও।' সুদীপের গলা চড়ায় উঠল, 'আমার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ নিয়ে আমার দলে থাকতে হবে না। দলের ক্ষতি হবে তবু সেটা মেনে নেব।'

'বাঃ। চমৎকার। নিজের মুখেই বলে ফেললে আমার দল। আপত্তিটা তো সেখানেই।'

দীপাবলী চুপচাপ শুনছিল। ওর খুব মজা লাগছিল। থিয়েটার সম্পর্কে এইসব কথা সে নিজে একসময় অনেক বলেছে। তার বলে যাওয়া কথাগুলোই আজ মায়া আবৃত্তি করছে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে থিয়েটার সম্পর্কে কোন কথা বলার অধিকার তার নেই। স্রোতে গা ভাসালেই দলের সঙ্গে আত্মীয়তা তৈরী করা যায়। পাড়ে দাঁড়িয়ে দর্শক হলে কথাবার্তার জায়গাও কমে আসা উচিত। কিন্তু ওর মজা লাগছিল অন্য কারণে। সুদীপ এবং মায়া স্বামী স্ত্রী। সমবয়সী। কিন্তু এখন এরা যেভাবে কথা বলছে তাতে মনে হচ্ছে ওরা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া বন্ধু। মতান্তর হওয়ায় উত্তেজনা এসেছে। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা অথবা সমীহ যা এতকাল দেখে আসা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কগুলোকে আলাদা করত তা এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। সুদীপ কি মায়াকে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করছে শমিতকে নিয়ে? ও

কি এখনও শমিত সম্পর্কে হীনম্মন্যতায় ভোগে ? কথাগুলোয় যেন সেইরকম গন্ধ মিশে আছে।

সুদীপ উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'থাকগে। যে জন্যে দীপাবলী এ বাড়িতে এসেছে তা নিয়ে কথা বল।'

দীপাবলী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আরে তুমি যাচ্ছ কোথায় ? বসো।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'তোমরা কথা বল, আমি এখনই আসছি।'

সুদীপ চলে গেল। মায়া বলল, 'ও ওরকমই। মাথা গরম হলে ঠাণ্ডা করতে কিছুক্ষণ একলা থাকে। এবার তোর কথা বল। চাকরি ছেড়ে কলকাতায় থাকবি ঠিক করেছিস ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই চাকরি করা গেল না। ওপরওয়ালা আর স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষের পা-চাটা হয়ে থাকতে আমি পারব না।' দীপাবলী বলল।

'তোর কিন্তু সাহস আছে। এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে ওইরকম মাঠে জঙ্গলে একা একা পড়ে থাকতিস কি করে ? আমি হলে কিছুতেই পারতাম না।'

'আমার তো আর কিছুই নেই, শুধু সাহসটুকু আছে। শোন, তুই আমাকে একটা থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দে। গড়িয়াহাটায় তোর বরের সঙ্গে দেখা হতেই বলল তোকে কথাটা বলতে।'

মায়া হাসল, 'তুই এখানে এসে থাক।'

'এখানে ?' হাঁ হয়ে গেল দীপাবলী, 'ভাগ।'

'শোন। তুই কিছুদিন আমাদের পুরোনো বাড়িতে থাকতে পারিস। এখন গেলে চিনতে পারবি না। পার্টিশন হয়ে যাওয়ার পরে যে যার নিজেরটা আলাদা করে নিয়েছে। আমাদের সেই কমন সিঁড়িটাও আর নেই। মা উঠে গিয়েছে পেছনের দিকটায়। অসুখ হবার পরে তুই ছাদের ওপরে যে ঘরটায় ছিলি সেটাও মা পেয়েছে। মা তো ওবাড়িতে একাই থাকে, তুই থাকতে চাইলে খুশীই হবে।'

'বাঃ। এর চেয়ে ভাল আর কিছুতেই হবে না। কিন্তু মাসীমাকে ভাড়া নিতে হবে।'

'সেটা তুই মায়ের সঙ্গে কথা বলে দ্যাখ।'

মাথা নাড়ল দীপাবলী, 'তোকে গিয়ে বলতে হবে। উনি যদি আমার কাছে ভাড়া নেন তাহলেই আমি ওবাড়িতে থাকব। নইলে অন্য কোথাও ব্যবস্থা করে দে।'

'তুই বিয়ে করলে এসব সমস্যা হত না।'

দীপাবলী উঠে দাঁড়াল, 'ঠিক আছে, সুদীপকে ডাক।'

সুদীপ নিশ্চয়ই কাছাকাছি ছিল। কথাটা শোনামাত্র ঘরে ঢুকল, 'তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।' দীপাবলী বলল, 'আগে মাসীমার সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

মায়া বলল, 'আমি দীপাবলীকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।'

দীপাবলী আপত্তি করল কিন্তু মায়া শুনল না। দরজায় দাঁড়িয়ে সুদীপ বলল, 'যদি সম্ভব হয় একদিন রিহার্সালরুমে চলে এসো। দলের সবাইকে দেখবে তোমার ভাল লাগবে।'

'দেখি।' দীপাবলী বিদায় নিল। খানিকটা তফাতে এসে মায়া বলল, 'একসময় আমি অসুস্থ ছিলাম বলে তোকে জোর করে শমিত অভিনয় করিয়েছিল। এখন আমার অনিচ্ছা দেখে সুদীপ সেটাই রিপিট করতে চাইছে।'

দীপাবলী হাসল, 'তুই কিন্তু সুদীপকে সব ব্যাপারে যা ইচ্ছে তাই বলছিস।'

'সেইরকম মনে হল বুঝি।' হাঁটতে হাঁটতে উদাসীন গলায় বলল মায়া। সুরটা কেমন লাগল, দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তুই সুদীপকে ভালবাসতিস জানতাম না তো ?'

'এখন কি করে জানলি। এই তো বললি সব ব্যাপারে যা ইচ্ছে তাই করছি।'

'বাঃ, ভাল না বাসলে তোরা বিয়ে করতিস নাকি ?'

মায়া জবাব দিল না। ওরা দুজনে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। ঘড়িতে রাত হয়েছে। যদিও দোকানপাট বন্ধ না হওয়ায় সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। বাসস্ট্যাণ্ডে এসে মায়া আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। তুই শমিতকে বিয়ে করলি না কেন ?'

নিজের অজান্তেই ঘুরে দাঁড়াল দীপাবলী, অসাড়ে বলল, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?'

'কেন ? আমি মিথ্যে বলছি ?'

'একশবার মিথ্যে। শমিতের সঙ্গে আমার এমন কোন সম্পর্ক হয়নি যে বিয়ের কথা উঠতে পারে।'

'তুই অস্বীকার করছিস দীপা।'

'এরকম ধারণা তোর কেন হল ?'

'শমিত তোর কোয়ার্টার্সে যায়নি ?'

"গিয়েছিল। গিয়ে আমাকে অপদস্থ করেছে।'

'মানে ?'

'আমি একা একটি কাজের মেয়েকে নিয়ে থাকি। সে মেয়েটিকে প্রলুব্ধ করেছে। পাশের গরিব গ্রামে গিয়ে মদ খেয়ে এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে হাসপাতালে ভর্তি না করে উপায় ছিল না। লোকটা গিয়েছিল ছন্নছাড়া আবহাওয়া নিয়ে আমার জীবনকে অস্থির করতে।'

'কেন ?'

'আমি জানি না।'

'তুই ওর বাড়িতে কোনদিন যাসনি ?'

'গিয়েছিলাম। যখন থাকার জায়গা নেই, অথচ দরকার সেই সময়ে।'

'কেন ?'

'বাঃ। শমিত ছিল আমাদের বন্ধু। তুই আর ও আমাকে অসুস্থ অবস্থায় তুলে নিয়ে এসেছিলি যাদবপুরের কলোনি থেকে। আমার হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল শমিত। একজন বন্ধুর কাছে আমি নিশ্চয়ই সাহায্যের জন্যে যেতে পারি।'

'সেদিন তোদের মধ্যে কিছু হয়নি ?'

'হয়েছিল। শমিত জোর করে আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রেম নিবেদন করেছিল। আমি প্রচণ্ড আপত্তি করেছিলাম। তোর কথা বলে সরে এসেছিলাম।'

'আমার কথা ?'

'হ্যাঁ। আমি জানতাম তুই শমিতকে ভালবাসিস।'

'ও। তাই সরে এসেছিলি ?'

'সত্যি কথা বলছি, শমিতকে বন্ধু ভাবতাম, তার বেশী কোন ইচ্ছা আমার মনে আসেনি।'

'কিন্তু শমিত আমাকে অন্য কথা বলেছে ?'

'কি বলেছে ?'

'ও তোকে ভালবাসে। এবং এই কারণেই আমাকে গ্রহণ করতে চায়নি।'

'এটা একদম ওর সমস্যা আমি কখনও জড়িত ছিলাম না।'

'তুই বলছিস শমিত আমাকে মিথ্যে বলেছে ?'

'আমি জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি আমার সঙ্গে ওর কোন প্রেমের সম্পর্ক ছিল না।'

'অদ্ভুত লাগছে।'

'তুই এতসব জানলি কি করে ? শমিতের সঙ্গে তোর যোগাযোগ আছে ?'

'মাঝে মাঝে। ওই বলেছে তোর কাছে ও গিয়েছিল।'

'আর কিছু বলেনি।'

'বলেছে তুই ওকে ফিরিয়ে দিয়েছিস।' নিশ্বাস ফেলল মায়া, 'এখন সত্যিই ওর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয় দীপা। শুধু জেদের জন্যে কোথাও স্থির হতে পারল না।'

দীপাবলী মায়ার দিকে তাকাল, 'তোর সঙ্গে শমিতের তাহলে এখনও যোগাযোগ আছে ?'

'বললাম তো।' মুখ ফেরাল মায়া।

'সুদীপ জানে ?'

'জিজ্ঞাসা করেনি কখনও তবে বুঝি অনুমান করছে।'

'সুদীপ নিশ্চয়ই পছন্দ করছে না তোর সঙ্গে শমিতের কোন সম্পর্ক থাক !'

'স্বাভাবিক।'

'তবু করছিস কেন ?'

'আই কান্ট হেল্প। পারি না। অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছি না।'

'শমিত ?'

'ওকে আমি বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে এমন নির্লিপ্ত থাকে যে মনে হয় ওর পৃথিবীতে কোথাও আমি নেই। হঠাৎই দুম করে এমন আচরণ করে ফেলে যে মিল পাওয়া যায় না।'

'শমিত কি চায় ?'

'জানি না।'

'কিন্তু তুই ঠিক কাজ করছিস না মায়া। সুদীপকে তুই পছন্দ করে বিয়ে করেছিস।'

'মানছি। কিন্তু বিয়ের আগে একটা সত্য বুঝতে পারিনি।'

'কি সেটা ?'

'আমার পক্ষে সুদীপকে মেনে নিয়ে চিরকাল ঘর করা অসম্ভব। ও ভীষণ ভাল মানুষ। যাকে বলে ন্যাতানো মানুষ। ও যে মাঝে মাঝে চকচকে কথা বলে সেটা একটা মুখোশ। আসলে একেবারে ঝুঁকি নিতে না চাওয়া ভীরু বঙ্গসন্তান। এরকম মানুষকে বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মেয়ের মা হয়ত জামাই হিসাবে পছন্দ করবে। কিন্তু আমার কাছে বড্ড আলুনি হয়ে গেছে। ও যা তা আমার কাছে মূল্যহীন আর ও যা হবার ভান করে সেটা যে শুধুই ভান তা বুঝতে আমার দেরি হয় না। এজন্যে দায়ী তুই।'

'হ্যাঁ। তোর জন্যে শমিত দুর্বল এটা শোনার পর স্রেফ জেদের বশে আমি সুদীপকে বিয়ে করেছিলাম। নইলে আজ আমার জীবন অন্যরকম হত। তুই জানিস শমিতের গ্রুপে একটাও ভাল অভিনেত্রী নেই। ও বারংবার বলছে আমাকে জয়েন করতে। কিন্তু আমি পারছি না।'

'এবার পারবি। সুদীপ তোকে গ্রুপ থেকে ছেড়ে দিতে চেয়েছে।'

'সেইজন্যেই আরও পারব না।'

দীপাবলী মায়ার হাত ধরল, 'মায়া, এখন তুই আফসোস করছিস কিন্তু কে জানে শমিতকে বিয়ে করলে তুই স্বস্তি এবং শান্তি দুটোই হারাতিস হয়তো। ওর মত বেপরোয়া নিয়ম না মানা একগুঁয়ে পুরুষকে দূর থেকে পছন্দ করা যায় কিন্তু কাছে গেলে জ্বলেপুড়ে মরতে হয়।'

'এভাবে বাঁচার চেয়ে মরণ আরও ভাল ছিল।'

দীপাবলী হাত ছেড়ে দিল, 'তাহলে সুদীপকে ডিভোর্স করছিস না কেন?'

হঠাৎ দীপাবলীকে অবাক করে দিয়ে মায়া হেসে ফেলল, 'মাঝে মাঝে নিজেকেই বুঝতে পারি না, তাই। যাকগে। তোর বাস আসছে। তুই আগামীকাল সকালে মায়ের ওখানে চলে আয়। আমি দশটা নাগাদ যাব।'

সেই রাত্রে হোস্টেলে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরেও দীপাবলী ঘুমাতে পারছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল মায়া ঠিক বলেনি। সে মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল বলে শমিতকে মায়া বিয়ে করেনি এটা মোটেই সত্যি নয়। নিজেকে কি বকম ময়লাটে বলে মনে হচ্ছিল তার। শমিতকে কি কখনও ভালবাসার কথা বলেছে? কখনও এমন ইঙ্গিত দিয়েছে? সে চোখ বন্ধ করে পরিচিত মানুষের মুখ দেখতে চাইল। তিনজন তার জীবনে খুব বন্ধুর মত কাছাকাছি এসেছিল। প্রথমে অসীম। উনিশ-কুড়ি বছরের একটি ভাল ব্যবহার করা ছেলের প্রতি তো সব মেয়েই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে। একথা ঠিক, অসীম যখন তাকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল তখন সে ধীরে ধীরে আবেগে আক্রান্ত হয়েছিল। স্রেফ বন্ধুত্ব এবং অন্য ধরনের আবেগের মাঝখানে যখন সে দাঁড়িয়ে তখনই বুঝতে পেরেছিল। অসীমের সঙ্গে তার মানসিকতার লক্ষ যোজন তফাত। যাত্রা শুরু করার মুখে সে তাই থেমে যেতে পেরেছিল। একজন নারী হিসেবে ওই আবেগের শিকার হওয়া, শুধুই প্রাথমিক কেঁপে ওঠা কি অপরাধ? না। কিছুতেই নয়। অসীমকে সে কখনই প্রেমিক হিসেবে সম্মান দেয়নি। দেওয়া অসম্ভব ছিল। তারপর শমিত। 'হ্যাঁ, যে কোন নারী শমিতের আকর্ষণ এড়াতে অক্ষম হবে। তার পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের নানান হাত বাড়িয়ে আর এক শমিত ধীরে ধীরে তার মনে জায়গা করে নিচ্ছিল। কিন্তু সে জানত শমিতের সঙ্গে মায়ার সম্পর্কের কথা। শুধু সেই কারণেই সবসময় বন্ধুত্ব রেখে গিয়েছে, প্রেমের প্রস্তাব নিয়ে এগোয়নি। একই সঙ্গে আবেগের ঝরনা আর নির্লিপ্তির বাঁধ মনের ভেতর তৈরী হয়ে গিয়েছিল বলেই সে শমিতের বাড়ি থেকে ওই দুপুরে সরে আসতে পেরেছিল। যাকে বলে পরিপূর্ণ ভালবাসায় আপ্লুত হওয়া তা কখনই শমিতের ক্ষেত্রে হয়নি। যাকে সে সবসময় দূরে রেখে দিয়েছে, যার প্রতি একই সঙ্গে আবেগ এবং নির্লিপ্তি মনে দানা বেঁধেছে সে কি করে তার প্রেমিক হবে? শমিতকে না পেলে সে বাঁচবে না এমন ভাবনাও মনে আসেনি। শমিত তার কর্মস্থলে গিয়েছিল ঝড় হয়ে, সে একজন বন্ধুর মত ততটুকু কর্তব্য করেছে যতটুকু করা উচিত। সে কখনই এমন কোন আচরণ করেনি যার জন্যে শমিতের জীবন ছারখার হয়ে যেতে পারে। তাহলে? এই যে এটুকু জড়িয়ে পড়া, তাও কি অন্যায়? জীবনে যে পুরুষ প্রথমে আসবে তাকেই চোখ বন্ধ করে প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, এ কেমন কথা? তৃতীয় মুখ অমলকুমারের। হ্যাঁ, ওর সঙ্গে অসীম বা শমিতের কোন মিল নেই। বরং বলা যায় অমলকুমার সেই পুরুষ যে তার মনের ছন্দে পা ফেলে। তার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে কিন্তু সেটা পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে কোথাও একটা সঙ্কোচ এসে আড়াল করেছে। তার মনে হয়েছিল অত্যন্ত ভদ্র এবং শোভনভাবে অমলকুমারের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠছে যার মধ্যে কোন তাড়াহুড়ো নেই, আকাঙ্ক্ষার কোন শিখা গ্রাস করতে মুখ বাড়ায়নি।

অমলকুমার সেটা বোঝেনি তা বুঝতে সে নারাজ। কিন্তু যেটা অনুচ্চারিত ছিল সেটা উচ্চারণ করতে শেষ পর্যন্ত রাজি হল না অমলকুমার। দীপাবলী যখন রসিকতা করে লিখত অমলকুমারকে সংসারী হবার উপদেশ দিয়ে তখন যেন প্রতিটি অক্ষরে তার বিপরীত কথাই বলতে চাইত। খুড়তুতো ভাই-এর বিধবা স্ত্রী হিসেবে যে সম্পর্ক নিয়তি তৈরী করে দিয়েছিল তা কখনই আড়াল হয়নি কিন্তু দীপাবলী মনে মনে চাইত প্রস্তাবটা অমলকুমারের কাছ থেকেই আসুক। আঃ। তার বদলে এল বিয়ের চিঠি। এই শহরে অমলকুমার এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে, হয়তো ভাবী বিয়ের স্বপ্ন দেখছে সে। কষ্ট হয়েছিল খুব ঠিকই চিঠি পেয়ে। কিন্তু যাকে বলে ভেঙ্গে পড়া তা কেন পড়েনি সে?

এরও উত্তর তার জানা আছে। অমলকান্তির প্রতি তার প্রেম জন্মেছিল। কিন্তু প্রেমের স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত বোধহয় শেকড় মনের গভীরে ছড়িয়ে পড়ে না। অমলকুমার যেহেতু তাকে সেই স্বীকৃতির স্তরে নিয়ে যায়নি তাই একটা গুমরে ওঠা কষ্ট মুখ তুলেছিল শুধু। হয়তো জীবনে কোন পুরুষ না এলে এই কষ্টের স্মৃতি কখনই মুছে যাবে না। জীবনে আবার কোন পুরুষের কথা মনে হতেই সে হেসে ফেলল। বাংলাদেশের একজন মেয়ের তিন-তিনটে পুরুষ বন্ধু জীবনে এলে তার চরিত্র সম্পর্কে কত গল্প তৈরী হয়। সে প্রেমে পড়ুক বা প্রেমের আভাসে থাক।

হঠাৎ দীপাবলী চেতনা ফিরে পেল। সে এসব ভাবছে কেন? যতক্ষণ না সে কোন অন্যায় করছে ততক্ষণ কোন অনুশোচনার প্রশ্নই ওঠে না। সে কোন অন্যায় করেনি। মায়ার জীবনযাপন ওর সমস্যা। তার কোন দায় নেই। দীপাবলী চেষ্টা করল ঘুমাতে। বালিশ আঁকড়ে।

সতীশবাবু দুঃসংবাদটা দিলেন। কলকাতা থেকে ফিরতে ফিরতে দুপুর হয়ে গিয়েছিল। সকালের অফিস তখন ছুটি হবার মুখে। সতীশবাবুও বেরুচ্ছিলেন। দীপাবলীকে দেখে থেমে গেলেন। বললেন, 'তাহলে কি সব স্থির করে এলেন এবারে?'

দীপাবলী অফিসের বাইরের ঘরে চেয়ার টেনে বসল, 'হ্যাঁ। থাকার জায়গা পেয়ে গেছি।'

'মন স্থির হয়ে গিয়েছে?' লোকটি অদ্ভুত গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'মানে?'

'চেষ্টা করলে তো এখান থেকে বদলিও হওয়া যেত।'

'নাঃ। যা ঠিক করেছি তা আর পাল্টাবো না।'

'ও। আপনার জন্যে স্নানের জল তুলিয়ে রেখেছি। আপনি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খাবার নিয়ে ফিরে আসছি।' সতীশবাবু বললেন।

'কেন?' ভ্রূ-কোঁচকালো দীপাবলী, 'আপনি খাবার আনতে যাবেন কেন? তিরি কোথায়?'

'সে নেই।' মাথা নিচু করলেন বৃদ্ধ।

'নেই মানে?' অবাক দীপাবলী।

'সে এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়েছে।'

'সেকি? যাওয়ার সময় তো কিছু বলেনি। অদ্ভুত ব্যাপার। ও কি নেখালিতে স্বামীর কাছে ফিরে গেল? ব্যাপারটা আমি ভাবতে পারছি না সতীশবাবু।'

'না মা, সে নেখালিতে যায়নি। শুনছি সে হাটতলার পাশে ঘর নিয়ে অর্জুন নায়েকের আশ্রয়ে আছে। আমি অনেক নিষেধ করেছিলাম চাকরি ছাড়তে, শোনেনি।'

'কি বলছেন আপনি ?' প্রায় চিৎকার করে উঠল দীপাবলী।

'হ্যাঁ মা। বলে গেল, আজ নয় কাল যে কাজটা করতেই হবে সেটা সময় থাকতে করাই ভাল। আপনি চলে যাওয়ার পর ওর কপালে যা লেখা ছিল তা বোধহয় পড়তে পেরেছিল।'

দীপাবলী দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। জীবন বড় বিচিত্র। কখনই কোন হিসেব ঠিকঠাক মেলে না। নিজেকে খুব ছিবড়ে বলে মনে হচ্ছিল তার।

॥ ১৭ ॥

কেউ কেউ বলেন জীবন দাবা খেলার মত। শুরুর তিনটে চাল দিয়ে দেওয়ার পর যদি মনে হয় হিসেবে ভুল হয়ে গেছে, শুরুটা অন্যভাবে করলে সুবিধেজনক অবস্থায় থাকা যেত তাহলে শুধু ম, খারাপই হয়, প্রতিপক্ষ কিছুতেই সেই সুযোগ দেবে না। তখন ভুল চাল মাথায় রেখে নতুন করে রাস্তা খোঁজা। খুব বড় খেলোয়াড়ই তা খুঁজে পান। বেশীর ভাগের ক্ষেত্রে গোড়ার ভুল চাল মাঝপথে ফাঁস হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময় বড় দুঃসহ, কর্ণের মত বুঝেসুঝেও হারের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন পথ নেই।

জীবনের শুরুটা কি বেশীর ভাগ মানুষের এমনতরই হয় ? ঈশ্বর নামক যে শক্তিটি লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ত প্যাঁচ কষছেন তাঁর অষ্টপ্রহর শুধুই একই চিন্তা, যেমন করেই হোক মানুষের যাত্রাপথ গুলিয়ে দিতে হবে। সতের থেকে সাতাশ গুলিয়ে দিতে পারলেই হল, বাকি জীবনটা সে আর ভাঙা মাজা সোজা করতে পারবে না। ভদ্রলোকের তাতেই বড় আনন্দ। কোটি কোটি মানুষ দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে কষ্ট পাক, কষ্টে ছটফট করুক এবং শেষে ওই কষ্টের কারণেই যখন তারা তাঁর শরণাপন্ন হবে তখন তিনি পতিতপাবন ইমেজটি তুলে ধরতে পারবেন। তাও ওই যে একটু আধটু সুখ ফিরিয়ে দেওয়া তা ইহজন্মে নয়, মৃত্যুর পরেও আর এক জন্মের কথা বলে তার জন্যে ভুলিয়ে রাখা। এও এক অদ্ভুত ভণ্ডামি। জন্ম থেকে মৃত্যু, বছরের পর বছর মানুষটা কষ্ট করে যাচ্ছে পরকালের জন্যে, যে কালটাকে সে জানে না, কেউ জানে না। যেন অবিবাহিত এবং অপুত্রক মানুষ শুধু সঞ্চয় করে যাচ্ছেন যাতে তাঁর বংশধরেরা ভাল থাকে।

অথচ জীবন যা কিছু সময়ের সমষ্টি, মুঠো থেকে গলে যাওয়া জলের মত শুধু যার বেরিয়ে যাওয়া, মানুষের সাধ্য নেই তার পথ আটকানো। ভুল ট্রেন বুঝে নেমে পড়ে ফেরত ট্রেনে আবার গোড়ার স্টেশনে কজন মানুষ আসতে পারে ! এলেও তো সময় খরচ হয়ে যায়। সেই খরচ হয়ে যাওয়া সময় চিরকাল দগদগে হয়ে থাকে। গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে নিজের স্বপ্নের পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে দীপাবলী দেখেছিল সে যা চেয়েছিল তা পায়নি। কিন্তু যা পেয়েছিল তাই আঁকড়ে ধরে কিছু বছর কাটিয়ে দেখল ওই পথটা আদৌ তার নয়। এই যে কিছু বছর নষ্ট হয়ে যাওয়া তার দাম দিতে হবে জীবনভর। কিন্তু পুরোটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার চেয়ে কিছু নষ্ট হওয়া ঢের ভাল এই নীতিতে দাঁড়িয়ে সে জীবন শুরু করতে চাইল নতুন ভাবে। যদি মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ তা পারে তাহলে সে কেন ওই দলে পৌঁছতে পারবে না।

কিন্তু কি করতে পারে সে। চব্বিশ বছর বয়সে বি-এ ডিগ্রি নিয়ে সে চেষ্টা করলে স্কুলে ঢুকতে পারে কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কিছু ডিপ্লোমা করে নিতে হবে। কিন্তু স্কুলে পড়াবার জন্যে সে এতদূর উঠে আসতে চায়নি। যেসব স্কুল মিসট্রেসকে সে এতকাল দেখে এসেছে তাঁদের মধ্যে অনেকেই কাজে যথেষ্ট সিরিয়াস ছিলেন কিন্তু মাথা উঁচু করে ছেলেদের সঙ্গে

পাল্লা দেবার কথা যেমন তাঁরা ভাবতেন না তেমন সুযোগও ছিল না। এই বিদ্যে নিয়ে সে দরখাস্ত করলে অনেক চেষ্টার পরে হয়ত কেরানির চাকরি পেতে পারে। তাদের সঙ্গে পড়ত কেউ কেউ ইতিমধ্যে এ জি বেঙ্গলে সেই চাকরি পেয়েছে, কেউ আয়কর বিভাগেও। সদাগরী অফিসে সুযোগ পাওয়া এখনও অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই চাকরির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তার জানা হয়ে গিয়েছে। অন্যের হুকুমমত মাথা গুজে কলম পিষে মাসের শেষে সামান্য কিছু টাকা রোজগার করতে আর যে পারুক সে পারবে না।

অথচ কলকাতা শহরে এমন কেউ নেই যিনি তাকে ওপরে ওঠার মই দিতে পারেন। একজন মামা অথবা কাকা অনেকের ভাগ্য কি চমৎকার ভাবে পরিবর্তিত করতে পারেন! একসময় এই ব্যাপারটাকে সে করুণা করত। জীবনের শুরুতে এরকম অনেক কিছুই আদর্শবিরোধী বলে মনে হয়। যতক্ষণ মন সাদা থাকে ততক্ষণ রুচি বিবেক ইত্যাদি ব্যাপারগুলো গগনচুম্বী হয়। কিন্তু বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে তিলতিল করে সেগুলো একসময় আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসে। এই দেশে শুধু আদর্শ নিয়ে যারা পড়ে থাকে সময় তাদের কোন প্রতিদান দেয় না।

চাকরি জীবনের সময়টা দীপাবলীকে এই শিক্ষা দিয়েছে। বাস্তব বড় নির্মম। মজার ব্যাপার হল সেই শিক্ষা তাকে শিক্ষিত করেনি। করলে নিশ্চিত বর্তমান এবং সুদুর ভবিষ্যতের মায়া ছেড়ে সে চলে আসত না ইস্তফা দিয়ে। আদর্শের পোকা কিভাবে যেন সক্রিয় থেকে গিয়েছিল। অবশ্য এখনও ওই কারণে তার মনে আফসোস জন্মায়নি। সরকারি চাকরিতে তার কোন কাজ করার অবকাশ ছিল না। যদি সত্যি সে কাজ করার সুযোগ পেত তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে আপোসের কথা নাহয় ভাবতে পারত। এখন ওই সময়টাকে প্রায় দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। নতুন করে শুরু করতে হবে আবার, কিন্তু তখনই প্রশ্নটা উঠে আসে, কিভাবে ?

মায়ার মায়ের ছাদের ঘরের বিছানায় বসে সে ইংরেজি কাগজে বিজ্ঞাপন খুঁজছিল। মেয়ের কথা শুনে মাসীমা সানন্দে তাকে এই ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। বস্তুত পার্টিশন পাকাপাকি হবার পর ঘরটা তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন তিনি। এখন সমস্ত ব্যবস্থা আলাদা। আর শরিকদের সঙ্গে এক কল-পায়খানা ব্যবহার করতে হয় না। এ বাড়ির সেইসব উদ্ভট নিয়মগুলো অন্য শরিকরা মানছে কিনা জানা নেই কিন্তু দীপাবলীকে আর অস্বস্তিকর ব্যাপারগুলোর মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। মাসীমা যখন রাজী হয়েছিলেন তখন টাকার কথা তুলেছিল সে। ভদ্রমহিলা চোখ বড় করেছিলেন, 'ও মা, টাকা নেব কি, মেয়ে বাড়িতে এসে থাকতে চাইলে মা কি তার কাছে টাকা চাইতে পারে ?'

শুনে মায়া হেসেছিল, 'এবার তুই জবাব দে।'

দীপাবলী গম্ভীর হয়েছিল, 'মাসীমা, তাহলে আমি রাত তিনেকের বেশী থাকতে পারব না।'

'সেকি ? কেন ?' ভদ্রমহিলা অবাক।

'খুব বিপাকে না পড়লে মায়ারও তিন রাত্তিরের বেশী এখানে থাকা উচিত নয়।'

'ওরে বাবা। এ তো দেখছি কথার জাহাজ।'

'না মাসীমা। আমি আমার মত থাকতে চাই। সেটা সম্ভব হবে যদি আপনি প্রতি মাসে কিছু টাকা নেন। তাহলে আমার মনে অশান্তি আসবে না।'

বেশ কিছুক্ষণ কথা চালাচালির পর ভদ্রমহিলা বাধ্য হয়েছিলেন রাজী হতে। ঘর ভাড়া ঠিক হল একশ' টাকা। আলো পাখার জন্যে আলাদা কিছু দিতে হবে না। ষাট দশকের

কলকাতায় টাকাটা খুব অন্যায্য বলে মনে হল না দীপাবলীর। তারপরে উঠল খাওয়াদাওয়ার কথা। মাসীমার ইচ্ছে দীপাবলী তাঁর সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করুক। রান্না তো হয়ই, আর একজন খেলে বাড়তি কষ্ট কিছুই হবে না। উল্টে দীপাবলীকে রান্না করতে গেলে ছাদে যে ব্যবস্থার দরকার তা এখনই এ বাড়িতে করা অসম্ভব। ওপরে যে বাথরুম রয়েছে সেখানে ভারিকে দিয়ে জল তোলাতে হয়। যেভাবে সে কলোনিতে ঘরের ভেতরেই রান্না করত সেভাবে হয়তো করা সম্ভব ছিল কিন্তু মাসীমা সেটাকে মেনে নিতে পারলেন না। এখনও কোন মেয়ের পক্ষে দুবেলা হোটেলে খেতে যাওয়া কলকাতায় সম্ভব নয়। এমনকি পাড়ার চায়ের দোকানগুলোতে সকাল-বিকেলে চা খেতে ঢুকলে সবাই অস্বস্তিতে পড়বে। এই অস্বস্তিটা দেখতে সে একদিন কাণ্ডটা করেছিল।

এই বাড়িতে আসার দিনদুয়েক বাদে এক বিকেলে খুব চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল। মাসীমার ঠিকে কাজের লোকটি সাধারণত পাঁচটার সময় আসে। তারপর চা হয়। কি কারণে সে দেরি করছিল। দীপাবলী চুপচাপ নিচে নেমেছিল। মায়াদের গলিতে ঢোকার মুখে একটা চায়ের দোকান রোজই নজরে পড়ত। সাদামাটা পাড়ার দোকান। উনুন এবং জল গরম করার ড্রাম বাইরের দিকে। যেতে আসতে ভেতরে চেয়ার টেবিল দেখেছে সে।

ফুটপাত ছেড়ে সে যখন দোকানের সিঁড়িতে পা রেখেছিল তখনই আবহাওয়া পাল্টে গেল। তার আগে পর্যন্ত খুব হইচই হচ্ছিল দোকানের ভেতর। চুনী গোস্বামীর নামটা শোনা যাচ্ছিল। গতকাল তিনি যে গোলটা করেছিলেন সেটা অফসাইড থেকে এমন দাবি করছিল কেউ কেউ। কিন্তু তাকে দেখামাত্র সেসব মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। বিস্মিত মুখগুলো দেখে নিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করল দীপাবলী, 'চা পাওয়া যাবে ?'

একগাদা কাপপ্লেট ছোট কেটলি এবং চা বানাবার সরঞ্জাম নিয়ে বাবু হয়ে বসেছিল দোকানদার, প্রশ্নটা শোনামাত্র নড়েচড়ে উঠল। এবং ত্রস্তে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ হবে। নিয়ে যাবেন ? ক' কাপ দেব ?'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'নিয়ে যেতে আসিনি, খাবো এখানে। খাওয়া যাবে না ?'

'আপনি দোকানে বসে চা খাবেন !' লোকটি বিস্ময় গোপন কবতে পারল না।

'হ্যাঁ। অসুবিধে আছে ?'

'না না। আসুন। এই কেলো, কোনার বেঞ্চিটা ভাল করে পুছে দে।'

হুকুম শোনামাত্র একটি শীর্ণ বালক ন্যাতা হাতে ছুটে গিয়ে বেঞ্চি পরিষ্কার করল। তার ধরণ দেখে এবার দুজন নির্বাক দর্শক হেসে উঠল। মুখ তোলা সঙ্কোচটাকে চেপে রেখে এগিয়ে গিয়ে বসল বেঞ্চিতে। বসেই বুঝল এইরকম পাড়ার অতি সাধারণ চায়ের দোকানে এই কলকাতা শহরেও কোন মেয়ে চা খেতে ঢোকে না। আর সেই কারণেই এদের অস্বস্তি।

বসার পরেই বিদঘুটে গন্ধ টের পেল দীপাবলী। ময়লা থেকে তৈরী হওয়া গন্ধ। ইতিমধ্যে খদ্দেররা নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করেছে। যদিও তাদের আগের স্বাভাবিক ছন্দ কেটে গিয়েছে। প্রত্যেকেই চোরা চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে। অস্বস্তিটাকে আর দমিয়ে রাখা যাচ্ছিল না।

চা নিয়ে এল দোকানদার নিজেই। লম্বা টেবিলের কোনায় কাপ ডিস রেখে এমনভাবে দাঁড়াল যে দীপাবলী বুঝল লোকটা কিছু বলতে চাইছে। সে কাপ তুলল। বিবর্ণ কিন্তু ফাটা নয়। গম্ভীর মুখে চুমুক দিয়ে দেখল চা খারাপ নয়। দোকানদার জিজ্ঞাসা করল, 'খারাপ হয়নি তো ?'

দীপাবলী হাসল, 'না, ভালই।'

লোকটা বীরদর্পে চারপাশে তাকাতেই একজন বলে উঠল, 'স্পেশ্যাল খাতির করছ বকুদা, চা তো ভাল হবেই। আমাদের জন্যে যা বানাও তা ওঁকে দিলে গিলতে পারতেন না।'

'তোদের মন ভরাতে পারব না জীবনে।' দোকানদার মুখ ফেরাল, 'আপনাকে এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছি কয়েকবার। কোন বাড়িতে থাকেন ?'

দীপাবলী মায়াদের বাড়ির হদিশটা দিল।

লোকটির জানার আগ্রহ কমছিল না, 'নতুন ভাড়া এসেছেন বুঝি ?'

'ঠিক ভাড়া নয়। ওঁরা আমার পরিচিত। আমি আগে সরকারি চাকরি করতাম।'

শেষ কথাটা শোনামাত্র গুঞ্জনটা আবার থেমে গেল। দীপাবলী দেখল দোকানদারের মুখের চেহারাও বদলে গেল, 'ও, ও। তা আপনি বললে সকাল বিকেলে কেলোকে দিয়ে আমি চা পাঠিয়ে দিতে পারি। আসলে আমার এই দোকান আপনাদের ঠিক উপযুক্ত তো নয়।'

'কেন ? এই তো ওনারা খাচ্ছেন !'

এবার একটি ছেলে বলে উঠল, 'এবার জবাব দাও বকুদা। আমরা মানুষ নই, বলো।'

দোকানদার হেঁ হেঁ করে হাসল, 'আঃ, তোমরা হলে ব্যাটাছেলে !'

'তাতে কি তফাত হল !' প্রশ্নটা করল দীপাবলী।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি উঠে এল, 'একশ'বার। ঠিক বলেছেন দিদি। তুমি এক পয়সা দোকানের পেছনে খরচ করবে না অথচ লাভ করবে ষোলআনা। তাই দোকানটাকে নরক করে রেখেছ। এখন দিদির মত মহিলারা এলে তোমার অসুবিধে হবে।'

'আমার কোন কিছুতেই যখন ভাল দেখতে পাও না তখন এখানে আসো কেন ? আসাও চাই আবার সুযোগ পেলেই জ্ঞান দেবে। না দিদি, এ পাড়ায় তো মেয়েদের চায়ের দোকানে ঢোকার চল নেই। ওই ট্রাম রাস্তার ধারে যে সব বড় চায়ের দোকান আছে সেখানেই তারা যায়। প্রথম দিন বলে সবাই চুপ করে আছে কিন্তু ভেতরে যেসব খিস্তি খেউড় চলে তাতে আপনি দুদণ্ড বসতে পারবেন না।'

দীপাবলী কাপ নামিয়ে রাখল। দোকানদারের শেষ কথাগুলোর প্রতিবাদ কেউ করল না। বরং ছেলেটি বলল, 'কথাটা কিন্তু খাঁটি। আসলে বকুদার দোকানে এসে প্রাণ খুলে কথা বলা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, আপনি এলে একটু অস্বস্তি হবেই।'

চায়ের দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সে। আর তার পরের দিনই মায়ার মা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার চা খেতে ইচ্ছে করছিল আমাকে বলনি কেন ? ছি ছি। পাড়ার ওই উদোম দোকানে গিয়ে কখনও চা খেতে হয় !'

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কে বলল আপনাকে ?'

'কাজের মেয়েটা। পাড়াতে এটা এখন খবর।'

'দোকানটায় চা বিক্রি হয়, সবাই খাচ্ছে তাই আমিও খেতে গেলাম। অবশ্য গিয়ে বুঝলাম আমি যাওয়াতে ওদের খুব অসুবিধে হয়েছে।'

'তুমি জানো না ওখানে কি না হয়। পরনিন্দা পরচর্চার কথা ছেড়ে দাও, রেসের স্লিপ লেখা থেকে সন্ধের পর ঝাঁপ বন্ধ করে মদ পর্যন্ত চলে।'

'কিন্তু দিনের বেলায় ভদ্রলোকেরা গিয়ে চা খান !'

মায়ার মা হেসেছিলেন, 'দীপা, আমরা চেষ্টা করলেও এমন অনেক জায়গা থেকে যাবেই যেখানে ছেলে এবং মেয়ের পার্থক্য থাকবে। জোর করে তুমি তা দূর করতে পারবে না।'

ইংরেজি কাগজের বিজ্ঞাপনগুলোর একটাও মনের মত নয়। স্কুলের ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সি খবরই বেশী। কিছু চাকরি বেসরকারি অফিসগুলোতে এবং সেখানে অভিজ্ঞতার উল্লেখ প্রথমেই। শর্টহ্যান্ড টাইপ শিখলে স্টেনোগ্রাফারের কাজ পাওয়া যায়। দীপাবলী কাগজ ভাঁজ করল। এবং তখনই তার মাথায় ভাবনা এল। একবার চেষ্টা করলে হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভাল ফল হয়নি মানে এমন নয় যে আর কখনও হবে না। সরকারি চাকরিতে শুরুটা যদি ওপর থেকে করা যায় তাহলে প্রথম দিকে যতই অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হোক স্বাধীনভাবে কাজ করার কিছু সুযোগও পাওয়া যাবে। যেটা সে প্রথমবারের পায়নি তা দ্বিতীয় বারেও পাবে না এমন কে বলতে পারে। আর এটা হাতের মোয়া নয় যে সে চাইলেই পেয়ে যাবে। বাংলা ছবির নায়িকারা পরীক্ষা দিলেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়। জীবনের ছবি যে অন্যরকম তা সে হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছে। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে স্বপ্ন দেখেছে তা একমাত্র ওপরতলার সরকারি চাকরিতেই সম্ভব। কর্তৃত্ব চাই। একজন সওদাগরী অফিসের মোটা মাইনের অফিসারের চেয়ে সাধারণ সরকারী অফিসার জনতার কাছে বেশী মর্যাদা এদেশে এখনও পেয়ে থাকেন। সার্টিফিকেটের হিসেবে এখনও তার হাতে সেই পরীক্ষা দেবার কিছু সময় অবশিষ্ট আছে। অবশ্য তার সঠিক বয়স আর সার্টিফিকেটের বয়সের তফাতেই বা কি!

ক্রমশ একটা জেদ প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরল দীপাবলীকে। হাতে যা টাকা আছে তাতে অন্তত মাসীমাকে এক বছরের জন্যে থাকাখাওয়ার পয়সা দিয়ে সে পরীক্ষাটা নিয়ে থাকতে পারবে। যে সময় নষ্ট হল তা কখনও ফিরে আসবে না, কিন্তু শেষ চেষ্টা করতে দোষ কি! হ্যাঁ, এই একবছর সে চা-বাগানে ঋণশোধের টাকা পাঠাতে পারবে না।

দুপুরে বেরিয়ে সে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সার্ভিসের সিলেবাস এবং কাগজপত্র আনতে গিয়ে দেখল সময় আর বেশী নেই। এদের পরীক্ষায় বসতে গেলে এখনই ফর্ম জমা দেওয়া দরকার। দীপাবলী ফর্ম নিল। সেই সঙ্গে খাম। বিকেলে বাড়িতে ফিরে আগে ফর্ম ভর্তি করল। আনুষঙ্গিক কাগজপত্র তৈরী করতে কালকের দিনটা যাবে। এরপর বইপত্র যোগাড় করা দরকার। ঠিক যেভাবে একটি সিরিয়াস ছাত্র কলেজের শেষ পরীক্ষায় বসে সেইভাবে তাকে তৈরী হতে হবে।

খামের ওপরে মনোরমার ঠিকানাটা লিখল দীপাবলী। তারপর চিঠিটা লেখা শুরু করল। 'শ্রীচরণেষু ঠাকুমা, আশা করি তোমরা সবাই ভাল আছ। ব্যক্তিগত কারণে আমি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় আছি। পরবর্তী চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত একটু আর্থিক অসুবিধে হয়তো হবে কিন্তু বিশ্বাস আছে চালিয়ে নিতে পারব। মাকে জিজ্ঞাসা ক'রো, যে টাকা আমি প্রতি মাসে নীতিগত কারণে পাঠাতাম তা যদি সাময়িক বন্ধ রাখি তাহলে কি তাঁর খুব অসুবিধে হবে? তোমাদের অনেক দিন দেখিনি মাঝে মাঝেই দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সংসারের নিয়ম মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। আমার জন্যে চিন্তা ক'রো না। ভালই আছি। তুমি এবং মা আমার প্রণাম নিও। ইতি তোমাদের দীপা।' লিখতে লিখতেই বুকের ভেতরটায় কেমন থম ধরছিল। শেষ করে সে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ বসে রইল। এইসময় ছাদে পায়ের আওয়াজ এবং তারপরেই মায়ার গলা পাওয়া গেল।

চিঠি খামে ভরার আগেই মায়া ঘরে ঢুকল, 'যাক, তোকে পাওয়া গেল। এই সময় তুই বাড়িতে থাকবি আশা করিনি।' চেয়ার টেনে বসে পড়ল সে।

মায়ার দিকে তাকাল দীপাবলী। আজ ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। সে তাকিয়ে আছে

দেখে মায়া চোখ কোঁচকালো, 'কি দেখছিস হাঁ করে ?'

'তোকে বেশ দেখাচ্ছে আজ।'

সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ওলটালো মায়া, 'কোন ছেলে তো এ কথা বলে না।'

'কেউ বলে না ?' হাসল দীপাবলী।

মায়া সোজা হল, 'দ্যাখ, তোকে একটা কথা সোজাসুজি বলছি। তুই এত অহঙ্কারী কেন ?'

'আমি! অহঙ্কারী!' অবাক হয়ে গেল দীপাবলী।

'অবশ্যই। তুই এমনভাবে কথা বলিস যেন সব কিছুর উর্ধ্বে। কারো সঙ্গে মন খুলে কথাও বলিস না। সবসময় এমন একটা দূরত্ব রাখিস যে তোকে ছোঁয়া যায় না। তুই নিজে সুন্দরী এটা ভাল করে জানিস অথচ আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে বলে খুশী করতে চেষ্টা করছিস। এটাও বানানো।'

'তুই আমাকে ভুল বুঝছিস।'

'মোটেই না। তুই কি! রক্তমাংসের মানুষ! একটা ফাঁপানো আইডিয়া নিয়ে নিজের চারপাশে কাঁচের দেওয়াল তুলে বাস করছিস। রক্তমাংসের মানুষরা যা করে তা তুই ইচ্ছে করে করবি না।'

'যেমন ?'

'আমি যদ্দিন তোকে দেখছি তুই তোর তৈরী করা রুচি নিয়ে গা বাঁচিয়ে আছিস। আমার মনে হয় এই আমাদের দেখে তোর মনে অনুকম্পা আসে।'

'মিলল না। কিছুদিন আগে তুই আমাকে অভিযোগ করেছিলি শমিতকে আমি—।'

'হ্যাঁ করেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝেছি সেটাও তোর অহঙ্কার।'

'মানে!'

'শমিতকে মেনে নিলে আর পাঁচটা মেয়ের মত তুই সাধারণ হয়ে যেতিস যেটা কিছুতেই হতে চাইবি না। একটু স্বাভাবিক হ দীপা।'

'কিরকম ?'

'খুব মজা পাচ্ছিস আমার কথা শুনে, না ?'

'তুই মেজাজ সপ্তমে চড়িয়ে এসেছিস। সুদীপের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।'

'আমরা আর ঝগড়া করি না। আচ্ছা, তোর নিশ্চয় খিদে তেষ্টা পায়, কেটে গেলে রক্ত পড়ে, তাই না ?' মায়া চেয়ার ছেড়ে খাটে উঠে এল।

চোখ বন্ধ করল দীপাবলী। তারপর বলল, 'ঘাটা পড়ে গেছে।'

'তার মানে ?'

'গরু মোষের ঘাড়ে গাড়ি টেনে টেনে মোটা কড়া পড়ে যায়। তাকে ঘাটা বলে। প্রথম প্রথম নিশ্চয়ই খুব লাগত। তারপর ঘাটা খুব পুরু হয়ে গেলে আর কোন অনুভূতি থাকে না। তেমনি রক্ত পড়তে পড়তে সেটা অভ্যেসে এসে গেলে পরে আর টেরই পাওয়া যায় না রক্ত পড়ছে কি পড়ছে না।' দীপাবলী হাসল।

মায়া স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। দীপাবলী খামে চিঠি ভরে রাখল চুপচাপ। তারপর বলল, 'আমি তোর মতনই সাধারণ মেয়ে। তুই ছটফটিয়ে মুখে যা বলিস তা হয়তো আমি মনে মনে বলি। মুখে বলার অভ্যেসটা সেই বালিকা বয়সেই হয়তো চলে গিয়েছে।'

এবার হেসে উঠল মায়া, 'এই জন্যে তোর সঙ্গে ঝগড়া বেশিক্ষণ করা যায় না।'

'এবার বল তোর বৃত্তান্ত।'

'আমার সমস্যার এবার সমাধান করতে হবে দীপা। সুদীপকে আমি কিছুতেই মানতে পারছি না।'

কেন ? পাগলামি করিস না মায়া।'

'না, পাগলামি না। একটা মানুষ দিনরাত ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকলে তার সঙ্গে সংসার করা যায় না। ও সন্দেহ করে আমাকে। এবং সেই কারণে নাটকটাকে ব্যবহার করছে। ও মরীয়া হয়ে প্রমাণ করতে চায় পরিচালক নাট্যকার অভিনেতা হিসেবে শমিতের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।'

'তাতে তোর কি এসে গেল। ও যদি বড় হতে চায় তাহলে তুই সাহায্য কর।'

'এই রেষারেষিটা যদি না বুঝতে পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই করতাম।'

'তুই আর রিহার্সালে যাচ্ছিস না ?'

'না।' মুখ নিচু করল মায়া।

'সেকি ? তুই নাটক না করে বাঁচতে পারবি ?'

মুখ নিচু করেই মাথা নাড়ল মায়া। তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল সে। এটার জন্যে একটুও প্রস্তুত ছিল না দীপাবলী। আজ পর্যন্ত মায়াকে কখনও সে এমন ভেঙে পড়তে দ্যাখেনি। বরং ভিজে নেতিয়ে থাকা বাঙালি মেয়েদেব মধ্যে সে প্রথম মায়াকেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেখেছিল। একথা স্বীকার না করে উপায় নেই মায়াই তাকে পরোক্ষে মেরুদণ্ড শক্ত করতে সাহায্য করছে। সেই মায়াকে এই অবস্থায় দেখে সে জড়িয়ে ধরল, 'কি হয়েছে তোর ?' এই মায়া, কথা বল !'

সময় লাগল। কান্না বন্ধ হলেও বুকের ওঠানামা কমছিল না। ঠোঁট কামড়ে ছাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মায়া শেষপর্যন্ত বলল, 'শমিত বিয়ে করেছে।'

চমকে উঠেই কোনমতে নিজেকে সামলালো দীপাবলী। পরে এই নিয়ে সে অনেক ভেবেছে। শমিতের বিয়ের কথা শুনে সে কেন চমকে উঠেছিল ? শমিতের কাছে তার আশা করার কিছু ছিল না। শমিতের জন্যে কোন দুর্বলতা কি তার অজান্তেই মনে জমা ছিল !

মায়া বলে গেল, 'মানুষটা আত্মহত্যা করল দীপা।'

'ছিঃ। বিয়ে করেছে মানে আত্মহত্যা বলছিস কেন ? বরং আমাদের সকলের খুশী হওয়া উচিত। ও খুব ভাল সংসারী হোক এমন কামনা কর।'

'অসম্ভব। সংসারী হওয়া শমিতের ধাতে নেই। আর যাকে বিয়ে করেছে তার সঙ্গে ওর স্বভাবের কোন মিল নেই। ওদের দলে কিছুদিন আগে অভিনয় করতে এসেছিল, কোন একটা স্কুলে পড়ায়। দেখতে শুনতে ভাল নয়, অভিনয়ও সাদামাটা, নেহাত একটা মেয়ে ছাড়া যে কিছু নয় তাকে এমন টপ করে বিয়ে কেউ করে ? শমিত ইচ্ছে করে করেছে।'

'বেশ। কিন্তু এটা ওর সমস্যা, তুই কেঁদে মরছিস কেন ?'

মাথা নামাল মায়া, 'আমি এখন কি করব ?'

হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল দীপাবলীর, 'কি করবি মানে ? ন্যাকামি করছিস ?'

'ন্যাকামি !' থতমত হয়ে গেল মায়া।

'তুই যখন সুদীপকে বিয়ে করেছিলি তখন শমিতের অবস্থার কথা ভেবেছিলি ?'

'ভেবেছিলাম। শমিত তখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেই রাগেই সরে এসেছিলাম আমি। ও তখন বলেছিল আমাকে নাকি বন্ধুর মত দ্যাখে। শুধু বন্ধু। একটি ছেলের সঙ্গে আমাকে কোন তফাত করে না। কিন্তু আমি জানি ও মিথ্যে কথা বলেছিল।

আমার বিয়ের খবর শুনে ওর মুখের চেহারা দেখে আমার বুঝতে বাকি ছিল না। আর ও জানে আমি ওকে কতটা ভালবাসি।'

'এই ভালবাসা নিয়ে ও কি করবে ? তুই সুদীপের ঘর করছিস, সুদীপের স্ত্রী।'

'কিন্তু আমি ওকে জানিয়ে এসেছিলাম।'

'কি জানিয়েছিলি ?'

'আমি আর পারছি না। আমি ভুল সংশোধন করতে চাই।'

'ও কি বলেছিল ?'

'ও নিষেধ করেছিল !'

'কেন ?'

'ও বলেছিল আমরা নাকি এভাবেই চিরকাল বন্ধুত্ব রাখতে পারব। দুজনে কাছাকাছি হলে পরস্পরকে অল্পদিনের মধ্যেই সহ্য করতে পারব না।'

'কেন বলেছিল ?'

'আমাদের মনে নাকি এর মধ্যে অনেক ক্লেদ জমে গিয়েছে। আমরা পরস্পরকে অবিশ্বাস করতে পারি এমন কাজ করে ফেলেছি। আমি এসব কথা শুনতে চাইনি। কিন্তু দ্যাখ, লোকটা আমাকে সুযোগ দিল না।'

'অথচ এই তুই একদিন আমাকে দায়ী করেছিলি !'

'সেকথাও ওকে বলেছিলাম। ও হেসে বলেছে, ভুল নাকি ওরই হয়েছিল। তুই অন্য জাতের মেয়ে। অতএব আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। কিন্তু ও যে এমন কাণ্ড করে বসবে ভাবতে পারিনি দীপা।'

'ঠিক আছে। এবার তুই নিজেকে শক্ত কর।'

'আমি পারছি না দীপা। শমিতের বিয়ের খবর শুনে সুদীপ খুব হেসেছে। দল ভাঙার পর কোনদিন শমিতের সঙ্গে দেখা করতে যায়নি। বিয়ের খবর পেয়ে ওর দলের নামে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছে শুভেচ্ছা হিসেবে। এটা আমি সহ্য করতে পারছি না।'

'সহ্য করতে হবেই। এটাই জীবন।'

'দূর ! আমার আর বেঁচে থাকতে ভাল লাগছে না। কোন কিছুই আর আমাকে টানছে না।'

'মন শক্ত কর, এই বৈরাগ্য কেটে যেতে দেরি হবে না।'

'তুই ঠাট্টা করছিস দীপা ?'

'না রে। এটাই সত্যি ! বরং তুই সুদীপকে মেনে নে। ওর দলে যেমন নাটক করতিস তাই কর। কাজ নিয়ে থাক। শমিত যাকে বিয়ে করেছে তার কথা ভাব। সেই মেয়েটি তো কোন দোষ করেনি। হয়তো সে শমিতকে সুখী করতে পারবে।'

'অসম্ভব।' উঠে দাঁড়াল মায়া,'এক জায়গায় স্থির হয়ে বসার মানুষ শমিত নয়।'

'তাহলে তার জন্যে এমন কষ্ট পাচ্ছিস কেন ?'

মায়া হাসল, 'সেজন্যেই ওকে ভালবাসি। আর পাঁচটা অঙ্ক কষা পুরুষের মত শমিত নয় বলেই। আমি চলি। পারলে কাল একবার আয় না।'

'কখন ?'

'বিকেলে। সন্ধ্যায়।'

'সন্ধ্যায় তো তোদের রিহার্সাল হয়।'

জবাব দিল না মায়া। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সেটা দেখে দীপাবলী বলল, 'ঠিক

আছে।'

'তোর চাকরি বাকরির কি হল ?'

'কিছু না।'

'ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে কাজ করবি ?'

'নাঃ। এখন যা করব একেবারে পাকাপোক্ত। অন্যের জায়গায় প্রক্সি দেওয়া আর নয়।'

শুরু হল এক অদ্ভুত জীবন। রাস্তায় বের হওয়া তেমন নেই, শুধু ঘর আর চিলতে ছাদ। এখন সবসময়ের সঙ্গী বই। সর্বভারতীয় পরীক্ষাটাকে বেঁচে থাকার পরীক্ষায় পরিণত করল দীপাবলী। এইরকম নাছোড়বান্দা হয়ে কখনও পড়াশুনা করেনি সে। দিনকয়েকের মধ্যে অভ্যেস এসে গেল তার রুটিনটা। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বলতে রইল খবরের কাগজ, মায়ার মা এবং কখনও সখনও মায়া। মায়ার মা তাকে অনেকবার বলেছেন এইভাবে বই আঁকড়ে না পড়ে থাকতে। মানুষ যখন কোন কিছুকে মরীয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে তখন তার ওপর প্রচণ্ড নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন কারণে অকৃতকার্য হলে সে যে দিশেহারা হয়ে যায় তা থেকে নতুন করে উঠে দাঁড়ানো অসম্ভব। পরীক্ষা দেবে দীপাবলী, তা দিক, কিন্তু সেটা সহজভাবে আর পাঁচটা কাজের সঙ্গে দেওয়াই ভাল। এই ছিল মায়ার মায়ের বক্তব্য। দীপাবলীও সেটা বোঝে। সে বাংলা ছবির নায়িকা নয় যে যা চাইবে তাই পাবে। কিন্তু এবার সে মরীয়া। একবার, শেষবার, ভারতবর্ষের সেরা সরকারি চাকরির জন্যে লড়াই করতে চায়। এবং তার জন্যে কোন রকম ঝুঁকি নেবে না সে।

ঘর ছেড়ে পথে না বেরুবার ফলে মাঝে মাঝে তার একটা আলাদা অনুভূতি হয়। সে যে এই কলকাতা শহরে আছে তাই বোঝা যায় না। একটা ঘর বাথরুম এবং ছাদ পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় পেলে কি একই রকম বোধ তৈরী হয়। যে লোকটিকে জেলের কনডেম্‌ড সেলে কয়েকবছর কাটাতে হয় তার কাছে কলকাতা দিল্লী অথবা নিউইয়র্ক কি একাকার ? এই কলকাতাতে থেকেও আমি কলকাতায় নেই এমন ভাবতে মোটেই অসুবিধে হচ্ছিল না। প্রয়োজনে চা খেতে সে ঘরে কেরাসিনের স্টোভ আনিয়ে রেখেছে। মধ্যরাতে চা বানিয়ে ছাদে দাঁড়াতে যে কি ভাল লাগে। কিন্তু, না, আকাশ পৃথিবীর সব জায়গায় নিশ্চয়ই এক নয়। চা বাগান অথবা জলপাইগুড়ি শহরে যে ঝকমকে তারার আকাশ দেখতে পাওয়া যেত কলকাতার ছাদে দাঁড়ালে মনে হয় তার ওপর একটা হালকা অস্বচ্ছ পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়তো মাটির সঙ্গে আকাশের দারুণ বন্ধুত্ব। মাটি যেখানে দিগন্ত ছড়ানো সবুজ, আকাশও সেখানে ঝকমকে।

মায়া এখন অনেক সহজ। যখন আসে তখন ভুলেও শমিতের কথা তোলে না। সুদীপের সঙ্গে সম্পর্কটা কিরকম সেই আলোচনাতে উৎসুক নয়। এখন কথা হয় সাধারণ বিষয় নিয়ে। এবং সে আবার সুদীপের দলেই নাটক করছে। কাগজে সুদীপ যখন দলের নাটকের বিজ্ঞাপন দেয় তখন অভিনেত্রী হিসেবে মায়ার নাম ছাপে। ক্রমশ বাংলা নাট্যদর্শকের কাছে মায়া বেশ পরিচিত হয়ে উঠছে। কাজ নিয়ে ভুলে থাকলে বোধ হয় কাজটা ভাল হয়। কাগজে শমিতদের নতুন দলের বিজ্ঞাপন এবং সমালোচনা পড়েছে দীপাবলী। শমিত এখন সমালোচকদের প্রিয় অভিনেতা ও পরিচালক। তাকে ছবিতে নামাচ্ছেন একজন প্রখ্যাত পরিচালক। অর্থাৎ শমিত তার নির্দিষ্ট পথেই এগিয়ে যাচ্ছে। এসব খবরের কাগজ থেকেই জানা। যেন বহুদূরে বসে পরিচিতদের খবর রাখা। স্কটিশে বিপিনবাবু তাদের বাংলা পড়াতেন। খুব প্রাচীন মানুষ। অধ্যাপকসুলভ কোন দূরত্ব

রাখতেন না। থাকতেন একটা মেসে। তাঁর কাছে বন্ধুদের নিয়ে গিয়েছিল সে এক সকালে। তখন কলেজের প্রথম বছর সবে শেষ হয়েছে। গিয়ে দ্যাখে বিপিনবাবু ছোট্ট ঘরের মেঝেতে বসে জলচৌকিতে খবরের কাগজ রেখে গম্ভীর হয়ে পড়ছেন। ঘরে বসার জায়গা ছিল না। তাদের বসতে বললেন বারান্দা থেকে নেমে আসা সিঁড়িতে। ঘরটি বারান্দার নিচে। দীপাবলীরা বসেছিল যতক্ষণ না ওঁর কাগজ পড়া শেষ হয়। এবং তখনই আবিষ্কার করেছিল ঝকঝকে সদ্য ভাঁজ ভাঙা কাগজটা আজকের নয়। প্রশ্ন করতে বিবিপনবাবু বলেছিলেন ওটা বছর দুই আগের কাগজ। সেই সকালে কোন কারণে পড়ে উঠতে পারেননি বলে তুলে রেখেছিলেন যত্ন করে। এর মধ্যে সময় পাননি তাই আজ পড়ে নিচ্ছেন। দু'বছর আগের কাগজ অমন মন দিয়ে কেউ পড়ে ? বিপিনবাবু বলেছিলেন, 'বড় বড় খবরগুলো পড়ি না। ওসব তো বাসি। ছোট খবর পড়ি, আইন আদালতের পাতাটা দেখি। আমার কোন চেনা ছাত্র কিছু করলে তা জানতে পারব। এই যে এখানে আছে অতনু মিত্র ডক্টরেট করেছে। খুব ভাল লাগল পড়ে। অতনুটা বি-এ ক্লাসে অবশ্য কারক বিভক্তি বলতে পারত না।' ওরা জেনেছিল অতনু মিত্রকে বিপিনবাবু গত আটবছর দ্যাখেননি। এবং এইটেই শেষ নয়। পঁত্রিশ চল্লিশ বছরের অধ্যাপকজীবনে যত ছাত্রছাত্রী এসেছে তাদের সবাইকে তিনি মনে রেখেছেন। নাম এবং রেফারেন্স দিলেই তার সম্পর্কে বলতে পারেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই তাঁর। তিনি একা একা সেইসব স্মৃতি নিয়ে মেসে বাস করেন।

এই একা থাকা মানে স্মৃতি নিয়ে থাকা ? না। অন্তত দীপাবলীর ক্ষেত্রে তো নয়। কিন্তু মাসের পর মাস একা থাকতে থাকতে সে ক্রমশ নির্লিপ্ত হতে শিখে গেল। পৃথিবীর কোন ব্যক্তিগত সুখদুঃখ তাকে আর স্পর্শ করছে না। কোথায় কি হচ্ছে তা নিয়ে কোন দুর্ভাবনা আসছে না মনে। শুধু নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে নিজেকে বুঝে ফেলা এবং সবশেষে অদ্ভুত একটা শক্তি পেয়ে গেল সে। নিজেকে আর মোটেই একা বলে মনে হচ্ছিল না।

॥ ১৮ ॥

এ এক অপূর্ব আনন্দ ! সমস্ত উত্তেজনা, উৎকণ্ঠায় সিঁটিয়ে থাকা নার্ভগুলো আচমকা মোলায়েম হয়ে গেল। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলো একের পর এক যখনই হাতে আসছিল তখনই একই অভিজ্ঞতা। সে সব জানে, সব। এই কয়েক মাস দিনরাত এবং পৃথিবী ভুলে জ্ঞানসমুদ্রের ঢেউগুলো ভাঙতে ভাঙতে যে দিশেহারা অবস্থায় পৌঁছেছিল তা উধাও হতে সময় লাগেনি। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর মনের মত করে লিখতে পারার যে আনন্দ তার সঙ্গে অন্য কোন সুখের তুলনা ওই মুহূর্তে তার মনে পড়েনি। প্রশ্নগুলো এত চেনা, উত্তরগুলো এমন পরিচিত যেন সে চোখ বন্ধ করে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে হেঁটে যেতে পারল।

শেষ পরীক্ষার পর বাইরে বেরিয়ে এসে দীপাবলী প্রথম ক্লান্তিবোধ করল। এতদিন অথবা এই পরীক্ষার দিনগুলোতে তার মনে কখনও ক্লান্তি আসেনি। তার মনে পড়ল এখন আর কিছুই করার নেই। চাকরি নেই, পড়াশুনো নেই, কোন কিছুতে সে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারবে না। আর এটা মনে হওয়ামাত্র এতদিনের চাপা থাকা ক্লান্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই সময় রোজ বাড়িতে ফিরে গিয়েই পরের দিনের জন্যে তৈরি হত সে। আজ তার প্রয়োজন নেই। নিজেকে একদম বিচ্ছিন্ন করে রাখায় পুরোন বন্ধুদের সঙ্গেও যোগাযোগ তৈরি হয়নি। এই সময় মায়া অবথা সুদীপের বাড়িতে থাকার কথা নয়। ভরদুপুরে

অকেজো লোকের সন্ধান পাওয়া মুশকিল। কিন্তু দীপাবলীর খুব ইচ্ছে করছিল কারো সঙ্গে কথা বলতে। খানিকক্ষণ আড্ডা দিতে। অথচ তেমন কেউ নেই এই কলকাতায়। এবং অবশ্যম্ভাবী যে নাম মাথায় এল তার ওখানে যেতে অনেক কুণ্ঠা। কুণ্ঠা না বলে অনিচ্ছাই বলা ভাল। হিসেব মত অমলকুমারের বিয়ে কয়েক মাস হয়ে গিয়েছে। বিবাহিত অমলকুমারের সঙ্গে আড্ডা মারতে যে মানসিকতা দরকার তা এখনও তার তৈরি হয়নি। মাসীমার সঙ্গে গিয়ে কথা বলা যায়। কিন্তু কি কথা বলবে সে ? যে কোন বিষয়ই হবে ভাসা ভাসা, ওপর ওপর। এবং সেখানে ওঁর বউমা নিশ্চয়ই থাকবে। একটি অপরিচিতা মেয়ে যার চোখে শুধু কৌতূহল থাকবে তার সম্পর্কে, তাকে শত্রু ভাবার কোন কারণ নেই। শত্রু শব্দটি মনে আসতেই সে মাথা নাড়ল। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে নিজেকে ধিক্কার দিল। তার মন কি আজকাল খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে ! এরকম একটা ভাবনা সে ভাবতে পারল কি করে ? অমলকুমারকে সে খুবই পছন্দ করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কথা হয়নি যে চুক্তিভঙ্গ করার অপরাধে সে অপমানিত হবে এবং ওর স্ত্রী সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত বোধ করবে। যা কিছু হয়েছে এবং সেই জন্যে মনে কোন চাপ যদি এসে থাকে তবে সেটা একান্তভাবে তার নিজের সমস্যা। ওদের কোন সংযোগ নেই এর সঙ্গে। কিন্তু শব্দটা সে ভাবতে পারল কি করে ? হ্যাঁ, এটা ঠিক, সে মহিলার সঙ্গে সচ্ছন্দে কথা বলতে পারবে না। যেখানে অস্বস্তি সেখানে না যাওয়াই ভাল।

'দীপা !'

ডাকটা কানে আসতেই মুখ ফিরিয়ে চমকে উঠল সে। কিন্তু সেটা লহমা মাত্র। তারপর হেসে ফেলল, 'আরে, তুমি ! কেমন আছ ?'

'যাক, চিনতে পারলে তাহলে !'

'না চেনার কিছু নেই। একটু স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে, এই যা।'

'অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলাম কিছু ভাবতে ভাবতে হাঁটছ। ডাকব কিনা বুঝতে পারছিলাম না।'

'আমি দেখতে পেলে দ্বিধা কবতাম না।'

'তাই !'

'পরিচিত মানুষকে অনেক দিন বাদে দেখলে যদি কথা বলতে ইচ্ছে করে তাহলে ইতস্তত করব কেন ? যাক, কেমন আছ বল ?' দীপাবলী সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'চলছে। তুমি এখানে কি করছিলে ?'

'একটা পরীক্ষা দিতে এসেছিলাম। চাকরির।'

'চাকরি ? তুমি তো চাকরি করছ বলে শুনেছিলাম।'

'ও। হ্যাঁ করতাম, কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি।'

দীপাবলী লক্ষ্য করছিল অসীম এখন পুরোপুরি ভদ্রলোক হয়ে গিয়েছে। সেই ছাত্রসুলভ ছেলেমানুষী যা স্বভাবের সঙ্গে চেহারায় জড়িয়ে থাকে তা আর নেই। ওর চোখে এখন পাতলা ফ্রেমের চশমা, শরীরেও ভারিক্কী ভাব। সুখী মানুষদের চেহারা যেমন হয়। এবং তখনই সে আবিষ্কার করল কোন কথা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অসীমও কেমন জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কথার অভাবে। যে সময়টা কথা না বলে পার করল তারা তারপরে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। আবার হুট করে চলেও যাওয়া যাচ্ছে না। তবু দীপাবলী নিচু গলায় বলতে পারল, 'ঠিক আছে, চলি।'

অসীমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দীপাবলী পা বাড়াল। আর তখনই অসীম

বলে উঠল, 'দীপা, তোমার হাতে সময় আছে ?'

'কেন ?' দীপাবলী মুখ ফেরাল।

'আমি, আমরা কোথাও বসতে পারি না। এই, খানিকক্ষণ !'

দীপাবলী দেখল অসীমের মুখ কোমল হয়ে গেছে। এবং সেটা মোটেই অভিনয় নয়। এক মুহূর্ত ভাবল সে। অসীম শত্রু নয়। বরং কলকাতায় আসার পর বন্ধু হিসেবে সে ওকেই প্রথমে পেয়েছিল। পরে তার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলা, কিছুটা নিচুতে নামায় সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অসীম তাকে কিছুটা ভাল সময় উপহার দিয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। এখন অসীম সম্পর্কে কোন দুর্বলতা তার মনে অবশিষ্ট নেই। প্রথম যৌবনে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন পুরুষ যখন বন্ধুর মত পাশে এসে দাঁড়ায় তখন মন নরম হয়ই। অন্তত প্রথমবার জলপাইগুড়িতে যাওয়ার সময় সারারাতের ট্রেনে, গঙ্গার ওপর স্টিমারে মনে সেই ভাল লাগা জন্মেছিল। তবু সে এখন জিজ্ঞাসা না করে পারল না, 'তুমি কেন বসতে চাইছ অসীম ?'

এই সময়টুকু পেয়েই অসীম বোধ হয় দ্রুত নিজেকে ফিরে পেয়েছিল। সে শান্ত গলায় জবাব দিল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে। এই ইচ্ছেটা কিন্তু অনেকদিনের। তোমার আপত্তি না থাকলে আমার খুব ভাল লাগবে।'

মাথা দোলাল দীপাবলী, 'ঠিক আছে। এখন আমার বাড়িতে ফিরতে ভাল লাগছিল না। কথা বললে কিছুটা সময় কাটবে। কোথায় বসবে ?'

আমরা ফ্লুরিসে বসতে পারি। পার্ক স্ট্রীট এখান থেকে বেশী দূরে নয়।'

'না, তার চেয়ে কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে চল। অনেকদিন ওখানে যাইনি।'

'যাইনি আমিও। কিন্তু সেখানে তো বাজারের আবহাওয়া।'

'এক সময় তো তুমিই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলে ওখানে। ঠিক আছে, তোমার জায়গায় যাওয়া যাক।' অসীমের ইচ্ছেটাকে মেনে নিল দীপাবলী।

অসীম তাকে অনুসরণ করতে বলল। খানিকটা পিছিয়ে দীপাবলী দেখল রাস্তার পাশে পার্ক করা একটা গাড়ির দরজায় চাবি ঢোকাল অসীম। চমৎকার দেখতে ফিয়াট। ওপাশের দরজার লক্ খুলে গাড়ি থেকে নেমে ঘুরে গিয়ে সেই দরজা টেনে ভদ্রভাবে দাঁড়াল অসীম। এটুকু দীপাবলী নিজেই করতে পারত কিন্তু এই মুহূর্তে ভাল লাগল। ইংরেজি ছবির পুরুষ চরিত্রদের সে মেয়েদের এইভাবে সৌজন্য দেখাতে দেখেছে। যে দেশেব ছেলেরা একসঙ্গে রাস্তায় নেমে মেয়েদের দশ হাত পেছনে ফেলে হেঁটে যায় একই লক্ষ্যে সে দেশে এমন ব্যবহার নিশ্চয়ই আলাদাভাবে চোখে পড়ে।

অসীম গাড়ি ফার্স্ট গিয়ার থেকে সেকেন্ড গিয়ারে নিয়ে যাওয়ামাত্র দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখন কি করছ ?'

'ব্যবসা। চামড়ার জিনিসপত্র বিদেশে এক্সপোর্ট করি।'

'সেই দিল্লির চাকরিটা নাওনি ?'

'না।' গাড়ি চালাতে চালাতে উত্তর দিল অসীম।

'তোমার ব্যবসা মনে হচ্ছে ভালই চলছে ?'

'কি করে বুঝলে ? ও গাড়িটা দেখে!' অসীম হাসল।

'তা তো বটেই, তোমার চেহারাতেও তার প্রকাশ ঘটেছে।'

'সাদা বাংলায় বল মোটা হয়েছি। হ্যাঁ, আপাতত মন্দ চলছে না। বাঁধা খদ্দের। নিজের কারখানা আছে। ধারধোর করে শুরু করেছিলাম, সে সব শোধ দিতে পেরেছি।'

অসীম হাসল, 'তুমি কিন্তু, দীপা, অনেক সুন্দর হয়েছ দেখতে।'

খচ্ করে লাগল শব্দটা। তার সুন্দর হবার কোন অবকাশ ছিল না। না আছে মনের শান্তি, না স্বস্তি। গত কয়েক মাস যে পরিশ্রম করেছে তাতে শরীরের হাল মোটেই সুবিধের নয়। এই অবস্থায় তাকে সুন্দর বলা মানে কথা খুঁজে না পাওয়া।

সে বলল, 'তুমি বোধহয় পাল্টাওনি।'

'মানে!'

'এখনও আগের মত কোন কথা মিন না করেই বলে ফেল।'

'বুঝলাম না।'

'আমাকে দেখে যদি তোমার সুন্দর বলে মনে হয় তাহলে বলতে হবে তুমি সৌন্দর্যের মানেই বোঝ না।' একটুও উত্তেজিত না হয়ে কথাগুলো বলল দীপাবলী।

'এই বোঝাটা ব্যক্তিবিশেষে তফাত হয়, হয় না?'

'তবু তার একটা সীমা থাকে।'

'তুমিও পাল্টাওনি। একই রকম অহঙ্কারী রয়ে গেলে।'

দীপাবলী ঠোঁট কামড়ালো। তার মেজাজ চট করে খারাপ হয়ে গেল কথাটা শুনেই। এরা সবাই যখন তাকে অহঙ্কারী বলে তখন তাতে একটু তেতো মিশে থাকে। মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে ফুটপাত দেখল সে। কোন মতে নিজেকে সামলে নিল একসময়। কথা বলতে আর ভাল লাগছে না। এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে একই কথা আওড়াতে হবে।

মুখ ফিরিয়ে দীপাবলীকে দেখে অসীমও বুঝেছিল ব্যাপারটা। সের আর কথা না বলে নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে লাগল। কিন্তু মাঝে মাঝে আড়চোখে দীপাবলীকে দেখার লোভ সংবরণ করতে পারল না। হঠাৎ দীপাবলী নড়েচড়ে বসল। তার মনে হল সে কেন অসীমের সঙ্গে চা খেতে যাচ্ছে? যে কোন সিনেমা হলে ঢুকে সময় কাটাতে পারত। অসীম তার কাছে আলাদা গুরুত্ব পাবে কেন? যে কেউ চা খেতে বললে তার সঙ্গে চলে যেতে হবে।কিন্তু এখন গাড়ি থামাতে বলে নেমে গেলে খুব নাটকীয় হবে। অন্তত অসীমের শেষ কথার পর। হয়তো এই মনে হওয়াটাও ওই কথা শোনার প্রতিক্রিয়া।

মিডলটন রোডে গাড়ি পার্ক করে অসীম যে সহজ ভঙ্গিতে ফ্লুরিসে ঢুকল তাতে বোঝা গেল এখানে তার নিয়মিত যাতায়াত আছে। মুখোমুখি বসার পর সে বেয়ারাকে বলল, 'আব্দুল, কি খাওয়াতে পার বল?'

আব্দুল জবাব দেবার আগেই দীপাবলী বলল, 'আমি শুধু চা খাব।'

হাত তুলল অসীম, 'শুধু চা কেন? এখানে যখন এসেছ তখন নিদেনপক্ষে প্যাস্ট্রি খাও। এদের প্যাস্ট্রি কলকাতার সেরা।'

'নাঃ, শুধু চা।'

সেটাই আব্দুলকে আনতে বলে অসীম হাসল, 'আমার কথায় সেই যে রেগেছ এখনও তার কোন উপশম হল না। আগে হল তর্ক করতে।'

'এখন কিছু করার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছে।'

'বাঃ। এটা একটা পরিবর্তন। কলকাতায় কোথায় আছ?'

'মায়ার বাপের বাড়িতে ঘর ভাড়া করে আছি।'

'একা?'

হাসল দীপাবলী, 'সেটাই তো আমার স্বভাব। তোমার খবর বল।'

'এই তো, ব্যবসা করছি।'

'বিয়ে করছে তো?'

'নাঃ!'

'এত জোর দিয়ে না বললে!'

'ইচ্ছে হয়নি বলব না, হয়েছে, কিন্তু করা হয়নি। আর বয়স তো খুব বেশী নয়।'

এই প্রথম অসীমকে ভাল লাগল দীপাবলীর। সহজ কথাটা স্বাভাববিকভাবে বলতে পারায় মনে হল অসীমের সঙ্গে আড্ডা মারা যায়। পূর্বপরিচিতা মেয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে বেশীর ভাগ ছেলেরা এই বিষয় নিয়ে কিছুটা নাটক করে। অসীম সেই জড়তা দেখাল না। সে বলল, 'এখানে তোমার নিয়মিত আসার অভ্যেস আছে, না?'

'হ্যাঁ, জায়গাটাকে আমার ভাল লাগে।'

ভাল দীপাবলীরও লাগছিল। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত চায়ের দোকান। টেবিলে টেবিলে যারা বসে গল্প করছে তাদের গলার স্বর নিচুতেই। আদবকায়দা মানা ভদ্র সভ্য মানুষেরা কোনরকম বেপরোয়া ছবি তৈরি করছেন না। ক্লান্তির পর এই নরম ঠাণ্ডায় বসতে খুব আরাম হচ্ছিল। একটা মেনুকার্ড টেবিলে রাখা ছিল। সেদিকে তাকাতেই চমকে উঠল দীপাবলী। চায়ের পট পাঁচ টাকা? তাও দু'কাপের বেশী থাকবে না। কফি হাউসে এক কাপ কফি পঞ্চাশ পয়সায় পাওয়া যায়। বসন্ত কেবিনের চা আরও শস্তা। পকেটে কি পরিমাণ পয়সা থাকলে লোকে এখানে আসতে পারে! সে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারল না।

অসীম বলল, 'আসলে এরা যে মানের চা দেয় তা মধ্যবিত্ত কোন রেস্টুরেন্টে পাবে না। যে আরামে বসে তুমি সময় কাটাচ্ছ তার জন্যেও তো একটা দাম দেওয়া উচিত। তুমি যদি আরাম করতে চাও তাহলে তার জন্যে উপযুক্ত দাম তো দিতেই হবে।'

'আমরা সাধারণ মানুষ, দাম দেখলেই চমকে উঠি।'

'আমি অসাধারণ নই কিন্তু, তবে একটু আরামে থাকার চেষ্টা করি। কেউ কেউ প্রচুর রোজগার করেন কিন্তু তাঁদের এমন অভ্যেস হয়ে যায় যে ইচ্ছে থাকলেও পয়সা খরচ করতে পারে না। যদি কখনও টাকা পকেটে না থাকে তাহলে এখানে আসব না কিন্তু তাই বলে আফসোসও করব না।'

'বাঃ, চমৎকার থিওরি তৈরি করে নিয়েছ তো!' দীপাবলী হাসল, 'মনে হচ্ছে এর মধ্যেই তুমি সাফল্যের সুবিধেগুলো রপ্ত করে ফেলেছ। মদ খাও?'

'খাই না বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে লোকে যেমন পায়েস খায় তেমনি আমি মদ খাই।' অসীম চা আসছে দেখে একটু সরে বসল।

'পায়েস খাওয়ার সঙ্গে মদের কি সম্পর্ক?'

হাসল অসীম, 'বাঙালি পায়েস খায় জন্মদিনে আর শীত পড়লে। বাকি মাসগুলোতে সচরাচর কেউ পায়েস রাঁধে না। আমারও তেমনি বড় অর্ডার পেতে পার্টি দিলে বা তেমন কেউ নেমন্তন্ন করলে হাতে মদের গ্লাস তুলতেই হয়। কিন্তু মদ খাওয়ার পর নিজেকে স্বাভাবিক রাখার মধ্যে অদ্ভুত আনন্দ খুঁজে পাই। অবশ্য সেরকম ব্যাপার বছরে কয়েকবারই ঘটে।'

আবার ভাল লাগল দীপার। আজ অবধি সে কাউকে বলতে শোনেনি যে সে মদ খায়। বাঙালির মদ লুকোবার সহজাত প্রবণতা আছে। যে শমিত অমন বেপরোয়া সে যখন

নেখালিতে গিয়ে দিশি মদ গিলেছে তখন বোঝাই যায় কলকাতায় তার মদ খাওয়ার অভ্যেস ছিল। কিন্তু কখনই তার কথাবার্তায় সেটা আগে বুঝতে দেয়নি। হয়তো অসীম প্রচুর পরিমাণে খায়, নিজেকে ঢাকতে আগেভাগে স্বীকার করে ভদ্র সাজতে চাইছে। কিন্তু তাই বা ক'জন করে। আর তখনই তার চোখের সামনে অর্জুন নায়েকের মুখ ভেসে উঠল। সন্ধে নামলে যে লোকটা মদ ছাড়া থাকতে পারে না, মদ খাওয়ার ব্যাপারে যার কোন লাজলজ্জা নেই তাকে সে কোন পর্যায়ে ফেলবে ? অর্জুনের চোখমুখের ওপর সুরার ছাপ পড়েছে। চোখের তলায় চর্বি জমেছে। সে হঠাৎ মুখ তুলে অসীমকে দেখল। অসীমের মুখের চামড়া টানটান, কোথাও সামান্য ভাঁজ নেই। অর্জুনের সঙ্গে ওর কোন মিল নেই। অসীম বলল, 'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি খুঁজছ ?'

স্বীকার করল দীপাবলী, 'আমি একজন মদ্যপায়ীকে চিনতাম। তার মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় মদ কতখানি অধিকার করেছে। লোকটার অনেক দুর্নাম ছিল কিন্তু কখনই আমাকে অসম্মান করেনি। কারণটা আমি আজও বুঝতে পারি না।'

'তুমি কি বলতে চাইছ ?' হঠাৎ অসীমের গলা পাল্টে গেল। কানে যেতেই নিজের ভুল বুঝতে পারল দীপাবলী। সে চা ঢালতে লাগল কাপে, 'কি বলতে কি বলেছি। দোহাই, নিজেকে এর সঙ্গে জড়িয়ে ফেল না।'

চা খাওয়া হল চুপচাপ। দাম মেটাল অসীম। তারপর বলল, 'তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে আমার কোন অসুবিধে নেই। অবশ্য তোমার আপত্তি যদি না থাকে।'

'নাঃ, এই থাক। একদিনে অত আরাম সহ্য হবে না।'

'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে ?'

'বাঃ, এক শহরে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তো হতেই পারে।'

'যতক্ষণ মানে ? তোমার কি অন্য শহরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ?'

'কে বলতে পারে। চাকরিবাকরি নেই, যদি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হই যে-কোন চাকরি করতে, তাহলে ভারতবর্ষের যে-কোন জায়গায় চলে যেতে পারি।'

'দীপা—।'

'বলতে পার।'

'দীপা, তুমি বিয়ে করবে না ?'

মুখ নামাল দীপাবলী। তারপর এক ঝটকায় নিজেকে সোজা করল, 'করব না বলে এখনও ভাবিনি। আসলে এ নিয়ে ভাবার মত মানুষের দেখাই এখনও পেলাম না।'

'তুমি কি ঠিকঠাক কথা বলছ দীপা ?'

'আমি অকারণে অসত্য বলি না।'

'কিন্তু তোমার ব্যবহারে একসময় অন্য কিছু প্রকাশ পেত।'

'ও। হ্যাঁ, সে একটা সময় ছিল। তখন ভাল লাগাটাকেই ভালবাসা বলে মনে হত। সেটা মানুষরে এমন একটা বয়স যখন বিচারশক্তি তৈরিই হয় না। তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি নিজের অজান্তে বিপরীত আচরণ না করলে হয়তো ভুল বুঝতে পারতাম না।'

'ভুল বলছ দীপা ?'

'অসীম, এখন এ নিয়ে কথা বলা মানে পোস্টমর্টেম করা। অতগুলো বছর চলে গিয়েছে, সব কিছু খুঁটিনাটি স্মৃতিতে নেইও। কি দরকার ওই প্রসঙ্গ টেনে আনার !'

অসীম মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'চল, উঠি। তোমাকে পৌঁছে দিতে পারলে আমার

ভাল লাগত। আমি গাড়িতে যাব আর তুমি ভিড় বাসে যাবে— !'

'অসীম, তোমার তো এখন প্র্যাকটিক্যাল হওয়া উচিত। জীবনের সত্য স্বীকার করে নিতে এত সঙ্কোচ করছ কেন ? আমার এখন যা অবস্থা তাতে বাসই তো স্বাভাবিক।'

বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। বিদায় নেবার জন্যে অসীম দাঁড়াল, 'শোন, আমি আমার অতীতের আচরণের জন্যে ক্ষমা চাইতে পারি না। সেই অধিকারও আমার নেই। কিন্তু তোমাকে এটুকু বলতে পারি সেই আমি আর এই আমি এক নই। তাকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছি।'

'তুমি কি বলতে চাইছ ?'

'তোমার মনে কি আমার জন্যে কোন ইমোশনাল ইনভলভ্‌মেন্ট অবশিষ্ট নেই ?'

অসীমের মুখের দিকে তাকাল দীপাবলী, তারপর নীরবে মাথা নেড়ে না বলল।

অসীম মুখ নিচু করল। তারপর সেই অবস্থায় বলল, 'কিন্তু আমার আছে।'

'সেটা তোমার সমস্যা। সমাধান তোমাকেই করতে হবে।'

'তুমি এত নিষ্ঠুর কেন ?'

'নাঃ, আমি জীবন দেখেছি। অসীম, সেই তুমি আমার মানসিকতার নও।'

'মানলাম। কিন্তু এই আমি ?'

'এখনকার তোমাকে তো আমি চিনিই না।'

'চিনতে তো অসুবিধে নেই।'

'তার জন্যে এফর্ট দিতে হয়।'

'তাই দাও।'

হাসল দীপাবলী, 'আর যাই হোক, এই সম্পর্ক এফর্ট দিয়ে হয় না অসীম। স্বাভাবিকভাবেই আসে। ঠিক আছে, তুমি আমাকে পৌঁছে দিতে চাইছিলে, চল।'

'তুমি আমাকে অনুগ্রহ করছ ?'

'বাঃ ! তোমার গাড়িতে লিফ্‌ট নেব, অনুগ্রহ তো তুমিই করছ।'

অসীম ঘুরে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পাশাপাশি বসে ওরা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে রইল। পার্ক স্ট্রীট পাড়ার হোটেল চত্বর ছাড়িয়ে নিরিবিলিতে আসার পর দীপাবলী বলল, 'বাঃ, কি সুন্দর জায়গা। এখানে যদি একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যেত !'

'ফ্ল্যাট চাও ?' গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞাসা করল অসীম।

'হ্যাঁ। আছে সন্ধানে ? বেশী টাকা দিতে পারব না কিন্তু। আমার মত কুঁজোর অবশ্য চিৎ হয়ে শোওয়ার স্বপ্ন দেখাই উচিত নয়। তবু এসব জায়গা দেখলে ইচ্ছে হয়।'

কিছু দূর যাওয়ার পর অসীম গাড়ি দাঁড় করাল একটা পাঁচতলা বাড়ির সামনে। ইশারায় বাড়িটাকে দেখিয়ে বলল, 'এই বাড়ির টপ ফ্লোরে আমার মাসতুতো দিদি ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। জামাইবাবু আমেরিকায় থাকেন। সারা বছর ফ্ল্যাট তালাবন্ধ থাকে। উনি একজন কাউকে খুঁজছেন যিনি ভদ্র শিক্ষিত, কেয়ারটেকার হয়ে থাকবেন এবং আলো ও অন্যান্য বিলগুলো পে করবেন। আর ওঁরা যখন আসবেন তখন একটা ঘর ছাড়া বাকি ঘরগুলো ওঁদের জন্যে ছেড়ে দেবেন ছুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত। এমন লোক পাওয়া খুব কঠিন। তুমি যদি এই প্রস্তাবে রাজি থাক তাহলে এখনই গিয়ে কথা বলতে পার। ওঁরা আগামী সপ্তাহে আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছেন।' একটানা বলে গেল অসীম।

'কত ভাড়া দিতে হবে ?'

'বললাম তো, ওঁরা কেয়ারটেকার চাইছেন। ভাড়া নয়, তার বদলে ফ্ল্যাটটাকে

দেখাশোনা করতে হবে। ভাড়ার ঝামেলায় ওরা যেতে চান না।'

'তাহলে আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। একেবারে বিনা পয়সায় থাকলে হীনম্মন্যতায় ভুগব। তা ছাড়া, ওঁরা আমাকে চেনেন না, জানেন না, আমাকে ফ্ল্যাট দেবেন কেন ?'

'আমি তোমার সম্পর্কে যতটুকু জানি ততটুকু বলব।'

'তুমি আমার এই কয় বছরের জীবনযাপন জানো না।' মাথা নাড়ল দীপাবলী, 'নাঃ, হল না একটু আরাম করে থাকা। চল।'

'তুমি কিন্তু মিছিমিছি ব্যাপারটাকে জটিল করে ফেলছ। ওঁদের সঙ্গে আলাপ হলে দেখবে তোমার ধারণা বদলে যাবে।' অসীম দীপাবলীর দিকে ফিরল।

'দ্যাখো, আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব টাকা, যদি ওঁরা নিতে রাজি থাকেন তাহলেই কথা বলা যেতে পারে। নইলে মনে হবে অন্যের দয়ায় আছি।'

অসীম স্টিয়ারিং-এর দিকে ফিরল, 'তাহলে তো কিছুই করার নেই।'

হাসল দীপাবলী, 'তা ছাড়া এভাবে ফ্ল্যাট নিলে আমি তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকব। আমার যদি ইচ্ছে হয় তবু তোমাকে বলতে পারব না ফ্ল্যাটে এসো না। এটা ঠিক নয়।'

অসীম আর কথা বলল না। চুপচাপ ওরা কলকাতার উত্তরপ্রান্তে চলে এল। এইভাবে প্রত্যাখ্যান করে দীপাবলীর মন ভাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এক সময় যে লোভ মাথা তুলেছিল সেটাও সত্যি। নিজেকে মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য মনে হয়।

গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল সে ; অসীম সেটা মান্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'এখান থেকে কি অনেকটা হাঁটতে হবে ?'

দীপাবলী দেখল এর মধ্যে অনেকে তাদের দেখছে। চায়ের দোকানে ঢোকার কল্যাণে সে এখনও পাড়ার লোকের কৌতূহলের বস্তু। তাড়াতাড়ি কথা শেষ করার জন্যে বলল, 'অল্পই।'

সে যখন গাড়ি থেকে নামছে তখন অসীম বলল, 'একটা কথা বলি। তখন তুমি বলছিলে তোমার এই কয় বছরের জীবনযাপনের কথা আমি জানি না। ব্যাপারটা হচ্ছে আমি কতটা জানি তা তুমি জানো না।'

'মানে ?' দরজা খুলে রেখেই ফিরে তাকাল দীপাবলী।

'আমি জানাতে চাইনি মানে এই নয় আমি জানি না।' অসীম হাসল, 'আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। এতক্ষণ একসঙ্গে থাকলাম তবু তুমি আমার বাড়ি বা অফিসের হদিশ জানতে চাইলে না। স্পষ্ট বললে কোথাও আমার জন্যে জায়গা রাখনি। শুনতে নিশ্চয়ই একটুও ভাল লাগেনি আমার। তবু মেনে নিচ্ছি পাওনা বলেই মানছি।' সে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে ধরল, 'তুমি যদি এটা রাখো তাহলে খুশী হব।'

'তোমার কার্ড ?'

'আমার হদিশ। আচ্ছা চলি।' দীপাবলী নেমে দরজা বন্ধ করতেই অসীম গাড়ি ঘুরিয়ে গতি বাড়িয়ে চলে গেল। দীপাবলী লক্ষ্য করল অসীম একবারও ফিরে তাকাল না। কার্ডটাকে সে অন্যমনস্কভাবেই ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল। হঠাৎ সেই ক্লান্তিটা ফিরে এল শরীরে। দীপাবলী ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে। তার মস্তিষ্ক এবং শরীর ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ছিল।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই মাসীমার সঙ্গে দেখা। দীপা হাসার চেষ্টা করল। মায়ার মা বললেন, 'তোমার আবার কি হল ?'

'কিছু না তো।' দীপাবলী সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'মুখ চোখ শুকনো লাগছে ! এবার তো পরীক্ষা শেষ, এখন কিছুদিন আরাম করো। আর হ্যাঁ, ওপরে যাও, তিনি দুপুরবেলায় এসে বসে আছেন।'

'মায়া এসেছে ?' জিজ্ঞাসা করল বটে কিন্তু ভাল লাগল না উত্তরটা। এখন মায়া সঙ্গে থাকলে কথা বলে যাবে সমানে। তার কথা বলতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

মাসীমা কাছে এগিয়ে এলেন, 'তুমি তো সব জানো। মায়া বলছে এখন থেকে এ বাড়িতে থেকেই অফিস করবে। আমি বিয়ের আগে পই পই করে নিষেধ করেছিলাম, তখন শুনলে আজ এ অবস্থা হত না। আমি যে কি করি ! তুমি একটু ওকে বুঝিয়ে বল।'

দীপা চুপচাপ ছাদের ঘরে চলে এল। তারই চেয়ারে বসে বই পড়ছে মায়া নিবিষ্ট হয়ে। এই মুহূর্তে ওকে দেখলে কেউ আন্দাজ কবতে পাববে না যে, সুদীপকে অস্বীকার করে এসেছে। দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে, কি ব্যাপার ?'

মায়া মুখ তুলল, 'এই, এসে গেছিস ! মুজতবা আলির 'দেশে বিদেশে'টা আবার পড়ছি, কি দারুণ লেখা !'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোর খবর কি ?' দীপাবলী খাটে গিয়ে বসল।

'ও, নিচেই রিপোর্ট পেয়ে গেছিস।' মায়ার গলার স্বব পাল্টানো, 'হ্যাঁ, আর পারলাম না। এখন থেকে একা থাকব।'

'কি পাগলামি করছিস ?'

'এতদিন পাগলামি করেছি এখন স্বাভাবিক হলাম। ওর সঙ্গে বাস করা যায় না।'

'হঠাৎ এই উপলব্ধি হল কেন ?'

'দ্যাখ, দীপাবলী, আমি এ নিয়ে আব ভাবতে চাই না।'

'সুদীপকে জানিয়ে এসেছিস ?'

'নিশ্চয়ই। অন্যায় কিছু কবিনি যে চোরের মত চলে আসব।' মায়া উঠে দাঁড়াল, 'আমি মন স্থির করে ফেলেছি। তুই যদি জীবনের প্রথম সরকারি চাকরি কিছুকাল করে সেটা ছেড়ে দিয়ে নতুন করে পরীক্ষায় বসতে পারিস তাহলে আমিই বা কেন জীবনটাকে নতুন করে শুরু করতে পারব না ? ভুল হলে সংশোধন করে নেওয়াই তো উচিত।'

'কিন্তু ভুলটা তুই ইচ্ছে করে করেছিলি।'

'ব্যস। আমি পুরোনো কথা ভুলতে চাই দীপা।'

'শমিত জানে ?'

মায়া থমকে গেল। তারপর বলল, 'হুঁ।'

দীপাবলী মুখ ফিরিয়ে মায়াকে দেখল। মায়া চোখ সরিয়ে নিল। দীপাবলী নিচু গলায় বলল, 'মায়া, একটা ভুল সংশোধন করতে গিয়ে তুই আর একটা ভুল করছিস।'

মায়া জবাব দিল, 'ঠিক আছে, তাই যদি হয় দামটা আমিই দেব।'

'তুই এখনও শমিতের কথা ভাবছিস !'

'ভাবতে তো কোন অসুবিধে নেই। ওর কথা আমি ভুলতে পারব না।'

'কিন্তু শমিত বিবাহিত।'

'হোক না। আমি তো ওর সংসারে নাক গলাতে যাচ্ছি না।'

'তুই কি ওর দলে নাটক করতে যাচ্ছিস ?'

'এখনও ভাবিনি। কিন্তু ঠিক করেছি ফিল্ম করব।'

'ফিল্ম !'

'হ্যাঁ। এতদিন দলের কথা ভেবে ফিল্মে যেতে চাইনি। এখন তো সেসব বাধা রইল

না।'

'দলে থেকেও তো শমিত ফিল্মে অভিনয় করছে।'

'পরিচালকরা যা খুশী করতে পারে, সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য ছিল না। যাক, আমার নাটকের অভিনয় দেখে কিছু প্রস্তাব এসেছে ফিল্মের জন্যে, এবার রাজি হব।'

'কিন্তু সুদীপকে ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলি কেন?'

'লোকটা অমানুষ। বাইরে প্রগতিবাদী, পড়াশুনা করা নাট্যকর্মী, আর ভেতরে, যখন একা থাকে তখন যত রকমের মেন্টাল টর্চার করা সম্ভব তাই আমার ওপর করে যায়। শমিতের সঙ্গে টেক্কা দিতে চায় ও এবং সে ব্যাপারে আমাকে ব্যবহার করেছে এতদিন।'

'মানে!'

'ওর ধারণা শমিতের কাছ থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে ও জিতে গেছে। আমি যেন একটা খেলার পুতুল! এই ভুলটা আমি ভেঙে দিতে চাই।' মায়া দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে থামল, 'এ নিয়ে আর কথা বলিস না দীপা, আমার ভাল লাগছে না।'

মায়া বেরিয়ে গেলে চুপচাপ শুয়ে রইল দীপাবলী। এখন যেন তার ক্লান্তি আরও বেড়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর মনে হল গলা শুকিয়ে আসছে, জিভ বিস্বাদ। যে মায়াকে দেখে কলকাতায় আসার পর সে স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্ন জোরালো করেছিল সেই মায়া আজ গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে। জীবন কখনই একটা জায়গায় সমানভাবে বয়ে যায় না। যেসব মেয়েদের তাদের বাপমায়ের পছন্দ করা ছেলেকে বিয়ে করে সারা জীবন মুখ বন্ধ করে কাটাতে হয় তারা, আর নিজের ভুল নিজে সংশোধন করে আবার ভুলের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়া মেয়েরা, কারা সুখী? কারা ভাল আছে? যারা ভালবেসে বিয়ে করে তাদের ক'জন শেষ পর্যন্ত ভালবাসা ধরে রাখতে পারে? দাম্পত্যজীবনে শুধু ভালবাসা নয় আরও কিছু চাই। একটা শেকড়ের ওপর গাছ দাঁড়িয়ে থাকে না, তাকে আরও শেকড়ের বাঁধন ছড়াতে হয়। মায়া আর অসীমের কি একই অবস্থা? অসীম যা বলে গেল তা যদি সত্যি হয়—! দীপাবলী কেঁপে উঠল। নাঃ, আর নয়। সে ব্যাগ থেকে অসীমের কার্ড বের করে কুচি কুচি করল, করে নিশ্চিন্ত হল। অন্তত সেই সময়ে।

কয়েক মাস পরে সরকারি চিঠি এল। একা, ভীষণ একা দীপাবলী উত্তেজিত হাতে খাম খুলে পড়ল, তাকে দিল্লি যেতে হবে। পরীক্ষার ভাল ফলের সুবাদে বোর্ডের সামনে যেতে হবে ইন্টারভিউ-এর জন্যে।

॥ ১৯ ॥

দিল্লী শহরে পরিচিত কোন মানুষ নেই। এবং তখনই তার মনে পড়ল অসীমের কথা। অসীমের সেখানে পরিচিত জন আছেন। কিন্তু শুধু থাকার সুবিধে পাওয়ার জন্যে অসীমের দ্বারস্থ হবার মত সুবিধেবাদী হওয়ার কোন মানে হয় না। এই বয়সে দীপাবলী জেনে গিয়েছে কারও কাছে থেকে কোনও সুবিধে নিলে তাকে সীমানার বাইরে বেরিয়ে আসতে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করা হয়। অতএব তাকে একাই যেতে হবে এবং কোন হোটেলে উঠতে হবে। ইন্টারভিউয়ের চিঠিতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার কোন আশ্বাস কর্তৃপক্ষ দেননি। সর্বভারতীয় পরীক্ষার লিখিত উত্তরগুলোর ভিত্তিতে নিশ্চয়ই কয়েক হাজার প্রার্থীকে ডেকেছেন তাঁরা।

প্রথম ধাপ পেরোনোয় একটা আনন্দ আছে। অথচ সেই আনন্দ অন্য কারো সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মানুষ নেই, এইটেই কষ্টের। মায়া এখন এই বাড়িতেই আছে। মাসীমা মুখে

কিছু বলছেন না কিন্তু তাঁর মনমেজাজ খুবই খারাপ। অপ্রয়োজনে নিজের মেয়ের সঙ্গেই কথা বলেন না। সেক্ষেত্রে আগ বাড়িয়ে তাঁকে খবরটা দিতে চায়নি দীপাবলী। মায়াও কেমন পাল্টে গিয়েছে। আজকাল খুব কমই ও ওপরে আসে। বাড়ি ফেরে বেশী রাত করে।

কিন্তু বলতে হল। টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল আগেই। যাওয়ার দিন সকালে সে নেমে এল দোতলায়। মায়ার মা ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলেন, দেখতে পেয়ে বললেন, 'ও ঘরে আছে।'

দীপাবলী হাসল, 'আমি আপনার কাছে এসেছি।'

'ও।' ঝাঁটাটা নিচে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন প্রৌঢ়া।

'আমাকে আজ দিল্লীতে যেতে হচ্ছে। দিন পাঁচেক থাকব না।'

'দিল্লী! কেন?'

'আমি কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়েছিলাম। ওরা ইন্টারভিউতে ডেকেছে।'

'বাঃ! এ তো ভাল খবর, এতদিন বলনি কেন?'

'ইন্টারভিউয়ে ডাকা মানেই তো চাকরি পাওয়া নয়।'

ওইসময় মায়া বেরিয়ে এল পাশের ঘর থেকে, 'তুই তো চিরদিনই আমাদের পর ভাবিস।'

'মানে? ও, বলব বলব করে বলা হয়নি।'

'বুঝলাম! তবু কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি।' মায়া খুব কেটে কেটে বলল।

মায়ার মা এক পা এগিয়ে এলেন, 'কিন্তু দিল্লীতে কোথায় গিয়ে উঠবে?'

মাথা নাড়ল দীপাবলী, 'ঠিক নেই। ওখানে তো কাউকে চিনি না।'

মায়ার মা একটু ভাবলেন, 'দাঁড়াও। মায়ার এক খুড়তুতো দাদা দিল্লীর হনুমান রোডে থাকে। ওখানে নাকি বাঙালির থাকার জন্যে কি সব ব্যবস্থা করেছে। কালীবাড়ি আছে বলে শুনেছি। এখন তো চিঠি পৌঁছবার আগেই তুমি পৌঁছে যাবে। আমি ঠিকানা লিখে দেব, গিয়ে দেখা করে আমার চিঠি দিলেই ও ব্যবস্থা করবে।'

'খুব ভাল হয় মাসীমা। আমি তো কখনও একা হোটেলে থাকিনি। তাই অস্বস্তি হচ্ছিল।'

এবার মায়া বলল, 'ভারতবর্ষের কোন হোটেলে একা ভারতীয় মেয়েকে থাকতে দেয় না। তুই দিল্লীতে গিয়ে মুশকিলে পড়তিস।'

'নিয়মটা শুনেছি কলকাতায় চলে, দিল্লীতেও মানা হয় নাকি?'

'দিল্লী ভারতবর্ষের বাইরে নয়!'

শেষ দুপুরের ট্রেনে দিল্লী যাত্রা করল দীপাবলী। স্টেশন পর্যন্ত মায়া এসেছিল সঙ্গে। বলতে হয়নি, নিজেই সঙ্গী হয়েছিল। স্টেশনে কেউ একজন সঙ্গে থাকলে ভাল লাগে। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা কামরা খুঁজে জায়গায় ওঠে সহজ হয়। ট্রেন ছাড়ার আগে নিচে নেমে জানালার কাছে এল মায়া, 'আশা করছি এই ইন্টারভিউতে পাস করবি। এতদিনের চাওয়া যেন পূর্ণ হয়।'

দীপাবলী কথা বলতে পারল না। হাত বাড়িয়ে মায়াকে স্পর্শ করল। চারপাশের আওয়াজ, মানুষের ব্যস্ত চলাফেরা, ট্রেনের হুইসল এমন একটা পরিবেশ তৈরী করেছিল যে দীপাবলীকে কথা বলতে হল না। কিন্তু মায়া বলল। ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে সে কাছে এসে বলল, 'কাল আমার ছবির কাজ শুরু হচ্ছে।'

চমকে উঠল দীপাবলী, 'তাই নাকি! বাঃ, বলিসনি তো?'

কাঁধ নাচিয়ে হাসল মায়া, 'কাউকেই বলিনি। দুটো ছবির কাজ পেয়েছি। তুই দেখিস, দু বছরের মধ্যে আমি লাইমলাইটে আসবই। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।'

ট্রেন ছাড়ল। দীপাবলী দেখল ক্রমশ মায়া পেছনে সরে যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মের মানুষেরা তাদের প্রিয়জনকে বিদায় জানাতে হাত নাড়ছে। ক্রমশ স্টেশন আড়ালে চলে গেল। কলকাতা ছেড়ে দিল্লীর উদ্দেশ্যে চাকা ঘুরছে। দীপাবলী চোখ বন্ধ করল। সেই কবে চা-বাগান ছেড়ে জলপাইগুড়ি শহরে, জলপাইগুড়ি ছেড়ে কলকাতায় পড়তে এসেছিল। কুয়ো থেকে পুকুর, পুকুর থেকে দিঘি, এখন দিঘি ছেড়ে হ্রদে যাওয়ার সময় সেই যাত্রী মনের পোশাক পাল্টে নিয়েছে তাল মিলিয়ে। এখন আর কিছুতেই ভয় আসে না।

দীর্ঘ যাত্রাপথে শুধু চুপচাপ বসে থাকা, কোন সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ নয়, শুধু স্মৃতি হাতড়ে যাওয়া। যে দুটো মুখ মনের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকে, জীবনযাপনের সময় যাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না এই রকম সময়ে তারা আচমকা উঠে আসে। অমরনাথ এবং সত্যসাধনবাবু। একজন যদি বন্ধুর মত স্বস্তি দেন অন্যজন উৎসাহিত করেন এগিয়ে যেতে। কেমন ভরাট লাগে এই সব সময়। নিজেকে আর একলা মনে হয় না। পৃথিবী থেকে কোন মানুষ চলে গেলেই তার অস্তিত্ব মুছে যায় না। সেক্ষেত্রে বেঁচে থেকেও এই পৃথিবীর অনেক মানুষের অস্তিত্ব আমাদেব কাছে মৃত। এখন অঞ্জলির সঙ্গে তার দেখাই হয় না, মনেও আসে না। জীবিত এবং মৃতের মধ্যে অঞ্জলির ক্ষেত্রে বোধেব কোন ফারাক নেই। কিন্তু মৃত্যুর পরও অমরনাথ এবং সত্যসাধন অদ্ভুতভাবে তার কাছে বেঁচে আছেন। এইটেই সত্যি, শেষ কথা।

দুটো রাত কাটিয়ে দীপাবলী যখন ভাবতবর্ষের রাজধানীতে পৌঁছাল তখন সকাল। প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই সে বিস্মিত। তার দেখা স্টেশনগুলো থেকে একদম আলাদা। এত বিশাল, এবং ঝকঝকে যে নিজেকে এখন ভীষণ একলা লাগছিল।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে চারপাশে তাকাল সে। এখানে কিছু দালাল হোটেলের জন্যে যাত্রী ধরতে এসেছে। তাদের কেউ তার দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না। কোন মেয়ে একা হোটেলে উঠতে পারে বলে তাদের ধারণাই নেই। অথচ পুরুষ যাত্রীদের কাছে জনে জনে গিয়ে হোটেল হোটেল করছে। এই সময় এক বাঙালি পরিবারের সঙ্গে বাংলায় কথা বলা দালালকে দেখতে পেল। লোকটা বোঝাচ্ছে কি দারুণ ঘর, চমৎকার খাওয়াদাওয়া অথচ এত শস্তা দাম যা দিল্লীতে মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাবে না। পরিবারটির প্রয়োজন না থাকায় বেরিয়ে গেল। দীপাবলী এগিয়ে গেল লোকটির কাছে, 'আপনাদের হোটেল কতদূরে ?'

বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল লোকটা হঠাৎ জেগে উঠল যেন, 'এই তো কাছেই। এখান থেকে পনের মিনিট লাগবে দিদি। আপনারা কজন আছেন ?'

'আমি একাই থাকব।' দীপাবলী লোকটিকে স্পষ্ট বলল।

'একা! আপনি! মানে, কোন ব্যাটাছেলে সঙ্গে নেই ?'

'না।' মাথা নাড়ল দীপাবলী।

'এই রে! মুশকিল হয়ে গেল তাহলে।'

'মুশকিল কেন ?'

'আসলে পুলিশ থেকে মালিককে বলে দিয়েছে কোন মেয়েকে একা ঘর না দিতে। যারা হোটেলের খাতায় নাম লেখায় তাদের নাম পুলিশকে জানাতে হয়।'

'একা মেয়েকে ঘর দিতে নিষেধ করেছে কেন ?'

'আসলে, খারাপ মেয়ে তো দিল্লীতে কম নেই, তাই।'

'আমি একটা সরকারি কাজে এসেছি। প্রমাণ দেখাতে পারি।'

'অ! তা এখানে আপনার কেউ নেই?'

'থাকলে হোটেল খুঁজতাম না।'

লোকটি কিছু ভাবল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি আর একটু ব্যবসা করার চেষ্টা করি। তারপর আপনাকে নিয়ে গিয়ে মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তিনি যা ব্যবস্থা করার করবেন।' লোকটি ছুটে গেল দূরে দাঁড়ানো এক পরিবারের দিকে। দীপাবলীর মনে হল লোকটি জালিয়াতি টাইপের নয়। কিন্তু এই নিয়মটা তাকে যেমন রাগিয়ে দিয়েছিল তেমনি সে অসহায় হয়েও পড়েছিল। যদি হোটেলে তাকে জায়গা না দেওয়া হয় তাহলে মায়ার মায়ের চিঠির ওপর ভরসা না করে উপায় নেই। অথচ সে সেটা করতে চাইছে না। খামোকা অচেনা মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে যাওয়া মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। মিনিট দশেক বাদে সেই দালালটি ফিরে এল, 'এবার চলুন। আজ শালা কপালটাই মন্দ। আবার স্টেশনে আসতে হবে। প্যাসেঞ্জার না পেলে আমার রোজগার বন্ধ। এই করেই তো খাই, বুঝলেন না!'

লোকটির সঙ্গে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এল সে। একটা অটো রিকশাকে ডাকল লোকটা। তারপরেই কিছু মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়াল, 'আচ্ছা, দিদি, আপনি এক কাজ করুন, সোজা কালীবাড়িতে চলে যান।'

'কালীবাড়ি?'

'হ্যাঁ। এখানকার কালীবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা আছে। বেশী চার্জও না।

যদি ওখানে ঘর পেয়ে যান তার থেকে আর ভাল কিছু নেই। আসলে হোটেলে চারপাশে নানান মতলবের ব্যাটাছেলে পাবেন, কোন নিয়মকানুন নেই তো—!'

কালীবাড়ির কথা মায়ার মা বলেছিলেন। সেখানে জায়গা দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করা চিঠিও লিখেছেন; কিন্তু সুপারিশ ছাড়া যদি জায়গা পাওয়া যায়—। দীপাবলী রাজী হল। দালালটি যেন বেঁচে গেল।

অটো রিকশায় দিল্লীর পথে যেতে যেতে দীপাবলী মুগ্ধ। বারংবার কলকাতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। এত নির্জন, এত পরিষ্কার শহর কি কলকাতা কোনকালে ছিল, সেই যখন জোব চার্নক শহর গড়েছিলেন তখন কি শুধুই জঙ্গল আর বাদা ছিল। তখনও কি এমন ছিমছাম ছিল না কলকাতা! চওড়া রাস্তা, নিয়ন্ত্রিত যানবাহন দেখে তার কষ্ট হচ্ছিল কলকাতার জন্যে। একসময় তারা পৌঁছে গেল কালীবাড়িতে।

জায়গা পেতে একটু ঝামেলা হয়েছিল। ইন্টারভিউয়ে চিঠি দেখাতে হয়েছিল। ব্যক্তিগত পরিচয় দিতে হয়েছিল। কিন্তু জায়গা পাওয়ার পর দীপাবলীর মনে হয়েছিল তার সাধ্যের মধ্যে এর চেয়ে ভাল কিছু আর হতে পারে না। কালীবাড়ির পরিচালনা সমিতির এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সন্ধ্যায় এলেন দেখা করতে। কোন বাঙালি মেয়ে একা কলকাতা থেকে এমন সর্বভারতীয় পরীক্ষা দিতে দিল্লীতে এসেছে তা যেন ভদ্রলোক বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। বললেন, 'অনেক বছর কলকাতায় যাইনি ভাই। সেখানে মেয়েদের মধ্যে এমন পরিবর্তন এসেছে তাও কেউ আমাকে বলেনি। বড় আনন্দ হচ্ছে আজ।'

'আপনি অনেককাল এখানে আছেন?'

'হ্যাঁ ভাই। নাইনটিন ফর্টি ফাইভে চলে আসি। কলকাতার আত্মীয়স্বজনেরা এখন এত দূরের যে যাওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করি না।' বৃদ্ধ হাসলেন, 'তা তোমাকে যাঁরা ইন্টারভিউ নেবেন সেই বোর্ডে কারা আছেন জানো?'

'না।' মাথা নাড়ল দীপাবলী।

'আচ্ছা, দেখি আমি খোঁজ করে। আমি তো এককালে সরকারি চাকরি করতাম। অনেককেই চিনি। খাতির করে সবাই।'

'খোঁজ নিয়ে কি হবে ?'

'দরকার। বাঙালিকে কোণঠাসা করতে এদের তো জুড়ি নেই। ওখানে তোমাকে সাহায্য করবে এমন লোকের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'না। আমি কারো সাহায্য চাই না। পরে সেইটে মনে খচ খচ করবে।'

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, 'বাঃ ! এমন জেদ তো আজকাল চোখে পড়ে না। কিছু মনে করো না, তুমি এত বড় একটা কাজে দিল্লীতে একা এসেছে অথচ পরিচয় দিয়েছ বিবাহিত বলে, এই একা আসাটাও কি জেদের বশে ?'

দীপাবলী এক মুহূর্ত ভাবল। বৃদ্ধকে দেখে তার কখনই মতলববাজ বলে মনে হয়নি। এইরকম প্রশ্ন উটকো লোকের মুখে শুনলে সে কি করত জানে না কিন্তু এখন জবাব না দিয়ে পারল না, 'না। আমার সঙ্গে আসার মত কেউ ছিলেন না। বাবা মাবা গিয়েছেন অনেকদিন, যার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার মৃত্যু হয়েছে আমি স্কুলে পড়ার সময়েই। আমি একাই কলকাতায় এসে পড়াশুনা করেছি, কিছুদিন চাকরিও করেছি। একা এখানে আসতে কোন অসুবিধে হয়নি। শুধু থাকার জায়গা পাওয়া নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। আমি জানি না, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যদি কোনদিন কোন মহিলা হন তবে তাঁকেও কোন হোটেলে একা গেলে থাকতে দেওয়া হবে কিনা !'

বৃদ্ধ প্রথমে হতভম্ব। টুকটাক কিছু কথা বললেন তারপর। এবং একসময় বিদায় নিলেন। দীপাবলী ঘরেই বসেছিল। আগামীকালের ইন্টারভিউতে কোন ধরাবাঁধা বিষয় নেই যে তার ওপর নির্ভর করে সে তৈরী হতে পারে। কাল সকালে খবরের কাগজটা দরকার। রাত্রের খাবার নেওয়ার সময় সে জিজ্ঞাসা করবে কি করে কাগজ পাওয়া যায়। চুপচাপ শুয়েছিল সে। চোখ বন্ধ করতেই ফেলে আসা দিনগুলোর নানান স্মৃতি গলাগলি করে উঠে আসে চোখের সামনে। আশ্চর্য কোথাও এক ফোঁটা সুখ নেই। শুধু চা-বাগানের দিনগুলো, চা-বাগানের বুক চিরে চলে যাওয়া সরু পথে হেঁটে বেড়ানোর আনন্দ ছাড়া আর কিছু সম্পদ সঞ্চয়ে নেই। এই সময় তার মনে পড়ল শরৎবাবুর কথা। কলেজে বন্ধুবান্ধবরা হাসাহাসি করত। কেউ কেঁদে ভাসালে বলত শরৎবাবুর চরিত্র। কোন মেয়ে যদি অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ হত তাহলে তো কথাই নেই। শরৎচন্দ্রের বই টিপলেই নাকি জল বেরিয়ে আসে। আধুনিক মানুষের চোখে কান্না খুব খেলো বা লঘু ব্যাপার হয়ে যেতে পারে কিন্তু দীপাবলীর মনে হল শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকলে তাকে নিয়ে আর একটা দারুণ উপন্যাস লিখতে পারতেন। এমন জীবন ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন যা কেবল শরৎচন্দ্রের কলমেই জীবন্ত হত। কিন্তু যে নিজে চোখের জল ফেলে না অথচ ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত হয় তার কথা— !'

এই সময় ভেজানো দরজায় শব্দ হল। দীপাবলী উঠে বসে জানতে চাইল 'কে ?'

বাইরে থেকে মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল, 'ভেতরে আসব ?'

খাট থেকে নেমে দাঁড়াল দীপাবলী। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল। এক বৃদ্ধা এবং একটি কিশোরী দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধাকে দেখেই বোঝা যায় খুব বর্ধিষ্ণু পরিবারে আছেন। হেসে বললেন, 'তোমার নাম দীপাবলী ?'

খুব অবাক হল দীপাবলী, 'হ্যাঁ। আপনি ?'

'আমাকে তুমি চিনবে না। তার আগে বল তুমি কি পড়াশুনা করছিলে ? তাহলে আর

ভেতরে ঢুকব না। বরং কাল আসব।' বৃদ্ধা হাসলেন। দ্রুত মাথা নাড়ল দীপাবলী, 'না, না। আমি এমনি শুয়েছিলাম। আসুন ভেতরে আসুন।'

ঘরে একটি চেয়ার টেবিল এবং তক্তাপোশ। ঘরে ঢুকে বৃদ্ধা মেয়েটিকে বললেন, 'তুই ওই চেয়ারে বস। এসো আমরা খাটেই বসি।'

পাশাপাশি বসে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি। দীপাবলীর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। দিল্লীতে তার চেনাজানা কেউ নেই। আর থাকলেও তার অজানা। এবং এখানে আসার খবর কারো পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। এই সময় বৃদ্ধা বললেন, 'না, এবার মানতে হল। সারাজীবন তোমার মেশোমশাই যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি কখনই একমত হইনি। পছন্দেব ব্যাপারে তো কখনই নয়। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে হলাম। এই প্রথম ঠিক বললেন।'

'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বৃদ্ধা মেয়েটিকে বলল, 'এই তোর দাদুর নাম বল।'

মেয়েটি বলল, 'শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।'

দীপাবলী মনে করতে চেষ্টা করে না পেরে জবাব দিল, 'বুঝতে পারছি না।'

'ও মা। তিনি যে বললেন তোমার সঙ্গে একটু আগে কথা বলে গিয়েছেন।'

'ও হ্যাঁ।' নিজেকে আহাম্মক বলে মনে হল দীপাবলীব। সেই বৃদ্ধের স্ত্রী ইনি ? অতক্ষণ কথা বলে গেলেন তিনি অথচ একবারও তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করার কথা খেয়াল হয়নি।

দীপাবলী লজ্জিত হল, 'এবার বুঝতে পেবেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'তোমাকে নিজের নাম বলেনি বুঝি ?'

দীপাবলী হেসে মাথা নাড়ল। বৃদ্ধা বললো, 'ওই তো কাজের ধরন। আর বাড়িতে গিয়ে আমাকে এমন শোনাল যেন তোমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে। যাক গে। তুমি তো কাল পরীক্ষা দেবে ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কিন্তু খুব সাহস। আমরা ভাবতেও পারতাম না। মা আছেন তো ?'

একটু থতমত হল দীপাবলী। তারপর সত্যি কথাটাই বলল, 'আমাকে জন্ম দিয়েই তিনি মারা যান। মাসীর কাছে মানুষ হয়েছি, তাকেই মা বলি।'

'ও। মেসোমশাই মাসীমা কোথায় আছেন ?'

আচমকা অমরনাথের মুখ মনে পড়ল। জ্ঞান হবার পর একটি বারের জন্যেও সে অমরনাথকে মেসোমশাই বলে ডাকেনি মনেও হয়নি। অমরনাথ তার বাবা। অথচ আজ বলতে হল, 'তিনি কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন। জলপাইগুড়ির চা-বাগানে থাকতেন।'

'ওহো। আমি এত কথা বলছি বলে কিছু মনে করছ না তো ?'

'না, না। কিন্তু কেন জিজ্ঞাসা করছেন জানতে পারছি না।'

'বলব। আজ নয়। মন দিয়ে পরীক্ষা দাও। আচ্ছা, যদি তুমি পাস করো তাহলে কি সত্যি সত্যি চাকরি করবে।'

হেসে ফেলল দীপাবলী, 'কি অশ্চর্য। এই জন্যেই তো এসেছি। জানেন, ছেলেবেলা থেকেই আমার ইচ্ছে এমন একটা চাকরি করার যা ছেলেদের চেয়ে কম নয়। মেয়ে হয়ে শুধু মাথা নিচু করে থাকতে রাজী নই আমি। মানুষের সব ইচ্ছে তো পূর্ণ হয় না। আমাদের দেশে মেয়েরা তো আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ। শুধু ওই পরীক্ষাগুলো এখন পর্যন্ত দরজা খোলা রেখেছে এগিয়ে যাওয়ার। জানি না কি হবে!'

বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ালেন, 'আজ উঠি। কিন্তু তোমাকে একটা অনুরোধ রাখতে হবে।'

'বলুন।'

কাল বিকেলে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব তোমাকে। চা খাবে।'

'আমি তো কালকেই ফিরে যাব কলকাতায়।'

'ও। কখন ট্রেন তোমার ?'

'রাত্রে।'

'তাহলে তো বিকেল বিকেল গিয়ে আমাদের ওখান থেকেই স্টেশনে চলে যেতে পার। এখানে তো দুপুরে ঘর ছেড়ে না দিলে আবার একদিনের টাকা নেবে। তুমি সকালে বলবে দুপুরেই ঘর ছেড়ে দেবে। জিনিসপত্র অফিসে রেখে দিও। পাঁচটা নাগাদ গাড়ি পাঠিয়ে তোমাকে নিয়ে যাব। কেমন ?'

দীপাবলী দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল, 'কিন্তু আপনারা এত স্নেহ করছেন কেন—'

'যে বুড়ো মানুষটা তোমার কাছে এসেছিলেন তাঁর কোন মেয়ে নেই। তোমাকে দেখে তাঁর খুব ভাল লেগেছে। হাতে যদি কোন কাজ না থাকে তাহলে ওই ভাল লাগাটার জন্যে কিছু সময় না হয় নষ্টই করলে। আমি শুধু বলতে পারি তোমার খুব খারাপ লাগবে না।' হেসে একবার হাত বাড়িয়ে চিবুক ছুঁয়ে বৃদ্ধা নাতনীকে নিয়ে চলে গেলেন। আর দীপাবলীর মন আচমকা স্নিগ্ধতায় ভরে গেল। মনের ওপর চন্দনের প্রলেপ পড়ল যেন। খানিক আগে একা শুয়ে যে কষ্টটাকে ফণা তুলতে সাহায্য করছিল সেটা এখন একেবারে উধাও। এই অচেনা প্রবাসী পরিবারের সঙ্গ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে হচ্ছিল। পৃথিবীর সব মানুষ দুঃখ দেবার জন্যে জন্মায় না।

সকালের কাগজে বড় খবর ছিল না। কিন্তু বেরুবার আগে সেটাকে খুঁটিয়ে পড়ল সে। দিল্লীর কাগজের এক কোনায় কলকাতার ছাত্র আন্দোলনের খবর ছাপা হয়েছে। গতকাল কলেজ স্ট্রিটে টিয়ার গ্যাস ফেটেছে, ছাত্ররা ইঁটপাটকেল ছুড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। কেন, কি কারণ, তার বিশদ কাগজটি লেখেনি।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই অটো রিকশায় চেপে দীপাবলী হাজির হয়ে গেল। তাকে যেখানে অপেক্ষা করতে বলা হল সেখানে আরও কিছু তরুণ তরুণী আছে। তবে তরুণীদের সংখ্যা তাকে নিয়ে চারজন। বাকি তিনজনই ভিন্ন প্রদেশী। প্রত্যেকেই ধোপদুরস্ত। ইন্টারভিউ দেবার জন্যে বাইরে ভেতরে তৈরী। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। আপাত উদাসীন চোখে তাকিয়ে আছে অথচ প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ। দীপাবলী অপেক্ষা করতে লাগল। তার মনে হল এইসব ছেলেমেয়েরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সেরা ফল করে এসেছে। এদের হাতেই আগামীকালের ভারতবর্ষের দায়িত্ব। আর সেই সঙ্গে নিজেকে এদের একজন ভাবতে ভারি ভাল লাগছিল। হঠাৎ পাশে বসা ছেলেটিকে উশখুশ করতে দেখে সে তাকাল। ছেলেটি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'ইউ আর ফ্রম ?' জিজ্ঞাসা করার সময় একটা বোকাবোকা ভঙ্গী ছিল।

'ওয়েস্টবেঙ্গল।' দীপাবলী শব্দটা উচ্চারণ করেই ঠিক করল এবার থেকে পশ্চিমবাংলা বলবে। মধ্যপ্রদেশ বা উত্তর প্রদেশ যদি বলা যেতে পারে তাহলে ইংরেজির শরণাপন্ন হতে হবে কেন ? ছেলেটা বলল, 'আই অ্যাম ফ্রম কেরল।'

দীপাবলী মাথা নেড়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। তাদের কথা বলতে দেখে অনেকেই এদিকে তাকিয়েছে। ছেলেটি যে শুধু নার্ভাসনেস থেকেই কথা বলেছে এবং কথা শুধু বলার জন্যেই তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

ডাক এল দুপুরের পর।

দীপাবলী করিডোর পেরিয়ে একটি ঘর ডিঙিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে বড় হল টাইপের একটি ঘরে ঢুকে নমস্কার করতেই টেবিলের ওপাশে বসা মানুষগুলোর মধ্যমণি ইংরেজিতে বলে উঠলেন, 'নমস্কার। দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।'

এবং তখনই দীপাবলীর শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। দুটো হাঁটুতে যেন কোন জোর নেই। তার নিঃশ্বাস ভারি হল। কোনরকমে ব্যবধানটুকু ঘুচিয়ে সে টেবিলের উল্টো দিকের খালি চেয়ারে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারল। তারপরই মনে হল নাকে ঘাম জমছে। এবং এর মধ্যে সে কলের পুতুলের মত একবার বসতে বলার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে ফেলেছে।

টেবিলের ওপাশে যে কজন মানুষ বসে আছেন তাদের প্রত্যেকেরই বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। এঁদের মধ্যে যেমন সরকারি অফিসার আছেন তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে নিযুক্ত করা হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ চাকরির জন্যে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করতে। মধ্যমণি ভদ্রলোক সম্ভবত উপাচার্য যিনি এই মুহূর্তে দীপাবলীর ফাইল দেখছেন। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন তিনি, অবশ্যই ইংরেজিতে, 'তোমার বায়োডাটা বলছে তুমি চা-বাগানে জন্মেছ। ওখানকার মেয়েরা কি পড়াশুনার ভাল সুযোগ পেয়েছে ?'

'এখন পর্যন্ত পায়নি। হাইস্কুল খুব অল্পই আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন জানতে চাইলেন, 'তাহলে তুমি আমাদের সামনে এলে কি করে ?'

'আমি ব্যতিক্রম। কারণ আমি শহরে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম।'

এবার মধ্যমণি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বিধবা হয়েছেন কবে ?'

'বিয়ের কয়েক দিনের মধ্যে। বারো বছর বয়সে আমার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যদের মুখ থেকে বিস্ময়সূচক শব্দ ছিটকে এল।

মধ্যমণি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু মনে কববেন না, সেই স্মৃতি আপনার আছে ?'

'না। আমি সব ভুলে গিয়েছি।'

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা-বাগানে এখনও কি উনবিংশ শতাব্দীর জীবনধারা চলছে ? আমি তো জানতাম বাঙালির এত অল্প বয়সে বিয়ে হয় না।'

দীপাবলী জবাব দিল, 'যেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে উনবিংশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর মানসিকতা এখনও এঁটে বসে আছে সেখানে পশ্চিমবাংলায় তার কিছু প্রভাব তো থাকবেই। তবে এখন এই সময় এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটছে।'

মধ্যমণি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কলকাতায় কলেজে পড়তেন। ওখানকার ছাত্ররা যে রাজনীতি করে তা কি আপনি সমর্থন করেন ?'

দীপাবলী একটুও না ভেবে বলল, 'যখন সেটা কোন বিশেষ দলের প্রচার হয় তখন আমি একেবারেই সমর্থন করি না। ছাত্ররা যদি তাদের নিজস্ব ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করে তাহলে একজন ছাত্র হিসেবে আমার সমর্থন পাবে।'

'নিজস্ব ইস্যু বলতে ?'

'ব্যাপারটা যখন ছাত্র-রাজনীতি তখন ইস্যু তৈরী হবে পড়াশুনাকে কেন্দ্র করে। কলেজের দুরবস্থা বা শিক্ষানীতির অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন করা অবশ্যই কর্তব্য। কিংবা যে সব ঘটনা একটি মানুষ হিসেবে সহ্য করা পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে এবং তা যদি পড়াশুনার বাইরে জগতেও ঘটে তাহলে ছাত্ররা তাদের ক্ষোভ নিশ্চয়ই জানাবে।'

তৃতীয়জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?'

'রাজনীতি শব্দটিতে আমার আপত্তি আছে। মানুষের সুস্থ মত প্রকাশের প্রক্রিয়াকে রাজনীতি বলা হবে কেন ?'

'ইন্টারেস্টিং !' মধ্যমণি বললেন, 'তাহলে রাজনীতি কি ?'

'রাজনীতির মধ্যে যেহেতু রাজা বা রাজ্য জড়িয়ে আছে তাই তা দেশের শাসন ব্যবস্থার দিকে আঙুল তোলে। আমার বাড়িতে যদি আমি অন্যদের ওপর অত্যাচার করি, কোন পিতা যদি তার সন্তানদের খাবার না দেয় এবং তাই তারা যদি প্রতিবাদ করে তাহলে কি বলব সেই বাড়িতে রাজনীতি চলছে ? ছাত্ররা সুস্থ সমর্থন বা প্রতিবাদ করতে পারে। কিন্তু তারা যখন কোন রাজনৈতিক দলের পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচী নেয় যা আখেরে সেই দলকেই সুবিধেজনক অবস্থায় এনে দেবে তখন তাকে রাজনীতি বলতে আপত্তি নেই।'

'কারণ ?'

'কারণ সেই দল ছাত্রদের ব্যবহার করে দেশের ক্ষমতা অধিকার করার পথে এগিয়ে যাবে এবং মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র জেনে আর অধিকাংশই না জেনে তাকে সাহায্য করবে।'

'কলকাতার ছাত্ররা বামপন্থীদের সমর্থন করে কেন ?'

'কারণ বামপন্থীরা ক্ষমতায় নেই, তাই।'

'একটু বিশদ করুন।'

'কলকাতায় এখন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের কংগ্রেস সরকার রাজত্ব করছে। ছাত্রদের সমস্ত দাবিদাওয়া তিনি পূর্ণ করতে পারছেন না। ফলে তার বিরোধিতা করতে হচ্ছে। বামপন্থীরা ছাত্রদের সমর্থন করছেন। যদি বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসেন এবং একইভাবে ছাত্রদের বঞ্চিত রাখেন তাহলে দেখব দক্ষিণপন্থীরা ছাত্রদের সমর্থন করছেন। আসলে ক্ষমতায় যে থাকে তার বিরোধিতা করাই যৌবনের ধর্ম।'

'আপনি কিছুকাল ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। কেন চাকরি ছাড়লেন ?'

'কাজ করার সুযোগ ছিল না বলে।'

'বিশদ করুন।'

'আমাকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল প্রচণ্ড খরায় শুকিয়ে থাকা এক ব্লকে যেখানে সরকারি আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ ছিল না। ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসেছিলাম। আমার ওপরওয়ালারা সেসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা চাকরি করতে চাইতেন, কাজ নয়। দেশের নিরন্ন মানুষের মধ্যে দায়িত্ব নিয়েও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া আমি আরও বড় দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার কথা ভাবতাম। ডব্লু বি সি এসের ফল কোন কারণে খারাপ হওয়ায় ওই চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাই এবার আমি নতুন করে সুযোগ চাইছি। আমি কাজ করতে চাই।'

'আপনি একজন নারী। আই এ এস বা আই পি এস হিসেবে কাজ করতে কি আপনার অসুবিধে হবে বলে মনে করেন ?'

দীপাবলী তাকাল। যিনি প্রশ্ন করলেন তাঁর শরীর বেশ রোগা, উচ্চতাও কম। দেখলেই বোঝা যায় কোন ক্রনিক অসুখে ভুগছেন। সে দ্বিধা করল না, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি একজন পুরুষ। কিন্তু আপনি কি স্টেশনের কুলিদের মত ভারী মোট বইতে পারবেন ? অথবা আপনি কি সারাদিন মাঠে কোদাল চালাতে পারবেন ? মনে হয় আপনি যা যা পারবেন আমার পক্ষে তার সবই পারা সম্ভব। আমি নারী বলে যে প্রশ্ন করলেন সেই ধারণা অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষের ছিল। অথচ আমাদের পুরাণ বা মহাকাব্যে কিন্তু অন্য ধারণা দেখা গেছে। আমার মনে হয় এবার ধারণার বদল হওয়া উচিত।

আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের থেকে আমরা কেন ভাবনায় এত পিছিয়ে থাকব !'

হঠাৎ অদ্ভুত নীরবতা নেমে এল ঘরে। দীপাবলী অস্বস্তিতে পড়ল। সে কি বেশি বলে ফেলেছে। এঁরা তাকে কোন জেনারেল নলেজের প্রশ্ন করেননি। তারই মুখ থেকে কথা বের করে তাকেই প্রশ্ন করে গেছেন। এই জবাবগুলোয় কি বেশি ঔদ্ধত্য ছিল ? এরপরে তার পক্ষে ইন্টারভিউতে পাশ করা আদৌ সম্ভব হবে ! এই ভারতবর্ষে !

এই সময় মধ্যমণি বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি এবার যেতে পারেন।'

॥ ২০ ॥

ইন্টারভিউ কেমন হল নিজেই ঠাওর করতে পারল না দীপাবলী। দেশ-বিদেশের তথ্য জানতে চাওয়া অথবা তার পঠিত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে সে বুঝতে পারত সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে কিনা। এ একরকম ব্যক্তিগত আলোচনা এবং সেটা করতে গিয়ে সে একজন প্রশ্নকর্তাকে নিশ্চয়ই বিরূপ করেছে। এক্ষেত্রে তার পক্ষে নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব। কিংবা এমনও হতে পারে বোর্ড স্থির করেছিলেন যে কোন মেয়েকে নির্বাচিত করবেন না এবং সেই কারণেই সিরিয়াস প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করেননি।

দীপাবলী কালীবাড়িতে ফিরে এল বেশ হতাশ হয়েই। আসবার পথে দিল্লীর রাজপথে লাগানো বড় বড় হোর্ডিং দেখতে দেখতে ওর শ্রীবাস্তব সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল। নেখালি গ্রামে শুটিং-এর সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সারা ভারতবর্ষের একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনসংস্থার তিনি মালিক। কিছুই যখন হল না তখন ওঁর কাছে গেলে কেমন হয় ? বেঁচে থাকতে গেলে তার এখনই একটা চাকরি দরকার। কিন্তু সবকারি চাকরি করাকালীন ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগের যে সুবিধে পাওয়া গিয়েছিল এখন একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে সেটা পাবে কি ?

কালীবাড়িতে পৌঁছে অফিসঘরে ঢুকেই দীপাবলী দেখতে পেল সেই কিশোরীটি বসে আছে। তার সঙ্গে মধ্যবয়সী একজন পরিচারিকা। তাকে দেখে মেয়েটি বলল, 'ঠাকুমা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে।'

আজ সকাল থেকে একটা উত্তেজনায় কেটেছে। গতরাত্রেব প্রস্তাব নিয়ে ভাবার অবকাশ পায়নি। এবং এই মুহূর্তে দীপাবলীর একদমই যেতে ইচ্ছে করছিল না। সে মাথা নাড়ল, 'এবার থাক। তুমি তোমার ঠাকুমাকে বুঝিয়ে বল, আবার যদি কখনও দিল্লীতে আসি নিশ্চয়ই ওঁর সঙ্গে দেখা করব।'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে হাত ধরল, 'না, না। আমি কোন কথা শুনব না। আপনি না গেলে আমি হেরে যাব। ঠাকুমাই আসছিল আমি জোর দিয়ে বলে এসেছি আপনাকে নিয়ে যাবই। প্লিজ, চলুন।'

অফিসে যাঁরা বসেছিলেন তারা কৌতূহল নিয়ে দৃশ্যটি দেখছিলেন। অগত্যা দীপাবলীকে মত পাল্টাতে হল। কালীবাড়ির পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে সে গাড়িতে উঠল মেয়েটির সামনে। পরিচারিকা বসল ড্রাইভারের পাশে।

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের বাড়ি এখান থেকে কত দূরে ?'

'কুড়ি পঁচিশ মাইল।'

'এত দূরে !'

'ওমা, দূর কোথায় ? এক্ষুনি পৌঁছে যাব।'

দীপাবলী সেটা বুঝল। চওড়া ফাঁকা রাস্তা। কলকাতার মত বিভিন্নরকমের যানবাহন বা

মানুষ পথে নেই। দিল্লীটাকে মাঝেমাঝেই বিদেশ বলে মনে হচ্ছিল।

গাড়ি থেকে নামতেই মুখার্জিগিন্নী দরজা ছেড়ে এগিয়ে এসে গেট খুলে দাঁড়ালেন, 'এসো, এসো। আমি তো ভাবছিলাম নাতনির কথায় তুমি এলে হয়!'

নাতনি বলে উঠল, 'আসতে চাইছিলেন না, আমি জোর করে নিয়ে এলাম।'

দীপাবলীকে বলতে হল, 'না, মানে, আপনাদের ঝামেলায় ফেলতে চাইছিলাম না!'

'ওমা!' মুখার্জিগিন্নী চোখ বড় করলেন, 'গায়ে পড়ে গিয়ে আলাপ করে নিয়ে আসতে নাতনিকে পাঠালাম যখন তখন ঝামেলা তো আমরাই চাইছি।' তিনি দীপাবলীকে হাত ধরে বারান্দায় তুলতেই আর একজন মধ্যবয়সিনী বেরিয়ে এসে মিষ্টি গলায় বললেন, 'আসুন।'

'আমার বউমা। শকুন্তলা। ওর মা। আর এই হচ্ছে দীপাবলী।'

দীপাবলী নমস্কার করতেই শকুন্তলা সেটা ফিরিয়ে দিল। মুখার্জিগিন্নী তাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে আসতেই পরেশবাবুর দেখা পাওয়া গেল। সোফার ওপর সোজা হয়ে বসেছিলেন, 'এসো, এসো। কেমন ইন্টারভিউ হল?'

দীপাবলী দাঁড়িয়ে পড়েছিল, বলল, 'বুঝতে পারলাম না। ইন্টারভিউ-এর মত ক্রমাগত প্রশ্নের তীর কেউ ছোঁড়েননি। আমার কতটা বিশ্বজ্ঞান আছে সেই পরীক্ষাও করলেন না।'

মুখার্জিগিন্নী ধমকে উঠলেন, 'মেয়েটা ঘরে ঢোকামাত্র প্রশ্ন করতে শুরু করলে! তোমার স্বভাব আর এ জীবনে পাল্টাবে না। বোসো তো তুমি।'

দীপাবলী উল্টোদিকের সোফায় বসতেই পরশেবাবু বললেন, 'ওরকম স্টিরিওটাইপ প্রশ্ন তো এরা করে না। দেখতে চায় তুমি যেটা জানো সেটা কত ভালভাবে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পার। কথা বলার সময় ইতস্তত করোনি তো?'

'না। তা করিনি। কিন্তু মনে হয়েছে সবই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

হঠাৎ মুখার্জিগিন্নী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এই চাকরি করবেই?'

'ঠিক কি চাকরি পাই তার ওপর নির্ভর করছে।'

পরেশবাবু জানতে চাইলেন, 'তোমার প্রেফারেন্স লিস্টে কি আছে?'

দীপাবলীর উত্তর দিতে ভাল লাগছিল। ফর্ম জমা দেবার পর থেকে কেউ তার সঙ্গে এ বিষয়ে নিয়ে এমন অন্তরঙ্গ আলাপ করেনি। এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল ইন্টারভিউ দিয়ে সে নিজের বাড়িতেই ফিরে এসেছে। সে বলল, 'প্রথম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তারপর ফরেন সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস এবং সবশেষে রেভিন্যু সার্ভিস। তবে এ নিয়ে ভেবে কিছু লাভ নেই, একজন ইন্টারভিউয়ার খুব চটেছেন আমার ওপর। অতএব হবে না।'

মুখার্জিগিন্নী যেন খুশী হলেন মন্তব্য শুনে। তিনি তাঁর বউমাকে ইঙ্গিত করতে ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন। মেয়েটিও তাঁকে অনুসরণ করল। মুখার্জিগিন্নী এবার মাঝখানের সোফায় বসে বললেন, 'তা তোমাকে আজই চলে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ। সেইমত টিকিট করে রেখেছি।'

মুখার্জিগিন্নী জিজ্ঞাসা করলেন। 'তুমি এর আগে দিল্লীতে আসোনি তো। এবারে শহরটার কিছু দেখে যাও। কুতুবমিনার না দেখে দিল্লী ছাড়বে?'

পরেশবাবু হাসলেন শব্দ করে, 'তোমার মাসীমার ওই এক বাতিক। এখানে এত ভাল ভাল জিনিস থাকতে যে কেউ এলে তাকে কুতুব না দেখিয়ে ছাড়বে না। অবশ্য কথাটা ঠিকই, দিল্লীতে দেখার জিনিস অনেক। আগ্রাও বেশি দূরে নয়। কটা দিন থেকে সব দেখে যেতে পার। আমি অবশ্য জানি না কলকাতায় তোমার কোন জরুরি কাজ আছে কিনা।'

দীপাবলীর মনে লোভ আসছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে সদ্য পরিচিত একটি পরিবারের

আতিথ্য নিয়ে দিল্লী দেখার সঙ্কোচ কাজ করছিল। শেষ পর্যন্ত লোভটাকে সরাতে পারল সে, এবং বাধ্য হল একটা অর্ধসত্য বলতে, 'আসলে কলকাতায় ফিরেই আমি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করব। তিনি কলকাতার এক বিখ্যাত অ্যাড এজেন্সির মালিক।'

'ও।' পরেশবাবু মাথা নাড়লেন, 'চাকরিব চেষ্টা করছ বুঝি খুব ?'

'হ্যাঁ। আমার চাকরির খুব প্রয়োজন।'

এই সময় চা-জলখাবার এল। পরিমাণে প্রচুর। অনেক আপত্তি সত্বেও দীপাবলীকে তার সিংহভাগ খেতে হল। এবার মুখার্জি গিন্নী তাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। সুন্দর সাজানো বাড়ি। বাড়ি দেখিয়ে নিজের শোওয়াব ঘরে নিয়ে গিযে চেযাবে বসিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার চাকরি করা কি খুব প্রযোজন ?'

দীপাবলী মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ'।

'কলকাতায় তোমার সঙ্গে কারা থাকেন ?'

'কেউ না। আমি একা!'

'সে কি ?'

এঁদের সঙ্গ খুব ভাল লাগছিল দীপাবলীর। এমন পারিবারিক উত্তাপ সে অনেকদিন পায়নি। অতএব অকপটে সে নিজের কথা বলে গেল। বলতে বলতে নিজে এমন একমুখী হয়ে গিয়েছিল যে সে ভুলে গিয়েছিল ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে এতদিন কারো সঙ্গে কথা বলতে অপছন্দ করছে। কিন্তু আজ যতদূর সংক্ষেপে নিজের কথা বলে দেখলো অনেকটা হালকা লাগছে। সব শুনে মুখার্জি গিন্নী বললেন, 'কিন্তু তুমি তো রক্ত মাংসের মানুষ, তাই না ?'

'তার মানে!'

'তুমি এমনভাবে জীবনযাপন করছ যা খুবই অস্বাভাবিক। লেখকরা তোমার মত চরিত্র গল্পে লিখলে আমরা পড়ে বলব বানানো।'

দীপাবলী কি বলবে বুঝে পেল না। মুখার্জিগিন্নী সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, এতদিন তো কলকাতায় একা আছো, কারো প্রেমে পড়নি ?'

মুখে রক্ত জমল দীপাবলীর, 'ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'ওমা, একি কথা! এত জানো এত পড়াশুনা করছে আর এটা জানো না!' কথাগুলো বলেই হেসে ফেললেন তিনি, 'ভালই হয়েছে। তোমাকে একা পাওয়া গেল।'

গল্পে গল্পে সময় এগোল। পরেশবাবুব পুত্রবধূ এবং নাতনির সঙ্গেও জমে গেল সে। পুত্রবধূ দিল্লীরই মেয়ে। কথায় একটা অবাঙালি টান আছে। মাঝে মাঝে হিন্দী শব্দ স্বচ্ছন্দে জুড়ে দিচ্ছে সে। কিন্তু ব্যবহার খুবই আন্তরিক। দীপাবলীর খুব ভাল লাগছিল। এই পরিবেশ তার মনে মলমের কাজ করছিল। বিকেল শেষ হলে মুখার্জি পরিবারের বড় পুত্র এলেন। সুখী সুখী চেহারা। আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। দেখা গেল তিনিও ইন্টারভিউ-এর কথা জানেন। সে ব্যাপারে কিছু কথা বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন। দীপাবলীর খুব মজা লাগছিল। এঁরা কেউই জানেন না সে সত্যি কথা বলেছে কি না। তার অতীত এবং বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন মানুষের সঙ্গে এঁদের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই। শুধুমাত্র মৌখিক পরিচয়ে ভাললাগা তৈরী হওয়ায় এঁরা তাকে এত আদর যত্ন করছেন। কথাটা সে মুখার্জিগিন্নীকে বলেই ফেলল। তিনি হতভম্ব। কিন্তু তার পুত্রবধূ বললেন, 'ভাই দীপাবলী, তুমি যদি ফালতু লোক হবে তবে আই এ এস ইন্টারভিউ কি করে দিতে পারবে ? গভর্নমেন্ট তো তোমার আইডেন্টিটি ভেরিফাই করবে।'

মুখার্জিগিন্নী বললেন, 'ঠিক কথা। এ কি মেয়েরে বাবা! নিজের বিরুদ্ধে কথা বলে।

আর বউমা, এতদিনেও তোমার বাংলা আমাদের মত হল না ! কানে বড় লাগে !'

'আমি তো কৌশিস করি !' পুত্রবধূর মুখ থেকে শব্দটি বের হতেই সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ল। এমন কি দীপাবলীও। পরেশবাবু তখন ঘরে ঢুকছিলেন। হাসির কারণ জানার পর তিনি দীপাবলীকে দেখিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'কি গো ! খুব তো বলছিলে, আই এ এস দিচ্ছে যে মেয়ে সে গোমড়া মুখের হবে। তুমিও ওই বয়সে এভাবে হাসতে পারতে না !'

সন্ধে সাড়ে ছটায় মুখার্জিদের ছোটপুত্র এলেন। লম্বা, ছিপছিপে এবং সপ্রতিভ। মুখার্জি গিন্নী তাকে ডাকলেন, 'অলোক এদিকে আয়। এর সঙ্গে আলাপ কর'।

অলোক মুখার্জি এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল, 'আমার নাম তো শুনলেন। কাল রাত্রে বাবার কাছে আপনার নাম শুনেছি। ইন্টারভিউ কেমন হল' ?

'যেমন হয়। রেজাল্ট না দেখলে বোঝা যায় না।'

'কলকাতার মেয়েরা আই এ এস দিচ্ছে এমন ঘটনা খুব কম ঘটে।'

'এর আগেও ঘটেছে। হয়তো এখন থেকে বেশি সংখ্যায় ঘটবে।'

'আপনি কোন সার্ভিসে যেতে চাইছেন ?'

'প্রথমটাকেই প্রেফার করেছি।'

'এই চাকরিতে তো আপনাকে অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে। একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসার সুযোগ পাবেন না। অসুবিধে হবে না ?'

'এক জায়গায় স্থির না হয়ে বসা এতদিনে অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।'

অলোক বলল, 'ঠিক বুঝলাম না।'

দীপাবলী হেসে মাথা নাড়ল, 'এটা আপনার বোঝার কথা নয়।'

সবাই মিলে কথা হচ্ছিল। দীপাবলী দেখল অলোক প্রায় প্রতিটি ব্যাপারেই স্বচ্ছন্দ। এবং কখনই সে নিজেকে জাহির করতে চায় না। খড়্গপুর থেকে বি ই করে একটা বড় কোম্পানিতে ওপরতলার চাকরিতে আছে তা নিজের মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিল না। তার বউদির কাছে জানা গেল। অলোক বলল, 'এটা এমন কিছু নয়। টাকা রোজগার করার জন্যে পড়াশুনা করেছিলাম। একটু বুদ্ধি আর পরিশ্রম করলে ডিগ্রিটা ভালভাবে পাওয়া যায়। তারপর তারই দৌলতে যে চাকরি পেলাম সেখানে আর যাই লাগুক ওই পড়াশুনাটা কাজে লাগছে না। আমার যা কিছু ব্যাপার তা নিজের স্বার্থ জড়িয়ে। কিন্তু আপনারা চাকরি করতে যাচ্ছেন দেশের জন্যে। আপনাদের কাজকর্মের ওপরে দেশের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে থাকবে।'

কথাগুলো শুনতে খুব ভাল লাগছিল। এবং সেইসঙ্গে অলোককে প্রতি শ্রদ্ধাও জমছিল। দিল্লীতে থেকে এখানকার জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েও একটা লোক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশ্বমেধের ঘোড়া পড়ে উৎফুল্ল হয় যখন তখন তাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। বোধহয় এই জন্যেই ঋত্বিক ঘটক ওর খুব প্রিয় পরিচালক।

আজ মুখুজ্যে বাড়িতে তারই কারণে তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সারা হল। এখান থেকেই স্টেশন চলে যাবে দীপাবলী। সে চাইছিল একাই অটো নিয়ে যাবে। কিন্তু মুখার্জিগিন্নী তীব্র আপত্তি করলেন, 'পাগলামি ক'রো না এটা দিল্লী। সন্ধের পর মেয়েরা একা বিপদে না পড়লে রাস্তায় বের হয় না। অলোক তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। এখান থেকে বেশি সময় লাগবে না।'

বেরুবার আগে ভদ্রমহিলা আচমকা তাকে ডেকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। একটু কিন্তু কিন্তু করে শেষপর্যন্ত বলেই ফেললেন কথাগুলো, গতকাল উনি তোমার সঙ্গে কথা

বলে এসে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তোমার বাড়ি সম্পর্কে কিছুই জানি না। কিন্তু আজ এতক্ষণ কথা বলে আর আমার কোন দ্বিধা নেই। আমি যদি তোমাকে আমার বাড়ির বউ করে আনতে চাই তুমি আসবে?'

দীপাবলী কেঁপে উঠল। আজ পর্যন্ত কোন নারী তাকে এমন প্রস্তাব দেয়নি। সে মুখ নিচু করল। এতগুলো বছরের যন্ত্রণা এবং তাব সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে ভেতরে যে ক্ষয় শুরু হয়েছিল আচমকা তার ওপর প্রলেপ পড়ল যেন। এই প্রস্তাব গ্রহণ করা মানে সমস্ত যন্ত্রণার অবসান। মুখার্জিগিন্নী তার হাত ধরে আছে। হঠাৎ ভয় এল মনে। সে মুখ তুলল, 'কিন্তু আমি তো আই এ সার্ভিস করব ঠিক করেছি।'

'তা করেছ। কিন্তু এই চাকরি যারা করে তারাও তো অবিবাহিত থাকে না!'

'আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন।'

'সে তো নিশ্চয়ই। আমরা চাইছি মানেই তুমি আমাদের পছন্দ করবে এমন তো নাও হতে পারে। তবে আমাদের সংসার তো দেখে গেলে এর বাইরে কিছু নেই।'

'আপনারা তো আমার মুখ থেকে সব শুনেছেন। কিন্তু—'

'হ্যাঁ। সে কথা বলতে পারো। এভাবে ধরে এনে দুম করে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়তো ঠিক নয়। তবে কি জানো সম্বন্ধ করে যখন লোকে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয় তখন কারো না কারো মুখে শুনেই দেয়। সত্যমিথ্যে যাচাই করার অবকাশ ক'জন পায়! ছেলের বা মেয়ের চরিত্র কেমন তা সে ছাড়া তো অন্য কেউ পুরোটা জানতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তুমি নিজের মুখে বলেছ। অন্যের মুখে আমাদের শুনতে হয়নি। মিথ্যে বললে পরে তোমাকেই জবাবদিহি করতে হবে। তাই না?'

'আমার বৈধব্য নিয়ে আপনার ছেলের আপত্তি থাকতে পারে।'

'ও আমাদের মানসিকতাই পেয়েছে। ব্যাপারটা শুনে যখন আমাদের কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি ওরও হবে না।'

হঠাৎ কেঁপে উঠল দীপাবলী। ভিজে গলায় বলল, 'আপনি আমাকে লোভ দেখাবেন না। আমি— আমি—'। তার গলা রুদ্ধ হল।

মুখার্জিগিন্নী বললেন, 'ঠিক আছে। এখন কিছু বলতে হবে না। তুমি কি ঠিক করলে তা আমাদের জানিও। জানার পর তোমার মা ঠাকুমার সঙ্গে উনি গিয়ে দেখা করবেন। হাজার হোক এখনও বেঁচে আছেন।'

নিজেকে স্থির করতে একটু সময় নিল দীপাবলী। মুখার্জিগিন্নী তাকে বাইরের ঘরে নিয়ে এলেন। তার জিনিসপত্র ইতিমধ্যেই গাড়িতে তোলা হয়ে গিয়েছে। কিছুতেই আর আগের মত স্বচ্ছন্দ হতে পারছিল না সে। এখন এই বাড়ির প্রত্যেকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। পরেশবাবু বললেন, 'একা যাচ্ছ, সাবধানে যাবে। এই কাগজটা রাখো। আমার ঠিকানা লেখা রয়েছে। গিয়েই চিঠি দেবে।অলোক, ওকে ট্রেনের ভেতর বসিয়ে দিয়ে তবে আসবি।'

মুখার্জিগিন্নী হাসলেন, 'দীপাবলী কি আমাদের মতন? ও একা যেভাবে এসেছে তাতে ফিরে যেতে কোন অসুবিধে হবে না।'

পরেশবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। তবু সাবধানের মার নেই।'

দীপাবলীর মনে হল যাওয়ার আগে এঁদের প্রণাম করা উচিত। অন্তত এই অল্প সময়ের মধ্যেই যে স্নেহ ভালবাসা সে পেল তা কত বছর কেউ দেয়নি। এটুকুর জন্যেই মাথা নোয়ানো যায়। তার পরেই মনে হল প্রণাম করলে এঁরা ভাববেন যে প্রস্তাবে আপ্লুত হয়ে

গেছে। একটা দ্বিধা মাঝখানে এসে দাঁড়াল। সে মুখ নামিয়েই বলল, 'চলি'। তারপর ধীরে ধীরে গেট পেরিয়ে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অলোক দরজা খুলে দিতে সে একবার মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি চলতে শুরু করামাত্র দীপাবলী আড়ষ্ট হল। সে বাঁদিকে মুখ ঘুরিয়ে বাইরে তাকাল। এমন অস্বস্তি এবং সঙ্কোচ সে জীবনে বোধ করেনি। হাত-পা ভারি হয়ে আসছে। কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। দীপাবলী সোজা হয়ে বসল। নিজের একি চেহারা দেখছে সে? এমন তো কখনও হয়নি! বড় রাস্তায় গাড়ি এনে অলোক জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? এত চুপচাপ কেন?'

দীপাবলী মুখ ফেরাল না। কি জবাব দেবে? তাকে মুখার্জি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে কারণে তা অবশ্যই ওই ভদ্রলোক জানেন। এই যে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্যে এমন ব্যবস্থা করা সেটাও নিশ্চয়ই আগে থেকে ভেবে নেওয়া। আচমকা হেসে ফেলল সে। তার মত মেয়ের এমন বিড়ম্বিত হওয়া মোটেই মানায় না।

অলোক বলল, 'যাক, তবু শেষ পর্যন্ত হাসলেন! কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'কিছুই না। দিল্লীর রাত দেখছি।' গলা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল দীপাবলী।

'ও। এখন তো শূন্য রাজপথ।'

'আমার শূন্যতাই ভাল লাগে। চার ধার শূন্য হয়ে গেলে নিজেকে মূল্যবান মনে হয়।'

'যাচ্চলে! এ তো স্বার্থপরের মত কথা হয়ে গেল।'

'আমরা কে স্বার্থপর নই বলুন? কেউ কম কেউ বেশী।'

'হয়তো। কিন্তু কেউই নিজেকে স্বার্থপর ভাবতে চাই না।'

'এটাই তো মুশকিল।'

'ফের দিল্লীতে কবে আসছেন?'

ঠোঁট কামড়েই আবার স্বাভাবিক হল দীপাবলী, 'যদি কপালে লেখা থাকে তাহলে ডাক পাব। আর তখন এদিকে আসতেই হবে।'

'তার মানে সরকারি ডাক ছাড়া আসছেন না। তা কলকাতায় গেলে যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাই তাহলে দেখা করবেন তো?'

'নিশ্চয়ই।' বলামাত্র দীপাবলীর খেয়াল হল মুখার্জি পরিবারের কেউ তার ঠিকানা চেয়ে নেয়নি। মুখার্জিগিন্নী অমন উৎসাহ দেখালেন অথচ যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা রাখেননি। নাকি উনি ভেবেছেন সে নিজেই চিঠি লিখে জানাবে বিয়ে করতে রাজী এবং সেই চিঠিতে ঠিকানাটা জানিয়ে দেবে! অদ্ভুত ব্যাপার তো!

অলোক জিজ্ঞাসা করল, 'আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন। ঠিক আছে, গিয়ে বিরক্ত করব না।'

দীপাবলী মুখ ফেরাল, 'দেখা যে করবেন ঠিকানা পাবেন কোথায়? আপনারা কেউ আমার ঠিকানা জানেন না। তাই না?'

'জানি। বাবা গতকালই আপনার ঠিকানা পেয়েছেন।'

'সেকি? কি করে?'

'কাল রাত্রে যেখানে ছিলেন সেখানে আপনাকে ঠিকানা লিখতে হয়েছিল।'

দারুণ লজ্জা পেল দীপাবলী। এবং খুব খারাপ লাগল। আজকাল অল্পে সে মানুষকে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। আগে কখনই এমন ভাবনা মাথায় আসত না। ওই চাকরিজীবন কি তার মানসিকতাই পাল্টে দিল? যদি এখন মুখার্জিগিন্নী তার মনের

চেহারাটা দেখতে পেতেন তাহলে— ! সে চুপ করে রইল। ভাগ্যিস অলোক আর কথা বাড়ায়নি।

প্ল্যাটফর্মে তখনও ট্রেন আসেনি। অলোক জিজ্ঞাসা কবল, 'আপনি ভাল বলতে পারবেন ? ট্রেনে ভাল খাবার পাওয়া যায় আজকাল ?'

'যা যায় তাতেই ম্যানেজ করে নিতে পারি।'

যাত্রীর ব্যস্ততা, মাইকের আওয়াজ, কে বলবে এখন বেশ বাত। দীপাবলীব মনে পড়ল, আসার সময় এই স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে কিবকম একলা লেগেছিল। তখন দিল্লীটাকে একটুও সহজ জায়গা বলে মনে হয়নি। এখন অলোকপাশে দাঁড়াতে সেসব অনুভূতি আর হচ্ছে না। অলোক অনেকক্ষণ কথা বলছে না, এবং বলছে না বলেই তার ভাল লাগছে। হঠাৎ সে বলল, 'রাত হয়ে গেছে। আপনাকে ফিবতেও হবে অনেকটা।'

অলোক ঘাড় নাড়ল, 'অসম্ভব। মায়েব আদেশ, আপনাকে শেষপর্যন্ত দেখে যেতে হবে'।

'বাবাঃ, আপনি দেখছি খুব মাতৃভক্ত !'

'সময় বিশেষে।' বলেই হেসে উঠল অলোক 'আমাব উপস্থিতি আপনার পছন্দ হচ্ছে না !'

'এ মা ! আমি তাই বলেছি ?' দীপাবলী প্রতিবাদ কবল।

'কলকাতায় গিয়ে কি কববেন ? মানে এখনকার পরিকল্পনা কি ?'

'অপেক্ষা করা ?'

'অপেক্ষা ? কিসের ?'

'ডাকের। যার পরীক্ষা দিযে গেলাম।'

'ও। তাই বলুন।'

গাড়ি এল। দীপাবলীকে তার জায়গায় বসিয়ে অলোক বলল, 'পৌঁছানো সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত মা-বাবা অস্বস্তিতে থাকবেন। ওটা দয়া করে দেবেন।'

দীপাবলী ঘাড় নাড়ল। অলোক কামরা থেকে নেমে জানলার গায়ে এল, 'প্রার্থনা করছি সরকার আপনাকে ডাকবেন এবং আমরা একজন ভাল প্রশাসক পাব।'

দীপাবলী হেসে ফেলল। খানিকটা দূরে সরে দাঁড়াল অলোক। এবং শেষ পর্যন্ত ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ বুক খালি করে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। অদ্ভুত ভদ্রতা দিয়ে নিজেকে মুড়ে রাখতে পারল অলোক। একবারের জন্যেও এমন কথা বলেনি যার জবাব দিতে সে অস্বস্তিতে পড়ত। অন্তত এই একটি পরিবারের প্রতিটি মানুষ তার দেখা অনেক চরিত্র থেকে ব্যতিক্রম। এই রকম সম্ভ্রম রেখে যাঁরা মেলামেশা করতে পারেন, আচমকা অর্জুন নায়কের কথা মনে পড়ে গেল তার। লোকটার যত দুর্নামই থাকুক কোনদিন তাকে অসম্মান করেনি। তবু অলোকের সঙ্গে লোকটার কত তফাত। অলোককে বন্ধু ভাবতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না।

কলকাতায় দিন কাটছিল একই তালে। কোনও বৈচিত্র্য নেই। শুধু বিজ্ঞাপন দেখে যাওয়া। মাঝে মাঝে মনের মত কিছু পেলে দরখাস্ত। ফিরে এসে সে মিসেস মুখার্জিকে পৌঁছসংবাদ জানিয়েছে। তার উত্তরও লিখেছিলেন তিনি। এবং সেই চিঠিতে প্রস্তাব-বিষয়ক কোন কথাবার্তা নেই। খুব স্নেহমাখানো ছিল সেটা। দীপাবলীর ভাল লেগেছিল। কিন্তু কি উত্তর লিখবে ভেবে না পাওয়ায় রেখে দিয়েছিল। তারপরে সময় গিয়েছে কিছুটা।

সর্বভারতীয় পরীক্ষায় কৃতকার্য হবেই ধরে নিয়ে বসে থাকা নিতান্ত বোকামি তা বুঝতে

দীপাবলীর অসুবিধে হয়নি। তার বিশ্বাস ছিল ডাক আসবেই কিন্তু বিশ্বাস থাকা এবং সেটা বাস্তবে হওয়া এক নাও হতে পারে। অতএব অন্য চাকরি দরকার। তার মনে পড়ল সুবিনয় সেনের কথা। ভদ্রলোক দীননাথ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজি বাংলা যে-কোন কাগজের বড় বড় বিজ্ঞাপনগুলোর নিচে দীননাথজীর বিজ্ঞাপনসংস্থার নাম সংক্ষেপে ছাপা হতে দেখেছে সে। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলে কি রকম হয়? যদিও সে বিজ্ঞাপনের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না তবু সুযোগ পেলে শিখে নিতে নিশ্চয়ই পারবে। একটা ব্যাপার সে প্রায়ই ভাবে। এতগুলো বছর কেটে গেল, ঠিকঠাক পড়াশুনা করল কিন্তু কোন বিষয়েই নিজেকে যোগ্য করতে পারল না। সে গলা তুলে বলতে পারবে না এই বিষয়টা আমি জানি এবং তা থেকে আমি অর্থ রোজগার করতে পারব। একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বা ট্যাক্সি ড্রাইভারের যে যোগ্যতা আছে এবং তা নিয়ে যে-কোন জায়গায় যে দাবি সে করতে পারে তার বিন্দুমাত্র সে এতদিন অর্জন করেনি। শুধু সে নয়, পশ্চিমবাংলার নব্বুইভাগ ছেলেমেয়ে একই অপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার ফসল। ফলে ভিক্ষে চেয়ে কাটাতে হবে জীবন, দাবি করার জোর থাকবে না।

মায়া কলকাতায় নেই। এক তরুণ পরিচালকের ছবিতে অভিনয় করতে দার্জিলিং-এ গিয়েছে। মাসীমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি রাজী হননি। মেয়েটা ক্রমশ ফিল্ম লাইনে জায়গা করে নিতে পারবে বলেই মনে হয়। নায়িকা নয়, পার্শ্বচরিত্রে এর মধ্যে অনেকগুলো কাজ পেয়ে গিয়েছে।

সকাল দশটায় মোটামুটি ভদ্র হয়ে দীননাথ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখা করবে বলে দীপাবলী বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল। দরজা থেকে নামতেই সে একটা পুলিশভ্যান দেখতে পেল। ভ্যান থেকে একজন পুলিশ অফিসার কাউকে যে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করছেন সেটা তাদেরই। দীপাবলী এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কাকে খুঁজছেন'?

ভদ্রলোক নেমে এলেন গাড়ি থেকে, 'মায়াদেবী আপনার কেউ হন?'

'কেন বলুন তো?'

'একটা দরকারী খবর দেওয়ার আছে।'

'আমাকে বলতে পারেন। আমরা এক বাড়িতেই থাকি।'

'ও। আমরা একটু আগে দার্জিলিং থেকে খবর পেয়েছি। কাল রাত্রে শ্যুটিং-এর সময় ওঁর অ্যাকসিডেন্ট হয়। কন্ডিশন খুব খারাপ।'

'কি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?'

'তা আমাদের জানানো হয়নি। ঠিক আছে, চলি।'

ভ্যানটা বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নড়তে পারল না দীপাবলী। মায়ার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে! সে কি করবে বুঝতে পারছিল না। এর মধ্যে পুলিশ দেখে যে ভিড় জমে গিয়েছিল তার এক অংশ খবরটা ছড়িয়ে দিয়েছে। সে ভেতরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মাসীমা তীরের মত ছুটে এলেন, 'হ্যাঁরে, যা শুনছি তা সত্যি?'

মাথা নাড়ল দীপাবলী, হ্যাঁ। মাসীমা মুখে আঁচল চেপে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। দীপাবলী তাঁকে জড়িয়ে ধরল। ভিড় জমে গেল দরজা খোলা থাকায়। মায়াকে সবাই চেনেন। এ পাড়ার ডানপিটে মেয়ে হিসেবে তার প্রচার ছিল ছেলেবেলায়।

দীপাবলী কোনমতে মাসীমাকে ভেতরে নিয়ে এসে বলল, 'আপনি ভেঙে পড়বেন না মাসীমা। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে কিন্তু ও এখনও বেঁচে আছে। আমাদের এখনই দার্জিলিং-এ যাওয়া উচিত। আপনি তৈরি হন আমি ব্যবস্থা করছি সব।'

মাসীমা মাথা নাড়লেন কাঁদতে কাঁদতে, 'আমি যাব না। যাওয়ার সময় যেতে বলেছিল তবু যাইনি গেলে হয়তো এমন হত না।'

'আশ্চর্য, যাননি বলে বিপদের সময় যাবেন না?'

দীপাবলী বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে সুদীপকে খবর দিল। সুদীপ তখনও বাড়িতে ছিল। খবরটা শুনে ঠোঁট কামড়ালো। দীপাবলী তাকে বলল, 'আজ সন্ধের ট্রেনে মাসীমাকে নিয়ে আমাদের যাওয়া উচিত সুদীপ।'

'ভিড় বাড়িয়ে কি হবে? আমি একাই যাচ্ছি।' সুদীপ গম্ভীর গলায় বলল।

'তুমি একা ম্যানেজ করতে পারবে?'

'হসপিটালে ম্যানেজ করার কিছু নেই। তা ছাড়া ওকে দেখাশোনা করার জন্যে শমিত আছে। ওই শ্যুটিং পার্টিতে সে-ও ছিল।'

'শমিত একই ছবিতে অ্যাক্টিং করছে?'

'হ্যাঁ। ঠিক আছে। তুমি মাসীমাকে বলো তৈরী হতে, আমি বিকেলে স্টেশনে যাওয়ার সময় ওঁকে তুলে নেব।'

দীপাবলীর কিছু ভাল লাগছিল না। আজ দীপাবলীর ওখানে যাওয়ার মনটাও নেই। কেবলই মায়ার মুখ মনে পড়ছিল। অন্যরকম হয়ে বেঁচে থাকার উৎসাহ পেয়েছিল সে মায়াকে দেখে, কলকাতায় পড়তে এসে। সেই মায়া এখন হাসপাতালে! কিন্তু শমিত সঙ্গে আছে। এ কথা যাওয়ার আগে মায়া তাকে বলে যায়নি। সুদীপ জানত। আর সুদীপ এখন বলল না তাকে সঙ্গী হতে। সত্যি তো, অনর্থক ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি! ক্লান্ত পায়ে বাড়িতে ফিরতেই সে ডাক পিওনের দেখা পেল। তার চিঠি এসেছে।

॥ ২১ ॥

খাম খুলে চিঠির ওপর নজর বোলাতে বোলাতে দীপাবলীর মুখে অদ্ভুত সব অভিব্যক্তি খেলা করে যেতে লাগল তারই অজান্তে। এই মুহূর্তে মায়ার দুর্ঘটনার কথা সে একেবারে বিস্মিত। একদিকে প্রত্যাশা পূর্ণ হবার আনন্দ অন্য দিকে একটা আচমকা বিস্ময়। সে চিঠিটা দুবার পড়তেই একটি বউ দৌড়ে এল, 'উনি তোমাকে অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছেন। তাড়াতাড়ি এসো।'

দীপাবলীর বাস্তবে ফিরে আসতে দেরি হল না, 'কে?'

'জেঠিমা।'

দীপাবলী এবার মায়াদের শরিকের পুত্রবধূকে চিনতে পারল। এঁকে সে খুব কমই দেখেছে। এই বাড়ি ভাগাভাগি হবার পর আর দেখার সুযোগ হয়নি। সে কথা না বাড়িয়ে মায়ার মাকে দেখার জন্যে পা বাড়াতেই বউটি বলল, 'ওকে এখন আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে।'

দীপাবলী বউটিকে অনুসরণ করল। এখানে আসার পর মায়ার মাকে সে একটি বছরের জন্যেও বাড়ির এই এলাকায় পা বাড়াতে দ্যাখেনি। বিপদ মানুষের ব্যবধান কমিয়ে দেয়! মাসীমা বসেছিলেন একটা তক্তাপোশের ওপর। তাঁকে ঘিরে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন কয়েকজন। একজন বলে উঠল, 'ওই তো এসে গিয়েছে। এবার একটু শান্ত হন!'

মাসীমা কাঁদছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে মনের অবস্থার প্রচুর পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। কাঁপা হাত বাড়িয়ে তিনি দীপাবলীকে আঁকড়ে ধরলেন, 'কি হবে এখন?'

দীপাবলী পাশে এসে বসল, 'আপনি নার্ভাস হবেন না। আমি একটু আগে সুদীপের সঙ্গে

কথা বলে এসেছি। ও আজ সন্ধের ট্রেনে দার্জিলিং-এ যাচ্ছে। আপনাকেও তৈরি হয়ে থাকতে হবে। যাওয়ার পথে সুদীপ আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু তার খবর কি ?'

'সেটা এখনই জানা যাচ্ছে না, গিয়ে জানতে পারবেন।'

'জানতে পারবেন মানে ? তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছো না ?'

'এত লোক গিয়ে ভিড় বাড়িয়ে কি লাভ ?'

যে সব মহিলা শুনছিলেন তাঁদের একজন বললেন, 'এত লোক কোথায় ? জামাই আর শাশুড়ি। দুজনে গিয়ে সামলাতে পারবে কি করে ?'

'দুজনে কেন হবে ?' শমিতের নামটা উচ্চারণ করতে গিয়েও সামলে নিল সে, 'ওখানে শ্যুটিং করতে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরাও নিশ্চয়ই পাশে দাঁড়িয়েছেন।'

হঠাৎ মাসীমা দীপাবলীর হাত আঁকড়ে ধরলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে চল। তুমি কাছে না থাকলে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ব। আমার মাথায় কিছু আসছে না।'

সেই মহিলা বললেন, 'ঠিকই তো। রক্তের আত্মীয় না হোক একই বাড়িতে একই হাঁড়িতে তো মাসের পর মাস থাকা খাওয়া হচ্ছে, তার কোন দাম নেই ? তাছাড়া তুমি তো মায়ার কতদিনের বন্ধু ! সে হাসপাতালে আছে আর তুমি এ বাড়িতে একা থাকতে পারবে ?'

দীপাবলী মাসীমার দিকে তাকাল। তাঁর চোখ থেকে সমানে জল ঝরছে। ধীরে ধীরে হাল ছেড়ে দিল সে। তার বাঁ হাতে ধরা খামটার কথা এখন এই পরিবেশে কাউকে বলা যাবে না। আর সেই খামের ভেতর ভাঁজ করা চিঠি বলছে সময় বেশি নেই। কিন্তু সে মায়ার কাছে ঋণগ্রস্ত। যাদবপুরের কলোনিতে যখন অসুস্থ বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল তখন মায়াই তাকে এই বাড়িতে তুলে এনে সেবা করেছে। এমন কি আশ্রয়হীন হয়ে এই পর্বে কলকাতায় এসে সে মায়ার সাহায্যেই এ-বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। ব্যক্তিগত যে সমস্যাই থাকুক মানুষ হিসেবে সব উপেক্ষা করে দার্জিলিঙ-এ ছুটে যাওয়া উচিত। সে ভাঙা গলায় বলল, 'ঠিক আছে, মাসীমা, আপনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন। আমরা স্টেশনে গিয়ে আর একটা টিকিট কিনে নেব।'

দীপাবলী সিঁড়ি ভেঙে নিজের ঘরে ফিরে এল। দরজা খুলে সটান বিছানায়। টান টান সমস্ত শরীরে অদ্ভুত অবসাদ। তার খামটি হাতের মুঠোয় তখনও ধরা। অথচ শরীরে একটা ঝিমঝিমানি পাক খাচ্ছে। চিঠিটা হাতে পেয়ে যে আনন্দ এবং বিস্ময়ে একসঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত সত্বায় তা আচমকা থিতিয়ে গিয়েছে যেন।

ওই চিঠির লেখাগুলো বলছে সময় বেশি নেই। মেডিক্যাল বোর্ড এবং মুসৌরি সার্ভিস কলেজে যোগ দিতে মাত্র দিন সাতেক সময় দেওয়া হয়েছে। এই সাতদিনের মধ্যে অন্তত দুদিন চলে যাবে পথেই। অর্থাৎ হাতে থাকল পাঁচ দিন। এর মধ্যেই তাকে সব গুছিয়ে নিতে হবে। কলকাতার পাট হয় তো পাকাপাকিভাবে চুকিয়ে দিতে হবে। অত দূরের পথ, রেলের রিজার্ভেশন আজকেই করা দরকার। মিনিট তিনেক শুয়ে রইল দীপাবলী। এবং তখনই তার মনে ভেসে উঠল অমরনাথ এবং সত্যসাধন মাস্টারের মুখ। সেই মুখ দুটিতে উজ্জ্বল হাসি। দীপাবলী চোখ বন্ধ করল, 'বাবা, আমি পেরেছি।' অমরনাথ যেন তৃপ্তির হাসি হেসে সত্যসাধন মাস্টারের দিকে গর্বিত দৃষ্টিতে তাকালেন। সত্যসাধন এগিয়ে এলেন। চোখ বন্ধ করে তাঁকে দেখতে গিয়ে হঠাৎই যেন সেই ঘামের গন্ধ নাকে এল। সত্যসাধন মাস্টার বললেন, 'আমি কইছিলাম তুম পারবা। নাউ আই অ্যাম প্রাউড অফ

ইউ। গো অ্যাহেড। প্রথম তোমার প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হইল। ফাইট দ্যাট। ডোণ্ট লুক ব্যাক।'

চোখ খুলে ফেলল। সে যে ছাদের ঘরে শুয়ে এটুকু বুঝতে সময় লাগল। এবং তারপরেই সর্বাঙ্গে কাঁপুনি এল। সে কি সত্যি এতক্ষণ মৃত মানুষের দেখা এবং কথাবার্তা শুনেছে ? আশ্চর্য ! এখনও নাক থেকে নস্যির গন্ধটা দূর হয়নি। ধীরে ধীরে তার বুকে অদ্ভুত শক্তি জড়ো হল। এখন তোমার প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হইল। মাস্টারমশাই, তাহলে এতদিন আমি কি করেছি ? ডোণ্ট লুক ব্যাক ! ঠিক আছে, পেছনের দিকে আর ফিরে তাকাব না। দীপাবলী খাট থেকে নামল। ঘড়ি দেখল। তাকে এখনই যেতে হবে ডালহৌসিপাড়ায়। দুটো টিকিটই একসঙ্গে কাটবে। যেমন করেই হোক দার্জিলিং থেকে ফিরে আসবে চারদিনের মধ্যে। আরও আগে ফিরলে খুবই ভাল। খামটাকে স্যুটকেসে ঢুকিয়ে সে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের দিকে তাকিয়ে একটু ভাবল। এই হলাম আমি। কোন ভাল জিনিস নিরবচ্ছিন্নভাবে দিতে ঈশ্বর চিরকাল যার ওপর নারাজ। কেন ? কেন সে এই চিঠি পেয়ে ধীরস্থির সুস্থভাবে চাকরিতে যেতে পারবে না ? কেন তাকে তার আগে দার্জিলিং-এ ছুটতে হবে ? মায়ার দুর্ঘটনা কি এখনই না ঘটালে চলত না ? নিজের মুখের দিকে তাকাল সে। হ্যাঁ, সে লড়াই করবে। শেষতক। দেখা যাক জিততে পারে কিনা।

বিকেলে সুদীপ এল ট্যাক্সি নিয়ে। ততক্ষণে টিকিট কিনে বাড়ি ফিরে মাসীমাকে নিয়ে দীপাবলী তৈরী। সুদীপ তাকে তৈরী দেখে অবাক, 'সেকি ? তুমি যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ। মাসীমা চাইছেন আমি সঙ্গে যাই।'

'ও। ভালই।'

মাসীমাকে বাড়ির বাইরে সে কখনও দ্যাখেনি। আজ দেখে অবাক। যে ভদ্রমহিলার ভালো পড়াশুনা আছে, বাঙালি মেয়েদের জাগরণের গল্প যার মুখস্থ, অনেক ব্যাপারেই যিনি উদার মানসিকতায় নিতে পারেন তিনি দরজার বাইরে পা দেওয়ামাত্র কেমন জড়ভরত হয়ে গেলেন। ঘোমটা নামল ভুরুর ওপরে, ট্যাক্সিতে বসে রইলেন পুঁটুলির মত। জামাই হিসেবে সুদীপ তো তার অনেকদিনের চেনা। বিয়ের আগেও গল্প করেছেন। অতএব তাকে দেখে লজ্জা পাওয়ার কথা নয়। হয়তো মেয়ের দুর্ঘটনার কথা শোনার পর থেকেই ওঁর নার্ভ ঠিক জায়গায় নেই। সুদীপও কোন কথা বলছে না।

ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি। মেয়েদের কামরায় দীপাবলী উঠল মাসীমাকে নিয়ে। সুদীপ যাওয়ার আগে অবশ্য জিজ্ঞাসা করে গিয়েছিল পথে তাকে আসতে হবে কিনা। মাসীমা মাথা নেড়ে নিচু গলায় বলেছিলেন, 'না, ওকে বল কষ্ট করার দরকার নেই।' গলা যত নিচেই থাক সুদীপ শুনতে পেয়েছিল। সে চলে যাওয়ার পর ট্রেন ছাড়লে দীপাবলীর মনে হল সমস্ত ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। সুদীপের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে তিনি কি ভাবে নিয়েছিলেন তা সে জানে না। তখন সে কলকাতার বাইরে। কিন্তু সুদীপের কাছ থেকে যখন মায়া চলে এল তখন যে তিনি মেয়েকে সমর্থন করেছেন এমন নজির সে পায়নি। মাঝে মাঝে মা মেয়েতে এই নিয়ে কিছু কথা কাটাকাটিও হয়েছে। কিন্তু এসব কিছুই তার উপস্থিতিতে কখনও করেননি মাসীমা। মনে হয়েছিল সুদীপের সঙ্গে একটা সমঝোতায় মেয়েকে যেতে বলতেন তিনি। আর এই দুর্ঘটনার পর হঠাৎ কেন সুদীপ সম্পর্কে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। এখন বোঝা যাচ্ছে কেন তিনি একা সুদীপের সঙ্গে যেতে চাননি। এমন হতে পারে মেয়ের দুর্ঘটনার পরোক্ষ কারণ হিসেবে তিনি জামাইকে দায়ী করছেন। অন্তত

সুদীপের সঙ্গে এতটা পথ ট্যাক্সিতে আসার সময় যিনি কথা বলেননি, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অথবা কামরায় বসেও যিনি নির্বাক ছিলেন তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁর মন্দ লাগার কথা। দীপাবলী প্রকাশ্যে এ ব্যাপারে কোন কৌতূহল দেখাল না। হঠাৎ ছুটন্ত দার্জিলিং মেলে বসে ছুটে যাওয়া উল্টোডাঙার দিকে তাকিয়ে তার খেয়াল হল এটাই জলপাইগুড়ি যাওয়ার পথ। কতকাল এই পথে এই ট্রেনে যাওয়া হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত সব নস্ট্যালজিক অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়ে গেল সে।

হঠাৎ মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দার্জিলিং-এ গিয়ে মায়া কি তোমাকে চিঠি লিখেছে ?'

চমকে উঠল দীপাবলী, 'না তো।' মাসীমা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কেন বলুন তো ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাসীমা জবাব দিলেন, 'কে যেন বলল তোমার চিঠি এসেছে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা তো দিল্লি থেকে।'

'দিল্লি ?'

'হুঁ। আমি ইন্টারভিউতে পাস করেছি।' কথাটা না বলে পারল না সে।

চট করে মুখ তুলে ঘোমটার নিচ দিয়ে দীপাবলীকে দেখলেন একবার তারপর আবার মুখ নামিয়ে নিলেন মাসীমা। অনেকক্ষণ কোন কথা নেই। দক্ষিণেশ্বর স্টেশন ছাড়িয়ে বালি ব্রিজের ওপর উঠে পড়ল ট্রেন। গুম গুম শব্দ বাজছিল অন্ধকারে। যাত্রীরা অনেকেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের উদ্দেশে নমস্কার করছিল। দীপাবলী দেখল মাসীমা একটুও নড়লেন না। হয় তিনি ওখানে মন্দিরের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানেন না অথবা কোন উৎসাহ নেই। বেশ কিছুক্ষণ বাদে চারধার যখন শান্ত শুধু চাকার আওয়াজ ছাড়া কোন শব্দ বাজছে না তখন মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে কবে যেতে হবে ?'

'দিন পাঁচেকের বেশি সময় পাব না।'

'ও। এই যাওয়াই শেষ যাওয়া ?'

'শেষ যাওয়া বলছেন কেন ? আমি কি ছুটি পাব না ?'

'মানুষের পায়ের তলায় শেকড় আছে। পুরনো জায়গা থেকে শেকড় তুলে নিতে তার যেমন বেশি সময় লাগে না তেমনি নতুন জায়গায় সেই শেকড় বসে যেতেও দেরি হয় না।'

'ঠিক আছে, আপনি দেখবেন।'

'তোমার তাহলে আমাদের সঙ্গে আসা উচিত হয়নি।'

দীপাবলী জবাব দিল না।

মাসীমা বললেন, 'যখন ওরা তোমাকে আসার জন্যে জেদাজেদি করছিল তখন তো তুমি এই চিঠিটার কথা আমাকে বলতে পারতে।'

'বললে আপনি নিশ্চয়ই নিষেধ করতেন। কিন্তু মায়াকে দেখতে যাওয়া আমার কর্তব্য।'

'কর্তব্য ? আমরা গিয়ে ওকে দেখতে পাব না।'

'আঃ, মাসীমা, কি যা তা বলছেন আপনি ?'

'আমার মন বলছে। ওর ঠিকুজিতেও ছিল। এই বয়সে একটা বড় ফাঁড়া আছে যা কাটানো খুব মুশকিল। ও তো কখনও বিশ্বাস করেনি এসব কথা, আমারও মাথায় ছিল না।'

'মাসীমা, ঠিকুজিতে অনেক ভাল ভাল কথা লেখা থাকে। জাতক রাজা বাদশা না হোক রবীন্দ্রনাথ হবে। কজন হয় ?'

'মন্দ কথা ভীষণ ফলে যায়। বয়স হলে বুঝতে পারবে।'

দার্জিলিং-এর পথে জিপে বসে সুদীপ বলল, 'কোন রেফারেন্স সঙ্গে নেই, না ?'

'কিসের রেফারেন্স ?'

'কোন হাসপাতালে মায়াকে নিয়ে গেছে ওরা !'

'দার্জিলিং-এ নিশ্চয়ই কলকাতার মত এতগুলো হাসপাতাল থাকবে না।'

এইটুকুই। সুদীপ আর কথা বাড়ায়নি। সুদীপ বসেছিল সামনের সিটে। পুরো জিপই ভাড়া করেছিল সে। মাসীমা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন চুপচাপ। বাইরে প্রকৃতি যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৃশ্যগুলো একের পর এক সাজিয়ে যাচ্ছে সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রথমবার দার্জিলিং-এ যাওয়ার উত্তেজনাও দীপাবলীর নেই। সে পেছন থেকে সুদীপকে দেখছিল। না, তার বিন্দুমাত্র রাগ হচ্ছিল না সুদীপের ওপরে। বরং হঠাৎ ওর প্রতি এক ধরনের সহানুভূতি তৈরি হল। সুদীপ জেনেশুনে দুঃখ কিনেছিল। বন্ধুর প্রতি আসক্ত কোন নারীকে যতই ভাল লাগুক আর যাই হোক বিয়ে করা মানে দুঃখকে পথ দেখিয়ে ঘরে ঢোকানো। মায়া ওকে কোনদিন ভালবাসেনি। শমিতের মনে যন্ত্রণা দিতেই সে সুদীপকে বিয়ে করেছিল। ধীরে ধীরে সুদীপ নিশ্চয়ই মোহমুক্ত হয়েছে। আর আজ এই যে সে যাচ্ছে মায়াকে দেখতে তার পেছনে কতটা আবেগ আর কতটা কর্তব্য তা ঈশ্বরই জানেন। এইরকম মন নিয়ে যে যায় তার যাওয়াটা যেমন মর্মান্তিক যার কাছে যাওয়া হচ্ছে তারও তেমনি সুখের নয়। হয়তো এটাই সুদীপের জীবনে শেষ প্রায়শ্চিত্ত করা, নিজের ভুলের। মানুষ বড় হবার নেশায় এমনি ভুল করে যায়।

দার্জিলিং-বাজারের গায়েই যে পুলিশ স্টেশন তার সামনে জিপ দাঁড় করাল সুদীপ। নেমে বলল, 'আগে এখান থেকে খোঁজ নিয়ে যাই।'

ও চলে গেলে মাসীমা বললে, 'পুলিশের কাছে তো আসিনি, হাসপাতালে সোজা চলে গেলেই তো হত ! মিছিমিছি সময় নষ্ট !'

কথাগুলোয় যথেষ্ট বিরক্তি মাখানো, দীপাবলী কোন জবাব দিল না। মিনিট তিনেক বাদে সুদীপ বেরিয়ে এল পুলিশ স্টেশন থেকে। এসে ড্রাইভারকে বলল, 'হাসপাতাল।'

সে গাড়িতে ওঠামাত্র দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু শুনলে ?'

'হুঁ। হেড ইনজুরি।'

'কণ্ডিশন কি রকম ?'

'এরা বলতে পারল না।'

হাসপাতালের দরজাতেই শমিত এবং আর একজন দাঁড়িয়ে। তাদের দেখতে পেয়ে প্রায় ছুটে এল শমিত, 'এখানকার ডাক্তাররা খুব চেষ্টা করছেন, কিন্তু— !'

'কিন্তু কি ?' প্রশ্নটা করল সুদীপ।

'চান্স কম। কলকাতায় রিম্যুভ করতে পারলে কিছু সুবিধে পাওয়া যেত। কিন্তু যা কণ্ডিশন তাতে নড়াচড়া করা অসম্ভব।' শমিতের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, শরীর বেশ কাহিল। দেখলেই বোঝা যায় নির্ঘুম রাত কাটছে।

দীপাবলী দেখল সুদীপের মুখচোখ শক্ত হয়ে উঠছে। সে চটপট জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে এখন দেখা যাবে ? মাসীমাকে অন্তত একবার— !'

শমিত দূরে দাঁড়ানো লোকটির উদ্দেশ্যে বলল, 'একবার মাসীমাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা দেখুন। আপনার সঙ্গে তো ভাল আলাপ হয়ে গিয়েছে।'

লোকটি মাথা নাড়ল, 'আসুন।' সঙ্গে সঙ্গে মাসীমা দীপাবলীর হাত চেপে ধরলেন। অগত্যা তাকেও সঙ্গে যেতে হল। এবং দেখা গেল সুদীপ ওদের অনুসরণ করছে।

লোকটির পরিচয় থাকা সত্ত্বেও একজনের বেশি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি কর্তৃপক্ষ দিলেন না। প্রথমে তো তাও দিচ্ছিলেন না। অবস্থা খুবই খারাপ। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। অতএব মাসীমাকে একাই যেতে বলা হল। তিনি দুপা এগিয়ে থেমে গেলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'না, আমি যাব না। সুদীপ, তুমি ওকে দেখে এসো।'

দীপাবলী হতভম্ব। সে দেখল সুদীপ তার দিকে তাকিয়েছে। তারপরেই যেন ঝটকা মেরে নিজেকে সচল করে এগিয়ে গেল ভেতরে। মাসীমা দাঁড়িয়ে থাকলেন গম্ভীর মুখে। দীপাবলী ওঁর পাশে চলে এল। এসে হাত ধরল। না, মানুষের মনের কোন চেহারাই তার আজ পর্যন্ত জানা নেই।

মিনিট তিনেক বাদে সুদীপ বেরিয়ে এল। থমথমে মুখ। দীপাবলী ওর দিকে এগিয়ে গেল। সুদীপ মাথা নাড়ল, 'কোন লাভ নেই গিয়ে। সারা মুখমাথায় ব্যাণ্ডেজ করা। সেন্সও নেই।'

যে লোকটি শমিতের অনুরোধে তাদের ভেতরে নিয়ে এসেছিল সে বলল, 'চলুন, বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। একটু বাদে ডাক্তারবাবু আসবেন। তার সঙ্গে কথা বলব।'

ওরা বাইরে এসে শমিতকে দেখতে পেল না। লোকটি বলল, 'আমি অ্যাসিস্টেণ্ট প্রোডাকসন ম্যানেজার। দিদি আমাদের ছবিতে কাজ করতে এসেছিলেন। দিদির অ্যাকসিডেণ্টের জন্যে দুদিন শ্যুটিং বন্ধ ছিল। প্রত্যেকেরই মন খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'এটা ঘটল কি ভাবে ?'

লোকটি একটু চুপ করে থাকল। সুদীপ রাগী গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন ?'

লোকটি বলল, 'কি বলব, ভাগ্য ! আপনাদের শুনতে খারাপ লাগবে। দোষ দিদিরই।'

'তার মানে ?' সুদীপের স্বর চড়া হল।

'লেবং-এর রাস্তায় শ্যুটিং হচ্ছিল। সিনটা ছিল, দিদি রাস্তা থেকে খানিকটা নেমে ফুল তুলতে যাবেন এমন সময় হিরো জিপ নিয়ে ওপরে ব্রেক করে দাঁড়াবে। ডিরেক্টর দিদিকে মাত্র দু'পা নামতে বলেছিলেন। জায়গাটা মোটেই খাড়াই নয়। কিন্তু দিদি তা না শুনে আরও নিচে নামতে চেষ্টা করতেই পা হড়কে পড়ে যান বিশ ফুট নিচে পাথরের ওপর। ওখান থেকে তুলে হাসপাতালে আনতে কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে আমাদের।'

'আমি বিশ্বাস করি না এ কথা।' সুদীপ প্রতিবাদ করল।

'মানে ?' লোকটা হাঁ হয়ে গেল।

'অভিনয়ের ব্যাপারে মায়া খুবই ডিসিপ্লিন্‌ড। পরিচালক যা বলে তার বাড়তি নিজে করে না।'

'তাই তো দেখতাম। এবারই হঠাৎ। আসলে আগের রাত থেকে উনি খুব অফ মুডে ছিলেন।'

'অফ মুডে ছিলেন কেন ?'

'তা আমি বলতে পারব না। আচ্ছা, আপনারা দিদির— ?'

দীপাবলী কথা বলল, 'উনি মায়ার মা আর ও স্বামী।'

'বাঃ, তাহলে কোন চিন্তা নেই। প্রোডিউসার অবশ্য বলেছেন ইউনিটের তরফ থেকে যতদূর সাধ্য সবই করা হবে। তবু আপনারা আসতে আমার স্বস্তি হচ্ছে। আমাকে এখন এই ডিউটিতে রাখা হয়েছে। অবশ্য শমিতবাবু ছিলেন, কিন্তু যা নার্ভাস মানুষ।'

দীপাবলী মুখ ফিরিয়ে শমিতকে কোথাও দেখতে পেল না। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'ওই সময় শমিত কাছে ছিল, মানে, শ্যুটিং স্পটে ?'

'হ্যাঁ। শমিতবাবুই তো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আগে নিচে পৌঁছে দিদিকে তুলে ধরেন। উনিই তো ওঁকে ওপরে তুলে আনতে সাহায্য করেন। তারপর থেকে এখানেই রয়ে গেছেন। রাত্রেও হোটেলে যাচ্ছেন না। প্রথম দিন কিছুই খাননি। তারপর আমিই জোর করে খাবার এনে খাওয়াচ্ছি। উনি যা করছেন তা নিজের মানুষও খুব কম করে।'

দীপাবলী দেখল সুদীপের মুখ আরও শক্ত হয়ে গেল। সে খানিকটা এগিয়ে একটা সিঁড়ির ওপরে বসে পড়ল। মাসীমাও আর দাঁড়াতে পারছিলেন না। তাঁকে ভেতরের অপেক্ষাগৃহে বসিয়ে দিল দীপাবলী। হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার পরে হোটেলের ব্যবস্থা করতে হবে। শারীরিক প্রয়োজনেই হোটেলে যাওয়ার প্রয়োজন। ওই অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলা দরকার। মাসীমাকে বসিয়ে রেখে দীপাবলী বাইরে এল। লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে ব্যাপারটা বলতেই সে মাথা নাড়ল, 'ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। শমিতবাবু সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কাছেই, দুপা এগোলে সিঙ্গিং বার্ড হোটেলে উনি আজ থেকে দুখানা ঘর রিজার্ভ করে রেখেছেন আপনাদের নামে।'

'ও কি করে জানল আমরা আসব ?'

'তা তো জানি না। পুলিশকে খবরটা পৌঁছে দিতে রিকোয়েস্ট করার পরেই উনি বললেন আপনারা তিনজনে এসে যাবেন আজ দুপুরে।'

ভাবনা কূল পাচ্ছিল না। সেই শমিত এতটা বাস্তবমুখী হয়েছে তা কল্পনাও করতে পারছে না দীপাবলী। অথচ এখন শমিত ধারে কাছে নেই।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে এসে মায়া কেমন ছিল ?'

'খুব ভাল। হই চই করতেন। অ্যাকসিডেন্টের আগের বিকেলে ওঁদের শ্যুটিং ছিল না। তাই ওঁরা হাঁটতে হাঁটতে চিড়িয়াখানার দিকে চলে গিয়েছিলেন। তারপর ফিরে আসার পর শরীর খারাপ বলে শুয়ে পড়েছিলেন। রাত্রে খাননি। ওঁর রুমমেট বেলাদি বলেছিলেন দিদির নাকি মুড খারাপ। তা ফিল্ম ইউনিটে এরকম হয়েই থাকে। একবার এই শিলিগুড়ি লোকেশনে এসে উত্তমবাবু— ।'

'ঠিক আছে। অন্যদের কথা শুনতে চাইছি না। মেয়েরা কি আলাদা হোটেলে থাকত ?'

'এক হোটেলে এত বড় ইউনিটের জায়গা হয় নাকি ? আর্টিস্ট ডিরেক্টররা এক হোটেলে আমরা অন্য জায়গায়। কেন বলুন তো !'

'এমনিই জানতে চাইলাম। শমিতের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে ?'

'নাঃ, একদিনের বাকি ছিল। এই অ্যাকসিডেন্টের জন্যে— ।'

এমন সময় ডাক্তারকে দেখে লোকটা ছুটে গিয়ে বলল, 'ওনার স্বামী, মা এসে গিয়েছেন।' ডাক্তার দাঁড়ালেন। দীপাবলী কাছে গিয়ে নমস্কার করে বলল, 'আমি ওর বন্ধু।'

'পেশেন্ট খুব খারাপ কণ্ডিশনে আছে। অপারেশন করা উচিত। কিন্তু মাথার অবস্থা এমন যে আমরা অপারেশন করতে সাহস পাচ্ছি না। তাছাড়া আমাদের এখানে এত বড় অপারেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। আপনারা কাল সকালে যদি হেলিকপ্টার ব্যবস্থা করে বাগডোগরা নিয়ে যেতে পারেন তাহলে দুপুরের ফ্লাইটে কলকাতায় পৌঁছে একটা চেষ্টা করা সম্ভব।'

'সেটা কি করে করবো ?'

'এখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আর না পারলে কাল সকালে আমরা অপারেশনের চেষ্টা করব। আবার বলছি চান্স খুব কম। আমি শমিতবাবুকেও বলেছি।'

ডাক্তার এগিয়ে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন, 'পুলিশের সঙ্গে দেখা করেছেন ?'

'হ্যাঁ, ওর স্বামী গিয়েছিল।'

'পুলিশকে সাহায্য করবেন। এসব কেসে পুলিশেরও কিছু জানার থাকে।'

হঠাৎ দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি অ্যাকসিডেন্টাল কেস নয় ?'

'যাঁরা স্পটে ছিলেন তাঁরাই বলতে পারবেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওঁর মাথার পেছনের স্কাল ভেঙে গিয়েছে। পাহাড় থেকে চিৎ হয়ে কি করে পড়লেন কে জানে।' ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'হেলিকপ্টার পেলেন কিনা তা বিকেলের মধ্যে জানিয়ে যাবেন।'

মাথার ভেতর ঝিমঝিম করতে লাগল। ডাক্তার চলে যাওয়ার পর সে সুদীপের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলল। চুপচাপ শুনল সুদীপ। তারপর বলল, 'শ্যুটিং-এর সময় অত লোকের সামনে কেউ খুন করার চেষ্টা করবে না। এটা হয় দুর্ঘটনা নয় সুইসাইড।'

'সুইসাইড ? কি যা তা বলছ ? ও সুইসাইড করবে কেন ?'

'আমি জানি না।'

'কিন্তু— । এসব কথা থাক। হেলিকপ্টারের জন্যে চেষ্টা করা দরকার।'

'কি ভাবে করব ? আমি তো কাউকে চিনি না।'

'চিনতে হবে। আমি শ্যুটিং পার্টিকে বলছি। এখানকার প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করো। চলো, আগে হোটেলে যাই। সেখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর এসব করা যাবে।'

অ্যাসিস্টেন্ট প্রোডাকশন ম্যানেজার তাদের হোটেলে নিয়ে এল। জানা গেল একদিনের টাকা আগাম দিয়ে রেখেছে শমিত। সুদীপ পার্স থেকে টাকাটা বের করে লোকটির হাতে দিল, 'এটা আপনাদের শমিতবাবুকে দিয়ে দেবেন। বলবেন আমরা খুবই কৃতজ্ঞ।'

টাকাটা হাতে নিয়ে লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। দীপাবলীর পছন্দ হচ্ছিল না এসব। সে লোকটাকে বলল, 'আপনার প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ডাক্তার ওকে কলকাতায় নিয়ে যেতে বলেছেন। কিভাবে নিয়ে যেতে হবে শুনেছেন। এই ব্যাপারে ওঁর সাহায্য চাই।'

লোকটি মাথা নাড়ল, 'সেই চেষ্টা হয়ে গেছে দিদি। অ্যাকসিডেন্টের দিনই উনি চেষ্টা করেছিলেন মায়াদিদিকে হেলিকপ্টারে বাগডোগরায় নিয়ে যেতে। লেবং রেসকোর্স থেকে হেলিকপ্টার ওড়ে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল সেটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। দিন সাতেকের আগে সারাবে না।'

'আশ্চর্য! এই কথাটা তখন ডাক্তারবাবুকে বললেন না কেন ?'

'কোন লাভ নেই। আমি দুবার বলেছি, শমিতবাবুও বলেছেন কিন্তু ডাক্তারবাবুর ওই এক কথা। অন্য হেলিকপ্টার যোগাড় করুন। যেন ফিয়াট খারাপ হয়েছে অ্যাম্বাসাডার আনুন। মিলিটারির হেলিকপ্টার আছে কিন্তু তারা আমাদের দেবে কেন ?'

'তাঁদের অনুরোধ করেছেন ?'

'দার্জিলিং-এর হাসপাতালে এরকম কেস প্রায়ই হয়। সবাই অনুরোধ করলে ওরা রাখবে ? মিনিস্টার ফিনিস্টার হলে কথা ছিল। আপনারা দেখুন না। প্রোডিউসার বলেছেন খরচের জন্যে চিন্তা করবেন না।' লোকটি ঘড়ি দেখল, 'আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। ওখানেই আমার থাকার কথা।'

একটু পরিষ্কার হয়ে মাসীমাকে নিয়ে আবার হাসপাতালে এল ওরা। খাওয়া দাওয়া নামমাত্র। মাসীমা তো খেলেনই না। এবং সেখানে আসতেই দেখা হল শমিতের সঙ্গে। সুদীপ তাকে উপেক্ষা করে দীপাবলীকে বলল, 'আমি ডি এমের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

যদি তিনি কোন সাহায্য করতে পারেন।'

শমিত মাথা নাড়ল, 'আমি ঘুরে এসেছি। ভদ্রলোক শিলিগুড়িতে গিয়েছেন।'

সুদীপ অন্যদিকে মুখ ঘোরাল, 'সেটা আমি বুঝব!'

'সুদীপ। তুই এই অবস্থাতেও আমার ওপর রাগ করে আছিস?'

সুদীপ কোন জবাব না দিয়ে হাসপাতালের ভেতর ঢুকে গেল। মাসীমা তাকে অনুসরণ করলেন। দীপাবলী শমিতের দিকে তাকাল। তার কর্মস্থলে গিয়ে যে লোকটা বেয়াদপি করেছিল তার সঙ্গে এই শমিতকে মেলানো যাচ্ছে না। সেই ঘটনার পব এই প্রথম তাদের দেখা হল। সে সহজ হতে চেষ্টা করল, 'তুমি এখানে বসো।'

'ওঃ, দিনরাত তো বসেই আছি। মানুষকে বসিয়ে রেখে ঈশ্বর তার খেলা খেলেন!'

'তাহলে ঈশ্বর মানছ?'

শমিত ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ দুটো হাত বুকের ওপর নমস্কারের ভঙ্গীতে এনে বলল, 'দীপা, আমি ক্ষমা চাইছি। তোমার ওখানে গিয়ে ওসব কবেছিলাম স্রেফ জেদে। এখন সেই জেদটা কত হাস্যকর তা বুঝতে পারছি। আমি জানি না আমার জন্যে তোমাকে চাকরি ছাড়তে হয়েছে কিনা।'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'না, তুমি কেন দায়ী হবে? ভেতরের তাগিদ থেকেই আমি চাকরি ছেড়েছি। এসব কথা থাক। মায়ার ব্যাপারটা কি করে হল?'

'সবাই দেখেছে। ও বেশি নিচে নেমে গিয়েছিল শেষপর্যন্ত সামলাতে পারেনি।'

'তুমি দেখেছ?'

'দেখতে হয়েছে। আমি সহ্য করতে পারছি না। হয়তো আমি রাজী হয়ে গেলে এটা ঘটত না।'

'রাজী? কি ব্যাপারে? আগের দিন বিকেলে তো তোমবা বেড়াতে গিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ। দীপা, এখানে এসে ও আমাকে শুধু বলত অতীতের কথা ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়। কিন্তু এখনও এক ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী। ও ডিভোর্স নেয়নি। সুদীপের সঙ্গে যদি ওর মতবিরোধ থাকেও আমাব সঙ্গে সেই ভদ্রমহিলার সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। আমি তাই বোঝাতে চেয়েছি ওকে!'

দীপাবলীর শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল, 'ও কি আত্মহত্যা করেছে?'

'আমি জানি না, জানি না।' শমিত মাথা নাড়তে লাগল।

'সুদীপের তাই ধারণা।'

'সুদীপ হয়তো ওকে বেশি বোঝে। তবে দীপা, এসব কথা কাউকে বলার দরকার নেই। আমি জানি মায়া বাঁচবে না। ওর সম্পর্কে কেউ অন্য ধারণা করুক আমি চাই না।' গলায় কান্না এল।

'শমিত, তুমি ভীষণ ভেঙে পড়ছ!'

'হ্যাঁ। আমি পারছি না। সম্পর্কের অধিকার নিয়ে সুদীপ যা এখন করবে আমি তা করতে পারব না। অথচ মায়া সজ্ঞানে থাকলে—।' এই সময় অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারকে ছুটে আসতে দেখা গেল হাসপাতালের ভেতর থেকে। শমিত এক পা এগিয়েই থেমে গেল। লোকটা এক মুহূর্ত দাঁড়াল। তারপর ঠোঁট চেটে বলল, 'উনি এইমাত্র চলে গেলেন। ইউনিটকে খবর দিতে হবে।' বলেই দৌড়াতে লাগল।

শমিত আকাশের দিকে মুখ তুলে চোখ বন্ধ কবল। তারপর তার লম্বা হাত মুঠো করে শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ল। দীপাবলীর শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছিল। সে দেখল শমিত মাথা নিচু

করে দার্জিলিং-এর রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে। দীপাবলী টলতে টলতে ভেতরের দিকে পা বাড়াল।

একটা রাত, দার্জিলিং শহরের হিমমাখা রাত যে কতটা দুঃসহ তা সেইরাত্রে দীপাবলী বুঝতে পেরেছিল। সমস্ত ইউনিট চলে এসেছিল। তারাই মায়ার শেষ কাজ যত্ন নিয়ে করেছিল। গম্ভীর মুখে সুদীপ সঙ্গে ছিল। এবং আশ্চর্য, মাসীমা একটুও কেঁদে ভেঙে পড়েননি। এমনকি হোটেলে রাত কাটিয়েছেন চুপচাপ বিছানায় শুয়ে। সামান্য ফোঁপানিও শুনতে পায়নি দীপাবলী। শমিতকে আশেপাশে কোথাও দেখা যায়নি। যেহেতু এ যাত্রায় শ্যুটিং মুলতুবি ঘোষণা করা হয়েছে তাই সে নাকি ওই বিকেলেই নিচে নেমে গিয়েছে।

কে বেশি কষ্ট পেল কে কম এ বিষয়ে এ বিচার করা নিরর্থক কিন্তু পরদিন সকালে নিচে নামার সময় মাসীমা অদ্ভুত কথা বললেন, 'এখনও তো তোমার হাতে কটা দিন সময় আছে, না ?'

'কিসের ?' ও হ্যাঁ, দীপাবলীর খেয়াল হল মায়ার মৃত্যু তাকে বাড়তি সময় দিয়েছে।

'তাহলে, এতদূর যখন এসেছ, একদিন মা ঠাকুমার কাছে থেকে যাও। কোথায় চলে যাবে তা তো জানো না, কিন্তু ওঁরা তোমাকে বড় করেছিলেন একদিন, এইটুকু মনে রাখ।' মাসীমার কথায় চমকে উঠল দীপাবলী। এখন এই অবস্থায় এমন কথা বলতে কি শুধু মায়েরাই পারেন ?

॥ ২২ ॥

বুকের ভেতর জমে থাকা ছেলেবেলা, স্মৃতির রকমফের ছবি, সম্পর্কের নানান টানটান মুহূর্ত একটু একটু করে অভিমান এবং অপমানবোধ থেকে জন্ম নেওয়া নির্লিপ্তির আস্তরণের তলায় চাপা ছিল। মাসিমা সেটাকেই উসকে দিলেন। বিশেষ করে নিজের মেয়ে, একমাত্র মেয়েকে হারিয়েও যখন ভদ্রমহিলা তাকে অতীত স্পর্শ করতে বললেন তখন সে যত অবাকই হোক সেইসঙ্গে তাঁকে বুঝতে অসুবিধেও হয়নি। তার মনে হয়েছিল উনি আর দুজন মানুষকে বুঝতে চেয়েছিলেন। নিজেকে দিয়ে তাঁদের অনুভূতিকে বিচার করতে তাঁর ভাল লেগেছিল। অথবা এসব কিছুই নয়, সন্তানকে হারিয়ে তাকে সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন।

সন্তান। শব্দটির কোন অর্থে সে অঞ্জলির সন্তান ? না কন্যা, না বংশধর, না সে তার অবিচ্ছেদ্য ধারা অথবা বিস্তার ! সে মেয়ের মতন, নিজের মেয়ের সঙ্গে অঞ্জলি কোন পার্থক্য রাখেনি ততদিন যতদিন না তার স্বার্থে আঘাত লাগে। এই সন্তানরা কখনই আসলের মর্যাদা পায় না। কিন্তু মনোরমা ? সেই প্রৌঢ়ার মুখ মনে পড়তেই এইসব যুক্তি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। কত রাতের পর রাত মনোরমা তাকে পাশে শুইয়ে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তৈরী ধ্যানধারণা তার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। শাসন এবং স্নেহে জড়িয়ে রেখেছেন। হ্যাঁ, তিনি তাকে বালিকা বয়সেই পাত্রস্থ করতে চেয়েছিলেন অন্ধতায়, কিন্তু বৈধব্যের মুহূর্ত থেকেই যেন এক টানে নিজেকে নামিয়ে এনেছিলেন তার সমরেখায়। মনোরমার আচার আচরণের অনেক কিছুই সে তখন মানতে পারেনি। প্রতিবাদ করার জন্যে নানান উপায় বের করেছিল। এখনও তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে বয়স একটা ঔদার্য এনে দেয়, তাই হয়তো প্রতিক্রিয়া তখন অন্যরকমভাবে প্রকাশ পেত। কিন্তু এই মহিলাই এখনও তাকে টানেন। অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার একমাত্র অবলম্বন।

শিলিগুড়িতে নেমে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। সুদীপ এবং মাসীমা চলে গিয়েছেন স্টেশনের

দিকে। গতকাল থেকে শমিতের কোন পাত্তা নেই। মায়াকে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল তার ইউনিটের সবাই। শমিত নাকি নেমে গিয়েছে আগেই। প্রযোজক পুলিশকে রাজী করিয়েছেন এটাকে দুর্ঘটনা বলতে। খুন নয়, যদি আত্মহত্যাও হয় তাহলে কার বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা করত ? সুদীপ অথবা শমিত কেউ মায়ার ভাবাবেগের জন্যে দায়ী নয়। মানুষ মরে গেলেই যদি তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার শেষ তাহলে এখন কিছুই বলার নেই। কিন্তু মরে যাওয়া মানুষ জীবিতদের মনে যে প্রতিক্রিয়া রেখে গেল তার দায় বইতে হয় অনেকদিন, কারো কারো ক্ষেত্রে সারাজীবন। শমিতকে সেই দায় বইতে হবে। নেখালিতে বসে অনাচার করে শমিত যে অশ্রদ্ধা পেয়েছিল দীপাবলীর কাছে আজ সেই শমিতের জন্যে মন কেমন করে সমবেদনায় ভরে গেল।

শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ারের বাসে স্যুটকেশ নিয়ে উঠে বসল দীপাবলী। অনেকক্ষণ থেকে যে ভাবনা অস্পষ্ট ছিল এখন সেটা প্রকট হল। চা-বাগানে গিয়ে কোথায় উঠবে সে ? এখন সাড়ে এগারটা। অন্তত তিনটের আগে পৌঁছানোর সম্ভাবনা নেই। গতকাল থেকেই পেটে কিছু পড়েনি। খুব ক্লান্ত লাগছে। মৃতদেহ সৎকার হবার আগে যেমন খাওয়ার প্রশ্ন ছিল না তেমনি শ্মশান থেকে ফিরে মাসীমাকে নিয়ে হোটেলে থাকার সময় তা ভাবাও যাচ্ছিল না। আজ সকালে শুধু এক কাপ চা পেটে পড়েছে। মনে হয় সুদীপেরও একই অবস্থা। মাসীমা খাওয়ার কথা বললেই মাথা নেড়ে গিয়েছেন। এই অবস্থায় ইচ্ছে হলেও তার পক্ষে খাওয়া সম্ভব ছিল না। এখন বাস যখন শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে সেবকের দিকে এগোচ্ছে তখন শরীর কেমন অসাড় লাগছিল তার।

সেবকের পথে বেশী যাওয়া আসা করতে হয়নি কখনও। উত্তর বাংলায় অনেক মানুষ কখনই দার্জিলিং-এ যাননি। তাঁদের কাছে পাহাড়ের রোমাঞ্চ এনে দেয় সেবক ব্রিজ-সংশ্লিষ্ট পথটুকু। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজ, নিচে বয়ে যাওয়া তিস্তার শব্দ, ঘুরপাক খাওয়া পথ, পাশের হাঁ করা খাদ, দীপাবলী চুপচাপ দেখে গেল। সমস্ত ভাবনা ছাপিয়ে হঠাৎ, মায়ার মুখ চোখের সামনেটা জুড়ে বসেছে। মায়া নেই। একটি মধ্য কুড়ির যুবতী মেয়ে যার অনেক ইচ্ছে ছিল এবং সেইসঙ্গে অভিমান, প্রয়োজনে যে তাকে সবসময় হাত বাড়িয়ে সাহায্য করেছে সে আজ পৃথিবীর কোথাও নেই। কলেজের প্রথম বছরে যে মায়াকে সে দেখেছিল তার চেহারা ছিল শীর্ণ, সদ্য তরুণীর চাঞ্চল্যে ভরপুর সেইসঙ্গে নিয়মভাঙার প্রবণতায় সবার চোখে পড়ে যেতে গর্বিত হত। একটু একটু করে তার শরীর এবং মন পাল্টাতে লাগল। দীপাবলী জানে, শুধু অভিমানের বিষক্রিয়া মায়াকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। এমন কেন হয় ? কত মানুষ তো কোন কারণ ছাড়াই এক শো বছর বেঁচে থাকেন। দীপাবলী জানলা দিয়ে তাকাল। এই মুহূর্তে বাস যদি ফুট তিনেক পিছলে যায় তাহলে সে-ও মায়ার মত পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। চোখ বন্ধ করল দীপাবলী। মায়া চলে গিয়েছে, কিন্তু অনেক বড় ক্ষত রেখে গিয়েছে দু-একজনের মনে। মাসীমা এবং শমিত। সুদীপও হয়তো ভুলতে পারবে না সারাজীবন। কিন্তু সক্রিয়ভাবে স্মৃতিটাকে বহন করবে প্রথম দুইজন। সে চলে গেলে কেউ কি মনে রাখবে ? কেউ ? কোন মুখ মনে আসছে না। বুকের ভেতরটা কেমন শুকনো, কাঠকাঠ। হঠাৎ আবছা হয়ে ভেসে এল অলোকের মুখ। যে ভদ্রতা এবং পরিশীলিত আগ্রহ সে অলোকের মধ্যে দেখেছে তাও তো স্মৃতিবহন করার পক্ষে পূর্ণতা পায়নি। সোজা হয়ে বসল সে। এসব কি ভাবছে ? মরে গেলে কে চিন্তা করবে কি করবে না তাতে তার কি দরকার ? মরার পর সে কি দেখতে আসবে ? যত্তসব। তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি সে মরবেই বা কেন ? এই জন্যে বলে মৃত্যু বড় ছোঁয়াচে

অনুভূতি তৈরী করে। শ্মশানে গেলে যে কারণে বৈরাগ্য আসে।

দুপাশে চায়ের বাগান রেখে বাস ছুটে চলছিল। আর এই চা-পাতা দেখামাত্র আচমকা ক্লান্তি সরে গেল মন থেকে, শরীরটাও ভাল হয়ে গেল। এত সবুজ, এমন নীল আকাশ, এমন নিশ্চিত নির্জনতা যা কিনা সে জন্মাবধি দেখে এসেছে, আজ পরমাত্মীয় বলে মনে হল। বাজারহাট হয়ে বিনাগুড়ি দিয়ে বাস চলে যাবে গন্তব্যস্থলে। তাকে চা-বাগানে যেতে হলে বাস পাল্টাতে হবে বিনাগুড়িতেই। কিন্তু গিয়ে শোনা গেল পথে একটি ব্রিজ গোলমাল করায় বাস পাল্টানোর প্রশ্ন নেই। সে এবার চা-বাগানের মুখেই নামতে পারবে। ক্রমশ চোখের ওপর পরিচিত দৃশ্যগুলো ছুটে এল। সমস্ত বুকে এখন সুখের ঢেউ কলকল করছে। চৌমাথায় নেমে পড়ল দীপাবলী। নেমে দেখল জায়গাটা একদম পাল্টে গিয়েছে।রাস্তাটা তো চওড়া হয়েছেই কিন্তু তার চেয়ে বেশী চোখে পড়ছে দোকানের সাইনবোর্ড। প্রায় শহুরে চেহারা এনে দিয়েছে এই চৌমাথাকে। স্কুলে পড়ার সময় এই পথে কতবার যাওয়া আসা করেছে এককালে। তখন দোকান ছিল হাতে গোনা। হতশ্রী। সেগুলো এখনও আগের চেহারা নিয়ে টিঁকে আছে কিন্তু তার আশেপাশে আধুনিক চেহারার দোকান জাঁকিয়ে বসেছে। এমন কি উত্তরছাঁটে উত্তম সেলুনও চোখে পড়ল।

বাসস্ট্যান্ডে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অনেকেই তাকাচ্ছিল। কিন্তু একটিও চেনামুখ নেই। এইসময় একটি রিকশা এসে দাঁড়াল পাশে, 'কোথায় যাবেন দিদিমণি ?'

রিকশা ? বাঃ, চমৎকার। সে উঠে বসল, 'বাগানে যাব'।

তেমাথা ছেড়ে বাজারের পাশ দিয়ে রিকশা ছুটল। এই জায়গাগুলো একই আছে দেখে কিছুটা স্বস্তি এল। রবিবারে এখানে যখন হাট বসে তখন চেহারাটা পাল্টে যায়। সে দেখল জগু মণ্ডলের সাইকেলের দোকানের সামনে একটি যুবক দাঁড়িয়ে কাউকে নির্দেশ দিচ্ছে। একেই কি ছেলেবেলায় হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় সে দেখেছিল ? বাঁ দিকে মুখার্জীদের স্টেশনারির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। মন্টুদা আগে এইসময় খেতে যেত বাড়িতে। এখনও কি, একই নিয়ম চলছে। এবার নদীটা। ছোট্ট পুল। কিন্তু একি অবস্থা। নদীতে এক ফোঁটা জল নেই। এই নদী এঁকে বেঁকে তাদের কোয়ার্টার্সের পেছন দিয়ে ফ্যাক্টরির দিকে চলে যেত। ফ্যাক্টরির বিদ্যুৎ তৈরীতে সাহায্য করত। রিকশাওয়ালা বলল, 'এখন তো সব ইলেকট্রিক হয়ে গেছে দিদি। নদীর মুখ বন্ধ করে ওপাশ দিয়ে স্রোত ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

আর তখনই তার খেয়াল হল। এ কোথায় যাচ্ছে সে ? এতকালের অভ্যস্ত পথে যাওয়ার তো কোন কারণই নেই। অমরনাথের মৃত্যুর পরে চায়ের বাগানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তো শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। না, বড় ভাইকে কোম্পানি চাকরি দিয়েছে। বড় ভাই, হেসে ফেলল সে। ওরা তো বড় হবার পর কখনই তাকে দিদি বলে স্বীকার করেনি। অঞ্জলি চা-বাগানের কাছে নতুন কলোনিতে কেনা জমিতে বাড়ি করেছে। সেখানেই আছে সবাই। কিন্তু চাকরি পাওয়ার পরে ওকে নিশ্চয়ই কোয়ার্টার্স দিয়েছে কোম্পানি।

ততক্ষণে সেই বিরাট মাঠ, চাঁপাফুলের গাছ এবং সার সার বাবুদের বাড়িগুলোর সামনে রিকশা চলে এসেছে। মাঠের মাঝখানে রিকশাওয়ালাকে থামতে বলল সে। সামনেই তাদের সেই কোয়ার্টার্স যেখানে সমস্ত ছেলেবেলা কেটেছে তার। মনে হচ্ছিল এখনই খবর পেয়ে অমরনাথ বাইরের দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসবেন। ভাবামাত্র দরজা খুলে গেল। একটি বছর বারোর ছেলে এসে সেখানে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল।

দীপাবলী হাত নেড়ে তাকে কাছে ডাকল। প্রথমে ছেলেটি সঙ্কোচে এগিয়ে আসতে চাইছিল না। দ্বিতীয়বারে শক্ত পায়ে কাছে এল। দীপাবলী তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা

এখন এই বাড়িতে থাক বুঝি ?'

ছেলেটি নীরবে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'তোমাদের আগে যারা এ বাড়িতে থাকত তারা এখন কোথায় আছে, জানো ?'

'মা জানে !' বলেই ছেলেটি দৌড়ে বারান্দা টপকে মা মা বলে ডাকতে ডাকতে ভেতরে ছুটে গেল। রিকশাওয়ালা বলল, 'শুনেছি এ বাড়িতে যিনি থাকতেন তিনি মারা গিয়েছেন।'

দীপাবলী জবাব দিল না। সে রিকশা থেকে নেমে চারপাশে নজর বোলাচ্ছিল। সময় মানুষের শরীর এবং জীবন থেকে যত দ্রুত সব কিছু কেড়ে নিতে পারে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বোধহয় সেরকম সফল হয় না। এই মাঠ, ওই বাতাবি লেবুর গাছ এতগুলো বছরেও তেমন পাল্টায়নি এমনকি ওই একটা ডালভাঙ্গা চাঁপা গাছটাকেও অবিকল এই অবস্থায় দেখে গিয়েছিল।

এইসময় ভেতর থেকে খুব রোগা চেহারার মধ্যবয়সী মহিলা বেরিয়ে এলেন। সম্ভবত রান্নাঘরে ছিলেন কারণ তাঁর শাড়িতে অযত্ন স্পষ্ট। বারান্দায় পা দেবার সময় মাথায় ঘোমটা টানার একটা চেষ্টা ছিল। সম্ভবত কোন পুরুষ সঙ্গে নেই বলে সেটা আর তুললেন না। মুখে চোখে অশিক্ষার ছাপ কিন্তু প্রশ্ন করলেন সরাসরি, 'আপনি কাউকে খুঁজছেন ?'

'হ্যাঁ। একসময় আমি এখানে থাকতাম। আমার বাবা অমরনাথবাবু এখানে চাকরি করতেন।'

'ও। আমরা ওঁর নাম শুনেছি। আপনার বাবা ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওঁর তো শুনেছি দুই ছেলে !'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি ওঁকে বাবা বলেই জানতাম।'

'ও, হ্যাঁ। আপনি কলকাতায় থাকেন, না ? অল্প বয়সে বিয়ে হবার পরেই বিধবা হয়েছিলেন ? তাই তো ?' ভদ্রমহিলার মুখচোখে প্রবল উৎসাহ।

দীপাবলীর বুকে থম লাগল। এই সত্য, চূড়ান্ত সত্য তাকে বারংবার আড়ষ্ট করবে। অন্তত ফেলে যাওয়া পরিধিতে ফিরে এলে।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনার গল্প আমরা খুব শুনেছি। ওই যে, শ্যামলবাবুর বউ, উনি বলেন। কিন্তু আপনার ভাই তো কোয়ার্টার্স পায়নি।'

'পায়নি ?'

'না। আপনারা চলে যাওয়ার পর তো কোম্পানি আর বাড়ি বানায়নি। অথচ বাবুর সংখ্যা বেড়েছে। ও মা ঠাকুমাকে নিয়ে কলোনিতেই থাকে। তবে এখানে শুনছি কোয়ার্টার্স হবে। ওই মাঠের ওপাশে, তখন নিশ্চয়ই পাবে।'

'কলোনিতে কোথায় থাকে জানেন ?'

'তা তো বলতে পারব না। ফরেস্টের রাস্তায়। এই পুজোয় ওর মায়ের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে গিয়ে দেখা হয়েছিল।'

এইসময় রিকশাওয়ালা বলে উঠল, 'ও হো, আমি বুঝতে পেরেছি। যে বাবু কলোনি থেকে চা-বাগানে চাকরি করতে আসে তার বাড়িতে যাবেন তো ? উঠে বসুন দিদিমণি, আমি নিয়ে যাচ্ছি।' দীপাবলী স্বস্তি পেল। সে ভদ্রমহিলাকে 'আসছি' বলে রিকশায় উঠে বসল। দীপাবলীর মনে হল ভদ্রমহিলার কৌতূহল তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু রিকশা চলতে শুরু করা মাত্র সে আবিষ্কার করল আবার সেই ক্লান্তি ফিরে আসছে। ভদ্রমহিলার কথায় যে একটু খুঁচিয়ে দেবার প্রবণতা ছিল। তাকে নিয়ে এখনও এই বদ্ধ জায়গায় গল্প তৈরী হয়।

আচ্ছা, অতীত কেন উদার হতে পারে না ! কেন সে এমন ভাবে রক্তাক্ত করে চলে সমানে !

স্কুলের মাঠের পাশ দিয়ে ফরেস্টের দিকে মেছুয়া পুলের রাস্তায় এগিয়ে রিকশাটা ডান দিকে বাঁক নিল। এইসব অঞ্চল আগে পতিত ছিল। বুনো গাছে ভরা বলে কেউ আসত না। এখন তার চেহারা পাল্টেছে। পূর্ববঙ্গের মানুষেরা এখানে আশ্রয় নিয়ে সুন্দর কলোনি তৈরী করে ফেলেছেন। তবে বাড়িঘর এবং তার বাসিন্দাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আর্থিক অবস্থা খুব সুবিধেব নয়। রিকশা থামল যে বাড়ির সামনে তার সামনে বাখারির বেড়া দেওয়া একটা জমি আছে যা হয়তো বাগানেব জন্য ভাবা হয়েছিল কিন্তু কোনদিন কখনই চেষ্টা হয়নি। বিকশাওয়ালা বলল, 'এই বাড়ি'।

একতলা তিনঘবেব কাঠের বাড়ি, সিমেন্টের মেঝে এবং টিনের চাল। পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে না। দীপাবলী ইতস্তত কবল। বাড়ির কেউ সামনেব দিকে নেই। সে রিকশাওয়ালাকে বলল, 'তুমি ভাই একটু অপেক্ষা কব।'

এখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। ছায়া ঘন হচ্ছে। দীপাবলী গেট খুলে জমিটা পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে বন্ধ দরজায় শব্দ করল। দ্বিতীয়বারে যে গলা সাড়া দিল তা যে অঞ্জলির বুঝতে অসুবিধে হল না। দীপাবলী বলল, 'আমি।' নিজেব স্বর কেমন অচেনা লাগল নিজেরই কানে। সে শক্ত হযে অপেক্ষা করতে লাগল।

দরজা খুলল অঞ্জলি। দীপাবলী চমকে উঠল। এ কি চেহাবা হয়েছে ! রোগা, চোখ গর্তে বসে গেছে, সামনের চুলে পাক ধরেছে। সেই সুন্দবী না হলেও সুশ্রী অঞ্জলিকে আর খুঁজে পাওয়াই যাচ্ছে না। সেই সময় অঞ্জলিব মুখ থেকে ছিটকে এল, 'তুই'!'

'তোমার একি চেহারা হয়েছে ?'

ততক্ষণে অঞ্জলি বাইরে বেবিয়ে এসে প্রায় জড়িয়ে ধরেছে দীপাবলীকে, 'আমার কথা থাক। কিন্তু তুই এসেছিস, আমি ভাবতেই পারছি না। দীপু, তুই ?'

প্রচণ্ড অবাক হবাব পালা এখন দীপাবলীর। সেই অঞ্জলির মুখে এখন কি স্বর শুনছে সে ? যে মানুষটি স্বার্থের কারণে তার সঙ্গে নীচ ব্যবহার করতে দ্বিধা করেনি একসময় তার আজ এ কি আচরণ ? মুহূর্তেই সেই ছেলেবেলা, যখন অঞ্জলির আচরণ সত্যিকারের মায়ের মত ছিল যেন এক ছুটে চলে এল দীপাবলীর সামনে। দীপাবলীর শরীর থরথর করে উঠল। একরাশ আবেগ ঝাঁপিয়ে পড়ল বুকে। আর তখনই, অঞ্জলি তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠতেই বাঁধ ভেঙ্গে গেল। মাকে জড়িয়ে ধরে মেয়েও কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতেই ওরা দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। কান্না গলায় রেখে অঞ্জলি বলল, 'তুই আমাকে ক্ষমা কর। আমি অনেক অন্যায় করেছি, ক্ষমা কর।'

দীপাবলী কিছু বলতে গিয়ে দেখল গলা জড়িয়ে যাচ্ছে। অঞ্জলি সমানে বলে যাচ্ছিল। সেই বিয়ে থেকে শুরু করে যেসব ব্যবহার সে করেছে নিজের এবং দুই ছেলের স্বার্থের জন্য তার বিশদ বিবরণ দিয়ে আত্মসমালোচনা করছিল। শেষপর্যন্ত দীপবালী বলতে বাধ্য হল, 'মা, চুপ কর। এসব শুনতে আমার ভাল লাগছে না।'

তবু অঞ্জলি বলল, 'তুই আমায় ক্ষমা করবি না দীপু ?'

দীপাবলী নিঃশ্বাস ফেলল, 'তুমি যখন বুঝতে পেরেছ তখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে।'

ব্যাপারটা হয়তো সেখানেই শেষ হতো না যদি না রিকশাওয়ালা বারান্দা থেকে ডাকত, 'দিদিমণি, আপনি কি আমাকে ছেড়ে দেবেন ?'

অঞ্জলি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ওমা, তুই রিকশা ছেড়ে দিসনি ? হ্যাঁ বাবা, তুমি চলে যাও। বাক্সটা দেখি। কত দিতে হবে।'

'দুটো টাকা দিন। সেই চা-বাগানের বাসা থেকে ঘুরে আসছি।'

অঞ্জলি অবাক, 'তুই পুরনো বাসায় গিয়েছিলি ?'

'হ্যাঁ, খেয়াল ছিল না।' দীপাবলী রিকশাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিতে সে চলে গেল। স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে সে বলল, 'একটা কথা বলব ?'

'হ্যাঁ, বল।' অঞ্জলি দরজা বন্ধ করছিল।

'আমি এখানে আজ থাকলে তোমাদের অসুবিধে হবে ?'

অঞ্জলি চমকে ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখ বিস্ফারিত। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেল দীপাবলী, 'আমি-মানে-জানি না— !' সে কথা শেষ কবতে পারল না।

'আজ মানে ?'

'আমাকে কালকে চলে যেতেই হবে।'

'কেন ?'

'মা। আমি আর পারছি না। কাল থেকে কিছু খাইনি। কাল আমার এক বন্ধু মারা গিয়েছে। তোমাকে পরে সব বলব।'

অঞ্জলি এ নিয়ে এসে আবার তাকে জড়িয়ে ধরল, 'মা হয়ে তোর কাছে ক্ষমা চেয়েছি। তারপর এমন কথা বলিস না যাতে আমি কষ্ট পাই।'

'তোমার ছেলেবা— !'

'এটা তোব বাবার টাকায় তৈবী বাড়ি। এই বাড়িতে থাকার সব রকম অধিকার তোর আছে। অন্তত আমি যতদিন বেঁচে আছি।'

দীপাবলী হাসল। এই প্রথম। তারপরেই মনোরমার কথা মনে পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠাকুমা কোথায় ?'

'এই মাত্র খেয়ে উঠল। বোধ হয় কলতলায়।'

'এত বেলায় ?' দীপাবলী স্যুটকেশ নামিয়ে এগিয়ে বলল।

ভেতরের বারান্দায় রাজ্যের জিনিসপত্র স্তূপ করে রাখা। দেখলেই বোঝা যায় চা-বাগানের কোয়ার্টার্সে অঞ্জলি যে আরামে থাকত তা এখানে সম্ভব হচ্ছে না। একটা উঠোন আছে, একটা কুয়োও। উঠোনের একপাশে কাঠের রান্নাঘর কিন্তু তার মেঝে বাঁধানো নয়। উল্টোদিকে আর একটি কাঠের ঘর। তার ছাদ টিনের এবং মেঝে এক ইঁটের গাথনিতে তৈবী। ঘরের দরজা আধভেজানো, দীপাবলীর বুঝতে অসুবিধে হল না ওইটি মনোরমার ঘর। তার মনে হল কেমন যেন অবহেলা মিশে আছে ওই ঘরটিতে। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দেখল অঞ্জলি ভেতরের দরজায় হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

দীপাবলী উঠোনে নেমে এল। পা থেকে জুতো খুলল। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ঘরটার দিকে। ছোট্ট ঘর। মাটিতেই রান্নার ব্যবস্থা। পাশে একটি বড় তক্তাপোশ। তাতে পা ছড়িয়ে বসে আছেন মনোরমা। চুল খোলা। মুখ পেছন দিকের জানলার দিকে ফেরানো। জানলার বাইরে কলাগাছের ঝোপ। শেষ বিকেলের রোদ পড়েছে তার পাতায়। সেই দিকেই সম্ভবত চেয়ে আছেন মনোরমা মগ্ন হয়ে। এই সামনের দিকে পা ছড়িয়ে হাত কোলের ওপর রেখে ঈষৎ ঝুঁকে বসার ভঙ্গীর মধ্যে ক্লান্তি স্পষ্ট। চুল উঠে গেছে অনেক। যা আছে তাতে রুপোলি ঝিলিক। উনি দেখতে বা বুঝতে পাচ্ছেন না দরজার কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। বুক টনটন করে উঠল দীপাবলীর। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। প্রায় নিঃশব্দে মনোরমার পাশে বসল। কিন্তু তাতেই ঘাড় ঘোরালেন মনোরমা। তারপর মুখ ফিরিয়ে

জানলার দিকে তাকালেন। কিন্তু সেটা এক মুহূর্ত মাত্র। চকিতে আবার তাঁর মুখ ফিরল। এবার চোখ বিস্ফারিত, হাত কাঁপছে। দীপাবলী তাকে জড়িয়ে ধরল। ধরে কাঁধে মুখ গুজল। মনোরমা কোন কথা বললেন না। তাঁর হাত আবার কোলের ওপর পড়ে গেল। কেমন গুটিয়ে গেলেন তিনি। এবং তাঁর শরীরে প্রচণ্ড কাঁপুনি হচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে দীপাবলী কথা বলল। তার কণ্ঠস্বর প্রায় ফিসফিস শোনাল, 'কেমন আছ ?'

মনোরমা কথা বললেন না। দীপাবলী আবার একই স্বরে বলল, 'আমি তোমাকে দেখতে এসেছি।'

'কি দরকার ? আমি তোর কে ? কেউ না। আমাকে দেখতে আসার কি দরকার ?'

দীপাবলী কিছু বলল না। এইসময় অঞ্জলির গলা পাওয়া গেল, 'কাল থেকে কিছু খাসনি বললি, হাতমুখ ধুয়ে নে, আমি খেতে দিচ্ছি।'

মনোরমা মুখ ফেরালেন, 'খাওয়া হয়নি কেন ? কি হয়েছে ?'

দীপাবলী হেসে ফেলল, 'তোমার কি ? তুমি তোমার রাগ নিয়ে থাকো।'

'ঝগড়া করার জন্যে এখানে আসা হয়েছে।'

'বুঝেছি। বাইরের কাপড়ে তোমাকে ছুঁয়েছি বলে রাগ হয়েছে।'

'ওসব আর মানি না আমি।'

'ওমা, সেকি,. কবে থেকে ?'

অঞ্জলি হেসে দরজা থেকে সরে যেতেই মনোরমা বললেন, 'তুই কি রে ? তোর মন এত পাষাণ ? সব ভুল গেলি তুই ?'

'আমি একা ভুলে গেছি ঠাকুমা ? আর ভুললে আমি কি আজ এখানে আসতাম ?'

মনোরমা কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টিতে দেখলেন। তারপর বললেন, 'কাল থেকে খাসনি যখন তখন আর বসে থাকিস না। যা হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নে।'

বেলা নেই। বেশী খেতেও ইচ্ছে ছিল না। দীপাবলী দেখল অঞ্জলি তাকে রুটি তরকারি দিয়েছে। অমরনাথ বেঁচে থাকতে ওদের বাড়িতে রুটি হত রাত্রে। জলখাবার—হয় লুচি নয় পরোটা। সেসময় রুটি খাওয়ার চল তেমন ছিল না। দীপাবলী দুটো রুটি আর তরকারি খেল। তরকারি মুখে দেওয়ামাত্র মনে হল অমৃত। কতকাল এই চেনা স্বাদের তরকারি সে খায়নি! জল খাওয়ার পর মনে হল আর জেগে থাকতে পারবে না। স্যুটকেশ আগেই মনোরমার ঘরে নিয়ে এসেছিল সে। অঞ্জলি খুব আপত্তি করেছিল। মূল বাড়িতে একলা একটি ঘরে থাকে সে। দীপাবলী স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে সেখানে। দীপাবলী সেই আপত্তি শোনেনি। হেসে বলেছিল, 'সারাটা ছেলেবেলা ঠাকুমার পাশে শুয়েছি। আবার কখনও এই সুযোগ পাব না হয়তো। আজ সেটা ছাড়ছি না।'

খাওয়ার সময় মনোরমা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর থানে সাদা ভাব কম। নিয়মিত কাচা হয় বটে কিন্তু থান তার জাত হারিয়েছে। চেহারাও খারাপ হয়ে গিয়েছে। খেতে খেতে তাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। কি চাকরি করত ? চাকরিটায় কত মাইনে ছিল ? এমন চাকরি সে ছাড়ল কেন , কোন গোলমাল হয়েছিল কিনা ? মেয়েছেলে হয়ে অমন চাকরি করার সময় কোন অসুবিধে হয়েনি তো ? এখন সে কি করছে ? কিছু না করে দুম করে কেউ চাকরি ছেড়ে দেয় নাকি ? ইত্যাদি ইত্যাদি। যতটা সম্ভব ধৈর্য নিয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে গিয়েছে সে।

খাওয়ার পরেই সোজা চলে এসেছে মনোরমার ঘরে। কোন কথা না বলে বিছানায়

একপাশে টানটান হয়ে শুয়েছে এক মিনিট। তারপর উপুড় হয়েছে। তৎক্ষণাৎ নাকে বিছানার গন্ধ, সেই ছেলেবেলার রাতগুলো চলে এল। মনোরমা দরজায়-এসে বললেন, 'এই ভর বিকেলে ঘুমোবি ? মাঝরাত্রে উঠে বসতে হবে ! তার চেয়ে সন্ধে নাগাদ কিছু খেয়ে একেবারে শুয়ে পড় না ?'

দীপাবলী কোন জবাব না দিয়ে সেই গন্ধটাকে উপভোগ করতে লাগল। মনোরমার গায়ের গন্ধের সঙ্গে বিছানার গন্ধ মিশে আছে। সে চোখ বন্ধ করে তার আরাম পেতে চাইছিল। সময় যাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, এত ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও তার ঘুম আসছিল না। এখন শরীর নাড়ার ক্ষমতাও চলে গিয়েছে। হাত পায়েও আলস্য। উপুড় হয়ে পড়ে থেকে হঠাৎ সে মাথায় পিঠে হাতের স্পর্শ পেল। মনোরমা পাশে এসে বসেছেন। তাঁর শীর্ণ আঙুলগুলো সেই ছেলেবেলার মত তার শরীরে আরাম এনে দিচ্ছে। কতদিন কেউ তাকে এমন ভাবে যত্ন করেনিঘুমোবার সময়। এই পৃথিবীতে সে কি রকম একা হয়ে বেঁচেছিল। অথচ পুরনো সম্পর্কগুলোয় জায়গা কখনও কখনও থেকে যায় তাই জানা ছিল না। দীপাবলী নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল। সে জানল না তাকে ছুঁয়ে মনোরমা বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর উঠে মশারি টাঙিয়ে দিলেন।

যেন গভীর জল ফুঁড়ে ওপরে উঠে আসার মত একসময় চেতনা এবং অবচেতনার মধ্যে দীপাবলীর অদ্ভুত আরামের অনুভূতি এল। বাঁ হাত ঈষৎ প্রসারিত হতেই একটি শরীর ঠেকল আঙুলে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে সতর্কীকরণের ঘণ্টা বাজল যেন। তার পাশে কেউ শুয়ে আছে। একাকী শোওয়ায় অভ্যস্ত দীপাবলীর ঘুম মুহূর্তেই উধাও। সে ধড়মড় করে উঠে বসল। বুকের বাতাসে থম ধরেছে ততক্ষণে। মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল ?'

'ওঃ বাবা, তুমি !' বুকে হাত চলে গেল, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে।

মনোরমা হাসলেন, 'খুব ভয় পেয়ে গেছিলি ?'

'হুঁ। আমার পাশে কেউ শোয় না তো !' বলেই হাসল দীপাবলী, 'তুমি ঘমোওনি ?'

'তোর জন্যে বসে আছি। ওঠ, মুখ ধুয়ে আয়। দরজার কাছে বালতিতে জল আছে। আমি খাবার দিচ্ছি।' মনোরমা উঠে মশারিতে হাত দিয়ে বললেন, 'সাবধানে নামবি। একবার ভেতরে মশা ঢুকে গেলে সারারাত ঘুমোতে দেবে না।'

দীপাবলীর মনে পড়ল মশা সর্ম্পকে সতর্ক করার অভ্যেস মনোরমার আগেও ছিল। সহসা ঘুম চলে যাওয়ায় খিদের বোধটাই আসেনি, দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কটা বাজে ? এখনই খাব কেন ?'

'এগারটা বেজে গিয়েছে। নাম।' মনোরমা নেমে দাঁড়ালেন। ঘরে একটা ভুসো ওঠা হ্যারিকেন জ্বলছে। দীপাবলী মশারির ভেতরে বসেই জিজ্ঞাসা করল, তোমর খাওয়া হয়ে গিয়েছে ?'

'আমি রাত্রে খাইনা। বিকেলে খেয়েছি এখনও ঢেকুর উঠছে।'

'তুমি দিনে একবারেই খাও ?'

'এই বয়সে একবারই যথেষ্ট।'

রাত্রেও রুটি তরকারি এবং দুধ। দুধটা সরিয়ে রাখল দীপাবলী। এই নিয়ে একটু তর্ক হল। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল, 'মা শুয়ে পড়েছে ?'

'হুঁ। আর কতক্ষণ জেগে থাকবে।'

খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র চিৎকার শোনা গেল। জড়ানো গলায় কেউ দরজা খুলতে

বলছে। দীপাবলী মুখ তুলল, 'কি ব্যাপার ?'

'ও কিছু নয়। কান দিস না।'

'এ বাড়িতেই মনে হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ। ছোটখোকা।'

'মদ খেয়েছে ?'

'হুঁ। একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পড়াশুনা করেনি। ট্যাক্সি চালায়। আর রোজ রাত্রে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে এমন করে।'

'তোমার বড় নাতি ?'

'সে ভাল। অফিস থেকে এসে তোর কথা শুনে দেখতে এসেছিল। ঘুমাচ্ছিলি বলে আর ডাকেনি। ওর জন্যেই সংসার টিঁকে আছে।'

বাইরে চেঁচামেচি চলছিল। এইসময় অঞ্জলির গলা পাওয়া গেল। যতসম্ভব নিচু গলায় ছেলেকে বোঝাচ্ছে শান্ত হবার জন্যে। ছেলের গলা পাওয়া গেল, 'কে ?'

অঞ্জলির জবাব শোনা গেল না এতদূর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, 'এই বাড়িতে কেন ? কেন এল ? তুমি তো বলতে আমাদের সর্বনাশের জন্যে ও-ই দায়ী। বাবা ওর জন্যে মরে গেল। কেন এল ?'

অঞ্জলি কিছু বলল। যেন অনুনয়। এবং তারপর হঠাৎই এই বাড়ি শব্দহীন হয়ে গেল। কাঠ হয়ে বসে রইল দীপাবলী। কথাগুলো কানের ভেতরে শিশে ঢেলে দিয়েছে যেন। মনোরমা বললেন, 'যা, হাত ধুয়ে নে।'

'তুমি শুনলে কথাগুলো ?' দীপাবলী চাপা গলায় বলল।

মাতালের প্রলাপ ধরতে নেই। যা মুখ ধুয়ে আয়।'

আরো পরে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে মনোরমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর হাত জড়িয়ে ধরল দীপাবলী, 'সব কেমন হয়ে গেল ঠাকুমা !'

'হুঁ ! আর কত দেখব ? আমি আর পারছি না। সবার মরণ হয় কেন আমার হয় না ? দীপা, তুই আমাকে তোর কাছে নিয়ে যাবি ?'

'আমার কাছে ?'

'আমি আর পারছি না রে !'

'বেশ। আর কটা মাস অপেক্ষা কর। আমি এখান থেকে কলকাতায় ফিরেই ট্রেনিং-এ চলে যাব। বাবা, মাস্টারমশাই যা ভাবতে পারতেন না সেই রকম একটা চাকরি পেয়েছি আমি। ট্রেনিং, শেষ হলে চাকরিতে যোগ দিয়েই আমি তোমাকে নিয়ে যাব আমার কাছে।' মনোরমাকে জড়িয়ে ধরল দীপাবলী।

'কি চাকরি করতে যাচ্ছিস তুই ?'

'সরকারি চাকরি। সরকারের যেসমস্ত চাকরি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় এই চাকরিটা। তুমি কটা দিন অপেক্ষা কর।'

'তুই বিয়ে করবি না ?'

'বিয়ে ?'

'হ্যাঁ, কত কি শুনতাম তোকে নিয়ে। তোর মামা জানাতো।'

'এখনও ভাবিনি। আমি যদি বিয়ে করি তোমার আপত্তি আছে, না ?'

'না। আগে ওসব ভাবতাম। কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছি কি ভুলই না ভেবেছি। তেমন ভাল ছেলে যদি পাস তাহলে বিয়ে করিস। নিজের সব কথা বলিস তাকে।' একটু

থামলেন মনোরমা, 'কিন্তু সে যদি আমার থাকা নিয়ে আপত্তি করে?'

দুহাতে মনোরমাকে জড়িয়ে ধরল দীপাবলী। তারপর সেই ছেলেবেলার গলায় জবাব দিল, 'তাহলে তাকে একদম দূর করে দেব!' বলেই হেসে উঠল, 'তুমি নিশ্চিত থাক, আমাকে কেউ বিয়ে করবে না!'

॥ ২৩ ॥

ঘুম ভেঙেছিল সাতসকালে। চোখ মেলতেই দেখেছিল পাশে মনোরমা নেই। এখন বাইরে অন্ধকার নেই কিন্তু আলোও ফোটেনি। দীপাবলী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখল কুয়োর পেছনে একটা তুলসিগাছ থেকে পাতা তুলছেন মনোরমা। এর মধ্যে তাঁর বাসি কাপড় পাল্টানো হয়ে গিয়েছে। ইদানীং এই ব্যাপারে ছেলেলি অভ্যেস এসে গিয়েছে দীপাবলীর। ঘুম থেকে উঠেই কেন গায়ের পোশাককে অত নোংরা ভাবতে হবে তার বোধগম্য হয় না। যেটা এক ঘন্টা আগেও আরামে শরীরে রাখতে পারা যেত সেটাকে না পাল্টালে অশুচি হতে হবে কেন? ছেলেদের ক্ষেত্রে তো সেটা প্রযোজ্য নয়! এই ভাবনাকে সাহায্য করত এক ধরনের আলসেমি। একা থেকে থেকে সেটা বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। তাই যা কিছু ছাড়াছাড়ি তা একেবারে স্নানের সময়। এখন মনোরমাকে দেখে তার অস্বস্তি হল। বাসি কাপড় সাতসকালে ছাড়ার অভ্যেসটা আকৈশোর এবং তারও পরে মনোরমাই তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ সে তাকে ধরে রাখেনি জানলে তিনি কি খুশী হবেন?

মুখহাত ধুয়ে, পরিষ্কার হয়ে দীপাবলী ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানা তুলে কাপড় বদলালো। খামোকা একটি মানুষকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ? যদিও এটা হিপোক্রেসি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কখনও কখনও তার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। পোশাক পরিবর্তনের সময় ঘরটির দিকে তার ভাল করে নজর পড়ল। কাল রাত্রে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা লাগছিল। খুবই অযত্নে তৈবী এই ঘরটিতে হাওয়া ঢোকার যথেষ্ট জায়গা আছে। জোরে বৃষ্টি হলে জল ঢোকে কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। অমরনাথ স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না এমন ঘরে তাঁর মা রাত্রিবাস করবেন। হয়তো মূল বাড়িতে মনোরমাকে থাকতে বলেছিল অঞ্জলি, মনোরমাই রাজী হননি। এটুকু অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। বৈধব্য নিয়ে আলাদা থাকার একটা জেদ মনোরমার অনেকদিনের।

এখন একটু চা হলে ভাল হত। ঘরের বাইরে এসে সে দেখল মনোরমা ফিরে আসছেন। অঞ্জলিরা কেউ ওঠেনি। পৃথিবীটা কি মনোরম শান্ত। মনোরমার মুখে হাসি ফুটল। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চলেন এখন। বললেন, 'বাসি কাপড় স্নানের সময় কেচে দিস। তোর দেখছি মেমসাহেব হওয়া হল না।'

নিজেকে প্রতারক মনে হচ্ছিল। কিন্তু বৃদ্ধার এই আনন্দটুকু নষ্ট করা এই সাতসকালে খুবই অন্যায় হবে। দীপাবলী বলল, 'তুমি পুজো টুজো করো, আমি একটু ঘুরে আসি।'

'ওমা, কোথায় যাবি?'

'এমনি, হাঁটব। দীপাবলীর চোখে পড়েছিল পেছনে একটা গেট আছে, সে সেই দিকে এগিয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল এরা এই জায়গাটাকে কলোনি বলে বটে কিন্তু তার দেখা যাদবপুরের কলোনির সঙ্গে কোন মিল নেই। সেখানকার মানুষ এমন ফাঁকা ফাঁকা থাকে না, সেখানে এত গাছগাছালিও নেই। এই সময়েই বাচ্চারা রাস্তায় বেরিয়ে শব্দ তোলে।

কলোনির ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে এল দীপাবলী পিচের রাস্তায়। ডান দিকে একটু

এগোলেই চা-বাগান আর তার পরেই মেছুয়াপুল ছাড়িয়ে খুঁটিমারির জঙ্গল। আকাশে পাখি উড়ছে। পুরো রাস্তাটা শুয়ে আছে চমৎকার আলস্য নিয়ে। নির্জনতায় বুক ভার হয়ে আসে।

দীপাবলী বাঁ দিকে হাঁটতে লাগল। কাল রিকশায় বসে যতটুকু চোখে পড়েছিল তাতে চৌমাথার দিকটাকে একেবারে শহর বলেই মনে হয়েছিল। এদিকের শ-মিলগুলো একই রকম রয়েছে, স্কুলের মাঠ এবং স্কুল বাড়িও পাল্টায়নি। সত্যসাধন মাস্টার নেই। মন কেমন খারাপ হয়ে গেল কথাটা মনে পড়তেই। ঠাকুরবাড়ির সামনে পৌঁছাতে একটি মানুষের দেখা পেল সে। বৃদ্ধ, বেড়াতে বেরিয়েছেন সম্ভবত। সে চিনতে পারল না। ছেলেবেলায় অবশ্য বাগানের বাইরে এই এলাকার বেশী মানুষকে সে চিনত না। বৃদ্ধ একটু বিস্মিত চোখে তাকে দেখে চলে গেলেন। ইচ্ছে করেই দীপাবলী চলে এল চৌমাথায়। দোকানপাট সব বন্ধ। একটা ট্যাক্সি মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে। একটুও ব্যস্ততা নেই কোথাও। দীপাবলীর মনে হল জায়গাটার শরীরে অনেক ভার চাপানো হয়েছে বটে কিন্তু তাতে তার চরিত্র বদল এখনও হয়নি। সে পিচের রাস্তা ধরে আংরাভাসার দিকে এগিয়ে গেল।

একটু একটু করে চেনা কাঠের বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে সে আংরাভাসার পুলের ওপর এসে দাঁড়াল। জল নেই, পাথরগুলো ধুলোয় ভর্তি। এই নদী তার ছেলেবেলায় জড়িয়ে। বই-এর পাতায় লেখা থাকে, সময় সব কিছু গ্রাস করে নেয়। এই সময়টা কত দিনে তা জানা ছিল না। কেউ তাকে তার ছেলেবেলা ফিরিয়ে দিতে পারবে না কিন্তু ইচ্ছে করলে এই হাড়জিরজিরে নদীতে আবার স্রোত আনা যায়, শুধু ওপাশেরর বাঁধটুকু কেটে দিতে যেটুকু পরিশ্রম।

কিন্তু প্রয়োজনের চেহারা বদলে গেলে আর বাঁধ কাটবে না কেউ। এটাই জীবনের সত্যি। ঠিক একই ব্যাপার, আজ এই মুহূর্তে এখানে একদম একা ভাবা। দীপাবলী পুল ছেড়ে এগোতে লাগল। এবার চা-বাগানের চৌহদ্দি শুরু। ওই যে শ্যামলদাদের কোয়ার্টার্স, ওপাশে বিশু আর খোকনদের বাড়ি। খোকনদের বাড়ির গাছে বসে থাকত এক পেতনি। আঃ, সেই ছেলেবেলায় ব্যাপারটা কি দারুণ বিশ্বাসযোগ্য ছিল। ওই যে বড়বাবুর বাড়ি। বড়বাবুর বাবা তেজেন্দ্র কি রকম দুর্বল ছিলেন মেয়েদের সম্পর্কে! মনোরমা থেকে শুরু করে বালিকা দীপাবলী পর্যন্ত সবাই তাঁর কাছে সমান যত্ন পেত। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই মারা গিয়েছেন। ওই মাঠ, তাদের খেলার মাঠ, কালীপূজার মাঠ এখন কিরকম নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে আছে! এসব দিকে তাকিয়ে খুব কষ্ট হচ্ছিল দীপাবলীর। কিন্তু সে রাস্তা থেকে নামল না। সোজা এগিয়ে গিয়ে থামল চা-বাগানের মধ্যে। চারপাশে এখন স্মৃতিরা তাদের নিজস্ব জায়গা নিয়ে বেঁচে আছে। এতগুলো বছরে এখানকার গঞ্জ এলাকার যত পরিবর্তনই হোক চা-বাগানের চেহারার ছবি একই অবস্থায় রয়েছে। এই গাছপালা মাঠ এমন কি ঘাসগুলোকেও তার বন্ধু আত্মীয় বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাকে কেউ চেনে না। এই দীপাবলী এদের সম্পূর্ণ অচেনা। মনে মনে এমন অনুভূতি তৈরী হচ্ছিল।

হঠাৎ বুধুয়ার কথা মাথায় এল। বুধুয়া তো ওই বাগান পেরিয়ে কুলি লাইনে থাকত। কতকাল বুধুয়া তাদের বাড়িতে চাকরি করেছে। একবার গেলে কেমন হয়! সেই নিরক্ষর মদেশিয়া মানুষটি তাকে খুব সমীহ করত। এখন কি করবে?

দীপাবলী এগোতেই কানে গাড়ির আওয়াজ এল। জলপাইগুড়ির দিক থেকে একটা প্রাইভেট গাড়ি ছুটে আসছে। ফাঁকা রাস্তা বলে দুরন্ত গতিতে ছুটছে গাড়ি। দীপাবলী রাস্তা থেকে সরে ঘাসের ওপর গিয়ে দাঁড়াল। হুস করে গাড়িটা বেরিয়ে গিয়েও আচমকা গতি

কমাতে লাগল। সম্ভবত ব্রেকে জোর চাপ পড়তেই শব্দ বাজল। দীপাবলী দেখল গাড়িটা বেশ কিছুদূরে গতির টানে এগিয়ে গিয়ে থামতে পারল। এরকম জায়গায় ওই গতির গাড়ির থামার কথা নয়। উত্তরবাংলার নির্জন রাস্তায় কখনও কখনও গাড়ি থামিয়ে অনেক কুকাণ্ড করত একসময়। অস্বস্তি নিয়ে সে দেখল গাড়িটাব দরজা খুলে ড্রাইভার নামছে। নেমে একটু দাঁড়িয়ে তাকে দেখার চেষ্টা কবছে।

এত দূর থেকে দীপাবলী কিছু বুঝতে পারছিল না। সে দেখল লোকটা তার দিকে দৌড়ে আসছে। এবং তখনই সে চিনতে পারল। এক দৌড়ে সামনে এসে খোকন বলল, 'আরে তুই, আমি ঠিক চিনেছি, তুই এত বড় হয়ে গেছিস ! একদম ভদ্রমহিলা ! বাব্বাঃ। কবে এসেছিস ?'

এতগুলো প্রশ্ন এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হওয়ামাত্র বুকের সমস্ত হিম উধাও হয়ে গেল। জবাবে শুধু হাসতে পারল দীপাবলী। খোকনকে এখন সত্যি চেনা যায় না। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, লম্বা পুরুষালি চেহারা কিন্তু অভাবের ছাপ আছে। শার্ট প্যান্টেও সেটা স্পষ্ট। এই খোকন তার বাল্যকালের বন্ধুর চেহারা বহন করছে না। পূর্ণিমার রাত্রে যখন বাতাবির রস ঘন হয় তখন এই খোকনের ঠাকুমা আকাশ থেকে নেমে বাতাবিব ডালে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে প্রথম ফলের রস চুষে নিশ্চয়ই খেতেন না।

'কিরে ? কথা কানে যাচ্ছে ? হাঁ করে কি দেখছিস ?' খোকন ধমকে উঠল।

'তোকে ? তুই কি রকম হয়ে গেছিস !' দীপাবলী জবাব দিল।

'মানে ? আমি ড্রাইভারি করি, ড্রাইভারদেব চেহারা যেমন হয় তেমন হয়েছি। তুই শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা, বড় চাকরি করিস বলে শুনেছি, তোর কথা আলাদা !'

'একদম বাজে বকবি না।' দীপাবলীর রাগ এল।

'ওঃ, তোকে দেখে কি ভাল লাগছে ভাবতে পাবছি না। কবে এসেছিস ?'

'গতকাল।'

'থাকবি তো কিছুদিন ?'

'না রে। আজই চলে যেতে হবে।'

'সেকি ? কেন ?'

হঠাৎ খুব খারাপ লাগল। এতক্ষণ নিজেকে বাইরের লোক বলে মনে হচ্ছিল। কেউ তাকে চেনে না বলে একটা কষ্ট ছোবল । খোকন আসা মাত্র তার জায়গায় অন্য কষ্ট এল। একটা দিন থাকতে পারলে ভাল লাগত। এখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ, যাদের সঙ্গে যৌবনের শুরু থেকে আলাপ হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করতে হয় অনেক মেপে, ভেবে। একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেমন যাওয়া যায় না তেমনি সেই সীমার এপারে তাদের আসতে না দেওয়ার চেষ্টাও করতে হয়। এরা কেউ অসীম, কেউ শমিত, কেউ অলোক আবার কেউ অর্জুন নায়েক। কিন্তু বাল্য বয়সের বন্ধু খোকনদের সঙ্গে কথা বলতে সেই সচেতন বোধ মোটেই কাজ করে না। খোকন এখন যেভাবে কথা বলছে পরে আলাপ হওয়া কোন পুরুষ সেইভাবে কথা কখনই বলতে পারবে না। দীপাবলী জবাব দিল, 'কাজ আছে রে !'

'তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?'

'এমনি। এসব জায়গা দেখছিলাম। ছেলেবেলার কথা মনে হতেই চলে এলাম। খোকন, তোর মনে আছে, ওইখান দিয়ে জঙ্গলের পাশের নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে আমরা হাতির তাড়া খেয়েছিলাম ?'

খোকনের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'ও হ্যাঁ। তারপর সেই শ্যামলদার কেসটা ?' বলে হাসল, "শ্যামলদাটা মাইরি একদম বুড়ো হয়ে গিয়েছে। চিনতে পারবি না।'

'আচ্ছা, তোর মনে হয় ওসব কথা, যখন এখান দিয়ে যাস ?'

'দুর অনেকদিন পরে এসেছিস বলে আজ তোর হচ্ছে। রোজ যদি দেখতে হত তাহলে মাথায় এসব ভাবনা আসতই না। বিয়ে করেছিস ?'

'করলে দেখে বুঝতে পারতিস না ?'

'মডার্ন মেয়েদের বোঝা যায় না।'

'মডার্ন মেয়ে বলতে কি বুঝিস ? সবাই সমান। ওইসব ব্যাপারে। তুই ?'

'হুম।'

'আচ্ছা ! কবে ? তোর বউ কোথায় ?' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল দীপাবলী।

আর তখনই গাড়ির হর্ন বাজল। যাকে গাড়িতে বসিয়ে খোকন নেমে এসেছিল সে বোধহয় আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। খোকন গাড়ির দিকে তাকাল, 'ভাড়া দেবে কম আবার হর্ন বাজাচ্ছে ! তুই কোনদিকে যাবি ? তোর মা-রা তো কলোনিতে থাকে।'

'ওখানেই যাব।'

'চল। লোকটাকে নামিয়ে দিয়ে তোর সঙ্গে গ্যাঁজাবো।'

'তুই কোত্থেকে আসছিস ?'

'জলপাইগুড়ি। কাল রাত্রে একটা হসপিটাল কেস নিয়ে গিয়েছিলাম ফেরার সময় একে পেয়ে গেলাম। আয়।'

হাঁটতে হাঁটতে দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'রাত্রে ঘুমোসনি ?'

'না। অভ্যেস আছে। গাড়িতে স্পীড তুলে একটু একটু ঘুমিয়ে নিই।'

'তোর বউ কোথাকার মেয়ে ?'

'এখানকার। তুই চিনিস না। সত্যবতীর বাবা অনেক পরে এসেছে।'

'সত্যবতী !'

'আর বলিস না ! ছোট করে ডাকলে মনে হয় ব্যাটাছেলেকে ডাকছি।' খোকন ড্রাইভারের এপাশের দরজা খুলে দীপাবলীকে উঠতে বলে পেছন দিকে তাকিয়ে বলল, 'সরি স্যার। অনেক দিনের পুরোন বন্ধুকে দেখতে পেয়ে একটু—।'

দীপাবলী ফ্রন্ট সিটে বসে আয়নায় দেখল মাঝবয়সী লোকটা কঠিন মুখে তাকিয়ে আছে। সে নিজে ট্যাক্সি ভাড়া করে এলে ড্রাইভার যদি মাঝরাস্তায় বসিয়ে রেখে গল্প করত তাহলে কি একই প্রতিক্রিয়া হত ? হয়তো।

গাড়ি চালু করে খোকন বলল, 'এখন বাগানের বেশীরভাগ লোককে তুই চিনতে পারবি না। আমি তো আর ওদিকে পা বাড়াই না।'

'তুই আছিস কোথায় ?'

'ওই তো, শ্মশানের পাশে বাবা জমি কিনেছিল, সেখানেই বাড়ি করেছি একটা। বাবা মারা গিয়েছে, মা আছে এখনও। শালা বউ-এর সঙ্গে রোজ টিকটিকানি চলছে।'

গাড়ি আংরাভাসার পুল পেরিয়ে বাজারের ভেতর ঢুকে পড়ল। এখন রাস্তায় কিছু লোকজন। দোকানপাট খোলার তোড়জোড় চলছে। চৌমাথা পেরিয়ে পি ডব্লু ডি অফিসের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গাড়ি থামাল খোকন। ভদ্রলোক নেমে ভাড়া দিলেন। তারপর একটু ইতস্তত করেই এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এক্সকিউজ মি, আমার মনে হচ্ছে আপনাকে আমি দেখেছি। আপনি কি, আপনি কি মিসেস ব্যানার্জি ?'

খোকন আগ বাড়িয়ে জবাব দিল, 'না, না। ও হল দীপা, আমরা একসঙ্গে থাকতাম চা-বাগানে। সেই ছেলেবেলা থেকেই থাকতাম।'

দীপাবলীর ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। খোকনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনের সব রশি আলগা হয়ে গিয়েছিল প্রশ্নটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে টানটান। এই লোকটি তাকে অবশ্যই চেনে। চা-বাগানে আজ পর্যন্ত কেউই তাকে মিসেস ব্যানার্জি বলে ডাকেনি। খুব বেসুরো লাগল ডাকটা, অন্তত এখানে।

সে খোকনকে বলল, 'তুই থাম। হ্যাঁ, আমার নাম দীপবালী বন্দ্যোপাধ্যায়।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'ঠিক ধরেছি। কিন্তু কিছুতেই আমি মেলাতে পারছিলাম না। আমি মদনগোপাল দত্ত। এখানকার সাব ডিভিশনাল অফিসার। কাল ডি এমের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। জিপ খারাপ হয়ে গেল। যাকগে। আসুন, আসুন, আমার বাড়িতে একটু চা খেয়ে তবে যাবেন।'

গাড়ি থেকে না নেমে দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?'

'আমি এককালে বীরভূম পুরুলিয়ায় পোস্টেড ছিলাম। ওই যেবার মন্ত্রী এসে ডি এমের বাংলোয় মিটিং করেন তাতে আমিও ছিলাম যে। ওঃ, আপনি যেভাবে মন্ত্রীকে আর্গুমেন্ট করে কনভিন্স করলেন তা আমার এখনও মনে আছে। আমাকে আপনার চেনার কোন কারণ নেই। কিন্তু সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু এই চা-বাগানের মধ্যে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আর এর সঙ্গে এভাবে কথা বলতে শুনে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। হেঁ হেঁ, বুঝতেই পারছেন।'

দীপাবলী শান্ত গলায় বলল, 'লোকে যে পোশাকে অফিসে যায় আর যে পোশাকে রাত্রে নিজের বিছানায় শোয় তা নিশ্চয়ই এক হতে পারে না। কিন্তু আমি তো এখন আপনার বাড়িতে গিয়ে চা খেতে পারব না। অনেকদিন বাদে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, ওর বাড়িতেই যেতে হবে। কারণ আজই আমি ফিরে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, কানাঘুষোয় শুনেছিলাম আপনি নাকি রিজাইন করেছেন। আমি তখন এদিকে চলে এসেছিলাম বলে ব্যাপারটা ঠিক জানি না।'

'হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছেন।' বলে দীপাবলী খোকনকে ডাকল, 'চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

গাড়ি গেটের বাইরে এলে খোকন বলল, 'আই বাপ, লোকটা তোকে কিরকম খাতির করছিল রে, আর তুই ওকে পাত্তাই দিলি না।'

'ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমি এখানে আসিনি।'

'তুই সরকারি চাকরি করতিস, না?'

'হুঁ।'

'রিজাইন দিলি কেন? কত খাতির, কত পাওয়ার!'

দীপাবলী প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল, 'তোর বাড়িতে চল।'

'আমার বাড়িতে? সত্যি বলছিস?'

'নিয়ে যেতে অসুবিধে আছে?'

'দূর! তুই আমাদের ঘরের লোক, তোকে নিয়ে যেতে অসুবিধে হবে কেন?'

চৌমাথা থেকে শ্মশানের দিকে গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে খোকন বলল, 'মা তোকে দেখে চমকে যাবে। দেখিস তোর কাছে আমার নামে হেভি লাগাবে।'

'লাগাবে কেন?'

'বউটাকে শাসন করি না বলে।'

বউকে বুঝিয়ে বলিস না কেন ?'

'মেয়েছেলেকে বোঝানো আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'ছোটলোকের মত কথা বলিস না।'

'ড্রাইভার তো ছোটলোকই।'

'ড্রাইভারি করিস, কিন্তু তুই খোকন। আমাদের বন্ধু।'

'বুঝলাম।' খোকন হাসল, 'তুই মাইরি একই রকম থেকে গেলি।'

'মানে ?'

'আমাদের অন্য বন্ধুরা দেখা হলে দুটোর বেশী তিনটে কথা বলে না। আমি ড্রাইভার ক্লাসের লোক, কথা বললে প্রেস্টিজ যাবে। এখন কেউ আমাকে বন্ধু বলে না। যারা বলে তারা এই লাইনের লোক, মালফাল খায়। তোকে একটু ছোঁবো ?'

'মানে ?'

'আগে ছুঁতে দে।' হাত বাড়াল খোকন। দীপাবলীর খুব মজা লাগছিল। সে খপ করে সেই হাত ধরল।

দীপাবলী হাসল, 'ছুঁলি কেন ?'

'দোস্তিটা যাতে বহুৎ দিন টিঁকে থাকে।'

শ্মশানের পর থেকে আর এক নতুন জনপদ গড়ে উঠেছে আসাম রোডকে মাঝখানে রেখে। বেশ কিছুটা জমির ওপর পাকা একতলা বাড়ি। যদিও তাদের ছিরিছাঁদ খুবই সাধারণ তবু এলাকাটা যে বাড়ছে তার প্রমাণ। খোকনদের বাড়ির চারপাশে কোন বেড়া নেই। একেবারে সিঁড়ির গায়ে দাঁড় করিয়ে সে গাড়ি থেকে নেমে চিৎকার করল, 'মা, কে এসেছে দ্যাখো!'

কোন সাড়া এল না ভেতর থেকে। খোকন ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর দীপাবলী গাড়ি থেকে নামল। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল সে। এখন বেশ সকাল। হুট করে চলে আসা হয়তো ঠিক হয়নি। ভিতরে খোকনের গলা পাওয়া যাচ্ছে। এইসময় এক মহিলাকে দেখা গেল। খুবই আটপৌরে পোশাকে এবং সেগুলো বেশ ময়লাটে। মুখ চোখ মোটেই সুন্দর নয়। খোকন বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, 'আয় রে। এই হল আমার বউ।'

দীপাবলী নমস্কার করল, 'খুব অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম, না ?'

মহিলা ঠোঁট টিপে না বললেন মাথা নেড়ে। খোকন বলল, 'আমার বউকে কেমন দেখছিস ?'

হঠাৎ মহিলা গলা তুললেন, 'কেমন দেখবে ? যেমন রেখেছ তেমন দেখবে।'

মুখ শুনলি ? একেবারে মা মনসা। ভেতরে আয়।

দীপাবলী খোকনকে অনুসরণ করে বলল, 'কি যা তা বলছিস !'

জবাবে হো হো করে হাসল খোকন। যে ঘরে দীপাবলী বসল তাতে অযত্ন স্পষ্ট। বেতের চেয়ার এখানে বেশ সস্তা। খোকন বলল, 'কোনমতে আছি বুঝলি। এখন লাইনে হেভি কম্পিটিশন, ননবেঙ্গলিরা এসে গিয়েছে।'

দীপাবলীর এই কথাগুলো খোকনের মুখে শুনতে ভাল লাগছিল না। সে প্রসঙ্গ ঘোরাতে যাচ্ছিল এমন সময় খোকনের মা দরজায় এলেন, 'ওমা, দীপা, তুই ?'

'চলে এলাম। আপনি কেমন আছেন ?'

'ভাল নয়। অম্বলে অম্বলে শরীর শেষ হয়ে গেল। তোর কাকাবাবু নেই, জানিস তো। সে গেল আর আমার কপাল পুড়ল।' নিঃশ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা।

'মা !' খোকন চাপা গলায় বলল।

'আহা, দীপা তো বাইরের লোক নয়। ওকে তো জন্ম থেকে দেখেছি।'

'জন্ম থেকে দ্যাখেননি। আমার জন্ম হয়েছিল মালবাজারে।'

'ও তাই তো ! তবে অঞ্জলি তোকে বুকে করে মানুষ করেছে তো। সেই মা ঠাকুমাকে ফেলে রেখে তুই কলকাতায় কি করে বেড়াচ্ছিস রে ?'

'কি করছি ?'

'আর তোকেই বা কি বলব ? আমার ঘরে যিনি এসেছেন তার স্বরূপই বা কি ! তোর চেহারা কিন্তু বেশ ভাল হয়েছে। কলকাতার মেয়েদেব মতন।' খোকনেব মা কথা শেষ কবা মাত্র চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল বউটি।

খোকনের মা তাকে বললেন, তুমি একে চিনবে না। তোমার বর আর এ একসঙ্গে বড় হয়েছে। অনেক লেখাপড়া শিখেছে। চোখেব ওপর দেখলাম সব। বাপ মা জোর করে বিয়ে দিল, বিধবা হল, ঠাকুমাব সঙ্গে ঠিক বিধাবাব মত থাকত।'

'আপনি বিধবা ?' বউটি চমকে উঠল।

চায়ের কাপ ধরেছিল দীপাবলী, শক্ত হয়ে গেল। খোকনেব মা বললেন, 'হ্যাঁ, তাই আর বিয়ে করল না। এটা বাপু প্রশংসা কবতেই হবে।

খোকন বলল, 'তোমরা অন্য কোন বিষয়ে পাচ্ছ না কথা বলার ?'

'বাঃ, অন্যায় কি বলেছি ? হ্যারে দীপাবলী ?'

'অন্যায় কিনা জানি না, তবে ভুল বলেছেন অর্দ্ধেক। আমার মনে হয় বিয়ের বয়স এখনও যায়নি আর বিয়ে করব না এমন প্রতিজ্ঞাও আমি করিনি।'

বউটি বলল, 'ঠিক তো। তাছাড়া বিধাবাবা আজকাল বিয়ে করে।'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'আমি নিজেকে বিধবা বলে মনে করি না। কিছুদিন বাধ্য হয়ে ঠাকুমার জন্যে নিয়ম মানতাম, পবে বাবা বেঁচে থাকতেই আব মানিনি। যে লোকটাকে স্বামী বলেই মনে হয়নি সে মাবা গেলে আমি বিধবা হব কেন ?'

'তুইতো শুনেছি তাদেব টাকায় বড়লোক হয়েছিস।' খোকনেব মা বললেন।

'ভুল শুনেছেন। খোকন, চলি বে, আমাকে আজই কলকাতায় ফিবতে হবে।'

বউটি জিজ্ঞাসা কবল, 'আজই ফিরে যাবেন ?'

'হ্যাঁ ভাই। কলকাতা থেকে যেতে হবে দিল্লী। আমি একটা সরকারি চাকরি পেয়েছি। খুব ভাল লাগল তোমার সঙ্গে আলাপ করে।'

'তুই চা খেলি না।?' খোকন জিজ্ঞাসা করল। বউটি বলল, 'না, চা না খেলে যেতে দেব না। আপনাকে আজ প্রথম দেখলাম।'

নিতান্ত অনিচ্ছায় চা খেতে হল। খোকনের মায়ের কথা শুনে মন তেতো হয়ে গিয়েছিল। বিস্বাদ লাগল। খানিকটা রেখে দিল সে কাপে। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। খোকন এগিয়ে যাচ্ছিল গাড়ির দিকে। দীপাবলী তাকে বলল, 'তুই কাল থেকে বাইরে আছিস। বাড়িতে থাক এখন, আমি এটুকু পথ হেঁটে যেতে পারব।'

'খুব খচেছিস না ? ওঠ !'

দীপাবলীর পাশাপাশি বউটি হাঁটছিল। তার কাঁধে হাত রেখে দীপাবলী বলল, 'তোমার জন্যে আমার খারাপ লাগছে। এই সংসারে যখন এসে পড়েছ তখন মেনে নিতেই হবে। বয়স হয়েছে এটুকু ভেবেই মেনে নাও।'

'মানতে আমার আপত্তি নেই দিদি। শুধু ও যদি আমাকে বুঝত ! মাঝে মাঝে মায়ের

পক্ষ নিয়ে অন্যায় তর্ক করে।' বউটি মুখ নামাল।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে দীপাবলী দেখল বউটি একা দাঁড়িয়ে আছে, খোকনের মা বাইরে আসেননি। সে খোকনকে জিজ্ঞাসা করল, 'এরকম করিস কেন?'

স্টিয়ারিং-এ আঙুলের বোল তুলল খোকন, 'না করলে পাবলিক বলবে আমি মাকে কষ্ট দিচ্ছি। অমানুষ!'

'মাকে বোঝা। কথা বলার ধরন পাল্টাতে বল'

খোকনের গলা নিচে নামল, 'দীপা, তুই আমাকে ক্ষমা কর?'

চমকে তাকাল দীপাবলী 'মানে?'

'মায়ের কথা মনে রাখিস না।'

দীপাবলী কোন কথা বলল না। একেবারে বাড়ির দরজায় গাড়ি নিয়ে এল খোকন। এবং মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গীতে বলল, 'তুই সব জানিস তো?'

'কি ব্যাপারে?'

'তোর ছোট ভাই-এর ব্যাপার?'

'হ্যাঁ।'

'আমি একদিন বলতে গিয়েছিলাম, আমাকেই অপমান করল।'

'আর বলিস না।' দীপাবলী গাড়ি থেকে নামতে নামতে দেখল অঞ্জলি দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। খোকন তাকে দেখে হাত নাড়ল, 'কেমন আছেন?'

'ভাল। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ। ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। চলি রে।'

'আচ্ছা।'

'আবার কবে আসবি?'

'জানি না।'

'তুই না এলে তো দেখা হবে না। আর আমার যা লাইন, কবে শুনবি আসাম রোডে ট্রাকের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে আমি ফটো হয়ে গিয়েছি।'

'তুই যাবি?'' দীপাবলী গলা তুলল।

খোকন হাসল, 'যাচ্ছি। তুই কখন শিলিগুড়িতে যাবি?'

'শিলিগুড়ি না। জলপাইগুড়ি থেকে থ্রু কোচে উঠব। একটার সময় বেরুলেই হবে।'

'তাহলে তখন এসে তোকে বাস ধরিয়ে দেব। কবে দেখা হবে বললি না যখন তখন আমাকে আসতেই হচ্ছে।' খোকন চলে গেল।

বড় ভাই বাড়িতে নেই। তার চা-বাগানে ডিউটি শুরু হয়ে গিয়েছে। ছোট ভাই ঘুমুচ্ছে। দীপাবলী আর অঞ্জলি ভেতরের উঠোনে এল। অঞ্জলি বলল, 'তুই চায়ের সঙ্গে কি খাবি?'

'কিছু না মা। তোমাদের খবর বল।'

'এই তো। বড় চাকরি পাওয়ায় বেঁচে গিয়েছি। তুই টাকা পাঠাতিস বলে সেই সময় সামলে নিয়েছি। কিন্তু ছোটটা নষ্ট হয়ে গেল। রোজ মদ খেয়ে ফেরে। শুনেছিস নিশ্চয়ই, ঠাকুমা বলে নি?'

'নিজের কানে ওর চিৎকার শুনেছি।'

'আমার কপাল।'

'মা, আমি এখন ট্রেনিং-এ কলকাতার বাইরে যাব। ফিরে এসে সেট্‌লড্‌ হলে ঠাকুমাকে আমার কাছে নিয়ে যেতে চাই।'

অঞ্জলি বড় বড় চোখে তাকাল। তারপর মুখে একটিও শব্দ উচ্চারণ না করে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। দীপাবলী সেটা লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'মন থেকে বলছ?'

'হ্যাঁ। তোর বাবা বেঁচে থাকলেও তাই চাইতেন। ছেলেদের কাছে ওঁকে রাখতেন না।'

'মা!'

অঞ্জলি হঠাৎ ঠোঁট আঁচলে টিপে ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে। দীপাবলী অবাক হয়ে গেল। যে অঞ্জলি নিজের গর্ভজাত সন্তানদের জন্যে স্বার্থ নিয়ে কি মারাত্মক বাড়াবাড়ি করেছিল একসময়, তার মুখ থেকে একি কথা উচ্চারিত হল? তার খুব ইচ্ছে করছিল অঞ্জলিকে জড়িয়ে ধরতে, কিন্তু সে পারল না, এই মুহূর্তে।

ছোট ভাইয়ের দর্শন পেল না দীপাবলী। ঘুম থেকে উঠেই সে কাউকে কিছু না বলে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। দিদির আসার খবর বোধহয় রাত্রেই পেয়েছিল। তবু এ নিয়ে অঞ্জলিব আফসোস। একদম খালিপেটে বেরিয়ে গেছে, তার ওপর ওসব খাবে। দুপুরে বড় ভাই এল। বাবাব চেহারা পেয়েছে। গম্ভীর গলায় কুশল জিজ্ঞাসা করল এমনভাবে যেন বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। দীপাবলী সেই দূরত্বই রাখল। দীপাবলীর মনে পড়ছিল, এই ছেলে যেদিন অমরনাথ অসুস্থ হয়েছিলেন সেইদিন তাঁর সামনে তাকে অসুস্থতার জন্যে দায়ী করেছিল।

একজন বৃদ্ধা তাঁর প্রৌঢ়া বউমাকে পাশে নিয়ে অত্যন্ত যত্ন করে খাওয়ালেন তাকে। ডাল ভাজা তরকারি রেঁধেছেন মনোরমা, মাছ অঞ্জলি। খাওয়া দাওয়ার পরেই খোকন গাড়ি নিয়ে হাজির। বেরুবার সময় অঞ্জলি কাঁদল, মনোরমা চুপচাপ। দীপাবলী তাঁকে জড়িয়ে ধরে নিচু গলায় বলল, 'আর কটা দিন অপেক্ষা কর।'

গাড়িতে উঠে সে দেখল খোকনের মুখ গম্ভীর। কোন কথা না বলে গাড়ি চালাচ্ছে। দীপাবলী চোখ বন্ধ করল। প্রতিটি মানুষের মনে নিজস্ব অশান্তি আছে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আলাদা আলাদা অভাববোধ এবং তা থেকে জাত দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকে। জীবন তাদের যতই শিক্ষা দিক তাদের মন তা মানতে চায় না। সে মনে করে কেউ তার সমস্যা বুঝতে পারবে না, তার মত অশান্তিতে কেউ নেই। এই যে নিজেকে আলাদা করে ভাবার চেষ্টা এটা তাকে একধরনের সুখ দেয়। অথচ পৃথিবীর মানুষেরা কেউ তার নিজের জায়গায় সুখী নয়। খোকনের গলা কানে এল, 'তোর বাস আসছে একটা। এটা ধরবি না পরের টায় যাবি?'

দীপাবলী সোজা হল, 'এটাই ধরব। গাড়ি থামা।'

॥ ২৪ ॥

কিছু জিনিসপত্র কেনার ছিল। একেবারে বেশ কয়েকমাসের জন্যে কলকাতা ছেড়ে যাওয়া। টাকা পয়সা এখন প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে।

মায়ার মা অসুস্থ। তিন দিনে শ্রাদ্ধ করার পরে তিনি একদম ভেঙে পড়েছেন। এখন বিছানায় পড়ে থাকেন বেশির ভাগ সময়। কথা বললে উত্তর পেতে অপেক্ষা করতে হয়। যে ভদ্রমহিলা দার্জিলিং-এ গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে এই আচরণের বিস্তর তফাত। জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে এসে আর একটি নতুন অভিজ্ঞতা হল দীপাবলীর। সুদীপ এ বাড়িতে রোজ আসছে। সাধারণত সকালের দিকেই আসে। মাসীমার পাশে চুপচাপ বসে থাকে। ওষুধপত্তরের খোঁজ খবর নেয়। প্রতিদিনই হাতে কিছু না কিছু ফল থাকে। স্ত্রী

বেঁচে থাকতে এ বাড়িতে যাকে প্রায় দেখাই যেত না তার নিয়মিত আসা নিশ্চয়ই অনেকের চোখে লাগছে। সুদীপের এ ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝেমাঝে সন্ধ্যাবেলায় আসছে। এখানে পৌঁছে কথাটা কানে এসেছিল, এখন নিজের চোখে দেখল। মাসীমার কিন্তু সুদীপের নিয়মিত আসা এবং তাঁর বিছানার পাশে বসে সময় কাটানো পছন্দ হচ্ছে না। কথাটা তিনি দীপাবলীকে বলেছেন অথচ মুখেরওপর জামাইকে নিষেধ করতে পারছেন না। সুদীপের এই কাজের যে ব্যাখ্যা হওয়া উচিত তা সুদীপ বলেই দীপাবলী মানতে পারছে না। তার এখনও বিশ্বাস সুদীপ মায়ার দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দার্জিলিং-এ গিয়েছিল সেরেফ কর্তব্যের তাগিদে। না যাওয়াটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হবে সেটাই বোধ হয় মনে ছিল। তাই এখন মাসীমার কাছে নিত্য আসার পেছনে কোন টান কাজ করছে তা সে-ই জানে!

সুদীপের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করেছে, 'কবে যাচ্ছ?'

'এই তো, পরশু।' চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল দীপাবলী। কথা খুঁজে পায়নি। একই অবস্থা সম্ভবত সুদীপের, মুখ নিচু করে সরে গিয়েছিল সে।

আজ সকালের কাগজে বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। মুক্ত অঙ্গনে শমিতদের নাটক আজ। তার মানে শমিত এখন কলকাতায়। বিজ্ঞাপন দেখে প্রথমে খুব খারাপ লেগেছিল। তারপর মনে হল শমিতের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। ওর মত নাটকসর্বস্ব মানুষ কোন কিছুর সঙ্গে আপোস করে না। এমন কি নিজের অন্য আবেগের সঙ্গেও না। সন্তান মারা যাওয়ার পরে অভিনয় করে তাকে দাহ করতে যেতে পারে শমিতরা। সাধারণ মানুষের জীবন দিয়ে ওকে বিচার করতে যাওয়া বোকামি।

দার্জিলিং-এ শমিতের যে আচরণ দেখেছে সে, তাতে আর কেউ না বুঝুক দীপাবলী জানে মায়া সবসময় শমিতের বুকের ক্ষরণ জাগিয়ে রাখবে। ও রঙ মেখে যখন অভিনয় করবে তখনও। সুদীপ কিন্তু খুব দ্রুত নিজেকে বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে। কিছুদিন বাদেই এই বাড়িতে আসা যাওয়া বন্ধ হবে। তারপর পরিচিত কোন মহিলা যার মধ্যে মায়ার সামান্য মিল সে দেখতে পাবে তাকেই বিয়ে করতে পারে। সুদীপ ঠেকা দিয়ে থাকতে ভালবাসে। এটাই ওর স্বভাব। তাই বেশিদিন একা থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো নিজের এবং দলের প্রয়োজনে ও ঠিক কোন মহিলাকে খুঁজে বের করতে পারবে। দুজনের মধ্যে এটাই পার্থক্য।

ভাল শীতবস্ত্র দরকার। যে সব পোশাক কলকাতায় ব্যবহার করা যায় তা পশ্চিমের শীতে চলবে না। তা ছাড়া সেগুলো জীর্ণ হয়ে এসেছে। সেইসঙ্গে কিছু দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস। ট্রামে চেপে নিউমার্কেটে চলে এল দীপাবলী। যে কোন ঋতুতে একমাত্র এখানেই ভাল শীতবস্ত্র পাওয়া যায়। দীপাবলী অবাক হয়ে দেখল সকাল পেরোনো এই সময়েই নিউমার্কেটের গলিতে মেয়েদের বেশ ভিড়। এই ধরনের বাজার করতে কলকাতার কিছু বিত্তবান পরিবারের মহিলারা খুব ভালবাসেন কিন্তু তাই বলে এই সময়ে!

দীপাবলী খুব আড়ষ্ট হয়ে দোকান দেখছিল। কোন দোকানের শো-কেসেই সে শীতবস্ত্র দেখতে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে সেলসম্যানরা যেচে তাকে জিজ্ঞাসা করছে কি চাই দিদি? সে জবাবে মাথা নেড়ে না বলছে। শেষ পর্যন্ত একটি ভাল কার্ডিগান পেয়ে গেল সে। অসময় বলে দাম খুব বেশি নয়। কিন্তু তার পক্ষে এটাই অনেক। প্যাকেটটা নিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে সে ঠিক করল টুকিটাকি জিনিসগুলো শ্যামবাজার থেকেই কিনে নেবে। এখানে বড্ড দরাদরি করতে হয়। একটু আগে দোকানে দাঁড়িয়ে একই জিনিস দুজনকে দুরকম দামে কিনতে দেখেছে সে।

'আরে ! কেমন আছেন ?'

চমকে মুখ ফেরাল দীপাবলী। মধ্যবয়স্ক একটি লোক তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

লোকটিকে কোথায় দেখেছে সে মনে করতে পারল না। চাকরী জীবনে অনেকের সঙ্গে একটু আধটু আলাপ হয়েছে, এ তাদের কেউ মনে করে সে বলল, 'ভাল।'

লোকটি আর একটু ঘনিষ্ঠ হল, 'কেনাকাটা শেষ ?'

দীপাবলী মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে হাঁটা শুরু করল। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে দেখছিলাম। হাতে কোন কাজ আছে ?'

'মানে ?' দীপাবলী চকিতে মুখ ফেরাল।

'না, ইয়ে, তাহলে কোথাও বসে চা খাওয়া যেত।' লোকটি হাসল।

'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমি চিনতে পারছি না।'

'ও ! ঠিক আছে, বসলে ওসব হয়ে যাবে।'

দীপাবলী দাঁড়িয়ে পড়ল, 'আপনি কি চান বলুন তো ?'

লোকটি মুখ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখে নিল। ভিড় তেমন নেই এখানে। তারপর বলল, 'কিছু না। আপনাকে রোজ পাড়ায় দেখি—তাই।'

'আপনি আমাদের পাড়ায় থাকেন ?' দীপাবলীর গলা বেশ চড়ায়।

'আমি নই, আপনি আমাদের পাড়ায় থাকেন।'

'মেয়েদের দেখলে গায়ে পড়ে কথা বলার অভ্যেস কতদিনের ?'

'সব মেয়েকে বলি না। আপনি একা থাকেন, কোন বন্ধুটন্ধু আছে বলে মনে হয় না, তাই—। আচ্ছা রাগ করছেন কেন, আমি খুব খারাপ লোক নই।'

দীপাবলী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। সে দেখল দুটো লপেটা মার্কা ছেলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের দেখছে। সে গলা তুলেই বলল, 'আপনি চলে যান, এভাবে বিরক্ত করবেন না। নইলে আমি পুলিশ ডাকব।'

'যাঃ। এটুকুতেই এই ! আপনার মত একা মেয়েছেলে এসময়ে নিউমার্কেটে কোন ধান্ধায় আসে আমি জানি না। নাকি পাড়ার লোক শুনে খাপ গুটিয়ে নিচ্ছেন !'

দীপাবলী আর দাঁড়াল না। হন হন করে এগিয়ে গেল লিন্ডসে স্ট্রিটের দিকে। শেষ পর্যন্ত একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখল লোকটার সঙ্গে ছেলেদুটো কথা বলছে। রাগে উত্তেজনায় সে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। লাইটহাউসের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে একটু দাঁড়িয়ে গেল। লোকটাকে দেখে ভদ্রলোকই মনে হবে। এইসময় একজন ওই বয়সী মানুষ সব কাজ ফেলে নিউমার্কেটে ঘোরাফেরা করে গায়ে পড়ে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবে বলে ! ভাবা যায় ? এতটা দুঃসাহস কলকাতার মানুষ ছাড়া আর কার হবে ! এখানে কেউ কাউকে চেনে না তাই ঝুঁকি কমে যায়। দীপাবলী আবার চলতে শুরু করল। আর তখনই তার দুপাশে সেই দুটি লপেটা প্রায় সেঁটে হাঁটতে লাগল। একজন ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'কেতনা দেনে পড়েগা ? হাউ মাচ ?'

দীপাবলী থমকে দাঁড়াল, 'মানে ?'

ছেলেদুটো কিন্তু দাঁড়াল না। যেমন হাঁটছিল তেমনিভাবে নির্বিকার মুখ করে এগিয়ে গেল জ্যোতি সিনেমার দিকে। অপমানে ঘেন্নায় দিশেহারা দীপাবলী। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগে হয়নি। শ্যামবাজার বা গড়িয়াহাটে কোন কোন তরুণ পিছু নেয় বটে একলা মেয়েকে দেখলে কিন্তু তাদের মনে ভয় থাকে. নিরাপদ দূরত্ব রেখে ফলো করে তারা। কিন্তু এসপ্লানেড পাড়ায় তো একেবারে গায়ে পড়ে দর জানতে চাইছে। অথচ এখানে সেই একই

কলকাতার মানুষেরাই ঘোরাফেরা করছে।

লাইটহাউসের সামনে একটা ট্যাক্সি খালি হতেই দীপাবলী তাতে উঠে বসল। বেশি খরচ হবে কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। কানের কাছে ওইসব গা গুলানো শব্দ আর যদি উচ্চারণ করে কেউ তাহলে তার বমি হয়ে যাবে। সে কিছুই করতে পারে না এদের। শারীরিক শক্তিতে পেরে উঠবে না, তাকে প্রতিবাদ করতে দেখলে অন্য পুরুষেরা দূর থেকে দাঁত বের করবে। হঠাৎ তার মনে হল একদল যৌন-অভুক্ত মানুষ হায়েনার মত দিনদুপুরেই এসপ্লানেডে চরে বেড়াচ্ছে। কোন কোন মেয়ে হয়তো পয়সার প্রয়োজনে এখানে একা আসে বলে ওরা উৎসাহ পায়। কিন্তু এদের কথা এই এলাকার পুলিশের না জানার কথা নয়। ভারতবর্ষের প্রশাসন যেমন অনেক ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে থাকতে পছন্দ করে তেমনি বাঙালি পুরুষ যতক্ষণ নিজের গায়ে আঁচ না লাগছে ততক্ষণ শামুকের মত শুঁড় গুটিয়ে থাকতে ভালবাসে। পুরো পথটা সে চোখ বন্ধ করে বসে রইল। পাড়ায় ঢোকামাত্র তার মনে পড়ল লোকটার কথা। এতদূর থেকে সে এসপ্ল্যানেডে চরতে বেরিয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যে কিন্তু তার চেয়েও যেটা জরুবী সেটা হল তার গতিবিধির খবর লোকটা জানে। লোকটার জানা মানে আরও অনেকেব নজর আছে তাব ওপরে। সে একলা থাকে এটা যেন অনেকের চোয়ালে লালা নিয়ে আসে। শুধু ভেতরে ভেতরে গজরানো ছাড়া এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবার উপায় নেই।

বিকেলে বাক্স প্যাঁটরা বাঁধা হয়ে গেলে হঠাৎ সুদীপ এল। মাসীমা আজ তার ছাদের ঘরে এসেছেন। এসে তক্তাপোশের ওপর চুপ করে বসেছিলেন। দীপাবলীর চলে যাওয়াটা তাঁকে মানতে হচ্ছে। নিজের মেয়ের পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া যাঁকে মানতে নিয়তি বাধ্য করে তাঁর কাছে এটা কিছুই নয়। এইসময় সুদীপ দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'ও আপনি এখানে? নিচের দরজা হাট করে খোলা ছিল।'

মাসীমা মুখ তুলে তাকে দেখলেন একবার, কিছু বললেন না।

দীপাবলী বলল, 'ভেতবে এসে বসো।'

সুদীপ ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসে পড়ল, 'তাহলে আজ যাওয়া হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত আমার একটা হিল্লে হল।'

'হিল্লে বলছ কেন? তুমি যে চাকরি পেয়েছ তা ভারতবর্ষের সমস্ত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রদের স্বপ্ন। কতদিনের জন্যে যাচ্ছ?'

'জানি না। আমি কিছুই জানি না। মুসৌরিতে কয়েকমাস ট্রেনিং তারপর নাগপুরে যেতে হবে। সেখানকার ট্রেনিং শেষ হলে কোথায় পোস্টিং দেবে তা ওরাই জানে। পশ্চিমবাংলায় দেওয়াই অবশ্য স্বাভাবিক।'

'কলকাতায় পোস্টেড হলে নিশ্চয়ই তুমি এ ঘরে থাকবে না!'

দীপাবলী হাসল। মুখে কিছু বলতে পারল না। এই ঘরে থাকার ব্যবস্থা মায়া তাকে করে দিয়েছিল। দু দুবার। সেই মায়া আজ নেই। এখন এখানে থাকতে তার খুবই খারাপ লাগছে। আর একবার চলে গেলে যে এখানে উঠবে না সে ব্যাপারে মন স্থির করেই নিয়েছে। মাসীমার সামনে আলোচনা করতে ইচ্ছে করছিল না।'

মাসীমা হঠাৎ কথা বললেন, 'আমি এই বাড়ি বিক্রী করে দেব সুদীপ।'

'সেকি? কেন?'

'আমার আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না।'

'কোথায় যাবেন বাড়ি বিক্রী করে?'

'দেখি।'

সুদীপ কিছু বলল না। দীপাবলী মাসীমার পাশে এসে বসল। তিনি ওর হাতে হাত রাখলেন, 'আমার মেয়ে শুরু করেছিল ভাল, শেষ রক্ষা করতে পারল না। হয়তো ওর আবেগ বেশি ছিল, তাই। তুমি এককালে আমার কাছে বাঙালি মেয়েদের লড়াইএর গল্প শুনতে। এখন পর্যন্ত তোমার পথটা ঠিক আছে। ঠিক থেকো।'

হঠাৎ গলায় বাষ্প জমে গেল। দীপাবলী কোনমতে বলল, 'আপনি আশীর্বাদ করুন।'

মাসীমা ওর হাত আঁকড়ে ধরলেন, 'মায়েদের আশীর্বাদ সবসময় মেয়েদের সঙ্গে থাকে।' কিন্তু শরীরের যত্ন নিও। একা মেয়ের শরীর যদি বিকল হয় তাহলে তার বিপদের শেষ থাকে না।' দীপাবলী চুপ করে রইল। একটা বড় নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল মাসীমার বুক থেকে। হঠাৎ বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলি। বিয়ে যদি কাউকে করো তাহলে ভাল করে যাচাই করে নিও। নিজের সঙ্গে কথা বলবে পরিষ্কার করে। পরিষ্কার না হলে একা থেকো। তাও বরং ভাল।'

মুখ নামাতে নামাতে দীপাবলী আড়চোখে সুদীপকে দেখে নিল। সুদীপ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে। মাসীমা কি নিজের মেয়ের অভিজ্ঞতা থেকে কথাগুলো বললেন? এবং তাঁর মনের অবস্থা এমন পর্যায়ে গেছে যে জামাই-এব উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করছেন না?

বোধ হয় সেটা ওঁর মনে এসেছিল। কথাবার্তার গতি তাই অন্যদিকে গেল। দীপাবলী কি কি জিনিস নিচ্ছে, কি কি নেওয়া উচিত ছিল তাই আলোচনায় এল। সুদীপ চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ বলল, 'তোমার কিন্তু এবারে বেরুনো উচিত।'

দীপাবলীর খেয়াল হল। মাসীমা উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমরা নিচে যাচ্ছি। কাউকে দিয়ে ট্যাক্সি ডাকাচ্ছি। পয়সাকড়ি সঙ্গে ঠিকঠাক আছে তো?'

'হ্যাঁ, মাসীমা।'

ওঁরা নেমে যাওয়ার পর দীপাবলী ঘরে একা। বুকের ভেতরটা খুব ভারী বলে মনে হচ্ছিল। জীবন অন্যদিকে বাঁক নিতে যাচ্ছে। একটা খোলস ছেড়ে আর একটা খোলস পরতে হবে। এইটুকু বয়সে কত কি দেখল সে, কতকাল বাঁচতে হবে, দেখার কোন শেষ থাকবে না। কিন্তু সব ছাপিয়ে আজকাল বড় বেশি করে নিজেকে একা বলে মনে হয়। এবার চা-বাগান থেকে আসার সময় মনে হয়েছিল চেনা গণ্ডী থেকে অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ মাসীমার এই ঘরে আসা, ওসব কথা শোনার পর সেই একই অনুভূতি হচ্ছে।

তৈরি হয়ে জিনিসপত্র দুহাতে নিয়ে নিচে নেমে দেখল সুদীপ আর মাসীমা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। মাসীমা সুদীপকে বললেন, 'কিছু মনে করো না তুমি।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না, না। আমি আপনাকে বুঝতে পারছি।' তারপর সে দীপাবলীর দিকে হাত বাড়াল, 'দাও ট্যাক্সি এসে গিয়েছে।'

দীপাবলী আপত্তি করল, 'না, না। আমি নিয়ে যেতে পারব।'

'তোমাকে তো পুরোটা পথ নিয়ে যেতে হবেই। এখন তো দাও।' প্রায় জোর করেই তার হাত থেকে নিয়ে এগিয়ে গেল সে দরজার দিকে।

দীপাবলী মাসীমাকে প্রণাম করল। ভদ্রমহিলা খুব আস্তে বললেন, 'ভাল থেকো।' দীপাবলীর হঠাৎ কান্না পেল। নিজেকে ধরে রাখতেই সে দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরে ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র রেখে সুদীপ দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে বলল, 'চটপট ওঠো। পোস্তায় জ্যাম পেলে মুশকিল হয়ে যাবে।'

দীপাবলী উঠল। উঠে দেখল সুদীপ তার পাশে বসে দরজা বন্ধ করছে। সে বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

'তোমায় সি-অফ করতে। কলকাতা শহর থেকে বিদায় নিতে চাইছ যখন তখন সেটা আমিই দিয়ে আসি।' সুদীপ গম্ভীর মুখে বলল।

'তুমি স্টেশন পর্যন্ত যাবে কিন্তু বাকি পথটা আমাকে একাই যেতে হবে। তাই এর কোন দরকার ছিল না, কি দরকার কষ্ট করার ?'

সুদীপ মুখ ফেরাল, 'তুমি আমাকে পছন্দ করো না, না ?'

'ঠিক তা নয়। আর এক্ষেত্রে পছন্দ অপছন্দের কথা উঠছেই বা কেন ?'

'বেশ, তোমার আপত্তি থাকলে আমি নেমে যাচ্ছি। আজ মায়ার মা আমাকে নিষেধ করলেন ও বাড়িতে যেতে। সম্পর্কগুলো তো এভাবেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

দীপাবলী চুপ করে রইল। মানুষের হতাশা নিয়ে তর্ক করার কোন মানে হয় না।

সুদীপ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে চিৎপুরের দিকে। সে এবার বলল, 'তোমাকে কয়েকটা কথা বলছি। এ জীবনে আর কাউকে এসব কথা বলা ঠিক হবে না সুযোগও পাবো না। কিংবা আমিই চাইব না এই বিষযে কথা বলতে। আজ সকালে মনে হল তোমাকে বলা উচিত। ও বাড়িতে বসে বলা সম্ভব ছিল না।'

'কি বিষয়ে ?' দীপাবলীর অস্বস্তি হচ্ছিল।

'মায়া। ও নেই এখন। মৃত মানুষকে নিয়ে আমরা সাধারণত বিরূপ কথাবার্তা বলি না। ওর সম্পর্কে কোন খারাপ আলোচনাও করতে চাই না। কিন্তু তোমার জানা দরকার আমার কাছ থেকে এ বাড়িতে চলে আসা পর্যন্ত মায়ার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারিনি বলেই ও চলে এসেছিল।'

'কি প্রতিজ্ঞা ?'

'আমাদের বিয়ের আগেই মায়া স্পষ্ট বলেছিল শমিতকে ও ওব মত ভালবেসে যাবে। আমাকে বিয়ে করছে বটে কিন্তু আমি কখনও ওই ভালবাসা নিযে যেন কথা না বলি। আমি মেনে নিয়েছিলাম। সেইসময় ওকে পাওয়ার জন্যে আমি সব শর্ত মেনে নিতে পারতাম। আমি তখন ওর পাশে না দাঁড়ালে ও মনের দিক থেকে নিঃস্ব হয়ে যেত। কিন্তু আমি একজন মানুষ। আমার পক্ষে কতদিন উদার হয়ে থাকা সম্ভব ? যখন আমি জানতে পারছি ও শমিতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। আমি একবার ডিভোর্সের কথা বলেছিলাম। সেইসময় শমিত ফট করে বিয়ে করে ফেলল। তুমি ভাবো, আমার স্ত্রী তার প্রেমিক বিয়ে করেছে বলে কষ্ট পাচ্ছে। এই দৃশ্যও আমাকে দেখতে হয়েছে। এবার আর পারিনি। ওকে বলেছিলাম আমার সন্তান চাই। তাব আগে শমিতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করতে হবে। ও মানতে পারেনি তাই চলে এসেছিল। হয়তো ওভাবে না বললে মায়া চলে আসত না। এইসব ফিল্ম করতে দার্জিলিং-এ যেত না। ও অন্তত বেঁচে থাকত পৃথিবীতে।' সুদীপের গলার স্বর থমথমে হয়ে গেল। দীপাবলী চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। মনে পড়ল চাকরি ছেড়ে কলকাতায় বাসস্থানের জন্যে সে যেদিন মায়া-সুদীপের বাড়িতে গিয়েছিল সেদিন তাকে পৌঁছাতে মায়া বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এসেছিল। কিছুক্ষণ শুনে সে মায়াকে প্রশ্ন করেছিল কেন সুদীপের সঙ্গে আছে ? মায়া অদ্ভুত হেসেছিল। ছেড়ে যেতে পারা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিল। এ নিয়ে আর আলোচনা হয়নি। যাকে ভালবাসে না তাকে কেন ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয় এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে মায়া আজ বেঁচে নেই।

হাওড়া স্টেশন এসে গেল। ট্যাক্সি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে সুদীপ কুলি ডাকল। সে

ট্যাক্সির ভাড়া দেবার চেষ্টা করেনি বলে খুশি হল দীপাবলী। স্টেশনে ঢুকে সুদীপ জানতে চাইল, 'সব তো শুনলে, কিছু বললে না তো ?'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'কিছু বলার নেই।'

যাত্রীদের ভিড়, প্লাটফর্ম খোঁজা কামরা এবং নম্বর মিলিয়ে আসন বের করে জিনিসপত্র নামিয়ে সুদীপ বলল, 'কুলির ভাড়াটাও নিশ্চয়ই দিতে দেবে না।'

ভাড়া মিটিয়ে দীপাবলী বলল, 'তুমি আমার কত বড় উপকার করেছ একসময় এই ছোট ব্যাপারে তোমাকে কেন জড়াতে যাব ?'

'আমি তোমার উপকার করেছি ?' সুদীপের গলায় বিস্ময়।

'বাঃ, গড়িয়াহাটায় তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমি এতদিন নিশ্চিন্তে কলকাতায় থেকে পরীক্ষা দিতে পারতাম ?'

'ও। কিন্তু সেই ব্যবস্থা তো তোমার বন্ধু করে দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, আর তুমি আমাকে সেদিন বলেছিলে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।'

'যাক, আমি অন্তত কাঠবিড়ালি হলাম।'

'সুদীপ, তুমি জানো আজ শমিতের শো আছে।'

'জানি।' সুদীপ মুখ ফেরাল, এটা শমিতই পারে।'

'একটা কথা বলব ?'

'নিশ্চয়ই।'

'পৃথিবীতে এমন দুজন মানুষ কোথাও খুঁজে পাবে না যারা পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ে একই কথা বলছে। সুখের সময় নয়, ইমোশনে আঘাত লাগলে একই ঘটনার চেহারা দুজনের কাছে দুরকম হয়ে যায়। আজ তুমি যা বললে তা তোমার কাছে খুবই সত্যি। কিন্তু ধর, তুমি নেই আর মায়া বেঁচে আছে, তাহলে মায়া যা বলত তা তোমার সঙ্গে কিছুই মিলত না। আমরা কেউ কাউকে নিতে পারি না মন থেকে মেনে নিই। এই মেনে নেওয়া যদ্দিন চলে তদ্দিন বিরোধটা কেউ দেখতে পায় না। আমি জানি এর কোন সুরাহা নেই।'

'তুমি ঠিকই বলেছ।' নিঃশ্বাস ফেলল সুদীপ 'তাহলে চললে ?'

'হ্যাঁ। এবার তুমি ফিরে যাও।'

'কলকাতায় এলে যোগাযোগ করো।'

'নিশ্চয়ই।' বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হল দীপাবলী, 'এই সুদীপ, ওই যে ভদ্রলোক এগিয়ে যাচ্ছেন ওকে ডাকো তো ?' প্লিজ ! সুদীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন ভদ্রলোক ?'

'ওই যে, স্যুট পরা।' বলতে বলতেই মনে পলি জমল, 'আচ্ছা, থাক, ডাকতে হবে না।' সুদীপ এগোতে যাচ্ছিল, এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভদ্রলোক কে ?'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'আমার পরিচিত। এর আগেরবার দিল্লীতে আলাপ হয়েছিল।'

'আরে। দাঁড়াও। উনি মনে হচ্ছে এই ট্রেনে যাচ্ছেন। একেবারে একা যাওয়ার চেয়ে পরিচিত কারো সঙ্গে যাওয়া ঢের ভাল।'

'না। উনি আলাদা কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছেন। এখানে তো ইচ্ছে করলেই সিট বদলানো যায় না। ঠিক আছে, আমি এবার উঠি।'

দীপাবলী জানালার ধারে নিজের আসনে বসল। এর মধ্যে ভরে গিয়েছে কামরা। সে স্বস্তির সঙ্গে দেখল তার আশপাশে সবাই অবাঙালি। কিছুটা নিশ্চিন্তে যাওয়া যাবে। বাঙালির কৌতূহলের সামনে তাকে এ যাত্রায় পড়তে হচ্ছে না।'

ট্রেন ছাড়ল। সুদীপ হাত নাড়ল। ট্রেন তাকে একই জায়গায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। সুদীপ চোখের আড়ালে চলে গেল। হঠাৎ দীপাবলীর মনে হল ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হলে ও একটা প্রস্তাব দিত। তিনি মানুষকে অকাতরে দুঃখ যন্ত্রণা দিয়ে গেছেন। সুখ দেওয়া মাত্র মনে হয়েছে বেশি দেওয়া হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি সুখ কেড়ে নিয়েছেন। তাই মানুষের একটু পাওনা থেকে যায়ই তাঁর কাছে। এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার সময়টা মানুষ যেন কিছু আগে জানতে পারে। এই ভাবে হাত নেড়ে আপাতত থেকে যাওয়া মানুষেরা তাকে বিদায় জানাবে।

চোখ বন্ধ করল দীপাবলী। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি এল। এতক্ষণ কথায় কথায় ভেতরে ভেতরে যে নির্লিপ্তির পাঁচিল তুলেছিল তা ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। সে কলকাতায় পশ্চিমবাংলো ছেড়ে একদম একা অনিশ্চিতের পথে চলে যাচ্ছে। এই যাওয়ার জন্যে কত চেষ্টা ছিল। কিন্তু যাওয়ার সময় নিজেকে ভীষণ নিঃস্ব লাগছে। মনের এত শেকড় এখানকার মাটিতে ছড়ানো ছিল? চোখ উপছে জল গড়ালো।

'আপনার চোখে কি কয়লা গিরেছে?'

চমকে মুখ ফিরিয়ে দীপাবলী দেখল উল্টোদিকের সিটে বসা এক অবাঙালি বৃদ্ধ সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন। তাঁর পাশে বসা একজন বললেন, 'কয়লা কাঁহাসে আয়েগা, ইয়ে তো ডিজেল ইঞ্জিন হ্যায়।'

'ও, ভুল গিয়া থা।' বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন।

চোখ মুছল দীপাবলী। তারপর ছুটন্ত গাছপালা বাংলাদেশের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। অথচ সে কিছুই দেখছিল না। কি নিঃসঙ্গ, শূন্যতায় তার চারপাশ তিরতিব করে কাঁপছিল। অথচ সে এসব নিয়ে কখনও ভাবেনি। বুকের ভেতর জমা সমস্ত আলো যেন অকস্মাৎ উধাও!

সহযাত্রীরা মোটামুটি ভদ্র এবং মিশুকে। বিশেষ করে বৃদ্ধ ভদ্রলোক। রাত্রে শোওয়ার আগে তিনি তাঁর সঞ্চয় থেকে কিছু খাবার এগিয়ে দিলেন। বিকেল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। ট্রেনে যে লোকটা খাবারের অর্ডার নিতে আসে তাকেও সে দেখতে পায়নি। খিদে ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু একেবারে অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে খাবার নিতে কখনই অভ্যস্ত নয় সে। তাই মাথা নেড়ে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ভদ্রলোক হেসে হিন্দীতে বলেছিলেন, 'আরে বেটি, তুমারা জরুর ভুখ লাগা। ট্রেনে উঠে তুমি কাঁদলে। এতক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলে। সঙ্গে খাবার আনোনি। আর এত বড় রাতটায় পেটে কিছু না দিলে চোখে ঘুম আসবে না।'

দীপাবলী হেসে ফেলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু—'

'নাও ধরো।' বৃদ্ধ পরোটা আর তরকারি এগিয়ে দিলেন একটা প্লাস্টিকের প্লেটে রেখে। অগত্যা খেতে হল। একদম অচেনা স্বাদ। পরোটায় একধরনের রুক্ষতা থাকলেও বেশ স্বাদু। সঙ্গে জলের পাত্রও নেই। বৃদ্ধ সেটাও দিলেন, 'শোনো বেটি, তুমি মেয়ে, একা যখন ট্রেনে চাপবে তখন খাবার আর জল সবসময় সঙ্গে রাখবে। ছেলেদের মত প্ল্যাটফর্মে নেমে জলখাবার খেতে তো তোমরা পারো না।'

'কেন পারব না?'

'তোমরা লজ্জা পাবে। অল্প সময়ে ছোটাছুটি করতে হবে।'

'নিজের জন্যে কিছু করা যখন প্রয়োজন তখন লজ্জা হবে কেন?'

'হয়তো। আমি বুঝি না। অনেক বয়স হয়েছে তো। যৌবনে মেয়েদের কখনও একা

ট্রেনে চাপতে দেখিনি। এখন দিন পাল্টাচ্ছে।'

'আপনার বাড়ির মেয়েরা কখনও প্রয়োজনে একা ট্রেনে চাপেনি?'

'না বেটি। তাদের বিয়ে হয়ে যায় ষোল বছরের মধ্যেই। তখন তারা থাকে বাবার আশ্রয়ে। তারপর তো স্বামী শ্বশুরের ছায়ায়। প্রয়োজনই হয় না।'

'অত অল্প বয়সে বিয়ে দিচ্ছেন কেন? ওরা স্বাবলম্বী হবার সুযোগ পায় না।'

বৃদ্ধ হাসলেন, 'আমি যা বলব তা তোমার পছন্দ হবে না।'

'বলুন না। যুক্তি থাকলে অপছন্দ হবে কেন?'

'যুক্তি? পৃথিবীর অর্ধেক কাজ যুক্তি দিয়ে হয় না। নিজেকে নিঃস্ব করেও অনেক ছেলে বাপমায়ের সেবা করে কোন যুক্তিতে বলতে পারো।' বৃদ্ধ বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকালেন, 'আমরা সবসময় সংসারের শান্তিকে গুরুত্ব দিই। যে মেয়ে ছেলের বউ হয়ে এল তার ওপর অনেক দায়িত্ব। তাকে সংসারের একজন হতে হবে। এটা যদি সে না ভাবতে পারে তাহলে সংসারে শান্তি আসবে না। সে যদি বাপের সংসারে পরিণত হয়ে আসে তাহলে স্বামীর সংসারের নিয়মকানুন মানতে নাও পারতে পারে। পাখির বোল একবার ফুটে গেলে সে কি আর নতুন কথা শেখে?' বৃদ্ধ হাসলেন।

'আমি এটা মানছি না। এসব ছেলেরা নিজেদের সুবিধে করার জন্যে বলে।'

'বউ আনে কিন্তু ছেলের মায়েরা। তারা মেয়ে।'

তর্ক চলতে পারত। কিন্তু দীপাবলী ক্লান্তি বোধ করল। সে কি করে এই বৃদ্ধকে বোঝাবে শুধু একজন পুরুষের পাশে পাশে তার সন্তানের মা হয়ে সেই সংসারের শান্তি বজায় রাখার জন্যে কোন মেয়ের জন্ম হতে পারে না। 'ভালো না লাগলেও একটা লোকের সঙ্গে সারাজীবন থাকো, তার ছেলেপুলের মা হও আর নিজের সমস্ত ভাল খারাপগুলো একে একে বিসর্জন দাও।' পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের মেয়ে এই ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করেছে। বাংলাদেশের মেয়েদের মনে এমন উপলব্ধি যখন তীব্র হয়ে বসবে তখনই ছবিটা পাল্টে যাবে। ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

নিজের বাঙ্কে শুয়ে এতক্ষণ যেটাকে ভুলে থাকতে চাইছিল তা আর পারল না দীপাবলী। সুদীপকে শেষ সময়ে থামিয়ে দিয়ে খুবই ভাল করেছে সে। কি দরকার গায়ে পড়ে আলাপ করার। দিল্লী থেকে কলকাতায় এসেও যদি কেউ নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকে তাহলে তাকে তাই থাকতে দেওয়া উচিত।

অথচ পরের দিন সকালে ট্রেন যখন মোগলসরাই-এ থেমেছে তখন সহযাত্রী বৃদ্ধকে দেখাবার জন্যেই দীপাবলী প্ল্যাটফর্মে নামল। চায়ের স্টলের সামনে বেশ ভিড়। প্রভাতী চায়ের জন্যে যাত্রীরা ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। ভাঁড়ের চায়ের থেকে স্টলের কাপের চায়ে দিনের প্রথম বারে ঠোঁট ছোঁয়াতে আগ্রহী সবাই। সেই ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে ইতস্তত করল সে। কিন্তু পরক্ষণেই বৃদ্ধের কথা মনে পড়তে সে পা বাড়াল। অনেক চেষ্টার পরে কাউণ্টারের সামনে পৌঁছে সে বলতে পারল, 'দু কাপ চা।' তার মনে হল সে এগিয়েছে বটে কিন্তু লোকে যে জায়গাটুকু ছেড়েছে তা মেয়ে না হলে ছাড়ত না। ভাবনাটা ভাবতে মোটেই ভাল লাগছিল না তার।

দাম মিটিয়ে চায়ের কাপ নিয়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসতেই সে অলোককে দেখতে পেল। দেখামাত্র ছুটে এল অলোক, 'আরে আপনি? এখানে?'

'আপাতত দিল্লী যাচ্ছি।' দুহাতে দুটো কাপ ধরে কথা বলতে অস্বস্তি হচ্ছিল।

'তা তো দেখছি। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? আপনাদের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম

কারো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে আর সবাই মিলে দার্জিলিং চলে গিয়েছেন। কার কি হয়েছে ?'

নড়ে উঠল দীপাবলী, 'আমার বন্ধুর।'

'যাক, আপনার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত দেখা হল। সঙ্গে কেউ আছে ? কোথায় সিট ?'

'ও পাশে। একাই যাচ্ছি।'

'তাহলে চলে আসুন আমার কামরায়। একদম খালি।'

লোভ হল খুব। কিন্তু সে মাথা নাড়ল, 'থাক। আমি ওখানে খুব খারাপ নেই। এই দেখুন একজনের জন্যে চা নিয়ে যাচ্ছি। দীপাবলী এগোল। অলোক সঙ্গে এল। বৃদ্ধ বসেছিলেন জানলায়। তাঁর দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে আসছে দেখে তিনি খুব অবাক। দীপাবলী বলল, 'নিন। আমি কিন্তু ভিড় ঠেলে চা নিয়ে এলাম।'

বৃদ্ধ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত কাপ ধরতে গেলেন। জানলার শিক গলে কাপ ভেতরে ঢুকছিল না। অনেক চেষ্টার পর প্লেট থেকে কাপ আলাদা করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'আমি কখনও চা খাইনি। খাব না ভেবেছিলাম। কিন্তু আজ খাব বেটি।'

॥ ২৫ ॥

যাত্রাপথের প্রায় প্রতিটি বড় স্টেশনেই অলোক মুখার্জী এসে দীপাবলীর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছে। একটু আধটু কথা এবং সেই কথাগুলো ক্রমশ আন্তরিক হয়েছে। প্রয়োজনের সময় অনেক কিছুই ভদ্রতার বাঁধ দিয়ে আটকানো যায় না। আর কেউ যদি জোর করে নিজেকে প্রয়োজনীয় করে তোলে তাহলে কথাই নেই। অলোকের যাওয়া আসা, জোর করে খাবার দিয়ে যাওয়া দীপাবলীকে অবশ্যই একটু অস্বস্তিতে ফেলেছিল। বৃদ্ধ কিছু বলেননি। কিন্তু অন্য সহযাত্রীরা ওদের সম্পর্ক নিয়ে যে কিছুটা কৌতূহলী তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। তবে চলন্ত অবস্থার একটাই সুবিধে, ইচ্ছে করলে যে কোন কৌতূহলকে উপেক্ষা করা যায়। অলোক দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেনি, করলেও এতটা পথ পেরিয়ে এসে কামরা পাল্টানো সম্ভব হত না দীপাবলীর পক্ষে। কিন্তু তার ভাল লাগছিল। কলকাতায় গিয়ে অলোক তার খবর নিয়েছিল, এখন যত্ন নিচ্ছে, এসবে ভাল না লাগার কোন কারণ ছিল না।

বৃদ্ধ নেমে গেলেন কানপুরে। যাওয়ার আগে বললেন, 'বেটি, তুমি ভাল থেকো। আজ সকালে তুমি আমাকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছিলে। তাই চা খেয়েছিলাম, এখন শরীরটায় অস্বস্তি হচ্ছে। তবু তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। মেয়েরা হল জমির মত। তাদের চারপাশে নদীর স্রোত। ভাল বাঁধ না দিলে সেই জমি নদী গ্রাস করে নেবেই। আর বাঁধটা ভেঙে তোমাদের পক্ষে নদীর সঙ্গে লড়াই করা কতটা সম্ভব তা সময় বিচার করবে। আমি বুড়ো হয়েছি। তোমার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। তবে তোমার কথা আমি নাতিনাতনিদের বলব, তুমিও আমার কথা মনে রেখ। ভুল বললেও ভুলো না।'

দীপাবলী কথা বলতে পারেনি। বৃদ্ধের গলায় এমন আন্তরিক স্পর্শ ছিল যা তাকে অবশ করে রেখেছিল। বৃদ্ধের বক্তব্যের সঙ্গে সে একমত হতে পারে নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে আর বিতর্কে যেতেও ইচ্ছে করছিল না। বৃদ্ধ নেমে যাওয়ার পর হঠাৎ তার মনে হল সে খুব একা হয়ে পড়েছে। এই বোধ থেকেই কিছু ভাবনা মাথায় এল। পুরনো ভাবনার মানুষ যদি নিকট আত্মীয় হন, যদি তাঁর কাছে কোন না কোনভাবে বেঁচে থাকার জন্যে ঋণী হতে

হয় তবে তাঁর প্রাচীন মানসিকতার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কথা বলা উচিত কিন্তু তাঁকে আহত করাব কোন মানে হয় না। সেক্ষেত্রে চুপচাপ সরে আসা ভাল। অন্তত সেই ঋণের কারণে যদি নিজের সঙ্গে তঞ্চকতা করতে হয় তাও সময়বিশেষে করা ভাল। সেই মানুষটিকে এড়িয়ে গিয়েও নিজের ধ্যানধারণামত কাজ সুষ্ঠুভাবে করে যাওয়া সম্ভব। দীপাবলী চোখ বুজেছিল। সে নিজেও তো একই আচরণ করেছে। অঞ্জলিকে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মা বলেছে, অথচ এখন মায়ের কথা ভাবলে অঞ্জলিকে মনে পড়ে না। অমরনাথের মৃত্যুর আগে এবং পরে যে নোংরা ব্যবহার সে ওই মহিলার কাছে পেয়েছিল তাতে অঞ্জলির মধ্যে জননীত্ব ছিল না। অথচ এবার সে চা-বাগানে গিয়ে একবারও ক্ষোভ জানায় নি। যেন কিছুই ঘটনি এমন আচরণ করেছে। শৈশব এবং বালিকা বয়সের কৃতজ্ঞতাবোধ তাকে উপেক্ষা করতে শিখিয়েছে নিজের অজান্তেই।

দিল্লী স্টেশনে ট্রেন থামা মাত্র দীপাবলী উঠে দাঁড়াল। সময়ে ট্রেন চলেনি। ঘড়িতে রাত বেড়েছে। ভেবেছিল একটা অটো রিক্‌শা নিয়ে কালীবাড়িতে চলে যাবে। এখনও সেই চেষ্টাই করতে হবে। এই ট্রেনে না এসে যেটা সকাল সকাল দিল্লীতে পৌঁছায় তাতেই টিকিট কাটা উচিত ছিল। কামরার বাইরে আসতেই অলোক বলল ! 'চলুন।' দীপাবলীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'কোথায় ?'

'আমাদের বাড়িতে। অবশ্য আপনার যদি অন্য পরিকল্পনা থাকে তাহলে আলাদা কথা।'

'না, না। এত রাত্রে হঠাৎ আপনাদেব বাড়িতে গেলে আমার স্বস্তি হবে না।'

'সেটা অন্য কথা। আপনি যদি বলতেন বাড়িব লোকের অস্বস্তি হবে তাহলে প্রতিবাদ করতে পাবতাম'।

'আমি আমার কথাই বলেছি।'

'দেখছি তাই। তাহলে কোথায় উঠবেন ঠিক করেছেন ?'

'আগের জাযগায়।'

'ও। ওখানে চিঠি দেওয়া আছে ?'

'না। আসলে আসাটা যখন ঠিক হল তখন বান্ধবীর দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কলকাতা ছেড়েছিলাম। নিজের ব্যাপার দেখার সুযোগ পাইনি।'

'আপনার বান্ধবী কেমন আছেন ?'

'ও নেই।'

অলোক চুপ করে গেল। ঘড়ি দেখল। তারপর অন্য গলায় কথা বলল, 'দিল্লীর রাস্তায় রাতের বেলায় কলকাতার নিরাপত্তা নেই। চলুন কালীবাড়ি, যদি জাযগা থাকে তাহলে সমস্যাটা মিটবে।'

'যদি জায়গা না থাকে ?

'আপনি যদি আমাদের বাড়িতে না যেতে চান তাহলে কনট প্লেসে চলুন। ওখানে একটা খুব ভাল হোটেল আছে, বেশী চার্জ করবে না। স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন।'

পছন্দ হল দীপাবলীর। স্টেশনের বাইরে এসে ওরা একটা অটো ধরল। এ ব্যাপারেও একটু পছন্দ করল অলোক। বেছে বেছে এক বৃদ্ধ সর্দারজীর অটোতে উঠে বসল। নির্জন রাজপথ কি ঝকঝকে। আলোগুলো দিনের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছে যেন। দীপাবলীর মনে হল কলকাতার চেয়ে দিল্লীর মানুষেরা অনেক বেশী সুখ উপভোগ করে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কলকাতা কেমন লাগল ?'

'দেখুন, মা যত কুশ্রী হোন না কেন সন্তানের চোখে তা এড়িয়ে যায়। প্রবাসী বাঙালিরা নস্টালজিক অনুভূতিতে কলকাতা দেখে। আপনার অভিমত কি ?'

দীপাবলী হাসল, 'আপনাকে বলব না।'

'কেন ?'

'এটা আমার ব্যক্তিগত মত। আগেরবার দিল্লীতে এসে সেটা বুঝেছিলাম। তাছাড়া নিজের বাড়ির লজ্জার কথা কেউ অন্যের কাছে গল্প করে না।'

'মানলাম। কিন্তু বাড়ির লোকের সঙ্গে আলোচনা করতে দোষ কি ?'

দীপাবলী হার মানল। হার মানতে ওর ভাল লাগল। সে বলল, 'শহরটা প্রায় তিন শো বছরের পুরনো বলে রাস্তাঘাট কম আর সেই কারণে ট্র্যাফিকের গোলমাল এটা সবাই জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে স্বাধীনতার পরোক্ষ বিষ দিনে দিনে ফুটে উঠছে। কলকাতার মানুষেরা রাস্তায় নামলেই বিশৃঙ্খল সভ্যতাবর্জিত আচরণ করে। একটা ট্যাক্সিতে বসলেও বোঝা যায় কেউ নিয়ম মানতে চাইছে না। বাস গাড়ির চলন দেখার জন্যে পুলিশ আছে. কিন্তু তারা পয়সা পেলে চোখ বুজে থাকে। আর সাধারণ মানুষের পথ চলা দেখার জন্যে কেউ নেই। এই ইনডিসিপ্লিন্ড মানসিকতাই কলকাতাকে আরও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।'

'এরকম হল কেন ?'

'অনেক কারণ। লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়া, অন্যায় করলেও পার পেয়ে যাওয়া, সম্ভ্রমবোধহীন ব্যবহার, অভাব অনটন থেকে বেপরোয়া ব্যবহার—এসবই জড়িয়ে মিশিয়ে আছে এর পেছনে। আমরা যারা বাইরে থেকে ওই শহরে গিয়েছি তারা বুঝতে পারি শহরটাকে সবাই ব্যবহার করে, নিজের বলে ভাবতে পারে না।'

অলোক বলল, 'এ-কথাগুলো আমি বললে কলকাতার মানুষ প্রতিবাদ করবেন দিল্লীওয়ালা বলে। মানুষগুলো বাসেটাসে উঠলে কেমন হিংস্র হয়ে যায়।'

অটো শহরের মধ্যে ঢুকছিল ফাঁকা জমি ছেড়ে। দোকানপাট বন্ধ। অথচ রাস্তায় আলোর রোশনাই। মাঝে মাঝে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে হুসহাস করে। দীপাবলী বলল, 'প্রসঙ্গটা থাক। যার কোন সমাধান নেই, দিনকে দিন যা আরও খারাপের দিকে এগোবে তা নিয়ে আলোচনা করে কোন লাভ নেই।'

'সমাধান নেই কেন ?'

'যদুবংশ ধ্বংস হবেই। এটাই ভবিতব্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তো স্বয়ং ভগবান ছিলেন। তিনি পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওরা নিজেরাই মারপিট করে সেই সময়টাকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল।'

'আপনি তাহলে হতাশার কথা বলেন ?'

'আশা থাকলে তবে হতাশার কথা ওঠে। চালু সিস্টেম পাল্টানো আমার আপনার দ্বারা সম্ভব নয়। একদল লোক যাদের কোন জায়গায় জুত হয় না তারা এদেশে রাজনীতি করে, প্লেনে চাপে, ফাইভস্টারে থাকে এবং জনসাধারণকে আরও উস্কে দেয়। ভণ্ড গুরু আর এই রাজনীতিকরা সমান অপরাধী। এদের হাত থেকে কি সহজে নিস্তার পাওয়া সম্ভব !'

"এখানে আপনি একটা ভুল করছেন। পরাধীনতার আমলে যাঁরা দেশের কাজ করতেন তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল। দেশ স্বাধীন করার চিন্তা মাথায় রেখে তাঁরা কাজ করতেন। এখন সেই রকম কোন ডেফিনিট উদ্দেশ্য নেই। তাছাড়া ভারতীয় সংবিধান মেনে চলতে গেলে দেশ শাসনের জন্যে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন। ধরুন সবাই যদি ডাক্তার

ইঞ্জিনিয়ার নিদেনপক্ষে কেরানি হতে চাইত তাহলে বিধানসভা লোকসভায় কারা যেত ? এই দেশের পরিচালনা কারা করত ? স্বাধীনতার পর পর অন্যজীবিকায় সফল অনেক মানুষ রাজনীতি করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী আইনমন্ত্রী হয়েছেন, শিক্ষাবিদ শিক্ষামন্ত্রী। ক্রমশ যখন দেখা গেল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের মত রাজনৈতিক নেতৃত্ব একটা ডেফিনিট প্রফেশন তখন প্রচুর ছেলেমেয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে এখানে ঢুকে পড়ল। অতএব যাদের কিছু জোটে না তারাই রাজনীতি করে এমন ভাবা ভুল। একটু ঝুঁকি আছে, সেটা কোন্ বড় প্রফেসনে নেই বলুন, কিন্তু মাঝারি নেতৃত্ব যদি বাগিয়ে নেওয়া যায় তাহলে দল ক্ষমতায় এলে পাঁচ বছরে পঞ্চাশ বছরের কাজ হয়ে যাবে। তাছাড়া ডাক্তারদের মত এই প্রফেসনেও কোন রিটায়ারমেন্ট নেই। এরা না থাকলে দেশে সামরিক শাসন হত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিশ্চয়ই সেটা কাম্য নয়।' অলোক খুব সিরিয়াস গলায় কথাগুলো বলে যাচ্ছিল। একটু থেমে সে আবার বলল, 'করাপশন এবং বিশৃঙ্খলতা সারা দেশেই আছে, কলকাতায় যেহেতু একগাদা মানুষ গিজগিজ করে তাই সেখানে বেশী চোখে পড়ে। আপনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন হঠাৎ সামনের ট্যাক্সি একেবারে মোড়ের মাথায় কোন নিয়ম না মেনে গাড়ি ঘোরাতে লাগল আগাম সাইন না দিয়ে। আপনি যদি ব্রেক কষে না থামতে পারেন তবে সেটা আপনার অপরাধ, সেই ড্রাইভারটির সাতখুন মাপ। এইসব মেনেই যখন কলকাতার লোকজন থেকে যায় তখন কোন সরকারের সাধ্য নেই ওখানে কিছু করে।'

এই ব্যাখ্যা দীপাবলীকে চমৎকৃত করল। রাজনীতি যে একটি বুদ্ধিমান শিক্ষিত ছেলের জীবিকা হতে পারে এমন ভাবনা কখনও তার মাথায় আসেনি। তার মায়ার কথা মনে পড়ল। কলেজে পড়ার সময় মায়া ছাত্র ইউনিয়ন করত। ও যদি ওই নিয়ে থাকত তাহলে—'

অলোকের নির্দেশ মেনে অটো দাঁড়িয়ে গেল যেখানে তার সামনেই হোটেলটা। এত রাত্রেও আলো জ্বলছে। দরজা খোলা। ভাড়া মেটাতে মেটাতে অলোক বলল, 'আপনি আবার এই ভাড়া দেওয়া নিয়ে আপত্তি করবেন না।'

দীপাবলী কিছুই বলল না। তার খুব ক্লান্তি লাগছিল। হোটেলের রিসেপশনে একজন তখনও কাজ করছিল। ওদের দেখে বলল, 'বলুন !'

'এঁর জন্যে একটা ঘর চাই। উনি একাই থাকবেন।'

লোকটি ঠোঁট কামড়ালো, 'একা থাকবেন ?'

দীপাবলী বলল, 'হ্যাঁ। আমি একজন সরকারি অফিসার, ট্রেনিং নিতে মুসৌরি যাচ্ছি। কাল বিকেল পর্যন্ত থাকতে চাই।

'আমাদের চেক আউটের সময় দুপুর বারোটা। সেটা নাহয়—, কিন্তু ম্যাডাম একলা মেয়েকে ঘর ভাড়া দেওয়াতে আমাদের অসুবিধে আছে। এর আগে খুব ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল।'

দীপাবলী উত্তেজিত হল, 'আমি এই গল্প জানি। কিন্তু আমি দাবি করছি আমাকে ঘর দিতেই হবে। আমি বাজে মানুষ নই, একটা ডেফিনিট আইডেন্টিটি আছে। আপনি ঘর দিতে বাধ্য। দরকার হলে পুলিশ ডাকতে পারেন।'

লোকটি বলল, 'আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন। এখন দুটো ঘর খালি আছে। কিন্তু আমি যদি বলি কোন ঘর খালি নেই তাহলে কি বলবেন আপনি ! আমি মিথ্যে বলছি তা এই রাত্রে প্রমাণ করতে পারবেন না। ওই ঝামেলার পর পুলিশ থেকে বলা হয়েছে কোন একা মেয়েকে যেন ঘর ভাড়া না দিই। আমি আপনার প্রব্লেম বুঝতে পারছি বাট আই কান্ট

হেল্প।

দীপাবলী ঘুরে দাঁড়াল অলোকের দিকে, 'এখান থেকে কালীবাড়ি কত দূর ?'

'খুব বেশী নয়। কিন্তু সেটা খুব রিস্ক হয়ে যাবে।'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'এই পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা— !'

অলোক লোকটিকে বলল, 'আপনি যদি আমার নাম খাতায় এন্ট্রি করেন তাহলে এঁকে থাকতে দিতে আপত্তি আছে ?'

'বিন্দুমাত্র নয়। আমি এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম।'

দীপাবলী ফোঁস করে বলে উঠল, 'আমি আপনার নাম ব্যবহার করে থাকব কেন ?'

অলোক বলল, 'একটু সহজভাবে নিন। আমাকে বন্ধু ভাবুন।'

রিসেপশনিস্ট বলল, 'এক কাজ করি। আপনার নাম কি স্যার ?'

'অলোক মুখার্জী।'

'আমি খাতায় লিখছি এ মুখার্জী অ্যান্ড পার্টি।'

দীপাবলী বাধ্য হল এই সমঝোতা মানতে। অন্তত পুরোপুরি অলোকের নাম ব্যবহৃত হল না।

হঠাৎ অলোক বলল, 'দুটো ঘর আছে বলছিলেন না ? আপনি আমার জন্যেও একটা ঘর দিন।'

দীপাবলী অবাক হল, 'সেকি ? আপনি বাড়িতে যাবেন না ?'

অলোক হাসল, 'এখন কটা বাজে দেখেছেন ? এত রাত্রে একা অতটা দূরে যেতে চাইছি না। তাছাড়া রাতদুপুরে বাড়ির সবাইকে ঘুম থেকে তোলাব কোন মানে হয় না। আমি তো একদিন বাদেও ফিরতে পারতাম, না !'

দীপাবলী কথা বাড়াল না। অলোকের থেকে যাওয়াটা তার ভাল লাগছিল না।

তিনতলায় যে ঘরটি তাকে দেওয়া হল সেটা এই মধ্যরাত্রে বেশ ছিমছাম। জিনিসপত্র রাখার পর হোটেলের কর্মচারীটি যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন দরজায় দাঁড়ানো অলোক জিজ্ঞাসা করল,' এখন কোন খাবারদাবার পাওয়া যাবে ?'

'নেহি সাব। কিচেন বন্ধ হো গিয়া।'

'তুমি কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে না ?'

লোকটি জানাল সে দেখে এসে বলছে কিছু দিতে পারবে কিনা। ও চলে গেলে দীপাবলী বলল, 'এত রাত্রে আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'খালি পেটে থাকাটা কি ঠিক হবে ? দেখুন। এলাম। দরজা বন্ধ রাখবেন।'

অলোক তার স্যুটকেস নিয়ে চলে যেতে দীপাবলী এগিয়ে এল দরজা বন্ধ করতে। সে দেখল বিপরীত দিকের একটি ঘরে ঢুকছে অলোক। সেটার দরজা আসার সময়ে কর্মচারী খুলেই দিয়েছিল। দরজা বন্ধ করে সে ঘরটি ভাল করে দেখল। একটা সিঙ্গল বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, দেওয়াল আলমারি, বড় কাঁচের জানলার গায়ে চেয়ার টেবিল। সে জানলায় যেতেই রাতের দিল্লী দেখতে পেল। কেমন নিঝুম। আলোগুলো বেশ ভৌতিক। দাঁড়াতে ইচ্ছে করছিল না।

বাথরুম থেকে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসা মাত্র দরজায় টোকা পড়ল। দীপাবলীর কপালে ভাঁজ পড়ল। যেন এরকম একটা শব্দ হতে পারে বলে এতক্ষণ মনের অজান্তে একটা শঙ্কা ওত পেতে ছিল। এই নির্জন রাত্রে বিদেশ বিভুঁই-এ কোন মেয়ে একলা হোটেলের ঘরে থাকলে এইভাবে টোকা মারার লোকের অভাব হয় না। আর যারা দিনের

আলোয় ভদ্রতার মুখোশ পরে থাকে তারাই রাত্রের অন্ধকারে সঠিক চেহারা দেখায়। দীপাবলী খাটে এসে বসল। তিনবার টোকা দেবার পর সম্ভবত নিরাশ হল লোকটি। অনেকক্ষণ আর কোথাও কোন শব্দ না পেয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল সে। আঃ, কি আরাম! কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পারল নিদ্রাদেবীর কোন অনুকম্পাও হচ্ছে না। এত পরিশ্রান্ত, রাতও অনেক তবু চোখে ঘুম নেই। আলো নিবিয়ে সে টেবিলে রাখা জগ থেকে গ্লাসে জল ঢেলে ঢকঢক করে খেয়ে নিল। পেটে চিনচিন ব্যথা করছে। মরতে মরতেও যেটুকু খিদে এখনও বেঁচে আছে সেটি ঘুম না আসার যথেষ্ট কারণ। এপাশ ওপাশ করতে করতে কখন ভোরের বেলায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা টের পায়নি। যখন ঘুম ভাঙল তখন জানলা ভেদ করে একরাশ তাতার রোদ ঘর মাত করেছে এবং কানে আসছে দরজায় নক্ করার শব্দ। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে সাড়া দিল সে। তারপর বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে নিজেকে আয়নায় দেখল। এখন মুখ চোখ বেশ ফোলাফোলা। গতরাত্রে যখন দরজায় টোকা পড়েছিল তখন সে নিঃশব্দ ছিল অথচ দিনের বেলায় গলা তুলে জানান দিতে একটুও মনে দ্বিধা আসেনি। এটাও তো একধরনের চরিত্রবদল!

দরজা খুলতেই হোটেলের সেই কর্মচারীটি হাসল। তার হাতের ট্রেতে চায়ের কাপ এবং বিস্কুট। অনুমতির অপেক্ষা না রেখে ভেতরে ঢুকে টেবিলের ওপর ওগুলো নামিয়ে দিয়ে সে বলল, 'এর আগে দুবার চা নিয়ে এসে ডেকেছিলাম আপনার ঘুম ভাঙেনি। কাল রাত্রেও আপনি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।'

'না তো। কাল তিনটে পর্যন্ত আমি জেগেছিলাম।'

'নেহি মেমসাব। আমি লস্যি নিয়ে এসে আপনার দরজায় নক করেছি তিনবার আপনি খোলেননি। তারপর ওঘরে গিয়ে সাহেবকে বললাম। সাহেব বললেন হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন তাই বিরক্ত করার দরকার নেই।' লোকটা চলে গেল।

লজ্জিত হল দীপাবলী। গতরাত্রে ভয় না পেলে লস্যি জুটত। সেক্ষেত্রে ঘুম আসত তাড়াতাড়ি। আর সে ওই টোকাটার অন্য মানে করে অনর্থক কিসব ভেবে গিয়েছে। ঈশ্বর যদি মানুষকে অন্তত একদিনের জন্যে অন্যের মনের কথা পড়ার ক্ষমতা দিতেন তাহলে নব্বইভাগ মানুষ কেউ কারো সঙ্গে থাকতে পারত না।

চা খাওয়ার পর অলোকের ঘরের দরজায় গেল সে। অলোক চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। চোখাচোখি হতে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুম হল?'

'একটু। আপনি বাড়ি ফিরছেন কখন?'

'বারোটার পর। এই প্রথম দিল্লীতে হোটেলে থাকলাম।'

'আমার জন্যে কষ্ট করতে হল।'

'তা করলাম। আসুন, বসুন।'

'আমার ঘরের দরজা খোলা আছে।'

অলোক চেয়ার ছেড়ে খাটের এমন জায়গায় গিয়ে বসল যেখান থেকে দীপাবলীর দরজা দেখা যায়, 'নিন, আমি এখান থেকেই পাহারা দিতে পারব!'

দীপাবলী মৃদু হেসে চেয়ারটায় বসল, 'আপনার বাবা মা শুনলে কি ভাববেন!'

'বোঝালে নিশ্চয়ই বুঝবেন। তাহলে আজ মুসৌরি চললেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ট্রেনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'সেটার জন্যে কোন চিন্তা নেই। কিন্তু আপনি কলকাতা থেকে ডাইরেক্ট দেরাদুন হয়ে মুসৌরিতে চলে যেতে পারতেন। দুন এক্সপ্রেসে।'

'টিকিট পাইনি। ওরাই বলল দিল্লী হয়ে যেতে।'

'ভাগ্যিস। নইলে আপনার দেখা পেতাম না।'

'সেটা আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।'

'আচ্ছা, বলুন তো আপনি ঠিক কি করতে যাচ্ছেন ?'

'আমি আই এ এস দিয়েছিলাম জানেন তো ?'

'সেটা তো জানিই। বাবা এই নিয়ে খুব উত্তেজিত।'

'আমার প্রথম প্রেফারেন্স ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস। কিন্তু অত ভাল ছাত্রী নই বলে সেটা জুটল না। দ্বিতীয় চাওয়া ছিল আই পি এস অথবা আই আর এস।'

'আপনি আই পি এস, মানে পুলিশ সার্ভিস চেয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ। এদেশে একমাত্র পলিশেব হাতেই কিছু ক্ষমতা আছে।'

'ক্ষমতা নিয়ে আপনি কি কববেন ?'

'পাইনি যখন তখন আর ও নিয়ে ভেবে কি লাভ ! আমি রেভিন্যু সার্ভিসে সিলেকটেড্ হয়েছি। ভাবলাম দিল্লী হয়ে যখন যাচ্ছি তখন এখানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে জানাব যে রেভিন্যু সার্ভিসে আমাকে যেন ইনকাম ট্যাক্সে দেওয়া হয়। এই পছন্দটা ওখানে গিয়ে জানালে চলে কিনা তা জানি না।'

'ই-ন-কা-ম ট্যাক্স ?' চেঁচিয়ে উঠল অলোক।

'চিৎকার করার কি আছে ?'

'ও তো পুলিশেব চেয়ে ডেঞ্জাবাস !'

'তার মানে ?'

'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ধরলে ছত্রিশ। এটা সবাই জানি। কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স যাকে ধরে তার ঘা গোনা যায় না, একেবারে চামড়া ছাড়িয়ে ছেড়ে দেয়। কোথাও যদি নিজের পরিচয় দেন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার বলে তাহলে লোকে আপনাকে এড়িয়ে যাবে অথবা খাতিব করবে।'

'কেন ?'

'ভাববে আপনি খুব বড চোব নয় ডাকাত।'

'এই ভুলটা ভাঙনো দবকাব।'

'দেখুন আপনি পাবেন যদি। যা মজ্জাগত হয়ে গেছে তা [illegible] আমার আপনার দ্বারা সম্ভব নয়। তা মুসৌরিতে কতদিন ?'

'কয়েকমাস। ওখানকার অ্যাকাডেমিতে সব গ্রুপের ক্যান্ডিডেটই যায়।'

'তারপর ?'

'তারপরে যেতে হবে নাগপুরে।'

'নাগপুরে ?'

'হ্যাঁ, ডাইরেক্ট ট্যাক্সের ট্রেনিং ওখানে হয়।'

'তারপর ?'

'পোস্টিং। আমি পশ্চিমবাংলাই চাইব।'

একটু চুপ করে থাকল অলোক। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আপনি দিল্লীতে পোস্টেড হতে চাইলে ওরা দেবে না ?'

'আমি জানি না। কিন্তু দিল্লীতে আমি থাকতে চাইব কেন ?'

অলোক মুখ নামাল। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'আপনি না চাইলে তো কোন

কথাই নেই।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কি পারছেন না ?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন ?'

'দীপাবলী, আমি আপনাকে এক্সপেক্ট করছি। আমার বাবা মা আপনাকে দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন। ওঁদের ইচ্ছে আপনাকে পাওয়ার। আর আমার ইচ্ছের কথাও আপনার অজানা নয়। আর এটা সম্ভব হতে পারে যদি আপনি দিল্লীতে পোস্টিং নেন। অবশ্যই এসব আমার ভাবনা। আপনার তরফ থেকে আপত্তি থাকলে কিছু বলার নেই।'

দীপাবলী এইরকম সরাসরি প্রস্তাব আশা করেনি। ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত কাঁপুনি এসে গেল। কি বলবে বুঝতে পারছিল না সে।

অলোকও আর কথা বলছে না। ঘরেব এই নীরবতা খুব অস্বস্তিকর। শেষপর্যন্ত দীপাবলী বলতে পারল, 'আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

'বেশ তো, ভাবুন।'

'আসলে এতদিন একা একা থেকে আজকাল খুব ভয় হয় আমি কারো সঙ্গে বাস করলে অ্যাডজাস্ট করতে পারব কিনা।'

'এবকম হওয়ার কারণ একা একা থাকা ?'

'নিশ্চয়ই। এই আমি এখন স্বাধীন। স্বাধীনতা মানে আমার কাছে বল্গাহীন জীবনযাপন নয়। কিন্তু আমার ভালমন্দ পছন্দ কবার স্বাধীনতা থাকায় যে অভ্যেস তৈরী হয়ে গেছে সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'বিয়ের পরে সে ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করব না।'

'মানলাম। কিন্তু-।'

'বলুন, খোলাখুলি কথা বলুন।'

'আমি নিজেকেই ভয় পাই।'

'মানে ?'

'ওই যে বললাম, মানাতে পারব কিনা।'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

দীপাবলী চোখ বন্ধ করল, 'আপনি আমাকে লোভী করে তুলছেন।'

'না। আমি আপনাকে বাস্তবে নেমে আসতে বলছি।'

দীপাবলী মুখ নামাল, 'আপনি তো আমাকে ভাল করে জানেন না।'

'এমন কিছু যদি থাকে তাহলে জানাতে পারেন।'

দীপাবলী নিঃশ্বাস ফেলল। সেটা দেখে অলোক হাসল, 'আমি যদিও একটা প্রশ্ন করিনি। আমাকে গ্রহণ করতে আপনার আপত্তি আছে ?'

'আমি একটু ভাবব।'

'ভাবনাটা কি আমার যোগ্যতা নিয়ে ?'

'না। নিজেকে নিয়ে।'

'সত্যি কি এত ভাবার কিছু আছে ?'

'দেখুন, জীবনে প্রথমবার আমার যখন বারো বছর বয়স তখন পুরুষ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম তা এখনও মনের কোথাও এঁটোর মত লেগে আছে। ভয় হয় সেইটে যদি শেষপর্যন্ত থেকে যায়!'

'আপনি আমার মাকে যা বলেছেন তা আমি জেনেছি। আপনি সেইসময় একটা সামাজিক অব্যবস্থার শিকার হয়েছিলেন। আর আমি এও বিশ্বাস করি সেই মানসিক অবস্থা আপনি কাটিয়ে উঠেছেন। নইলে এত বড় পরীক্ষা পাস করে এই জায়গায় আপনার পক্ষে আসা সম্ভব ছিল না। অবশ্য যদি আপনার মনে অন্য ছেলের কথা থাকে তাহলে আমি আর কিছু বলব না। দিল্লীতে আমি একজনকেও পাইনি যাকে দেখে মনে হয়েছে এর সঙ্গে জীবন কাটাতে পারি।'

'না। কোন পুরুষের অস্তিত্ব আমার জীবনে নেই।'

'তাহলে ভাল করে ভাবুন। আমি অপেক্ষা করব।'

দীপাবলী ধীরে ধীরে উঠে এল। নিজের ঘরে পৌঁছে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে। সমস্ত শরীর বিছানার সঙ্গে লেপ্টে ক্রমশ নিজেকে স্থির করতে পারল। স্বামী হিসেবে অলোক আপাতচোখে যে কোন মেয়ের কাম্য হতে পারে। মানুষটা ভদ্র এবং শিক্ষিত। অথবা বলা যেতে পারে শিক্ষিত এবং ভদ্র। এই বিয়ের প্রস্তাব সবরকম সমীহের সঙ্গেই দিয়েছে সে। নিজেকে প্রশ্ন করল দীপাবলী, 'আর কতকাল একা থাকব ? এই একা, আমি ? একটা মানুষের সঙ্গ দরকার যাকে মনের কথা বলা যায়। একটা মানুষ পাশে থাকলে মনে হবে আমি আর একা নই। তার জন্যে যদি কিছু মানতে হয় তাও তো ভাল। সে চোখ বন্ধ করতেই নিজের বিবাহের দৃশ্য দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল সে। ছবিটাকে ভুলতে আর একটা ছবি তৈরী করতে হবেই। এই ভাবে একটা নিষ্ঠুর স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকবে না সে!

বিকেল পেরিয়ে স্টেশনে এল ওরা। অলোক দুপুরে বাড়িতে ফেরেনি। সে দীপাবলীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে একেবারে যাবে। টিকিটের ব্যবস্থাও হল। এই ট্রেন দীপাবলীকে দেরাদুনে পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে কাল সকালে মুসৌরি। দীপাবলী কম কথা বলছিল। অলোক একসময় জিজ্ঞাসা করল! আমি কিছু চাপিয়ে দিচ্ছি না তো ?' দীপাবলী মাথা নেড়ে না বলল। তারপর নিচু গলায় জানাল, 'আমি ওখানে গিয়ে চিঠিতে সব কথা লিখে জানাব। প্লিজ, এখন কথা বলবেন না।'

॥ ২৬ ॥

সারা দেশ থেকে যাচাই করে নেওয়া কিছু ভাল ছেলেমেয়ে প্রতি বছর মুসৌরির আকাদেমিতে আসে তিন মাসের কোর্স করতে। এরাই শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে আবার সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়বে সরকারি অফিসার হয়ে। ভারত সরকারের শাসনযন্ত্রের হাত শক্ত করবে এরা। মুসৌরির ফাউন্ডেশন কোর্সে নিজেকে মানিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না দীপাবলীর। ভাল হোস্টেল, নিয়ম মেনে পড়াশুনো, খাওয়া ঘুমানো আর শীতল পরিবেশ মন ও শরীরকে চাঙ্গা করতে খুব সাহায্য করে। শুধু আই আর এস নয় অন্য উইং-এর সমস্ত ছেলেমেয়ে একসঙ্গে জড়ো হওয়ায় সত্যিকারের সর্বভারতীয় চেহারা নিয়েছে আকাদেমি। মেয়েদের সংখ্যা খুবই কম। দীপাবলীকে নিয়ে ওদের ব্যাচে মাত্র পাঁচ জন। দু জন করে একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা। নিজেকে পঞ্চমে নিয়ে যাওয়ায় তার ভাগ্যে পুরো ঘর জুটেছে।

রেভিন্যু সার্ভিসের জন্যে যারা নির্বাচিত তাদের তিন মাস পরে যেতে হবে নাগপুরে। কিন্তু অন্যান্যদের অনেক বেশী সময় থেকে যেতে হবে এখানে। অনীশ চ্যাটার্জি নামের একটি বঙ্গসন্তান আই পি এস পেয়েছে। তাকে ছয় মাস থাকতে হবে এখানে। ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে দীপাবলীর। বেচারা এত পরিশ্রম করতে হবে ভাবেনি। ম্যানেজমেন্ট,

ভারতীয় অর্থনীতি, ইতিহাস থেকে সিভিল ডিফেন্স, পিটি ড্রিল এবং ঘোড়ায় চড়া—কী না করতে হচ্ছে তাকে! এখান থেকে সে যাবে মাউন্ট আবুতে। সেখানে পড়বে অপরাধবিজ্ঞান, আদালতী আইন, মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আস্তাবল পরিচালনা। আর তারও পরে দুমাসের জন্যে ব্যারাকপুরের পুলিশ কলেজে। অনীশ যেন পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। একটু বেশী ভাল ছেলে, সরল ধাতের। আই এ এস পাবে বলে ভেবেছিল, দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে আই পি এস দেওয়ার সময় কল্পনা করতে পারেনি সেটাই তার ভাগ্যে জুটবে। এই খাটুনি এখন তার কাছে আতঙ্কের হয়ে উঠেছে। দীপাবলী তাকে উৎসাহিত করত। দেখা হলেই বলত, 'এবারে ব্যাচে আপনিই একমাত্র বাঙালি। আপনি যদি পালিয়ে যান তাহলে সেটা পরিশ্চমবাংলার কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াবে। সবাই আমাদের ছি ছি করবে। আর কটা দিনের কষ্ট তো, প্লিজ পালাবেন না।'

ছেলেটির বয়স কম, গ্র্যাজুয়েশনের পরেই পরীক্ষায় বসেছিল। আপনি না বললে স্বস্তি হত। এরকম মুখচোরা লাজুক ছেলে পরবর্তীকালে কি ধরনের পুলিশ অফিসার হবে আন্দাজেও আসত না দীপাবলীর। এখানে সবাই তাকে ব্যানার্জী বলে ডাকে। প্রথম দিন একটি পাঞ্জাবী ছেলে তাকে মিস ব্যানার্জী বলে ডেকেছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে, 'মাপ করবেন আমি মিস নই। যেহেতু আমার বিয়ে হয়েছিল এবং সেই ভদ্রলোক বিয়ের পরদিন মারা গিয়েছিলেন তাই আমি বিধবা। কিন্তু আপনি আমাকে শুধু ব্যানার্জী বলেই ডাকবেন।'

খবরটা পাঁচকান হয়ে গিয়েছিল দুদিনেই। দীপাবলীর ভাল লেগেছিল, কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করেনি এর পরে, নির্বিকার মুখে ব্যানার্জী বলেই ডেকেছে।

যে চারটি মেয়ে তার হোস্টেলে থাকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান ভারতীয় মানে অনেক ওপরে। এদের মধ্যে শকুন্তলা গুপ্তার সঙ্গে মোটামুটি ভাব হয়েছে দীপাবলীর। একটা ব্যাপারে দুজনে একমত, মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় না। শকুন্তলারও মেয়েবন্ধু খুব কম। একই ব্যাপার দীপাবলীরও। মায়া ছাড়া তার কোন মেয়েবন্ধু ছিল না। শকুন্তলা এখানে আসার মাসখানেকের মধ্যেই অর্জুন নামে এক পাঞ্জাবী ছেলের প্রেমে পড়েছে। ওরা দুজনেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের। প্রেম এর মধ্যেই বেশ ঘনীভূত। চিন্তা হচ্ছে কাজে যোগ দিলে বিয়ে হবে কি করে! কারণ দুজন দুই প্রদেশে পোস্টিং পাবে।

তিনটের পরে আজ কোন ক্লাশ নেই। মুসৌরির আকাশে এখন চাপ চাপ মেঘ। এরকম চলছে দিন দুয়েক হল। মেঘ আছে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। একটু সেজেগুজেই দীপাবলী হোস্টেল থেকে বের হল। শকুন্তলা ধারেকাছে নেই। কিছুটা হাঁটার পর সে অনীশকে দেখতে পেল। সাদা ফুলপ্যান্ট আর ব্লেজার পরে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে। ওকে দেখে এগিয়ে এল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'ম্যালের দিকে!'

'অতটা!'

'কি এমন দূরত্ব! কি করা হচ্ছে?'

'কিছু না। ভাল লাগছে না। আমার লাকটাই খুব খারাপ।'

'কেন?'

'আই এ এস পেলাম না। এস পি হয়ে জেলায় গেলে ডি এম যা বলবে তাই করতে হবে। অথচ আমি ডি এম হতে পারতাম।'

'ডি এম কে তো এস পি-র ওপর ভরসা করতে হয়।'

'ওই পর্যন্ত !' অনীশ সঙ্গে হাঁটছিল। দীপাবলীর অস্বস্তি হল। অথচ ছেলেটা এত ভাল যে তাকে কিছু বলতেও দ্বিধা হচ্ছিল। গতকাল অলোকের চিঠি এসেছে। আজ দুপুরে ও দিল্লী থেকে মুসৌরিতে পৌঁছাবে। ঠিক চারটের সময় ও থাকবে হুইসপারিং উইন্ডোজে। এর আগে এখানে দীপাবলী আসার পরপরই অলোক দেখা করতে এসেছিল। তখন ওই হুইসপারিং উইন্ডোতেই বসেছে। নির্জন সুন্দর রেস্টুরেন্ট। একটা মানুষ শুধু তার সঙ্গে কথা বলতে দিল্লী থেকে এত দূরে আসছে আর সে যদি অনীশকে সঙ্গে নিয়ে যায় তাহলে কিরকম প্রতিক্রিয়া হবে ? অনীশকে এ কথা বলতে গিয়েও মত পাল্টাল দীপাবলী। দেখাই যাক না কি করে অলোক ! যদি রেগে যায় কতখানি রাগতে পারে সেটাও জানা দরকার।

হাঁটিতে হাঁটিতে অনীশ গল্প করছিল। সে দার্জিলিং-এ গিয়েছে। মুসৌরি দার্জিলিং-এর কাছে কিস্যু নয়। ওই লাল টিপ্পা, টোপ টিপ্পা অথবা লম্বা ম্যাল যেখানে ভাল বসার জায়গা নেই, এই তো হল মুসৌরি। শুধু ঠাণ্ডাটা আর পাহাড়। কিন্তু দার্জিলিং-এর পাহাড় আরও সুন্দর দেখতে। কথাগুলো ঠিক। কিন্তু তবু দীপাবলীর মনে হল মুসৌরি তো কলকাতা নয়। কলকাতায় বাস করা যায় না, সেখানে বাস করতে হয়। কিছুক্ষণ হাঁটার পর অনীশ বলল, 'দ্যুৎ একদম ভাল লাগছে না। আপনার কেমন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে এখনও পড়ে থাকতে হবে।'

দীপাবলী হাসল, 'নাঃ, আপনাকে দিয়ে চলবে না।'

'মানে ?' যেন খোঁচা খেল অনীশ।

'এইরকম ছেলেমানুষকে লোকে এস পি বলে মানবে ?'

'আমি এখনই এস পি হব নাকি। মাউন্ট আবুতে এক বছর কাটিয়ে, যেতে হবে ব্যারাকপুরে। সেখানে দুমাস পড়তে হবে। তারপর কোন থানায় দশ সপ্তাহ দারোগার কাছে কাজ শিখতে হবে। এরপরে এস ডি পিও দুবছর এবং এ এস পি হয়ে মিনিমাম তিন বছর কাটলে তবে এস পি হতে পারব। অনেক সময় লাগবে। তদ্দিন যদি টিঁকে থাকি তাহলে লোকে মানতে বাধ্য হবে।' অনীশ দম নিল, 'আচ্ছা, আপনি শুধু শুধু ম্যালে বেড়াতে যাচ্ছেন ?'

'শুধু শুধু হবে কেন ? আমার এক বন্ধু আসবে দিল্লী থেকে। তার সঙ্গে দেখা করব।'

'তাহলে আমি যাচ্ছি কেন ?'

'আপনার হাতে কোন কাজ নেই এবং আমারও অসুবিধে হবে না তাই।'

'কিন্তু আপনার বন্ধু তো কিছু মনে করতে পারে !'

'সেটাই দেখতে চাই।' দীপাবলী হাসল।'

ঠাণ্ডাটা আজ যেন একটু বেশী। নাকের ডগা চিনচিন করছিল। অনীশ বলল, 'জানেন, আমার এক বান্ধবী ছিল। কলেজে পড়ার সময়। কিন্তু আমি আই পি এস নিয়েছি জানার পরে বলে দিয়েছে যে কোন সম্পর্ক রাখবে না।'

'কেন ?'

'সে নাকি পুলিশকে দুচক্ষে দেখতে পারে না।'

'মেয়েটি ভাল।'

'মানে ?'

'মনের কথা অকপটে বলেছে। এই জন্যেই আপনার মন খারাপ বুঝি ?'

'হ্যাঁ, সব মিলিয়েই।'

এরকম ছেলেকে ভাই বা পুত্র হিসেবে মমতায় বাঁধা সম্ভব কিন্তু মানুষ হিসেবে

সমালোচনা করতেই হয়। কিন্তু দীপাবলী কিছু বলল না। অনীশের মনে এখনও সারল্য আছে। এই সারল্য হয়তো তাকে কিছুটা ব্যক্তিত্বহীন করছে। তাছাড়া এখন আর তর্ক করে মেজাজ খারাপ কবতেও ইচ্ছে করছিল না। হয়তো এই অনীশ একদিন পরিস্থিতির চাপে নেখালিতে চাকরি করার সময় দেখা এস পি-র মত হয়ে যাবে। সেইটেই স্বাভাবিক, অন্তত ভারতবর্ষে।

ম্যালের মুখে হুইসপারিং উইন্ডো রেস্তোরাঁর দরজা পেরিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকতেই প্রথমে শকুন্তলা আর অর্জুনকে দেখতে পেল। তন্ময় হয়ে গল্প করছে। অর্জুনই ওদের দেখতে পেল প্রথমে। তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসল, 'হাই'।

দীপবালী মাথা নাড়ল, 'আপনারা গল্প করুন, আমরা অন্য টেবিলে বসছি।'

শকুন্তলার চোখে বিস্ময়। সে যেন ভাবতেই পারছে না অনীশকে নিয়ে এখানে আড্ডা মারতে আসতে পারে দীপাবলী। ওদেব পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে দীপাবলী বুঝতে পারল অলোক এখনও আসেনি। এত দেরি হবার কথা নয়। হঠাৎ মনের মধ্যে ভার জমল, সেইসঙ্গে ভাবনা। অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বন্ধু কোথায় ?'

'আসেনি দেখছি।'

'যাক, ভাল হল, আমি আসায় আপনাকে একা ফিরে যেতে হবে না। যাবেন তো ?'

'এখনই ? একটু অপেক্ষা করে দেখি।'

জানলার ধারে যে খালি টেবিল সেটি দখল করল দীপাবলী। অতএব উল্টোদিকে বসল অনীশ। বসে দেখল দীপাবলী কাঁচের ভেতর দিয়ে রাস্তা দেখছে। মেঘগুলো আরও নিচে নেমে এসেছে। কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে ময়লাটে ভাব ছড়িয়ে আছে মুসৌরিতে। বেয়ারা এসেছিল। অনীশ তাকে দুটো কফি দিতে বলল। তারপর হাসল, 'আগে না কোন মেয়ের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে ঢোকার কথা কল্পনাই করতে পারতাম না। আমার বন্ধুটি তো খুব রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, স্কুলে যেত ঝি অথবা দাদুর সঙ্গে। বুঝতেই পারছেন— ।'

অনীশ বলে যাচ্ছিল। প্রথম দিকে কিছু কথা কানে ঢুকলেও শেষপর্যন্ত সেগুলো আর স্পর্শ করছিল না দীপাবলীকে। সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না কেন অলোক দেরি করছে। অলোকের যে স্বভাব তাতে এমন হতেই পারে না। আগের চিঠিতেই অন্য একটি প্রসঙ্গে অলোক লিখেছিল, চরিত্রহীন বলতে শরৎচন্দ্র কি বোঝাতে চেয়েছেন জানি না, অভিধানে লম্পট বা মন্দ চরিত্র বলা হয়েছে কিন্তু এ নিয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে। আমার কাছে চরিত্রহীন শব্দের অর্থ, যে কথা দিয়ে কথা রাখে না।

অলোক অসুস্থ হতে পারে। অসুস্থতার খবর তার কাছে পৌঁছাতে দেরি হওয়া অসম্ভব নয়। ভাবনাটা মাথায় আসতেই আর এক ধরনের অস্বস্তি আরম্ভ হল। অলোক কি ধরনের অসুস্থ, তা না গিয়ে কি জানা যাবে ? এখানে যা ব্যবস্থা একমাত্র রবিবার ছাড়া ছুটি পাওয়া যাবে না। স্টেশন লিভ করতে কি এরা দেবে ?

হঠাৎ কানে এল অনীশের গলা, 'ও, আপনি আমার কোন কথাই শুনছেন না।'

সামলে নিতে চাইল দীপাবলী, 'না, না। বলুন।'

'বৃষ্টি আসছে কিন্তু।'

দীপাবলীর মনে হল বৃষ্টি এলে অন্তত অনীশের অসুবিধে হবে। তার জন্যে ও বেচারাকে ভিজতে বলতে পারে না। অতএব ওঠা উচিত। কিন্তু। সে শেষ বাহানা নিল, 'কফি আসুক, খেয়েই উঠব।'

অনীশ হাত নেড়ে বেয়ারাকে ডাকল। এবং তখনই দীপাবলী কাঁচের ভেতর দিয়ে

অলোককে দেখতে পেল। বেশ দ্রুত গতিতেই হেঁটে আসছে। এই সুন্দর স্বাস্থ্যের মানুষটির সঙ্গে সে জীবন যোগ করতে যাচ্ছে! অদ্ভুত রোমাঞ্চ এতক্ষণের সমস্ত উদ্বেগ ভুলিয়ে দিল।

দীপাবলী মুখ ঘোরাচ্ছিল না। এতক্ষণ নিশ্চয়ই রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছে অলোক। সে যেখানে বসে আছে দরজাটা তার অনেক পেছনে। একই সঙ্গে বেয়ারা এবং অলোক ওদের টেবিলে এল। অলোক বলল, 'সরি, ট্রেন এত লেট ছিল যে?!'

দীপাবলী অলোকের মুখের দিকে তাকিয়েই অনীশকে দেখল। বেচারা কেমন আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। অলোক অনীশের পাশের চেয়ার টেনে নিয়ে বসল, 'কতক্ষণ এসেছ?'

'যখন আসবে বলে লিখেছিলে।'

'লাইনে গোলমাল ছিল। আমার তো ভয় হচ্ছিল শেষপর্যন্ত পৌঁছাতে পারব কিনা।'

'তোমাকে এত কষ্ট করে এখানে আসতে হবে না।'

'এটা আমার সমস্যা।'

দীপাবলী মুহূর্তেই সহজ হয়ে গেল। সে অনীশের সঙ্গে অলোকের আলাপ করিয়ে দিল। অলোক বলল, 'বাঃ, খুব ভাল। আমি তো প্রথম দিকে জানতাম দীপা আই পি এস করবে। ভয়েই এগোতে পারিনি।'

কথা বেশ সহজ গতিতে এগোচ্ছিল যদিও অনীশ বলছিল খুব কম। ওর উপস্থিতি অলোককে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। দীপাবলীর ভাল লাগল এটা। অলোক বলল, 'তুমি কাস্টমস না নিয়ে ইনকাম ট্যাক্স নিলে?'

'হ্যাঁ। এবার নাগপুরে যেতে হবে।'

'নাগপুর অনেকদূর। সেখানে হাজিরা দিতে পারব না।'

'আমি তোমাকে বলেছি কখনও হাজিরা দিতে?'

'মনে মনে না বললে আমার খুব খারাপ লাগবে।'

দীপাবলী হেসে ফেলল। কফি খাওয়া হয়ে গেলে দাম দিতে গেল অনীশ। দীপাবলী আপত্তি করল! 'একদম না। আমি দেব।'

ছেলেটিকে প্রথমে রাজী করানো যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়ে সে বলল, 'তাহলে ব্যানার্জী, আপনারা গল্প করুন, আমি চলি।'

'কোন রাজকার্য আছে?'

হঠাৎ কথা ফুটল অনীশের ঠোঁটে, 'আফটার অল এখন রাজকর্মচারী। তাই একটা কাজ খুঁজে নিতে দেরি হবে না। উনি অতটা দূর থেকে কথা বলতে এসেছেন, আমার সামনে বসে থাকা ঠিক হবে না।'

দীপাবলী প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই অলোক বলল, 'আপনার বিচক্ষণতা আমাকে মুগ্ধ করছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল অনীশ। খুব খারাপ লাগল দীপাবলীর। তারা তিনজনেই চমৎকার আড্ডা মারতে পারত। অনীশকে একটু লাজুক, বেশী রকমের গুডিবয় বলে মনে হত এতদিন কিন্তু ও যে এমন অমিশুক তা মনে হয় নি। অবশ্য তাই বা কি করে বলা যায়, তার সঙ্গে দেখা হলে অনীশ চমৎকার কথা বলে। সারল্য থাকে কিন্তু সেইসঙ্গে আন্তরিকতাও।

'কি ভাবছ?'

অলোকের প্রশ্নে সংবিত এল। মাথা নেড়ে বলল, 'ও কেমন অদ্ভুতভাবে চলে গেল।'

'তোমার ভক্ত?'

'আমি কি গুরুটুরু যে ভক্ত হবে ?'

'ইংরেজিতে ফ্যান যাকে বলে বাংলায় তার প্রকৃত প্রতিশব্দ হল ভক্ত। অবশ্য তেমন হলে আমার উপস্থিতি ওর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হত না।'

'যা তা বলছ কিন্তু!' দীপাবলী মুখ ফেরাল। অলোক হাসল। দীপাবলী বলল না, বলতে পারল না, সে অনীশের নয়, অলোকের প্রতিক্রিয়া দেখতে চেয়েছিল। অলোক এত সহজ এবং স্বাভাবিক যে নিজের ভাবনার জন্যে লজ্জিত সে।

অলোক বলল, 'যাক, কি ঠিক করলে ?'

'কিসের ?' দীপাবলী মুখ তুলল।

'নাগপুর থেকে বেরিয়ে— ?'

'শুনলাম আমাকে কলকাতায় পোস্টিং দেবে। আমি যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডারের তাই সেটাই চল।'

'তুমি কলকাতায় আর আমি দিল্লিতে থাকব ? আমার পক্ষে তো কলকাতায় গিয়ে সেট্‌ল করা সম্ভব না।' অলোক গলা নামাল, 'তুমি অনুরোধ করতে পার না দিল্লীতে পোস্টিং-এর জন্যে।'

'পারি।'

'তাই করো, প্লিজ। মহিলাদের অনুরোধ কর্তৃপক্ষ নস্যাৎ করতে পারবেন না।'

'দিল্লীতে চাইলে বোধ হয় আর পশ্চিমবাংলায় ফিরে যাওয়া যাবে না।'

দরকারই বা কি ? তোমার তো সেখানে কোন পিছুটান নেই। আর ছুটি ছাটায় নিশ্চয়ই যেতে পারব আমরা।'

'আমরা ?' দীপাবলীব মুখে রক্ত জমল।

'কি হচ্ছে কি ? এখনও সত্যিটাকে স্বীকার করতে পারছ না ?'

'বড় ভয় হয়।'

'ভয়! কেন ?'

'জানি না।'

'ওঃ। তুমিও নার্ভাস হচ্ছ ? শোন, মা বলেছেন তোমার সঙ্গে এব্যাপারে পরিষ্কার কথা বলে যেতে। ব্যাপারটা কি ভাবে করতে চাও ?'

দীপাবলীর চিবুক নামল, 'আমি জানি না।'

'আরে, জানি না বললে হবে নাকি ? আমাদের বাড়ি থেকে তোমার মা বা ঠাকুমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে কি ? তাঁরা তো পাত্রীপক্ষ হিসেবে দাঁড়াতে পারেন।'

'দাঁড়াবেন কি না জানি না কিন্তু আমি চাই না।'

'একথা আমি মাকে বলেছিলাম। কিন্তু ওঁর প্রশ্ন বিয়েটা কিভাবে হবে ?'

দীপাবলী সোজা হয়ে বসল, 'আমার পক্ষে বিয়ের পিঁড়িতে বসে মন্ত্র উচ্চারণ করা একদম সম্ভব নয়। অতএব ওসবের প্রয়োজন নেই।'

অলোক চুপ করে গেল। দীপাবলী জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। শেষ পর্যন্ত অলোকই বলল, 'তুমি এখনও মনে রেখেছ ?'

'মনে রাখিনি, এগুলো জন্মটিকার মত, মন থেকে ওঠে না। কিন্তু তার জন্যে নয়, আমি ওসব মন্ত্রে বিশ্বাস করি না। ইউজলেস। বিয়ের পিঁড়িতে বসে যে শব্দগুলো মানুষ বলে তা অন্যের শেখানো। পাখির বুলি আওড়ানোর মত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জীবন অন্য কথা বলে কিছুদিনের মধ্যেই। হ্যাঁ, খেলা হিসেবে পাঁচজনকে দেখিয়ে ওইভাবে বিয়ে করার মধ্যে

যে মজা আছে তা অন্তত আমার ক্ষেত্রে নেই কারণ ওই ব্যবস্থাটাকে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। তুমি বা তোমার মায়ের যদি এর বিকল্প ব্যবস্থায় তৃপ্তি না হয় তাহলে অলোক, তুমি যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পার।'

হঠাৎ টেবিলে রাখা দীপাবলীর হাতের ওপর নিজের হাত রাখল অলোক, 'তুমি অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছ! বিকল্পে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দিনটা কবে ঠিক করছ?'

'এখন নয়। নাগপুর থেকে বেরিয়ে।'

'এখনও দেড় বছর?'

'আমি ঝাড়া হাত পা হতে চাই।'

'অগত্যা মানতে হচ্ছে।'

'আরও কিছু কথা ছিল।'

'শুনব, আর এক কাপ চা বা কফি বলবে?'

'আমি খাব না। তুমি খেতে পার।'

'না থাক। চল।'

'স্ত্রী হিসেবে আমার কাছে তুমি ঠিক ঠিক কি চাও?'

অলোক চোখ বন্ধ করল, 'নাথিং। ভেবে পাচ্ছি না।'

'আমি কতগুলো ব্যাপারে সারেন্ডার করছি। বারো বছর থেকে যে ওলট-পালট হয়েছিল তারপরে আর পাঁচটা মেয়ের মত স্বাভাবিক ভাবে আমি বড় হইনি। কলেজ থেকে তো হোস্টেলে হোস্টেলে অথবা ঘর ভাড়া করে আছি।রান্নাবান্না শেখার সুযোগই পাইনি। তাছাড়া চা-বাগানের বাড়িতেও খুব সাদামাটা রান্না হত। তোমাদের বাড়ির খাবার আমি খেয়েছি। আমার রান্না খেতে তাই তোমার খুব অসুবিধে হবে।' দীপাবলী সোজাসুজি বলে ফেলল।

'এটা কোন প্রব্লেম নয়।'

'তুমি জানো না। মানুষ খাওয়ার সময় নিজের তৃপ্তি খোঁজে।'

'বাব্বা। আমি বলছি রান্না কোন প্রব্লেম নয়। দুজনে রোজগার করব অতএব, রান্নার লোক রেখে দিলে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'দ্বিতীয় পয়েন্ট হল, আমি চাকরি করব, আমার স্বাধীনতা কতখানি?'

'যতখানি চাও। আমরা এমন কিছু করব না যাতে কেউ অসম্মানিত হতে পারি। আমরা কেউ পরাধীন নই যে স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠবে।'

'আর আমার কিছু বলার নেই।'

'আমার আছে।' চট করে বলে ফেলল অলোক।

'বলে ফ্যালো।'

'যখন তোমার মনে কোন প্রশ্ন জমবে তুমি আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করবে। এনি থিং, মনে মনে সেটাকে পাকাবে না।'

'চেষ্টা করব।'

'মদের ব্যাপারে তোমার কোন অ্যালার্জি আছে?'

'মানে?' আঁতকে উঠল দীপাবলী, 'আমি কি মদ খাই যে অ্যালার্জি হবে কিনা বুঝতে পারব?'

'আহা, তা বলছি না। আমি মদ খেলে তুমি সহ্য করবে?'

'তুমি মদ খাও?'

'খুব কম। কখনও কোন পার্টিতে গেলে এক আধ পেগ।'
'অ্যাভয়েড করা যায় না?'
'একটু রূঢ় হতে হয়।' অলোক হাসল, 'বুঝতে পেরেছি।'
দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'না। যেমন আছ তেমনই থাকো। কিন্তু কথা দিতে হবে কখনও মাতাল হবে না। মাতালদের আমি ঘেন্না করি।'
'তথাস্তু। আমি তোমার কাছে ঘেন্না পেতে চাই না।'
দীপাবলী হাসল, "আচ্ছা আমরা কেমন অফিসিয়াল কথা বলছি, না?"
'জানি না অন্য কেউ এরকম বলে কিনা। তবে বলে নিয়ে কোন ক্ষতি করিনি আমরা। পরে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে আগে বলে নেওয়া ঢের ভাল।'
'চল, এখান থেকে বের হই। একটু হাঁটি।'
'গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।'
'পড়ুক, এই বৃষ্টি গায়ে লাগবে না।'
বাইরে বের হওয়া মাত্র মনে হল ঠাণ্ডার দাঁত আরও ধারালো। শালটাকে মাথার ওপর তুলে দিল দীপাবলী। কুচি কুচি বৃষ্টি পড়ছে। মাঝেমাঝে হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের। হাঁটতে ভাল লাগছিল। দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কোন হোটেলে উঠেছ?'
'এবার স্নো পিকে। খুব সুন্দর ঘর।'
'কাল চলে যাবে?'
'হ্যাঁ।'
দীপাবলীর খুব খারাপ লাগল। এই এক রাত্রের জন্যে আসা কেন? কেন অলোক বলতে পারে না সাতদিন থাকব। তাহলে প্রত্যেকটা দিন নতুন বলে মনে হত। সে বলে ফলল, 'তুমি খুব কৃপণ। দিতে পারো না।'
'বদনাম দিচ্ছ কেন?'
'এইভাবে একরাত্রে জন্যে কেন এলে?'
অলোক থতমত হয়ে তাকাল। শালের প্রান্তে কপালের ওপর যে চুলগুলো বেরিয়ে ছিল তাতে জলের কণা মুক্তোর মত ঝুলছে। মুখ ভেজা। সে গাঢ় গলায় বলল, 'আই অ্যাম সরি। এর পরের বার কয়েকদিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে আসব। আমি বুঝতে পারিনি।'
'থাক। তোমাকে কিছু করতে হবে না। জোর করে আদায় করে কিছু সুখ হয় না। আমি বলছি বলে তুমি আসবে, নিজে থেকে যখন আসতে পারোনি তখন বেশীদিন থাকার জন্যে আসতে হবে না।'
'আমি ক্ষমা চাইছি তো!'
'ভেতর থেকে যেটা আসবে সেটাই করবে। আমি বলছি বলে কিছু করতে হবে না।' দীপাবলীর গলায় অভিমানের সুর এবার স্পষ্ট।
'বেশ, করব না।'
শোনামাত্র খুব রাগ হয়ে গেল। আশ্চর্য। তার কথা শুনে যেন বেঁচে গেল অলোক। বেশীদিন কাজ ছেড়ে থাকতে হবে না আর। কিন্তু খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিল সে। কি ছেলেমানুষের মত ঝগড়া করছে সে। সে যা বলছে অলোক তাতেই সায় দিচ্ছে। সে কেন চাইছে অলোক তার মনের কথা বুঝে নিক, মুখের কথার মানে না ধরুক। এগুলোর জন্যে সময় দরকার হয়। দুজনকে ভালমত জানার জন্যে সময়। সেটা তো এখনও হয়নি। খানিকটা যাওয়ার পর, আলো যখন বেশ কমে এসেছে, অলোক বলল, 'চল, আমার

হোটেলে গিয়ে একটু বসবে।'

এর আগের বার দীপাবলী অলোকের হোটেলে গিয়েছিল। নির্জন একটি ঘরে অলোক তার সঙ্গে আধঘণ্টা গল্প করেছিল তখন প্রতিটি মুহূর্তে একধরনের উত্তেজনা এবং আশংকা একইসঙ্গে কাজ করে গিয়েছিল তার মনে। অথচ অলোক তার হাত পর্যন্ত স্পর্শ করেনি সেইসময়। হোস্টেলে ফিরে হঠাৎই সে নিজের মন খারাপ আবিষ্কার করেছিল। সিনেমা বা উপন্যাসে দুটি প্রেমিক প্রেমিকা ওই অবস্থায় থাকলে পরস্পরকে আদর করে। হোস্টেলে শুয়ে তার মনে হয়েছিল অলোক তাকে উপেক্ষা করেছে। অথচ ওর সঙ্গে হোটেলের ঘরে গল্প করার সময় আশংকা ছিল যে-কোন মুহূর্তে অলোক মুখোশ খুলে ফেলবে। একই মানুষ বিপরীত ভাবনা ভেবেছে একই দিনে। আজ অলোকের প্রস্তাব শোনামাত্র সে কেঁপে উঠল। দীপাবলী এবার নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে মুখ ফিরিয়ে অলোকের দিকে তাকাল। অলোকের চিবুকের ওপর একটা সুন্দর ভাঁজ আছে। অনেকসময় একা থাকতে থাকতে সে ওই ভাঁজটার কথা ভেবেছে। কেমন আদুরে। আঙুলের ডগা দিয়ে ভাঁজটাকে স্পর্শ করার লোভ হত। এখনও হল।

সে মাথা নাড়তে, 'না, আজ থাক। ওয়েদার ভাল নয়।'

'কি এমন হবে! চল না! ঘরটা ভাল লাগবে।'

'ঘরের জন্যে যাব কেন? আর যদি যেতেই হয় তাহলে একেবারেই যাব।'

'বেশ। তোমার যা ইচ্ছা।'

ওরা হোস্টেলের দিকে নির্জন পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। বৃষ্টি হচ্ছে না এখন। দুপাশের লম্বা গাছগুলো ভেজা বলেই ছায়া তাদের শরীরে আরও এঁটে বসেছে। দীপাবলী নিচু গলায় বলল, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।'

'না। কিন্তু তুমি দিল্লীর জন্যে চেষ্টা করবে।'

'নিশ্চয়ই।'

একদল ভেড়া গলায় ঘণ্টা বাজিয়ে নেমে আসছে ওপর থেকে। পৃথিবী ছায়াময়। ওরা দুজনে প্রাণীগুলোকে যেতে দিল। গুঁতোগুতি করে প্রত্যেকে প্রথমে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর একটু এগোতে পথটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে পৌঁছেই থমকে গেল দুজনে। বাঁকের শেষে একটা বড় পাথরের পাশে অর্জুন আর শকুন্তলা দাঁড়িয়ে আছে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে। একটুও নড়ছে না। সমস্ত বিশ্ব ভুলে গিয়েছে যেন। ওদের পাশ দিয়েই ভেড়াগুলোকে নিয়ে গেছে রাখাল। তখনও কি ওরা ওই অবস্থায় ছিল। এইভাবে প্রকাশ্যে? হোক রাস্তা নির্জন—! অলোক বলল, 'ওদের ডিস্টার্ব করা উচিত হবে না। একটু অপেক্ষা কর।' দীপাবলী মাথা নাড়ল। কয়েক সেকেন্ড পরেই শকুন্তলা আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে অর্জুনের হাত ধরে হাঁটা শুরু করল।

অলোক বলল, 'বাঁচা গেল।'

দীপাবলীর মন কেমন তেতো হয়ে যাচ্ছিল। সে নিচু গলায় বলল, 'তুমি ফিরে যাও। এখান থেকে আমি একাই যেতে পারব। বেশী দূর নয়।'

'তোমার কি অস্বস্তি হচ্ছে?'

দীপাবলী একটুও দ্বিধা করল না, 'হ্যাঁ।'

॥ ২৭ ॥

Government servants should, at all times maintain absolute integrity and devotion to duty, especially those holding positions of trust and responsibility, should not only be honest and impartial in the discharge of their official duties but also have the reputation of being so.

কর্মচারীদের চাকরিতে নিয়োগ করার সময় সরকার ভবিষ্যতে তাঁদের আচরণবিধি কি রকম হবে তা একটি পুস্তকে সমন্বিত করেছেন। এই পুস্তকটি প্রতিটি সরকারি চাকুরের অবশ্যপাঠ্য এবং পরবর্তীকালে চাকরিতে প্রমোশনের জন্যে যেসব পরীক্ষা দিতে হয় তাতে এই বিষয়টিও থাকে। সরকার জানতে চান তাঁর কর্মচারী আচরণবিধি ভাল করে জানে কিনা। নাগপুরে দীপাবলীকে আয়কর, সম্পত্তিকর, দানকর আইনের বিশদ ব্যাখ্যার সঙ্গে এই বিষয়টিও পড়তে হচ্ছে।

মুসৌরি থেকে ছেলেমেয়েরা যে যার নিজস্ব বিভাগে ট্রেনিং নিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে এসেছে নাগপুরে। চৌদ্দ মাসের এই ট্রেনিং-এর পরে একজন প্রথম শ্রেণীর আয়কর অফিসার হিসেবে তাকে কাজ শুরু করতে হবে। অলোকের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে সেইমত পোস্টিং-এর জন্যে সে আবেদন করেছে দিল্লিতে। আশা আছে তা গ্রাহ্য হবে।

আচরণবিধি বা সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস বইটিতে মাত্র পঁচিশটি রুল আছে যা কর্মচারীদের অবশ্যই পালনীয়। প্রতিটি রুলের আবার বাই রুল আছে। এই বইটি দীপাবলীকে খুব আকৃষ্ট করল।

চাকরির শুরুতে সরকার তাঁর কর্মচারীদের কাছে যা যা আশা করে তার মূল তিনটি হল, সম্পূর্ণ আনুগত্য, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা এবং এমন কিছু না করা যা সরকারি চাকুরে হিসেবে বেমানান।

যে কোন চাকরি করতে গেলে প্রথমেই এই তিনটি মানতে হয়। যে আমাকে মাইনে দিচ্ছে তার কাজ আমি ভালভাবে করব। এ নিয়ে কোন বিতর্ক উঠতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারকে এইসব কথা আইন করে বলতে হচ্ছে। শ্রমিক মালিক সম্পর্ক নষ্ট হয় যখন তখনই কাজে ব্যাঘাত ঘটে। উৎপাদন কমে যায়। হয় মালিকের স্বেচ্ছাচার যা শ্রমিকের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে তাদের দুরবস্থার মধ্যে ফেলে দেয় নয় অধিকার কায়েম করার উগ্র আকাঙ্ক্ষায় কর্মচারীরা সীমা ছাড়িয়ে যান, সংঘাত মূলত এই কারণে। এইরকম একটি বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন সামনে থাকলে সরকার এবং তাঁর কর্মচারীরা আগাম জেনে যাচ্ছেন তাঁদের কি করা উচিত কি উচিত নয়। যদি কোন কিছু অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে হয় তাহলে সরকারের বক্তব্য হতেই পারে, আপনি এই চাকরি নেবেন না। জেনেশুনে চাকরিতে যোগ দিয়ে বিক্ষোভ দেখানো অর্থহীন।

সরকারি কর্মচারীদের কি কি কাজ করা উচিত নয় তার বিস্তৃত তালিকায় চোখ রেখে চমকে উঠল দীপাবলী। পড়তে পড়তে তার হাসি পাচ্ছিল। তাকেও এই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। ঠিকঠাক লিখলে পাস করবে। স্কুলে পড়ার সময় এমন অনেক বিষয় পড়তে হয়েছে যার সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নেই। পরবর্তীকালে মনে হয়েছে যাঁরা সিলেবাস বানান তাঁরা কেন ছাত্রছাত্রীদের সময় এবং শক্তির এমন অপচয় করেন। এই আচরণবিধি পড়তে গিয়ে একই অনুভূতি হল। সরকারি অফিসে যা যা মানা হয় না তাই মানতে বলা

হয়েছে এই বইতে। থিওরি এবং প্রাকটিসের যে বিপুল প্রভেদ তা দূর করার কোন চেষ্টাই কি হয় ? বলা হয়েছে কোন সরকারি কর্মচারী একা বা দলবদ্ধভাবে যদি ওপরওয়ালার আইনসঙ্গত আদেশ অমান্য করেন তাহলে তা অপরাধ বলে চিহ্নিত হবে। বিশ্বাসঘাতকতা, অসৎ আচরণ, চুরি বা জালিয়াতি, ধর্মঘট, পিকেটিং বা ঘেরাও বা তাতে যোগ দিতে প্ররোচনা কবা, চাকরিতে নেশা করে আসা এবং কাজেব সময় অসংলগ্ন আচরণ করা, নিয়মিত দেরিতে অফিসে আসা, কাজে অবহেলা এবং বেআইনিভাবে ছুটিতে থাকা এসবই অপরাধ এবং সরকার এ কারণে শাস্তি দিতে পারেন। দীপাবলী অবাক হল। স্ট্রাইক বা পিকেটিংকে সরকার কেন অন্য অপরাধগুলোর সঙ্গে একই সারিতে বসাবেন ! ধর্মঘট শ্রমিকের গণতান্ত্রিক অধিকার যদি হয় তাহলে তাকে এমন নোংরা চেহারা দেওয়া কি ঠিক হয়েছে ?

অথচ দেশের সরকারি অফিসগুলোর কথা বললে যে চেহারা ভেসে ওঠে তাতে এই সব আইনের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। এ দেশে বেশীর ভাগ সরকারি কর্মচারীর কোন দায় নেই দশটায় অফিসে ঢোকার। তিনি যানবাহনেব সমস্যার কথা বলবেন, বাসস্থানের দূরত্ব কারণ হিসেবে দেখাবেন। কিন্তু তিনি বিস্মৃত হবেন যে চাকরিতে যোগ দেওয়ার মুহূর্তে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন ঠিক দশটা থেকে কাজ শুরু করতে। দশটা পাঁচে কোন সাধারণ মানুষ যদি প্রয়োজনে অফিসে যান তাহলে তাঁব কাজ করে দিতে তিনি বাধ্য। এই কর্তব্যটুকু করার জন্যে যে তিনি মাইনে পাচ্ছেন তা তাঁকে বোঝায় কার সাধ্য ? সরকার এই কর্তব্যহীনতার জন্যে শাস্তিব ব্যবস্থা করে রেখেছেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কতখানি হচ্ছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

পাঁচ নম্বর রুলে নজর পড়ল দীপাবলীর। কর্মচারীদেব রাজনীতি এবং নির্বাচনে অংশ নেবার ব্যাপারে সতর্কীকরণ রয়েছে এতে। কোন সরকারি কর্মচারী রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সহযোগী হতে পারবেন না। এমন কি তাঁর নিকট আত্মীয় যদি একই কাজ করেন তাহলে তিনি তাকে নিবৃত্ত করবেন এবং এ ব্যাপারে অক্ষম হলে অবশ্যই সরকারকে তা জানিয়ে দেবেন। তিনি নির্বাচনে কোন প্রার্থীর হয়ে প্রচাব বা অংশ নিতে পারবেন না।

দীপাবলীর মনে হল এমন হাস্যকর আইন নিয়ে কেউ কোন প্রতিবাদ করছে না কেন ? ভারতবর্ষের সংবিধানে স্পষ্ট বলা হয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা ভোগ করবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ? এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে সমস্ত ভারতবাসী। তাঁরা ভোট দেবেন। যখনই কোন ভোটার ভোট দিতে যাচ্ছেন তখনই তাঁকে পছন্দ করতে হয় প্রার্থীকে। এখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোট হয় না, রাজনৈতিক দলই সেখানে প্রার্থী। অতএব একাধিক রাজনৈতিক দলের কর্মপ্রনালী এবং নীতির মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নিতে হবে ভোটারকে। সেই রাজনৈতিক দলকে ভোট দেওয়া মানে তিনি তাদের সমর্থন করলেন। অর্থাৎ রাজনীতিতে তিনি অংশ নিলেন। সরকার তার বাইরের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন কিন্তু তার মানসিক অংশগ্রহণকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পাননি। তাহলে তা সংবিধান পরিপন্থী হয়ে যাবে। সরকার বড়জোর বলতে পেরেছেন যে সরকারি কর্মচারী ভোট দিতে পারেন কিন্তু কাকে দিতে চান বা দিলেন তার কোন ইঙ্গিতও দেবেন না। মজার কথা হল এই ব্যাপারটা ভারতীয় সংবিধান সমস্ত জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্যেই নির্দেশ করেছে। ভোট হবে গোপন ব্যালটে যাতে কেউ জানতে না পারে ভোটার কাকে ভোট দিচ্ছেন। এই জনসাধারণের ক্ষেত্রে যেহেতু সরকারি কর্মচারীরাও পড়েন তাই তাদের আলাদা করে গোপনে ভোট দিতে বলা বাহুল্যমাত্র। অতএব যা ছিল সাধারণ ভোটারদের

ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ তাই সরকার ব্যবহার করতে চাইলেন অস্ত্র হিসেবে। কিন্তু একটি মানুষকে রাজনীতি করতে নিষেধ করা হচ্ছে একদিকে, অন্যদিকে ভোট দিতে বলা হচ্ছে এ কেমন গজকচ্ছপ ব্যবস্থা! অতএব এই রুলটি যদি সোনার পাথরবাটি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে কারো কিছু বলার নেই। সরকারি কর্মচারীরা ইউনিয়ন করবেন। এবং তা হবে অরাজনৈতিক। ঠিক কথা। কিন্তু একথা সবাই জানে তাঁদের ইউনিয়নগুলো যে কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যুক্ত তা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনে লালিত। ইউনিয়নগুলো যে সবসময় মাইনে বাড়ানো বা কাজের পরিবেশ সুস্থ করার দাবিতে আন্দোলন করে তাও নয়। রাজনীতি শব্দটি আর বদ্ধ জলায় আবদ্ধ নেই। সরকার এসব জানেন কিন্তু আইন তৈরী করে ধৃতরাষ্ট্রের মত বসে আছেন। জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইনের পরিবর্তনের কথা কারো মাথায় আসে না।

আয়কর আইনের মূল যে গ্রন্থটি তাকে বলা হয় ম্যানুয়াল। একই কথা কত জটিল করে বলা যায় তার প্রমাণ বইটি। শব্দের মারপ্যাঁচে প্রথম পাতায় যে ধারণা জন্মায় তা দ্বিতীয় পাতা পড়তে গিয়ে গুলিয়ে যাচ্ছিল দীপাবলীর। তার মনে হচ্ছিল এসব কথা সরল করে বলা যেত। প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা না থাকলে কোন দেশের আর্থিক উন্নতি সম্ভব নয়। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ, নানা রকম নিরাপত্তামূলক খরচ চালানোর জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তা দেশের মানুষের চাঁদা করে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অর্থবান মানুষদের আয়, সম্পত্তি ইত্যাদির ওপর বিভিন্ন স্তবের কর আরোপ করে ওই খরচ চালানোর একটা পথ করা হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশই যে-সমস্ত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করেন আয়কর তার অন্যতম। করের স্তর সরকারের ইচ্ছে অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের দ্বাদশ বছরে উনিশ শো একষট্টি সালের তেরই সেপ্টেম্বর যে আয়কর আইন সংসদে অনুমোদিত হয় তার ওপর ভিত্তি করে কাজ করতে হবে তাদের। পববর্তীকালে অনেক পরিবর্তন এবং সংযোজন হয়েছে এবং হবে। বিশাল এই গ্রন্থটির আইনের মূল এবং উপধারা মনে রাখা সত্যি দুষ্কর। নাগপুর কলেজে পড়তে গিয়ে দীপাবলী জানল এ ক্ষেত্রেও সর্টকাট মেথড আছে। যেসব আইন প্রতিদিনের ব্যবহারিক কাজে প্রয়োজন সেগুলো জানলেই কাজ চলে যায়। জটিল বিষয় কদাচিৎ আসে এবং তখন বই দেখে নিলেই হবে।

আয়কর, সম্পত্তিকর, এস্টেট ডিউটি, দানকরের সঙ্গে অফিস প্রসিডিওর যেমন জানতে হচ্ছে তেমনি অ্যাকাউন্টেন্সির ওঁপর মোটামুটি ধারণা অবশ্যই দরকার। ছোট বা বড় করদাতা তাঁদের আয়করের রিটার্নের সঙ্গে যে ব্যালান্সশীট এবং প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট দেবেন সেটি খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতাই একজন আয়কর অফিসারের অন্যতম গুণ বলে স্বীকৃত। ধরে নেওয়া হচ্ছে দেশের প্রায় সমস্ত আয়করদাতা সৎ এবং নিজেদের আয়ব্যয়ের হিসেবে কারচুপি করবেন না। কিন্তু যিনি করবেন তিনি যে ব্যালান্সসীট বা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট দেবেন তা খুঁটিয়ে দেখে তাঁর কারচুপি ধরতে হবে। মজার কথা হল এই আয়করদাতা অবশ্যই কোন কমার্স গ্রাজুয়েট অথবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টকে দিয়ে কাগজপত্র তৈরী করাবেন। যে বিষয়ে নিয়ে সে কোনদিন পড়াশুনা করেনি তার ভুল কি করে ধরবে? এই চৌদ্দ মাসে সে অ্যাকাউন্টেন্সির ওপর কতটা দখল পাবে? বারংবার মনে হচ্ছিল আয়কর অফিসার পদের জন্যে অন্তত কমার্স গ্রাজুয়েট চাওয়া সরকারের উচিত।

তবু নতুন বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ সময়টাকে দ্রুত পার করে দিচ্ছিল। দু দুটো পরীক্ষা ডিঙিয়ে যেতে অসুবিধে হল না। দীপাবলী এই সময়টায় (খাটছে খুব) আটান্ন বছর বয়স পর্যন্ত যে বিষয়গুলোর মধ্যে বাঁচতে হবে তাদের নিয়ে দিন কাটিয়েছে। এবং করতে

গিয়ে দেখল এরও একটা সহজ উপায় তৈরী করে রাখা হয়েছে। যেমন, একজন আয়কর দাতা হিসেব দাখিল করলেন একটি অ্যাসেসমেন্ট, বছরে তিনি চার লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছেন। যদি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে তিনি লেনদেন করেন তাহলে সেটা তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে জানা যাবে। এবার তিনি যে সব বিভাগে খরচ দেখাচ্ছেন সেগুলো পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে হিসেব ঠিক কিনা। কোন কোন খরচ আয়কর ধারায় গ্রহণযোগ্য নয় তাও আয়কর অফিসার জানেন। ব্যবসার মূলধন যোগাড় করার সূত্রও তিনি যাচাই করবেন। ক্রমশ ব্যাপারটা একটা ফর্মুলার পর্যায়ে চলে যাবে আয়কর অফিসারের কাছে। আর যদি ব্যাঙ্কের মাধ্যম না হয়, যদি নগদ টাকায় লেনদেন হয় তাহলে হয় আয়কর দাতার হিসেবের ওপর নির্ভর করতে হবে নয় গোপনে অনুসন্ধান করতে হবে যে দাখিলকরা হিসেবের বাইরে কোন আয় আছে কিনা। একটি মানুষ এক লক্ষ টাকা রোজগার করলে যেসব ছাড় পেয়ে থাকেন সেগুলো বাদ দিতে বাকি আয়ের প্রায় চল্লিশ শতাংশ তাঁকে কর দিতে হয়। যেহেতু অঙ্কটা মোটেই কম নয় তাই হিসেব দাখিল কবার সময় তিনি কিছুটা কারচুপি কবেন। আয়কর ম্যানুয়াল মানে একটি গম্ভীর সাঁড়াশি। সেটি যাদেব ব্যবহাব করার অধিকার দেওয়া হয়েছে তাদের সঙ্গে করদাতাদের একটা গোপন সমঝোতা তৈরী হতেই পারে।

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যেখানে ভেঙে পড়ছে, মূল্যবোধের চেহারা যখন দ্রুত বদলাচ্ছে তখন তার প্রতিক্রিয়া আয়কর দপ্তরে পড়তে বাধ্য। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যে আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে যখন সামঞ্জস্য ঘটছে না তখন ব্যক্তিমানুষ চোখ বন্ধ করে বাঁকা পথে পলকের জন্যে হাঁটছে। আর এব সুযোগ নিচ্ছে আয়কবদাতাদের একাংশ। দীপাবলীব মনে হল এই বজ্র আঁটুনিতে সরকারেব যতটা আয় হচ্ছে তার অনেক বেশী হত যদি ব্যবস্থাটা আরও সহজ এবং সরল হত। আয়করের চাপটা কমানো যেত, আইনের চোখ রাঙানো না হয়ে সাদা হত। একজন ব্যবসায়ী যা করে পরিত্রাণ পেতে পারেন একজন চাকরিজীবীব পক্ষে তা সম্ভব হয় না। চাকরীজীবীর আয় নির্দিষ্ট, করের টাকা তাই বাধ্যতামূলক ভাবে জমা দিতে হয়। অথচ আয়কর কর্তৃপক্ষের চোখে তিনি এবং একজন ব্যবসায়ীর মধ্যে কয়েকটি নিয়ম কানুনের তফাত ছাড়া কর প্রয়োগেব ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নেই।

কলেজের শেষ মাসে দীপাবলী একটি প্রশ্ন না কবে পারেনি। একজন আয়কর অফিসাব হিসেবে তার কর্তব্য সরকারি কোষাগারে আয়করদাতাদের কাছ থেকে কর আদায় করে জমা দেওয়া। কিন্তু কোন করদাতা যদি প্রশ্ন করেন কর দেবাব বিনিময়ে তিনি সরকারের কাছ থেকে কি সুবিধে পাচ্ছেন তাহলে তাঁকে কি জবাব দেওয়া হবে? তিনি তো চাইতেই পারেন জীবনধারণের ক্ষেত্রে একটু আরামে থাকবেন। কেউ এক লক্ষ টাকা রোজগার করে চল্লিশ হাজার করে দশ বছর কর দিয়ে গেলেন। বাকি ষাট হাজার তার এক বছরের সংসার চালাতে খরচ হল অথবা ব্যবসায় লাগল। দশ বছর বাদে তাঁব ব্যবসায় ভরাডুবি হল এবং একটি পয়সাও আয় হল না। সেই আর্থিক দুরবস্থার সময় তিনি জানেন গত দশ বছরে সরকারকে চার লক্ষ টাকা কর দিয়েছেন। এই চার লক্ষ টাকার বিনিময়ে তিনি যদি এখন সামান্য সাহায্য দাবি করেন তবে তা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। এই লোকটি সেটা জানেন। তাই চারের বদলে দুই লক্ষ কর দিয়ে বাকি দুই লক্ষ যদি তিনি সরিয়ে রাখেন তাহলে বর্তমান ব্যবস্থা কি তাকে সেটা করতেই উৎসাহিত করছে না?

জবাব জানা ছিল। ভারতবর্ষ অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থায় চলছে। নানান ঋণে জর্জরিত। সরকার যে টাকা কব বাবদ পাচ্ছেন তা কিছুই নয়। আর এটুকু পাচ্ছেন বলে কোনমতে চলে যাচ্ছে। আদায়ীকৃত কর থেকে তাই কোন সুবিধে ব্যক্তিগত করদাতাকে

দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের নেই। সামগ্রিক ভাবে একটু সবল সরকারের স্বাধীন ছত্রচ্ছায়ায় তিনি আছেন এটাকেই বিনিময়ে পাওয়া বলে তাঁকে মনে করতে হবে। যদি কখনও ভারতবর্ষ আমেরিকা বা আর্থিক উন্নত রাষ্ট্রের পর্যায়ে যেতে পারে তাহলে করদাতাদের জন্যে নানান সুবিধের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

বক্তব্যে কোন ফাঁক নেই। কিন্তু একজন আয়করদাতা যখন জানেন তাঁর দেওয়া করের বিনিময়ে অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছে তখন তাঁর নিজেকে মহানুভব ভাবার মত স্বাদেশিকতাবোধ আজ অবশিষ্ট নেই। দীপাবলী জানল তাকে কর্মক্ষেত্রে যন্ত্রের মত চলতে হবে। কিন্তু সেইসঙ্গে সে স্থির করল কখনই আপোস করবে না। সরকার তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করছেন তা পালন করতে কোন দ্বিধা করবে না। কিন্তু তা করতে গেলে নিজেকে আরও শিক্ষিত কবতে হবে। আরও বিশদ জানতে হবে।

নাগপুরে থাকাকালীন জানা গিয়েছিল দীপাবলীর পোস্টিং দিল্লীতে হয়েছে। এর মধ্যে অলোক একবার এসেছিল নাগপুরে। সে দিন ঠিক করে রেখেছে। দিল্লীর চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগেই সইসাবুদ হয়ে যাবে। ফলে বাসস্থানেব সমস্যা নিয়ে দীপাবলীকে চিন্তা করতে হবে না।

অলোক দ্বিতীয় যে প্রস্তাব দিল সেটা নিয়ে ভাবনা হচ্ছিল। পিতা পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে বাস করতে চায় না অলোক। প্রথম কথা ওখানে একটি শোওযার ঘর এবং একখানি ড্রয়িং রুম ছাড়া আর কোন জায়গা পাওয়া যাবে না। যদিও সম্পর্ক খুবই ভাল তবু বিয়েব পর নানান কাবণে সংঘাত হতে পারে। বিবাহিত মানুযের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অবিবাহিতদের কিছু কিছু তফাত থাকতেই পারে। দূরে সরে থাকলে যদি সম্পর্ক সুস্থ থাকে তবে সেটাই করা উচিত। দীপাবলীর কথাগুলো ভাল লাগছিল না। তাব মনে হচ্ছিল দুজনে একা একা থাকতে ভাল লাগবে না। মা বাবা ভাই বোনের সঙ্গে সুন্দরভাবে বাস করা বড় হবার পর তার ভাগ্যে জোটেনি। অলোকের মাকে তার খুবই ভাল লেগেছে। ওঁর সঙ্গে থাকতে তার কোন অসুবিধে হবে না। মানুষ হিসেবে পরেশবাবু চমৎকার। এঁদের সঙ্গ সে পাবে না ভাবতে খারাপ লাগছিল। আর ওঁরাও তো ভাবতে পারেন যে সে ওঁদের ছেলেকে পর করে দিল। কিন্তু অলোক জানাল এই ব্যবস্থায় ওর মায়ের সমর্থন রয়েছে। তিনিও চান আলাদা থেকে সম্পর্ক ভাল রাখতে।

কিন্তু দিল্লিতে যাওয়ার আগে দীপাবলীব খুব ইচ্ছে হচ্ছিল একবাব কলকাতায় ঘুরে আসতে। কেউ নেই সেখানে, কোন বন্ধু বা আত্মীয়, তবু যেতে ইচ্ছে করছিল। অথচ হাতে বেশী সময় নেই। অলোকের ইচ্ছে, স্টেশন থেকে সোজা তাকে নিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে যাবে। সেখানে বিশ্রাম এবং বেশ পবিবর্তন করে তার নিজের বাড়িতে. রেজিষ্ট্রার সেখানে আসবেন। সাক্ষী রেখে বিয়ে হবে। তারপর পার্টি। ও যে দিন ঠিক করেছে তা নাকি ওর মায়ের ইচ্ছানুযায়ী। অতএব কলকাতায় গেলে এসব বানচাল হয়ে যাবে। কেন কলকাতা তাকে টানছে জানে না দীপাবলী কিন্তু যাওয়া বাতিল করতে হল. মনে ভার জমল।

নাগপুর থেকে দিল্লীতে প্রথম শ্রেণীর যে কুপেতে দীপাবলী জায়গা পেয়েছিল তা একদম ফাঁকা। ব্যবস্থাটা অলোকই করে গিয়েছিল। ভাবী স্ত্রীকে একটু আড়ালে নিয়ে আসতে চেয়েছে দিল্লীতে। তার ইচ্ছে ছিল সঙ্গী হবার, দীপাবলী নিষেধ করেছিল। একা ছুটন্ত ট্রেনের কামরায় বসে কি করবে বুঝে উঠছিল না সে। সঙ্গে পত্রিকা আছে কিন্তু তা পড়ার মত মনের অবস্থা নেই। অলোক দিল্লী থেকে নাগপুরে এসে আবার তাকে নিয়ে ফিরে যাবে. এ কেমন কথা। এটুকু পথ যে সে একাই যেতে পারে তা অনেকবার

প্রমাণিত। কিন্তু আজ সে আবিষ্কার করল মস্তিষ্ক যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। কিছুই ভাবতে পারছে না। আগামী দিনগুলো তার জীবনে নতুন ভাবে আসছে। সে একজনের স্ত্রী হবে। এতদিনের লড়াই করা দিনগুলোর অবসান ঘটল।

ঠিক আনন্দিত বলতে যা বোঝায় তা কেন সে হতে পারছে না বুঝতে পারছিল না দীপাবলী। বরং তিরতির করে একটা চোরা ভয় ঢুকছিল মনের আনাচে কানাচে। এত বছর এইভাবে একা থাকার পর অলোকের সঙ্গে থাকতে কোন বিরোধ ঘটবে না তো ? দীপাবলী মাথা নাড়ল। না। অলোক ভদ্র, মার্জিত, শিক্ষিত। মতে না মিললেও সে কোন ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে বিরোধে যাবে না।

স্টেশনে যে এত লোক থাকবে তা ভাবতে পারেনি দীপাবলী। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই অলোকের পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'ওয়েলকাম। দিল্লী ধন্য হল।'

দীপাবলীর গালে রক্ত জমল। অলোকের কয়েকজন বন্ধু এবং তাঁদের স্ত্রীরাও এসেছেন তাকে রিসিভ করতে। একটি সুদর্শনা মহিলা এগিয়ে এসে তার হাত ধরলেন, 'আসুন ভাই। এদের ঠাট্টা রসিকতায় কান দেবেন না। বাড়িতে চলুন। ওখানে বিশ্রাম নেওয়ার পরে গল্প করব।'

অলোক কিছু বলল না। নতুন বরেরা যেমন বিয়ের দিন কিছু বলে না তেমনভাবে হাসতে লাগল। দীপাবলীর অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছিল। যেন তারই বিয়ে হচ্ছে, অলোকের নয়, সবাই এমন ভাবে তাকাচ্ছে!

স্টেশনের বাইরের অনেকগুলো গাড়ির একটাতে উঠতে হল দীপাবলীকে। এবার অলোক এগিয়ে এল, 'আমি আর যাচ্ছি না। তুমি আপাতত গোবিন্দ-শুভ্রার বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নাও। ফোনে কথা বলে নেব।'

শুভ্রা তার পাশে বসে বলে উঠল, 'ঠিক আছে, আর চিন্তা করতে হবে না মশাই, আপনার ভাবী স্ত্রীকে মোটেই অযত্ন করব না।'

স্টিয়ারিং-এ বসে গোবিন্দ বলল, 'এই প্রথম তোমাকে আনস্মার্ট লাগছে অলোক।' অলোক হেসে সরে গেল অন্য গাড়ির দিকে। দীপাবলীর ভাল লাগল।

করলবাগের পুসা রোডে গোবিন্দ-শুভ্রার বাড়ি। বাবা মা নেই। বাচ্চাকাচ্চা নেই। বন্ধুবান্ধবরা এমন জায়গায় আড্ডা জমাতে আসে। গোবিন্দ তাদের নামিয়ে দিয়ে নিজেব কাজ সারতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। শুভ্রা ঘরে ঢুকে বলল, 'এই হল আমার বাড়ি। বিয়ের পর ছমাস শাশুড়িকে দেখেছি। তারপর তিনিও চলে গেলে একদম একা। তাই ওর বন্ধুরা যে যখন পারে চলে আসে, আমাদেরও সময় কাটে। আপনি একটুও সঙ্কোচ করবেন না। এটা আমাদের গেস্ট রুম। পাশে বাথরুম টয়লেট আছে। রেস্ট নিয়ে চেঞ্জ করে বলবেন খাবার দেব।'

দীপাবলী না বলে পারল না, 'শুধু শুধু আপনাদের ওপর— !'

'আবার সঙ্কোচ। আপনি দেখতেই পাবেন। শনিবার রাত দুটো আড়াইটে পর্যন্ত সবাই পার্টি করবে, কাঁপা হাতে নিজের ডিস ধোবে তারপর হৈহৈ করে বাড়ি ফিরবে। যার বেশী খাওয়া হয়ে যায় তাকে গাড়ি চালাতে দেয় না গোবিন্দ। কেউ কেউ থেকেও যায় এখানে।' শুভ্রা হাসল।

কথাটা কানে ঠেকেছিল, দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'ডিস ধোয় কি রকম ?'

'ওঃ এটা ওরাই করে নিয়েছে। একেবারে আমেরিকান স্টাইল। পার্টির দিন আমি খাবারদাবার করে টেবিলে সাজিয়ে দিই। ওরা নিজেরাই প্লেটে তুলে নেয়। খাওয়ার পর

বেসিনে যায় ধুতে। ধুয়ে রেখে গেলেও পরে অবশ্য আমাকে ধুতেই হয়।'

কে যেন বলেছিলেন, চিনতে পারার কতগুলো সূত্র আছে। পায়ের গোড়ালি দেখলে মেয়েটির স্বরূপ বোঝা যায়। ময়লা গেঞ্জি একটি পুরুষের রুচি সম্পর্কে যেমন ধারণা দেয় ময়লা পেটিকোটও নারীকে নোংরা করে । তেমনি কারো বাড়িতে গিয়ে বাথরুম দেখলে সেই বাড়ির মানুষদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। আর যাই হোক, সুন্দর পরিষ্কার শুকনো বাথরুম যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরা অবশ্য রুচিবান মানুষ। শুভ্রাদের বাথরুমে ঢুকে এ কথাই মনে হল। দেওয়াল জুড়ে বেসিন, একপাশে লম্বা বাথটব, দেওয়ালচাপা আলো, পর্দা, কমোড এবং সবকিছুই ঠিকঠাক গোছানো। নিচে ঘাসের কার্পেট পাতা, অর্থাৎ কেউ জল ফেলে স্যাঁতস্যাঁত করে রাখে না। এরকম একটা বাথরুমের কথা প্রায়ই বলতেন অমরনাথ। বলতেন, সাহেবরা বাথরুমকে খুব পবিত্র জায়গা বলে মনে করে। আমাদের বাথরুমগুলো হল দুর্ঘটনা ঘটার ফাঁদ। জল ছিটিয়ে পিছল করে রাখি। এসব সত্ত্বেও এখন নিজেকে মানিয়ে নিতে বেশ সতর্ক হতে হল দীপাবলীকে।

শুভ্রার সঙ্গে খাবার খেতে হল। এদের ফ্ল্যাটটি চমৎকার। খেতে খেতে শুভ্রা জিজ্ঞাসা করল, 'সন্ধেবেলায় কে কে সই করবে তার জন্যে গতকাল টস হয়েছে, জানেন? আচ্ছা, আপনার তরফ থেকে কেউ থাকবেন না?'

উত্তর দেবার আগে টেলিফোন বাজল। শুভ্রা টেবিল ছেড়ে রিসিভারে কয়েকটা কথা বলে ইশারায় তাকে ডাকল। একটু বিস্মিত হয়েই দীপাবলী এগিয়ে গেল। রিসিভার কানে রেখে বলল, 'হ্যালো!'

'কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? অলোকের গলা।

'না না।' দীপাবলী লজ্জা পেল।

'আমি ভাবলাম—/ ঠিক আছে, রাখছি। রেস্ট নাও।'

রিসিভার রাখার শব্দ হতে দীপাবলীর ঠোঁটে হাসি ফুটল। শুভ্রা জিজ্ঞাসা করল, 'বাঃ, এটুকু? এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল?' দীপাবলী জবাব দিল না।

গেস্টরুমের বিছানায় শুয়েছিল দীপাবলী। ট্রেন জার্নি সত্ত্বেও শরীর ঘুমাতে চাইছে না। শুভ্রা একটা ইংরেজি কাগজ দিয়ে গিয়েছিল। সেটা নিয়ে অন্যমনস্ক হতে চাইল সে। নতুন কোন খবর নেই। মন্ত্রীরা বড় বড় আশার কথা শুনিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতায় বামপন্থীরা ধর্মঘট করেছে। হঠাৎ সিনেমা থিয়েটারের কলমে নজর পড়তেই সে চমকে উঠল। কলকাতার থিয়েটার দিল্লীতে, আগামীকাল এবং পরশু। দলের এবং পরিচালকের নাম দেখে খুব ভাল লাগল। যাক, শমিত শেষ পর্যন্ত দিল্লীর দর্শকদের কাছেও পৌঁছাতে পারছে। আর যাই হোক, নাটকের ব্যাপারে ওর জেদ পরিশ্রম এবং সততা নিয়ে কখনও কেউ প্রশ্ন তুলতে পারবে না। কোন মানুষের যদি এই তিনটের সঙ্গে প্রতিভা থাকে জীবন তাকে সাফল্য দেবেই। শমিতের ক্ষেত্রে যা হয়েছে।

এই সময় শুভ্রা এল, 'কি? উত্তেজনায় ঘুম আসছে না?'

'না, তা নয়।' খবরের কাগজ সরিয়ে রাখল দীপাবলী।

'কি শাড়ি পরা হবে তা ঠিক করি চলুন। নাকি এখানেই আনব?'

'আনবেন মানে?'

'ও হরি! আপনার ভাবী বর একগাদা বাজার করেছেন। বিয়ের শাড়ি, ফুলশয্যার শাড়ি, কত কি? শুধু জামার মাপ নেওয়া হয়নি বলে আমার মাপে করিয়েছে। বলল একই রকম

ফিগার। আমারও মনে হচ্ছে ভুল বলেনি।'

'যা হোক একটা পরলেই তো হল।'

'মোটেই না। বেস্ট জিনিস পরতে হবে।'

দীপাবলী কথা ঘোরাল, 'আচ্ছা, এখানে বাংলা নাটক খুব হয় না?'

'খুব। এখানকার কয়েকটা দল তো ভালই করে। কলকাতা থেকেও আসে। এই তো এবারই আমাদের করলবাগ থেকে একটা মাঝারি দল এসেছে। কলকাতায় নাকি খুব নাম করেছে ওরা। কাল পরশু শো।'

'ওরা কি এসে গেছে?'

'ঠিক জানি না। কেন বলুন তো?'

'যিনি পরিচালক তিনি আমার পরিচিত। একসময় ওই দলে আমি কিছুদিন অভিনয় করেছিলাম।' দীপাবলী হাসল।

'দাঁড়ান, জেনে বলছি।' শুভ্রা বেরিয়ে গেল। হঠাৎ দীপাবলীর মাথায় একটা ভাবনা এল। একটু দ্বিধাও সেই সঙ্গে। ব্যাপারটা শমিত কিভাবে নেবে বোঝা যাচ্ছে না। এইসময় শুভ্রা ফিরে এল, 'হ্যাঁ ওরা আজই এসেছে। করলবার্গের একটা গেস্ট হাউসে উঠেছে সবাই। এই হল নম্বর।' ছোট্ট একটা কাগজে টেলিফোন নম্বর লেখা, এগিয়ে দিল শুভ্রা।

দীপাবলী খাট থেকে নেমে এল, 'একটা টেলিফোন করতে পারি?'

'অবশ্যই।' শুভ্রা ওকে নিয়ে ঘর থেকে বের হল।

ডায়াল ঘোরাতেই গেস্টহাউসের কেয়ারটেকার ইংরেজিতে কথা বললেন। দীপাবলী তাঁকে শমিতের কথা বলতে তিনি ধরতে বললেন। মিনিট দুয়েক বাদে শমিতের গম্ভীর গলা পাওয়া গেল, 'হ্যালো? কে বলছেন?'

'আমি দীপাবলী।'

এক মুহূর্ত চুপচাপ, তারপরই উচ্ছ্বাস, 'আরে ব্বাবা! তুমি কোথায়?'

'দিল্লীতেই। কাগজে দেখলাম নাটক করতে এসেছেন।'

'এসেছেন? ও, ঠিক আছে। হ্যাঁ। কল শো পেয়েছি। দেখা হচ্ছে কখন?'

'আজ সন্ধ্যায় কি করছেন?'

'একটু বাদে হলে যাব। সন্ধ্যেবেলায় স্টেজ পাওয়া গেল না তাই বেকার।'

'একটু আসবেন?'

'কোথায়?'

শুভ্রার কাছে ঠিকানা জেনে জানিয়ে দিল সে, 'আপনার ওখান থেকে খুব দূরত্ব নয়। খুব দরকার আছে।'

'কি ব্যাপার? আমি এখানে এসেছি কাগজ দেখে জেনেছ। অতএব খুব দরকারটা কি করে এখনই হয়ে গেল?' শমিতের গলায় কৌতুক।

'আপনার মিসেস কি সঙ্গে এসেছেন? তাহলে তাঁকেও আনতে হবে!'

'না, আমি একাই এসেছি।'

'উনি দলে নেই?'

'না। কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

দীপাবলী নিঃশ্বাস ফেলল, 'না এলে বলব না। ঠিক পাঁচটার মধ্যে চলে আসুন। আপনি আমার একটা উপকার করবেন?'

'কি ধরনের?'

'ভয় পাচ্ছেন কেন ? আপনার কাছে একবার চাকরি ছাড়া কিছু চাইনি কখনও। দিল্লীতে আমার নিজের কেউ নেই। আপনি আমার বন্ধু ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় আমাকে মায়ার বাড়িতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই দাবিতেই— ।'

'ঠিক আছে, বলতে হবে না। আমি ঠিক পাঁচটায় পৌঁছে যাব।' শমিত খুব সহজ গলায় জানাল।

॥ ২৮ ॥

তিনটে বাজতে না বাজতেই শুভ্রাদের বাড়ির সামনে গাড়ির ভিড় জমতে শুরু করল। এখন আসছেন মেয়েরা। অলোকেব বন্ধুদের শুধু স্ত্রীরাই নয়, তাঁদের বয়স্কা আত্মীয়ারা বাদ যাচ্ছেন না। হইচই, হাসিতে জমজমাট বাড়ি। এইসব মহিলারা অবশ্যই সবাই সুন্দরী নন কিন্তু আজ সুন্দর হবার চেষ্টা করেছেন। একজন তো বলেই বসলেন, 'কিছু মনে করবেন না ভাই, আপনাব পছন্দসই মানুষটি বড় একরোখা। এত করে বললাম, একটু রাত্রের দিকে বিয়ের ব্যবস্থা করো আমরা দারুণ শাড়িটাড়ি পডতে পারি, মেকআপ নিতে পারি, কিছুতেই শুনল না। বলল, গোধূলি লগ্নেই সই করব, তারপর নাকি পঞ্জিকাতে বিবাহ নিষিদ্ধ।'

মোটাসোটা একজন বললেন, 'যা বলেছ। এই দিনদুপুরে রাত্রের শাড়ি পরা যায় ? আমি বলেছিলাম, অন্ধকার নামলে বিয়েবাড়িতে যাব। তা এমন করে বলল যে এখন না এসে পারলাম না।'

শুভ্রা হাসল, 'তুমি না এলে কনেকে সাজাবে কে ?'

প্রথম মহিলাটি বললেন, 'তোমার এই শাড়ি দিনরাত দুটোকেই কভাব করবে। আমারটা দ্যাখো, কিরকম ক্যাটক্যাট কবছে।'

মোটা মহিলা বললেন, 'একটা হালকা কিছু পরলে পারতে।'

'তাহলে তো সাদা পরে আসতে হয় বিয়েবাড়িতে।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসির ঝড় উঠল। সেটা থামলে শুভ্রা বলল, 'তোমরা এমন কবে কথা বলছ যেন সঙ্গে কেউ শাড়ি আনোনি! গাড়িতে দেখব ?'

প্রথম মহিলা বলল, 'আহা, আনিনি কখন বললাম ? কিন্তু পরার ঝামেলা তো করতে হবে। এমন পেত্নীর মত বিয়েবাড়িতে যাব নাকি ?'

মোটাসোটা ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি কিন্তু আনিনি শুভ্রা।'

'তোমার কথা আলাদা নীহারদি।'

অন্যসময় কি মনে হত সেটা আলাদা কথা, এখন দীপাবলীর বেশ মজা লাগছিল। কয়েকজন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা শুধু শাড়ির রঙের সমস্যা নিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন, কেউ যদি এতে ভ্রু তোলেন তাহলে দীপাবলী এই মুহূর্তে তাদের দলে যাবে না। তার মনে হচ্ছিল এটাই স্বাভাবিক, উৎসবের আমেজ আনছে।

দীপাবলী কথা বলছিল কম, প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছিল মাঝে মাঝে। এঁরা সবাই জানেন সে আয়কর অফিসারের পোস্টে যোগ দিচ্ছে। নীহারদি বলেই ফেললেন, 'আমি তখন থেকে ভাবছি কি করে কাজ করবে এই মেয়ে!'

'কেন ?' প্রশ্ন না করে পারেনি দীপাবলী।

'দিল্লির রাঘববোয়ালরা মানবেই না। ইনকামট্যাক্স অফিসার মানে হয় খুব রাশভারি গম্ভীর নয় খিটখিটে।' নীহারদি হাসলেন।

শুভ্রা মাথা নেড়েছিল, 'না নীহারদি, আমার এক বান্ধবীর স্বামী ইনকামট্যাক্সে কাজ

করতেন। পাঁচজনের সামনে কিছুতেই সেই পরিচয় দিতে চাইতেন না। লোকে সন্দেহের চোখে তাকাত বলে।'

'সন্দেহের চোখে তাকাতো কেন?' দীপাবলী অবাক।

'ওই যে, একটা শেয়াল ডেকে উঠলেই জঙ্গলের বাকি শেয়ালরা যেমন গলা মেলায় তেমনি তোমাদের এই ডিপার্টমেন্টের এমন সুনাম যে একজনের জন্যে সবাইকে ঘুষখোর বলে ভাবে সাধারণ মানুষ।'

দীপাবলী গম্ভীর হয়ে গেল, 'উদাহারণটা ঠিক হল না। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই অনেকেই আছেন। ঘুষ নেওয়া দণ্ডযোগ্য অপরাধ এবং তার জন্যে চাকরি চলে যেতে পারে।'

নীহারদি বললেন, 'তাহলে কেউ ঘুষ নেয় না ইনকামট্যাক্সে?'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না, আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আচ্ছা, আপনারা যে এসব বলছেন, আপনাদের কি অভিজ্ঞতা হয়েছে?'

হঠাৎ প্রশ্নে এ ওর মুখ চাওয়াচায়ি করল। শেষপর্যন্ত নীহারদি বললেন, 'আমার হয়েছিল ভাই। কর্তা মারা যাওয়ার পর এস্টেট ডিউটি ক্লিয়ারেন্সের দরকার। ওঁর ব্যাঙ্কের টাকাপয়সা থেকে সব কিছু আমার নামে করতে হবে। হাতে বেশী টাকাও নেই। আমার ছেলেকে নিয়ে কয়েকদিন ঘোরাফেরা করলাম। একজন ল-ইয়ার সব কিছু তৈরী করে দিলেন। কাগজপত্র পেতে আমাকে আড়াই শো টাকা খরচ করতে হয়েছিল। তা না হলে কত দেরি হত বলা যাচ্ছিল না। ওটাই নাকি নিয়ম।'

'টাকাটা আপনি কাকে দিয়েছিলেন?' দীপাবলীর খারাপ লাগছিল।

'আমি নিজের হাতে ওদের কাউকে দিইনি। ল-ইয়ার দিয়েছিলেন।'

'উনি যে সত্যি দিয়েছিলেন তার প্রমাণ কি?'

'বাঃ, উনি তা করবেন কেন?'

'আমি জানি না। কিন্তু এক্ষেত্রেও তো আপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই।' শুভ্রা কথা না ঘোরালে এ আলোচনা কোথায় গিয়ে শেষ হত কেউ জানে না। যে কোন আড্ডায় যেমন হয়, শুভ্রা প্রসঙ্গ পাল্টাতেই আলোচনা অন্য খাতে বইল। কাল পরশু দিল্লিতে নতুন বাংলা নাটক হচ্ছে, তাই নিয়ে কথাবার্তা। মাঝে মাঝেই ফোন আসছিল। কর্তারা ফোন করছেন। একবার অলোকের বাবা শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ফোন করে শুভ্রার কাছে জেনে নিলেন দীপাবলী কেমন আছে। দীপাবলীর মন একটু খিঁচিয়ে গিয়েছিল অভিযোগ শোনার পর। কিন্তু সেটুকু কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল না। ওর বিস্ময় বাড়ছিল নীহারদিকে দেখে। পঞ্চাশ বছরের মহিলা, বিধবা, স্কুলে পড়ান, একা ছেলেকে নিয়ে দিল্লিতে থাকেন। লক্ষ্য না করলে বোঝা যাবে না যে উনি বিধবা। মুখ চোখের গড়ন ভাল, এখন মোটা হয়ে গিয়েছেন। বিধবা বলে কোন সংস্কার নেই। জলপাইগুড়িতে কোন বিধবাকে বিয়ের কনে সাজাতে ডাকা হত না, কলকাতাতেও সম্ভবত কেউ মনের এই আড় ভাঙতে পারেনি। অথচ দিল্লিতে এটা কোন সমস্যা নয়। নীহারদিরও কোন অস্বস্তি নেই। ভাল লাগছিল দীপাবলীর।

চারটে নাগাদ নীহারদি তাকে সাজাতে বসলেন। বসেই বললেন, 'এখন কিছুক্ষণ নিজেকে আমার হাতে নিঃশর্তে ছেড়ে দিতে হবে। কোনরকম প্রতিবাদ করা চলবে না। বিয়ের কনেকে বিয়ের কনে হিসেবেই দেখতে চায় সবাই।'

দীপাবলী হাসল, 'আমাকে তুমি বলুন।'

'সে তো বলতামই। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বলতাম।' গম্ভীর মুখে দীপাবলীর মুখ

লক্ষ্য করতে করতে বললেন নীহারদি। ঘরের অনেকেই এই সাজানো দেখছিল। কেউ কেউ উঠে গেছে তৈরী হতে। হঠাৎ নীহারদি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কখনও মেকআপ নাওনি, না?'

'না। আমার ভাল লাগে না।'

বুঝলাম। তবে সামান্য মেকআপ নিলে তোমাকে আরও সুন্দর দেখাবে। আর এই মেকআপ নেওয়া মানে কিন্তু একগাদা রঙ মাখা নয়।' নীহারদির হাত কাজ শুরু করল। দীপাবলী চোখ বন্ধ করল। যার প্রতি দিন কাটতো বেঁচে থাকার জন্যে যুদ্ধ করে তার এসবে মন দেবার সময় কোথায় ছিল? আর সুন্দর? কার জনো সে সুন্দর হবে? কাকে দেখাবে নিজেকে? নীহারদির হাতের সঙ্গে মুখ চলছিল সমানে। বোঝা গেল তিনি কসমেটিকোলজি নিয়ে কিছু পড়াশুনা করেছেন। বসে থাকতে থাকতে একসময় পায়ে ঝিঁঝি ধরল, ঘাড় শক্ত। ভদ্রমহিলা কেন চেয়ারে তাকে বসালেন না সে বুঝতে পারছিল না।

কাজ শেষ করে নীহারদি বললেন, 'শুভ্রা, কনে কোন শাড়ি পরবে নিয়ে এস?'

শুভ্রা গোটা আটেক শাড়ি নিয়ে এল। নীহারদি পছন্দ করলেন একটা, 'তুমি জানো কি তোমার চামড়ার সঙ্গে এই রঙটা দারুণ যাবে?'

'এ নিয়ে কখনও ভাবিনি।' দীপাবলী হাসল।

আয়নার সামনে দাঁড়ানো মাত্র অবাক হয়ে গেল সে। নিজেকে চিনতেই যেন অসুবিধে হচ্ছিল। নীহারদির হাতের ছোঁওয়ায় তার এমন রূপান্তর হবে কল্পনাও করতে পারেনি। নিজের দিকে তাকিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। নীহারদি পাশে দাঁড়িয়েছিলেন হেসে বললেন, 'কি ভাল লাগছে তো? সব সময় কি অন্যের জন্য সাজতে হয়? নিজের জন্যেও তো সুন্দর হয়ে থাকতে ভালো লাগে, লাগে না?'

শুভ্রা বলল, 'চান্স পেলে নীহারদি ছাড়বে না। দীপাবলী কত শিক্ষিত মেয়ে, বড় চাকরি করছে আর এই সামান্য কথাটুকু জানে না ভেবেছ!'

কিন্তু এখন এই মুহূর্তে দীপাবলীর মনে হল সে নিজের জন্যে সাজার কথা জানত না। নিজের মনের জন্যেও যে ভাল লাগা তৈরী কবতে হয় এটা কখনই মাথায় আসেনি। সে মুখে কিছু বলল না।

যত সময় যাচ্ছে, যত সাজগোজ পূর্ণতা পাচ্ছে তত শরীর আড়ষ্ট হচ্ছে, ভার বাড়ছে। সেই সঙ্গে এক ধরনের নার্ভাসনেস। আর অবধারিতভাবে তুলনা চলে আসছে। অনেক অনেক বছর আগে এক সন্ধ্যায় তাকে জবুথবু সাজ পরানো হয়েছিল। সেদিন শুধু তীব্র অনিচ্ছা আর ভয় ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি সক্রিয় ছিল না। দীপাবলী নিঃশ্বাস ফেলল।

ঠিক পাঁচটার সময়, মেয়েরা যখন বলাবলি করছে মুকুট পরানো উচিত ছিল কিনা সেই সময় এই ফ্ল্যাটের সদর বেল বাজল। কাজের লোক এসে শুভ্রাকে জানাল একজন দেখা করতে এসেছে। শুভ্রা উঠল। ঘরভর্তি মেয়েরা, সেন্টের গন্ধ, দামী শাড়ির খসখস আওয়াজ আর অনর্গল কথার মধ্যে চুপচাপ বসে ছিল দীপাবলী। বাইরের ঘর থেকে ফিরে শুভ্রা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'সেই ভদ্রলোক এসেছেন। শমিতবাবু। ওঘরে যাবেন না ওঁকে এখানে আসতে বলব?'

দীপাবলী সোজা হয়ে বসল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

যেন ইতিমধ্যে বিয়ের কনে মেয়েদের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল, তার উঠে যাওয়ায় সকলে কৌতূহলী। শুভ্রা তাঁদের বলল, 'ওঁর পক্ষের একজন এসেছেন দেখা করতে।'

কোন বিশদ ব্যাখ্যা নেই কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে মনে হল। এই সময় এ-পক্ষ

এবং ও-পক্ষ তো হবেই। দীপাবলী ধীরে ধীরে বাইরের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই শমিতকে দেখতে পেল। সেই শমিত, সেইরকমই। পাজামা পাঞ্জাবি এবং একটা হালকা জহরকোট। দেখামাত্র স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠল সে, 'আরে! কি ব্যাপার? এত সেজেছ কেন? ব্যাপারটা কি বল তো?'

দীপাবলী কথা খুঁজে পেল, 'কেন, খারাপ লাগছে?'

'মোটেই নয়। দারুণ। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। নাটক করার সময় তুমি যখন মেকআপ নিতে তখন এবকমই মনে হত।'

'নাটক কবাব সময়!' দীপাবলীর ঠোঁট থেকে অসাড়ে বেরিয়ে এল।

'বাঃ, মায়া অসুস্থ হলে তুমি কয়েকটা শো করে দিয়েছিলে না?'

'বসুন। আজ তো হাতে কাজ নেই।'

'না। তবে সন্ধের পরে সবাই বসে বসেই রিহার্স করব ঠিক করেছি।'

'নিজের লেখা নাটক?'

'না। চেখভ! আমি আমাদের মত করে নিয়েছি মাত্র। কিন্তু বাড়িতে তুমি এত সেজেগুজে আছ কেন? কেসটা কি?'

'আজ আমাব বিয়ে।' শব্দ তিনটি কাটা কাটা উচ্চারণ করল সে।

কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারল না শমিত। তার চোখ মার্বেলের মত স্থির। ওই কয়েক সেকেন্ডেই যেন অনেক কিছু খেলা করে গেল মুখের জমিতে। তারপব একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় বলল, 'ভাগ্যবানটি কে?'

'আমার এক বন্ধু। দিল্লিতেই থাকেন!'

'এ বাড়ি— ?'

'ওঁর সূত্রেই আমাব বন্ধুদের।'

শমিত ঠোঁট কামড়াল। আর তখনই দীপাবলীব মনে হল পুরুষদের মানসিকতা অনেকটা হিংসুটে শিশুর মত। তার নিজের যে জিনিস আছে তা অন্যের হাতে দেখলেই নেবার জন্যে হাত বাড়ায়। নিজে বিবাহিত হয়েও শমিত যেমন ওর বিয়ের খবরটা সহজভাবে নিতে পারছে না। অথচ ভান করছে, শিশুর সঙ্গে এটুকুই পার্থক্য।

হঠাৎ শমিত যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, 'খু-উ-ব ভাল খবর। সুদীপের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল একদিন। শুনেছিলাম তুমি নাকি আই এ এস ট্রেনিং নিতে মুসৌরি গিয়েছ। এইসব ব্যাপার জানতাম না। খুব ভাল লাগছে। তা নেমন্তন্ন খাচ্ছি নিশ্চয়ই?'

প্রশ্নটা কানে যেতেই দীপাবলীর মনের সমস্ত গুমোটভাব কেটে গেল এক মুহূর্তেই। সে হাসল, 'অবশ্যই। কিন্তু আমি একটা উপকার চেয়েছিলাম।'

'আমি উপকার করব? কি ভাবে?'

'আমরা সই করে বিয়ে করছি। আপনি আমার পক্ষের সাক্ষী হিসেবে সই করবেন?'

শমিত কাঁধ নাচাল, 'আরে এতে আমি তো সম্মানিত বোধ করছি। অনুষ্ঠানটা কখন? এই বাড়িতেই নাকি?'

'না। একটু বাদেই আমরা সেখানে যাব। আমি খুব খুশী হলাম শমিত। আসলে এঁরা সবাই আমার হিতৈষী, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল আমি যেন এখানে ভুঁইফোড়, আমার আগের চেনা কেউ নেই। আপনি রাজী হয়ে সেই অভাবটা মেটালেন।'

শমিত হাসল, 'জীবন বড় অদ্ভুত দীপা। নেখালি গ্রামে আমি যা করেছিলাম তা ইচ্ছে করেই করেছিলাম। আঘাত করাব নেশায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেও যে তুমি

আমাকে এত বড় একটা কাজের জন্যে ডাকতে পারো— !' নিঃশ্বাস ফেলল সে। তারপর বলল, 'আজ মায়া থাকলে সবচেয়ে বেশী খুশী হত।'

মায়ার নাম শমিতের মুখে শোনামাত্র চমকে উঠল দীপাবলী। কাজেকর্মে ডুবে আজকাল মায়ার কথা খুব কমই মনে আসে। শমিত কি এখনও মায়াকে মনে নিয়ে আছে ? হ্যাঁ, মায়া নিশ্চয়ই খুশী হত। কিন্তু ওর চেয়ে বেশী খুশী হতেন অমরনাথ। তালেগোলে যে বিয়ে তিনি দিয়েছিলেন তার জন্যে আমৃত্যু যন্ত্রণা পেয়ে গিয়েছেন। আজ তিনি থাকলে অবশ্যই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেন। হঠাৎই খেয়াল হল যাঁরা খুশী হতেন ভাবতে গিয়ে কেবলই মৃত মানুষদের কথা মনে পড়ছে। নইলে এই সঙ্গে সত্যসাধন মাস্টারের মুখ মনে পড়বে কেন ?

পেছন থেকে শুভ্রার গলা পাওয়া গেল, 'ওরা ফোন করেছিল। এসে গেল বলে।'

দীপাবলী সংবিতে এল, 'ইনি শমিত। কলকাতার যে নাটক কাল থেকে হবে তার পরিচালক অভিনেতা। আর উনি শুভ্রা। এঁদেরই বাড়ি।'

মিনিট তিনেকের মধ্যেই বাইরের ঘর জমজমাট। মেয়েরা অনেকেই চলে এসেছেন। এঁদের অনেকেই শমিতের অভিনয় দেখেছেন ছবিতে। আর শমিত, যে কোন চৌকস ছেলের মত মেয়েদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মারতে শুরু করল। দীপাবলী চলে এল ভেতরের ঘরে। তার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। শমিতকে সই করতে বলার পেছনে নিজের কোন মন কাজ করেছে সে তার হদিশ পাচ্ছিল না। সে কি সচেতনভাবে শমিতের মনের ওপর চাপ দিতে চেয়েছে ? এই সময় শমিতের খোলা গলার হাসি কানে এল বাইরের ঘর থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনের সব জড়তা দূর হয়ে গেল দীপাবলীর।

ঠিক সাড়ে পাঁচটার মধ্যে অলোকের বন্ধুরা, ওর দাদা এসে গেলেন। মেয়েরা কনেকে তৈরী করে উত্তেজনায় ভরপুর। অলোকের দাদা দীপাবলীর সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'ওখানে সবাই অপেক্ষা করছে। বাবা আমাকে পাঠালেন তাঁর ভাবী পুত্রবধূকে নিয়ে যেতে।'

দীপাবলীর চিবুক নামল বুকে। শুভ্রা বলল, 'দাদা, বড্ড নাটক হয়ে যাচ্ছে। ওই বেচারাকে কেন লজ্জায় ফেলছেন ? আপনি ভাসুর না ?'

অলোকের দাদার নাম অশোক। হাত নেড়ে বললেন, 'নো। ওসব ভাসুর টাসুর হওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমরা দাদা বোন, ঠিক তো ?'

দীপাবলী চোখ নামানো অবস্থায় মাথা নাড়ল।

কেউ একজন শাঁখ বাজাল। বাড়ির সামনে দাঁড়ানো গোটা দশেক গাড়ির মধ্যে যেটি ফুল দিয়ে সাজানো সেটিতে উঠল অশোক শুভ্রা নীহারদি দীপাবলীকে নিয়ে। নীহারদি অবশ্য অন্য গাড়িতে উঠতে চাইছিলেন, শুভ্রা ছাড়ল না। দীপাবলীরও ভাল লাগছিল ওঁর পাশে বসতে। মিছিল করে গাড়ি রওনা হল।

ইতিমধ্যে দীপাবলী জেনেছে বিয়ে এবং পার্টির জন্যে নিজেদের এলাকাতেই একটা বড় হল ভাড়া নিয়েছে অলোকরা। প্রথমে সেখানেই যেতে হবে তাদের। পথ অনেকটা কিন্তু সময় লাগল না বেশী। দূর থেকেই সানাই-এর সুর শোনা গেল। বিয়েবাড়ির সামনে গাড়ির ভিড় জমতে শুরু হয়েছে। অলোকের মা দরজা খুলে দীপাবলীকে নামালেন। চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে আদর করে জড়িয়ে ধরতেই শুভ্রা বলে উঠল, 'আহা মাসীমা, করছেন কি, সব সাজ নষ্ট হয়ে যাবে !' ওর বলার ধরনে হাসির তুবড়ি ফাটল। ভদ্রমহিলা লজ্জিত।

হলঘর সুন্দর সাজানো। দীপাবলীকে নিয়ে ঢোকামাত্র উপস্থিত অতিথিরা হাততালি দিতে লাগল। পরেশবাবু এগিয়ে এলেন, 'মা, ভাল আছো তো ?'

দীপাবলী মাথা নাড়ল। এই সময় অলোকের এক বন্ধু ছুটে এল ভিড় সরিয়ে, 'উঁহু, মেশোমশাই, এখন আপনারা সরে যান, এবার আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। অলোক, অলোক কোথায়? এই অলোক এগিয়ে আয়?'

দেখা গেল হলের এক কোনায় বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিল অলোক। চিৎকার শুনে বাধ্য হল এগিয়ে আসতে। বন্ধুটি বলল, 'লগ্ন পার হতে দেরি নেই। যাকে ভালবেসেছিস তার হাত ধরে নিয়ে চল।'

সঙ্গে সঙ্গে শুভ্রা প্রতিবাদ করল, 'ভালবেসেছিস মানে? ও একা ভালবেসেছে নাকি? দীপাবলীও ভালবেসেছে। ও শুধু কেন হাত ধরে নিয়ে যাবে, মেয়েও ওর হাত ধরে নিয়ে যাবে। একতরফা হবে না।'

বন্ধুটি গলা নামিয়ে বলল, 'সে তো আপনারা বিয়ের পরের দিন থেকে ধরবেন। তবে হাত নয়, নাক ধরে ঘোরাবেন।' আর এক দফা হাসি উঠতেই পরেশবাবু সরে গেলেন সামনে থেকে। দীপাবলী অলোকের দিকে তাকাতে পারছিল না।

ওদের নিয়ে আসা হল হলের প্রান্তে যেখানে একটি লম্বা টেবিল রঙিন কাপড়ে ঢাকা রয়েছে। কয়েকটা ফুলদানি থেকে ফুল উপচে পড়ছে। সই যিনি করাবেন তিনি হাসি হাসি মুখে বসে আছেন টেবিলের ওপারে। এপারে দুটো চেয়ারে ওদের বসানো হল। ভদ্রলোক কাগজপত্র খাতা খুললেন। ঘড়ি দেখলেন। তারপর বললেন, 'এবার কাজ আরম্ভ করা যাক। আপনি অলোক মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী দীপাবলী বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বেচ্ছায় বিবাহ করতে সম্মত আছেন?'

অলোক প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে একজন পেছন থেকে বলে উঠল, 'এ কি রকম প্রশ্ন, খেতে যে বসেছে তাকে জিজ্ঞাসা করছেন খাবেন কিনা?'

ভদ্রলোক মাথার ওপর হাত তুললেন, 'আঃ। আমাকে আমার কাজ করতে দিন। প্লিজ বিরক্ত করবেন না। হ্যাঁ, বলুন।'

অলোক মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আপনি শ্রীমতী দীপাবলী বন্দোপাধ্যায়, স্বেচ্ছায় শ্রীঅলোক মুখোপাধ্যায়কে বিবাহ করতে সম্মত আছেন?'

দীপাবলী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। কেউ একজন ফোড়ন কাটল, 'আরে বাবা, আই আর এস মেয়ে, ইন্টারভিউ করে কাত করতে পারবেন না।'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন এবার। তারপর দীপাবলীর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, 'বলুন?' দীপাবলী নিচুস্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

এবার সই করার পালা। নির্দিষ্ট জায়গায় সই করার সময় শঙ্খ বাজতে লাগল, মেয়েরা উলু দিতে লাগল। মুহূর্তেই পরিবেশটা এমন আনন্দময় হয়ে উঠল যে দীপাবলীর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত। আইনের কাজ শেষ হওয়ামাত্র শকুন্তলা এগিয়ে এল, 'ঠাকুরপো, মালাবদল দেখতে চাই।'

অলোক নার্ভাস গলায় বলল, 'বাকি রাখলে কি?'

সঙ্গে সঙ্গে রব উঠল, মালা বদল হবে, মালা বদল হোক। কেউ একজন সুর করে গেয়ে উঠল, 'মালা বদল নাকি হৃদয় বদল, বদলে মন কেন যায় গো?'

অতএব নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবরা গোল করে ঘিরে ধরল ওদের। শকুন্তলা মালা এগিয়ে দিল, শাঁখ বাজল। ওরা মালা বদল করল। এবং সেটা শেষ হতেই শুভ্রা ধরে নিয়ে এল পরেশবাবু এবং তাঁর স্ত্রীকে ভিড় সরিয়ে, 'মাসীমা, আশীর্বাদ করুন, বলুন রোজ রাত্রে যেন

একবার ঝগড়া করে !'

সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল। শুভ্রার স্বামী চাপা গলায় ধমকে উঠল, 'এই হচ্ছেটা কি ? এই সময় একথা বলতে আছে ?'

শুভ্রা ভালমানুষের মত বলল, 'বাঃ, আমি তো তাই শিখেছি। রোজ রাত্রে আমরা একবার ঝগড়া করি না ? তুমি তো বল ঝগড়া করে মনের কথা বলে ফেললে ভেতরে রাগ আর পোষা থাকে না। সম্পর্ক টিঁকে থাকে।'

কথা শেষ হওয়া মাত্র হাসির তুবড়ি ফাটল আর একবার।

প্রথমে অলোক পরে দীপাবলী প্রণাম করল। অলোকের মা বউমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'এবার তোমার সাজ নষ্ট হলেও শুনছি না।' তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'সুখী হও মা। জীবনে সব কিছু মনের মত মেলে না, মানিয়ে নিতে হয়। মেনে নিলে দেখবে একসময় ঠিক সুখ ফিরে আসবেই।'

পরেশবাবু বললেন, 'এ একেবারে জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া কথা !'

মাসীমা ধমকে উঠলেন, 'চুপ করো তো !'

এই সময় রেজিস্ট্রার ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'এখনও কিন্তু বিয়ে কমপ্লিট হয়নি। সাক্ষীদের সই করতে হবে। কারা করবেন ?'

অশোক এগিয়ে এল, 'আমি পাত্রের দাদা, আমি করতে পারি ?'

'আপত্তি নেই। আর একজন ?'

এবার শমিতের গলা পাওয়া গেল। সে যে এতক্ষণ এখানে দর্শক ছিল তা টের পাওয়া যায়নি। তার বিশাল শরীর নিয়ে যখন এগিয়ে এল তখন সবাই তাকে দেখতে লাগল। সামনে এসে শমিত হাসল, 'কোথায় সই করতে হবে ?'

'আপনি ?' রেজিস্ট্রার প্রশ্ন করলেন।

'আমি পাত্রীর আত্মীয়।' অম্লানবদনে বলল শমিত।

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র অলোক চমকে তাকাল। শমিতকে তার চেনার কথা নয়। সে দীপাবলীকে দেখল। দীপাবলীও বেশ অবাক, আত্মীয় শব্দটি শমিত উচ্চারণ করবে তা কল্পনাই করেনি। আর এতক্ষণ, গাড়ি থেকে নামার পরের সময়টা এমন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল যে তার শমিতের কথা খেয়ালেই ছিল না।

অশোক এবং শমিত নিজের পুরো ঠিকানা দিয়ে সই করল। এই সময় আর এক দফা শাঁখ বাজল। দীপাবলী বুঝতে পারছিল অলোকের মনে শমিত সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জমে গেছে এর মধ্যেই। পাশে দাঁড়ানো শুভ্রাকে সে ফিসফিস করে কিছু বলতেই শুভ্রা ডাকল, 'এই যে পরিচালক মশাই, কন্যাদান করলেন যার হাতে তার সঙ্গে আলাপ করবেন না ? এদিকে আসুন !'

শমিত এগিয়ে এল, 'ভাগ্যবানদের সঙ্গে সবাই পরিচিত হতে চায়। আমি এতক্ষণ সুযোগ পাচ্ছিলাম না।'

শুভ্রা বলল, 'ইনি শমিত, বিখ্যাত অভিনেতা পরিচালক, বাংলা ফিল্মে অভিনয় করেন, কাল দিল্লিতে নাটক করবেন বলে কলকাতা থেকে এসেছেন। দীপাবলীর খুব ভাল বন্ধু ইনি। আর এ হল অলোক !'

শমিত হাসল, 'অভিনন্দন। আমাকে এমন ভাবে খবরটা দেওয়া হয়েছে যে শুধু অভিনন্দন জানানো ছাড়া আর কিছু দেবার মত তৈরী আমি নই।'

এই সময় মেয়েরা এসে ধরে নিয়ে গেল দীপাবলীকে। তাকে একটি সাজানো কেদারায়

বসানো হল। মাথায় ঘোমটা, গলায় মালা, অলোকের মনে হল দীপাবলীকে রাজেন্দ্রাণীর মত দেখাচ্ছে। নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবাব পালা শুরু হল। ও ব্যাপারটায় উদ্যোগী হয়েছে অনেকেই।

বন্ধুদের সঙ্গে জমে গিয়েছিল অলোক। মাঝে মাঝে তার কর্মক্ষেত্রের কেউ এসে পড়লে তাকে নিযে যেতে হচ্ছে দীপাবলীর কাছে। ও-পাশে বুফে ডিনার শুরু হয়ে গেছে। কিছু বয়স্ক মানুষ আলোচনা করছেন দিশি ও বিদেশী মেজাজ নিয়ে এমন বিয়েই এখন বাংলাদেশে হওয়া উচিত। কেউ কেউ অবশ্য মন্তব্য করছেন মন্ত্র না পড়লে বিয়েটাকে ঠিক বিয়ে বলে মনে হয় না। এই নিযে তর্ক উঠছে।

অলোক মূল দরজায দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন কবছিল। হঠাৎ ভাইঝি এসে বলল, 'কাকিমা ডাকছে, একবার এসো কাকু।'

'কাকিমা ?' প্রশ্নটা বেব হওযামাত্র লজ্জিত হল অলোক। তার বন্ধুরা হেসে উঠল। অতএব অলোককে দীপাবলীর কাছে পৌঁছতে হল। দীপাবলীর পাশের টেবিল উপঢৌকনে উপচে পড়ছে। শকুন্তলা এবং শুভ্রা সেখানে বসে। শুভ্রা বলল, 'তুমি তো সবাইকে দেখছ, আসল লোক খেয়েছ কিনা খবর রেখেছ ?'

'আসল লোক ?'

'শমিতবাবু। তোমাদের বিয়ের সাক্ষী।'

'ও, হ্যাঁ, উনি কোথায গেলেন ?' অলোক চাবপাশে তাকাল।

এবার দীপাবলী নিচু গলায বলল, 'তুমি একটু দ্যাখো!'

অলোক মাথা নাড়ল। তারপর তন্নতন্ন কবে বিয়েবাড়ি খুঁজে দেখল। কিন্তু কোথাও শমিত নেই। তার খুব খাবাপ লাগছিল। এই লোকটা কোত্থেকে এসে উদয় হয়ে দীপাবলীর আত্মীয় বলে সাক্ষী হিসেবে সই করল, অথচ সে ভদ্রলোকের কথা জানতই না। বরং কোন আত্মীয় নেই বলেই দীপাবলী তাকে জানিয়েছিল। আর এল যখন তখন এভাবে না বলে চলে গেলই বা কেন ? এসব ভাবনার সঙ্গে তার মনে হচ্ছিল লোকটাকে খুঁজে বের না করলে দীপাবলীব কাছে অস্বস্তিতে পডবে।

এই সময় শুভ্রাকে একা দেখতে পেয়ে সে বলল, 'শমিতবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না। উনি কোথায় উঠেছেন তা জানো ?'

শুভ্রা মাথা নাড়ল। তারপর ঠিকানাটা বলল। অলোক সোজা অশোককে ডেকে বলল, 'দাদা, দীপার ওই আত্মীয় ভদ্রলোক বোধ হয না খেয়ে চলে গিয়েছেন। ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। তুমি গাড়িটা নিয়ে গিয়ে একটু দেখবে।'

অশোক ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাজার হোক মেয়েপক্ষের একমাত্র প্রতিনিধি ভদ্রলোক। কিন্তু অশোককে যেতে হল না। দুটো গাড়ি এসে থামল গেটের সামনে। অলোকের বন্ধুদের গাড়ি। তাদের একজন গাড়ি থেকে নেমে বলল, 'ভাই তোর বিয়ে, এককদম নির্জলা থাকতে ইচ্ছে করল না, তাই ক'জন একটু মেরে এলাম।'

অলোক দেখল পেছনের গাড়ি থেকে শমিত নামছে। সে বিবক্ত গলায় বলল, 'ওই ভদ্রলোককে ধরে নিয়ে গিয়েছিস কেন ?'

'আরে, উনি শিল্পী মানুষ, আলাপ হল, জমে গিয়ে নিয়ে গেলাম। কেউ কিন্তু আউট হইনি। তোর ভয় নেই।' বন্ধু হাসল।

অলোক শমিতের কাছে এগিয়ে গেল, 'আপনি না জানিয়ে চলে যাওয়াতে দীপাবলী খুব চিন্তা করছে। আসুন।'

'ও, তাই নাকি, চলুন, কোথায় ও ?'

পাশাপাশি হাঁটার সময় মদের গন্ধ নাকে এল। যদিও শমিত বেতাল নয়। একেবারে দীপাবলীর সামনে পৌঁছে শমিত বলল, 'এসে গেছি। অলোকবাবুর বন্ধুদের ধরে একটা দোকান খুলিয়ে এই বইটি উদ্ধার করেছি। এটাই আমার তরফে তোমার জন্যে—।'

দীপাবলী হাত বাড়িয়ে বইটি নিল। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত বাংলা কবিতা। অলোক খুশী হল, 'আচ্ছা, আপনি এবার খেতে চলুন।'

'আমি জাস্ট দুটো মিষ্টি খাবো। কারণ গ্রুপের ছেলেদের এসব জানাবার সুযোগ পাইনি। ওরা না খেয়ে আমার জন্যে বসে থাকবে। খাওয়ার জন্যে জোর না করে যদি আপনি আমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন খুশী হব।'

সব কিছু চুকে গেলে, অতিথিরা বিদায় নেবার পরে প্রায় মধ্যরাত্রে ওরা ফিরে এল। অলোকের নিজের ঘরটা সাজানো হয়েছিল আগেই। আপাতত কিছুদিন এখানে থাকবে দুজনে। নতুন ফ্ল্যাট ঠিকঠাক করে উঠে যাবে। শকুন্তলা ওদের নিয়ে এল ঘরে। বিছানা ফুলে ফুলে ফুলময়।

শকুন্তলা বলল, 'এবার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। মা বলে দিয়েছেন আর রাত না বাড়াতে।' তারপর দীপাবলীর হাত ধরে ছেড়ে দিল. 'মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দি নাইট। আজ তোমাদের ফুলশয্যা। এরপর আমার থাকা ঠিক নয়।' হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল শকুন্তলা।

দীপাবলী চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। অলোক দরজা বন্ধ করল। তারপর হাসিমুখে বলল, 'জামা কাপড় চেঞ্জ করে নাও। খুব পরিশ্রম গিয়েছে সারাদিন।'

দীপাবলী কিছু বলতে চেয়েও পারল না। অলোক এক পলক তাকাল। তারপর বলল, 'আজ থেকে আমরা স্বামী এবং স্ত্রী। তুমি খুশী ?'

'হুঁ।' দীপাবলী মাথা নাড়ল।

'কিন্তু আজ রাত্রে আমি তোমাকে বিরক্ত করব না, শুধু আজকের রাতটা।' দীপাবলীর বুকের ভেতরটা টলটলে হয়ে উঠল। কোনরকমে নিজেকে সামলালো সে। আর এই মুহূর্তে মনে হল অলোক অনেক উঁচু দরের মানুষ। বারো বছরের সেই ফুলশয্যার রাতটার স্মৃতি মুছে দিতে যে চায় তার কাছে কৃতজ্ঞ তো হতেই হয়।

॥ ২৯ ॥

কাছে যাওয়া বড্ড বেশী হবে।/এই এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা ভালো ;/তোমার ঘরে থমকে আছে দুপুর/বারান্দাতে বিকেল পড়ে এলো। লাইনগুলো কানে আসতেই মুখ ফেরাল দীপাবলী। দরজার ওপাশে অলোক। এখন মধ্যদিন অথবা দিন গড়াবার সময়। যেহেতু সকাল থেকে আকাশ মেঘে ছিল ছাওয়া, সময়টাকে ধরতে গেলে ঘড়ির দর্শন চাই। দীপাবলীর আজ মন এবং শরীরে কয়েক জন্মের আলস্যি, সেই ইচ্ছেও নেই।

নতুন ফ্ল্যাটে এসেছে দিন তিনেক। চারতলায় দখিন খোলা আড়াই ঘরের ফ্ল্যাটটি সুন্দর। আজ ছুটির দিন। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকেছিল অনেকক্ষণ। একটু শরীর এলিয়ে নিতে বিছানায় এসেছিল দীপাবলী। অলোকের আবৃত্তিতে পাশ ফিরে শুয়ে আঙুলে কপট ভঙ্গী আনল, 'তাহলে ওখানেই থাকো। কাছে আসতে হবে না।'

অলোক হাসিমুখে এগিয়ে এল। দুটো হাতে দীপাবলীর কাঁধ ধরে ঝুঁকে পড়তেই

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে দীপাবলী বলল, 'বাঃ মুখে যা বলছ কাজে তার ঠিক উল্টোটা করা হচ্ছে। এ তো কবিকে অপমান করা!'

মাথা নাড়ল অলোক, 'শুনি আপন বুকের দুরুদুরু/ সেখানে এক মত্ত আগন্তুক/রক্তকণায় তুলেছে তোলপাড়/ সেইখানেতেই সুখ, আমার সুখ।'

দু'হাতে দীপাবলীকে নিজের বুকের হাড়ে তুলে নিল অলোক। গলার শিরায় ঠোঁট রেখে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আলিঙ্গনের প্রকাণ্ড এক বনে/ঠোঁটে তোমার দীপ্ত কমণ্ডলু/উপচে পড়ে বিদ্যুতে চুম্বনে।'

'মোটেই না। উঃ দম বন্ধ হয়ে আসছে। প্লিজ।'

ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অলোক বলল, 'তুমি বেরসিক।'

'তোমার হাতের চাপে নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না, এমন করে কেউ কাউকে ধরে নাকি!' দীপাবলী গলায় হাত বোলাতে লাগল।

'সরি। কিন্তু আর কে কাকে ধরেছে কিভাবে তুমি জানো নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলল, 'এই মারব কিন্তু, ভাল হবে না বলছি।'

ভয়ে সরে যাওয়ার ভান করল অলোক, সরল না, 'এবার আমি কাছে আসি?'

'না!'

'ইনজাংশন।'

'হ্যাঁ। তুমি একটা রাক্ষস। কাল রাত্রে আমাকে ঘুমোতে দাওনি। এসো, কিন্তু চুপচাপ শুয়ে থাকবে পাশে। আমাকে বিরক্ত করবে না।' দীপাবলী জায়গা করে দিতে অলোক সেখানে শুয়ে পড়ল। শুয়ে বলল, 'খাটে চিত হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ যে গুনব তারও উপায় নেই। মডার্ন ফ্ল্যাটে কেন যে ওসব থাকে না! তোমাকে ছোঁব?'

দীপাবলী ওর হাত টেনে নিয়ে পেটের ওপর রাখল, 'এখান থেকে একদম নড়াবে না। তোমার মতলব ভাল নয়।'

'তুমি বড্ড কনজারভেটিভ। শাসন অনুশাসনে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা।'

দীপাবলী হাসল, কিছু বলল না। তার খুব ভাল লাগছিল। এত সুখ জমা ছিল তার জন্যে সে কখনও কল্পনাও করেনি। এখন, এই বিয়ের পর থেকে ফুলে ফেঁপে ওঠা সুখের ঢেউ তাকে মাথায় নিয়ে ক্রমাগত নেচে যাচ্ছে। সে বলল, 'তুমি খুব ভাল আবৃত্তি কর?

'আর কি ভাল করি?'

'আবার ইয়ার্কি? স্ল্যাং আমার একদম ভাল লাগে না।'

'বুঝলাম। কপালে অনেক দুঃখ আছে।'

'মানে?'

'আরে, বউ-এর সঙ্গে খোলামেলা কথা বলব না তো কি বলব বাইরের লোকের সঙ্গে? সবসময় মাস্টারমশাই সেজে থাকা যায়!'

দীপাবলী হাসল, 'ও, স্ল্যাং না বলা মানে মাস্টারমশাই সেজে থাকা! বিয়ের আগে তো তোমার মুখে এসব শুনিনি।'

'প্রথমত কথা আমি এখনও কিছুই বলিনি। দ্বিতীয়ত, বিয়ের আগে মুখ আলগা করার লাইসেন্সই ছিল না। তুমি কেটে পড়তে।' অলোক নিশ্বাস ফেলল, 'ঠিক আছে, মুখে না বলতে দিলে, কাজে করতে দিলেই যথেষ্ট।'

সঙ্গে সঙ্গে বালিশ ছুঁড়ে মারল দীপাবলী, 'অসভ্য!'

সরে গেল অলোক। তারপর বিছানা থেকে নেমে বলল, 'উঠে পড়, গেট রেডি।'

'ওমা, কোথায় ?' দীপাবলী অবাক।

'যতদূর পারা যায় ততদূর চলে যাই। এমন মেঘের দুপুরে বাড়িতে বসে থাকার কোন মানে হয় না। কুইক, কুইক।'

এমন ঝটপট সিদ্ধান্ত নেওয়া দীপাবলীর অভ্যেস নেই। কিন্তু তার ভাল লাগল। তৈরী হতে বেশী সময় নিল না সে। ফ্ল্যাটে তালা চাবি দিয়ে ও নিচে নেমে দেখল অলোক ইতিমধ্যে গাড়ি বের করে ফেলেছে। পাশে বসামাত্র অলোক জিজ্ঞাসা করল, 'কোন দিকে যাবে ? চটপট বলে ফেল।'

দীপাবলী বলল, 'তুমি বের করেছ যখন সিদ্ধান্ত তুমিই নেবে।'

অলোক মাথা নাড়ল, 'সবসময় এমন নির্জীব থেকো না তো!'

'নির্জীব ?'

'তুমিও তো একটা কিছু করতে পারতে।'

'ও, এটাকে তুমি নির্জীব থাকা বল ? বেশ, সোজা চল।'

'গুড!' অলোক গাড়ি চালু করল। দিল্লির রাজপথ এমনিতেই ফাঁকা তার ওপর আজ ছুটির দিন বলে গাড়ি আরও কম। কিছুক্ষণ চলার পরেই কলকাতার কথা মনে পড়ল। আহা, কলকাতার পথঘাট যদি এমন হত! পূর্ববঙ্গ থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের অনেককেই যদি জেলায় জেলায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেত তাহলে কি কলকাতায় কম মানুষ বাস করতেন ? বিধানচন্দ্র রায় যদি ঠিক করতেন কলকাতার জনসংখ্যা বাড়তে দেবেন না, বাইরে থেকে কেউ সাময়িকভাবে কলকাতায় যদি থাকতে আসে তাকে এন্ট্রি ট্যাক্স দিতে হবে, নতুন বাড়িভাড়া দিতে গেলে বাড়িওয়ালাকে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে তাহলে কি উপচে পড়া স্রোতের মুখে বাঁধ পড়তো ? এটা প্রফুল্ল সেনও করতে পারতেন ? সোভেরিন ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিকেব নাগরিকদের যার যেমন ইচ্ছে যে-কোন প্রদেশে থাকতে পারে। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার ইচ্ছে করলে এন্ট্রি ট্যাক্স নিতে পারেন, নতুন রেশন কার্ড ইস্যু বন্ধ করে দিতে পারেন। আর তা হলেই পরোক্ষ চাপ পড়ত বহিরাগতের ওপর। কলকাতাকে টাকা রোজগারের জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা লক্ষ লক্ষ অবাঙালিরা তিনবার চিন্তা করত হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাবার আগে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি একটা শহরকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে ছিল। দিল্লিতে এসে এসব বারংবার মনে হয়।

এই হল যন্তর মন্তর, এই হল কনটপ্লেস, ওটা হুমায়ুনের টুম্ব, কুতুবটাকে দেখে নাও, আরও এগিয়ে চল ওপাশে, রেড ফোর্ট আসছে, না গাড়ি থেকে নামা নেই, পুরোন দিল্লিটা কেমন হিজিবিজি, একটা মোগলাই মোগলাই গন্ধ পাবে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম গাড়িটা কেবলই পাক খাচ্ছিল।

'আমরা কোথায় থামব ?'

'যখনই খিদে পাবে।'

'পেয়েছে। চা খাব।'

রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড করাল অলোক। জানলা দিয়ে মুখ বের করে হাঁকল, 'দো স্পেশ্যাল।'

'স্পেশ্যাল বললে কেন ? স্পেশ্যাল মানে তো বেশী দুধ ঢালা।'

'তাই তো চাই। তোমার এখন একটু দুধ খাওয়া দরকার।'

'মানে ?'

'দুধ শরীরকে কমনীয় করে।' হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে অলোক অন্য গলায় বলল 'আচ্ছা, তুমি

কখনও ভেবে দেখেছ বাংলা ভাষায় কয়েকটা কি দারুণ শব্দ আছে!'

হকচকিয়ে গেল দীপাবলী, 'দারুণ শব্দ?'

'হুঁ। পৃথিবীর অন্য ভাষা জানি না, ইংরেজিতে তো নেই। এই যেমন কমনীয়, রম্য, অভিমান। এক লাভ শব্দটার কতগুলো শাখা, প্রেম, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, কিছুটা ভক্তিও। মানুষের জীবনের এক একটা তাকের জন্যে এক এক রকমের ভালবাসা এবং সেটাকে বোঝাতে শব্দের অভাব নেই।' খুব আপ্লুত গলায় বলছিল অলোক।

হাসল দীপাবলী, 'তোমাকে হঠাৎ এমন ভাবনায় পেল কেন যা ভেবে ভেবে ক্লিশে হয়ে গিয়েছে। বাঙালি এই নিয়ে এর আগে অনেকবার গর্ব করেছে। রেগে যেও না, আমি সত্যি কথাটাই বললাম।'

'না, ঠিক আছে। তবে কি জানো, দিল্লিতে বাংলা চর্চা করার সুযোগ তো বেশী হয় না, তাই ভাবনাটা মাথায় আসা মাত্র বলে ফেললাম।'

'খুব ভাল করেছ।' দীপাবলী উজ্জ্বল হাসল। তার মনে হচ্ছিল অলোকের উৎসাহে খোঁচা না দিলেই ভাল হত। আমরা যতটুকু জানি তা যে পাঁচজনের কাছে ইতিমধ্যে পুরোন হয়ে গেছে সেটুকুই জানতে চাই না। আবার এমনও তো হতে পারে, শিক্ষিত শহুরে ভদ্রজন, যিনি দিনে দশবার টেলিফোন করেন, বলতে পারবেন কিভাবে অন্যপ্রান্তের সঙ্গে কথা লেনদেন করছেন! কোন প্রক্রিয়ায় রেডিওতে গান বাজছে তা জানতে চাইলে অনেকেই আমতা আমতা করবেন। এটাই সত্যি। অথচ এই জ্ঞানটুকু স্কুলেই পেয়ে যাওয়া উচিত। যে পায়নি তাকে ব্যঙ্গ করে কোথাও পৌঁছানো যায় না।

সন্ধে হয়ে আসছিল। এই অবিরাম ঘোরায় মন্দ লাগছিল না দীপাবলীর। প্রিয়জন কাছে বসে আছে অথচ কথা হচ্ছে না একটাও, এরও আলাদা মাধুর্য আছে। শেষপর্যন্ত গাড়ি থামল একটা পেট্রল পাম্পে ঢুকে। তেল তলানিতে এসে গেছে। ইঞ্জিন বন্ধ করেই অলোক বলল, 'পঙ্কজদা— !'

দীপাবলী দেখল তাদের আগে যে গাড়ি তেল নিচ্ছে তার মালিক কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। ওদের ঢুকতে দেখে ফিরে তাকিয়েছেন। অলোক দরজা খুলে নিচে নেমে হাসল, 'কেমন আছেন পঙ্কজদা?'

'মাইগড্। অলোক যে।' ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'তোমাকে কদিন থেকে খুব ভাবছিলাম। বিয়ে করেছ শুনলাম?'

'হ্যাঁ, হয়ে গেল। আপনাকে, মানে অনেককেই জানাতে পারিনি সময়াভাবে।'

'নেভার মাইন্ড। আমি এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

অলোক ঘুরে ইঙ্গিত করতে দীপাবলী নেমে এল। অলোক আলাপ করিয়ে দিতে ভদ্রলোক নমস্কার করে অভিনন্দন জানালেন। তারপর বললো, 'শুনলাম আপনি রেভিন্যু সার্ভিসে আছেন। নতুন জয়েন করেছেন?'

'হ্যাঁ। মাত্র কয়েকটা দিন।'

'ওএসডি?'

'হ্যাঁ।' দীপাবলী হাসল।

'প্রথমে তাই ভাল। ফাইলপত্তর, ডিপার্টমেন্টের হালচাল জেনে নেওয়া যায়। এতদিন যা পড়েছেন তার সঙ্গে বাস্তবের ফারাকটা কত তা বুঝলে আর ঠোকর খাবেন না।'

অলোক বলল, 'ও হো, পঙ্কজদার একটা পরিচয় দিই। উনিও আগে রেভিন্যু সার্ভিসে ছিলেন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন ব্যবসা করছেন।'

'ও মা, চাকরি ছেড়ে দিলেন কেন ?'

'অনেক বড় গল্পো। ওই যে, ওই গাড়িতে যে মহিলা বসে আছেন তিনিও আমাকে মাঝে মাঝে নির্বোধ বলেন। আসলে আমার ওইরকম বোকামি করতে ইচ্ছে করল।' ঘুরে দাঁড়িয়ে পঙ্কজ গলা তুলে ডাকলেন, 'নন্দা ! প্লিজ কাম হিয়ার।'

দীপাবলী দেখল গাড়ির দরজা খুলছে। আর সেই সময় পেট্রল পাম্পের লোকটি জানাল প্রথম গাড়িটাকে এগিয়ে নিতে হবে এবং দ্বিতীয় গাড়ি সেই জায়গা নেবে। অগত্যা পুরুষ দুজন যে যাঁর গাড়িতে উঠে গেলেন। দীপাবলী মুখোমুখি হল এক মধ্যবয়সী মহিলার। মহিলা সুন্দরী না হলেও শ্রীময়ী। একেবারে সাদামাটা পোশাক। এমন কি মেক আপ বলতে পাউডারও ব্যবহার করেননি। হেসে বললেন, 'আমি গাড়িতে বসেই কিন্তু সংলাপ শুনেছি।'

দীপাবলী হাসল, হাসতে হয় বলেই হাসা।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি নন্দা মিত্র। স্কুলে পড়াই। দীপাবলী ঠিক বুঝতে পারছিল না। পঙ্কজবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় অলোক ওঁর উপাধি বলেছিল সোম। অবশ্য এঁরা যে স্বামী-স্ত্রী তা এখনও কেউ বলেনি। দীপাবলী নিজের নাম বলল। এরপর কথাবার্তা দিল্লি শহর নিয়ে খানিকক্ষণ হল। ইতিমধ্যে গাড়ি সরিয়ে রেখে ছেলেরা ফিরে এসেছে। পঙ্কজ বললেন, 'নন্দা, আমি অলোককে বলছি আমাদের ওখানে গিয়ে চা খাবার জন্যে। তুমিও বল।'

নন্দা দীপাবলীকে বললেন, খুব ভাল। চলুন না প্লিজ।'

দীপাবলী অলোকের দিকে তাকাল। অলোক বলল, 'আসলে আজ আমরা শহরটাকে ঘুরে দেখব ননস্টপ এমন প্ল্যান ছিল।'

পঙ্কজ হাসলেন, 'তা একবার যখন থামতে হয়েছে তখন প্ল্যান পাল্টাতে দোষ নেই। ম্যাডাম, আপনি আপত্তি করবেন না। প্রকৃতি না বললে পুরুষের হ্যাঁ বলার ক্ষমতা থাকে না। বিয়েতে নিমন্ত্রিত না হবার দুঃখ ভুলে যাব যদি আমাদের আস্তানায় কিছুক্ষণ আড্ডা মারার সুযোগ পাই।'

এভাবে কেউ অনুরোধ করলে রাজী হতেই হয়। আর সত্যি কথা বলতে গেলে ওদের তো সেই মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার কথাও ছিল না। অতএব পঙ্কজদের গাড়ির অনুসরণ করল অলোক।

পাশে বসে দীপাবলী বলল, 'এত লোককে নেমন্তন্ন করেছিলে এঁদের করোনি কেন ? ভদ্রলোক তো বেশ হাসিখুশী।'

'হ্যাঁ। পঙ্কজদা খুব জমাটি মানুষ।'

'তা হলে ?'

'কি তা হলে ? নেমন্তন্ন করিনি কেন ? বিশ্বাস কর খেয়াল ছিল না। তাছাড়া ওঁকে একা নেমন্তন্ন করলে উনি আসতেন না। আবার নন্দাদি কারো নেমন্তন্ন গ্রহণ করেন না। অন্তত সামাজিক অনুষ্ঠানে কেউ ওঁকে যেতে দ্যাখেনি।'

'পঙ্কজবাবুর সঙ্গে নন্দা মিত্রর সম্পর্ক কি ?'

'ইহকাল পরকালের সঙ্গী।'

'স্বামী-স্ত্রী হলে দুজনের উপাধি আলাদা হবে কেন ?'

'কারণ ওঁরা স্বামী-স্ত্রী নন। একসঙ্গে থাকেন।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ। আর এই কারণে দিল্লির বাঙালি সমাজের অধিকাংশ ওঁদের এড়িয়ে চলে। সামনাসামনি দেখা হলে যতটুকু ভদ্রতা রাখা সম্ভব রাখে সবাই।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দীপাবলী, 'তুমিও তাই করো?'

'তাই মনে হচ্ছে?' অলোক হাসল, 'এই যে ওঁদের বাড়িতে যাচ্ছি, সেটা যেতাম?'

'কিন্তু বিয়েতে নেমন্তন্ন না করাটা?'

'দ্যাখো. যেখানে আমি একা থাকতাম সেখানে যা কিছু ভালমন্দ তা আমার হত। কিন্তু পাঁচজনকে নিয়ে যখন জমায়েত তখন একজনের জন্যে সবার মনে বিরূপ কিছু ঘটুক তা আমি চাইব না। এক্ষেত্রে ভালমন্দ ন্যায় অন্যায়;বিচার করব না।বরং এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলব।'

'ওঁরা আমাদের বিয়েতে গেলে সেরকম ঘটনা ঘটত?'

'হু নোস?'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'আমি কিছু বুঝতে পারি না।'

হনুমান রোডে কিছু বাঙালি অনেককাল আগে থেকেই বাস করেন। সেই সময় ভাড়া কম ছিল এবং সেটা এখনও বজায় থাকায় বাড়ির চেহারাও পাল্টায়নি। আশেপাশের দিল্লির ঝকমকে বাড়িগুলোর চেহাবা তাই বড্ড বেশী নজরে পড়ে। পঙ্কজদের বাড়ির বাইরেটা পুরোন ধাঁচের কিন্তু ভেতরে ঢুকে বোঝা গেল আধুনিকতার কোন অভাব সেখানে নেই। বসার ঘরেও নরম কার্পেট বিছানো যেখানে পা রাখলে শরীরে আরাম ছড়ায়। পঙ্কজ বললেন, 'আমার কাকা নাইনটিন থার্টিতে মাত্র আশি টাকায় এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। ওঁদের ছেলেমেয়ে ছিল না। কলকাতা থেকে আমি এসে জুটেছিলাম একসময়। তা ওঁরা চলে গেলেন আমি থেকে গেলাম। কাকা থাকতেই বাড়ি ভাড়া বেড়ে হয়েছিল তিন শো। মুশকিল হল এখন ভাড়া নেবার লোকও নেই।'

অলোক অবাক, 'সেকি? ওঁরা নেই?'

'না। ওঁদেরও কোন বংশধর বেঁচে নেই। আমি প্রতিমাসে রেন্ট কন্ট্রোলে জমা দিচ্ছি।'

অলোক হাসল, 'কপাল করে এসেছিলেন আপনি!'

'কপাল?' নিশ্বাস ফেললেন পঙ্কজ, 'তা বলতে পারো।'

নন্দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাবেন বলুন? চা না কফি?

দীপাবলী বলল, 'শুধু চা।'

পঙ্কজ হাসলেন, 'সন্ধে হয়ে এল। চটপট চা দাও।'

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'সন্ধের সঙ্গে চায়ের কি সম্পর্ক?'

পঙ্কজ বললেন, 'সন্ধের পরে আমরা আর চা খাই না।'

নন্দা ওদের বসতে বলে ভেতরে চলে গেলেন। দীপাবলীর খারাপ লাগছিল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তখন পেট্রল পাম্পে আপনি একটা গল্পের কথা বলছিলেন!'

আরাম করে বসেছিলেন পঙ্কজ। চোখ বন্ধ করলেন, 'সন্ধেটা নষ্ট করতে চাইছেন মিসেস মুখার্জি? যে সব কথা বলব তা নিজের পাপ এবং অক্ষমতার কথা। এখন থাক, অন্য সময় সুযোগ পেলে বলা যাবে।'

'পাপ বলছেন কেন?' অলোক প্রশ্নটা না করে পারল না।

'অন্যায় করেছি, নিজের বিবেকের কাছে। পাঁচজনে চুরি করছে দেখে নিজেও চুরি করেছি অজুহাত বানিয়ে। একটা গল্প বলি। আমার এ্যাসেসি ছিল ডিন অ্যান্ড টিন কোম্পানি। কোম্পানি তবে স্ট্যাটাসে রেজিস্টার্ড ফার্ম। দুজন পার্টনার। চামড়ার রোগের

একটা তেল বের করেছিল ওরা. গ্রামে গঞ্জে এখনও হু হু করে বিক্রী হয়। নেট ইনকাম শো করত তিন লাখের মত। অ্যাকাউন্টসে কোন ফাঁক ছিল না। অনেক ভেরিফিকেশন করেও ধরতে পারিনি। একবার একটা রিটার্ন ফর্ম খুলে দেখি সেটা ছাপা হয়েছে যে বছর, পেছনে প্রিন্টার্স ডিক্লেয়ারেসন থাকে, তার তিন বছর আগে ডিপার্টমেন্টে জমা দেওয়া হয়েছে। সিল টিল আছে। আমি ওদের উকিলকে বললাম জমা দেবার রসিদ এনে দেখাতে। কদিন বাদে ভদ্রলোক বললেন ওটা খুঁজে পাচ্ছেন না। আমি রিসিভিং সেকশন থেকে রেজিস্টার আনিয়ে দেখেছি ওই তারিখে ডিন অ্যান্ড টিনের কোন রিটার্ন জমা পড়েনি। ইনকাম ট্যাক্সের একশ উনচল্লিশ ধারা অনুযায়ী কোন রেজিস্টার্ড ফার্ম ঠিক সময়ে রিটার্ন না জমা দিলে তাকে আনরেজিস্টার্ড হিসেবে ট্রিট করে দেরির সময়টার সুদ চার্জ করতে হয়। আমি ওই রিটার্ন ফর্ম কেন বাতিল হবে তা অর্ডারে লিখে যেদিন প্রথম হিয়ারিং দিয়েছিলাম সেই দিনটাকেই জমা দেবার দিন ধার্য করে সুদ এবং পেনাল্টি চার্জ করলাম। এবং সেই সঙ্গে কেন জালিয়াতির অভিযোগ আনা হবে না তার কারণ দেখাতে বললাম। উকিল অনেক অনুরোধ করল ক্ষমা টমা করে দিতে কিন্তু আমি কঠোর হয়ে রইলাম। কয়েক হাজার টাকা আমাকে অফার করা হল। আমি আরও খেপে গেলাম। এবং ওরা আমার অর্ডারের বিরুদ্ধে ওপরওয়ালার কাছে আপিল করলেন। ডিপার্মেন্টের একটা অদ্ভুত আইন আছে। বুনাল অ্যাপিলেট কমিশনার বা কমিশনারের কাছে যখন পার্টি ইনকামট্যাক্স অফিসারের অর্ডারের বিরুদ্ধে আপিল করেন তখন সংশ্লিষ্ট অফিসারকে ডাকার প্রয়োজন বোধ করেন না কর্তৃপক্ষ। লিখিত অর্ডারের ভিত্তিতে প্রশ্ন টশ্ন করে রায় দেন। এক্ষেত্রেও রায় এল। ওপরওয়ালা সমস্ত পেনাল্টি এবং ইন্টারেস্ট মার্জনা করেছেন কারণ ওদের স্ট্যাটাস রেজিস্টার্ড ফার্ম। অর্ডারে কোথাও আমার বক্তব্যের বিশ্লেষণ নেই। আই টি ম্যানুয়ালে বলা হয়েছে এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড ফার্মকে আনরেজিস্টার্ড হিসেবে ধরতে হবে। তিনি সেসব ধর্তব্য বলেই মনে করলেন না। আজ পর্যন্ত কমিশনারের রায়ের বিরুদ্ধে কোন অফিসার যেতে সাহস পাননি। সেই ক্ষমতাও তার নেই। অতএব সেই উকিল যখন গা জ্বালানো হাসি হেসে আমায় বলল, 'মিছিমিছি অতগুলো টাকা হারালেন সোমসাহেব' তখন মাথা নিচু করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। মিসেস মুখার্জী, এই গল্পটা একটা প্রতীক মাত্র। আগেই বলেছি অজুহাত তৈরী করে আমিও ঘুষ নিয়েছি। কিন্তু একটা সময় এল যখন নিজের বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করে আর পারতাম না। তখনই সরে এলাম।'

দীপাবলী চুপচাপ শুনছিল। এবার প্রশ্ন করল, 'আপনি যদি প্রথম থেকে কঠোর থাকতেন, যদি আইনের বাইরে পা না বাড়াতেন তা হলে?'

'তা হলে কি হত তা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।'

'মানে?'

'ধরুন, দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর ইন্ডিয়ার টেস্ট ম্যাচ হবে। ম্যাচের দিন দুই আগে আপনার ওপরওয়ালা ডেকে বলবেন তাঁর চারখানা ভি আই পি টিকিট চাই। আপনার ব্যক্তিগতভাবে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আপনি কি করবেন?'

'আমি সেটাই বলব।'

'উনি হাসবেন। বলবেন, দেখুন না কোন অ্যাসেসির সোর্স আছে?'

'অ্যাসেসির কাছে টিকিট চাইলে তাকেও কিছু বেআইনি সুবিধে দিতে হবে। অতএব সেটা চাইব কেন?'

'কিন্তু যখন দেখবেন আপনার অন্য কলিগরা গোছা গোছা টিকিট প্রভুর পায়ে দিয়ে

আসছেন তখন আপনি একা হয়ে যাবেন। আর তার পরেই আপনাকে ওই অ্যাসেসমেন্ট থেকে সরিয়ে ইনসিগ্নিফিকেন্ট কোন জায়গায় পোস্ট করা হবে। হয়তো মফস্বলেও চলে যেতে হতে পারে। আপনি বিপদে পড়বেন। সেটা কি আপনি চাইবেন ? আপনার কলিগরা বোঝাবে খেলা উপলক্ষে কোন অ্যাসেসির কাছে চারটে টিকিট যদি ডিসেম্বরে চাওয়া হয় সে বিগলিত হয়ে ব্ল্যাকে কিনেও দিয়ে যাবে। কিন্তু তার কেস যখন এক বছর পরে উঠবে তখন সেটা মাথায় রাখার কোন দরকার নেই। তারও সাহস হবে না মনে করিয়ে দেবার। তা হলে টিকিট দেবে কেন ? দেবে কারণ ওটা দুজনের দেওয়া নেওয়ার ক্ষেত্র তৈরী করবে।'

'আপনি আমাকে দারুণ আতঙ্কের ছবি দেখাচ্ছেন।'

হাসলেন পঙ্কজ, 'ব্যতিক্রম আছে। ডিপার্টমেন্টে সৎ নির্ভীক অফিসার কর্মী নিশ্চয়ই আছেন। নইলে ডিপার্টমেন্ট এতদিন উঠে যেত। হয়তো তাঁরা সংখ্যায় খুব কম, আমি পারিনি, আপনি যদি তাঁদের সংখ্যা বাড়াতে পারেন তা হলে নিশ্চয়ই খুশী হব।'

নন্দা চা খাবার নিয়ে এলেন। গল্প বইল অন্য খাতে। দীপাবলী লক্ষ করছিল পঙ্কজ এবং নন্দা পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করছেন একেবারে স্বামী-স্ত্রীর মত। না বলে দিলে কোন ফাঁক কেউ বুঝতে পারবে না। নন্দা বললেন, 'তুমি এবার অফিসের গল্প থামাও।'

'থামিয়ে দিয়েছি অনেকক্ষণ!'

'আপনি স্কুলে পড়ান ?' দীপাবলী হালকা হতে চাইল।

'হ্যাঁ ভাই। এই নিয়েই তো যত গোলমাল।'

'গোলমাল মানে ?'

'আমি এখনও বাপের বাড়ির টাইটেল ব্যবহার করছি অথচ পঙ্কজের সঙ্গে আছি, স্কুল কমিটিতেও প্রসঙ্গটা উঠেছিল। আমি রেজিগনেশন দেব বলে তৈরী ছিলাম। কিন্তু আমাব হেডমিসট্রেস এমন লড়ে গেলেন যে কমিটি মেনে নিল।'

দীপাবলী বলল, 'অপরাধ যদি না নেন, আপনারা বিয়ে করেননি কেন ?'

অলোক ধমকে উঠল, 'আঃ দীপা, এটা ওঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

নন্দা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না, না, প্রশ্ন করলেন বলে ভাল লাগল। এখানকার বাঙালিরা তো আমাদের সামনে এসে এই প্রশ্নটাও করে না, আড়ালে যত কথা। বিয়ে করতে পারিনি দুটো কারণে। আমি ডিভোর্স পাইনি। যে ভদ্রলোককে বিয়ে করতে হয়েছিল বাবা মায়ের পছন্দ মেনে তাঁর সঙ্গে বাস করা সম্ভব হয়নি। মনের মিল ছেড়ে দিন, দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি এবং শিক্ষার আকাশ পাতাল ফারাক ছিল। তার ওপর উনি মানসিক বিকৃতিতে ভুগতেন। কালো কদাকার নারী তাঁকে ভীষণ টানত। বাড়িতে কাজেব লোক রাখার উপায় ছিল না। শেষে বাধ্য হলাম আলাদা থাকতে। ওঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু বললেন পারিবারিক সম্মান বজায় রাখতে তিনি আমাকে ডিভোর্স দিতে পারবেন না। তবে কোন কেস করবেন না। আমি আইনের সাহায্য নিয়ে আলাদা হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এদেশের আইনে বিচ্ছেদ পাওয়া একতরফাভাবে খুব শক্ত। আমাকে প্রমাণ করতে হত উনি আমার ওপর নিয়মিত অত্যাচার করেন, যৌনব্যাধি অথবা কুষ্ঠ আছে অথবা অন্য কোন নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কারণে মানসিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছি। এর কোনটাই আমি প্রমাণ করতে পারতাম না।' নন্দা বাঁ হাতে ঘাড় থেকে চুল সরালেন। দীপাবলী মুগ্ধ হয়ে শুনছিল যেন, 'তারপর ?'

'তারপর এই ভদ্রলোক। আমরা ভালবাসলাম। উনি একা। কিন্তু স্থির করলাম একসঙ্গে থাকব। বিদেশে অনেকেই থাকেন। ভাই, কোন বাঙালি মেয়ে যখন নিতান্তই উপায় থাকে

না তখন স্বামীর বাড়ি থেকে বাইরে পা বাড়ায়। বিবাহিত অবস্থায় পরস্পরকে সন্দেহ করে লক্ষ লক্ষ স্বামী-স্ত্রী সারাজীবন একসঙ্গে কাটায়। ওঁকে পেয়ে একটাই সান্ত্বনা আমি তাদের থেকে এখন অনেক ভাল আছি।' নন্দা কাপ ডিস তুলে নিলেন।

'কিন্তু— !' দীপাবলীকে বাধা দিলেন পঙ্কজ। দাঁড়ান ভাই এক মিনিট। অলোক, চলবে তো ? নাকি বিয়ের পর সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছ ?'

'আপত্তি নেই।'

'গো অ্যাহেড।' স্ত্রীকে কথা দুটো বলে পঙ্কজ ট্রেটা নিয়ে উঠে পড়লেন। নন্দা জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন ?'

দীপাবলী জিজ্ঞাসা কবল, 'আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কোন লিগ্যাল বাইন্ডিং নেই, এব ফলে ইনসিকিওরড্ ফিল করেন না ?'

'লিগাল বাইন্ডিংস থাকা সত্বেও কি বাংলাদেশের মেয়েরা সব সময় সিকিওরড্ ভাবে নিজেদের ? তাছাড়া ইনসিকিউরিটি বোধ জন্মায় ব্যবহার থেকে। যতক্ষণ আমি আর পঙ্কজ পরস্পরের কাছে ট্রুথফুল এবং অনেস্ট থাকব ততক্ষণ কোন সমস্যা নেই। আর যাই হোক ইচ্ছের বিরুদ্ধেও একজনকে অন্যকে বহন করতে তো হবে না।'

পঙ্কজ ফিরে এলেন। হাতে বিদেশি হুইস্কির বোতল, গ্লাস। অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন নন্দা, 'আমার মনে হচ্ছে দীপাবলী ও রসে বঞ্চিত তাই আজ আমি ওকে সঙ্গ দেব। তোমরা খাও।' ওরা খাওয়া আরম্ভ করল। দীপাবলী লক্ষ্য করল অলোক তাকে কিছুই বলল না। নন্দা বললেন, 'তাই বলে ভাববেন না আমি আইনসম্মত বিয়ের বিরোধী। আমার ক্ষেত্রে ঘটনাটা ঘটেছে অথবা অনেক মেয়ের ক্ষেত্রে ঘটে বলে একটা সিস্টেম খারাপ হয়ে যেতে পারে না। আমি শুধু বলছি, এখন আমরা ভাল আছি।'

'কিন্তু যদি ছেলেমেয়ে জন্মায় ?'

'ইয়েস। সেটা একটা সমস্যা। তবে আমাদের যা বয়স তাতে ওই সময়টা আমরা পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে !'

পঙ্কজ তাকে থামিয়ে বললেন, 'ভারতীয় আইন নতুন যে ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে তথাকথিত অবৈধ সন্তানকেও আইনসম্মত উত্তরাধিকারত্ব দিতে বলা হয়েছে।'

গল্প চলছিল। রাত গড়াচ্ছিল। একসময় আড্ডা ভাঙল। ওঁরা গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। দীপাবলী বলল, 'আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। আমাদের ওখানে এলে খুশী হব।' নন্দাও কথা দিলেন যাওয়ার।

অলোক ইঞ্জিন চালু করা মাত্র পঙ্কজ বললেন, 'সাবধানে ড্রাইভ করো অলোক। রাফ্ চালিও না। মিসেস মুখার্জি ওকে অ্যালার্ট করবেন প্লিজ।'

চোয়াল শক্ত হল দীপাবলীর। সে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

॥ ৩০ ॥

দিল্লীতে দূরত্ব কোন সমস্যাই নয়। নিজস্ব গাড়ি থাকলে তো কথাই নেই। পিত্রালয় থেকে অলোক নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছাতে বেশী সময় নেয় না। রোজ বিকেলে দীপাবলীকে অফিস থেকে তুলে একবার পিত্রালয়ে যায়। ফিরে আসে যখন তখন সন্ধ্যা গড়িয়েছে। প্রথম প্রথম পরিষ্কার হয়ে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করত দীপাবলী। কিন্তু ফিরে এসে অলোক জানাতো সে ও-বাড়ি থেকে চা খেয়ে এসেছে। বাথরুমে ঢুকে যাওয়ার সময় তাকে দেখে মনে হতনা একটুও খারাপ লাগছে।

একা বসে চা খাওয়া দীপাবলীর নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু বিয়ের পর সে ঠিক করেছিল এতদিন জীবনটা যেভাবে কাটিয়েছে ঠিক তার উল্টোটা করবে। অথচ এমনই গোলমেলে ব্যাপার কিছুতেই সেই নিয়মের বাইরে আসতে পারছে না। প্রথম প্রথম রাগ করে সে চা খেতো না। অলোক জিজ্ঞাসা করলে বলত ভাল লাগছে না। তার মনে হত এটুকু বললে অলোক বুঝতে পারবে। তাকে অনুনয় করবে। বাঙালির ছেলের এক বিকেলে দ্বিতীয় কাপ চা খেতে সাধারণত আপত্তি হবার কথা নয়। অলোক এসব কিছুই করেনি। ভাল না লাগাটাকেই বিশ্বাস করেছে। কয়েকটা দিক বাদে মেনে নিল দীপাবলী। অলোক তাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে যেতেই ফ্ল্যাটে ঢুকে গ্যাসে জল বসিয়ে দিতে দ্বিধা করত না। স্নান সেরে চা বানিয়ে একা ব্যালকনিতে বসে চুমুক দিতে দিতে যে খারাপ লাগা তা সহ্য হয়ে যেতে সময় লাগল না বেশী।

সকালে, সকাল হবার আগেই ঘুম ভেঙে যায় দীপাবলীর। অলোক তখন মড়ার মত পড়ে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে চা বসিয়ে বাবুর ঘুম ভাঙাতে হয়। সেই সময় একসঙ্গে বসে চা খাওয়ার সময় খবরের কাগজ আসে। তৎক্ষণাৎ তাতে ডুব যায় অলোক। একবার কাগজ মুখে দিলে বাক্য লোপ পেয়ে যায়। প্রথম প্রথম কথা বলার চেষ্টা করে বিরক্ত হয়েছে। দীপাবলী চা শেষ করে রান্নাঘরে ঢোকে। ভাত ডাল নয়, ব্রেকফাস্ট। সেটা তৈরী করে ফ্ল্যাটটাকে গোছানো। যে কাজের মেয়েটি সকালে আসে তাকে তাড়া দিয়ে কাজ করাতে বাকি সময়টুকু যায়। এর মধ্যে বাথরুমের কাজ সেরে বেরিয়ে আসে অলোক। ব্রেকফাস্ট খেয়ে দুজনে তৈরী হয়ে কাজের লোককে বিদায় করে দরজায় তালা দিয়ে নিচে নেমে গাড়িতে চাপে। এবার সারাদিন অফিস। ঠিক সময়ে অলোক তাকে তোলে অফিসের সামনে থেকে। কোন কোনদিন বাড়ি ফেরার পথে বাজার করে আনা। পিত্রালয় থেকে ফিরে রোজই সাজুগুজু করে স্ত্রীকে নিয়ে বেরোয় অলোক। ইদানীং একটু সন্দেহ হচ্ছে দীপাবলীর। এই বেরুনোটাব পেছনে পরিকল্পনা আছে। কারণ কোন মানুষের প্রতি রাত্রে নেমন্তন্ন থাকতে পারে না অথচ অলোকের থাকে। সপ্তাহে ছটা দিন হয় এর বাড়ি নয় ওর। সেখানে যারা জড়ো হয় তারা মোটামুটি কমন। কিছুক্ষণ প্রায় একই কথার পর মদ্যপান এবং ডিনার। ডিনারটি বুফে। নিজের পছন্দমত প্লেটে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়ার সময় গল্প করতে মোটেই ভাল লাগে না দীপাবলীর। মদ্যপানে কেউ না কেউ প্রতিদিন মাত্রা ছাড়ায়। তখন তাকে নিয়ে রসিকতা। অলোকের গর্ব আছে এ-ব্যাপারে। সে নাকি কখনও মাতাল হবার মত মদ খায় না। অথচ মাঝে মাঝেই ফেরার সময় গাড়ির গতি দেখে শিউরে ওঠে দীপাবলী। বললে অলোক হাসে। নিজের ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করে। কোথায় যেন পড়েছিল দীপাবলী, মাতালরা কখনই স্বীকার করে না তারা সংবিতে নেই। রবিবার দিনটা একটু আলাদা। দীপাবলীর সেই দিনটাকেই ভাল লাগছিল। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে অলোকের পিত্রালয়ে চলে যেতে হত। সারাটা দিন সেখানে কাটিয়ে রাত্রের খাওয়া খেয়ে বাড়ি ফেরা। ওই একটা দিন অলোক মদ খেতো না।

পিত্রালয়ে পৌঁছে দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত অলোকের গলা পাওয়া যেত। তারপর সে বেরিয়ে যেত আড্ডা মারতে। ফিরত রাতের খাওয়ার আগে। সারাটা দিন শাশুড়ি এবং জায়ের সঙ্গে সময় কাটানো। নানান কথা শোনা। প্রতিটি সংসারের নিজস্ব কিছু সমস্যা থাকে। বাইরে থেকে দেখলে সেসব সমস্যা আঁচ করা যায় না।

ছোটছেলেকে বিয়ের পর আলাদা সংসার করার অনুমতি দিতে চাননি পরশেচন্দ্র। স্ত্রীর জেদে রাজী হয়েছিলেন। স্ত্রী তাঁকে বুঝিয়েছিলেন এতে সম্পর্ক ভাল থাকবে। এবং আছে।

বড় ছেলে এখনও বাপ-মায়ের অনুরক্ত। কিন্তু তার স্ত্রীর সঙ্গে পরেশগিন্নী প্রায়ই দ্বিমত হচ্ছেন। খুঁটিনাটি যে-কোন কারণেই এই মতভেদটা ফুটে উঠছে। আর এ ব্যাপারে ছেলে কোন ভূমিকা নিচ্ছে না এমন অভিযোগ আছে পরেশগিন্নীর।

বিয়ের পর প্রথম কিছুটা দিন যে-কোন নতুন বউ নতুনই থাকে। তখন তার সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে কথা বলা, তিক্ততা এড়িয়ে চলা। কিন্তু কয়েকটা দিন কাটলেই কখন সবার অজান্তে সে নিজের হয়ে যায়, একসঙ্গে না থাকলেও। দীপাবলী এখন সেই জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। শাশুড়ি তাকে একা পেলেই বলেন যদ্দিন ছেলের বিয়ে দেননি তদ্দিন তিনি ভাল ছিলেন। সব কিছুই তাঁর মনের মত চলত। বউ-এর দোষ তিনি দিচ্ছেন না। অন্যের সংসারে যে বড় হয়েছে তার রুচি ধ্যান-ধারণা তো আলাদা হবেই। তবে কিনা নতুন সংসারে এলে কিছুটা মানিয়ে নিতে হয়। বড় বউ আজ পর্যন্ত সেটা শিখল না। তার মেয়ে বড় হয়েছে কিন্তু মেজাজের পরিবর্তন হয়নি। এইজন্যেই তিনি ছোট ছেলেকে বিয়ের পর আলাদা ফ্ল্যাট নিতে বলেছেন। নিজের বক্তব্য প্রমাণ করতে প্রতি রবিবারে তিনি প্রচুর উদাহরণ দেখান দীপাবলীকে। অথচ এই বলাটা হয় আড়ালে আবডালে। বড় বউ সামনে থাকলে প্রসঙ্গ তোলেনই না ভদ্রমহিলা।

বড় বউ সময় নিল একটু বেশী। শেষ পর্যন্ত সে-ও মুখ খুলল। শকুন্তলা এক রবিবারে খাওয়াদাওয়ার পর দীপাবলীকে একা পেয়ে বলেই ফেলল, 'তোমার ভাই খুব ভাল লাক। বিয়ের পর আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে আছ।'

দীপাবলী অভিমান বা ঈর্ষা কোন পর্যায়ে বক্তব্যটাকে ফেলবে বুঝতে পারল না। সে শুধু বলল, 'আলাদা থাকারও কিছু অসুবিধে আছে।

শকুন্তলা চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু ভঙ্গীতে না মেনে নেওয়া ছিল। পরে আর একদিন সে মুখ খুলেছিল, 'তুমি তো বলবেই ভাই। তোমার আর কি! একসঙ্গে স্টে করতে হলে বুঝতে পারতে মুশকিলটা কী! যতই করি আমি মাদার ইন ল-এর কাছে ফরেনার।

এই রবিবারে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি রবিবার দিনটায় হঠাৎ এমন সাত্ত্বিক হয়ে থাকো কেন?'

চমকে তাকান অলোক, 'মানে?'

'এই একটা দিন মদ খাও না দেখছি।'

'ও।' রাস্তায় চোখ রাখল অলোক, 'মদে তোমার অ্যালার্জি আছে?'

'আমার যা আছে তা থাক না।'

'না-না, আমাকে বুঝতে দাও। যদ্দূর মনে পড়ে তুমি আমাকে কখনও মাতাল হতে দ্যাখেনি। মদ খেয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করিনি।'

'তাহলে মদ খাও কেন?'

'মানে?' হতভম্ব অলোক।

'মদ খাবে অথচ মাতাল হবে না, এ যেন জলে নামব অথচ বেণী ভেজাব না।'

'আমি মাতাল হলে তুমি খুশী হতে?'

'মাথা খারাপ? তাহলে গাড়ি চালিয়ে আমাকে বাড়িতে পৌঁছাতো কে?' দীপাবলী শব্দ করে হেসে উঠল। আর এটুকুতেই সে বুঝে গেল অলোকের মেজাজ খারাপ হচ্ছে। ওর একটাই অসুবিধে, ব্যঙ্গ সহ্য করতে পারে না মোটেই। আর মেজাজ খারাপ হলেই ও খুব বেশী চুপ মেরে যায়। বাড়িতে ঢুকে এমন ভঙ্গী করে যেন রাজ্যের কাজ ওর জন্যে জমে আছে, কথা বলার সময় নেই। যতক্ষণ ওই মেজাজ থাকছে ততক্ষণ এড়িয়ে যাবে সে

দীপাবলীকে। এমন কি বিছানায় শুয়েও নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। আর যতক্ষণ এই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে দীপাবলী অন্য প্রসঙ্গে কথা শুরু করছে ততক্ষণ ও স্বাভাবিক হবে না। প্রথম দিকে একটু ভুল হয়ে যেত। কেন রাগ করেছে এই নিয়ে প্রশ্ন করত বারংবার আর তাতে জব্বর চটে যেত অলোক। শেষে একদিন অন্য সময় ভাল পরিস্থিতিতে বলেই ফেলেছিল, 'আমার যখন খুব মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তখন সেই ব্যাপারে বারংবার কোন প্রশ্ন করবে না।'

'কেন আমার জানতে ইচ্ছে করে না বুঝি ?'

'পরে জেনো। অন্য সময়ে। কারণ তখন ও-ব্যাপারে প্রশ্ন শুনলে মনে জ্বলুনি ধরে। উল্টোপাল্টা বলে ফেলতে পারি। আই অ্যাম সরি কিন্তু তখন চুপ করে থাকলে আমাকেই সাহায্য করবে ?'

'জানলাম। কিন্তু আরও কিছু জানা দরকার মশাই।'

'বলে ফ্যালো।'

'আর কিসে তোমার জ্বলুনি ধরে ?

'আর একটাই ব্যাপারে। হয়তো কোন খাবার খেতে আমার ভাল লাগছে না। খুব অপছন্দের হয়েছে। আমি পুরো খাবারটাই স্কিপ্ করলাম। তখন আমাকে সেটা করতে দেবে। খামোকা খাও খাও বলে আমায় ইরিটেট করবে না।'

অর্থাৎ একবার যা নিয়ে তুমি গোঁ ধরবে তা থেকে তোমাকে নড়ানো চলবে না। এটা কি ঠিক হবে ?' স্পষ্ট চোখে তাকিয়েছিল দীপাবলী।

মাথা নেড়েছিল অলোক, 'ব্যাপারটাকে বাঁকা চোখে দেখো না। আমি তো তোমাকে কোন অসম্মান করছি না। আমি সেই সময় আমার মত থাকতে চাই। বাল্যকাল থেকে এটা প্রায় অভ্যেসেই এসে গিয়েছে। মা জানতেন বলে চুপ করে থাকতেন।'

'মা ছেলের স্বভাবের কথা ভাল করে জানবেই। বিয়ের পর সেগুলো বউকে জানানো স্বামীর কর্তব্য। দেখো, আমি চুপ করে থাকব, তোমাকে ইরিটেট করবো না।'

হ্যাঁ, একথা মানবেই দীপাবলী, অলোক মানুষ হিসেবে খারাপ নয়। খারাপ হলে বিয়ের আগেই কিছুটা সে বুঝতে পারত। আবার পৃথিবীর কোন মানুষই একেবারে সাদা হতে পারে না। আর কালোর ছিটে বলে দ্বিতীয়জন যা মনে করে সেটা আবার তার কাছে কালো নাও মনে হতে পারে। সে নিজে কতখানি ভাল কতখানি খারাপ তার হদিশ আজ পর্যন্ত জানা হল না। নিজেরটা হয়তো কেউই বুঝতে পারে না।

অলোকের খারাপগুলো, কিংবা বলা যায় যেগুলো দীপাবলীর খারাপ লাগে সেগুলো নিয়েই অলোক। যেমন ওই মেজাজের ব্যাপারটা, সীমিত মদ্যপান এবং পিত্রালয়ে গিয়ে নিজের সব কিছু লুকিয়ে রাখা। প্রথমটা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় আছে, দ্বিতীয়টা সম্পর্কে চোখ বন্ধ করে থাকা যায় কিন্তু তৃতীয়টা নিয়ে যে খারাপ লাগা তৈরী হয় তা ঝেড়ে ফেলতে পারে না দীপাবলী। একজন শিক্ষিত ভদ্রমানুষ কেন বাবা-মায়ের কাছে গিয়ে নিজের মুখ মুখোসের আড়ালে লুকিয়ে রাখবে ? ওঁদের কোন কথার প্রতিবাদ করে না অলোক। এ ব্যাপারে ওর যুক্তি, যেহেতু আমি ওখানে বাস করছি না তাই কথা বাড়িয়ে ওঁদের মনে অশান্তি এনে লাভ কি ? মদ খাবো কিন্তু মাতাল হবো না, কেউ দেখে আমায় বুঝতে পারবে না এই মানসিকতা তৈরী হয়েছে ওই ব্যাপারটা মা-বাবার কাছে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা থেকে। বিয়ের আগে কদাচিৎ পান করত অলোক এমন নয়। এই জীবনটা এবং বন্ধুবান্ধব হুট করে এসে জোটেনি। যেহেতু তারা আগেও ছিল তাই খাওয়া-দাওয়াও ছিল। খাওয়ার ইচ্ছা

থাকা সত্ত্বেও সে এত অল্প গলায় ঢালত যে মাতৃদেবীর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না পুত্রের কাণ্ডকারখানা। দীপাবলীর ধারণা এই কারণে এখন রবিবারে নির্জলা থাকে অলোক। এটাকে হিপোক্রেসি বলা যায় কিনা তা নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা যে তার কাছে খুব খারাপ লাগে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

এইটুকু ছাড়া অলোক খুবই ভাল মানুষ। ও যখন প্রেম করে তা মন বা শরীর যা নিয়েই হোক তখন অত্যন্ত যত্নবান হয়। আজ পর্যন্ত কখনই তাকে অফিস ছুটির পর পাঁচ মিনিটের বেশী দাঁড় করিয়ে রাখেনি। দীপাবলী না চাইতেই এমন অনেক কিছু কিনে দিয়েছে যা পেতে মোটেই খারাপ লাগার কথা নয়। সকালবেলায় কাগজ পড়ায় মগ্ন হওয়া বা সন্ধ্যে বেলায় তাকে একা চা খেতে বাধ্য করাকে বড করে না দেখলে অলোক কিছু সহজ হয়ে যায়। দাম্পত্য জীবনের শান্তির সব চেয়ে বড় পথ হল মানিয়ে চলা। চুলচেরা বিচার না করে একটু এড়িয়ে গেলে অনেক সমস্যা আর মাথা তুলতে পারে না। একা থাকার সময়ে এসবের প্রয়োজন হয়নি। এখন হচ্ছে। তখন ছিল স্বাধীন জীবন। কোন দায়, কোন চাপ ছিল না। এখন সংসার এবং সম্পর্ক নামক দুই পার্থিব অপার্থিব দায় বহন করতে হবে। দায় তো বটেই। যখনই কিছু নির্মাণ করা হয় তখনই দায় এসে যায়। কিন্তু মানিয়ে নেওয়া যখন মেনে নেওয়ার পর্যায়ে চলে যায় তখনই বিপত্তি ঘটে। যারা মেনে নিয়ে নিশ্চুপ থাকে তাদের সংখ্যাই এদেশে বেশী। যারা মানাতে মানাতেও মেনে নিতে পারে না, সব সময় আত্মমর্যাদার পোকা কুরে কুরে খায় তারাই দিশেহারা হয়। মানিয়ে নেওয়া কারো কাছে অনন্ত কারো কাছে রবারের মত। টানতে টানতে ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় এলেই যত গোলমাল।

এদিন সকালে ঘুম ভাঙার পরেও দীপাবলী বিছানা ছাড়ল না। যদিও এইসময় বিছানায় পড়ে থাকা রীতিমত কষ্টকর তবু পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করে রইল। অলোক ঘুমোচ্ছে। ওর ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কোন মানুষ ঘুমালে খুব অসহায় দেখায়, কাউকে বীভৎস। যেহেতু ওইসময়ে তার কিছু করার থাকে না তাই অন্য চেহারাটা বেরিয়ে আসে খোলস ছেড়ে। ঘুমন্ত শিশুর মুখ দেখতে যে আরাম তা কখনই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া ঘুমন্ত মানুষের মুখ দেখে পাওয়া যাবে না। অলোকের মুখ এই মুহূর্তে খুব দৃষ্টিনন্দন নয়। দীপাবলী পাশ ফিরে শুলো।

বেলা গড়াচ্ছে। জানলায় রোদ। দীপাবলী উঠল না। অস্বস্তি বাড়ছিল। এবং সেইসঙ্গে উত্তাপ। লোকটা কি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে! নটা বাজতে আর ঘণ্টা দুয়েক। তার মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে সব কাজ সেরে অথচ— । এইসময় বেল বাজল। দুবার। এবং অলোকের ঘুম ভাঙল। অস্পষ্ট গলায় বলল, 'কটা বাজে?'

দীপাবলী জবাব দিল না। ঘড়ি আছে পাশের দেওয়ালে। যে প্রশ্ন করছে সে ঘাড় ঘুরিয়েই তা স্বচ্ছন্দে দেখতে পারে। এইসময় তৃতীয় বার বেল বাজল। দীপাবলী বুঝতে পারছে কাজের লোক এসেছে। এবার উঠে বসল অলোক, 'এই দীপা, ঘুমোচ্ছ?'

'হুম'।' চোখ বন্ধ দীপাবলী ঠোঁট টিপে শব্দ করল।

'কি হল তোমার? আরে ব্বাস, সাতটা বেজে গিয়েছে? কি হল কি তোমার?'

'ঘুমোচ্ছি!' বলামাত্র সে বুঝতে পারল অলোক লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। আর পারা যাচ্ছিল না। তবু জোর করে নিজের ইচ্ছেটাকে দমন করল সে। দরজা খুলে দিয়ে ফিরে এল অলোক। ওর গলায় প্রচণ্ড বিস্ময়, 'তুমি এখনও ঘুমোচ্ছ? চা হবে কখন?'

'আজ তুমি চা কর !' দীপাবলী চোখ বন্ধ রাখল।

'আমি ? চা ? হঠাৎ ?' এগিয়ে এল অলোক, 'তোমার শরীর কী অসুস্থ ?'

'না। একটু আরাম করতে ইচ্ছে করছে।' দীপাবলী আদুরে গলায় বলতে চেষ্টা করল।

'আরাম ? আমি চা করব আর তুমি আরাম করবে ?'

'রোজ তো আমি চা করি আর তুমি আরাম কর।'

অলোক কোন কথা বলল না। পায়ের শব্দে বোঝা গেল সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর ওর গলা পাওয়া গেল। কাজের লোককে গ্যাস ধরিয়ে দিতে বলছে। এইটে একটা অদ্ভুত ব্যাপার। যে পুরুষ মানুষ সারা পৃথিবীর সব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় সে নিজের বাড়ির গ্যাস ধরাতে পারে না।

এবাড়িতে বাথরুম আছে দুটো। একটা ঘরের লাগোয়া। রোজ ঘুম থেকে উঠে অলোক ওইটে ব্যবহার করে। আজ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বোধ হয় ওর সব এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। দীপাবলী চট করে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

পরিষ্কার হয়ে সে যখন আবার বিছানায় ফিরে এল তখন কাজের লোকটি খবরের কাগজ দিয়ে গেছে, সেটা খুলে চোখ রাখল সে। অক্ষরগুলো সামনে আছে বটে কিন্তু মন থাকছে না পড়ায়। এইসময় চা নিয়ে ঢুকল অলোক। বিছানার পাশে রেখে বলল, 'এই নাও চা, আরাম করা হল ?'

দীপাবলী জবাব না দিয়ে কাগজ পড়তে পড়তেই চায়ের কাপ তুলে নিল। ততক্ষণ নিজেরটাতে চুমুক দিয়ে ঠোঁটে শব্দ করেছে অলোক, ইস ! বেশী চিনি দিয়েছি। জীবনে প্রথম চা করলাম তো ! কাগজটা দাও।'

দীপাবলী বলল, 'প্রথমবারে ভাল হবে এমন কথা নেই। সবারই সময় লাগে।'

'খাওয়া যাচ্ছে না, কাগজটা দাও !'

'আমি পড়ছি দেখতে পাচ্ছ তো ! তুমি যখন কাগজ পড তখন কেউ চাইলে কিরকম লাগে তোমার ?'

'উফ্ ! তুমি এইসময় রোজ কাগজ পড় ? গাড়িতে বসেই তো দ্যাখো !'

'বললাম না, একটু আরাম করছি।'

'হঠাৎ ?'

'বাঃ, তুমি যে আরাম রোজ কর তার স্বাদ কেমন একদিন আমি তা চোখে দেখব না ? আমি তোমার অর্ধাঙ্গিনী না ?'

'বুঝলাম। ঘড়ি দেখেছ ?'

'হ্যাঁ, নটায় বেরুবো।'

'আরে, ব্রেকফাস্ট করবে কখন ?'

'এমন কিছু প্রব্লেম নেই। ডিম ফাটিয়ে পোচ করে নাও টোস্টারে রুটি গুঁজে দাও আর দুধে কনফ্লেক্স ছেড়ে টেবিলে রাখ। বেশী সময় লাগবে না।'

'এসব আমি করব !'

'আমি তো রোজ করি।'

অলোক কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গম্ভীর মুখে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ?'

'এসব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে করো না।'

'কিন্তু, তুমি করছ তো ?'

'ভেবে দেখি।'

'আজ হঠাৎ তোমার মাথায় এসবের পোকা ঢুকল কেন ?'

'পোকাগুলো খুব অনেস্ট কিন্তু !'

'আই সি ! এরপর নিশ্চয়ই নারী স্বাধীনতার কথা তুলবে। আমিও চাকরি করি তুমিও কর, আমি সংসারের কাজ করব তুমি করবে না—এরকম চলবে না, বলবে তো ?'

'আমি কিছু না বলতেই তো তুমি দিব্যি বলে যাচ্ছ।'

'দ্যাখো দীপা, এটা একটা অভ্যেস। চিরকাল মেয়েরাই হেঁশেলের ভারটা নিয়েছে। আমাকে যদি প্রশ্ন কর তাহলে বলব, এক আধদিন শখ করে এসব করতে পারি কিন্তু রোজ করা সম্ভব নয়। আমার অভ্যেসই নেই।'

'অনেকের অনেক বদ অভ্যেস থাকে, থাকে বলেই সেটাকে লালন করতে হবে ?'

'বদ না ভাল না মাঝামাঝি এ বিচার কে করবে ? আমরা চিরকাল শার্টপ্যান্ট অথবা ধুতি পরছি, তোমরা শাড়ি অথবা শালোয়ার। কেন ? অভ্যেসে তো ? তোমরাও তো পাঞ্জাবি ধুতি শার্ট প্যান্ট পরতে পারো। পরছ না কেন ?'

'বাঙালি মেয়েরা শার্টপ্যান্ট পরতে শুরু করেছে। ধুতি পরলে হাস্যকর লাগবে বলে পরে না। ব্যাপারটা অস্বস্তিকরও।'

'ছেলেরা পরলে সুন্দর আর মেয়েরা পরলে হাস্যকর—এ কেমন উক্তি' যখন ছেলে এবং মেয়ে সমান অধিকারের জন্যে লড়ছে ?'

'বোকার মতো কথা বল না ! শরীরের গঠন অনুযায়ী পোশাক। একজন পাঠানের পোশাক পরে তুমি যদি ঘুরে বেড়াও তাহলে অস্বস্তিকর লাগবে না ?'

'লাগবে কারণ আমাদের চোখ দেখতে অভ্যস্ত নয় বলে।' আমার চেহারা এবং উচ্চতার কোন পাঠান কি নেই ? নিশ্চয়ই আছে।'

'আমরা পশ্চিমবাংলা থেকে বেরিয়ে দিল্লীতে আছি। তাও আমাকে একটা সকাল আরাম করতে দিতে তোমার অস্বস্তি হচ্ছে। যদি নিউয়র্কে থাকতাম ? সেখানে গিয়ে বাঙালি মেয়ে প্যান্টসার্ট পরতে বাধ্য হয়, স্বামী রান্না করেন স্ত্রীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে, ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে ঘর পরিষ্কার করেন। তুমি কি সেখানে থাকলে আপত্তি করতে পারতে ? তোমাকেও করতে হত।'

'যে দেশে যা নিয়ম তা মানতাম।'

'নিয়ম তো নিজের সুবিধে মত করে নিলে চলবে না। যাক গে, কথা বলে কোন লাভ নেই। আমি আজ সংসারের কোন কাজ করব না। নির্ভেজাল আরামে কাটাবো সকালটা।' খবরের কাগজে মন দিল দীপাবলী।

চা খাওয়া হয়ে গেলে নিজের কাপপ্লেট তুলে বেরিয়ে গেল অলোক। এতক্ষণ যা ছিল মজা করা তা যে ক্রমশ চেহারা পাল্টাচ্ছে বুঝতে পারছিল দীপাবলী। এখন উঠে গিয়ে কাজকর্ম শুরু করে দিলে পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে আসবে। কিন্তু, না আজ নয়, কেমন একটা জেদে আক্রান্ত হল সে।

এবার কাগজে মন বসে গেল। হঠাৎ কলকাতার একটা খবরে নজর পড়ায় সে নড়েচড়ে বসল। দিল্লীর কাগজে নিয়মিত কলকাতার খবর ছাপা হয় না। আজ প্রথম পাতায় ডান দিকে ছাপা হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় বিপ্লবের ডাক দেওয়া হয়েছে। কম্যুনিস্ট দলের একটি শাখা সংবিধানকে বর্জন করে আগ্নেয়াস্ত্রের ওপর নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক চেহারার

পরিবর্তন করতে চায়। ইতিমধ্যে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছে যদিও সরকার থেকে এসব ঘটনাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থীদের দ্বারা সংগঠিত বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দীপাবলী চিৎকার করে অলোককে ডাকল এই শুনছো, তাড়াতাড়ি এসো।'

বাথরুমে দাড়ি কামাচ্ছিল অলোক। একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর গম্ভীর মুখে শোওয়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। তার মুখে সাবান লাগানো থাকায় অবশ্য অন্যরকম দেখাচ্ছিল। অলোক এসেছে দেখেই দীপাবলী খবরের কাগজে আঙ্গুল রেখে উত্তেজিত গলায় বলল, 'এই খবরটা পড়!'

'আমার সময় নেই।'

'আঃ, এক মিনিট লাগবে।' এগিয়ে দিল কাগজটা সে।

অলোক দায়সারা' গোছের ভঙ্গী করে কাগজ নিল। পড়তে পড়তে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটি শব্দ, 'সর্বনাশ।'

'সর্বনাশ মানে?'

'দেশ এবার গোল্লায় যাবে।'

'গোল্লায় যাবে?'

'নয়তো কি? এ দেশের মানুষের অভাব আছে। তাদের হাতে অস্ত্র ধরিয়ে দিলে আর দেখতে হবে না। যদুবংশ ধ্বংস হতে যেটুকু সময়?'

'তুমি বলছ যেভাবে দেশ এখন চলছে ঠিক চলছে?'

কগজটা রেখে দিল অলোক, 'না চললে তুমি আই আর এস হতে পারতে না।' অলোক আর দাঁড়াল না।'

রাগ হয়ে গেল কিন্তু কোনরকমে নিজেকে সামলে নিল দীপাবলী। নিয়ে হেসে ফেলল। তারপর কাগজটাকে তুলে নিল। না, এ ব্যাপারে আর কোন বিশদ খবর নেই। মনের মধ্যে অস্বস্তি, কলকাতায় একবার গেলে ভাল লাগত।

দুজন মানুষ একই ফ্ল্যাটে তৈরী হয়ে নিল। পাশাপাশি হাঁটতে হয়েছে, টুকটাক কথাও, কিন্তু একটা চাপা দূরত্ব থেকেই গিয়েছে। দরজায় তালা দিয়ে দুজনে নিচে নামল। গাড়ি বের করল অলোক, পাশের দরজা খুলে দিল যেমন রোজ দেয়। দীপাবলী শান্তমুখে বসল। গম্ভীর অলোক ইঞ্জন চালু করে ফার্স্ট গিয়ার দিল। গাড়ি বড় রাস্তয় পড়া পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলল না। এবং অকস্মাতই অলোকের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'আশ্চর্য!'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'ঠিকই!'

অলোক ফিরে তাকাল, 'দুপুর পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে হবে।'

'আমাকেও। তবু তোমাদের ওখানে লাঞ্চে নানারকম খাবার পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের ওখানে চা সিঙ্গাড়া আর ধোসা।' দীপাবলী হাসল।

অলোক ঠোঁট মোচড়ালো। দীপাবলী বাঁ দিকে তাকাল এইসব রাস্তার দুপাশ এখনও শূন্য। মাঝে মাঝে ইঁটের স্তূপ, বাড়িঘর এখনও তৈরি হয়নি। রাস্তাটা বাঁক নিতে হঠাৎ একটা পাঞ্জাবি আটপৌরে দোকান চোখে পড়ল। একটা গাছের নিচে ছাউনি ফেলে দোকান তৈরি হয়েছে। উনুন জ্বলছে। শহরের মাঝখানে এমন দোকানকে ধাবা বলা যাবে না। দীপাবলী বলল, 'বাঁ দিকে গাড়িটা দাঁড় করাবে?'

'কেন?' খেঁকিয়ে উঠল অলোক।

'বলছি, দাঁড় করাও না।'

গাড়িটা দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোকরা ছুটে এল দোকান থেকে, 'বলিয়ে মেমসাব, মাটন চিকেন ফিস আউর তন্দুরি রোটি, সব কুছ মিলেগা।'

অলোক বিরক্তি দেখাল, 'এখানে খাবে নাকি ?'

'খাওয়াই যাক না। মুখ বদলানো হবে।'

'এগুলো হজম করতে পারবে ?'

'দেখাই যাক না। অবশ্য তুমি না খেলে আমার খাওয়া হবে না।'

'কেন ? আমার সঙ্গে তোমার খাওয়ার কি সম্পর্ক ?'

'বাঃ, এই খাওয়াটা পেতে তোমাকে বা আমাকে তো পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। অতএব এই নিয়ে কোন টেনশন থাকার কথা নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল অলোক। তারপর ছেলেটাকে জিজ্ঞেসা করল, 'চিকেন উকেন ছোড় দেও, সবজি ক্যায়া হ্যায় বাতাও।

'পালং পনির।'

'বাঃ, দো রোটি আউর পালং পনির।'

হুকুমটা শোনামাত্র ছেলেটা চলে গেল দীপাবলী হেসে ফেলল। অলোক জিজ্ঞাসা করল, 'হাসির কি হল ?'

'দ্যাখো, এখানেও তুমি তোমার মতামত আমার ওপর ইম্পোজ করলে। আমাকে জিজ্ঞাসাও কবলে না পালং পনিব খাবো কি না। কিন্তু আমি মেনে নিলাম !'

মথুরা রোডের আয়কর ভবন একটি বিচিত্র জগৎ। যদিও এখন পর্যন্ত দীপাবলী রয়েছে ও এস ডি হিসাবে, যার সঙ্গে আয়কর দাতাদের সরাসরি কোন যোগাযোগ নেই। অফিস পাড়ায় ঢুকলে একটা জিনিস চোখে পড়ে। শ'য়ে শ'য়ে লোক ছুটছে ঠিক সময়ে পৌঁছাতে। সাইকেল স্কুটার আব গাড়ির মিছিল দেখলে মনে হয় কারো হাতে নষ্ট করার মত সময় নেই।

এ জি অডিট যে সমস্ত অ্যাসেসমেন্ট সম্পর্কে আপত্তি করেছে তার একটা কপি হেড কোয়ার্টার্সে আছে। দীপাবলীর কাজ সেই সমস্ত আপত্তি সম্পর্কে নির্দিষ্ট আয়কর অফিসার কি সিদ্ধান্ত নিলেন সেটা খোঁজ করা। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট অফিসার আপত্তি মেনে নিয়ে নতুন করে অ্যাসেসমেন্ট করেন। যদি সেটা করার সময় পেরিয়ে যায় তাহলে ওপরতলার অনুমতি নিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ডি অডিটের রিপোর্টের সঙ্গে আয়কর অফিসার একমত হন না। তখন সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব পড়ে দীপাবলীর উপরে। সে তার মতামত ওপরওয়ালাকে পাঠিয়ে দেয়। তিনি তা বিচার করে সিদ্ধান্ত নেন। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত দীপাবলীর ভূমিকা অনেকটা খবরদারি করা। বেশীর ভাগ সময়েই কিছু করার থাকে না। চুপচাপ চেয়ারে বসে সময় কাটানো। দুজন বাঙালি অফিসার আছেন এখানে। তাঁদের একজন প্রায়ই আসেন খেজুরে আলাপ করতে। এছাড়া অন্যান্য অফিসাররা দেখা হলে হ্যালো বলে হেসে যান। দীপাবলীর পিওন বা ক্লার্ক ঠিক নিজস্ব নয়। অন্য অফিসারদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের হুকুম দেওয়া হয়েছে তাকে সাহায্য করতে। দুদিনেই বোঝা গেল তারা নিজেদের জায়গায় কাজ করতে বেশী আগ্রহী। নিতান্ত দায়ে পড়ে আসছে। এ নিয়ে প্রতিবাদ করলে প্রথম থেকেই অপ্রিয়ভাজন হতে হবে বলে চুপ করে ছিল। দিন দশেক বাদে দায়িত্ব বাড়ল। সি ওয়ার্ডের আয়কর অফিসার হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাকে ওঁর জায়গায় কাজ করতে বলা হল।

সি ওয়ার্ডে মোটামুটি মাঝারি আয়ের অ্যাসেসিদের ফাইল আছে। ব্যবসাদার থেকে সম্পত্তি মারফত রোজগার, সবরকম মানুষ মিলিয়ে মিশিয়ে। দীপাবলী প্রথম দিন চেয়ারে বসেই ওই ওয়ার্ডের সমস্ত কর্মীদের ডেকে পাঠাল। তিনজন পেশকার একজন ইন্সপেক্টর, একজন স্টেনো এবং পিওন এসে দাঁড়াল। দুজন পেশকারের বয়স পঞ্চাশের ওপাশে। সবাই হিন্দীভাষী। দীপাবলী কোন ভণিতা না করে বলল, 'আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি সবে ডিপার্টমেন্টে জয়েন করেছি। তাই আমার অভিজ্ঞতা খুব অল্প। থিওরি এবং প্র্যাকটিসের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। তাই সবসময় আপনাদের সহযোগিতা চাই।'

প্রবীণ পেশকার পান চিবোতে চিবোতে বলল, 'কিছু ভাববেন না। আমি সমস্ত অ্যাসেসমেন্ট করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব আপনি শুধু সই করে দেবেন।

দীপাবলীর চোয়াল শক্ত হল। সে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নামটা কি ?'

॥ ৩১ ॥

সরকারি চাকরিতে একই জায়গায় পাঁচ বছরের বেশী থাকতে দেওয়া হয় না। সম্ভবত কাউকে মৌরসীপাট্টা অর্জন করতে দিতে সরকারের অনিচ্ছা আছে। এর একটাই কারণ. সরকারের ধারণা ছিল কর্মচারীরা বেশীদিন এক জায়গায় থাকলে ক্ষমতার অপব্যবহার যেমন করতে পারেন তেমনি কাজে একঘেঁয়েমিও আসতে পারে। দীপাবলী আবিষ্কার করল তার পেশকারদের প্রথম দুজনের ওই একই জায়গায় চাকরি করার সময় সাতবছর পেরিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এদের ওপর সরকারি আইন প্রয়োগ করা হয়নি।

সরকারি চাকরিতে অনেকটা জীবনের মতই বিকল্পের মূল্য আসলের মত হতে পারে না। আর আসল অফিসারটি যেখানে পেশকার-নির্ভর ছিলেন সেখানে বিকল্প হিসেবে সে কি করতে পারে ? প্রথম দিনের আলোচনার শেষে সে স্পষ্ট বলে দিয়েছিল পেশকার বা ইন্সপেক্টর তাঁদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন তার বেশী যেন নাক না গলাতে যান। হেড পেশকারের নাম রামবিলাস গুপ্তা। অফিসারদের ঘরের পরিধির বাইরে একটা বিরাট হল ঘর কাঠের পার্টিশন দিয়ে ভাগ করে এক একটা ওয়ার্ডের পেশকারদের কাজ করার জায়গা তৈরী হয়েছে। পিওন এই দুই জায়গায় ছোটাছুটি করে কাজ চালু রাখে। যেকোন অফিসারের প্রাথমিক কাজ হল যে সমস্ত অ্যাসেসমেন্ট একত্রিশে মার্চ টাইম বারড্ হয়ে যাচ্ছে সেগুলোর ব্যবস্থা করা। দীপাবলী একটা কাগজে সেই লিস্টটা পাঠিয়ে দেবার জন্যে লিখে পিওনকে দিল। খানিক বাদে পিওন হেড পেশকারের উত্তর নিয়ে এল, লিস্টটা আসল অফিসারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব পিওনের সাহায্যে আলমারি এবং দেরাজের কাগজ পত্র ঘেঁটে দেখল দীপাবলী। কোথাও হদিশ পাওয়া গেল না। ওই লিস্ট ছাড়া কোন কাজ করা সম্ভব নয়। আগের অফিসার নিশ্চয়ই সেটা বাড়িতে নিয়ে যাননি। পিওনকে দিয়ে হেড পেশকারকে ডাকিয়ে সেই কথাটাই বলল দীপাবলী।

লোকটার মুখে পান থাকে। অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন বোধ না করে চেয়ার টেনে পা ছড়িয়ে বসে বলল, 'ম্যাডাম, আপ অফিসার হ্যায়, হামলোগ পেটি ক্লার্ক, আপকি পেপার হাম কাঁহা সে ঢুঁড়েগা ?'

লোকটার বলার ভঙ্গীতে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। শক্ত মুখে দীপাবলী বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আমাকে এখনই লিস্টটা বানিয়ে দিন।'

'আরে ম্যাডাম, আভি কেইসা হোগা ! টাইম লাগেগা।'

'কেন ?' ভ্রূ কোঁচকালো দীপাবলী।

'আই এ সিনে মান্থলি প্রগ্রেস রিপোর্ট দেনে বোলা ইমিডিয়েটলি, উও বানানে হোগা।'

'আপনার অ্যাসিস্টেন্টকে দিয়ে তৈরী করান।'

'আরে করেগা তো উসলোগ বাকি চেক তো হামকো করনে পড়েগা। এক দো কেস মিস হো যানেসে কিতনা এক্সপ্লেনাশেন দেনে পড়েগা আপ নেহি জানতি হ্যায় ম্যাডাম।' রামবিলাস পান চিবোতে লাগল।

ঠিক সেইসময় ঘরের পর্দা সরিয়ে একজন উঁকি মারল, 'মে আই কাম ইন ?'

দীপাবলী কিছু বলার আগে রামবিলাস বলে উঠল, 'আইয়ে আইয়ে ভার্মা সাহাব, ক্যা সমাচার ? সব কুচ ঠিক হ্যায় না ?'

'আরে রামবিলাসজী, আপ হিঁহা তো প্রব্লেম সলভ্ড। সি আই টি আভি ইয়ে রিপোর্ট মাংতা। তুরন্ত দিজিয়ে না।' ভার্মা একটা কাগজ ধরিয়ে দিল।

'দেউঙ্গা দেউঙ্গা। আপলোগ তো হরবকৎ তুরন্ত বিনা বাত নেহি বোলতা।'

'আরে নেহি জি, পার্লামেন্টমে কোয়েশ্চন হো গিয়া।'

'ঠিক হ্যায়, আ রাহা হুঁ, সি আইটিকো কাম করনেই পড়েগা।' রামবিলাস উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। দীপাবলী চুপচাপ ওদের দেখছিল। এবার ভার্মা তার দিকে তাকিয়ে নমস্কার করল, 'নমস্তে ম্যাডাম, আপকি বাৎ হাম শুনা। আই অ্যাম ফ্রম সি আই টি অফিস।'

'ইওর ডেজিগনেশন প্লিজ।'

'ইন্সপেক্টর।'

'সিট ডাউন প্লিজ।'

ভার্মা বসল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দীপাবলী ইংরেজিতেই জিজ্ঞাসা করল, 'কমিশনার অফ ইনকামট্যাক্স পার্লামেন্টের জন্যে যে রিপোর্ট চেয়েছেন তা কি আমার ওয়ার্ডের কোন ব্যাপার ?'

ভার্মা মাথা নেড়ে ইংরেজিতে জবাব দিল, 'হ্যাঁ। গতমাসে যতগুলো সার্চ সিজার কেস হয়েছে সেই বিষয়ে। আপনার ওয়ার্ডেও কেস আছে।'

'তাহলে সি আই টি নিশ্চয়ই আমার সই করা রিপোর্ট নেবেন ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু ওটা আমাকে আপনি দেননি !'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনি আমার সাব-অর্ডিনেটকে যা বললেন সেটা আমাকে বলা উচিত ছিল। হি ইজ সাপোজড টু ওবে মাই অর্ডার।'

'জরুর। কিন্তু, রামবিলাসজী মতলব, উনি তো এতদিন সব করে থাকেন। ভেরি ভেরি এফিসিয়েন্ট পেশকার। ইভন সি আই টি ওঁর কাজের প্রশংসা করেন। আপনার আগের আই টি ও যে সব খবর রাখতেন না তা রামবিলাসজী রাখতেন। তাছাড়া হি নোজ ওয়ার্ক। ওঁকে পাওয়ার জন্যে সমস্ত আইটিওরা হেড অফিসে দরবার করে। আপনি চোখ বন্ধ করে ওর ওপর ডিপেন্ড করতে পারেন ম্যাডাম। হি ইজ এ রাইট পার্সন।'

'উনি যদি এত মূল্যবান কর্মী হন তাহলে এই চেয়ারে একজন অফিসারকে সি আই টি বসাচ্ছেন কেন ? উনি তো সব কাজ করতে পারেন।'

এরকম কথায় ভার্মা বেশ হকচকিয়ে গেল। সে রুমালে ঘাড় মুছল তারপর বলল, 'আপনি আমাকে এসব কথা বলছেন কেন ? আমার কসুর কোথায় ?'

উত্তর দেবার আগে রামবিলাস ফিরে এল, 'লিজিয়ে ভার্মাসাহাব।' বলে খেয়াল হতে

কাগজটা দীপাবলীর দিকে এগিয়ে দিল সে।

দীপাবলী কাগজটা দেখল। একটা প্রোফর্মা ভর্তি করেছে রামবিলাস। গত এক মাসে কটা সার্চসিজার কেস হয়েছে, তাদের বাজেয়াপ্ত সম্পদ এবং অর্থের পরিমাণ কত, সেইসব পার্টির এরিয়ার ডিম্যান্ড কত আছে, কি কি কেস এখনও করা হয়নি, তাদের নাম ঠিকানা ইত্যাদি ইত্যাদি জানতে চাওয়া হয়েছে। দীপাবলী মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'এই রিপোর্টটা আপনি কিভাবে দিলেন ?'

রামবিলাস হাসল, 'ম্যাডাম, রিপোর্ট যেভাবে সবাই দেয় সেইভাবে আমি দিয়েছি।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'দেখুন ম্যাডাম, আমাদের দুটো পার্টির বাড়ি আর অফিসে সার্চ হয়েছে, আমি ফিগারে দুই লিখেছি। কত কি মাল পেয়েছে ডিপার্টমেন্ট তা আমাদের এখনও জানানো হয়নি বলে লিখেছি নট ইয়েট নোন। গত বছরের রেজিস্টারে চালান পোস্টিং করে এখনও নতুন করে লেখা হয়নি বলে এরিয়ার ডিম্যান্ড-এর পজিশন বলা যাচ্ছে না। এটা বললে সি আই টি শুনবে ? কেয়া ভার্মা সাহাব ? তাই ফাইলে যে অরিজিন্যাল ডিম্যান্ড ছিল তাই বলিয়ে দিয়েছি। নাম ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি আর ব্লুবুকে যে যে কেস পেন্ডিং আছে তা দেখে লিখে দিয়েছি।'

'কিন্তু পার্টি যদি পেমেন্ট করে দিয়ে থাকে ?'

'ও বাদমে দেখা যায়েগা।'

'বাঃ, এতে তো ভুল ফিগার দেওয়া হল।'

'ম্যাডাম রিপোর্ট মানে হল ফিগার। কেউ ভেরিফাই করে না।'

'তাই বলে আপনি ভুল রিপোর্ট দেবেন ?'

যেন ছেলেমানুষের মুখে কথা শুনছে এমন ভঙ্গী করল রামবিলাস। তারপর বলল, 'কোন সরকারি রিপোর্ট কারেক্ট নয় ম্যাডাম। সবাই এমনই দেয়।'

দীপাবলী ভার্মার দিকে তাকাল, 'আপনি শুনলেন কথাটা ?'

রামবিলাস এবার সোজা হয়ে বসল, 'উনি নতুন শুনছেন না। আপনি নতুন এসেছেন বলে এরকম মনে করছেন। প্রতিমাসে আমরা যে মান্থলি প্রগ্রেস রিপোর্ট দিই তার সঙ্গে ব্লুবুকের কোন মিল আছে ? দিতে হয় বলে দিই।'

হতভম্ব হয়ে গেল দীপাবলী। লোকটা কি কথা বলল ? ব্লুবুক হচ্ছে একটি ওয়ার্ডের হৃদপিন্ড। তাতে যে ক'টি অ্যাসেসির অ্যাসেসমেন্ট হয় তাদের নাম ঠিকানা, কোন কোন বছরের অ্যাসেসমেন্ট বাকি আছে, শেষ অ্যাসেসমেন্টের ইনকাম কত ধার্য হয়েছে তার বিশদ লেখা থাকে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্লু-বুকের সঙ্গে আমাদের মান্থলি প্রগ্রেস রিপোর্টের কোন মিল নেই ?'

'না। শুধু আমাদের নয়, সবার। যেমন ধরুন ব্লু-বুকে আছে সাতশো বত্রিশটা অ্যাসেসির নাম, মান্থলি প্রগ্রেস রিপোর্টে আটটা বেশী।'

'সেকি ? এই আটটা কোথায় পেলেন ?'

'পাইনি। আমার আগে কিছু ফাইল ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছিল। তখনকার পেশকার সেটা রিপোর্ট থেকে ডিডাক্ট করেনি। তার জের চলছে। এখন আমি কমালে আই এ এ সি ধরবে।'

'বাঃ ! পেন্ডিং অ্যাসেসমেন্ট '

'ম্যাডাম, সি আই টি চান প্রতিমাসে অন্তত দুই আড়াইশো অ্যাসেসমেন্ট হোক। ঠিকঠাক

দেখালে তো আটমাস সব পেন্ডেন্সি খতম। তাই আই টি ও কে বাঁচাতে পেন্ডিং বেশী করে দেখিয়ে প্রতিমাসে আড়াইশো অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে দেখানো হয়।'

'রেজিস্টার ভেরিফিকেশন করলে তো ধরা পড়ে যাবে।'

'না ম্যাডাম। রেজিস্টারে ফাইল কেস লিখে নাম্বার ঠিক করে দিই।'

'তাহলে তো পুরো ব্যাপারটা মিথ্যে দিয়ে চলছে?'

হঠাৎ রামবিলাস ভার্মার দিকে তাকাল, 'ভার্মা সাহাব, ডাইরেক্ট আই আর এসদের নিয়ে এই হল মুশকিল। যা শিখে আসে তার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল কাজের কোন মিল নেই। ম্যাডাম, আমরা যেমন ফল্‌স রিপোর্ট দিচ্ছি আই এ এ সিকে, আই এ এ সি ঠিক তা পাঠাচ্ছেন সি আই টিকে, সি আই টি বোর্ডকে, বোর্ড মিনিস্টারকে, মিনিস্টার পার্লামেন্টকে। কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না, আপনিও কিছুদিন পরে এটাকে মেনে নেবেন, চমকাবেন না।' উঠে দাঁড়াল রামবিলাস।

দীপাবলী ভার্মার দিকে তাকাল, 'আপনি অন্য অফিসারদের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে গিয়েছেন? না পেয়ে থাকলে সেগুলো কালেক্ট করুন, আমি একটু পরে আপনাকে এটা দিচ্ছি।'

ব্যাপার স্যাপার দেখে ভার্মা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। তার রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। দীপাবলী রিপোর্ট নিয়ে সোজা চলে এল আই এ সির ঘরের সামনে। ইনি পদমর্যাদায় আয়কর অফিসারদের ওপরে। একটি শহরকে কয়েকটি এলাকায় ভাগ করা হয়। এক একটি এলাকার কর্তা হলেন এই ইনকামট্যাক্স অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার। ঘরের সামনে লাল আলো জ্বলছে। পিওন বলল, 'সাহেব বিশ্রাম করছেন।'

দীপাবলী ঘড়ি দেখল। এখন টিফিনের সময় নয়। একটা লোক অফিসে এসেই বিশ্রাম নেবে কেন? পিওনটি হেসে বলল, 'লাঞ্চকো বাদ আইয়ে ম্যাডাম।'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'সি আই টির অফিস থেকে ইন্সপেক্টর এসেছেন একটা জরুরী রিপোর্ট নিতে। তুমি গিয়ে বলো এখনই দেখা করা দরকার।'

পিওন হেসে বলল, 'মেরা নোকরি খতম হো যায়েগা।'

'আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, তুমি বলো।'

ওর গলার স্বরে পিওন দোনামনা করে এগিয়ে গেল। আই এ সি ভদ্রলোককে এর মধ্যে সে যে কয়েকবার দেখেছে তাতে খুশী হবার কোন কারণ ঘটেনি। ভদ্রলোক কথা বলেন চিবিয়ে চিবিয়ে, কথা বলতে যেন খুব অসুবিধে হয়। একটু বাদে পিওন এসে জানাল অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।

ঘরে ঢুকল দীপাবলী। ইনকাম অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারের ঘর যথেষ্ট বড়। পর্দা কার্পেট এবং টেবিলের চেহারায় পদমর্যাদা স্পষ্ট। দীপাবলী দেখল চেয়ার শূন্য, ঘরের কোণায় একটা লম্বা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন ভদ্রলোক। চোখাচোখি হতে হাত নেড়ে বসতে বললেন। দীপাবলী বসল।

তিরিশ সেকেন্ড সময় নিলেন আই এ সি, হিন্দীতে টেনেটেনে বললেন, 'এই সময়ে আমি কারোর সঙ্গে দেখা করি না। আপনি মহিলা বলে অ্যালাউ করলাম। স্পেশ্যাল ফেবার। নাউ, হোয়াট ইজ ইওর প্রব্লেম?'

দীপাবলী ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল।

সঙ্গে সঙ্গে খিঁচিয়ে উঠলেন আই এ সি, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে। ইফ ইউ ডোন্ট গিভ হিম রিপোর্ট রাইট নাউ, সি আই টি উইল কল মি! ওঁর মুখ আপনি জানেন? লাস্ট

টাইম আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছেড়েছেন। আর সেটা যদি উনি আমাকে করেন তাহলে আমি আপনাকে ছেড়ে দেব ভেবেছেন ? নো, নেভার।'

'কিন্তু আমার পেশকার যে রিপোর্ট দিচ্ছেন সেটা সম্পূর্ণ ভুল। এর সঙ্গে ঘটনার কোন মিল নেই। সিআইটি এটা পার্লামেন্টে পাঠালে তা জনসাধারণকে ভুল বোঝাবে তা কি আপনি বুঝতে পারছেন না ?' দীপাবলী উত্তেজিত হল।

'যথেষ্ট বুঝতে পারছি। কয়েক'শ ইনকামট্যাক্স অফিসার রিপোর্ট দেবেন ঠিক সময়ে আর আপনি সৎ সেজে আমাকে বিপদে ফেলবেন ? আপনার রিপোর্ট আজ না পেলে সি আই টি আমাকে দায়ী করবেন। ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতে গেলে এসব ফালতু ব্যাপার উপেক্ষা করতে হয়। যান রিপোর্ট দিয়ে দিন।' আই এ সি চোখ বন্ধ করলেন।

বসে থাকার কোন মানে হয় না। কিন্তু তবু দীপাবলী মুখ খুলল, 'স্যার আপনাকে আর এক মিনিট ডিস্টার্ব করব।'

আই এ সি নড়লেন না, মুখে কিছু বলা দূরে থাক চোখও খুললেন না। দীপাবলী বলল, 'আমি আমার ওয়ার্ডটাকে আপ টু ডেট করতে চাই যাতে ভবিষ্যতে এরকম কোন প্রব্লেমে পড়তে না হয়। সেই কারণেই আমার হেড পেশকারকে ওখানে রাখতে চাই না। আপনি ওকে চেঞ্জ করে দিন।'

'হু ইজ হি ?'

'রামবিলাস।'

'মাই গড। ওকে সবাই সেকশনে চায় আব আপনি ট্রান্সফার করতে বলছেন।'

'হ্যাঁ, আমার এটা বলার কারণ আছে।'

হাত ওল্টালেন আই এ সি, 'ঠিক হ্যায়, আমি আই টি ও অ্যাডমিনকে বলে দেব। আপনাদের নিয়ে কি মুশকিল জানেন ? আপনারা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারেন না। ইয়েস ! আমার বাড়িতেই তো আমি দেখছি।'

দীপাবলী নিজের ঘরে ফিরে এল। মিনিট দশেকেব মধ্যেই রামবিলাস সামনে এসে দাঁড়াল 'থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। আপনি আমার উপকার করলেন।'

দীপাবলী অবাক, 'মানে ?'

'আরে এই ওয়ার্ড একেবারে মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল। সার্ভে ওয়ার্ড পেয়ে খুব ভাল হল। সার্ভে ওয়ার্ডের আই টি ও লোক ভাল। তবে প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকবেন, আমি নিশ্চয়ই হেল্প করব।'

যে লোকটি রামবিলাসের জায়গায় এল তার দিকে তাকিয়ে দীপাবলী হতভম্ব। দেখে মনে হচ্ছে সত্তরের নিচে বয়স নয়। সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছে।

দীপাবলী তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কিছু বলছেন ?'

মাথা নাড়ল লোকটা, 'নেহি জি ! আপকো হাম দেখা থা।'

'কোথায় ?'

'সায়গলসাবকো সাথ এক ফিল্মমে।'

'কি ?' প্রায় চিৎকার করে উঠে বেল বাজাল সে। পিওন এল মিনিট খানেক বাদে। লোকটা দাঁড়িয়ে রইল নির্বিকার মুখে। পিওনকে দীপাবলী হুকুম করল সুপারভাইজারকে ডেকে আনতে।

সুপারভাইজার প্রবীণ মানুষ। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই নতুন পেশকারের দিকে একবার নজর বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এনি প্রব্লেম ম্যাডাম ?'

'এই লোকটি কে ?' রাগত স্বরে জানতে চাইল দীপাবলী।

'ইনি একজন সিনিয়ার ইউ ডি সি। পবন গুপ্তা। আপনার সেকশনে ওকে দেওয়া হয়েছে। পবনজী, আপনি নাম বাতাননি ?'

'জীনে হি। কোঈ মুঝে নেহি পুছা।' বলেই পবন পকেট থেকে প্রচণ্ড ময়লা রুমাল বের করে শূন্যে ঝেড়ে মুখ মুছল তারপর নির্বিকার ভঙ্গীতে গুণগুণ করতে লাগল, 'মেরে বুলবুল শো রাহি হ্যায়—।'

দীপাবলী আঙুল তুলল, 'দেখুন, এই লোকটা কি করছে দেখুন ?'

সুপারভাইজার বললেন, 'ম্যাডাম, ও কিন্তু হার্মলেস। ওই অশোককুমার দেবিকারানী, সায়গল এদের নিয়েই আছে। সবাই ব্যাপারটা ইগনোর করে।।'

'তার মানে ? একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী অফিসে এসে তার বসের সামনে দাঁড়িয়ে পুরোন দিনের গান গাইবে আর আপনি সেটাকে ইগনোর করতে বলছেন ?'

'ম্যাডাম আপনি বুঝতে পারছেন না, ওর মাথার এইট্টি পার্সেন্ট খারাপ। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেবে কিন্তু অন্যসময় নিজের মনে বিড়বিড় করবে, নিচু গলায় গান গাইবে আর পুরান দিনের রেফারেন্স দেবে।'

'এরকম একটা পাগল মানুষকে দিয়ে অফিসের কাজ হয় ?'

'না, করতে বললে সব ভুল করে ফেলে, ফাইলে ছবি আঁকে।'

'আশ্চর্য। একে স্যাক করছে না কেন ডিপার্টমেন্ট ?'

'কিছুটা হিউম্যানিটিরিয়ান গ্রাউন্ড কিছুটা সলিড গ্রাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে না, তাই।'

'সলিড গ্রাউন্ড মানে ?'

'ম্যাডাম, আমাদের ডিপার্টমেন্টে হাফ পাগল, থ্রিফোর্থ পাগল অনেক আছে। তাদের ফ্যামিলি এই ইনকামের ওপর নির্ভর করে। মাস আটেক আগে একজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। লোকটার মাথা খারাপ সবাই জানতাম, কাজকর্মও করত না। কিন্তু হঠাৎ তোয়ালে পরে অফিসে আসতে লাগল। চ্যালেঞ্জ করলে বলত কোথায় লেখা আছে তোয়ালে পরে আসা চলবে না দেখাও। এইসব পাগলগুলো খুব সেয়ানা হয় ম্যাডাম। একদিন সি আই টি ভিজিট করতে এসেছিলেন এখানে। তাঁর চোখের সামনে পড়ে গেল তোয়ালে পরা অবস্থায়। তাই সাসপেন্ড হয়ে গেল।'

দীপাবলী অবাক হয়ে কথাগুলো শুনছিল। এও কি সম্ভব ? সে পবনের দিকে তাকাল। উদাসীন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এবার ওর মুখ চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল লোকটা স্বাভাবিক নয়। হঠাৎ যদি ক্ষেপে গিয়ে কিছু করে বসে ? সরকারি কর্মচারিদের যে আচরণবিধি এবং চাকরির শর্তাবলী সরকার কাগজে কলমে লিখে রেখেছেন তাতে কি কোথাও আছে যে কেউ সিকি পাগল বা আধাপাগল হলে চাকরি করতে পারবে না ? নাকি তাকে অসুস্থ বলে ঘোষণা করে চিকিৎসা করতে পাঠানো হবে ?' দীপাবলী সুপারভাইজারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি যে একে আমার ওয়ার্ডে পোস্টিং করেছেন, এতে আমার কি লাভ হবে ?'

'কোন লাভ হবে না।'

'তবে ?'

'আপনি স্বস্তিতে থাকতে পারবেন। এ কোন কাজে ঝামেলা করবে না। আমি শুনেছি রামবিলাসকে নিয়ে আপনি খুব ঝামেলায় ছিলেন।'

'কিন্তু এত জায়গা থাকতে আপনি একে আমার কাছে কেন দিলেন ?'

'ও সার্ভে ওয়ার্ডে পোস্টেড ছিল। পদমর্যাদায় রামবিলাসের সমান। রামবিলাস ওখানে গেলে ওকে এখানে আসতেই হয় ম্যাডাম।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন ? আমার হেডপেশকার পাগল তিনি কোন কাজ করবেন না। বাকি দুজনকে দিয়ে তিনজনের কাজ করাতে হবে। না, একে আমার দরকার নেই।'

'কিন্তু আপনাকে তো আমি অন্য কাউকে দিতে পারব না। লোক এমনি কম। আর অন্য আই টি ওরা তাঁদের স্টাফকে ছাড়বেন না। অফিসের ডিসিপ্লিন অনুযায়ী এই পবনকে আমি পোস্টিং দিতে বাধ্য।'

'কিন্তু আমি তো সি আই টিকে কমপ্লেন কবতে পারি যে আমার ওয়ার্ডে একজন পাগলকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে।'

'নিশ্চয়ই পারেন ম্যাডাম। এতে ওকে সাসপেন্ড করা হবে। কিন্তু আপনি অন্যান্য স্টাফদের কাছে অপ্রিয় হয়ে যাবেন। তারা খারাপ ব্যবহার করবে।'

'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ?'

'না। সত্যি কথাটাই বলছি। একটা কথা চালু আছে, সরকারি চাকরিতে একমাত্র চুরি করে ধরা পড়লেই চাকরি যাওয়ার আশংকা থাকে নইলে কিছুতেই যাবে না। পবনকে সাসপেন্ড করলে ও বাড়িতে বসেই প্রতিমাসে অনেক টাকা পাবে। তিন চাব বছব বাদে সাসপেন্সন উঠে গেলে একগাদা এরিয়ারও পাবে।'

'সাসপেন্সন উঠে গেলে মানে ?'

'ম্যাডাম। এই ডিপার্টমেন্টে ঘুষ নিয়ে হাতে হাতে ধরা পড়ায় সাসপেন্ড হওয়া কেসও বছর তিনেক ধরে চলাব পরে প্রমাণের অভাবে বাতিল হয়ে গিয়েছে। চাব বছর বাদে পবন ভাল হয়ে গেলে কি করে প্রমাণ করা যাবে আজ ও পাগল ছিল।'

দীপাবলী আবার পবনের দিকে তাকাল। হঠাৎ তার মাথায় একটা উদ্ভট চিন্তা এল। চিন্তাটা যে স্বাভাবিক নয় তা নিজেই বুঝতে পাবছিল। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি ওই চেয়ারে বসুন পবনবাবু।'

পবন তাকাল। দীপাবলী দ্বিতীয়বাব আদেশ করল। এবাব পবন বিড়বিড় কবল, 'কি ঝামেলা।' তারপর নিতান্ত অনিচ্ছায় চেয়ার টেনে বসে পড়ল। সুপারভাইজাব বললেন, 'আমি তাহলে চলি ম্যাডাম ?'

'না, একটু বসুন।' দীপাবলী পবনকে দেখল। মুখচোখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। সে একটু মোলায়েম করে বলল, 'পবনবাবু আপনি কি কি কাজ জানেন ?'

পবন মুখ তুলল। চোখাচোখি হল কিন্তু জবাব দিল না।

দীপাবলী বলল, 'আপনি তো অনেকদিন কাজ করছেন ডিপার্টমেন্টে, এখন কোন কাজটা করতে আপনার ভাল লাগবে ?'

পবন চোখ বন্ধ করল। বোঝা যাচ্ছিল সে প্রচণ্ড ভাবছে। তারপর আচমকা মনে পড়ে গেছে এইভাবে বলল, 'রিফান্ড অর্ডার।'

সুপারভাইজার বললেন, 'হ্যাঁ, একসময় ও রিফান্ড অর্ডার লিখত। হাতের লেখাটা এখনও ভাল আছে।'

'বাঃ, খুব ভাল হল। ডিম্যান্ড নোটিস চালান লিখতে পারবেন না ?'

'মাল দেবেন ?' আচমকা প্রশ্ন করল পবন।

সঙ্গে সঙ্গে কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল দীপাবলীর। আর পবন সুর করে বলল, 'না, না, মাল না দিলে ওসব পাবেন না।'

'আপনি কি বলছেন ?' দীপাবলীর গলা চড়ায় উঠল। সেটা কানে যাওয়া মাত্র নেতিয়ে পড়ল পবন। তার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই সে একটু আগে কথাগুলো বলেছে। সুপারভাইজার হেসে ফেললেন, 'কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম। ও ইচ্ছে করে বলছে না। এতদিন যা শুনেছে তাই উগরে দিল।'

'শুনেছে মানে ? ও আমার কাছে টাকা চাইছে ?'

'আপনার কাছে নয়। আপনি যে অফিসার এটাই ওর খেয়ালে নেই।'

'আশ্চর্য ! ও শুনেছে, মানে, সেকশনে বসে শুনে থাকতে পারে।'

'এখানকার অফিসে এত স্পষ্ট গলায় টাকা চাওয়া হয় নাকি ?'

সুপাবভাইজার হঠাৎ স্থির হয়ে গেলেন। তারপব অন্যরকম স্বরে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, আমার প্রায় সাঁইত্রিশ বছর চাকরি হয়ে গেছে। আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড। যদি অভিজ্ঞতাব দাম দেন তাহলে কয়েকটা কথা বলতে পারি যা শুনলে আপনাব কাজে লাগতে পারে।'

'বলুন।' দীপাবলীর হঠাৎ মনে হল যেন সতীশবাবু তাব সামনে বসে আছেন।

সুপারভাইজাব বললেন, 'আপনার পেছন দিকে কি হচ্ছে তা ঘুরে চেয়ে দেখবেন না। পেছনে কে কি বলল তা শোনাব প্রয়োজন নেই। আপনি যা করতে চান তা ভালভাবে করে যাবেন। আপনার চারপাশে যদি চোর জোচ্চোর থাকে তাহলে তাদের পাপ দূর করার দায়িত্ব আপনার নয। এসব কথা বলছি বলে আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'ঠিক আছে। কিন্তু একে নিয়ে আমি কি করব ?'

'একটু আধটু কাজ দিন। রিফান্ড ভাউচাব লেখান।'

'তাহলে আপনি আমার সেকসনে নিয়ে গিয়ে আর যাঁরা আছেন তাঁদের ব্যাপারটা বলে দিন।' দীপাবলী অস্বস্তি নিয়ে বলল। সুপারভাইজার পবনকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট দশেক বাদে সেকেন্ড পেশকার ঘরে এল। তার ভাব ভঙ্গীতে বেশ সঙ্কোচ। দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবেন ?'

মাথা নাড়ল লোকটা, 'ম্যাডাম, পবনবাবুকে দিয়ে রিফান্ড ভাউচার লেখানো কি ঠিক হবে ? ওটা খুব সিরিয়াস জিনিস।'

'তার মানে ?'

'পার্টিরা ওটা নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দিলে টাকা পাবে। ফিগারে যদি ভুল করে ফেলে তাহলে গভর্নমেন্টের লোকসান।'

দীপাবলীর মনে হল এই কথাগুলো বলার পেছনে লোকটাব অন্যকোন উদ্দেশ্য আছে। সে বলল, 'কি করব, ওকে তো কাজ দিতে হবে।'

'না স্যার, ইয়ে ম্যাডাম, আমরা বেশী খেটে সব কাজ তুলে দেব। সার্ভে ওয়ার্ডে যেমন ছিল, আসত যেত কাজ করত না, তাই করতে অর্ডার দিন। ওকে কাজ করতে দিলে সব ভুষ্টিনাশ করে দেবে।'

লোকটা চলে গেল কথাগুলো বলে। বিকেল বেলায় পিওন নিয়ে এল কিছু ফাইল সই করাবার জন্যে, সেইসঙ্গে রিফান্ড অর্ডার। ফাইল মিলিয়ে চেকের অ্যামাউন্ট দেখছিল দীপাবলী। প্রথম দুটোয় কোন ভুল নেই। হাতের লেখাটিও খুব সুন্দর। অর্ডারশিট, আই টি থার্টি এবং চেক বই-এ ঠিকঠাক এন্ট্রি করেছে লোকটা। পাগল হলেও এটুকুতে ঘাটতি নেই।

দেখে শুনে তৃতীয়টিতে সই করতে গিয়ে চমকে উঠল দীপাবলী। টাকার জায়গায় লেখা আছে শূন্য এবং অ্যাসেসির নামের লাইনে স্পষ্ট করে লেখা পবনের নাম। নিজের নামে সরকারি রিফান্ড ভাউচার লিখেছে লোকটা এবং টাকার পরিমাণ শূন্য। লোকটা ঠগ জোচ্চোর নয় এটা তার প্রমাণ কিন্তু পাগলামির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু এটা দাখিল করতেই ওপরওয়ালা ওকে সাসপেন্ড করতে পারে। সে পবনকে ডেকে পাঠাল।

পবন এল। উদাসীন মুখ চোখ। প্রচণ্ড ধমকাল দীপাবলী। হঠাৎ পবন হাসতে লাগল, 'আপনার হবে।'

হাঁ হয়ে গেল দীপাবলী, 'কি বলছেন আপনি ?'

'ঠিক ধরেছেন, চোখ বন্ধ করে সই করেননি। অন্য আই টি ওদের মত। কত কি খেলা চলছে। চলুক।'

'আপনাকে সাসপেন্ড করতে পারি জানেন ?'

হাসতে লাগল, 'নেহি জী, পারবেন না। সাসপেণ্ডেড হয়ে বাড়িতে বসে সরকারের কাছ থেকে টাকা নেব বলে কত ধান্দা করলাম, হল না। এটা দেখে সি আই টি বলবে আমার মতলব খারাপ ছিল না কারণ অ্যামাউন্ট জিরো। মিসটেক। ওয়ান ফিফটি ফোর।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল দীপাবলীর, 'আপনি তো এসব কথা খুব সেন্সে বলছেন। একটুও পাগল বলে মনে হচ্ছে না!'

'একদম কাজ করতে ইচ্ছে করে না। অথচ টাকাটা দরকার। ব্যাস। আপনি আমাকে সাসপেন্ড করার ব্যবস্থা করুন, বেঁচে যাই।' বলেই বিড়বিড় শুরু করল আবার। দীপাবলীর মুখ থেকে কথা সরছিল না। সে তৃতীয় রিফান্ড ভাউচারের ওপর কলম চালিয়ে বড় বড় করে লিখল, 'ক্যানসেলড।'

॥ ৩২ ॥

সুপারভাইজার প্রবীণ মানুষ। প্রবীণেরা জীবন থেকে যে শিক্ষা পেয়েছেন তা নিশ্চয়ই মূল্যবান। অন্তত চাকরির ক্ষেত্রে ওই ভদ্রলোকের উপদেশ মেনে চললে বড় একটা অসুবিধায় পড়তে হবে না। কিন্তু সেটাই তো এতকাল দীপাবলী মানতে পারত না। অন্যায় দেখেও চোখ বন্ধ করে থাকার নাম যে-জীবন সেই জীবনযাপন করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু রামবিলাসকে ট্রান্সফার করে সেকশনের সমস্ত ফাইল ফিজিক্যালি ভেরিফাই করতে গিয়ে দিন দশেক অমানুষিক পরিশ্রম করতে হল। সেকসনের অন্য সমস্ত কাজ বন্ধ রেখেও এই মহাযজ্ঞ শেষ করা গেল না। বিভিন্ন অ্যাসেসির ফাইল সম্পূর্ণ নয়, কোন কোন ফাইলের পাত্তাই নেই। কিছু ফাইল দু-বছর আগে ট্রাইবুনালে গিয়েছে বলে রেকর্ডে পাওয়া গেলেও সেগুলো ফিরিয়ে আনার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দু'জন পেশকার ভয়ে অথবা বাধ্য হয়ে দীপাবলীকে এই ধুলো ঘাঁটতে সাহায্য করেছিল।

শেষ পর্যন্ত বুবুকের যে অবস্থা দাঁড়াল তার সঙ্গে মান্থলি প্রগ্রেস রিপোর্টের কোন মিল নেই। দীপাবলী ভাবল ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে জানাবে। এতদিনের ভুল সংশোধন করে সত্যের কাছাকাছি রিপোর্ট পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সুপারভাইজার বললেন লিখিতভাবে রিপোর্ট দেবার আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে নিতে। কারণ লিখিতভাবে ওই রিপোর্ট দিলে তা ওঁর পূর্বসূরীদের বিরুদ্ধে যাবে। অথচ তাঁরা এইসব বিশৃঙ্খলার জন্যে দায়ী নয়। যে-কোন সেকসনে একজন অফিসার তিন বছরের জন্যে যখন আসেন তখন তিনি প্রথমে যেসব কেস টাইম-বারড্ হয়ে যাবে সেগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। যেটুকু

কাজ না করলে নয় তার বেশী করেন না। তাঁর জায়গায় যিনি আসেন তাঁকেও এই পথই অনুসরণ করতে দেখা যায়। এতকালের রিপোর্ট অসত্য ছিল তা প্রমাণিত হলে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে তা কেউ বলতে পারে না।

দীপাবলী শুনল না এই উপদেশ। সত্য জেনেশুনে গোপন করার কোন যুক্তি নেই। রিপোর্টে সে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে না তবে ঘটনাটা এই তা কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছে। আজ যদি সে চুপ করে যায় আগামীকাল যিনি আসবেন তিনি চুপ নাও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তার ওপরই বিপদ এসে যেতে পাবে।

অতএব স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে সমস্ত ঘটনাটা ডিকটেশন দিল দীপাবলী। সেটা যখন অফিসের হলঘরে টাইপ হচ্ছিল তখনই সাতকান হয়ে গেল। মিনিট দশেক বাদে রামবিলাস ঘরে ঢুকল, 'ম্যাডাম, উও লেটার আপ উইড্র করিয়ে।'

'কেন? আপনি কে এসব কথা বলার?'

'আপনি আমাকে ফাঁসাতে চাইছেন।'

'আপনাকে আমি কিছুই করাই না। আপনি একজন পেশকার, আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই। আপনি আপনার কাজে যান।'

'ম্যাডাম। আমি ভালয় ভাল কিন্তু কেউ খারাপ করলে আমি তার চেয়ে খারাপ হয়ে যাই। দিল্লীতে এসে আপনি উল্টোপাল্টা করবেন বলে যদি মনে করেন তাহলে খুব ভুল করেছেন। আপনকে রিকোয়েস্ট করছি ওটা পাঠাবেন না।'

'আপনি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন নাকি? বেরিয়ে যান ঘর থেকে।' চিৎকার করে উঠল দীপাবলী। সেই চিৎকার শুনেই বোধ হয় কয়েকটি মুখ ঘরে উঁকি দিল। এঁরা এই অফিসেরই কর্মচারী। রামবিলাস তাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই ভদ্রমহিলা কথা বলার তরিকাই জানেন না। আমি এঁকে সেটা শিখিয়ে দেব নাকি?'

একজন হাসল, 'আওরাৎলোগ হায়াব পোস্টমে যানে সে এইস্যাই হোতা হ্যায়।'

রামবিলাস বেরিয়ে গেল। প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করছিল দীপাবলী। সে ঠিক করল রিপোর্ট নিয়ে আই এ সির সঙ্গে কথা বলার সময় রামবিলাসের প্রসঙ্গ তুলবে।

আধঘণ্টা বাদে আই এ সি-র টেলিফোন এল। তিনি অবিলম্বে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তখনও ডিকটেশন দেওয়া চিঠির টাইপ-কপি সে পায়নি। একটা দু'পাতার চিঠি টাইপ করতে এত সময় লাগে? মনে মনে গজগজ করতে করতে দীপাবলী আই এ সি-র ঘরে চলে এল। ঘরে তিনি ছাড়া আই টি ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বসে আছেন। সে টেবিলের সামনে দাঁড়ানো মাত্র আই এ সি গর্জে উঠলেন, 'আপনি কি করতে চাইছেন? আপনাকে সেকসনে পোস্ট করার পর থেকেই এসব ঝামেলা শুরু করেছেন কেন? ইউ ওয়ান্ট টু পুট মি ইন ট্রাবল!'

হতভম্ব দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি বলছেন?'

হাতের তলায় চাপা দেওয়া টাইপ করা কাগজটা এগিয়ে দিলেন আই এ সি। সেটা তুলে নিল দীপাবলী। তলায় রামবিলাসের সই। রামবিলাস কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্সকে লিখেছে, থ্রু প্রপার চ্যানেল। চিঠির বিষয়বস্তু অসাধারণ। একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে রামবিলাস এত বছর অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে এসেছে যার প্রমাণস্বরূপ গত দশ বছর ধরে তার অফিসাররা তাকে আউটস্ট্যান্ডিং সি সি রোল দিয়ে এসেছেন। সম্প্রতি দীপাবলী বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন অফিসার সি ওয়ার্ডের ভার নেন। ভদ্রমহিলার ব্যবহার এবং কথাবার্তায় বিরক্ত হয়ে সে বদলির জন্যে আবেদন করে। সেই ব্যবহারের

সাক্ষী হিসেবে কমিশনার ইচ্ছে করলে তাঁর অফিসের ইন্সপেক্টর ভার্মার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। মাননীয় আই টি ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তার বদলির ব্যবস্থা করলে সে সেকসনের সমস্ত ফাইল এবং অন্যান্য কাগজপত্র মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুঝিয়ে দিয়েছিল। এবং সেটা দিয়েছিল বলেই তিনি তাকে ছেড়ে দিতে আপত্তি করেননি। হঠাৎ দিন বারো পরে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেন। তিনি কিছু ফাইল খুঁজে পাচ্ছেন না এবং এজন্যে তাকেই দায়ী করেন। সে বোঝাতে চাইলে যে চিৎকার গালাগালি করেছেন তা অফিসের সবাই শুনেছে। রামবিলাসের ধারণা যদি কিছু ঘটে থাকে তাহলে তা সে চলে যাওয়ার পরেই ঘটেছে। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অধীনে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের চাকরবাকরের মত মনে করেন। এই ভদ্রমহিলার তত্ত্বাবধানে থাকা ফাইল যদি না পাওয়া যায় তাহলে তিনিই তাব জন্যে দায়ী কারণ সে সবকিছু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার পর বিলিজ পেয়েছিল।

চিঠির তলায় তারিখ এবং সময় দেওয়া রয়েছে। অর্থাৎ সে যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে তার অনেক আগেই রামবিলাস এই অভিযোগ করে দিয়েছে। কাগজটাকে টেবিলের ওপর রেখে দীপাবলী বলল, 'সমস্ত ব্যাপারটাই মিথ্যে, সাজানো।'

আই এ সি বললেন, 'আপনি এটাই বলবেন তা আমি জানতাম। কিন্তু এই চিঠি আমি যদি সি আই টি-র কাছে ফরোওয়ার্ড করি তাহলে আপনার বিরুদ্ধে এনক্যুয়ারি হবে। আমি এসব পছন্দ করছি না।'

দীপাবলী বলল, 'আপনাব ভাল লাগছে না বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি একটা বিপোর্ট পাঠাতে চাই। জেনেশুনে মিথ্যে ফিগার নিয়ে কাজ করতে পারব না।

'হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট?'

'আমি যা সত্যি তাই রিপোর্টে রিফ্লেক্ট কবতে চাই।'

এই সময় আই টি ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কথা বললেন, 'স্যার, একমিনিট সময় দিন, আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলছি। বলুন, মিসেস ব্যানার্জী।'

দীপাবলী চেয়ার টেনে বসল। এই ভদ্রলোক তারই ব্যাঙ্কেব অফিসার, কিন্তু অনেক সিনিয়ার। ভদ্রলোক বললেন, 'দেখুন, আমরা সবাই সবকাবের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে কাজ করতে চাই। কিন্তু সেটা কবতে গিয়ে প্রচলিত ধাবাব বাইরে যেতে পারি না। দেশের সমস্ত অফিসার যে প্রক্রিয়ায় কাজ করছেন আপনি তার বাইরে গেলে বেমানান হয়ে যাবেন। এই যে রামবিলাস চিঠি দিয়েছে, আপনার সেকসনে যদি কোন ফাইল এখন না পাওয়া যায় তাহলে আপনাকেই দায়ী করা হবে ওই চিঠির ভিত্তিতে। আমরা যখন কোন চার্জ নিই তখন ফিজিক্যালি ভেরিফাই করা সম্ভব হয় না। রামবিলাসকে যখন রিলিজ করছিলেন তখন নিশ্চয়ই এটা ভাবেননি। আপনি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই?'

'পারছি। কিন্তু আমি ফাইল সরিয়ে কি করব? সরাবই বা কেন?'

'আপনার পূর্বসূরীরাই বা সরাবেন কেন?' ভদ্রলোক পাল্টা প্রশ্ন করলেন। দীপাবলী জবাব দিল না। সে বুঝতে পারছিল চারপাশ থেকে জড়িয়ে ফেলার চমৎকার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই সময় আই এ সি বললেন, 'মিসেস ব্যানার্জী, প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি সিচুয়েশন। একটু মানিয়ে চলুন। ওকে?'

'আপনি জানেন ওই রামবিলাস আমাকে অভদ্র ভাষায় অপমান করেছে?'

'হতে পারে। কিন্তু তার আগে ও একই অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে করেছে।'

'ওটা বানানো।'

'হতে পারে। কিন্তু প্রমাণ করার কোন রাস্তা নেই। হাউএভার, আমি চাইছি এখানে কোন ঝামেলা যেন না হয়। আপনার এখন ক্যারিয়ার তৈরির সময়। বয়স কম, অনেক দূরে যাবেন যদি ঠিকঠাক চলেন। আপনি যদি এভাবে চলেন তাহলে আমি সি আই টি-কে বলব আপনাকে উইথড্র করতে। আর সেটা আপনার পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। সেসব না করে একটু শান্তিতে থাকতে দিন।'

দীপাবলী উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি যেতে পারি?'

'অফ কোর্স। তাহলে আপনি নিশ্চয়ই ওই রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন না। দ্যাটস গুড।'

বেল বাজালেন আই এ সি। পিওন ঢুকলে হুকুম করলেন, 'রামবিলাসকে বোলাও ইসকি কপি লেকে, তুরন্ত।' তারপর দীপাবলীর দিকে তাকালেন, 'সিট ডাউন প্লিজ। ওয়ান মিনিট।'

দীপাবলী বসল। এই মানুষদুটিও ইন্ডিয়ান রেভিন্যু সার্ভিস করে এসেছেন। তার থেকে অনেক বেশী অভিজ্ঞতা এঁদের। ওই বয়সে পৌঁছালে কি একই রকম আচরণ করবে? তার মনে পড়ল নেখালির দিনগুলোর কথা। অর্জুন নায়েককে কেন্দ্র করে একটি অপমান হজম না করতে পারে সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল অন্ধকার ভবিষ্যৎ সামনে রেখে। অবশ্যই রামবিলাস অর্জুনের সমকক্ষ নয়, এবং এই ঘটনা একই ধরনের বলা চলে না। কিন্তু এটা তো ঠিক দুই জায়গায় সে মানিয়ে নিতে পারছে না। তার মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এত কম কেন? কেন সে আর পাঁচটা মানুষের মত আচরণ করতে পারে না?

কিন্তু আজ একটা কথা স্পষ্ট, অপমানিত বোধ করে সেই সময়ের মত আজ চট করে চাকরি ছেড়ে দিতে পারছে না। এই অল্প দিনেই তার জীবনটা পাল্টে গিয়েছে। দু'বছরের মধ্যে জীবন অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়েছে তাকে। যে মানুষের অপমান বোধ প্রবল তার পক্ষে পৃথিবীতে বাস করাই অসম্ভব। এই ভাবে সব কিছু গায়ে মাখলে তো আত্মহত্যা করে সরে যেতে হয়। পৃথিবীতে মানুষের বসবাস কখনই তার মনের মত হয় না।

রামবিলাস এল। এসে ঝুঁকে নমস্কার করল আই এ সি, আই টি ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং দীপাবলীকেও। তারপর বিনীত গলায় বলল, 'ইয়েস স্যার!'

আই এ সি বললেন, 'শুনিযে আই ওয়ান্ট পিস ইন দিস অফিস। ইউ শুড নো, হোয়াট ইজ ইওর জুরিসডিকশন। সমঝে?'

'ইয়েস স্যার।'

'নো মোর কমপ্লেন, নো মোর ফাইটিং। কপি হ্যায় জেবমে?'

'ইয়েস স্যার।' রামবিলাস পকেট থেকে টাইপ করা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল। আই এ সি সেটা দেখে নিয়ে আগের চিঠিটার সঙ্গে জুড়ে ছিড়ে ফেললেন। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে সেগুলো ফেলে তিনি বললেন, 'ঠিক হ্যায়। ইউ মে গো নাউ।'

রামবিলাস একটা কথাও না বলে নমস্কার করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এবার আই এ সি হাসলেন, 'লুক মিসেস ব্যানার্জী, ইউ ক্যান গেট গুড বিহেভিয়ার ফ্রম দিস পিপল ইফ ইউ হ্যান্ডল দেম উইথ স্মাইলিং ফেস। আফটার অল দে আর আওয়ার টুলস। ইউ ক্যান নট ওয়ার্ক ইফ দি টুলস ডু নট ওয়ার্ক। ইউ মাস্ট নো দি আর্ট টু মেক দেম ওয়ার্ক। ওকে!'

ঘরে এসে চুপচাপ বসেছিল দীপাবলী। টেবিলের ওপর তার ডিকটেশন দেওয়া রিপোর্ট পেপার ওয়েটের নিচে চাপা পড়ে ছিল। ওটার দিকে হাত বাড়াতেও ইচ্ছে করছিল না। এই সময় পর্দা সরিয়ে রামবিলাস মুখ ঢোকাল, 'মে আই কাম ইন ম্যাডাম?'

তাড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটাকে কোনমতে সামলে নিল দীপাবলী নির্ঘাৎ আর একটা

মতলব নিয়ে এসেছে লোকটা। রাগারাগি না করে অন্যভাবে এর মোকাবিলা করা দরকার। সে মাথা নেড়ে ভেতরে আসতে বলল।

ঘরে ঢুকে নির্দিধায় চেয়ার টেনে বসল রামবিলাস, 'ম্যাডাম। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওই রিপোর্টটায় যখন আপনি সই করবেন না তখন আমার কোন অভিযোগ নেই। যা হোক, আপনি চাইছেন এই সেকসনের সব কিছু আপ টু ডেট থাক। খুব ভাল কথা। কিন্তু এত পরিশ্রম করেও আপনারা সব ইনফরমেশন পাননি।'

'আপনি আমার কাছে কি জন্যে এসেছেন?'

'সাহায্য করতে। আপনার প্রব্লেম হল লাস্ট মান্থের মান্থলি প্রগ্রেস রিপোর্টের সঙ্গে এবার যেটা দেবেন তার ফিগার মিলবে না। কোই পরোয়া নেই। ডিফরেন্সটা আপনি নোট করে রাখুন আলাদা কাগজে। এখন থেকে প্রতি মাসে একটু একটু করে কমিয়ে থার্টি ফার্স্ট মার্চে কারেক্ট ফিগারে নিয়ে যাবেন।' হাসল রামবিলাস, 'এটা করলে আপনাকে কারো কাছে রিপোর্ট করতে হবে না।'

'কিন্তু যে ফাইলগুলো মিসিং?'

'ট্রাইবুনাল, আপিল, সি আই টি অফিসে ইন্সপেক্টর পাঠান, ঠিক পেয়ে যাবেন। আপনার ওয়ার্ডে কাগজ সরাবার মত পার্টি কিছু আছে কিন্তু ফাইল লোপাট করার দরকার কারো হয় না। আচ্ছা, নমস্কার।' কথা শেষ করে বেরিয়ে গেল রামবিলাস।

যে সমস্ত কেস এ-বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে সেগুলোর দিন ধার্য করতে বলেছিল দীপাবলী তার পেশকারদের। ছাপা ফর্মে চিঠি গিয়েছিল পার্টিদের কাছে তাদের বুকস অফ অ্যাকাউন্টস, ব্যাঙ্ক পাসবুক ইত্যাদি নিয়ে আসাব জন্যে। আয়করদাতাদের প্রতিটি আর্থিক বছর আলাদা করে বিচার করা হয়। যে ব্যাপারটা বিস্ময়ের তা হল আয়করদাতা ও আয়কর বিভাগের সম্পর্কটা অনেকটা চোর পুলিশের। একদল লুকোতে চায় অন্যদল তা খুঁজে বের করার জন্যে তৎপর। মাঝখানে উকিলদের ভূমিকা প্রায দালালের মত। দীপাবলীর মনে হয় ওকালতির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এই একটি বিভাগে খুব বেশী না জেনেই নিজেকে সফল উকিল বলে প্রচার করা যায়। আজ সকালেই এক ভদ্রলোক এলেন। ঘরে ঢুকেই বললেন, 'নমস্তে ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে এই প্রথম আলাপ হচ্ছে, বান্দার নাম রাকেশ মিশ্র. আমার চারটে পার্টির ফাইল আপনার কাছে আছে।'

দীপাবলী বলল, 'নমস্কার, বসুন।'

রাকেশ রোগা, লম্বা। একটা বিলিতি সিগারেটেব প্যাকেট পকেট থেকে বের করে বললেন, 'আপনি বাঙালি, না? ক্যালকাটায আমি বছরে অন্তত দশবার যাই। কেস টেস লেগেই আছে। ওখানে তবু এখনও ডিসিপ্লিন আছে কিন্তু এখানে পয়সা না ছাড়লে কাজ পাওয়া যাবে না।'

'পয়সা কেন দেন?'

সঙ্গে সঙ্গে দুই কান ধরলেন রাকেশ, 'হি হি হি। একি বলছেন? বালবাচ্চা নিয়ে ভুখা মরবো? পয়সা না দিলে কাম হবে না, পার্টি অন্য উকিল ধরবে। যে পুজায় যা মন্তর।'

'আপনার ফাইলগুলোর নাম লিখে দিয়ে যান। যদি টাইম বারড্ কেস থাকে তাহলে হিয়ারিং-এর দিন দিয়ে যাচ্ছি।'

'নেহি ম্যাডাম। আমার কেস তো আপটুডেট। আপনার আগের অফিসার সব ঠিক করে দিয়ে গিয়েছেন।' রাকেশ পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে সামনে রাখল, 'এলাম

আলাপ করতে। দিল্লীতে যদি আপনার কোনকিছুর প্রয়োজন হয় তুরন্ত আমাকে জানিয়ে দেবেন, জিনিস এসে যাবে।'

নমস্কার করে রাকেশ উঠে গেল। কার্ডটার দিকে তাকাল দীপাবলী।

রাকেশ মিশ্র, কোন ডেজিগনেশন নেই। কর্নট প্লেসে চেম্বার। এইসময় সেকেন্ড পেশকার ঘরে ঢুকেছিল, চিঠি সই করাতে। তাকে কার্ড দেখাল দীপাবলী, 'একে চেনেন আপনি?' লোকটা নাম পড়ে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। উনি তো মিশ্র সাহেব। ডিপার্টমেন্টে সবাই ওঁকে চেনে।'

'আমাদের কাছে কি কি ফাইল আছে?'

'এস ডি অ্যালয় অ্যান্ড কোম্পানি, রুইয়া স্টিল, জে কে ইন্ডাস্ট্রিস। সব বড় ফাইল। ওদের নিজস্ব চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আছে কিন্তু কেস করেন ওই মিশ্র সাহেব। খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল তো!'

'মানে?'

'চেয়রম্যান, বোর্ড অফ মেম্বারস, কমিশনারদের সঙ্গে খুব ভাব আছে।'

'বিলিতি ডিগ্রি আছে নাকি?'

'ডিগ্রি? না ম্যাডাম। উনি বোধ হয় অর্ডিনারি গ্রাজুয়েট।'

'সে কি? তাহলে উকিল নন?'

'উকিল কিন্তু এল এল বি নন।' পেশকার হাসল, 'এখানে তো বি কম পাস করলেই প্র্যাকটিশ করা যায়। কত আই এ পাস পার্টির চিঠি নিয়ে এসে কেস করে যাচ্ছে। এদেরও অফিস আছে, ক্লার্ক আছে। চেম্বারে গেলে মনে হবে এল এল বি কিংবা বার অ্যাট ল।'

'ওর ফাইল তিনটে পাঠিয়ে দিন।'

পেশকার কাজ শেষ করিয়ে চলে যাওয়ার পর দীপাবলীর মনে হল রাকেশ মিশ্র যদি বলে ওকালতি করছে তাহলে তার ধারণা ঠিক। একজন অ্যাকাউন্ট্যান্টপার্টির ব্যালেন্সশিট, প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট বানিয়ে দেয়। সেটা দেখে রিটার্ন ফর্ম ভরতে হাতের কাছে একটা রেডি রেকনার থাকলেই হল। শুনানির সময় কোন খরচ যদি অফিসার আয়ের সঙ্গে যোগ করতে চান তাহলে সেটা নিয়ে তর্ক করতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিদ্যের দরকার পড়ে না। তাছাড়া কোন অফিসার গায়ের জোরে আয় বাড়াতে পারেন না। অনেক আঁটঘাট বেঁধেই অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবটা তৈরি করেন। এক্ষেত্রে আয়কর বিভাগে ওকালতি করতে চালু নিয়মগুলো মনে রাখতে পারলেই হল। নইলে রাকেশ মিশ্রর মত লোক করে খেতে পারত না।

ফাইল তিনটে এল। দীপাবলী দেখল প্রত্যেকটারই কারেন্ট কেস করে গিয়েছেন আগের অফিসার। অর্ডার শিটের হাতের লেখার সঙ্গে সই-এর কোন মিল নেই। সম্ভবত রামবিলাস অর্ডার লিখেছে আর অফিসার তাতে সই করেছেন। এস ডি অ্যালয়-এর ফাইলটা খুলল সে। অ্যাডভান্স ট্যাক্স কম দেওয়া ছিল। অফিসার পেনাল প্রসিডিংস চালু করে তিনদিন বাদে সেটাকে ড্রপ করেছেন কোন কারণ না দেখিয়ে। ব্যালেন্স শিট খুলল সে। নতুন ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে দুই লাখ টাকা। বলা হয়েছে লোন নিয়েছে কোম্পানি। কার কাছ থেকে তা নিয়েছে তার কোন কনফার্মেশন সার্টিফিকেট ফাইলে নেই। টার্ন-ওভারের পর যেসব খরচ দেখিয়ে গ্রস প্রফিট আনা হয়েছে সেটা রীতিমত হাস্যকর।

পি এল অ্যাকাউন্টে অনেক খরচ আইনসঙ্গতভাবেই পার্টি ক্লেইম করতে পারে না অথচ সেগুলো অ্যালাউ করে গেছেন অফিসার। সবচেয়ে মজার ব্যাপার আগের বছরে পার্টি

ইনকামট্যাক্স থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা রিফান্ড পেয়েছিল বেশী ট্যাক্স অ্যাডভান্স হিসেবে তিন বছর আগে দেবার কারণে। এই তিন বছরের সুদ পেয়েছে সে। কিন্তু সুদটা যে তার ওই বছরের আয় এবং তা রিটার্ন ফর্মে দেখানো উচিত তা অফিসার লক্ষ্যই করেননি। দীপাবলীর মনে হল এই কেস রি-ওপেন কবা উচিত।

বাকি দুটো ফাইলেও মোটামুটি অসঙ্গতি দেখা গেল। সেগুলো প্রথমটার মত এতখানি নগ্ন নয়। প্রতি অ্যাসেসমেন্ট অর্ডারে লেখা আছে, মিস্টার রাকেশ মিশ্র, অথরাইজড রিপ্রেজেন্টিভ অফ দি এ্যাসেসি ফার্ম অ্যাপিয়ার্ড অ্যান্ড দি কেস ইজ ডিসকাসড। কোথাও উকিল শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি অথচ রাকেশ মিশ্র একজন সফল উকিলের চেয়েও ভাল পসার পেয়েছেন। প্রথম ফাইলের অর্ডার সিটে হয়ে যাওয়া অ্যাসেসমেন্ট কেন আবার করতে হবে লিখে সই করল দীপাবলী।

বিজ্ঞজনেরা বলেছেন জীবনযাপন বড সবল ব্যাপার যদি মানিয়ে চলতে পাব। হংসের মত দুধটুকু খেয়ে জল ফেলে দাও, গায়ে মেখো না। কিংবা দুটোকে মিলিয়ে মিশিয়ে জটিল করতে যেও না। সংসারে থাকবে সন্ন্যাসীব মত। স্পর্শ করবে কিন্তু ধরবে না। এই আলগাভাব যে যত ভাল রাখতে পারবে তার তত ঝামেলা কম। কিন্তু যার শিক্ষা হবার নয় তাকে কে শেখাবে! নিজেব কথা আপনমনে ভাবছিল দীপাবলী। তার ঘুম আসছিল না।

এখন মধ্যরাত। দিল্লীতে রাত ঘনালে গাডি কমে যায় রাস্তায়। অনেকক্ষণ তাই পৃথিবীটা শব্দহীন। অলোক বিছানার একপাশে কাৎ হয়ে মড়ার মত ঘুমাচ্ছে। না, উপমাটা ঠিক হল না। মড়া শব্দ করে না। বেশী মদ্যপান হয়ে গেলে অলোকের নিঃশ্বাস শব্দময় হয়ে ওঠে। নিস্তব্ধ রাত্রের সব শান্তি ঘুচিয়ে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট। অথচ মদ না খেলে খুব সামান্য, বলা যেতে পারে মৃদু শব্দ হয়। প্রথম প্রথম একটু অস্বস্তি হলেও দীপাবলী সেটা সইয়ে নিয়েছিল। মজার ব্যাপার হল, দিনের বেলায় কিছুতেই মানতে চায় না অলোক। ঘুমন্ত মানুষের পক্ষে নিজের নাক ডাকার কথা জানা সম্ভব নয়। হাসিঠাট্টার মধ্যে ছিল ব্যাপারটা। কিন্তু আজ রাত্রে বন্ধুর বাড়ি থেকে যে লোকটা ফিরে এল তার হুঁস নেই বললেই চলে। কোনবকমে জুতো মোজা ছেড়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে যেই কাৎ হল অমনি চেতনা উধাও। আর তারপর থেকেই একসঙ্গে সিংহ এবং হায়েনা ডেকে চলেছে। পাশে শুয়ে ঘুমোয় কার সাধ্যি।

এখন অনেকেই একটু আধটু মদ খায়। খেয়ে ভদ্রভাবেই কাজকর্ম করে, কথা বলে। ব্যবহারে তারতম্য ঘটে না। অলোকের মদ খাওয়া ওই পর্যায়ে ছিল। তার যে নেশা ধরে যায়নি তা প্রমাণ করতে অনেক সন্ধে মদ না খেয়েও কাটিয়েছে। কিন্তু টেবিলে বসলে বোঝা যায় মদ খেতে ওর ভাল লাগে। আর আজ সীমা ছাড়াবার পর এ ব্যাপারে জাহির করা সমস্ত অহঙ্কার উধাও।

দীপাবলী প্রথম দিকে ভয় পেয়েছিল। ওরকম বিকট আওয়াজ যার শরীর থেকে হচ্ছে তার অসুস্থ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। গায়ে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙাতে চেয়েছিল সে। উঁ আঁ করে সামান্য সময় স্থির থাকার পর আবার কালবৈশাখির ঝড় শুরু হয়ে গেল। এই শব্দ যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ ঘুমাবার কোন সুযোগ নেই দীপাবলীর।

নিত্যসন্ধ্যায় অলোকের সঙ্গে বাইরে যাওয়া মানে কোথাও বসে খাওয়া দাওয়া করা, একই কথা বলা। দিল্লীতে থাকার কারণে ওই আলোচনায় রাজনীতি এসে যায় আপনি আপনি। জহরলাল লালবাহাদুর এবং সদ্য নির্বাচিত ইন্দিরা গান্ধিতে তর্ক চলে। একজন

মহিলা দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তা মেনে নিতে পারে না ছেলেরা। অল্প দিনের মধ্যেই ভদ্রমহিলাকে চলে যেতে হবে এই বিশ্বাস অলোকেরও। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে শুধু পৈতৃকসূত্রে প্রধানমন্ত্রিত্ব পেয়ে মুখ দেখিয়ে কেউ টিকিয়ে রাখতে পারে না। এক সরকারি আমলা বলেই দিলেন অতখানি কাপড়ে যারা কাছা দিতে পারে না তারা কি করে এতবড় দেশের সমস্যার মোকাবিলা করবে। দীপাবলীর মনে হয়েছিল সে ঊনবিংশ শতকের কোন গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছে। তর্ক করেছিল সে প্রথম দিকে, পরে বিরক্তিতে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। মদ্যপান করতে করতে আলোচনা অন্যখাতে বইল। ইন্দিরা সুন্দরী, সুদেহী। অতএব তাঁর প্রেমিক থাকতেই পারে। স্বামীর সঙ্গে তাঁর কি ধরনের সম্পর্ক ছিল, জহরলালের মন্ত্রিসভার এক মন্ত্রীর সঙ্গে কি ধরনের প্রেম ছিল এমন নানান গালগল্প। শুনলে মনে হয় এরা সেইসব বিশেষ মুহূর্তে ইন্দিরার ঘরে দাঁড়িয়ে সব দেখে এসেছে।

জানলায় চুপচাপ বসে চোখ বন্ধ করল দীপাবলী। বিধাতা কি জন্মমুহূর্তে তাকে এমন অভিশাপ দিয়েছিলেন যাতে সে আর পাঁচজনের মত হতে পারবে না। কেন অন্য মানুষগুলোর কথাবার্তার সঙ্গে তার মেলে না ! সে যে বেমানান হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ ! আজ সন্ধ্যায় আড্ডাতে আরও মহিলা ছিলেন। তাদের হাতে নিরীহ ঠাণ্ডা পানীয়ের গ্লাস দু'বার বদলেছে। দু'বারই গৃহকর্ত্রী ভেতর থেকে সেগুলো ভরে এনেছেন। অকারণে ঠাণ্ডা খেতে ভাল বাসে না দীপাবলী। গৃহকর্ত্রী দু'বার অনুরোধ করে চুপ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানীয় কেউ একঘণ্টা ধরে তারিয়ে তারিয়ে খায় না। ব্যাপারটা যখন আবিষ্কৃত হল তখন গৃহকর্ত্রী চাপাস্বরে বললেন, 'আমরা ভাই ওদের মত জল দিয়ে খেতে পারি না তাই কোল্ড ড্রিংক মিশিয়ে নিই।'

দীপাবলী বলল, 'খেতে ইচ্ছে করলে এই ক্যামোফ্লেজের কি দরকার ?'

'আপনি তো জানেন না, এই নিয়ে কথা হবে।'

'কথা হবার ভয়ে লুকোতে হবে কেন ? আমি যেমন টের পেলাম ওরাও তো পাচ্ছে। মুখে কিছু বলছে না।'

'আপনি ওদের সামনে জল দিয়ে খেতে পারবেন ?'

'আমার ভাল লাগলে পারব, না লাগলে খাব না।'

'ঠিক আছে। আমি লেবুর রস মিশিয়ে জিন দিচ্ছি। খুব ভাল স্বাদ। আপনি খেয়ে দেখুন খারাপ লাগে কিনা !' গৃহকর্ত্রী ভেতরে চলে গেলেন।

কথা হচ্ছিল ছেলেদের থেকে কিছুটা দূরত্বে। অতএব গ্লাস হাতে নিয়ে দীপাবলী যখন সেখানে চেয়ার টেনে বসল তখন মুখ ফিরিয়ে অলোক হাসল, 'হঠাৎ এক গ্লাস জল নিয়ে এখানে এসে বসলে যে ?'

'জল নয়, জিনের সঙ্গে লেমন মিশিয়ে জল ঢেলে দিয়েছেন হোস্টেস।' কথাটা শুনে যেন অলোক খুব অবাক হল। পুরুষরা কথা বন্ধ করে তাকাল। দীপাবলী ধীরে ধীরে গ্লাসে চুমুক দিল। লেবুর সঙ্গে কটু স্বাদ। খেতে খুব খারাপ নয়। দেখলে মনে হচ্ছে সাদা জল। টাকমাথা এক ভদ্রলোকের গলার স্বর ইতিমধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি হাততালি দিলেন, 'ব্রেভো। কনগ্রাচুলেশন। কলকাতার মেয়ে দিল্লীবাসিনীদের হারিয়ে দিল।'

সঙ্গে সঙ্গে খারাপ লাগা শুরু হল দীপাবলীর। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এভাবে কেন বলছেন ? মদ খাওয়ার মধ্যে কি কোন কৃতিত্ব আছে ?'

'নিশ্চয়ই। ওঁরা খাচ্ছেন ঠাণ্ডা মিশিয়ে হলুদ রঙ করে। লুকিয়ে লুকিয়ে। আপনি বুকের পাটা দেখিয়ে সরাসরি।'

'তার মানে আপনারা যে সরাসরি খেয়ে যাচ্ছেন তাতে বীরত্ব প্রকাশ পাচ্ছে ?'

'আমরা ? মানে ? ও, ছেলেরা তো খাই এইভাবে। নাথিং অ্যাবনরমাল।'

কথা বাড়াতে ইচ্ছে করেনি দীপাবলীর। তিন চুমুক দেবার পরে আর ভাল লাগছিল না। মুখে টক এবং তেতো, দুটো স্বাদই ছড়িয়ে পড়ছে। সে উঠে বাথরুমে চলে গিয়ে গ্লাসটা বেসিনে উপুড় করে দিল। তারপর যখন খেয়াল হল তখন অলোকের নেশা টইটুম্বুর। দীপাবলীর মনে হল আজ ইচ্ছে করে বেশী মদ খেয়েছে অলোক। এই পর্যন্ত তার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। এই বেশী খাওয়া অন্য মহিলারাও অপছন্দ করলেন। বলাবলি হচ্ছিল, মদ খেয়ে যারা নিজেদেব কন্ট্রোল করতে পারে না তারা খায় কেন ? ব্যাপারটা আরও দৃষ্টিকটু হল যখন অলোক বাড়ি ফেরার পথে গাড়ি চালাতে চাইল। হাত পায়ের ওপর কোন বশ নেই অথচ মনে জেদ আছে। গৃহকর্তা অনেক করে বুঝিয়ে শেষপর্যন্ত ট্যাক্সি ডেকে দিলেন। এই প্রথম গাড়ি নিয়ে বেবিয়ে সেটাকে রেখে ট্যাক্সিতে ফিরতে হল। মনে পড়ল, অলোক একদিন বড়াই করে বলেছিল সে এমন মদ খায় না যে গাড়ি চালাতে গিয়ে হাত কাঁপবে। মানুষের কথা বলার সময় হুঁশ থাকে না বলেই কথা না রাখতে পারার সময়ের কথা ভাবে না।

অলোক একই ভাবে নাক ডেকে যাচ্ছে। দু'হাতে মাথা আঁকড়ে ধরল দীপাবলী। মৃদু যন্ত্রণা শুরু হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞজনেবা বলবেন এই হল জীবন, উঁচু নিচু আছে। সব সময় একই নিয়মে একই পথে চলে না। মেনে নিতে হয়। কিন্তু একটা মানুষ কত মেনে নিতে পারে ? অফিসে প্রতিটি দিন তাকে মেনে নিতে হচ্ছে। এখানকাব আবহাওয়া এত নগ্ন যে টিকে থাকতে গেলে মুখ বন্ধ রাখতেই হবে। রাকেশ মিশ্রর কেসটা দিয়ে আর এক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। লোকটা নোটিস হাতে করে ঢুকেই বলেছিল, 'ম্যাডাম, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?'

দীপাবলী বলেছিল, 'কেন ? আপনার ওই কেস রি-ওপেন করলাম বলে ?'

'নিশ্চয়ই। এসব ঝামেলা করছেন কেন ? আমাকে কি করতে হবে বলুন ?'

'যা করতে হবে তা কি আপনি পারবেন ?'

'নিশ্চয়ই। আপনি যা চাইবেন তাই হবে ?'

'আপনি একজন সত্যিকারেব ল-ইয়ারেব মত ম্যানুয়াল, কেস ল দেখিয়ে, আর্গুমেন্ট করে আমাকে বোঝান কেন কেসটার আবার শুনানী হবে না ? আপনি পারবেন না কারণ সেটা করতে গেলে পড়াশুনা থাকা দরকার।'

'আই সি ? আপনি আমাকে ইনসাল্ট করছেন।'

'কিছুই করছি না। লোন সার্টিফিকেট এনেছেন ?'

'নিশ্চয়ই।' একগাদা কাগজ এগিয়ে দিল লোকটা। দীপাবলী দেখল পাঁচ হাজার দশ হাজারের সার্টিফিকেট যাবা কোম্পানিকে ধার দিয়েছে। আর সার্টিফিকেটগুলো ছাপানো ফর্মে। পার্টিরা আলাদা হলেও ফর্ম একই মেশিনে ছাপা। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এইসব লোকের আই টি ফাইল নম্বর নেই ?'

'না ম্যাডাম। সব হাউসওয়াইভস। বিয়ের সময় যে গিফ্ট পেয়েছিল তা থেকেই লোন দিয়েছে। কোন ইনকাম নেই।'

'বিয়ের পর যে ব্যাঙ্ক টাকা রেখেছিল তার অ্যাকাউন্ট নম্বর দিন।'

'টাকা রাখার স্কোপই পায়নি। যে তারিখে লোন দিয়েছে তার দিন দশেক আগে বিয়ে হয়েছে কারো কারো!'

'সেকি ? এই মহিলাদের একই সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ?'

'অবাক হচ্ছেন কেন ? হলে অবিশ্বাস করতে পারবেন ?' রাকেশ মিশ্র বললেন, 'ঝামেলা বাড়িয়ে কি হবে ? কাগজগুলো ফাইলে রেখে দিন। আপনার আমার সম্পর্ক বজায় থাকলে সব ঠাণ্ডা থাকবে। আমি আই এ সি-কে এই নোটিসের কথা বলছিলাম। উনিও তাই আপনাকে বলতে বললেন।'

অর্থাৎ তাকে চক্রব্যূহে ঢুকতে হবে এবং বেরিয়ে আসার কৌশল ঠিক করেই। রাকেশ ইঙ্গিত দিয়েছিল তাকে মদত করার জন্যে ডিপার্টমেন্টের ওপরতলার অফিসাররা আছেন। স্রোতে গা ভাসিয়ে চললে কোন বিপদ নেই উল্টে লাভই হবে।

এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি দীপাবলী। আজ রাত্রে জানলায় বসে সে স্থির করল যুদ্ধ করবেই। ব্যাপারটা মেনে নিলে সবাই জানবে সে আর আলাদা নয়। অকারণে একবার হাত নোংরা করলে জীবনে আর পরিষ্কার হবে না। সে মুখ ফিরিয়ে অলোকের দিকে তাকাল।

এই অলোক তার অপরিচিত। বিয়ের আগে যে মানুষটাকে সে দেখেছে বিয়ের পর যেন আমূল বদলে গেল। তখন তাকে দেখার জন্যে, কথা বলার জন্যে যেন পাগল হয়ে থাকত অলোক। দিল্লী থেকে বারংবার ছুটে গেছে মুসৌরি, নাগপুরেও। তাকে একটু আনন্দ দিতে সব কিছু করতে পারত অলোক। এখন পাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে কি উদাসীন হয়ে গিয়েছে। আকাঙ্ক্ষার জিনিস পাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে শিশুরা যেমন হেলায় ফেলে রাখে ঠিক তেমনি। অথচ ভালবাসা প্রতিমুহূর্তে প্রতিপালিত হতে চায়। তাকে আগলে রাখতে হয়। অলোকের সেই বোধ নেই।

বুকের ভেতরটা হঠাৎ হু হু করে উঠল দীপাবলীর। সে উঠে বাইরের ঘরে চলে এল। দরজা বন্ধ করতে অলোকের নাক ডাকার আওয়াজ সামান্য কমল। অন্ধকার ঘরে সোফায় পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ল দীপাবলী। কিন্তু তবু, তার ঘুম আসছিল না।

॥ ৩৩ ॥

ঘরে-বাইরে নিরন্তর যুদ্ধ, যুদ্ধটা নিজের সঙ্গে। একদিকে অলোকের কথাবার্তা, আচার আচরণ মায় জীবনযাত্রা পাল্টে যাচ্ছে একটু একটু করে, অন্যদিকে অফিসের চটচটে আবহাওয়া, প্রতিমুহূর্তে মনের বিরুদ্ধে কাজ করে যেতে বাধ্য হওয়ায় দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল দীপাবলীর। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না সে। এই জীবনে সে এটুকু শিখেছে, স্রোতে গা ভাসাতে না পারো উজানে সাঁতরাতে চেষ্টা কর কিন্তু কখনই জল ছেড়ে সরে দাঁড়িও না, তাহলেই তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। একদা সে এই ভুল করেছিল নেখালি থেকে চাকরি ছেড়ে চলে এসে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে যাওয়া ছাড়া কোন পথ নেই।

বাইরের জগৎ থেকে একধরনের আপাত উদাসীনতা দিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা যায় কিন্তু ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে গেলে নিঃশ্বাসে কষ্ট আসবেই। মেনে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়ার চিরাচরিত ফর্মুলা অনুসরণ করলে যদি কিছুটা স্বস্তি আসে এবং একসময় সেই স্বস্তির পথ ধরে শান্তি তৈরি হয় তাহলে সেটাই করা উচিত বলে মনে হল দীপাবলীর। নিজেকে অনেক বোঝাল সে। লড়াই করা মানে সবসময় দাঁত এবং নখের ব্যবহার নয়।

শনিবার সরকারি ছুটি কোন একটি পরব উপলক্ষ্যে। সকালে ঘুম থেকে উঠে জীবনযাপন স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়নি। অলোক ওঠেনি। পাশবালিশ জড়িয়ে অঘোরে

ঘুমোচ্ছে। বাথরুমে ঢুকে কাপড় পাল্টাতে গিয়ে দীপাবলী বুঝতে পারল শরীরে বেশ অস্বস্তি। গতরাত্রে যা প্রথমদিকে বিস্ময়, মাঝখানে আনন্দ এবং শেষে বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই আজ জানান দিচ্ছে। বিশেষ করে বুকের চারপাশ দপদপ করছে। দাঁত ব্রাশ করে অনেকখানি জল ঢেলে স্নান করল সে। কিন্তু শরীর থেকে বেদনা একটুকুও কমল না।

এমন অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যে কখনও হয়নি। গতরাত্রে ঈষৎ মাতাল অলোক হঠাৎই হিংস্র হয়ে উঠেছিল। সে তার শরীরকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। শরীর নিয়ে সেই খেলায় কোন মমতা ছিল না। ব্যথা পেয়ে চিৎকার করেছে দীপাবলী। জড়ানো গলায় অলোক বলেছে, 'ওহো, ডোন্ট সাউট, আন্দটা মাটি করো না।' ব্যথা সইতে না পেরে দীপাবলী বলেছিল, 'এত জোরে চাপ দিচ্ছ কেন?'

জড়ানো গলায় অলোক জবাব দিয়েছিল, 'ইউ উইল গেট প্লেজার আউট অফ ইট। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। পুতুপুতু করে আদর করে বলে একালের পুরুষরা মেয়েদের কন্ট্রোল করতে পারে না। এনজয় ইট।'

'আঃ। নাঃ। ছাড়ো!' চিৎকার করে উঠেছিল দীপাবলী, আবার।

'না, ছাড়বো না। কেমন করে একটা ফ্রিজকে গ্যাস বার্নারে টার্ন করতে হয় আজ তা আমি দেখিয়ে দেব।'

'কি বললে তুমি?'

'ইয়েস, ইউ আর কোল্ডি। ফ্রিজিড ওমেন। বাট ডোন্ট ওরি, আই উইল টার্ন ইউ—।' কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর স্তব্ধ হয়েছিল দীপাবলী। বিয়ের পর অনেক অবসরমুহূর্তে নানান কথার মধ্যে অলোক ওইসব মেয়েদের কথা বলেছে যারা তাদের স্বামীদের বিছানায় সুখী করতে পারে না। শুধু তাদের শীতলতার জন্যেই দাম্পত্যজীবনে ভাটা এসে যায়। এমন অনেক নারী আছে যারা সংসারের সব কাজে অত্যন্ত নিপুণা, কথাবার্তা, গান এবং সেবায় যাদের কোন তুলনা মেলা ভার কিন্তু একান্তের জীবনে যারা গুটিয়ে যায় শামুকের মত। অলোক সুর করে লাইনটা গেয়ে বলত 'এটা ঠিক গানের মত, একজন গাইবে গলায় আর একজন মনে মনে। নইলে সেটা আর যাই হোক গান হবে না।' কিন্তু কখনই তার কথায় অতৃপ্তির সুর বাজেনি। একথা ঠিক প্রথম দিকে দীপাবলীর মনে যৌনজীবন সম্পর্কে কিছুটা ভীতি ছিল। তার ছাত্রীজীবনে কেউ যৌনজীবন সম্পর্কে কোন উপদেশ দেয়নি। কোন পাঠ্যপুস্তকে সে এ-সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেনি। পরবর্তীকালে বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করার মুহূর্তে এ-সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হয়নি। তার ধারণা ছিল ঘটনাটা ঘটানো হয় শুধু সন্তান জন্মানোর জন্যে। বলতে গেলে অলোক তাকে প্রায় হাতে ধরেই ওই জীবনের আনন্দ পেতে শিখিয়েছে। শরীর শুধু সন্তান দেয় না, তাকে মন্দিরের মত ব্যবহার করে আর একধরনের পবিত্র আনন্দ পাওয়া যায় এই বোধও সে পেয়েছিল অলোকের কাছ থেকেই। কিন্তু এসবের সময়ে অলোক কখনই তাকে শীতল বলেনি। তার চেয়ে বড় কথা সে নিজে জানে শীতল নয়। কিন্তু আলো জ্বলুক বললেই আলো জ্বলে না। তার জন্যে কেরোসিন অথবা হ্যারিকেনের সঙ্গে দেশলাই-এর আয়োজন করতে হয় এবং সুইচ টেপার জন্যে হাত বাড়াতে হয়। এই প্রস্তুতি ছাড়া চরমমুহূর্ত কল্পনা করতে পারে না দীপাবলী।

গতরাত্রে অলোক কোনরকম মানসিক প্রস্তুতির সুযোগই দেয়নি। একাই একশ শকুন হয়ে ধারালো ঠোঁটের আঘাত হেনেছিল। তারপর যখন নিঃশেষিত হল তখন গোড়াকাটা কলাগাছের মত পড়ে গেল বিছানায়। দীপাবলী নিজেকে বোঝাতে চেয়েছিল, কখনও

কখনও পুরুষেরা হয়তো এমন নির্মম আচরণ করে। হয়তো ওদের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তি যা আদিম কাল থেকে একটু একটু করে সুপ্ত হয়ে আসছে তা হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। তাকে এটাকেও উপেক্ষা করতে হবে। ওষুধ খেয়ে শরীরের এই ব্যথা নিশ্চয়ই মরে যাবে। শুধু তার মনে হচ্ছিল যদি মনের পেইনকিলার ট্যাবলেট বাজারে বিক্রি হত!

পরিষ্কার হয়ে চান করল দীপাবলী। কাপ হাতে শোওয়ার ঘরে ঢুকে অলোককে শুয়ে থাকতে দেখে আজই হঠাৎ খুব অশ্লীল বলে মনে হল। তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ নামিয়ে সে একটু গলা তুলেই ওকে ডেকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এখনও রোদ ওঠেনি। বারান্দার চেয়ারে বসে একা চা খেল সে। আজ দুপুরে কোথাও খাওয়ার কথা নেই। বাড়িতেই রান্না করবে সে। একদিন কথায় কথায় অলোক বলেছিল চিংড়ি মাছের বাটিচচ্চড়ি আর পার্শে মাছের ঝাল ওর খুব প্রিয় খাবার। হাঁটতে হাঁটতে বাজারটা করে এলেই হয়। না-রোদ এই সকালে হাঁটতে খারাপ লাগবে না। চা খেয়ে কাপ-প্লেট রান্নাঘরের বেসিনে নামিয়ে দীপাবলী বাজারের থলি নিয়ে শোওয়ার ঘরের দরজায় এসে দেখল অলোক বিছানায় বসে চা খাচ্ছে। দীপাবলী বলল, 'আমি একটু মাছ কিনে আনছি।'

'তুমি, মাছ? আমি থাকতে? না, না, আমি যাচ্ছি।'

'কিছু হবে না। তুমি রেস্ট নাও, আমার যেতে ভাল লাগবে।' দীপাবলীর মুখে আচমকা একটা ভাললাগা ফিরে এল। সে যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখনই অলোক তাকে ডাকল, 'এই শুনছ?'

দীপাবলী সামান্য মুখ ফেরাল। কোন কথা বলল না।

'ডিড আই হার্ট ইউ?'

কি জবাব দেবে দীপাবলী! এতক্ষণের ভাবা সমস্ত কথা উগড়ে দেবে? যদি দেয় তাহলে কথা বাড়বে। হয়তো তর্ক হবে এবং শেষপর্যন্ত একটা তেতো আবহাওয়ায় দিনটা কাটবে। সে হাসল, কিছু বলল না, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু এই সামান্য প্রশ্ন এবং তার আগের বাজারে যাচ্ছে শুনে অলোকের ব্যস্ততা দেখে মন বলতে লাগল এই মানুষের সঙ্গে গতরাত্রের মানুষের কোন মিল নেই। অথচ দুটো মানুষই সত্যি। সে ঠিক করল, দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর অলোককে বুঝিয়ে বলবে। যাতে ভবিষ্যতে গতরাত্রের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার ব্যবস্থা করবে?

মিনিট দশেক হাঁটার পর যে বাজারটা তার আয়ু বেশিদিনের নয়। সবজির আধিক্য বেশি। এখানে আলু পেঁয়াজ এবং অন্যান্য সবজি কিনলে লঙ্কা অথবা ধনেপাতা ফাউ পাওয়া যায়। আর তরিতরকারি কলকাতার থেকে অনেক বেশি তাজা এবং স্বাস্থ্যবান। মাছের জায়গায় এসে দেখল আড় জাতীয় মাছই বেশি। পোনা আছে এবং তা বরফের। পার্শে নেই চিংড়ি তো দূরের কথা। অর্থাৎ ইচ্ছে হলেই এখানে তেমন রান্না করা যাবে না। অলোক বলে বাঙালি এলাকায় নানারকম মাছ আনে এরা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আরও কয়েক ঝুড়ি নতুন মাছ এলে ট্যাংরা পেল সে। ট্যাংরা আর পোনা নিয়ে ফিরে আসতে হল।

বাড়িতে ফিরতেই আর একটা চমক। ব্রেকফাস্ট তৈরি করে ফেলেছে অলোক। বলল, 'চায়ের জল গরম হয়ে গিয়েছে চটপট হাত ধুয়ে এস।' দীপাবলীর ইচ্ছে করছিল অলোককে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু বাজারের ব্যাগে হাত জোড়া, সে নরম গলায় বলল, 'থ্যাঙ্কু।'

চা খেতে খেতে টুকটাক গল্প। অলোক খবরের কাগজ পড়ছে। বাজারে মাছ ভাল পায়নি জানাল দীপাবলী। সেটা শুনে অলোক বলল, 'হুট করে চলে গেলে, নইলে গাড়ি

নিয়ে বের হতাম।'

দীপাবলী বলল, 'কিন্তু আমার নিজের হাতে বাজার করতে ইচ্ছে করছিল।'

অলোক হাসল, 'দ্যাখো, তোমার হাত কি রকম রান্না করে।'

তারপর সারাটা সকাল কেটে গেল রান্নাঘরে। অলোক শুয়ে বসে বই পড়ে সময়টা কাটাল। ট্যাংরা মাছের ঝাল, রুই-এর কালিয়া, ডাল পোস্ত এবং ঝুরঝুরে ভাত তৈরি হবার আগেই দু'বার তাগাদা দিয়ে স্নান করিয়েছে দীপাবলী অলোককে। তারপর নিজে স্নান সেরে টেবিলে খাবার সাজাল।

অলোক এল পাজামা পাঞ্জাবি পরে। এখন তার মেজাজ বেশ ভাল। এসেই টেবিল দেখে জিভে শব্দ করল, 'মাই গড। এ কি করেছ? এ যে দেখছি দারুণ ব্যাপার!'

দীপাবলী নরম হাসল, 'কেমন হয়েছে জানি না। কোনদিন তো এসব রান্নার সুযোগ পাইনি। ভয়ে ভয়ে কোনমতে— !'

'সুযোগ কেউ দেয় না, করে নিতে হয়। বসে পড়, আমি আর ওয়েট করতে পারছি না।' চেয়ার টেনে নিল অলোক।

দীপাবলী বসল না। এবং এই মুহূর্তে সে একজন যথার্থ বঙ্গরমণী কিংবা পৃথিবীর অন্যান্য রমণীদের মত এক অদ্ভুত রসে ভরপুর—যা না-প্রেম না-স্নেহ না-বাৎসল্য না-শ্রদ্ধা না-কামনা অথচ সবটাই জড়িয়ে মিশিয়ে একাকার। সে ভাত ঢেলে দিল পরিচ্ছন্ন হাতে। অলোক বলল, 'না তা হবে না। তোমাকে আমার খাওয়ার তদারকি করতে হবে না। তুমিও বসে পড় একসঙ্গে।'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'না, খাও না, আমি একটু বাদে বসছি!' অলোক একমুহূর্ত তাকাল, 'তাহলে ঘোমটা দাও।'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল দীপাবলী।

'এককালে বাংলাদেশের বউরা যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিবেশন করে যেত তখন তাদের মাথায় ঘোমটা থাকত।' অলোক হাসল।

হাসিটা সংক্রামিত হল। দীপাবলী বলল, 'ঠিক মনে করতে পারছি না। একটা ছবি দেখেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ হাঁটুমুড়ে পাত পেতে খেতে বসেছেন আর ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী পরিবেশন করছেন, মেয়েরাও ছিল কিন্তু কারো মাথায় ঘোমটা—।'

'বেসিক জায়গাটায় গোলমাল করে ফেললে।' থামিয়ে দিল অলোক, 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওঁদের সম্পর্কটা কি ভাবছ না!'

'খাও তো, কথা বাড়িও না।'

অলোক খেতে শুরু করল। দীপাবলী দেখছিল। গতরাত্রের মানুষটিকে এই চেহারার সঙ্গে কেউ মেলাতে পারবে না। এই সত্যিটুকু দিয়ে ওই সত্যিটুকুকে মুছে ফেলা যায় না। ওটাকে তো সে মিথ্যে ভাবতে পারছে না। তাহলে সত্যি কি মোছা যায়?

স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি নিয়ে খাচ্ছিল অলোক। মাছে হাত দিতেই যেন আড়ষ্ট হল। দীপাবলী দেখল মুখে দিয়ে চোখ তুলতে গিয়েও নামিয়ে নিল সে। মুখটা কেমন থমথমে হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ যে হাসিখুশী ভাবটা ছিল তা উধাও। সে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'কি বলব!' হাত গুটিয়ে নিল অলোক।

'মানে?'

'পোস্ত থাকলে আর একটু দাও, খেয়ে উঠে পড়ি।'

'সে কি মাছ খাবে না?'

'নাঃ। খাওয়া যাচ্ছে না।'

'আশ্চর্য! কি হয়েছে বলবে তো!'

'এটা কোন রান্নাই হয়নি। টেস্টলেস, জল কাটছে, এটা কি ঝাল হয়েছে?'

'আমি তো বললাম আমার কোন এক্সপেরিয়েন্স নেই।'

'নেই তো রাঁধতে যাও কেন? আঃ, মা এটা যা রাঁধে তারপর এসব খাওয়া যায় না। আর রাঁধতে জানি না মানে এই?'

'ঠিক আছে, কালিয়া দিচ্ছি, ওটা খেয়ে দ্যাখো।'

'দরকার নেই, আমাকে পোস্ত দাও। ওটা তবু খাওয়া চলে।'

'একবার মুখে নিয়ে দ্যাখো— !'

'মুখটার বারোটা বাজার চান্স আছে দীপা!'

হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল দীপাবলীর। সে ঘুরে সোজা চলে এল শোওয়ার ঘরে। ঢুকেই দরজা বন্ধ করে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। সমস্ত শরীর নিংড়ে আচমকা জল উঠে এল চোখে। নিজের অজান্তেই কেঁদে যাচ্ছিল সে। এবং এই কান্নার সঙ্গে অদ্ভুত কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ছিল শরীরে।

খানিক বাদে দরজায় শব্দ হল, অলোকের গলা পাওয়া গেল। সে দরজা খুলতে বলছে। হঠাৎ মাথা গরম করে সিন না করার জন্যে অনুরোধ করছে। অনুরোধ না আদেশ? দীপাবলী সাড়া দিল না। তারপর সব চুপচাপ। যেন এ-বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব নেই।

একসময় শক্তি ফিরে এল। দীপাবলী বিছানায় উঠে বসল। মুখ ফিরিয়ে আয়নার দিকে তাকাল। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খুব লজ্জা পেল সে। এভাবে ছুটে এসে বিছানায় ভেঙে পড়ল কেন? তার স্বভাবে তো এমনভাবে কান্না নেই। অলোকের রান্না অপছন্দ হয়েছে, সে তা মুখ ফুটে বলেছে। কোনটা খাবে বা না খাবে সেটা ওর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। তাহলে সেটা শুনে এমনভাবে আহত হওয়ার কি যুক্তি আছে? নাকি সে নিজে রান্না করেছে বলে ভেবেই রেখেছিল অলোক সবকিছু খুব তৃপ্তি নিয়ে খাবে! এমন ভাবনা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কি!

দীপাবলী চোখ মুছল। দরজা খুলল। ঘরের বাইরে এসে দেখল অলোক নেই। কোথাও নেই। বারান্দাও ফাঁকা। বাইরের দরজার ল্যাচ টেনে দেওয়া। অলোক বেরিয়ে গিয়েছে। হঠাৎ খুব একা মনে হতে লাগল। এইভাবে না বলে অলোক কখনও বাড়ি থেকে বের হয়নি। তারপরেই মনে হল হয়তো উত্তেজনার বশে অলোক কাছেপিঠে গিয়েছে। একটু ঘুরেফিরেই চলে আসবে। কিন্তু এমন ভরদুপুরে কোথায় যেতে পারে অলাক!

ঘড়ি দেখল সে। দুপুর দুটো। ঠোঁট কামড়ে খাওয়ার টেবিলটাকে দেখল একবার। তারপর যা কিছু বের করেছিল সব ফিরিয়ে নিয়ে গেল রান্নাঘরে। টেবিল পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে বাইরের ঘরের চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল। তার খিদের অনুভূতিটাই মরে গিয়েছিল।

বিকেল পাঁচটায় দরজায় শব্দ হল। অলোক ফিরল তার মাকে সঙ্গে নিয়ে। ঘরে ঢুকে শাশুড়ি বললেন, 'তোমার খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো? আমি ওকে খুব বকলাম। রান্না একটু খারাপ হয়েছে তো এভাবে রাগারাগি করতে হবে? একদম বাপের স্বভাব পেয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই বিয়ের আগে বলনি দারুণ কিছু রান্না করতে পার?'

'না। বরং বলেছিলাম একদম জানি না। শুনে বলেছিল ওটা কোন সমস্যাই না।

দু'জনে চাকবি করছি যখন তখন একটা রান্নাব লোক রেখে দেবে।' দীপাবলী বলা মাত্র অলোক বলল, 'আমি খেতে পারিনি এটা আমার সমস্যা। তাই বলে বেডরুমের দরজা বন্ধ করা হবে কেন? ওখানে তো আমারও প্রয়োজন থাকতে পারে।'

'ঠিক আছে, তুই আর কথা বাড়াস না। তুমি খাওনি?'

'ঠিক আছে, বসুন।'

অলোক ভেতরের ঘরে চলে গেল। শাশুড়ি বসলেন। এই ভদ্রমহিলা ওদের এই ফ্ল্যাটে কয়েকবার এসেছেন। বেড়িয়ে গেছেন। তারা যে আলাদা হয়ে আছে এতে যেন উনি বেশ স্বস্তি পান। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠিক কি ভাবে রান্না করেছিলে বল তো?'

দীপাবলী বলল, শুনে ভদ্রমহিলা শুধরে দিচ্ছিলেন। সেই রন্ধনপ্রণালী চুপচাপ শুনছিল দীপাবলী। যেন পুরোটাই বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন এমন ভেবে নিয়ে শাশুড়ি বললেন, 'এভাবে করলে ও খুশি হবে।'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'বোধ হয় না! ওর সবসময় মনে হবে যে মায়ের মত হযনি। অথচ হোটেলে এর চেয়ে অখাদ্য মুখ বুজে খেয়ে যায়।'

ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'এটাই তো বিপদ। তুমি আব কি ঝগড়া করছ! ওদিকে বাড়িতে যা আরম্ভ হয়েছে তোমাকে কি বলব! একেবারে চুলোচুলি হবাব যোগাড়। ওদেব যদি আলাদা করে দিতে পারতাম তাহলে স্বস্তি হত।'

শাশুড়ি যেন মনের মত প্রসঙ্গ পেয়ে গেলেন। একনাগাড়ে তাঁব বড়বউ-এব নিন্দে করে গেলেন তিনি। দু-একবাব মৃদু বাধা দিতে চেষ্টা কবে হাল ছেড়ে দিল দীপাবলী। একজনেব সম্পর্কে তাব অসাক্ষাতে এমন কটু সমালোচনা কবা যে শোভন নয় তা ভদ্রমহিলা কখনই বুঝতে পারবেন না।

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি চা খাবেন?'

'চা? দাও। হুট বলতে তো চলে এলাম।'

অতএব রান্নাঘরে ঢুকল দীপাবলী। ভদ্রমহিলা পেছনে পেছনে এসে দবজায দাঁড়ালেন, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবসময় গলা জড়াজড়ি ভাব হবে এমন কেউ ভাবে না। একটু আধটু ঝগড়া না হলে আলুনি হয়ে যায় সব। তবে আমবা অল্প বয়সে এসে ঝগড়ার বদলে ঝগড়া করতে ভয় পেতাম। তাই এবেলাব গোলমাল ওবেলাতেই মিটে যেত। তোমরা তো যে যার খুঁটি ছাড়বে না, এই তো বিপদ।'

খুঁটি ছাড়ার ব্যাপার নয়। সব জেনেশুনেও কেউ যদি অবুঝ হয়, অপমান করে, তখন কিছু বলার থাকে না।'

'ওই তো মুশকিল। বলার না থাকলে খেয়োখেয়ি বাড়ে। তারপর একদিন আলাদা। চটপট বাচ্চা হলে এইসব গোলমাল চাপা পড়ে যায়।'

দীপাবলী আড়চোখে শাশুড়িকে দেখল। সে কিছু বলল না। এখন মনের অবস্থা যা তাতে এমন কথা শুনে লজ্জিত হবাবও অবকাশ নেই।

সন্ধের মুখে ওরা তিনজন বারান্দায় বসে চা খেল। অলোককে ডেকে এনেছিলেন তার মা। দীপাবলী বসেছিল শাশুড়ির পাশের চেয়ারে, একটু দূরত্ব রেখে। খালি পেটে চা খেতে খুব খারাপ লাগছিল, গা গোলাচ্ছিল। কিন্তু বাকি দুজনের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল এই সময়ে চা বেশ উপভোগ্য।

হঠাৎ শাশুড়ি বললেন, 'তোমার কিন্তু একটা কাজ না করা অন্যায় হয়েছে।'

অবাক হয়ে তাকাল দীপাবলী, 'কোনটা?'

'তোমার বিয়ের খবব বাড়িতে দাওনি। এত মাস হয়ে গেল ওরা কিছুই জানেন না ! যাই হোক না কেন, ওঁবা তো এককালে অনেক করেছেন তোমাব জন্যে !'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'আপনি জানেন না, আমি যাঁকে ঠাকুমা বলি তাঁকে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু কোন উত্তব পাইনি।'

ভদ্রমহিলা ব্যাগ খুললেন, 'এই দ্যাখো, উনিই লিখেছেন আমাকে।'

এগিয়ে ধরা খামটা নিল দীপাবলী। ও-বাড়িব ঠিকানায় এসেছে। খামেব ওপবে ইংবেজি লেখাটা ঠাকুমাব নয়। ভেতরে খাতার পাতা ছেড়া কাগজে ঠাকুমা লিখেছেন, 'কল্যাণীয়াষু, দীর্ঘকাল অপেক্ষা করাব পব নিতান্ত বাধ্য হয়ে এই চিঠি লিখছি। যদি কোন অসুবিধে কবে ফেলি তাহলে কিছু মনে কববেন না। আমি দীপাবলীব ঠাকুবমা।

বেশ কয়েকমাস আগে আপনাদেব এক পবিচিত মানুষ এখানে এসে দীপাবলী সম্পর্কে খোঁজখবর করেন। আমবা জানতে পাবি তিনি দীপাবলীব বিয়েব আগে তাব সম্পর্কে জানতে চান। সেইসময় তাঁকে সব কথা অকপটে বলা হয়। কারণ মেয়েদের বিবাহিত জীবনে তার অতীতেব কোন ঘটনা লুকিয়ে বাখা উচিত নয়, কোন লাভও হয় না। আমাদের মেয়েটি জীবনে সুখ পায়নি। অথচ আব পাঁচটা মেয়ের চেয়ে সে রূপে-গুণে অনেক ভাল। আমাদেব ভুলের বোঝা সে এতকাল বহন কবছে। তাই তাব বিবাহের খবরে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। এব কিছুকাল পরে আপনাদেব পাঠানো নিমন্ত্রণপত্র পেলাম। সেখানেই আপনার ঠিকানা পেয়েছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি দুঃখ পেয়েছি এই কারণে যে আমাদের মেয়ে ওই কথা দুলাইন লিখে জনার্যনি বলে। শেষবাব সে যখন এসেছিল তখন অনেক ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে গিয়েছিল। তাই সে এমন সুখবব নিজে জানাবে তাই আশা কবেছিলাম। কিন্তু সে আশা তো পূর্ণ হয়নি। তার পরেও অনেক মাস কেটে গেল তার কোন খবব নেই। নিমন্ত্রণপত্র যখন ছাপা হয়েছে তখন নিশ্চয়ই তার বিয়েতে কোন অসুবিধে ঘটেনি। সে নিশ্চয়ই আপনার সংসারে বউ হয়ে সুন্দবভাবে সংসার কবছে। তবে সে চাকরি কবতে ওদেশে গিয়েছিল তাই ঠিক কোথায় আছে তা আমার জানা নেই। আপনি যদি এই চিঠি পেয়ে অনুগ্রহ কবে আমাকে তার ঠিকানা জানান তাহলে বড উপকার হয়। কারণ এই মুহূর্তে তাকে আমাব খুব দরকাব। ভগবানেব আশীর্বাদে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই ভাল আছেন। ইতি আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষিণী, দীপাবলিব ঠাকুরমা।'

সেকেন্ড দশেক চুপ করে থেকে চিঠিটা ফেরত দিল দীপাবলী। শাশুড়ি বললেন, 'তোমাব চিঠি নিশ্চয়ই উনি পাননি। তুমি আজকালের মধ্যেই আবাব চিঠি লিখো। আমিও লিখব।' তারপর চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বললেন, 'আমাকে এখনই উঠতে হবে রে।'

অলোক বলল, 'চল।'

ভদ্রমহিলা দীপাবলীকে বললেন, 'এবার থেকে কোন রান্নার ব্যাপারে সমস্যা হলে সোজা আমার ওখানে চলে যাবে।'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'তার চেয়ে আপনি যদি একজন ভাল রান্নার লোক পাঠিয়ে দেন তাহলে খুব কাজে লাগবে।'

'কাজের লোক তবু পাওয়া যায় কিন্তু রান্নার লোক দিল্লিতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এখানকার লোকের হাতের রান্না তোমারা কেউ খেতে পারবে না। এক, কারও বাড়ি থেকে কোন বাঙালি রাঁধুনি যদি কাজ ছেড়ে দেয় তাহলেই তাকে—। দেখি।'

মা এবং ছেলে নেমে গেল। দীপাবলী ওদের যাওয়া দেখল। অলোক তার সঙ্গে একটিও কথা বলেনি আর। চায়ের কাপ-ডিস ধুয়ে মনে হল পেটে চিনচিনে ব্যথা করছে।

এটা যে খিদের জন্যে তা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মনে পড়ল ছেলেবেলায় ঠাকুমাকে দেখেছে নানান তিথিতে সারাদিন না খেয়ে থাকতে। কখনও সেজন্যে তাঁর কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হয়নি। বরং না খেয়ে থাকাটাই তাঁর কাছে বেশ আনন্দের ছিল। আর সে মাত্র দশ ঘণ্টা না খেয়েই পেটে চিনচিনে ব্যথা বাধিয়ে বসল।

দীপাবলী গোটা তিনেক পাঁউরুটির পিস টোস্ট করে মাখন মাখিয়ে খেয়ে নিল। পেটে জল যাওয়া মাত্র অস্বস্তি কাটল। তারপর সে চিঠি লিখতে বসল। বিয়ের পর সমস্ত খবর জানিয়ে লেখা চিঠিটা কেন ঠাকুমা পায়নি তা বুঝতে পারছিল না সে। চিঠি না পৌঁছানোর কোন কারণ নেই, তবে কি সেটা ঠাকুমার হাতে কেউ দেয়নি? বিবাহের আগে, বিবাহ এবং তার পরবর্তীকালের কথা যতটুকু লেখা যায় ততটুকু জানিয়ে সে চিঠি শেষ করল। খামে ভরে ঠিক করল এবার রেজিস্ট্রি করে পাঠাবে যাতে আর মাঝপথে উধাও হয়ে না যায়। কি ব্যাপারে তাকে ঠাকুমার দরকার তা জানার কৌতূহল বাড়ছিল। খাম বন্ধ করার পরে চুপচাপ বসে রইল দীপাবলী। তাহলে অলোকদের বাড়ি থেকে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছিল। এতে কোন অন্যায় নেই। একটা অজানা অচেনা মেয়ের কথা শুনে তাকে ঘরের বউ করে নিতে কেউ চাইবে না। সে যদি মা হত তবে একই কাজ করত। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই অলোকের অজানা ছিল না। আর অলোক ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও তাকে জানায়নি কেন?

নিঃশ্বাস ফেলল দীপাবলী, জোরেই, অজান্তে। হঠাৎ তার মনে হল যদি ওরা খোঁজ নিয়ে জানত, সে যা বলেছে তার সঙ্গে পাওয়া খবরের কোন মিল নেই তাহলে কি করত? অলোক কি তার সমস্ত ভালবাসা এক মুহূর্তে বর্জন করত? যতই সত্যি হোক যে-কেউ খোঁজখবর না নিয়ে বিয়ের দিকে এগোয় না। তবু দীপাবলীর মনে হচ্ছিল তার একট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। আর এই ভাবনাটাই একটা খারাপ লাগা তৈরি করছিল।

অলোক এল ঘণ্টা দুয়েক বাদে। দরজা খুলে দিতেই প্রায় স্বভাবিক গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু খেয়েছ?'

'হুঁ।'

'কি?'

'খেয়েছি।'

অলোকের হাতে বড় প্যাকেট। সেটি থেকে একটা বাক্স বের করে ডাইনিং টেবিলে রাখল, 'এটায় ফিস ফিঙ্গার, বোনলেস চিকেন কাবাব আর বিরিয়ানি আছে। ফিস ফিঙ্গারটা এখন খেয়ে নেওয়া যেতে পারে।'

'এভাবে কতদিন চলবে?'

'দেখা যাক। শোন, উই হ্যাভ এনাফ। আর কোন তর্ক নয়।'

অলোক বাথরুমে ঢুকে গেল। দীপাবলী বড় প্লেটে ফিসফিঙ্গার ঢেলে বাকিগুলো রান্নাঘরে নিয়ে গেল। বড় প্যাকেটটা তখনও বেশ ফোলা। সেটায় হাত দিতে একটা ভোদকার বোতল বেরিয়ে এল সঙ্গে স্কোয়াশ। দীপাবলী অবাক হল। বাড়িতে বসে মদ্যপান কখনও হয়নি। তাহলে কি অলোক বন্ধুদের আসতে বলেছে?

অলোক তাজা হয়ে বেরিয়ে বলল, 'বারান্দায় বসব। ভাল হাওয়া আছে ওখানে। ছোট টেবিলটা নিয়ে যাচ্ছি তুমি জলের ব্যবস্থা করো।'

আয়োজন সম্পূর্ণ হল। দীপাবলী চুপচাপ বসেছিল। গ্লাস আনার সময় অলোক জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খাবে না?'

মাথা নেড়ে না বলল দীপাবলী।

অলোক কাঁধ নাচাল, 'একা খেতে খারাপ লাগে। না খাও, একটা হোল্ড করতে তো পারো। আমি তোমাকে সাহেববিবিগোলামের ছোট বউঠানের মত নেশা করতে বলছি না!'

দীপাবলী আচমকা নিজেকে পাল্টে ফেলল। সোজা দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি বসো, আমি নিয়ে আসছি।' ওর পরিবর্তনে অলোকের চোখেও বিস্ময় ফুটল।'

স্কোয়াশ মেশানো ভদকায় চুমুক দিল দীপাবলী। স্কোয়াশের গন্ধ আড়াল করে রেখেছে অ্যালকোহলকে। তার যখন একটা গ্লাস শেষ হল তখন অলোক চতুর্থটি ভরেছে। ফিসফিঙ্গারের প্লেট খালি। হঠাৎ অলোক বলল, 'দীপা, ইউ বিলিভ মি, দুপুরে ওসব কথা বলতে চাইনি আমি। বলার জন্যে মনে কোন প্রিপারেশন ছিল না। হঠাৎ বলে ফেললাম। আই অ্যাম সরি।'

'ঠিক আছে। এবার কি খাবার গরম করব?' দীপাবলী উঠে দাঁড়াল।

'প্লিজ।' চুমুক দিল অলোক, 'এখন কি আমি একটা রিওয়ার্ড পেতে পারি?'

'না।' দীপাবলী ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

অলোক সেদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, 'তুমি মাতালদের ঘেন্না কর। বাট আই অ্যাম নট ড্রাঙ্ক! তাই না?' কথাগুলো দীপাবলীর কাছে পৌঁছাল না।

॥ ৩৪ ॥

নির্লিপ্ততা প্রাথমিক পর্বে মানুষকে স্বস্তি দেয় না। কিন্তু সেটা যদি অভ্যেসে এসে যায় তাহলে অনেক সমস্যা থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। তখন চারপাশে যা ঘটছে তাকে ঘটতে দাও, জীবন জীবনের মত চলুক, স্রোতের ওপরে নয়, স্রোতের তলায় মাটি আঁকড়ে পাথরের মত ঈষৎ নড়াচড়া ছাড়া তোমার আর কিছু করণীয় নেই। দীপাবলী এইভাবে জীবনটাকে দেখতে চাইল। বাড়িতে রান্নার লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন শাশুড়ি ঠাকরুণ। বোঝা গেল সে সহজ মানুষ নয়। বছর খানেক আগে কলকাতা থেকে যারা তাকে মাসে একশ টাকা মাইনে দিয়ে এনেছিল তারা এখন হাত কামড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে দুই বাড়ি বদলে সে নিজের আয় আড়াইশোতে নিয়ে গিয়েছে। নিক। দীপাবলীর এসবে কিছু আগ্রহ নেই। খাওয়াটা খারাপ হচ্ছে না, অন্তত অলোক পরিতৃপ্ত হচ্ছে।

অফিসে একটা আপাত শান্তি বজায় আছে। কোন ব্যাপারে বাড়তি মাথা ঘামাচ্ছে না সে। পুরনো কেসগুলোর দিকে তাকাচ্ছে না, নতুন কেসগুলো করার সময় আয়কর আইন যা বলছে তাই অনুসরণ করে চলেছে। এর মধ্যে আই এ সি তাকে জানিয়েছেন গত কয়েকমাসে তার করা কেসগুলোর প্রায় সত্তরভাগের বিরুদ্ধে আপিল ফাইল করেছে অ্যাসেসিরা। একজন বিশেষ আয়কর অফিসারের কেস করা নিয়ে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট, অন্যান্যদের মতামতের বিরুদ্ধে আপিল হচ্ছে না, এটা কর্তৃপক্ষ ভাল নজরে নেবে না। দীপাবলী বোঝাতে চেয়েছিল যারা আপিল করেছে তাদের অ্যাসেসমেন্ট অর্ডারগুলো পড়লেই কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারবেন সে ভুল কাজ করেছে কিনা। আই এ সি কোন উত্তর দেননি। দীপাবলী বুঝেছিল এই পরিসংখ্যান দেখলে অবশ্যই যে-কোন লোক তার সম্পর্কে সন্দেহ করবে। কিন্তু তার কিছু করার নেই। ইতিমধ্যে তার কিছু অর্ডারের বিরুদ্ধে আপিলে না গিয়ে পার্টি সোজা কমিশনারের কাছে মার্সি পিটিশন করেছে। কমিশনার সেটি গ্রহণ করে যে অর্ডার দিয়েছেন তা পড়ে সে অবাক। পার্টির যে ত্রুটির জন্যে সে পেনাল্টি করতে চেয়েছিল তার উল্লেখ না করে কমিশনার কয়েক লাইনের অর্ডারে সেটা নাকচ করে

দিয়েছেন। এই অর্ডারের বিরোধিতা করা যাবে না। অতএব হাতে যা কাগজ পাচ্ছে তার বাইরের বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামানোর অভ্যেস করতে চাইল সে। এখন ডিপার্টমেন্টে তার সম্পর্কে যথেষ্ট দুর্নাম। সে নাকি পার্টিদের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। পার্টিরা তাদের উকিলবাবুদের যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করছে। কেউ কেউ উকিল পাল্টাচ্ছে। আর উকিলবাবুরা বুঝতে পারলো দীপাবলীর ওয়ার্ডে কেস পড়লে তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ফলে দীপাবলীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে একটা ব্যবস্থা করতে তাঁরা সচেষ্ট হলেন।

বাড়ির জীবন এখন আরও অদ্ভুত। সকালে ঘুম ভাঙার পর কিছু করার থাকে না। চা এবং ব্রেকফাস্ট তৈরি করে রান্নার লোকটি। সেগুলোর জন্যে সময় খরচ না হওয়ায় গড়িয়ে গড়িয়ে সকাল কাটানো। বিকেলে বাড়ি ফিরেও কিছুক্ষণ এক দশা। তারপর কারো বাড়িতে যাওয়ার থাকলে সেখানে গিয়ে মদ গেলা। শুভ্রা এবং গোবিন্দ এই জীবনে অভ্যস্ত। তবে শুভ্রারা মদ খেত অরেঞ্জ মিশিয়ে, রঙের আড়াল রেখে। ইদানীং দীপাবলীকে দেখে সাহসী হয়েছে ওরা। শুধু গিয়ে খেয়ে আসায় এক ধরনের হীনম্মন্যতা কাজ করে। বাড়িতে করার লোক নেই এই অজুহাতে ঠেকিয়ে রেখেছিল অলোক পাল্টা নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা। মাঝে মধ্যে কোন হোটেলে কয়েকজনকে ডাকত সে। সেখানে খরচ বেশি হলেও এক ধরনের মানসিক স্বস্তি পেতে চাইত। এবার সে বাড়িতেই ডাকল। ড্রিংকস ফলোড বাই ডিনার।

দীপাবলী একটু আপত্তি করেছিল পুরোন স্বভাবে, 'খাওয়াতে চাইছ ভাল কথা, কিন্তু এতগুলো লোককে মদ না খাওয়ালেই কি নয়?'

'পার্টিতে কেউ শুকনো থাকতে চাইবে না।'

অতএব মদ এল। বোতলকে বোতল। সংসার খরচের টাকা থাকে অলোকের কাছে। মাইনে পেয়ে খুব সামান্য নিজের জন্যে রেখে প্রায় পুরোটাই সে তুলে দেয় অলোকের হাতে। প্রথমবার অলোক আপত্তি করেছিল। তখন জীবন অন্যরকম ছিল। অলোকের কথাবার্তায় সবসময় একটা উদারতা ছড়ানো থাকত। এখন অত্যন্ত অল্প কারণে সহ্যের বাঁধ বিপন্ন হচ্ছে।

সন্ধ্যে বেলায় প্রথম এল শুভ্রারা। গোবিন্দকে দেখে মনে হয় পরিশ্রম করা ছাড়া অন্য কিছু তিনি তেমন বিশ্বাস করেন না। পার্টিতে এসেছেন পথে একটা ব্যবসার কাজ সেরে। শুভ্রা তাই নিয়ে অনুযোগ করছিল। গোবিন্দ হাসছিলেন। শুভ্রা দীপাবলীর সঙ্গে ভেতরের ঘরে এল। এসে জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন জীবন কেমন লাগছে?'

দীপাবলী হাসল, 'নতুন আর কোথায়! মাসের পর মাস তো কেটে গেল!'

'বাবা! এর মধ্যে এই কথা! তাহলে আমার অবস্থায় পৌঁছে যে কি বলবে জানি না। নতুন খবর হচ্ছে?'

'মানে?'

'আমাকে তো ভগবান মেরে রেখেছেন। বিজ্ঞান হার মেনে গেল। ছেলেপিলে এলে দেখবে আবার সম্পর্কটা চেহারা বদলাবে। প্ল্যান কি?' অকপটে জানতে চাইল শুভ্রা।

দীপাবলী মুখ ফেরাল। শারীরিক সম্পর্কের প্রথম রাত্রেই অলোক তাকে জানিয়েছিল সে খুব তাড়াতাড়ি সন্তান চায় না। বিবাহিত জীবনটাকে উপভোগ করতে চায় সে। সন্তানধারণ এবং তার লালনপালন সম্পর্কে দীপাবলীর কোন স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় সে-ও ব্যাপারটাকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। তারপর জল গড়িয়েছে জলের মতন। কোন পক্ষই মনে করেনি সময়টা এসেছে। কিংবা মনে এলেও প্রকাশ করেনি। শুভ্রা তাকিয়ে আছে

সুতরাং বলতে হল, 'ভাবিনি কিছু।'

'আবার কবে ভাববে ? এসব তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়াই ভাল !' শুভ্রার মুখ থেকে কথাটা বেরুনো মাত্র অলোক ভেতরে ঢুকল, 'কি হয়ে যাওয়া ভাল ?'

'এই যে মশাই, আফটার অল আমি কনে পক্ষের লোক। আমার বাড়ি থেকেই কনে বেরিয়েছিল। অতএব জানবার পূর্ণ অধিকার আছে এ বাড়িতে নতুন অতিথি আসতে দেরি হচ্ছে কেন ?'

দীপাবলী দেখল অলোক কেমন হকচকিয়ে গেল। কোনরকমে সেটাকে সামলে নিয়ে বলল, 'নিজেরাই থিতোতে পারছি না আবার ওসব ঝামেলা এনে লাভ কি ?'

'ঝামেলা বলছেন ?' শুভ্রা বিস্মিত।

অগত্যা দীপাবলী কথা ঘোরাল, 'এসব কথা ছেড়ে দাও। আজ কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে হাত লাগাতে হবে। মোট বারোজন আসবে।'

'বারোজন তো নিমন্ত্রিত, রবাহুত হিসেবে আরও দু-তিনজনকে যোগ করো।'

দীপাবলী দেখল অলোক হুইস্কির বোতল বের করছে। শুভ্রার নজরও পড়ল, 'একি ? আপনারা কি ভর সন্ধ্যে বেলায় ওসব নিয়ে বসছেন ?'

'কি করব ? আপনার কর্তাকে শুধু মুখে বসিয়ে লাভ কি ? হ্যাঁ, দু বোতল ভোদকা রাখা আছে। এটা হল দীপার ডিপার্টমেন্ট। আপনাদের জন্যে।' অলোক চলে গেল।

শুভ্রা হাসিমুখে ফিবে দীপাবলীর দিকে তাকাতেই একটু অবাক হল। দীপাবলী বেশ গম্ভীর। শুভ্রা বলল. 'আজকাল অলোক খুব বেশি খাচ্ছে, তাই না ?'

'হ্যাঁ। সন্ধে হলেই মদ না পেলে কেমন আনচান করে।'

'কিন্তু বিশ্বাস করো. বিয়েব আগে ও খুব কম খেত।'

'শুনেছি।'

পার্টি জমে গেল। শুভ্রার কথাই ঠিক। নিমন্ত্রিত না হয়েও দুজন চলে এসেছেন। তাঁদের উঁচু গলায় ঘব মাত। হাতে হাতে গেলাস চলছে। মেয়েরা বসেছে বারান্দায়। ইচ্ছে কবে আজ রঙিন সরবতের ব্যবস্থা করেনি দীপাবলী। ফলে সবাই যেন সঙ্কোচে নুইয়ে পড়ছে। ভোদকা শুধু লেমন দিয়ে খাওয়া যায় না! বড্ড বেশি কিক দেয়—এসব কথাবার্তা চলছিল। এর মধ্যে দু-পেগ খেয়ে মিসেস সোম গান ধরেছেন, 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না !' তাই শুনে ছেলেরা বেরিয়ে এসেছে ঘর ছেড়ে। জিভে শব্দ তুলছে সমঝদারির প্রমাণ দিতে।

মিসেস সোমের গলা ভাল নয়, দমও নেই কিন্তু এককালে যে গানটান গাইতেন বোঝা যায়। দীপাবলী দেখল মেয়েদের মধ্যে যারা ড্রিংক করছিল তারা ছেলেরা আসামাত্র গ্লাস নামিয়ে নিয়েছে। গান শেষ হতেই আবার অনুরোধ বাজল। কিন্তু ভদ্রমহিলা বারংবার পুতুলের মত মাথা নাড়তে নাড়তে না বললেন। এবার অনুরোধটা অন্যদের দিকে ফিরল। কেউই রাজী হচ্ছেন না। হঠাৎ গোবিন্দ গ্লাসে আঙুলের শব্দ করে বলল, 'ঠিক আছে, আমি গাইছি।'

'হয়ে যাক দাদা, প্যানপ্যানানি ছেড়ে আসলি মাল ধরো এবার।' একজন চেঁচিয়ে উঠল।

গোবিন্দ হিন্দী ফিল্মের গান ধরল। খুব হিট গান। গলা মোটেই স্কেলে বাঁধা নয় কিন্তু উৎরে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে সমবেত তাল চলছে। অলোক মিসেস সোমের পাশে বসে পড়েছে। ছেলেরা বসে দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে রয়েছে এপাশে ওপাশে। মিসেস সোমকে আজ প্রথম দেখল দীপাবলী। আর এই সময় শুভ্রা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল,

'তোমার কর্তাকে ওখান থেকে ওঠাও। ললিতলবঙ্গলতা তার কাণ্ড শুরু করে দিয়েছেন। সেম ওল্ড ট্যাকটিস।'

দীপাবলী অলোকের দিকে তাকাল। মাঝখানে হাত পাঁচেকের দূরত্ব। অলোক গ্লাসে চুমুক দিয়ে ঘাড় নাড়ছে গানের তালে। আর মিসেস সোম তাঁর ভারী শরীর প্রায় অলোকের কাঁধে ছেড়ে দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গান শুনছেন তন্ময় হয়ে। আর এরই ফাঁকে কখন যে তাঁর সিল্কি শাড়ির আঁচল বুক থেকে খসে পড়েছে তা তিনি যেন টেরই পাননি।

দীপাবলী নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রমহিলা কে?'

'আছেন একজন। নিজেকে খুব সুন্দরী ভাবেন! ছেলে ধরতে ওস্তাদ। ভাবেন বুকের আঁচল খসিয়ে দিলেই সব ছেলে ওব কোলে গিয়ে মুখ লুকোবে। বদমাস!' শুভ্রা রাগত গলায় বলল।

'ওঁর স্বামী এসেছেন?'

'মাথা খারাপ! স্বামী বিজনেস নিয়ে এত ব্যস্ত যে কোন পার্টিতে আসার নাকি সময় পান না। গত দু'বছরে তিনজনের মাথা চিবিয়েছে। তোমার কর্তাকে ডাকো না!' শুভ্রা শেষ করা মাত্র অলোক ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'সাইলেন্স! গান হচ্ছে!' সঙ্গে সঙ্গে মিসেস সোম গলে ঢলে পড়লো হাসিতে। শুভ্রা বলল, 'দেখলে কাণ্ড!'

হিন্দী ছেড়ে গোবিন্দ চলে এসেছে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গানে। 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি' ধরামাত্র চারধার থেকে সবাই হই হই করে উঠল। আর মিসেস সোম বললেন, 'ও, অলোক, আমি একটু লুতে যাব; প্লিজ!'

কথাটা অনেকেই শুনল। অলোক সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল, 'নিশ্চয়ই, আসুন, এই তো এদিকে।' কোনমতে আঁচল তুলে নিতম্ব বহন করে ভদ্রমহিলা অলোককে অনুসরণ করতেই শুভ্রা বলল, 'যাও, একা ছেড়ো না ওদের।'

অথচ দীপাবলীর একটুও উঠতে ইচ্ছে করল না। কেন যাবে সে? অলোককে পাহারা দিতে? এই ফ্ল্যাটে অলোক যদি ওই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠতা করতে চায় তাহলে কি পাহারা দিয়ে শান্তি পাওয়া যাবে? সম্পর্কের বিশ্বাস যদি ভেঙে যায় তাহলে নিজেকে ছোট করে কি লাভ? আর অলোক যে ওই মহিলার ডাকে সাড়া দিয়ে কিছু করতে পারে এটা ভাবাই তো একধবনের অপরাধ। অন্তত নিজের চোখে প্রমাণ পাওয়ার আগে তো বটেই। আর প্রমাণ পাওয়ার জন্যে আগ বাড়িয়ে সে চোখ দুটোকে ব্যবহার করতে যাওয়ার মত নীচতায় কখনই আক্রান্ত হবে না!

কথা শুনল না দেখে শুভ্রা বোধ হয় বিরক্ত হল। সে উঠে অন্য মহিলাদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করল। দীপাবলী বুঝল কথা বলার বিষয় ওই মিসেস সোম এবং অলোক। এবার মেজাজ খারাপ হল দীপাবলীর। অলোকের কি দরকার ছিল মহিলাকে নেমন্তন্ন করা! অত খাতির করে বাথরুমে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কিছু করার নেই। অলোকের এক বন্ধু এখন গ্লাস ভরে দিচ্ছে। গলার স্বর এবং হাঁটাচলা সবার পাল্টে যেতে শুরু করেছে। হঠাৎ শুভ্রার গলায় ধমক শোনা গেল, 'এই যে, এবার চুপ করো। গলায় বেসুর ধাক্কা মারছে সেটা খেয়াল নেই?'

গোবিন্দ গান থামিয়ে বোকার মত হাসল। আর গান নয়, এবার আলাদা আলাদা আড্ডা। কারো কথার কোন আঁটো ব্যাপার নেই। দীপাবলীর পাশে এসে বসলেন যিনি তাঁকে গত একটা পার্টিতে সে দেখেছে। এই লোকটি বাঙালি নয় কিন্তু বাংলা বলে এবং মদ্যপান করে না।

ভদ্রলোক হাসলেন, 'মিসেস মুখার্জী, ভাল আছেন ?'
দীপাবলীর অস্বস্তি হল, ঘাড় নেড়ে হাসল।
'অলোকবাবু আপনাকে কিছু বলেছেন ?'
'কি ব্যাপারে ?'
'ওই যা, তাহলে ভুলে গিয়েছেন। আপনি আমাকে চিনতে পারছেন তো ?'
'দেখেছি।'
'আমার নাম রণজিৎ। অলোকবাবুর কোম্পানিকে আমরা বড় অর্ডার দিই।'
'ও।' দীপাবলী মুখ ফেরাল।
'আপনাদের এই পার্টি আমার খুব ভাল লাগে।'
'তাই ?'
'হ্যাঁ, মিসেস মুখার্জী ! কিরকম খোলামেলা। লেডিস আর জেন্টস কোন ফারাক নেই। আমাদের জাতের মেয়েরা এখনও এতটা স্মার্ট হতে পারেনি।
'হয়ে যাবে, চিন্তা করবেন না।'
'তদ্দিনে তো আমি বুড়ো হয়ে যাব।' হাসল রণজিৎ।
এইসময় অলোক এবং মিসেস সোম ফিরে এল। অলোকের হাতে নতুন গ্লাস। ওদের দেখামাত্র সে বলল, 'এই যে রণজিৎ, ঠিক ঘাটে নৌকো ভিড়িয়েছ, এখন আর নিশ্চয়ই আমার দরকার নেই, নিজের কাজ গুছিয়ে নাও।'
রণজিৎ হাত নাড়ল, 'আরে দাদা, আপনি ওঁকে কিছু বলেননি ?'
অলোক হাসল কিন্তু কথা বলল না। কাঁপা পায়ে গোবিন্দর কাছে চলে গেল। রণজিৎ বলল, 'আমি দাদাকে একটা রিকোয়েস্ট করেছিলাম। আপনি যদি একটা ফেবার করেন তাহলে খুব উপকার হয়। ইট উইল নট বি ওয়ানসাইডেড। অফ কোর্স !'
'কি ব্যাপার বলুন তো ?'
'আমাদের একটা কেস আপনার কাছে আছে। আই মিন আই টি কেস। আমার উকিল বলছে ও আপনাকে ম্যানেজ করতে পারছে না। আপনি কেসটা ছেড়ে দিন।'
'কোন কেস ?'
'ড্রিমল্যান্ড প্রমোটার্স।'
দীপাবলীর মনে পড়ল। সে মাথা নাড়ল, 'আপনাদের সোর্স অফ ইনভেস্টমেন্টটা ক্লিয়ার করতে বলবো। বাড়ির যে ভ্যালুয়েশন দিয়ে দেখিয়েছেন তা বাচ্চারাও বিশ্বাস করবে না।'
'আরে, আমরা রিকগনাইজড ভ্যালুয়ারকে দিয়ে ভ্যালুয়েশন করিয়ে রিপোর্ট দিয়েছি।' রণজিৎ প্রতিবাদ করল, 'আর সোর্স হল আউট অফ পাস্ট সেভিংস। কিছু কিছু ফ্ল্যাট-এর এগেনস্টে অ্যাডভান্স নেওয়া আছে।
'সেটা টেন পার্সেন্ট। আর যে ভ্যালুয়েশন দিয়েছেন তার ওপর টেন পার্সেন্ট অ্যাড করে ডিপার্টমেন্ট যদি আপনাদের কাছ থেকে বাড়িটা কিনে নিতে চায় তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদের আপত্তি নেই।' দীপাবলী উঠে দাঁড়াতেই রণজিৎ উঠল। সে বলল, 'মিসেস মুখার্জি, আপনার হাসব্যান্ডের সঙ্গে আমার ভাল সম্পর্ক ! একটু ভেবে দেখুন — !'
দীপাবলী বলল, 'দেখুন, ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে কথা বলতে হলে আমার অফিসে এসে দেখা করবেন। এখানে আপনি আমাদের গেস্ট। সেইরকম ব্যবহার করলে খুশী হব।'
মদ্যপান শেষ করে খাওয়াদাওয়া চুকোতে রাত একটা বাজল। এর মধ্যে তিনজন

বেহেড হয়ে গিয়েছে। তাদের দায়িত্ব নিতে কেউই রাজী হচ্ছিল না। যে যার মত গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অলোক মিসেস সোমকে অনুরোধ করল ওদের পৌঁছে দিতে। তিনি তাঁর বিশাল গাড়িতে একা গিয়েছিলেন। শোনা মাত্র আঁতকে উঠলেন, 'ওঃ, নো ! অলোক, আমি মাতালদের স্ট্যাণ্ড করতে পারি না। বাই, গুডনাইট।'

যে তিনজন এখন বাইরের ঘরে শুয়ে আছেন সোফায়, তাঁদের সঙ্গে গাড়ি আছে। অথচ এইমুহূর্তে তিনজনেই মুখ হাঁ করে পড়ে আছেন। দীপাবলী দরজা থেকে ফিরে গেল শোওয়ার ঘরে। অলোক এখনও বাইরে। এইসময় কাজের মেয়েটি দরজায় এসে দাঁড়াল।

আজ সন্ধের পরে ওকে শেষবার দেখেছিল দীপাবলী। তারপর কোথায় ছিল খেয়াল করেনি। এই ফ্ল্যাট এমন কিছু রাজপ্রাসাদ নয় যে লুকিয়ে থাকলে দেখা যাবে না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবে ?'

মেয়েটি বলল, 'আমি আপনাদের বাড়িতে কাজ করব না।'

অবাক হল দীপাবলী, 'কেন ?'

'আপনারা মদ খান। আপনারা মাতাল।'

হতভম্ব হয়ে গেল দীপাবলী। সামলে নিয়ে কোনমতে বলতে পারল, 'কি বলছ তুমি ?'

'ঠিকই বলছি। এ কিরকম ভদ্রলোকের বাড়ি ? ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে একসঙ্গে বসে মদ খাচ্ছে। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। দাদাবাবু যে বউটাকে বাথরুমে নিয়ে গেল তার কাণ্ড দেখলে আমাদের দেশের মেয়েরা লজ্জায় মরে যেত আর আপনার কোন হুঁস নেই। না, না, এই রকম বাড়িতে আমি কাজ করতে পারব না। আমার এ কদিনের মাইনে আপনি দিয়ে দিন।'

'তোমাকে এখানে এনে দিয়েছেন দাদাবাবুর মা। দাদাবাবুকে বল।'

'দাদাবাবুর তো পা টলছে। ওদিকে বাইরের ঘরে তিনজন পড়ে আছে। মাতালদের আমি ভীষণ ভয় করি। আমি এখন বলতে পারব না।'

'এখন না পার কাল সকালে বল।'

'ঠিক আছে, তাই বলব। আমি আজ নিচে শোব। এখানে শুতে পারব না।'

'নিচে শোবে মানে ?'

'নিচের তলার ফ্ল্যাটে।'

হঠাৎ দীপাবলীর খেয়াল হল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি সন্ধের পর থেকে সেখানে গিয়ে বসেছিলে ? তোমায় দেখতে পাইনি তো !'

মেয়েটা জবাব দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এইসময় বাইরের ঘরে কেউ জোরে জোরে বলে উঠল, 'আমি ঠিক আছি। নো প্রব্লেম। জাস্ট স্টিয়ারিংটা দুই হাতের মধ্যে এনে দাও ঠিক রাস্তা চিনে ফিরে যাব।'

অলোক বলল, 'একটু মুখে জল দিয়ে নিন।' ওর কথাও জড়ানো।

দীপাবলী ঘর থেকে বের হল না। মেয়েটা ডাইনিং রুমের স্তূপীকৃত প্লেটডিসের পাশে দাঁড়িয়ে। বাইরের ঘরে যেন কুস্তি চলছে। তারপর একসময় আর কোন শব্দ শোনা গেল না। মেয়েটা উশখুশ করল। শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আজকের রাতটা আমি এখানেই শুয়ে পড়ছি। ওরা চলে গিয়েছে।'

নিচে গাড়ির শব্দ হল। অলোক ফিরে এল মিনিট তিনেক বাদে। সশব্দে দরজা বন্ধ করে শোওয়ার ঘরে এসে বলল, 'উঃ, যেন ঝড় গেল। এক মাতাল দুই মাতালকে লিফট দিতে গেল। মাতাল কখনও অ্যাকসিডেন্ট করে না, কি বল ?'

'নিজেকে জিজ্ঞাসা কর।'

'মানে! আমি মাতাল! স্ট্রেঞ্জ! তাহলে তো তুমিও। আমি তোমাকে খেতে দেখেছি।'

'আমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে না, পা টলছে না। কেউ আমাকে ভয় পাচ্ছে না।'

'মাইগড্! কে আমাকে ভয় পেল?'

'তোমার কুক-কাম মেড। সে বলেছে এমন মাতালেব বাড়িতে কাজ কববে না। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি কিনা সেই ব্যাপাবে সন্দেহ করেছে। ওকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলাম।'

'হোয়ার ইজ শী?' ফোঁস ফোঁস করে উঠল অলোক।

'নো! এখন এই মুহূর্তে তুমি কিছু বলতে পারবে না ওকে।'

'এই রাত্রে বাড়ি থেকে বের করে দিলে না কেন?'

'তোমার আমার দেওয়া না দেওয়ার ওপর ও ভরসা কবে নেই। মনে হচ্ছে নিচের তলার ফ্ল্যাটে ইতিমধ্যে কাজের ব্যবস্থা করে নিয়েছে ও।'

অলোক এগোতে গিয়ে বেতের চেয়ারে ধাক্কা খেল। খেয়ে বলল, 'আঃ, এটাকে আবাব সামনে এনে রাখল কে? ননসেন্স!' তারপব গলা পাল্টে বলল, 'খুব জমেছিল আজ, তাই না?'

দীপাবলী কোন জবাব দিল না। অলোক তার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি স্বচ্ছ নয়। সে হাসার চেষ্টা করল, 'অফ মুড কেন? ও, তুমি কি মিসেস সোমের ব্যাপারটা নিয়ে এখনও ভাবছ? আরে না। শী ইজ দ্যাট টাইপ। প্রতিটি পার্টিতে একজন না একজনের সঙ্গে ওই ব্যবহার করেন। সবাই জানে। ইনডিভিজুয়ালি কারো সঙ্গে ইনভলভ্ড নন। পার্টিকুলারি আমার সঙ্গে তো নয়ই। এ নিয়ে একটুও দুশ্চিন্তা করো না।'

'আমি যে কোনরকম দুশ্চিন্তা করছি তা তোমাকে কে বললে?'

'ও। হ্যাঁ। করছ না। শুভ্রা তাই বলল যাওয়ার সময়। কি স্ত্রী মশাই আপনার, একটুও জেলাসি নেই। মহৎ মানুষের প্রাণ। কিন্তু মেয়েটাকে নিচের দত্ত ম্যানেজ করে নিয়েছে? ইম্‌পসিব্‌ল! বেশী মাইনে দেবে? তাহলে তো আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে। আই কান্ট টলারেট দিস। ওর মাইনে বাড়িয়ে দাও, শী মাস্ট স্টে হিয়ার।'

'তোমার মা ওকে ভাঙিয়ে এখানে এনেছিলেন।'

'ডোন্ট ইউজ দ্যাট ওয়ার্ড! কি ল্যাঙ্গুয়েজ! ভাঙিয়ে? ঠিক আছে, আমি কথা বলছি! কি নাম যেন?' টলতে টলতে ডাইনিং রুমের দিকে এগিয়ে যেতেই অলোক মেয়েটির দেখা পেল, 'এই যে! খুব রাগ করেছ? আরে বোকা মেয়ে, এরকম কি রোজ হবে? না, না। শোন তুমি যা পাচ্ছিলে তার ওপর একশ টাকা বাড়িয়ে দেব। ও কে?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল এত চটপট যে দীপাবলীও অবাক হল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল অলোক, 'দ্যাটস লাইক এ গুড গার্ল। যাও, শুয়ে পড়। কোন ভয় নেই।'

মেয়েটি সরে গেল। অলোক ফিরে এল ঘরে, 'দেখলে ম্যানেজ হয়ে গেল।'

'দেখলাম! আমি শুয়ে পড়ছি।'

'কিছু মনে করো না, তুমি খুব আনসোস্যাল।'

'আর কিছু?'

'ওঃ, ডোন্ট টক লাইক দ্যাট।'

'তুমি আমাকে কথা বলাচ্ছ।'

'একটা কথা। তুমি আজ রণজিৎকে রিফ্যুজ করে খুব ভাল করেছ।'

এবার অবাক দীপাবলী। সে ভেবেছিল এই নিয়ে অলোক তার সঙ্গে ঝামেলা করবে। উল্টে সে তাকে সমর্থন করবে এটাই ভাবতে পারেনি। অলোক বলল, 'লোকটা ভেবেছিল আমাদের কিছু অর্ডার পাইয়ে দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে। ও যা বলবে আমরা তাই করব! নো! আমি তোমাকে কোনরকম রিকোয়েস্ট করিনি। তাই ওকে ঠিক পথ দেখিয়ে খুব ভাল করেছ।'

'এতে তোমার কি লাভ হল?'

'আরও প্রেসারে পড়ুক ব্যাটা। জব্দ হোক। তারপর এসে হাতে পায়ে ধরবে তখন না হয় দেখা যাবে। নট বিফোর দ্যাট।'

'অলোক, আমি আশা করেছিলাম তুমি আমাকে বুঝেছ। আমি আজ যা বলেছি তা থেকে ভবিষ্যতেও সরে আসার কোন কাবণ নেই। আর তোমার পরিচিতদের জানিয়ে দেবে অফিস সংক্রান্ত...

খাটে এসে বসল অলোক, 'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'খুব সোজা কথা। আমার অফিস এবং আমার বাড়ি আলাদা।'

'তুমি আমার কথা ভাববে না?'

'নিশ্চয়ই। বাড়িতে যখন থাকব তখন ভাবব। কিন্তু অফিসেব কাজে তোমাকে জড়ানো কেন?'

'লুক, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানো? মনে হয় আমি একটা নীতিবাগীশ পুতুলকে বিয়ে করেছি। তার শরীরে কোন রক্ত মাংস হৃদয় নেই!'

ঠোঁট কামড়াল দীপাবলী, 'বিয়েব আগে এটা টের পাওনি?'

'পেলে নিশ্চয়ই এখন এই কথা বলতাম না।'

'তোমাদের যে লোক আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে জলপাইগুড়িতে গিয়েছিল তার অন্তত উচিত ছিল এটা জানানো।'

'তার মানে?'

'তোমার মা বাবাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। তাঁরা খোঁজ নিতেই পারেন। কিন্তু তোমারও ওই রিপোর্টের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে এটাই আমার মাথায় আসছে না। আর কথাটা আমাকে জানাবার মত সাহসও তোমার হয়নি।'

'তুমি কি বলতে চাও?'

'কিছু না।'

'আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই?'

'অভিযোগ তদ্দিনই থাকে যদ্দিন কিছু আশা কবতে পারা যায়!'

'তার মানে আমি তোমার এতখানি অবহেলার পাত্র?'

'অলোক, আজ আর কথা বলা ঠিক হবে না। কথায় কথা বাড়ে। হয়তো আমি যা চাই না তাও বলে ফেলব। প্লিজ এখন চুপ করো।'

'নো। হয়ে যাক ফাইন্যাল।'

'ফাইন্যাল? আমরা কি কোন খেলায় মেতেছি?'

'হ্যাঁ। জীবন নিয়ে খেলা। আমি তোমাকে সরাসরি প্রশ্ন করছি। আর ইউ হ্যাপি উইথ মি?'

'এ প্রশ্নের জবাব এখন আমি দেব না।'

'নো। ইউ মাস্ট!'

'প্রশ্নটা যদি আমি তোমায় করি কি জবাব দেবে।'

'খুব সোজা। কখনও কখনও হ্যাঁ, কখনও না।'

'যাক! সত্যি কথা বললে'।

'কিন্তু তোমার উত্তর কি?'

'আমি তো বলছি বলব না।'

'এই মাস্টারনিপনা ছাড়। তুমি আমার মুখ থেকে কথা বের করে নিয়ে বেশ মজা পাও তা আমি জানি। কাম অন, বল?'

'এখন এই মুহূর্তে তুমি নর্মাল নও। এখন বুঝবে না।'

'বাজে কথা বলে এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?' গলা উঠল অলোকের।

'বেশ। আমারও উত্তর একই। তুমি যা বললে।'

'তাহলে আমাকে এটা বলনি কেন?'

'বলার মত নয় বলে। পৃথিবীতে দুটো মানুষ কখনই অবিমিশ্র সুখে বাস করতে পারে না। কোন দম্পতিকে এখন তুমি খুঁজে পাবে না যারা খুব সুখী।'

দীপাবলী হাসল, 'আর তুমিও তো আমাকে কখনও বলনি একথা!'

'কিন্তু আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ কি?'

'তুমি আমাকে সহ্য করতে পার না এটা আমি জানি। আর পার না বলে অনেক কথা আমার কাছে লুকিয়ে যাও। তোমার মা বাবা ওই বাড়ির কোন বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা কর না। মিথ্যে বলা আর কিছু না বলে লুকিয়ে রাখা একই অপরাধ। তুমি এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছ অলোক। তুমি বলেছিলে মদ খাও কিন্তু কখনই গাড়ি চালাতে গিয়ে তোমার হাত কাঁপে না। কিন্তু ইদানীং তুমি রাত্রে স্টিয়ারিং ধরতে পারছ না। বিয়ের আগে যা যা তুমি উদারতা দিয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলে তা এখন স্বার্থপরের মত আঁকড়ে ধরেছ। অস্বীকার করতে পার?'

'আর কিছু?'

'একটা কাজের মানুষ ভদ্রলোকের বাড়ি নয় বলে অপমান করল। তার মানসিক গঠনের সঙ্গে এই জীবন মেলে না বলে কাজ ছেড়ে দিতে চাইল। তুমি তাকে অনুনয় করে একশ টাকার টোপ দিয়ে এ বাড়িতে রাখতে চাইছ। এটা করে কোথায় নিজেকে নামিয়ে নিয়ে গেলে? শুধু দুটো ভাল রান্নার লোভ তোমার কাছে বড় হল?'

'ওকে আর একজন ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।'

'যাচ্ছিল। আর তুমি সেটা না দিতে মাথা নোয়ালে। ছিঃ।'

'এই যদি তোমার ভাবনা তাহলে আমার সঙ্গে আছ কেন? তুমিও তো মদ খাও! তুমিও তো এই জীবন মেনে নিয়েছ।'

'নিয়েছি। কারণ তুমি এই জীবনে আছ বলে। মদ খাওয়ার সময় তুমি আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিলে বিমল মিত্রের চরিত্র হতে হবে না। ভদ্রলোক কত বড় স্রষ্টা ছিলেন তা আমি আজ অনুভব করছি। উনি যা সত্যি তাই লিখেছিলেন আর আমরা নিজেদের ঢাকবার জন্যে তাই নিয়ে ব্যঙ্গ করি। কিন্তু মুখোশ তো একদিন খুলে পড়েই, পড়ে না?'

'তাহলে আমার সঙ্গে আছ কেন?'

'কারণ আমি আমার জীবনের অনেক অনেকদিন একদম একা কাটিয়েছি। একলা থাকার কি যন্ত্রণা তা আমি ছাড়া কজন জানে জানি না। তুমি তো জানোনা। এই একা থাকা আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি অন্যায়ের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে

চাইনি। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছিলাম। তাই তোমাকে মেনে নিতে, তোমার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছি। আর যাই হোক, রাত্রে যখন তুমি আমার পাশে শুয়ে ঘুমোও তখন তো আমার মনে হয় আমি একা নই। ইচ্ছে করলে তোমাকে স্পর্শ করতে পারি। অথচ সেই একা থাকাব দিনগুলোতে আমার চারপাশে কেউ ছিল না। মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে চমকে উঠতাম। আমি সেই জীবনে আর ফিরে যেতে চাইনি। আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম।' হঠাৎ কান্নায় গলা বুজে এল দীপাবলীর। সে হাঁটুতে চিবুক রাখল।

অলোক উঠে বসল। তারপর বাথরুমে চলে গেল। এবং একটু বাদেই সেখানে বমির শব্দ হল। দীপাবলী মুখ তুলল। একটু অপেক্ষা করল। তারপর বাথরুমের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অলোক বেসিনে বমি করার চেষ্টা করছে। প্রথমবারের পর আর কিছু বের হচ্ছে না। তার শরীর কাঁপছে।

দীপাবলী অলোককে ধবল, 'হবে আব?'

অলোক মাথা নাড়ল। ওকে ধীরে ধীবে বিছানায় এনে শুইয়ে দিল দীপাবলী। তারপব একটা তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে গলায় কপালে ধীবে ধীরে বোলাতে থাকল। হঠাৎ আরামে চোখ বন্ধ হয়ে গেল অলোকের। সে ফিসফিসে গলায় উচ্চারণ করল, 'থ্যাঙ্ক!'

দীপাবলী বলল, 'কথা বল না। ঘুমাতে চেষ্টা কর।'

॥ ৩৫ ॥

এ এক অদ্ভুত সম্পর্ক! দুটো মানুষ পবস্পরকে ভালবেসে, অপেক্ষা এবং নিজেদের মন যাচাই করে যখন একত্রিত হয় তখন সেই সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব দু'জনের ওপর এসে যায়। পৃথিবীসুদ্ধু মানুষ আশা করে তারা শান্তিতে বসবাস করবে। একটি মানুষের ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গী যে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে পাল্টে যেতে পারে সেটা সচরাচর কেউ মানতে চায় না। পুরনো ছবির সঙ্গে নতুন ছবির গরমিল হলেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। এক রবিবারে পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দীপাবলীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

সেই রাত্রের পর এ-বাড়ির ছবিটা মোটামুটি এই রকম। কাজের মেয়েটিকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। সে নির্বিকার মুখে নিচের ফ্ল্যাটে দত্তবাবুর কাছে কাজ করছে। দেখা হলে ওর মুখ দেখে বোঝাই যায় না কোনকালে সে এদের কাছে কাজ করেছে। ওকে বিদায় করেছে অলোকই। পরদিন সকালে দীপাবলী কিছু বলার আগেই জানিয়ে দিয়েছে ওকে তার দরকার নেই। তার বদলে একটি বছর পনেরর ইউ পি-র ছেলেকে অলোক ধরে নিয়ে এসেছে। চা বানানো, রুটি সেঁকা এবং দু-একটা ভাজাভুজি ছাড়া তার কোন কৃতিত্ব নেই।

সকালে উঠে সে-ই চা বানায়, ব্রেকফাস্টের যোগাড় করে। দীপাবলী শেষ পর্বে তার সাহায্য নিয়ে টেবিলে সেগুলো পরিবেশন করে। অলোক এবং সে খাওয়া শেষ করে প্রায় নির্বাক থেকেই। খুব বাধ্য না হলে কেউ বেশী শব্দ ব্যবহার করে না। অফিস যাওয়ার পথে অলোক তাকে নামিয়ে দিয়ে যায়। কোন কোন দিন দীপাবলীকে নামাবার সময় জানায় যে কাজের চাপ থাকায় সে বিকেলে আসতে পারবে না। সেদিন একা-একাই ফেরে দীপাবলী। দিল্লীর বাস সার্ভিসে সে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। যেদিন অলোক সঙ্গে থাকে সেদিন বাড়ি ফিরে বা খাওয়ার পর সে বই নিয়ে বসে। কিছুটা সময় বাড়িতে কাটিয়ে অলোক বেরিয়ে যায়। ফেরে রাত দশটার পরে। যেদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে ফেরা হয় না সেদিন অলোক একটু বেহিসাবী। অন্তত বারোটা বেজে গেলে সে বেল বাজায়। পায়ে

জোর থাকে না, টেবিলে চাপা দেওয়া খাবারে একটুও আগ্রহ থাকে না। দিন তিনেক ওর জন্যে না খেয়ে অপেক্ষা করার পর দীপাবলী এখন দশটা বেজে গেলে আর অপেক্ষা করে না।

এই বাড়িতে কাজ করতে এসে চাকরটি খুব খুশি। সে যে দু'হাতে পয়সা মারছে তা বুঝেও চুপ করে থাকে দীপাবলী। এক জায়গায় নির্লিপ্তি ক্রমশ বিস্তার করেছে সবক্ষেত্রেই। অলোকের বাইরের জীবন, সন্ধের পর পার্টি পার্টিতে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেসটা থেকে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিয়েছে সে। এই নিয়ে কথাও হয়েছিল একদিন। দীপাবলী খুব ভদ্রভাবেই বলেছিল, যেখানে তাকে না নিয়ে গেলে অলোকের সম্মানহানি হবার আশংকা থাকবে সেখানে সে নিশ্চয়ই যাবে। অলোক হেসে জবাব দিয়েছিল, 'অনেক ধন্যবাদ। তুমি আমায় বাঁচালে।' অবশ্য তার পরে এতদিনেও সেইরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য নয় কিন্তু অলোক কি ভাবে ম্যানেজ করছে তা সে-ই জানে।

এই রকম সম্পর্ক যাব কোন ব্যাখ্যা নেই, যা আছে বললে ভুল বলা হবে আবার নেই মানে অত্যন্ত মিথ্যে ভাষণ তাই ঝুলেছিল ওদের ফ্ল্যাটে। পরেশবাবু এলেন এই পটভূমিতে। বৃদ্ধকে দেখে আপ্লুত হল দীপাবলী। অত্যন্ত আন্তরিক হয়ে উঠল সে। সোফায় বসে পরেশবাবু বললেন, 'অলোক এখন আমার ওখানে! এই দ্যাখো, আমার বলছি কেন, ওটা তো তোমাদেরও বাড়ি। বুঝলাম তুমি একা আছ তাই কথা বলতে এলাম। আজকাল তো একা বেশী চলাফেরা করতে পারি না, বয়স খুব কামড় দিচ্ছে, কিন্তু কিছুদিন থেকে মনে হচ্ছিল তোমার কাছে আসা দরকার।'

দীপাবলী পাশে বসে বলল, 'এত কষ্ট করলেন কেন? আমায় ডেকে পাঠালেই তো হত।'

'ডেকে পাঠালেই যে যেতে তা আমি জানি। কিন্তু তাতে তো কথা হত না মা।'

দীপাবলী আড়ষ্ট হল। বৃদ্ধকে দেখেই সে আন্দাজ করেছিল কিছু একটা ঘটেছে। এই মানুষটিকে তার খুব ভাল লাগে। কালীবাড়িতে যেচে আলাপ করে তিনি স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন কনে হিসেবে পছন্দ করার জন্যে বলে নয়, মানুষটির বুকে একটা নরম মন আছে যার স্পর্শ পেলে খুব ভাল লাগে। সে কথা ঘোরাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে একটু চা করে দিই?'

'না হে। দুবারের বেশী চা খেলে রাত্রে জেগে থাকতে হয়!'

বৃদ্ধ চুপ করে রইলেন। দীপাবলীও নির্বাক। সে বুঝতে পারছিল শ্বশুরমশাই কথা খুঁজছেন। ঠিক কিভাবে বক্তব্য রাখবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আমাদের ব্যাপারে কিছু জানতে চান?'

বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন, 'ঠিক বলেছ! জানতে চাই। যা জেনেছি তার ওপর নির্ভর করে কিছু বলতে মন থেকে সায় পাচ্ছিলাম না। তোমার মুখে কিছু শুনি, তারপর বলব।'

'বেশ, কি জানতে চান বলুন!'

'তোমাদের কি হয়েছে?'

'আমাদের?' দীপাবলী তাকাল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'মতবিরোধ।'

হঠাৎ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন বৃদ্ধ, 'ও হো, তাই বল। তোমার শাশুড়ি যা বলল তাতে মনে হচ্ছিল কত কি না ঘটে গেছে। তা মতবিরোধটা মিটিয়ে নেওয়া যায় না?'

দীপাবলী জবাব দিল না। এই বৃদ্ধের সঙ্গে ওই তেতো বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে

একটুও ইচ্ছে করছিল না। সে চুপ করে আছে দেখে বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল ?'

দীপাবলী বলল, 'আপনি কি শুনেছেন তা জানলে বলতে সুবিধে হত।'

হাত নাড়লেন পরেশ মুখার্জি, 'একদিন শুনলাম তোমার রান্না নাকি অলোক খেতে পারছে না। তা তোমার শাশুড়ি যখন আমাদের সংসারে এল তখন সে লুচি বেললে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ হয়ে যেত। শিখতে শিখতে শেখা হয়ে যায়। তোমার শাশুড়ি রান্নার লোক পাঠালেন। আমার ভাল লাগেনি ব্যাপারটা। বলেছিলাম ওদেরটা ওদের বুঝতে দাও। এই করে তিনি বড় ছেলে আর বড়বউ-এর মধ্যে অশান্তি বাঁধিয়েছেন। না, না, আমায় বলতে দাও। তারপর কানে এল অলোক নাকি রোজ খুব মদ খাচ্ছে আর সেই সঙ্গে তুমিও তাল দিচ্ছ। দ্যাখো, দেশটা তো বিলেত আমেরিকা হয়ে যায়নি যে চায়ের বদলে মদ খেতে দেখলে কিছু মনে হবে না। ছেলে রোজ মদ খাচ্ছে শুনলে রাগ হয় কিন্তু ছেলের বউ মদ খাচ্ছে শুনলে বুকের ভেতর কষ্ট হয়। ওটা কি খাওয়ার জিনিস ? অলোকের বন্ধুদের বউরা খায় ?'

'হ্যাঁ। তাঁরা কোল্ড ড্রিঙ্কসের রঙের আড়াল রেখে খান।'

'তুমি খাও ? সত্যি ?'

'হ্যাঁ, কখনও সখনও।'

'কেন মদ খাও ?' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'অলোক তোমায় খেতে বলেছে ?'

'ওঁকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। হ্যাঁ, উনি বলেছেন। কিন্তু খেয়েছি তো আমি। তবে মদ খেতে আমার যেমন ভাল লাগেনি তেমনি খেয়ে যে খুব বড় অন্যায় করেছি তাও মনে হয়নি।'

'মনে হয়নি ?' বৃদ্ধ বিরক্ত, 'অযথা পয়সা এবং শরীর নষ্ট। সংসার ছারখার হয়ে যাবে।'

'আমি মদের সপক্ষে বলছি না। রাবড়ি তো খুব দামী জিনিস। কিন্তু কেউ যদি রোজ দু-কিলো করে রাবড়ি খায় তাহলে একই ঘটনা ঘটা সম্ভব।'

'হুম্। কিন্তু এই পরিণতিবোধটা তো সবাই শেষ পর্যন্ত রাখতে পারে না। অলোক পেরেছে ?'

'আমি ওঁর সম্পর্কে কোন মন্তব্য করব না।

'তোমাদের মতবিরোধ কি নিয়ে ?'

'অনেক বিষয়ে। দোষ কার আমি জানি না। হয়তো আমারই।'

'তাহলে তোমরা শান্তিতে নেই ?'

'আমি অন্তত নেই।'

'উঃ। এই উত্তরটা শুনব বলে আমি কখনও ভাবিনি। তোমরা তো দেখে শুনে বিয়ে করেছ। শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব তোমাদের।'

'এক হাতে কি তালি বাজে ?'

'না বাজে না। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে জোর কর না কেন তুমি ?'

'জোর করে যারা আদায় করে তারা কি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে ?'

'হুম্! কিন্তু গোলমালটা কোথায় ?'

'খুব সরল ব্যাপার। বিয়ের আগে আমরা যখন মিশেছিলাম তখন যা বলেছি যা করেছি তা যেমন সত্যি, যা বলিনি তাও ছিল সত্যি। এই দ্বিতীয় ব্যাপারটা বিয়ের পর এক সঙ্গে থাকতে গিয়ে আবিষ্কৃত হল আমাদের দু'জনের ভাবনাচিন্তা দু'রকম। যেহেতু বিয়ের আগে

প্রয়োজন হয়নি খাওয়াদাওয়া জীবনযাপন সম্পর্কে নিজেদের মত যাচাই করা তাই তখন বোঝা যায়নি। এখন ধাক্কা লাগছে প্রতি পায়ে। শেষপর্যন্ত ঠিক করা হয়েছে, আমরা ঝগড়া করব না। যে যার মত থাকব। কেউ কাউকে বিরক্ত করব না।' দীপাবলী অকপটে জানাল।

'এত তাড়াতাড়ি, আমি ভাবতে পারছি না।' বৃদ্ধ বিড়বিড় করলেন।

'আপনি এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না!'

'কি বলছ তুমি? তোমরা অশান্তিতে থাকবে আর আমি চিন্তাশূন্য থাকব?'

'চিন্তা করে যে কিছু লাভ নেই।'

'কিছু মনে করো না, তুমি এমন গলায় কথা বলছ যে তোমাদের সম্পর্কটা মরে গিয়েছে, এখন আর কিছু করার নেই। আমি এটা একদম বিশ্বাস করি না। আমি তার বাবা। এখনও সে আমার মুখের ওপর কোন কথা বলে না। আমি যা বলব তাই শুনবে।'

'নিশ্চয়ই। ও আপনাকে খুব ভালবাসে।'

'তাহলে?'

'কিন্তু জীবনের সত্যিটা তো অন্যরকম। আপনি যেচে কেন আঘাত নিতে যাবেন?'

'মানে?'

'এই যে আমি, নিজের জীবন দিয়ে যেটা বুঝতে পেরেছি তা আপনার আদেশে কতদিন ভুল বলে মনে করে মানিয়ে চলব? একটা সময় আসবেই যেদিন আমি আপনাকে অস্বীকার করব। সেদিন আপনি দুঃখ পাবেন না? বলুন!'

বৃদ্ধের মাথাটা বুকের ওপর নেমে এল, 'এখন কি তোমাদের সেই অবস্থা, মা?'

'আমি জানি না। তবে আমরা কেউ কাউকে বিরক্ত করি না।'

'কিন্তু তুমি একটা কথা দেবে?'

'বলুন।'

'অবস্থা যাই হোক, তোমরা আলাদা হয়ে যেও না।'

দীপাবলী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তাহলে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। বল, কি কথা?'

'আপনার ছেলের সঙ্গে এ ব্যাপারে কোন কথা বলবেন না।'

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন দীপাবলীর মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'বেশ, তাই হবে।'

দীপাবলী হাসল, 'আমিও কথা দিচ্ছি আপনাকে, সহ্যের শেষ সীমা পেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি সম্পর্কটাকে আইনত ছিন্ন করব না। আমার দিক থেকে তো নয়ই। তবে কেউ যদি সেটা ছিন্ন করে মুক্তি পেতে চায় তাহলে আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'বেশ। যা ভাল বোঝ তাই কর।'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, ভুলটাই বা বুঝব কি করে? ঠিক কি হয়েছে বল তো?'

'টুকরো টুকরো ঘটনা মিলে মিশে যা হয়, তাই—।'

'কিন্তু এভাবে তোমরা কতদিন থাকবে?'

'থেকে যাব যদি আরও বড় কিছু না হয়!'

'সন্তান সন্ততি এলে?'

দীপাবলী মাথা নামাল। সে কি জবাব দেবে ? ওই পার্টির রাতের পর আলোকের সঙ্গে তার কোন শারীরিক সম্পর্ক নেই একথা শ্বশুরমশাইকে বলা যায় না। এই মানসিকতা নিয়ে সে যে কোন সন্তানের মা হতে চাইবে না তাও অলোক জানে। কিন্তু বৃদ্ধ সেটা ভাবতে পারছেন না। তাঁদেব কালে বাক্যালাপ বন্ধ হলেও মাঝরাত্রে স্বামীস্ত্রী এক বিছানায় শুলে শরীরের আলাপ স্বচ্ছন্দে করে যেতে পারতেন। কারণ মান অপমান প্রেম বা প্রেমহীনতা ছাপিয়ে সম্পর্কটা জন্মজন্মান্তরের বলে মনে করায় আর কোনও অসুবিধে হত না।

কিছুক্ষণ একইভাবে বসে থাকার পর পরেশবাবু বললেন, 'এবার আমি চলি।'

দীপাবলী বলল, 'একটু দাঁড়ান, আপনাকে আমি এগিয়ে দিয়ে আসি।'

বৃদ্ধ আপত্তি করলেন না। তৈরি হয়ে এল দীপাবলী। নিচে নেমে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কিসে এসেছেন ?'

'অটোতে।'

'কাউকে বলে আসেননি ?'

'না। এমনি চলে এলাম।'

'সে কি! সবাই নিশ্চয়ই চিন্তা করছে।'

'করুক। একদিন করলে কোন অসুবিধে হবে না।'

ওরা বেশ কিছুটা হাঁটার পর একটা অটো পেয়ে গেল। সেটায় ওঠার আগে পরেশবাবু বললেন, 'আমি এসেছিলাম তোমাকে বুঝিয়ে বলব যাতে সম্পর্কটা সহজ হয়। কিন্তু সেটা যে পারলাম না বুঝতেই পারছ। আমাদের বংশে এখনও কোন স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হয়নি। দ্যাখো, যে কথা দিয়েছ তা রাখতে পাব কি না!'

'আমি চেষ্টা করব। অন্তত দূরে চলে গেলেও সম্পর্কটাকে নিজে থেকে ভাঙব না।'

পরেশবাবু চলে গেলেন। একা, দিল্লীর এই নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দীপাবলীর হঠাৎ খুব মন কেমন করে উঠল। নিজেকে অত্যন্ত নিঃস্ব, ছিবড়ে বলে মনে হচ্ছিল। পৃথিবীতে কেউ নেই যার কাছে গিয়ে দু'দণ্ড বসা যায়। অনেকদিন আগে গীতবিতান পড়তে পড়তে মন এত আনন্দিত হয়েছিল যে তার মনে হচ্ছিল জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে সে এক ছুটে তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে বসে পড়ত। আজ মনে হল কেন সে আরও পঞ্চাশ বছর আগে জন্মাল না! তাহলে এই মন-কেমন-করা মনটা নিয়ে সে ওঁর কাছে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত।

বাড়িতে ফিরে সে গীতবিতান নিয়ে বসল। মানুষের ভেতরের মনের সব কথা ঈশ্বরের মত তিনি বলে গিয়েছেন। গুরুদেব নন, পরমবন্ধুর মত হাত জড়িয়ে ধরেন তিনি। ডুবে গেল সে। হুঁস এল অলোকের গলায়, 'একটু বিরক্ত করছি!'

সে ধড়মড় করে উঠে বসল। কাপড় ঠিক করল। কখন যে অলোক ফিরেছে সে জানে না। অলোক জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা কি এখানে এসেছিলেন ?'

'হ্যাঁ।' গীতবিতান বন্ধ করল দীপাবলী।

'হঠাৎ ?'

'খোঁজখবর নিতে।'

'কি ব্যাপারে ?'

'আমরা কেমন আছি, জানতে চাইলেন।'

'ও। ওখানে তো রীতিমত হইচই পড়ে গিয়েছে। না বলে চলে এসেছেন। বাড়িতে এসে শুনলাম এক বৃদ্ধ এসেছিলেন। তাই বুঝতে পারলাম।' অলোক আর দাঁড়াল না।

দীপাবলী নিজের মনে হাসল। অলোক কেন প্রশ্ন করল না সেই জানে। ওরা কেমন আছে তা সে কিভাবে জানিয়েছে জানতে চাওয়াটাই তো স্বাভাবিক ছিল। অবশ্য কোন কিছুই তো এখন আর নিয়ম মেনে ঘটছে না। সেই পার্টির রাতে অলোকের মাথার পাশে বসে যখন সে ভেজা তোয়ালে দিয়ে ওকে আরাম দিচ্ছিল, একটু আশ্রয়ের জন্যে যখন অলোক নিজেকে বাচ্চা ছেলের মত তার কাছে তুলে দিয়েছিল তখন কি একটুও ভাবতে পেরেছিল পরের দিন সকালে জীবন অন্যরকম হবে!

যা ছিল এককালে অস্বাভাবিক তাই আজকাল ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে!

দিন যায় দিনের মত। ক্রমশ সমস্যা এবং সংঘাতের ধারগুলো আর তেমন ধারালো থাকে না। এরকম একটা সময়ে মনোরমার চিঠি এল। বেশ বড় চিঠি। গত বিকেলে এসেছিল। লেটার বক্স খোলা হয়নি। আজ সকালে বেরুনোর সময় বের করে নিয়ে অফিসে বসে চোখ রাখল দীপাবলী চিঠিতে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও একটি বৃদ্ধার হাতের লেখা এমন সুন্দর হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল হত! দীপাবলী তারিখ দেখল। ঠিক বারো দিন আগে লেখা হয়েছে।

'সতীসাবিত্রী সমানেষু দীপাবলী, শেষ পর্যন্ত তোমাব পত্র পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। তুমি আমাদের এর আগে চিঠি দিয়াছিলে কিন্তু তাহা আমরা পাই নাই। এই পত্র না পাইলে তাহা জানিতেও পারিতাম না। তাই নিতান্ত বাধ্য হইয়া তোমার শাশুড়িকে পত্র দিয়াছিলাম। সাধারণত এখানকার ডাকঘর হইতে পত্র হারায় না। আমার নামে পত্র সাধারণত আসে না। তোমার পত্র পাইয়া আমি এই অঞ্চলের পিওনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি এ বাড়ির ছোট পুত্রের হাতে সে আমার নামে আসা একটি পত্র অনেকদিন আগে দিয়া গিয়াছিল। ইহা তাহার স্পষ্ট মনে আছে। সংবাদটি শোনামাত্র আমি তাহাকে প্রশ্ন করি। প্রথমে সে অস্বীকার করে। মাতাল অবস্থায় সমস্ত বাড়িতে অশান্তি করে। তারপর নিজেই জানায় যে তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে চায় না বলিয়াই ওই চিঠি আমাকে দেয় নাই।

মনে মনে কষ্ট পাওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। এই বাড়িতে বাস করা এখন নরকযন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া আর কিছু নয়। ইতিমধ্যে কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে। জানি এই সব কথা তোমাকে জানাইয়া বিরক্ত করা উচিত নহে। আমি জানাইতেও চাহি নাই। কিন্তু অঞ্জলি তোমার চিঠি পাওয়ার পর হইতে ক্রমাগত আমাকে তাগাদা দিতেছে।

তোমার বড় ভাই বাগানে কোয়ার্টার্স পাইয়াছে। তাহার নতুন বাসায় মাত্র দুইটি ঘর। কোয়ার্টার্স পাওয়া মাত্র সে বাগানের মালবাবুর মেয়ে যমুনাকে বিবাহ করে। যমুনা দেখিতে সুন্দরী নহে, অত্যন্ত মুখরা। কিন্তু বয়সকালে প্রেম হইলে মানুষের দৃষ্টি অন্ধ হইয়া যায়। অঞ্জলির এই বিবাহে অত্যন্ত আপত্তি ছিল কিন্তু তাহার কথা কে শোনে! বিবাহের পর জায়গা কম এবং বাসা পাওয়ার অছিলা দেখাইয়া সে বউকে লইয়া বাগানে উঠিয়া গিয়াছে। অঞ্জলির অনেক অনুনয়ে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করে নাই। সে চাকরি পাইয়াছিল যাহার কারণে তাহাকে ভুলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই। মাসে মাত্র একশত টাকা পাঠাইয়া দিয়া সে তাহার দায়িত্ব শেষ করে। তোমার ছোট ভাই মাতাল। আর কি দোষ তাহার আছে জানা নাই। বেশিরভাগ সময় তাহার পকেটে টাকা থাকে না। যখন টাকা থাকে তখন মায়ের হাতে দেয়। বুঝিতেই পারিতেছ এই সংসার কি অবস্থায় চলিতেছে।

গত শনিবারের আগের শনিবারে অঞ্জলি হঠাৎ কুয়োর ধারে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। সে যে গত দুদিন কিছুই খায় নাই তাহা আমিও জানিতাম না। যাহা রান্না করিয়াছিল তাহাই

ছোট পুত্রকে ধরিয়া দিয়াছে। পড়িয়া যাওয়ার সময় সে মাথায় আঘাত পায় এবং জ্ঞান হারায়। আমি যখন দেখিতে পাই তখন বাড়িতে কেহ নাই। ডাক্তার ডাকিয়া আনা হয়। অনেক চেষ্টার পরে অঞ্জলির জ্ঞান ফেরে। ডাক্তার তাহাকে জলপাইগুড়ির হাসপাতালে লইয়া যাইতে বলে। কিন্তু কে লইয়া যাইবে? তাহার চিকিৎসা বাড়িতেই হয়। দেখা যায় তাহার বাম দিকে পক্ষাঘাত হইয়াছে। কথা জড়াইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে শুইয়া থাকিবার জন্যে সর্বাঙ্গে ঘা দেখা দেয়। তখন তোমার বড় ভাই বাগানের ডাক্তারকে আনাইয়া তাহার মাকে দেখায়। বাগানের ডাক্তারের ওষুধে একটু উপকার হয়। এখন ঘা শুকাইয়াছে। একা আমার পক্ষে এই বয়সে এতসব সামলানো যে কত কষ্টকর তাহা কে বোঝে।

গত তিনদিন হইতে অঞ্জলির বুকে তীব্র যন্ত্রণা হইতেছে। ডাক্তার ওষুধ দিতেছেন। কিন্তু তাহাতে তেমন কাজ দিতেছে না। সে কেবলই মৃত্যুর কথা বলিতেছে। আর সেই সঙ্গে তোমাকে চিঠি লিখিবার জন্যে তাগাদা দিয়া চলিয়াছে। তাহার বিশ্বাস তুমি যদি তাহাকে নিজের কাছে লইয়া যাও তাহলে এ যাত্রায় বাঁচিয়া যাইবে। নিজের সন্তানের প্রতি আর ভরসা নাই, একদা যাহাকে সন্তান ভাবিয়া বড় করিয়াছিল তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে।

তুমি এখন বিবাহিতা। তোমার নতুন সংসার হইয়াছে। তুমি এখন আর একা থাকো না। অতএব আর একজনের ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য তোমাকে দিতে হইবে। সেখানে অঞ্জলির স্থান যে হইতে পারে না তাহা এই মানুষটিকে কে বোঝাইবে? এত কষ্টের মধ্যেও আমি দ্যাখো বেশ বাঁচিয়া আছি। তোমার পিতা চলিয়া যাইবার আগে যদি এই হতভাগীর একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইত! সে কি কখনও অনুমান করিয়াছে যে তাহার স্ত্রী অর্থকষ্টে অভুক্ত থাকিবে, তাহার মায়ের পরনে দুইটির বেশী কাপড় নাই, তাহার পুত্র প্রতি রাত্রে মদ্যপান করিবে? সে স্বর্গে থাকিলেও কি শান্তি পাইতেছে?

এই হল এখানকার অবস্থা। তোমাকে জানাইলাম। এইবার যখন আসিয়াছিলে তখন যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে তাহা আর পালন করিবার দরকার নাই। মানুষের পরিস্থিতি সবসময় সমান যায় না। কিন্তু আমি কি করিব ভাবিয়া কূল পাইতেছি না।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। তুমি এবং নাতজামাই আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করিও। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার ঠাকুমা, মনোরমা দেবী।'

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল দীপাবলী। চোখের সামনে অঞ্জলির মুখ ভেসে উঠল। সেই যৌবনকালের অঞ্জলি, চা বাগানের কোয়ার্টার্সে যার গা ঘেঁষে বসলে কি আরাম হত। রবিবারে ফুলকো লুচি ভেজে দিত যে মহিলা, যাকে সে একসময় মা ছাড়া অন্য কোন ভূমিকায় ভাবতে পারত না। অতীতের সমস্ত তিক্ততা তো এবার ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। অঞ্জলি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পেরেছিল। সেই অঞ্জলি এখন পড়ে আছে বিছানায়, যার অঙ্গ পড়ে গিয়েছে, চিকিৎসা হচ্ছে না অর্থাভাবে আর সে রয়েছে রীতিমত বৈভবের মধ্যে। এখানে মদ কিনতে হু হু করে টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে আর সেখানে চাল কেনার পয়সা নেই। দীপাবলীর চোখে জল এসে গেল। যদি সম্ভব হত অঞ্জলি আর মনোরমাকে তার কাছে নিয়ে আসা তাহলে সে তাই করত! আরামে থাকা, খাওয়া, চিকিৎসার ভাল সুযোগ পাওয়া ছাড়া ওদের তো অন্য কোন আকাঙ্খা নেই। এগুলো সে এখন স্বচ্ছন্দে দিতে পারে। আর সে যদি বোঝাতে পারে ওদের পাশে আছে তাহলে বাকি জীবনটা আনন্দিত না হবার কোন কারণ নেই।

কিন্তু কিভাবে সম্ভব? অলোকের সঙ্গে এখন যেভাবে বাস করতে হচ্ছে সেখানে আর

দুটো মানুষকে এনে তোলার কথা বলাই যায় না। পরেশ মুখার্জীকে দেওয়া কথা অনুযায়ী দিল্লীতে থাকতে হলে তাকে একটা মুখোস পরতেই হবে। ওদের এখানে নিয়ে এলে অলোক হয়তো আপত্তি করবে না কিন্তু ওই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাবে। এক শহরে আলাদা থাকলে আর সত্যিটাকে চেপে রাখা যাবে না। তাহলে কি করা যায়? দীপাবলী কূল পাচ্ছিল না। তারপর ঠিক করল আপাতত মনোরমার নামে শ'পাঁচেক টাকা মানি অর্ডার করে পাঠানো যাক। অঞ্জলির চিকিৎসার জন্যে টাকাটা নিশ্চয়ই খুব প্রয়োজন দেবে। যে দু'জন মানুষ তাকে জন্মাবার পর তিল তিল করে বড় করেছে তাদের চরম কষ্টের দিনে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকতে একমাত্র পশুরাই পারে। এতসব ভাবার পরেও বুকের ভেতর থেকে চাপটা সরছিল না। জ্ঞান হবার সময় থেকে যাদের সঙ্গে সম্পর্ক, রক্তের যোগাযোগ থাক বা না থাক, তার গভীরতা পরবর্তীকালে যে সম্পর্ক যোগাযোগে তৈরি হয় তার থেকে অনেক বেশী, আজ নতুন করে প্রমাণিত হল ওর কাছে।

দুপুরে আই এ সি ডেকে পাঠালেন। ভদ্রলোক আজ বেশ হাসিখুশি। ঘরে ঢুকতেই বসতে বললেন। দীপাবলী অনুমান করতে পারছিল না। আই এ সি বললেন, 'মিসেস মুখার্জী, আপনি তো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছেন। তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি দিল্লীতে থাকতে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু আপনাকে হয়তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে ফিরে যেতে হবে। কাল হেড অফিসে গিয়ে শুনলাম। একটা অল ইন্ডিয়া ট্রান্সফার অর্ডার বের হচ্ছে।'

'কিন্তু আমি তো ফিরে যেতে চাইনি।'

'কিছু করার নেই। সরকারি পলিসি। আমি খবরটা পেয়েছি বলে আপনাকে জানালাম।'

'কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল?'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক আমার অনেক ওপরওয়ালা। তাঁদের মনের কথা আমি কি করে বুঝব! তবে আপনার বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযোগ জমা হচ্ছিল। যাদের ইন্টারেস্টে আঘাত দিয়েছেন তারা শুধু এই অফিস থেকে নয় দিল্লী থেকেই আপনাকে সরিয়ে দিতে চায়। দে আর ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। যা হোক, অর্ডারটা এসে গেলে আর সময় পাওয়া যাবে না। আপনি এখন থেকে হাতের কাজ গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করুন।'

'মানে?'

'মানে যা হাফ ডান হয়ে আছে তা শেষ করুন। নতুন কেসে হাত দেবেন না।'

দীপাবলী বেরিয়ে এল। নিজের সিটে বসামাত্র মনে হল একেই বলে যোগাযোগ। কাকতালীয় বলে কি না তা সে জানে না। একটু আগে যে সমস্যার সমাধান খুঁজে পথ পাচ্ছিল না তা আচমকা এসে গেল সামনে। সে যদি কলকাতায় বদলি হয়ে যায় তাহলে বেচারা অলোককে কারও কাছে একা থাকার জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে না। পরেশবাবুকে দেওয়া কথার খেলাপও হবে না। এবং যদি সে কলকাতায় একটা বাড়ি ভাড়া নেয় তাহলে অঞ্জলি এবং মনোরমাকে স্বচ্ছন্দে নিজের কাছে এনে রাখতে পারবে। একধরনের স্বস্তি এল।

কিন্তু কে তার এই উপকারটা করল। একজন, না একাধিক? কোন অফিসার নিজের থেকে বদলি না চাইলে তাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে ভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হয় না। খুবই শক্তিশালী একটা হাত এর পেছনে কাজ করছে। অন্তত সে কিছু মানুষকে যে উদ্বিগ্ন করেছে

তা বোঝা যাচ্ছে। যদি অলোকের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ থাকত তাহলে সে কি করত ? এত সহজে পশ্চিমবাংলায় ফিরে যেত ? অসম্ভব ! এই নিয়ে তুলকালাম করতই। তাতে কতটা ফল হত সে ব্যাপারে এখন অবশ্য বেশ সন্দেহ হচ্ছে কিন্তু এইভাবে চুপচাপ মেনে নিতে হত না। আর একটা লড়াই করতে হচ্ছে না বলে যেমন স্বস্তি আসছে তেমনি মনে হচ্ছে, করার মত অবস্থা হলে সে সবচেয়ে ভাল থাকত। দীপাবলী পিওনকে ডাকার জন্যে বেল টিপল। হাতের কাজ শেষ করা যাক।

বিকালে অলোকের গাড়ি এসে দাঁড়াল নিঃশব্দে। দীপাবলী উঠে বসল। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ অলোক বলল, 'আজ রাত্রে বাড়িতে না খেয়ে বাইরে খাবে ?'

'কোথাও নেমতরন্ন আছে ?'

'না, না। জাস্ট ! মনে হল খাওয়া যেতে পারে !'

'বেশ।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর একটু উশখুশ করে অলোক আবার কথা বলল, 'দুপুরে রণজিৎ টেলিফোন করেছিল। সেই ড্রিমল্যান্ড প্রমোটার্স !'

'ও !'

'ও বলল, তুমি নাকি পশ্চিমবাংলায় ট্র্যান্সফারড হয়ে যাচ্ছ ?'

চমকে উঠল দীপাবলী। খবরটা এখনও কাগজে টাইপড হয়ে বিতরিত হয়নি। তার নিজের অফিসে সে আই এ সি-র মুখে সদ্য শুনেছে। এরই মধ্যে বাইরের লোক জেনে অলোককে ফোন করে বলেছে ? সে বলল, 'চমৎকার !'

'মানে ?'

'এদের নেট ওয়ার্ক দেখছি খুব স্ট্রং। শুনলাম খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কিছু লোক আমাকে এখান থেকে বদলি করতে চাইছে। এরই মধ্যে যে এটা চাউর হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি।'

'হ্যাঁ। আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও সোর্স বলতে চাইল না।'

'আমার যারা বদলি চাইতে পারে তাদের মধ্যে এই ভদ্রলোকও থাকতে পারেন। কারণ ওঁর ইন্টারেস্টে আঘাত পড়েছিল।'

'তাহলে ঘটনাটি কি সত্যি ?'

'আমি এখনও হাতে কোন অর্ডার পাইনি।'

'পেলে তুমি কি অ্যাকসেপ্ট করবে ?'

'না করলে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়।'

'তুমি অ্যাপিল করতে পারো।'

দীপাবলী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে উচ্চারণ করল, 'কেন করব ?'

অলোক কোন জবাব দিল না। চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে ফিরে এল বাড়িতে। আজকের বিকেল অন্য দিনের থেকে আলাদা নয়। চাকরের হাতে চা, বিশ্রাম, স্নান, সবই নিয়মমাফিক চলল। শুধু রাত্রের রান্না করতে নিষেধ করা হল ছেলেটাকে।

আটটা নাগাদ সেজেগুজে ওরা বের হল। পুরনো দিল্লীর একটা মোগলাই রেস্টুরেন্টে ওকে নিয়ে গেল অলোক। রেস্টুরেন্টটা পরিষ্কার। খাবার অর্ডার দিয়ে অলোক বলল, 'আমি বুঝতে পারছি তোমার পক্ষে আমার সঙ্গে এভাবে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।'

'সম্ভব হচ্ছে না বলব না। আছি তো।'

'তুমি কি ইচ্ছে করে ট্র্যান্সফার নিচ্ছ ?'

'না। সেটা মাথায় আসেনি।'

অলোক বলল, 'ঠিক আছে। মনে হয় এটাই ভাল হল।'
দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি এভাবে থাকতে ভাল লাগছে?'
'একদম না।'
'তোমার কি মনে হচ্ছে না আমরা একটা সময়ে ভুল করেছিলাম?'
'না, সেটা মনে হচ্ছে না।'
'থ্যাঙ্কস।'
'আমার মনে হয় আমাদের শুরুটা ঠিক ছিল। মাঝখানটা যে মিলবে না তা জানা ছিল না। মাঝে মাঝে তোমাকে আমি স্ট্যান্ড করতে পারি না। ঠিক তেমনি আমাকেও তুমি সহ্য করতে পারো না অনেক সময়। ঠিক বলছি?'
'ঠিক।'
'আমাদের মধ্যে এখন খুব সামান্যই ভাল লাগা অবশিষ্ট আছে। অথবা এটাকেই একসময় বিশাল বলে ভুল করেছিলাম।'
'ঠিকই। কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকুকে নষ্ট করতে চাই না আমি।'
'আমিও না।'
'আমার বিরুদ্ধে তোমার নিশ্চয়ই অনেক অভিযোগ আছে। তুমি বলেছও।'
'ফরগেট দ্যাট। একই ব্যাপার তোমার ক্ষেত্রেও।'
'তাহলে, আমি চলে গেলে আমাদের মধ্যে কি সম্পর্ক হবে?'
'সময়ের ওপর ছেড়ে দাও সিদ্ধান্ত নেবার ভার। আর যদি তোমার মনে হয় এখনই অন্য প্রয়োজনে তোমার আইনত বিচ্ছেদ প্রয়োজন, জানিও, পাবে।'
'আমার প্রয়োজন নেই। হবে বলে মনে হয় না। হলে জানাব। কিন্তু এই কথাটা তোমাকেও জানাচ্ছি। বিচ্ছেদ চাইলে জানাতে দ্বিধা করো না।'
'কলকাতায় কোথায় গিয়ে উঠবে?'
'জানি না।'
'আমি সাহায্য করলে নেবে?'
'আপত্তি কি? তুমি তো আমার শত্রু নও।' দীপাবলী হাসল।
গম্ভীর হল অলোক, 'তাহলে আমাদের শত্রু কে?'
দীপাবলী স্পষ্ট উচ্চারণ করল, 'আমরা।'

॥ ৩৬ ॥

ব্যাপারটা যেন আচমকাই সহজ হয়ে গেল। অন্তত ওপর থেকে দেখলে মনে হবে নদীটা খুব শান্ত, টলটলে। নিচে, মাটির ওপর পড়ে থাকা নুড়িগুলোকে নিয়ে চোরা স্রোত যদি টালমাটাল হয় তা কারো চোখে পড়ার নয়।

দীপাবলী এবং অলোক এখন অনেক কথাই বেশ সহজ গলায় বলতে পারে। বাড়িতে যে বদ্ধ হাওয়া চেপে বসেছিল তা যেন বদলির খবরে জানলা খোলা পেয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। দীপাবলী অলোকের সঙ্গে স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই আলোচনা করতে পারে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। অলোকও এখন অনেক হালকা। কি করে যে ব্যাপারটা ওই রকম জায়গায় পৌঁছেছিল তার কোন সঠিক ব্যাখ্যা নেই। কেউ যদি প্রশ্ন করত কি কারণে এত তাড়াতাড়ি দুজনের সম্পর্কে অমন চিড় ধরল তাহলে তার উত্তর এককথায় বোঝানো যাবে না। প্রশ্নকর্তা ওদের অক্ষমতায় বিরক্ত হতে পারেন। অলোক এবং দীপাবলী দুজনেই

জানে, একটি ছোট্ট পিঁপড়ের কামড় কখনই সমবেদনা পাবে না কিন্তু নিত্য যদি একই জায়গায় কামড় পড়ে তাহলে একদিন বিষ চিকিৎসার বাইরে চলে যাবেই। ব্যাপারটা চট করে কেউ বুঝতে চাইবে না, বোঝানোও মুশকিল।

অবশ্য এখন আর বোঝানোর প্রশ্ন উঠবে না। মানুষজন জানবে দীপাবলী বদলি হয়ে যাচ্ছে কলকাতায়। সরকারি চাকরির নির্মম নিয়মেই স্বামী স্ত্রী আলাদা থাকতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক কৌতূহল এর ফলে মুখ লুকোবে। অথচ যাঁরা জানতেন, অলোকের পরিবারের সেই সব মানুষজন কিন্তু একই ঘটনার অন্যরকম ব্যাখ্যা পেলেন। দীপাবলী স্বেচ্ছায় বদলি নিয়েছে বলেই তাঁদের ধারণা হল। এবং এর ফলে কিছু তিক্ততা জন্মালো। আধুনিক মানুষেরাও সিদ্ধান্ত নিলেন এইভাবে হুট করে অজানা অচেনা ভুঁইফোড় কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম বা বিবাহ করা নির্বুদ্ধিতার সামিল।

রিলিজ অর্ডার বেরিয়ে গেল। দীপাবলীকে কলকাতার আয়কর ভবনে গিয়ে সি আই টি ওয়ানের সঙ্গে দেখা করতে হবে। মাঝখানে ইন্টারস্টেট ট্রান্সফারের কারণে যে সময়টুকু পাওয়া যায় সেটুকুই হাতে থাকবে। সরকারি অফিসে একজন অফিসার অথবা সাধারণ কর্মচারী কাজ করতে আসেন, কাজ করেন এবং মেয়াদ শেষ হলে চলে যান। ব্যাপারটা এত স্বাভাবিক যে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। নদীর স্রোতে কোন জল কখন বয়ে যাচ্ছে সেটা নিয়ে চিন্তা না করে দেখা দরকার স্রোতটা ঠিকঠাক আছে কিনা। দীপাবলীর চেয়ারে তার আগে হয়তো কয়েকটা অফিসার বসেছেন, পরেও অগুণতি বসবেন। অতএব চুপচাপ বেরিয়ে এল সে।

সম্পর্কটা যখন আপাতসহজ তখন অলোকের যোগাযোগে কলকাতার বাসস্থান পেলে নিতে কোন আপত্তি নেই। তবু প্রথমে যে একটু দ্বিধা ছিল না তা নয়। দীপাবলী বলেছিল, 'সাহায্য নিচ্ছি, তুমি আমার শত্রু নও বলেই নিচ্ছি, কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও হচ্ছে।'

'কিসের ভয়?'

'আমাদের দেশে যখন কেউ কাউকে সাহায্য করি তখন মনে মনে নিজের একটা অধিকার তৈরী করে নিই। যাকে সাহায্য করলাম সে যেন চিরকাল আমার কথা শুনতে বাধ্য থাকবে। এরকম হলে আমার পক্ষে সাহায্য নেওয়া সম্ভব নয়।'

'ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি। তুমি বড় জটিল করে ভাবো।'

'আগেই বলে নেওয়া ভাল। তুমি আমাকে ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিলে। অতএব কলকাতায় গেলেই তুমি আমার কাছে উঠবে এমন হওযাটা স্বাভাবিক।'

'তুমি মূল বিষয়টাই ভুলে যাচ্ছ। আমরা পরস্পরকে কোন কোন ক্ষেত্রে সহ্য করতে পারছি না বলেই তো এত অশান্তি। সেই ক্ষেত্রগুলো যতদিন থাকবে ততদিন খুব অল্প সময়ের জন্যেও একত্রিত হওয়া মানে মানসিক অশান্তি ডেকে আনা। আমি আর এমন ভুল করতে রাজী নই, তুমি নিশ্চিত থেকো।'

অলোককে বন্ধু বলে মনে হচ্ছিল। বন্ধু যে সে তো মনের কথা বোঝে। ইংরেজি ভাষায় যখন কেউ বলে আই ক্যান রিড ইউ তখন সে কাছের মানুষ হয়ে যায়। কিন্তু বিপদ ওইখানেই। পড়তে অনেকেই পারে না, যারা পারে তাদের কজনই বা পড়ে বোঝে?

অলোক খবর এনেছিল কলকাতার দক্ষিণে লেকের ওপাশে নতুন যে জনপদ তৈরী হয়েছে সেখানে একটি পাঁচতলা বাড়ির তিনতলায় দুটি ফ্ল্যাট কিনেছিলেন এক ভদ্রলোক। ইনি ওর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন অফিসের সূত্রে। ভদ্রলোক হঠাৎ মাস তিনেক আগে হৃদরোগে মারা গিয়েছেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং ছেলেরা দিল্লীতেই থাকেন। অলোক তাঁদের

সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তাঁরা একটি ফ্ল্যাট ভাড়া দিতে পারেন। দ্বিতীয়টি রেখে দেবেন যদি কখনও প্রয়োজন হয় এই ভেবে। ভবিষ্যতে দাম বাড়লে বিক্রীও করতে পারেন।

অতএব এক বিকেলে দীপাবলী অলোকের সঙ্গে সেই মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গেল। সে একা থাকতে পারে শুনে ভদ্রমহিলা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এমন চাকরি করার দরকার কি যদি স্বামীকে ছেড়ে থাকতে হয়। স্বামী কতখানি স্ত্রীর জীবনে তা বিধবা হবার পর তিনি বুঝতে পারছেন। দীপাবলী চুপচাপ শুনছিল। অলোক গম্ভীর মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। নানান কথার পর দীপাবলী যখন জানিয়েছিল তার সঙ্গে দুজন প্রৌঢ় মহিলা থাকতে পারেন তখন ভদ্রমহিলা রাজী হয়েছিলেন। কোন রকম অ্যাডভান্স বা সেলামি দিতে হবে না। মাসিক ভাড়া পাঁচশো। এসবই অলোকের সঙ্গে পরিচয় থাকার সুবাদে। ভদ্রমহিলা চান তাঁর স্বামীর কেনা ফ্ল্যাটটি ভালভাবে রক্ষিত হোক। কলকাতায় তাদের একটা অ্যাকাউন্ট আছে স্টেটব্যাঙ্কে। সেখানে প্রতি মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে ভাড়া জমা দিলেই চলবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরের দিনই ভদ্রমহিলার কাছ থেকে এসে গেল। পাঁচশো টাকায় কলকাতা শহরে তিনতলায় তিনখানা ঘর পাওয়া এই সত্তর আশির দশকেও প্রায় অসম্ভব। কৃতজ্ঞতা বোধ মানুষকে দুর্বল করে। দীপাবলীর খারাপ লাগা বাড়ছিল। কিন্তু অলোক এখন এত সহজ যে এই বিষয়ে কথা বলতে সঙ্কোচে পড়ল সে। সঙ্কোচ আর এই জীবনে কাটিয়ে ওঠা যায়নি।

অলোক চেয়েছিল তাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে যায়। দীপাবলী চায়নি প্রথমে। পরে বুঝল। হাজার হোক, স্ত্রী বদলি নিয়ে একা কলকাতায় চলে যাচ্ছে এমন খবর অলোককে পরে দিল্লীতে অজস্র প্রশ্নের সামনে ফেলবে। তাছাড়া, কলকাতা সম্পর্কে যতই দুর্বলতা থাক, সেখানে পৌঁছে কোথায় উঠবে দীপাবলী? ফ্ল্যাটের দখল নিয়ে গুছিয়ে বসতেও তো সময় লাগবে। শেষ বাসস্থান ছিল মায়াদের বাড়ি। দীর্ঘদিন যোগাযোগহীন থাকায় সেখানে পৌঁছে বলা যায় না যে থাকতে এলাম। আর মাসীমা যে আছেনই সেখানে এমন নিশ্চয়তাও নেই। অলোক হোটেলে থেকে সব কিছু সুস্থিত করে ফিরে আসতে চায়। ব্যাপারটা যেমন শোভনীয় তেমনি দীপাবলীর পক্ষে সহায়ক।

কিন্তু এই যে সাহায্য ক্রমাগত নিয়ে যাওয়া এটা কি তার মনের মধ্যে যে সুবিধেবাদী মন রয়েছে তার স্বার্থে নয়? যার সঙ্গে আর কোন মনের সম্পর্ক রইল না, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে যখন একটা ছাদের তলায় আর থাকা গেল না তখন এই সব সাহায্য নিয়ে নিজেকে নিরাপদে রাখা কি এক ধরনের নীচতা নয়? প্রতি মুহূর্তের টানাপোড়েনে দীপাবলী কাহিল। সে ভাবনাটা বলেছিল অলোককে। অলোক হেসে বলেছিল, 'আমরা ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। আমাদের সেই ভালবাসা ছাপিয়ে দৈনন্দিনের সংঘাত এমন জায়গায় পৌঁছাল যে আর একসঙ্গে থাকতে পারছি না। আমি জানি এতে আমার যেমন কষ্ট হচ্ছে তোমারও তেমনি। কিন্তু এও জানি এরপরেও এখনই একসঙ্গে থাকাটা যদি চালিয়ে যাই আরও বড় দুর্যোগ ঘটতে পারে। অতএব নিজেদের বাঁচাতে আমাদের সরে যাওয়াটাই ঠিক। কিন্তু আমি অসুস্থ হলে যেমন তুমি মাথার পাশে বসে ভেজা তোয়ালে বোলাতে পার তেমনি তোমার প্রয়োজন আমি কাজে লাগতে পারি। আমাদের মনে যেটুকু এখনও বেঁচে আছে সেটুকুই এটা আমাদের করাচ্ছে। তার সঙ্গে আমাদের আলাদা হবার সিদ্ধান্তের কোন সংঘাত নেই। আমরা আমাদের খারাপ চাই না। বলা উচিত ভাল চাই। এই আলাদা হয়ে যাওয়া যেমন সেই ভাল চাওয়ার কারণে তেমনি তোমার সঙ্গে আমার কলকাতায়

যাওয়াটাও একই উদ্দেশ্যে। মন থেকে সব হঠাও।'

যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এল। অলোকের সঙ্গে এক বিকেলে দীপাবলী শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে এল। অলোক সঙ্গে না থাকলে কি ঘটত, কি কথা হত তা অনুমান কবা যায়। দীপাবলীর কলকাতা বাস সম্পর্কিত প্রতিটি আলোচনায় অলোক অংশ নিচ্ছে, মতামত দিচ্ছে দেখে শাশুড়ি মুখ খুললেন না। শ্বশুর ফ্যালফ্যাল কবে চেয়ে রইলেন। এমন কি কলকাতায় গেলে সে কোথায় উঠবে এ প্রশ্নের উত্তরটাও অলোক দিল। ভাল করে বুঝিয়ে বলল, ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। সুন্দব ফ্ল্যাট। এ নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই। একটা কাজের মেয়েকে রেখে দিলেই হবে।

বৃদ্ধর মুখের ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল তিনি মর্মাহত। বারংবার জানলা দিযে বাইবে দৃষ্টি সরিয়ে রাখছিলেন। আসলে তাঁর বোধহয় কিছুই দেখার ছিল না। শাশুড়ি এমন ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে কথা বললেন যাতে মনে হয় এই বদলি হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কলকাতায় অনেকদিন যাওয়া হয় না। আগে তবু তাঁর মামাতো ভাই-এব বাড়িতে অনেক জায়গা ছিল, সেখানে গেলে উঠতেন। ভাই মারা যাওযার পর সেই পাট চুকেছে। দিল্লী থেকে তো বেরুনোই হয় না। সেই যে সংসারে ঢুকেছেন তারপর—। তা দীপাবলী যখন কলকাতায় যাচ্ছে তখন মাঝেমধ্যে যাওয়া যাবে। কলকাতা মানে মিষ্টি। ও হো, সেসব মিষ্টির স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। প্রায় রসাস্বাদনের মত তিনি কেসিদাস, গাঙ্গুরাম, জলযোগ আর সেনমশাই-এর নাম করে গেলেন। এবাব মুখ ফেরালেন বৃদ্ধ, 'কিছুই জানো না। যদি মিষ্টি খেতে চাও তাহলে যেতে হবে উত্তর কলকাতায়। বিবেকানন্দ বোডের পরে হেদোর উল্টোদিকে বেথুন কলেজের গা ধরে গেলে নকুড়ের দোকান পাবে। ওদের সন্দেশের তুলনা পৃথিবীতে নেই।' মহিলা তৎক্ষণাৎ বললেন, 'কোনদিন নিয়ে গিয়েছ যে জানব ? বাড়ি বসে গান শোনাতে তোমার জুড়ি নেই।'

যেন এসব কথাবার্তায় দীপাবলীর চলে যাওয়ার প্রাথমিক প্রস্তুতি হয়ে গেল। শাশুড়ি উঠলেন। অলোক অদৃশ্য হল। বড় জা প্রথমে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, এখন আর তার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। শ্বশুরের সামনে থেকে উঠতে যাচ্ছিল দীপাবলী, তিনি হাত নেড়ে বসতে বললেন। তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসব কেন হল ?'

দীপাবলী তাকাল, 'বদলির ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না।'

'তোমাকে বদলি করা হচ্ছে তা আগে আমাকে জানাওনি কেন ?'

'আমি প্রায় শেষ সময়ে জেনেছি। আপনার ছেলেও একই সময়ে জেনেছিল।' ইচ্ছে করেই শেষ কথাটা জানাল দীপাবলী। তার মনে ওই ঘটনাটা এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

'তোমার অফিসের ব্যাপার সে জানল কোথা থেকে ?'

'বাইরেই।'

'তার মানে তোমার বদলির ব্যাপারে অনেকের ইন্টারেস্ট ছিল ?'

'মনে হয়।'

'তোমাব নিজের ছিল না তো ?'

'না। মাথায় আসেনি।'

'তুমি আমায় কথা দিয়েছিলে।'

'এখন পর্যন্ত তার অমর্যাদা করিনি।'

বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলেন। দীপাবলীর মনে হঠাৎ কষ্ট এল। এই বৃদ্ধকে এই মুহূর্তে তার পরমাত্মীয় বলে মনে হচ্ছিল। একমাত্র এঁকেই যেন সে মনে মনে স্পর্শ করতে পারছিল।

বৃদ্ধ চোখ খুললেন, 'কি করি বলতো। এতবড চাকরি তো তোমাকে ছাড়তে বলতে পারি না। যদি বুঝতাম সম্পর্কটা চাকরির থেকে অনেক বেশী জরুরী তাহলে হয়তো পারতাম। কিন্তু আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি তুমি এবার অনেক দূরে সরে যাবে। আমি কালীবাড়িতে তোমায় দেখেই ঠিক করেছিলাম এ বাড়ির বউ করব। তাই হয়েছেও। আজ আমার সবচেয়ে বড হার হল। অথচ দ্যাখো কিছুই করার নেই আমার।' বড় একটা নিঃশ্বাস শব্দ তুলল। দীপাবলী আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার পর অলোকের ভাইঝি এসে বলল, 'কাকিমা, মা তোমাকে ডাকছে।' দীপাবলী শ্বশুরকে বলল, 'আমি একটু আসছি।'

বৃদ্ধ সাড়া দিলেন না। মেয়েটিকে অনুসরণ করে দীপাবলী চলে এল তার মায়ের ঘরে। শকুন্তলা একাই ছিল। দেখা মাত্র জিজ্ঞাসা করল, 'বেঁচে গেলে?'

কপালে ভাঁজ পড়ল দীপাবলীর। মুখ ফিরিয়ে মেয়েটিকে দেখে বলল, 'কি ব্যাপারে?'

'সব। বসো। শ্বশুরশাশুড়ি তখন থেকে তোমার দখল নিয়ে বসে আছে, কথা বলার উপায় নেই।'

দীপাবলী বসল। তার খুব খারাপ লাগছিল। মেয়ের সামনে এভাবে কথা বলতে শকুন্তলা একটুও দ্বিধা করছে না। সে মেয়েটিকে বলল, 'তোমার কাকু কোথায় দ্যাখো তো?'

মেয়েটি বড় হয়েছে। যেন বুঝতে পারল ইঙ্গিতটা। বুঝে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শকুন্তলা বলল, 'তোমার কপালকে আমি খুব হিংসে করি ভাই।'

চমকে উঠল দীপাবলী। কোন বাঙালি মেয়ে যদি একথা বলে তাহলে এর চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার কিছু হতে পারে না। জন্মমাত্র ঈশ্বর নামক অদেখা শক্তিটি তার কপালে যা লিখে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছিলেন তার জের টানতে হচ্ছে একা। সে চুপচাপ শকুন্তলাকে দেখল।

শকুন্তলা বলল, 'বিয়ের পর পর কেমন আলাদা হয়ে গেলে। এ বাড়ির ছায়া মাড়াতে হল না। মাথার ওপর ওই বুড়ি রইল না টিকটিক করার জন্যে। আর ইনি, এত বছর কান বন্ধ করে ছিলেন আমার দিকটা একবারও ভাবেননি। অথচ দুই ভাই। তোমার ক্ষেত্রে একরকম আর আমার ক্ষেত্রে অন্যরকম হবে কেন?'

'একসঙ্গে থাকার সুবিধেগুলো কিন্তু এখন টের পাচ্ছি আমি।'

'কি সুবিধে? কিস্যু না।'

শকুন্তলা এখন বেশ ভালই বাংলা বলে। তার পরিবর্তনও হয়েছে অনেক। নিজের ঘরে বসে এসব কথা গলা খুলে বলতে তার কোন সঙ্কোচ নেই। সে বলল, 'আলাদা হয়ে থাকলে কি হবে? ঝগড়া? তা নিজের স্বামীর সঙ্গে যত ঝগড়া হোক সেটা নিজেরই ব্যাপার। ঝগড়া মারপিট কথাবন্ধ যাই হোক না কেন ভাব হতে কতক্ষণ। আর তোমার মত চাকরি করলে আলাদা থাকব, এই যেমন তুমি থাকতে যাচ্ছ।'

'আমি কিন্তু ইচ্ছে করে আলাদা হচ্ছি না।'

'সে জানি। শাশুড়ি তো আমাকে কিচ্ছু বলে না, শ্বশুরকে বলছিল, আমি শুনে ফেলেছি। সত্যি বলতো, তোমরা কি ডিভোর্স নিচ্ছ?'

'নিলে আমার কপালটাকে হিংসে করবে?'

'না। আমি ডিভোর্স করতে পারব না। এখন শরীরের যা হাল তাতে কেউ তো আর বিয়ে করতে আসবে না। এই বয়সে একা একা থাকতে পারবো না। তুমি তো বললে না, ডিভোর্স হচ্ছে নাকি?'

'এখনও সেসব ভাবিনি।'

'দোষ কার ? ঠাকুরপোকে তো ভালই লাগত আগে।'

'কারো দোষ নেই।'

'তাহলে ?'

'তালাটাও ভাল চাবিও খারাপ নয়। তবে ঠিক তালার ঠিক চাবি নয়।'

'তোমার কথার মানে আমি বুঝতে পারি না।' শকুন্তলা হাসল, 'শেষ পর্যন্ত আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি। ও একটা ফ্ল্যাট পেয়ে গেছে।'

'ও।' দীপাবলী ভেবে পেল না কি বলবে।

'অনেক সহ্য করেছি। ভদ্রমহিলা সবসময় লাঠি ঘোরাবেন আমার ওপর সেটা আর সহ্য কবব না। নিজের বাড়ি বলে যা ইচ্ছে করতে হলে এবাব করুন। তুমি চলে গেলে ঠাকুরপো নিশ্চয়ই ওই ফ্ল্যাট ছেড়ে এখানে চলে আসবে। অতএব বাড়িতে তো লোক রইল। আজও উনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছেন কবে এখানে আসছে। বুঝলে, যে যার মত সব গুছিয়ে নেয়, কোন কিছুই কারো জন্যে আটকে থাকে না। এই কথাটাই তোমার দাদা বুঝতে পারছিল না এতদিন।'

এই সময় অলোকের দাদা ফিরলেন। দীপাবলীকে দেখে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে তুমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছ ?'

ফিরে শব্দটা কানে লাগল। সে উত্তর দিল না। ভদ্রলোক বললেন, 'কি আর করা যাবে। ওপরতলার সরকারি চাকরিতে এই বিপদ। কোথাও চিরদিন থাকতে দেবে না। আমার এক বন্ধু তো পনের বছরে চারটে জায়গা ঘুবল। ছেলেমেয়ে থাকলে তো আরও বিপদ। তাদের পড়াশুনাব বারোটা বেজে যায়।'

ভদ্রলোক এমন ভঙ্গীতে কথা বলছেন যেন কিছুই জানেন না। দীপাবলী সরকারি চাকরি করছে এবং বদলিটা নিয়মমাফিক এমনই শান্ত ছিল ব্যাপারটা। দীপাবলী বলল, 'আমার কিন্তু বদলি ডিউ হয়নি। সেই সময়টা আসতে অনেক দেরি ছিল।'

'তাই নাকি ? তাহলে আউট অফ টার্ন। এরকম হয়। কোথাও তো লিখিত নিয়ম নেই যে এত বছরের আগে বদলি করা চলবে না। নিশ্চয়ই পেছনে কোন কারণ আছে। তা ভালই হল। কলকাতায় গেলে তোমার ওখানে থাকা যাবে। শুনলাম, অলোক তোমাকে একটা বড় ফ্ল্যাট ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

'উনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, ভদ্রমহিলা, যিনি ফ্ল্যাটের মালিক অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলার পর সন্তুষ্ট হয়ে আমায় ফ্ল্যাটটা দিয়েছেন।' দীপাবলী বলল, 'অবশ্য খবরটা উনি আমাকে দিয়েছিলেন।'

রাত বাড়ল। চলে আসা গেল না। শাশুড়ি খাইয়ে ছাড়লেন। এর ফাঁকে একা পেলেই শাশুড়ি জানতে চেয়েছেন বড় বউ কি বলছে ? দীপাবলী প্রথমবার হেসেছিল। দ্বিতীয় বাবে বলেছিল, 'আপনি যেমন ওকে পছন্দ করেন না, উনিও আপনাকে মানতে পারেন না। তাই উনি যা বলবেন তা তো আপনার বিরুদ্ধে যাবে। এটা জেনেও কেন বার বার তা জানতে চাইছেন ? কি দরকার ?'

ভদ্রমহিলা এরপর থেকে চুপ করে গিয়েছেন।

খাওয়াদাওয়ার পর ওরা বিদায় নিল। শ্বশুর শাশুড়ি দরজা পেরিয়ে বারান্দায় এলেন। দীপাবলীর মনে পড়ল সেই রাত্রের কথা। প্রথম দিন এ বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সেরে ট্রেন ধরার জন্যে যখন বেরিয়েছিল তখন এভাবেই ওঁরা বিদায় জানাতে এসেছিলেন। সেদিন

অলোক তাকে গাড়িতে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। আজও সেসবের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। শুধু—। দীপাবলীর মন স্থির করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সে সামনে দাঁড়ানো পরেশবাবুকে প্রণাম করল নিচু হয়ে। ভদ্রলোক কাঁপা হাত রাখলেন মাথায়, 'শান্তি পাও মা।'

দীপাবলী নিঃশ্বাস ফেলল। সে উঠে দাঁড়াতেই শাশুড়ির গলা কানে এল, 'আমাকে প্রণাম করতে হবে না। ভাল ভাবে থেকো তাহলেই হল।'

দীপাবলী কথা বলল না। অলোক গেটের সামনে গাড়ি এনেছিল, চুপচাপ গেট খুলে তাতে উঠে বসল। গাড়িটা চলতে শুরু করার পর সে মুখ ফেরাল। বারান্দা থেকে ইতিমধ্যে সবাই চলে গিয়েছে ভেতরে, শুধু পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একা বেঁকেচুরে দাঁড়িয়ে আছেন। এই বৃদ্ধ এখন কি ভীষণ একা, শূন্য চরাচরে নিষ্পত্র একক গাছের মত নিঃসঙ্গ। দীপাবলী জানলায় মাথা রাখল।

অলোক কথা বলল, 'কিছু মনে করোনি আশাকরি। আসলে যে যার মত কোন কিছুর ব্যাখ্যা করে। আমরা জানি আসলে কি ঘটেছে। তোমার ফ্ল্যাট আমি দিয়েছি জোগাড় করে এমন অহঙ্কার কখনও করিনি। ওরা জেনে স্বস্তি পেয়েছেন। এই স্বস্তিটুকু দিতে চেয়েছিলাম। আর তার জন্যে যদি তুমি আঘাত পাও তাহলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

দীপাবলী চুপ করে রইল। কোন নতুন কথা বলার নেই। যা এতদিন বারংবার বলে এসেছে তা এখন মনে করতেই ক্লান্তিবোধ হচ্ছে। তা ছাড়া কথা বলতে গেলেই তো সেটা তর্কে পৌঁছে যাবে, আজকাল তর্ক করতে গেলেই নার্ভে লাগে। শরীর দেয় না। ব্যক্তিগত কারণে উত্তেজনা এলে বুকে হাঁপ ধরে, নিঃশ্বাসে কষ্ট আসে। সে কোন কথা বলল না। অলোক উত্তরের অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। তারপর আশা ছেড়ে দিল।

অলোকের পা অ্যাক্সিলারেটরের ওপর চাপ বাড়াচ্ছিল। নির্জন রাজপথে গাড়ি ছুটছিল রকেটের মত। দীপাবলী মাথা সোজা করল। এই গতি ক্রমশ তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করছে। সে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি করছ?'

অলোক হাসল, 'কেন? ভয় করছে?'

'নিশ্চয়ই। অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।'

'হোক। তবু তো কিছু একটা হবে।'

'মানে?' দীপাবলী হতভম্ব।

স্পিডোমিটারের কাঁটা তখন নব্বই পেরিয়ে গেছে। দুপাশের লাইটপোস্টগুলো সাঁ সাঁ করে পেছনে ছুটে যাচ্ছিল। দু একটা গাড়ি যা সামনে পড়ছিল তাদের পাশ কাটাতে একটুও গতি কমাচ্ছিল না অলোক। সে হেসে বলল, 'ধরো, এখন একটা অ্যাকসিডেন্ট হল। আমি তোমাকে কথা দিতে পারি এই স্পিডে ধাক্কা মারলে তুমি বা আমি কেউই বেঁচে থাকব না। সমস্ত সমাধান হয়ে যাবে এক মুহূর্তে কি বল?'

দরজা আঁকড়ে বসেছিল দীপাবলী। হাঁ হয়ে তাকাল অলোকের দিকে। ড্যাশবোর্ডের যেটুকু আলো ওর মুখে পড়ছে তাতে স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। সে কোনমতে বলতে পারল, 'সমাধান তো হয়েই গেছে।'

'ওটা তোমার মত করে সমাধান। পাবলিক তো ঘাস খায় না। সব্বাই জানতে পারবে অলোক মুখার্জির বউ ভেগেছে।' জিভে শব্দ করল অলোক।

গাড়িটা দুলে উঠল। চেঁচিয়ে বলল দীপাবলী, 'প্লিজ, কথা বল না।'

হঠাৎ পেছন থেকে একটা মোটর বাইকের টানা হর্ন ভেসে এল। তীরের মত তার

হেডলাইটটা ছুটে আসছে ওদের পেছনে। সেটাকে লক্ষ্য করা মাত্র স্পিড কমাল অলোক। প্রায় পাশে চলে এসে মোটরবাইকের আরোহী গাড়িটাকে থামাতে নির্দেশ দিল। দীপাবলী দেখল লোকটা একজন পুলিশ অফিসার।

অলোক বাঁ পাশ চেপে থামানো মাত্র লোকটা তার বাইক গাড়ির সামনে পার্ক করে এগিয়ে এল জানলার গায়ে। চোস্ত হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, 'এই রাস্তায় এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলে কেন ? ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখি ?'

অলোক বিনা বাক্যব্যয়ে সেটা বের করে দিল। অফিসার উঁকি মেরে দীপাবলীকে দেখল। তারপর বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম কোন ক্রিমিন্যাল ভাগছে।'

অলোক কোন জবাব দিল না। লোকটা একটু ভাবল্। তারপর লাইসেন্স ফেরৎ দিয়ে বলল, 'নর্মাল স্পিডে গাড়ি চালান, যেভাবে চালাচ্ছিলেন তাতে আপনাদের অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারতো।' লোকটা এগিয়ে গিয়ে বাইক চালু করে ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল।

অলোক স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে চোখ বন্ধ করে বসেছিল। ওইভাবেই বলল, 'হল না। অ্যাকসিডেন্টটা তো ঘটানো গেল না। অবশ্য প্রমাণ হল, মরতে তুমি ভয় পাও।

'কে না পায় ?'

'যে পায় তার বাঁচার ইচ্ছে থাকে। জীবন থেকে পাওয়ার কথা ভাবে।'

'নিশ্চয়ই। আমি খামোকা মরতে যাব কেন ? তুমি যদি আবার ওইরকম ড্রাইভ করো তাহলে নেমে যাব।'

'ডু ইউ ওয়ান্ট টু ম্যারি এগেইন ?' হঠাৎ অলোক প্রশ্ন করল।

ভাবিনি। ভাবার অবকাশ পাইনি। তা ছাড়া আমি এখনও বিবাহিত।'

'তুমি তো ইচ্ছে করলেই ডিভোর্স নিতে পার। আমি তোমাকে কথা দিয়েছি কনটেস্ট করব না। তোমার সেই বন্ধু, অভিনেতা, সেই ভদ্রলোক তো আছেনই।'

'কার কথা বলছ ?'

'আরে যিনি আকাশ ফুঁড়ে নেমে এসে তোমার বিয়ের সাক্ষী হিসেবে সই করলেন।'

'ও। এতদিন পরে তার কথা মনে পড়ল ?'

'শুনলাম তিনি এখন ফ্রি আছেন। কলকাতায় অভিনেতা পরিচালক হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছেন। ওঁর প্রথম বউ এখন আলাদা থাকে।'

'এত খবর তুমি জোগাড় করেছ ?'

'তুমি কেন কলকাতায় যাচ্ছ তা জানতে হবে না ?'

'কলকাতায় যাওয়ার পেছনে আমার কোন ইচ্ছে কাজ করেনি।'

'তা ঠিক।'

'বাঃ। এতটা একমত হলে কি করে ? তুমি জানতে আমি বদলি হব ?'

'জানতাম।'

'তার মানে ?'

'আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছি না, এ অবস্থায় ওটাই একমাত্র রাস্তা ছিল।'

'আমি এই রকম একটা সন্দেহ করেছিলাম।'

'কি ? আমি তোমাকে বদলি করেছি ? চমৎকার। আমার অত ক্ষমতা কোথায় ?'

'তাহলে তুমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে কাউকে বিয়ে করতে চাইছ না ?'

'অনেক তো হল। দুবারে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।'

'তুমি কোন পুরুষের সঙ্গে বাস করতে পারবে না।'

'হয়তো।'

'হয়তো না। এটাই সত্যি। কাউকে সুখী করার ক্ষমতা তোমার নেই।'

'এসব কথা বলার সময় আর জায়গা এটা ?'

'আর তো কোনদিন বলব না। বলতে পারব না।'

'অলোক, তুমি কি চাইছ ? এই তো সেদিন পরিষ্কার ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথাবার্তা বললে ! আবার এসব কেন ?'

'আমি সহ্য করতে পারছি না।'

'ইটস ইওর প্রব্লেম।'

'তুমি নিষ্ঠুর।'

'সেটা তুমিই তৈরি করেছ।'

'না। তোমার মধ্যে একটা বরফেব ছুরি লুকোনো ছিল। এইটে আমি বুঝতে পারিনি।'

'বাড়িতে ফিরে চল।'

'তুমি মিথ্যুক। মিথ্যেবাদী। নিশ্চয়ই কাউকে ভালবাসতে। তাই এত সহজে এখান থেকে চলে যেতে পারছ। ইউ আর এ ডিজঅনেস্ট ওম্যান।'

'বেশ তাই।'

'তোমার লজ্জা করছে না ?'

'এতক্ষণ খারাপ লাগছিল। আর লাগছে না। লজ্জা করতে যাবে কেন ?'

অলোক হঠাৎ ইঞ্জিন চালু করল। তবে আর ঝড় তুলে নয়, স্বাভাবিক গতিতে সে গাড়িটাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। দীপাবলীর বুকে প্রচণ্ড অস্বস্তি, নিঃশ্বাসে কষ্ট বাড়ছিল। সে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বিছানায় উপুড় হল। কিন্তু শুলে কষ্ট আরও বাড়ে। বাথরুমে ঢুকে মুখে জল দিল। তারপর চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল। হঠাৎ অলোক কেন এমন শুরু করল ? ভাবতে গিয়ে মাথার ভেতরটায় কেউ দুরমুশ শুরু করে দিল। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা টলে গেল। আচমকা একটা ভয় ওকে গ্রাস করল। তার কি চরম কিছু হতে যাচ্ছে ? হার্ট অ্যাটাক ? সে কি মরে যাচ্ছে ? কযেক সেকেন্ড দাঁড়াতেই চোখের সামনে একটা কালো পর্দা নেমে এল। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চিৎকার করতে গিয়ে দেখল কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। শরীরের নাগালে বিছানাটা পেয়ে গেল এটুকুই শেষ পর্যন্ত বোধে এল।

চোখ মেলল যখন তখন দিন না রাত বোঝার উপায় নেই। ঘরের জানলা গতরাত্রে খোলা হয়নি। দীপাবলী আবিষ্কার কবল সে বেঁচে আছে। মাথাটা দপ দপ করছে, নিঃশ্বাস স্বাভাবিক, বুকের অস্বস্তিটা নেই। চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়ে থাকার পর বুঝল ঘরটাকে দেখতে পাচ্ছে। সেই কালো পর্দাটা এখন উধাও। কোনমতে নিজেকে টেনে বিছানা থেকে নামল। পা ফেলতেই মাথার ভেতরটা ঝনঝন করে উঠল। সেই অবস্থায় বাথরুমে গেল সে। একটু পরিষ্কার হয়ে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে দেখল টেবিলে কাগজ চাপা আছে। অলোকের হাতের লেখা, 'কয়েকবার নক্ করেছিলাম, তুমি খোলনি। সম্ভবত আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না। ট্রেন ধরতে হলে তিনটের আগে বেরুনো উচিত। আমি আসব। অলোক।'

দীপাবলী চিরকুট রেখে দিল। এই ফ্ল্যাটে আজ তার শেষদিন। সে ঠোঁট কামড়াল। এবং হঠাৎ কান্না এল। শূন্য ফ্ল্যাটে একা দাঁড়িয়ে কেঁদে গেল খানিক। তারপর ধীরে ধীরে

বিছানায় ফিরে গেল। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর আবার খারাপ করতে লাগল। চুপচাপ পড়ে রইল সে।

এগারটা নাগাদ উঠে স্নান করল। খিদের বোধটাই নেই। অথচ সকাল থেকে একফোঁটা চা পর্যন্ত পেটে পড়েনি। জিনিসপত্র নিজের যা, তা একটু একটু করে গোছানো ছিল। গোছাবার সময় সে আবিষ্কার করেছিল তার নিজেব বলতে খুব কমই রয়েছে। এতকাল যা ব্যবহার করেছে সব অলোকের দেওয়া। নিজে যা এনেছিল তা ব্যবহার করেছে কদাচিৎ। আজ যাওয়ার সময় সে অলোকের জিনিসগুলোয় হাত দেয়নি। না শাড়ি, না গয়না, না অন্যকিছু। ফলে দুটো স্যুটকেসেই সব ভরে গেছে।

দুপুরে অলোক এসে গেল। সঙ্গে চাইনিজের প্যাকেট। মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার? শরীর খাবাপ?'

'না, কিছু হয়নি।'

'খেয়েছ কিছু?'

'খিদে নেই।'

অলোকের অনুরোধে খেতে হল। খেয়েই বমি বমি পাচ্ছিল। ইতিমধ্যে অলোক স্যুটকেশ গুছিয়ে নিচ্ছিল। দীপাবলী দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমাকে আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে হবে না। আমি একাই যেতে পাবব।'

'তা কি হয়। কথা দিচ্ছি, আব কখনও বিরক্ত করব না। এবারটা ঘুরে আসি।'

দীপাবলী কিছু বলল না। বলতে গেলে তর্ক করতে হবে। আর সেটা সহ্য করা সম্ভব নয়। একটু বাদে সমস্ত বাড়িতে তালা চাবি দিয়ে অলোক স্যুটকেশগুলো একে একে নিচে নামাল। আজ গাড়ি নয়, ট্যাক্সি ডাকা হয়েছে। দরজা খুলে পেছনের সিটে বসতে বসতে দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবে?'

'হ্যাঁ। কি হবে আর রেখে। ফালতু।' অলোক ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করল।

॥ ৩৭ ॥

হাওড়া স্টেশনে ট্রেনটা থামামাত্র দীপাবলীর মনে হল হাত থেকে জলভবা স্টেনলেসেব গ্লাস মেঝেতে পড়ে গেলে যেভাবে জল ছিটকে যায় ঠিক সেইভাবে গলগল করে যাত্রীরা বেরিয়ে যাচ্ছে। এত মানুষ চারপাশে, সবাই বাংলা বলছে অথচ কেউ তার পবিচিত নয়। কাউকে আত্মীয় ভাবতে একটুও ইচ্ছে করছে না। মুখগুলো কি নির্মম, কাজ হাসিলের জন্যে যেন সব কিছু এরা করতে পারে। অথচ এবা কারো ভাই কারো ছেলে কারো স্বামী। ছুটে চলার সময় গায়ে ধাক্কা লাগলেও দুঃখ প্রকাশ করার কোন বালাই নেই। নিজের বিপত্তি খুব সামান্য হলেও হুঙ্কার দিয়ে উঠছে কেউ কেউ। দীপাবলী ট্রেনের জানলায় চোখ বেখে এদের দেখছিল। দিল্লী স্টেশনেও এমন অসহিষ্ণু মানুষেব ভিড় নজরে পড়ে না। কলকাতা বা পশ্চিম বাংলা বললেই বাইরে থাকলে মনেব মধ্যে এক ধরনের আনন্দিত কাঁপুনি তৈরী হয়। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে এসে ওর একটুও আনন্দ হচ্ছিল না। এই মানুষদের শহরে তাকে থাকতে হবে যাদের মুখোশটাই ধীরে ধীরে মুখ হয়ে যাচ্ছে।

অলোক কুলিদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার বলল, 'আমাদের নামতে হবে।'

দীপাবলী উঠল। নিজের শরীর খুব ভারি লাগছিল। ট্রেনে একটুও ঘুম হয়নি এবার। সে গম্ভীর মুখে অনুসরণ করল। গতবার দিল্লী যাওয়ার সময় প্রায় প্রতিটি স্টেশনে অলোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। একই কামরায় যাওয়া হচ্ছে না বলে আফসোস

করেছিল। কিন্তু এবার একই সঙ্গে পাশাপাশি ফেরা। অলোকের মনে সেই ঘটনাটা নিশ্চয়ই ছিল নইলে কেন বলবে, 'সেই ভাল ছিল। তোমার আমার কামরা আলাদা। মাঝে মাঝে আমি তোমার খবর নিয়ে ফিরে যাব। পাচ্ছি না বলে আফসোস করব কিন্তু তাতে এমন পুতুলের মত পাশাপাশি বসার কষ্টটা থাকবে না।' দীপাবলী চুপ করে ছিল। সেই প্রথম এবং শেষ। অলোক নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে আর একটিও কথা বলেনি। বরং পুরো পথটায় চমৎকার ব্যবহার করেছে। কোন ব্যাপারে যেন তার অসুবিধে না হয় তা লক্ষ্য রেখেছে। এই মানুষটিকে সে বিয়ের আগে খুব ভাল রকম চিনত। এমন মানসিকতার একটি লোককে তার স্ত্রী ছেড়ে চলে আসছে জানলে বিশ্বসুদ্ধ লোক তার সমালোচনা করবে। অথচ বিয়ের পর এই সময়টায় ওই অলোক একটু একটু করে কেমন পাল্টে গেল, কিভাবে অন্যমানুষে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল তা বাইরের লোক জানবে না। দীপাবলী অনেকবার নিজেকে একটা প্রশ্ন করেছে। মানিয়ে না চলার অক্ষমতা কি শুধু অলোকের? তার নিজের কোন দোষ নেই? তার ভেতরে কি অনেক সময় উন্নাসিকতা কাজ করেনি? অথবা শীতলতা। আচমকা কোন কিছু মনের বিরুদ্ধে গেলেই সে নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে নেয় কেন? প্রতিটি মানুষ নিজের স্বপক্ষেই উত্তর দিতে ভালবাসে। দীপাবলীও দিয়েছে। কিন্তু এটাও তো ঠিক আলাদা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর শুধু এক রাত্রে গাড়িতে বসে খারাপ ব্যবহার করা ছাড়া অলোককে দেখে মনে হয়েছে সে যেন মুক্তির আনন্দ পাচ্ছে। এই যে তাকে পৌঁছে দিতে আসা সেটাও সেই আনন্দেরই প্রকাশ। এমনই ঠিক, তার এবং অলোকের স্বভাবে নেই মিলিত জীবনের দায় বহন করা। কিন্তু এসব কথা নিজের মধ্যেই রেখে দিতে হবে বাকি জীবন। ট্রেনে ওঠার পর থেকেই তার কেবলই মনে পড়ছে নন্দা মিত্রের কথা। পঙ্কজ-নন্দার সঙ্গে ওই একটাই সন্ধ্যে তারা কাটিয়েছে। তবু ভদ্রমহিলাকে তার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। নন্দা বলেছিলেন, 'ভাই, কোন বাঙালি মেয়ে যখন নিতান্তই উপায় থাকে না তখনই স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাইরে পা বাড়ায়।' কিন্তু এই কথাটা তো তার নিজের ক্ষেত্রে সত্য নয়। তাকে তো অলোক বাধ্য করেনি চলে আসতে! নিতান্তই উপায় থাকে না কথাটা অবশ্য খুব গোলমেলে। কারো ক্ষেত্রে সামান্যতে তা মনে হতে পারে কেউ আবার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে। কিন্তু বিয়ে করা আর একসঙ্গে বাস করার মধ্যে মানসিকতার রূপান্তর ঘটতে পারে তা জানা ছিল না।

ট্যাক্সির লাইনে দীপাবলী এইসব ভেবে যাচ্ছিল। অলোক তার সামনে দাঁড়িয়ে। মালপত্র নিয়ে কুলিরা। লাইনটা এগোচ্ছে না অনেকক্ষণ। অথচ এ নিয়ে কারো কোন চিন্তা নেই। সামনের এক ভদ্রলোক বললেন, 'অনেকক্ষণ গাড়ি আসছে না, বোধহয় বড়বাজারে জ্যাম হয়েছে।'

'বড়বাজার মানে?' অলোক জিজ্ঞাসা করল।

'বাইরে থাকেন বুঝি? গেটওয়ে অফ ক্যালকাটা। ওয়ান অফ দি মোস্ট ইনডিসিপ্লিন্‌ড, ঘিঞ্জি এলাকা। দেখলে মনে হবে পশ্চিম বাংলা নয়। রাস্তা সরু, যে যার মত তা আটকে রাখে তাই জ্যামটা হয়ে যায়। ট্যাক্সি পেলে দেখবেন পেরোতে একঘণ্টা লাগবে।' বেশ জব্বর খবর দিচ্ছেন এমন ভঙ্গীতে বললেন ভদ্রলোক।

দীপাবলীর অবাক লাগত। অলোক কি জেনেশুনে ভান করছে? যে লোক এতবার হাওড়া দিয়ে কলকাতায় ঢুকেছে সে বড়বাজারের নাম শোনেনি? মাহাত্ম্য জানে না? নাকি ভদ্রলোকের মুখ থেকে কথাগুলো শোনার জন্যে অমন ভাব দেখাল। সে লাইনটার দিকে তাকাল। অন্তত শ'দেড়েক লোক দাঁড়িয়ে। দুটো ট্যাক্সি এসে থামতেই কিছু লাইন ভেঙে

কিছু লোক হৈ হৈ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। একজন পুলিশ তাদের সামলাতে পারছিল না। অলোক বলল, 'অসম্ভব। ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করতে হলে এক জন্ম কেটে যাবে। কলকাতার মানুষ এত ধৈর্য কোথায় পায় বলতো?'

এই সময় দালালগুলোকে দেখা গেল। শ্রবণসীমায় এসে গুন গুন করে বলছে, 'ট্যাক্সি চাই দাদা, প্রাইভেট ট্যাক্সি।'

অলোক উৎসাহিত হল, 'এই যে ভাই?'

লোকটি সুড়ুৎ করে কাছে চলে এল।

অলোক জিজ্ঞাসা করল, 'লেকগার্ডেন্স যাব। গাড়ি আছে?'

'আছে। ৫০ টাকা লাগবে।'

সেই ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, 'কি? ১০ টাকাও মিটারে ওঠে না আর ৫০ চাইছ? নতুন লোক পেয়ে টুপি পরানোর মতলব?'

দালালটি বলল, 'এই যে দাদু, আপনার সঙ্গে কে কথা বলছে। যার দরকার তাকে বলেছি, যেতে ইচ্ছে হলে যাবে নইলে না। অত কথা কিসের?'

অলোক জিজ্ঞাসা করল, 'একটু কম করা যায় না?'

'না দাদা! একটু বাদে আর রাস্তায় ট্যাক্সি পাবেন না। বেহালায় এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ঝেড়েছে, ওরা গাড়ি তুলে নিচ্ছে। যেতে হলে চলুন। ওপাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

অলোক দীপাবলীর দিকে তাকাল, 'অগত্যা—, কি বল?'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'না। আমি অত টাকা দিতে পারব না।'

'আঃ, টাকার কথা তুলছ কেন?'

'নিশ্চয়ই, আমার প্রয়োজনে তুমি কলকাতায় এসেছ। টাকাটা তাই আমি দেব।'

কাঁধ নাচাল অলোক। ওর মুখের চেহারা পাল্টাচ্ছে। অর্থাৎ স্বরূপটাও পাল্টাতে শুরু করবে এখনই। দীপাবলী অপেক্ষা করল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল অলোক। নিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দীপাবলীর কষ্ট হচ্ছিল দাঁড়াতে কিন্তু সেটা সে প্রকাশ করল না।

দু ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে ওরা লাইন থেকেই ট্যাক্সি পেল। মালপত্র তুলে ট্যাক্সিতে বসে মনে হল বাঁচা গেল। অলোক জিজ্ঞাসা করে সর্দারজী ড্রাইভারের কাছে জানল কয়েকটা বড় মিছিলের জন্যে শহরে জ্যাম হয়েছে। বেহালার ব্যাপারটা ভদ্রলোক শোনেননি। অলোক চিড়বিড় করল, 'লোকটা ভাঁওতা দিয়ে আমাদের নিতে চাইছিল।' দীপাবলী কিছু বলল না।

হাওড়া ব্রিজ পার হবার আগেই গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। সামনে বড় বড় লরি, বাস, মিনি, ট্রাম থেকে ঠেলা কোন কিছুই বাদ নেই। সমস্ত শহর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কারো কোন দুশ্চিন্তা নেই। ট্যাক্সির মিটার উঠছে। অলোক মুখ ফিরিয়ে বলল, 'দিল্লি ছেড়ে কোথায় এলে দ্যাখো। একমাত্র উন্মাদ হয়ে গেলেই কলকাতায় থাকা যায়।'

দীপাবলী হাসল, 'আমি নিজে থেকে আসিনি, আমাকে আসতে বাধ্য করা হয়েছে। আর সব কিছুই ধীরে ধীরে অভ্যেসে এসে যায়। প্রথম প্রথম যা খারাপ তা পরে তেমন লাগে না।'

অলোক সুযোগ নিল, 'কথাটা সত্যি নয়। আমাদের ক্ষেত্রে তো নয়ই।'

দীপাবলী মুখ ঘুরিয়ে নিল। এ প্রসঙ্গে কথা বলার মত শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। তার চোখ পড়ল গঙ্গার ঘাটে। সেখানে কিছু লোক স্নান করছে। অদূরেই জলে কিছু একটা

ভেসে যাচ্ছে। দুটো কাক তার ওপরে বসে পরমানন্দে ঠুকরে চলেছে। স্নানার্থীরা এ নিয়ে একটুও মাথা ঘামাচ্ছে না। কোথায় যেন পড়েছিল দীপাবলী ঈশ্বরকে পেতে হলে চারপাশের সমস্ত কিছু উপেক্ষা করতে হয়। নির্লিপ্ত হয়ে নিজের কাজ করে যাও। এখন মনে হচ্ছে কলকাতার মানুষেরা ওইভাবে স্বর্গের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

দেড় ঘণ্টা সময় লাগল পৌঁছাতে। তার পরেও কিছুটা সময় বাড়িটাকে খুঁজে বের করতে গেল। অলোক হোটেলে উঠতে চেয়েছিল, দীপাবলী রাজী হয়নি। কলকাতার হোটেলে দু-জনে দুটো ঘর নিলে অনেক কৌতূহল তৈরী হবে। তাছাড়া, হোটেলে পৌঁছে অলোক যদি দুটো ঘরের প্রস্তাব উড়িয়ে দেয় তাহলে আর একটা সমস্যা হবে।

দারোয়ানকে ডেকে চিঠিপত্র দেওয়ার পর জানা গেল তারা ইতিমধ্যে খবর পেয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি ভেঙ্গে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দীপাবলী খুশী। ঘরগুলো সুন্দর, জানলা খুলে দিতেই অনেক আলো অনেক হাওয়া হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল। বাথরুমেও পর্যাপ্ত জল। কিন্তু সমস্যা হল ফ্ল্যাটে কোন ফার্নিচার নেই। বসার জায়গা পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। অলোক বিরক্ত গলায় বলল, 'এভাবে চলে এসে কি লাভ হল?'

'কালকের মধ্যে কিছু কিছু কিনে নেব।'

'কালকের কথা কালকে। আজ কি হবে?'

দারোয়ান চুপচাপ শুনছিল। সে বলল, 'পাশের ফ্ল্যাটে ফার্নিচার খাটটাট সব আছে। ওর চাবিও আমাদের কাছে। কেউ নেই ওখানে। আজকের রাতটা ইচ্ছে করলে ওখানে থেকে সব ব্যবস্থা করে নিতে পারেন।'

লোকটাকে দেবদূত বলে মনে হচ্ছিল। অলোক ওকে কিছু টাকা দিল খাবার আনার জন্যে। পাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিয়ে চলে গেল লোকটা। ভেতরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়ল অলোক, 'আঃ কি আরাম।'

নিজের স্যুটকেস দ্বিতীয় ঘরটায় নিয়ে গিয়ে দীপাবলী দেখল সেখানেও খাট-বিছানা পাতা আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ব্যবহার করা হয়নি অনেকদিন। দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও একটা ধুলোটে গন্ধ লেগে রয়েছে। তবু এই ভাল।

স্নান শেষ করে পরিষ্কার হয়ে দারোয়ানের আনা ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন খেল ওরা। অলোক জিজ্ঞাসা করল, 'বিকেল হয়ে আসতে দেরি নেই। বেরুতে পারবে?'

'বেরুতে তো হবেই।'

'আমি ভাবছি এত জিনিষপত্র একসঙ্গে কি করে কিনবে?'

'দেখি।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করলে আপত্তি করবে?'

'হ্যাঁ। হঠাৎ চা খাওয়ালে অথবা দারোয়ানকে খাবার আনতে টাকা দিলে, এটা মেনে নেওয়া যায়। এই নিয়ে তর্ক করা অসভ্যতা। কিন্তু জীবনযাপনের জন্যে আমার যা প্রয়োজন হবে সেটা নিজেই করতে চাই।' দীপাবলী শান্ত গলায় জানাল।

একটা লিস্ট করা হল। কয়েকটা কাপ প্লেট, রান্নার জিনিষপত্র, স্টোভ, একটা খাট আর একটা সোফা কাম বেড, জলের গ্লাস, জাগ, অন্তত চারটে চেয়ার আর একটা টেবিল, এক সেট তোষক গদি বালিশ চাদর অবিলম্বে দরকার। ট্রেনযাত্রার ক্লান্তিটা তখনও শরীরে, কিন্তু এখনই কেনাকাটা না করলে ওই ফ্ল্যাটে থাকা যাবে না। অলোকের হাবভাবে আলস্য থাকলেও সে রাজী হতে বাধ্য হল। দীপাবলীর মনে পড়ল এর আগে কলকাতায় থাকার সময়ে সে পার্ক স্ট্রিট, ওয়েলিংটন এলাকায় বেশ কিছু ফার্নিচারের দোকান দেখেছিল। কেউ

একজন বলেছিল ও-পাড়ার অকসন হউসগুলোতে খুঁজলে ভাল ফার্নিচার সস্তায় পাওয়া যায়। হয়তো সেগুলো একদা ব্যবহৃত কিন্তু এরা রঙ টং করে এমন সুন্দর রাখে যে পুরনো বলে মনে হয় না।

ট্যাক্সি নিয়ে ওরা প্রথমে পার্ক স্ট্রিট পাড়ায় চলে এল। অলোকের খুব আপত্তি ছিল সেকেন্ড হ্যান্ড খাট টেবিল চেয়ার কেনায়। কিন্তু জিনিসগুলো দেখার পর সে আকৃষ্ট হল। এমন অনেক আসবাব আছে যা দেখলেই বাড়িতে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। সেগুলো এখনও চমৎকার মজবুত। আর এখানে এসে দীপাবলীর মনে এল লিস্টে একটা অবশ্য জিনিসের নাম বাদ পড়ে গিয়েছে। সেটা একটা আলমারি। কাপড়-চোপড় থেকে যা কিছু মূল্যবান তা রাখাব জন্যে ওটা চাই-ই।

দাম করতে গিয়ে ফাঁপড়ে পড়ল সে। অনেক টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা স্টিলের আলমারি, মোটামুটি চলনসই, বারোশ' টাকার নিচে হচ্ছে না। খাটটার দাম চাইছে আটশো। সব মিলিয়ে এ পাড়াতেই তিন হাজার খরচ হয়ে যাবে। একজন সেলসম্যান পরামর্শ দিল সাময়িক কাজ চালানোর জন্যে ফার্নিচার ভাড়া করে নিয়ে যেতে পারে। এসবের জন্যে মাসে তিনশো টাকা দিলেই চলবে। কলকাতার অনেকেই তাই করেন বিশেষ করে যাদের বদলির চাকরি অথবা শহরে অল্প কয়েক মাস থাকেন। কিন্তু দীপাবলী কিনেই নিল। ব্যাগ থেকে সঞ্চয়ের অনেকটাই বের করে দিল সে। এরাই আগামীকাল ভোরে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে আসবে জিনিসগুলো।

অলোক আপাতত ভূমিকাবিহীন। সে এখন কোন পরামর্শও দিচ্ছে না। দীপাবলী যখন টাকা গুণছিল তখন তার চোয়াল শক্ত হয়েছিল। তার যে কিছুই করার নেই, করতে চাইলেও প্রত্যাখ্যাত হবে সেটা জানার পর নিজেকে নির্লিপ্ত রাখা ছাড়া উপায় নেই এবং সেটাই কষ্টকর।

রাসেল স্ট্রিট আর পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে অলোক বলল, 'একটু চা খাওয়া যেতে পারে ?'

তেষ্টা পেয়েছিল দীপাবলীরও। সে মাথা নাড়ল। এদিকে ছোটখাটো কোন দোকান নেই। হাঁটতে হাঁটতে পরের পর বার-কাম রেস্তোঁরার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দীপাবলী বলল, 'তোমার বসদ এখানে সর্বত্র। ইচ্ছে করলে ঢুকতে পার।'

অলোক হাসল, 'আমি বারে বসে মদ খাই না। পেশাদার মাতাল বলে মনে হয়। অবশ্য তুমি যদি যেতে চাও তাহলে আমার আপত্তি নেই।'

দীপাবলী হজম করল। কাউকে চিমটি কাটতে গিয়ে পাল্টা চিমটি খেলে সেটা করতেই হয়। দিল্লীতে সে মদে চুমুক দিয়েছে লোকের সঙ্গে পার্টিতে গিয়ে। অলোক সেই খোঁচাটা দিল। মদ খেতে প্রথমে তার ভাল লাগেনি। বাঙালি মেয়ের রক্তে মদ খাওয়া সম্পর্কে অনেক আপত্তি মিশে থাকে। কোন বাঙালি মেয়ে মদ খাচ্ছে মানে সে চরিত্রহীনা এমন একটা ধারণা কয়েক পুরুষ ধরে চলে আসছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বোস ইউরোপে শীতের কারেস ব্রান্ডি খেয়েছেন, সৈয়দ মুজতবা আলি মদ্যপান করতেন নিয়মিত, অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি কাজের শেষে মদের গ্লাসে চুমুক দেন জানা সত্ত্বেও তাদের বাঙালি চরিত্রহীন বলে মনে করে না।

ফ্লুরিজে ঢুকে কোণের টেবিলে বসতে বসতে অসীমের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এমনটা দীপাবলী কল্পনাও করেনি। অথচ রেস্টুরেন্টে ঢোকার সময় ওর কথা মনে পড়েছিল। এখানে সে অসীমের সঙ্গেই এসেছিল চা খেতে। একেই কি বলে কাকতালীয় ব্যাপার ?

অসীম বসেছিল এক মহিলার সঙ্গে। তিনি যথেষ্ট সুন্দরী এবং আধুনিকা। অন্তত পোশাক এবং কেশবিন্যাসে তাই মনে হয়। বসামাত্র অসীমের সঙ্গে চোখাচোখি হল। ওর চোখের বিস্ময় তিন টেবিলের ব্যবধানেও বুঝতে অসুবিধে হল না। অলোক বলল, 'বাঃ বেশ ভদ্র পরিবেশ তো।'

দীপাবলী কাছে আসা বেয়ারাকে চা আর প্যাটিস আনতে বলল। হয়তো শীততাপনিয়ন্ত্রিত রেস্টুরেন্টে শিক্ষিত ভদ্র খদ্দের চারপাশে ছড়িয়ে আছে বলে অলোক আরাম বোধ করছিল। বলল, 'কলকাতায় এসে এটার নাম শুনেছিলাম, আজ প্রথমবার ঢুকলাম।'

দীপাবলী বলল, 'আমি দ্বিতীয়বার। ওই যে ওপাশে যে ভদ্রলোক এক সুন্দরীর সঙ্গে বসে আছেন তাঁর সঙ্গে প্রথমবার এসেছিলাম। আমরা সহপাঠী ছিলাম।'

অলোক মুখ ফিরিয়ে অসীমকে দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'উনিই কি তোমার সেই প্রথম প্রেমিক? অসীম না কি যেন নাম?'

'প্রেমিক নয়। বন্ধু। তবে ওর ইচ্ছে ছিল, আমার মনে শেষ পর্যন্ত ইচ্ছেটা আসেনি। যা আমার কাছে শুনেছ তা সত্যি। এখন সত্যিটাকে ইচ্ছে করে বিকৃত করো না।'

'আঃ, রসিকতাও নিতে পারো না?'

'তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কে এখন আর রসিকতা চলে না।'

'আই অ্যাম সরি।'

বেয়ারা খাবার নিয়ে এল। ওরা চুপচাপ খাচ্ছিল। এই সময় দীপাবলী দেখল সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে অসীম ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। সে সোজা হল।

উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে অসীম হাসল, 'বিরক্ত করছি। কিন্তু তোমাকে দেখে সেটা না করে পারছি না।

'না না বিরক্ত কিসের। কেমন আছ?' দীপাবলী জানতে চাইল।

'ভাল। তুমি এখন কলকাতায়?'

'হ্যাঁ। আজ থেকে। দিল্লীতে ছিলাম।'

'আই সি! তোমার আর খবর কি?'

'চলে যাচ্ছে। চাকরি করছি। ইনকামট্যাক্স।'

'আচ্ছা? কি পোস্টে আছ?'

'আমি আই আর এস পেয়েছিলাম।'

'তাই বল। তাহলে তো তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয়। বাই দা বাই, এ হল পত্রলেখা। গতমাসে আমরা বিয়ে করেছি।'

পত্রলেখা মাথা ঝুঁকিয়ে হাসতেই সেটা ফিরিয়ে দিয়ে দীপাবলী বলল, 'আপনারা দাঁড়িয়ে কেন? বসুন। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে?'

পত্রলেখা অসম্ভব ন্যাকা গলায় বলল, 'ননা। আমার চায়ের হ্যাবিট নেই। অসি বলছিল আপনার কথা। আপনার মত ফাইটিং স্পিরিট বাঙালি মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না তাই আলাপ করতে এলাম। আমাদের আবার একটু বাদেই ক্লাবে যেতে হবে।'

'ও, আচ্ছা।'

হঠাৎ অসীম বলল, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বিয়ে থা করেছ?'

দীপাবলী চট করে নিজের হাত দেখল। সেখানে সোনা বাঁধানো নোয়াটা এখনও রয়েছে। সেটা লক্ষ্য করে অসীম বলল. 'না না, শুধু ওটার জন্যে নয়। বিবাহিতা মেয়েদের

প্রথম ক'বছরে শরীরের গড়ন বদলে যায়। এই পত্রলেখাকে দেখে সেটা বুঝতে পারছি।'

পত্রলেখা হাসল, 'সুখের অত্যাচার?'

দীপাবলী ঠোঁট কামড়ালো। সে কি মোটা হয়ে গিয়েছে? এবং তখনই তার নজর পড়ল অলোকের দিকে। গম্ভীর মুখে অলোক জানলা দিয়ে পার্ক স্ট্রিট দেখছে। খুব দ্বিধায় পড়ল সে। এখন যদি সে অলোকের সঙ্গে এদের আলাপ করিয়ে না দেয় তাহলে প্রকাশ্যে নিজেদের সম্পর্কটাকে অস্বীকার করা হবে। সম্পর্কে ভাঙন এসেছে ঠিকই কিন্তু সেটা আছে নিজেদের মধ্যেই চাপা। আবার পাঁচজনের সামনে জোর গলায় অলোককে স্বামী বলে প্রচার করার পেছনে মনের কোন সায় নেই।

সে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। আমরা বিয়ে করেছি।'

'আমরা?' অসীম জানতে চাইল।

দীপাবলী বলল, 'অলোক, এ হল অসীম। তোমাকে এর কথা বলেছি। আর শুনতেই পেলে পত্রলেখা ওর স্ত্রী। অলোক মুখার্জী, দিল্লীতে থাকে।'

অসীম সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিল, 'অভিনন্দন। আপনি মশাই দারুণ ভাগ্যবান। দীপাবলীকে নিয়ে অনেকে শুধু স্বপ্ন দেখে গেছে, কাজের কাজটা আপনি করলেন।'

পত্রলেখা ভ্রূ কোঁচকালো, 'সেই দলে তুমিও ছিলে নাকি?'

অসীম হকচকিয়ে গেল। কিন্তু তাকে রক্ষা করল অলোক। সে বলল, 'স্বপ্নে যা রঙিন, সুন্দর, বাস্তবে তার ঠিকঠাক রঙ খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। তাই না?'

কথাটার মানে বোঝার জন্যে সময় নষ্ট করতে চাইল না অসীম। হয়তো পত্রলেখার মনে আর কোন নতুন প্রশ্ন তৈরী হোক তা সে চাইছিল না। প্রায় আচমকাই বিদায় নিয়ে চলে গেল সে স্ত্রীর হাত ধরে। ওদের যাওয়া চুপচাপ দেখল দীপাবলী। অসীমেব পাশে এখন বেশ মানিয়ে গেছে মেয়েটিকে। কলেজের সেই অসীমের সঙ্গে এখনকার অসীমের কোন মিল নেই। অল্প বয়সের ভাবালুতায় মানুষ প্রায় সব সময় ভুল করে। সেটা না ঘটায় নিশ্চয়ই এখন অসীম সঠিক সঙ্গিনী নির্বাচন করেছে। হয়তো এমন আত্মসর্বস্ব মেয়েদের পুরুষরা ভাল পছন্দ করে।

'আমার যে পরিচয়টা আর সত্য নয় সেটা আর পাঁচজনকে জানিয়ে লাভ কি?'

অলোকের কথায় সচেতন হল দীপাবলী। হেসে বলল, 'ভদ্রতা। চল, এবার উঠি।'

দরজা ঠেলে বাইরে পা দিয়ে অলোক বলল, 'এমন ভদ্রতায় আমি অভ্যস্ত নই।'

'আমিও ছিলাম না। কিন্তু করছি। যেমন তুমি স্রেফ ভদ্রতাবশত দিল্লী থেকে আমার সঙ্গে চলে এসেছ কাজ নষ্ট করে! ওই ট্যাক্সিটা ধরবে, প্লিজ!' সাততাড়াতাড়ি বলে উঠল দীপাবলী।

গড়িয়াহাটা থেকে মোটামুটি লিস্ট মাফিক সবই পাওয়া গেল। কাঁচা বাজার বাদ দিয়ে ডিম পাউরুটি পর্যন্ত নিয়ে নিল ওরা। একসঙ্গে নয়, সময় বাঁচানোর জন্যে দুজনে আলাদা আলাদা জিনিষপত্র কিনছিল। দীপাবলী অলোককে টাকা দিয়ে দিয়েছিল। অত বোঝা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে বাড়ির সামনে আসার পর দারোয়ানের শরণাপন্ন হতে হল। তাকেই টাকা দিল অলোক। রাত্রে দোকান থেকে রুটি মাংস এনে দেবে সে।

জিনিসপত্র ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবার পর রান্নাঘরটা কোনরকম ভদ্রস্থ করল ওরা। অলোক সাহায্য করছিল। বলল, 'দুটো জিনিষ তোমার এখনই দরকার। গ্যাস আর ফ্রিজ। একা মানুষের এদুটো বেশী করে কাজে লাগে।'

কাজ করতে করতে দীপাবলী বলল, 'এখন সামর্থ্য নেই। হলে কিনব।'

'আমার যখন কিছু করা নিষেধ তখন বলে মুখ নষ্ট করব না।'

'এই তো, নিজের বুদ্ধিমত্তার ভাল প্রমাণ দিলে।'

কেনা ব্যাগ এবং বাক্স থেকে জিনিসপত্র বের করতে করতে হঠাৎ দীপাবলী হতভম্ব। একটা প্রিমিয়াম হুইস্কির বোতল। বড়মাপের। জিনিষটা তুলে ধরে সে অলোককে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা ?'

'কিনলাম। অবশ্য তোমার টাকায় নয়।'

'তাহলে এটা এখানে খুলো না।'

'মানে ?'

'এই ফ্ল্যাটে ড্রিংক করলে আমার কাছ থেকে দাম নিতে হবে।'

অলোক হাসল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

পরিশ্রম হল খুব। এবং সেটা করতে করতেই নটা বেজে গেল। দারোয়ান এল খাবার নিয়ে। তাকে দীপাবলী বলে দিল সকালবেলায় ফার্নিচার আসবে। আর যদি সম্ভব হয় কিছু কেরোসিন তেলের ব্যবস্থা করে দিতে। লোকটা জানাল কোন অসুবিধে নেই। কিছু এক্সট্রা টাকা দিলে কয়েক ড্রাম তেল পাওয়া যাবে। দীপাবলীর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'এক্সট্রা চার্জ মানে ? ব্ল্যাক মার্কেটে নাকি ?'

অলোক সামাল দিল, 'সার্ভিস চার্জ বোধহয়। টেক ইট ইন দ্যাট ওয়ে।'

দারোয়ান হাসল, 'খোলা বাজারে এখন তেল পাবেন না। পেলেও লাইনে সারাদিন দাঁড়াতে হবে। এপাড়ার কিছু ছেলে কষ্ট করে তেল জোগাড় করে কিছু বেশী দাম নেয়।'

অলোক বলল, 'তাহলে তো সার্ভিস চার্জ কথাটা মিথ্যে বলিনি।'

'আর কি কি জিনিষ বাজারে পাব না ?' দীপাবলী প্রশ্ন করল।

'আজ্ঞে, বেবিফুড পাবেন না, গ্যাস পেতে অনেক দেরি হবে, এখন চিনি !'

'ঠিক আছে। থাকতে গেলে এসব মানতে হবে। বেবিফুডের দরকাব নেই। গ্যাস যদ্দিন না পাওয়া যাবে তদ্দিন তুমি কেরোসিন সাপ্লাই দিয়ে যেও। মেমসাহেব বড় সরকারি অফিসার. উনি এখানে থাকবেন, আমি কালই দিল্লিতে ফিরে যাব।' অলোক জানাল।

বেবিফুড শব্দটি কানে আসতেই দীপাবলী সজাগ হয়েছিল। অলোকেব দিকে তাকাতে অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু দারোয়ান চলে যাওয়া মাত্র প্লেটে অলোককে খাবার ঢালতে দেখে সে এগিয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে অলোক বলল, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে। এই ঘরে তোমার আর কোন দরকার নেই। চল, বন্ধ করে ওই ঘরে চলে যাই।'

এখন অলোক পাশের ঘরে। এপাশেরটায় একা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দীপাবলী। বাসস্থান মোটামুটি ভালই হয়েছে। এর আগে যখন কলকাতায় ছিল তখন এমন ব্যবস্থার কথা ভাবতেই পারত না। এখন কলকাতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। কালই অফিসে গিয়ে জয়েনিং লেটার দেবে। কাজকর্মের ব্যাপারটা বুঝে— ! হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর। ব্যাগ খুলে ইনল্যান্ডলেটার বের করল। তারপর ছোট্ট চিঠিটা লিখল। মনোরমা যেন তৈরী থাকেন। দীপাবলী যে কোন দিন চলে যেতে পারে তাকে নিয়ে আসার জন্যে। সে জানিয়ে দিল এখন থেকে একাই কলকাতায় থাকবে। সেই সঙ্গে এখানকার ঠিকানাও। যদি অঞ্জলি আসতে চায় তাহলে সে নিশ্চয়ই খুশী হবে। এতদিন যা দুঃখ ভোগ করার তা ওরা করেছে এখন থেকে আর নয়। সে বেঁচে থাকলে তো নয়ই। চিঠিটা লিখে বেশ ভাল লাগল।

বিছানায় শুয়ে এত ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম আসছিল না তার। নতুন জায়গা কিংবা নতুন

জীবনের কথা বড় একটা মাথায় আসছে না। শুধু মনে হচ্ছে পাশের ঘরে অলোক রয়েছে। তার এখনও স্বামী। দুজনে দুজনের সঙ্গে আর মানাতে পারবে না বলে সব সম্পর্কেব অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে। তবু অলোক এসেছে তার সঙ্গে। তাকে সবরকম সাহায্য করেছে। এখন অলোককে খুব ভাল বন্ধু বলেই ভাবা যায়। বন্ধু ? যার সঙ্গে রাতেব পর রাত এক বিছানায় শুয়েছে, যে তাকে প্রথম শরীরের আনন্দের স্বাদ দিয়েছে তাকে কি করে শুধুই বন্ধু ভাবা যায় ? বেবিফুডের দরকার তাদের হবে না। একসময় অলোক বলেছিল সে খুব তাড়াতাড়ি বাবা হতে চায়। একটুও আপত্তি ছিল না দীপাবলীর। তারপরে ও নিজেই ঠিক করল বছর দুয়েক অপেক্ষা করবে। আর একটু ভালভাবে গুছিয়ে নিতে চায় সব। তখন নিয়ম মেনে চলতে হত। তাবপর একসময় সে সবেব পালা চুকল। মা হবার জন্যে কখনই ভেতর থেকে তাগিদ আসেনি। আজ হঠাৎ মনে হল তাব সামনে শুধুই শূন্যতা। এই জীবনে আর কখনই শিশুর জননী হতে পারবে না সে। কে জানে, হয়তো তার ভেতরে একটা লজ্জাকর অক্ষমতা ছিল, যা প্রকাশ পেল না এ জীবনের মত।

মধ্যরাত্রেও ঘুম না আসায় দীপাবলী নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হল। সে দরজায় খিল দেয়নি। ছিটকিনি তোলেনি। পর্দাটা পড়ে ছিল। অলোকের ঘরের দরজাও খোলা। দরজায় দাঁড়িয়ে দীপাবলী দেখল অলোক অঘোবে ঘুমোচ্ছে। খুব অসহায় দেখাচ্ছে এখন। হয়তো ঘুমন্ত মানুষেরাই অসহায় হয়। সে চুপচাপ নিজেব ঘরে ফিবে এল।

সকাল থেকেই ব্যস্ততা। নতুন ফ্ল্যাটে ফার্নিচার এসে গিয়েছে। ভরাট না হলেও ভদ্র চেহারা পেয়ে গেল। কেরোসিন এনে দিয়েছে দারোয়ান। অতএব চা টোস্ট হবে স্টোভে। তারপর সেদ্ধভাত বসিয়ে দিল। খবরের কাগজ আনিয়েছিল অলোক। পড়ে বলল, 'কাল শহরে ঘোরার সময় বুঝতেই পারিনি এতসব ঘটনা ঘটে গেছে। আজব জায়গা!'

কাজ করতে করতে মুখ তুলল দীপাবলী, 'কি হয়েছে?'

'দমদমে তিনটে খুন হয়েছে। মূর্তি ভেঙেছে নকশালরা। পুলিস আর নকশাল সংঘর্ষে একজন মারা পড়েছে। কাল দেওয়ালে দেওয়ালে দেখছিলাম অবশ্য বন্দুকের নল শক্তির উৎস, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। এখানে থাকা তোমার খুব আরামদায়ক হবে না।' অলোক বলল।

দশটার আগেই ওরা বের হল। অলোক যাবে টিকিটের জন্যে। বিকেলের ট্রেন পেলে আজই চলে যাবে দিল্লী। দীপাবলী যদি ছুটি না পায় তাহলে এক্ষেত্রে দেখা হবে না। দারোয়ানের কাছে চাবি রেখে যাবে। ওকে আর দু-একদিন থাকতে বলতে পারত দীপাবলী। কিন্তু বলল না। দুটো দিনের পরেও তো আজকের সময়টা আসবে।

ট্যাক্সিতে আয়কর ভবনে পৌঁছে দিয়ে অলোক চলে গেল ফেয়ারলি প্লেসে। বলল, 'যদি টিকিট পাই এবং তুমি ছুটি না পাও তাহলে ঠিক আড়াইটে নাগাদ তোমাদের এই গেটের সামনে নেমে এসো এক মিনিটের জন্যে। প্লিজ।'

জয়েন করে পরিচিত হতে যে সময়টা লাগল তাতেই একটা বেজে গেল। খোদ বড়কর্তা আজ নেই। অতএব কালকের আগে পোস্টিং হবে না। দীপাবলী ঘুরে ঘুরে আয়কর ভবনের ঘরগুলো দেখছিল। এখন এই একটার সময় অনেকে অফিসে ঢুকছে। হাতে ব্যাগ এবং হাঁটার ভঙ্গীতে তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কলকাতায় অনেকগুলো আয়কর অফিস রয়েছে। হেড অফিসের যদি এই দশা তাহলে অন্য জায়গায় কি হয় কে জানে!

দীপাবলী নিচে নেমে এল। আড়াইটে বাজতে দেরি নেই। সে জানত অলোক যেমন

করেই হোক টিকিট পাবেই। অলোকের ট্যাক্সি এল মিনিট পাঁচেক আগেই। কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তার আগেই দীপাবলী উঠে পড়ল দরজা খুলে। সারাটা পথ তেমন কথা হল না। প্ল্যাটফর্মে কামরা খুঁজে পেতেও অসুবিধে হল না। এবার অলোক বলল, 'তোমাকে অনেক দূরে ফিরে যেতে হবে দীপা।'

'দিল্লীর থেকে বেশীদূরে নিশ্চয়ই নয়।'

'আমাকে করুণা করতে না এলেই পারতে।'

'করুণা করব কেন ? আমি ঋণস্বীকার করতে এলাম। আমার অক্ষমতা তুমি বুঝিয়ে দিয়েছ।'

'অক্ষমতা তো আমারও।' অলোক বলল, 'তুমি যদ্দিন একা থাকবে কলকাতায় এসে আমি তোমার কাছে উঠতে পারি ?'

দীপাবলী স্পষ্ট গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই।'

॥ ৩৮ ॥

মুঠোয় ধরা সিগারেটে ঘনঘন টান দিতে দিতে ভদ্রলোক দীপাবলীর দিকে তাকালেন। মানুষটির বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে অনেকদিন, ফর্সা সৌম্য চেহারাটি দেখলেই মনে হয় ভাল পড়াশুনা আছে। ইনি দীপাবলীর কলকাতা অফিসের এক নম্বর বস্। তাঁকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এলাকার, সেখানে তার ওপরে থাকবেন একজন আই এ সি। ইনি তারও বস্।

ভদ্রলোক বললেন, 'কাজ করার ইচ্ছে থাকলে কাজ করা যায়। অন্তত দিল্লীর মত প্রতি মুহূর্তে লাল চোখ দেখতে হয় না। ইফ ইউ আর অনেস্ট, ইফ ইউ আর ইন ট্রাব্‌ল, আমার কাছে চলে আইসেন। এটা দিল্লী না, কলকাতা। এখানকার ট্রাবলটা আবার একটু অন্যরকম। আন্ডারস্ট্যান্ড ?'

মাথা নেড়েছিল দীপাবলী, 'না স্যার।'

'নিজেই সেটা ফিল করুন। কাজকর্ম ভালভাবে করবেন যাতে আমাকে প্রশ্ন করতে না হয়। আই অ্যাম ওয়ার্কিং উইদ বাঞ্চ অফ পিপল হু হ্যাভ চেঞ্জড দি ডেফিনিশন অফ অনেস্টি অ্যান্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু ইনক্রিজ দেযার নাম্বার। আন্ডারস্ট্যান্ড।'

এবার যেন অস্পষ্ট হলেও কিছুটা বুঝেছে বলেই মনে হল দীপাবলীর।

পার্ক স্ট্রীট এলাকার ইনকামট্যাক্স অফিসটিতে যাওয়া আসা করতে দীপাবলীর অসুবিধে হবার কথা নয়। টানা বাস যাচ্ছে বাড়ির কাছাকাছি। নটা পনেরতে স্টপেজে পৌঁছে দ্যাখে বসা না গেলে দাঁড়াতে অসুবিধে হচ্ছে না। বাসটা যখন ভবানীপুরে পৌঁছয় তখনও পাদানি ফাঁকা। দশটা বাজতে পাঁচ নাগাদ পার্ক স্ট্রীটে পৌঁছে রাস্তাটুকু স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে এসে সে হতভম্ব। তার অফিস যে তলায় সেখানে সে একা। দিল্লীতে দশটা দশের মধ্যে অধিকাংশই এসে যেত। এখানে অফিস চালু হয় এগারটা থেকে। নিজের সেকসনের স্টাফদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছে তাদের অ্যাটেন্ড্যান্সরেজিস্ট্রারে সই করতে বাধা দেওয়া হয় না এগারটা পর্যন্ত। তারপরে খাতা চলে যায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের কাছে। তিনি দাগ মেরে খাতা পাঠিয়ে দেন অফিসে। কেউ যদি দুটোয় এসে সই করে সেই দাগের ওপরে তাহলেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। কলকাতা শহরে বাস ট্রামে অফিস আওয়ার্স কথাটা চালু থাকে প্রায় সাড়ে বারোটা পর্যন্ত, সকালের দিকে। দশটা পাঁচটা চাকরির সময়টা নেহাৎই খাতায় কলমে। এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার দায়িত্ব যখন তাকে দেওয়া হয়নি তখন

চুপ করে থাকাই ভাল। এই ডিস্ট্রিক্টের অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলাপ হয়েছে। তিনজন আই আর এস আছেন এখানে, বাকিরা প্রমোটি। একই কাজ করতে হয় সবাইকে কিন্তু পার্থক্যটা স্পষ্ট। প্রমোশনের ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ অনেক আগে। কিছুদিনের মধ্যেই কেউ কেউ প্রমোটি অফিসারদের বস্ হয়ে যাবেন। এস কে সিন্‌হা নামের প্রমোটি অফিসারটির নিজস্ব গাড়ি আছে। তার সাদা পোশাকে কোথাও এক ফোঁটা ময়লা নেই। হাবেভাবে বোঝান কাউকে পরোয়া করেন না। বিদেশি সিগারেট খান। রোজ সামনের বার কাম রেস্তোরাঁ থেকে তাঁর লাঞ্চ আসে। এই মাইনেতে সেটা কিভাবে সম্ভব তা তিনিই জানেন। চতুর্থ দিনে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'মিসেস মুখার্জী, আপনি তো আমাদের বিপদে ফেলবেন। আই এ সি বলছিলেন আপনি নাকি দশটায় অফিসে আসেন?'

'হ্যাঁ। অন্যায় করছি নাকি?'

'নিশ্চয়ই। ওটাকে প্লিজ এগারটা করুন। নইলে আপনার উদাহরণ আমাদের দেখাতে হবে।'

কথা হচ্ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ঘরে বসে। সিন্‌হা বলামাত্র সবাই হেসে উঠল। দীপাবলী একটু সিরিয়াস হয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বলুন তো? এই রিল্যাক্সেসন কেন?'

এ· ও· বললেন, 'ট্রান্সপোর্টের জন্যে। অনেকেই উঠতে পারে না।'

'মিথ্যে কথা। নটার সময় বাস ট্রাম ফাঁকা থাকে।'

'নটায় তো কেউ বেরোয় না। তাছাড়া যারা মফস্বল থেকে আসে তাদের ট্রেনে প্রায়ই গোলমাল। তাই একটু সময় দিতেই হয়।'

এবার সিন্‌হা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি দিল্লীতেই বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ?'

'কেন বলুন তো?' দীপাবলী ব্যক্তিগত প্রশ্ন পছন্দ করছিল না।

সিনহা হাসল, 'এটাই কলকাতার সিস্টেম। এটা চেঞ্জ করা সম্ভব না। এগার থেকে বারোটার মধ্যে অফিসে আসা, একটা থেকে দুটো ইউনিয়নের মিটিং করা আর চারটে বাজলেই কেটে পড়া। টোটাল তিন ঘণ্টা কাজ করেই বছরের পর বছর ঠিক ওয়ার্কলোড সামলে যাচ্ছে বাঙালি।'

সিনহার কথায় দত্তসামন্ত উদ্বুদ্ধ হলেন যেন, 'হ্যাঁ, কোন কাজ আটকে থাকছে না কিন্তু। টাইম বারড্ হচ্ছে না কোন কেস।'

নিজের সেকসনের সবাইকে ডাকল দীপাবলী। মোটামুটি দিল্লীর ছবি। যিনি সিনিয়ার তাঁর বয়স হয়েছে। জানা গেল পিওন হয়ে ঢুকেছিলেন। পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে আপার ডিভিশনে পৌঁছেছেন। দ্বিতীয়জন ডাইরেক্ট রিক্রুটেড ইন্সপেক্টার পরীক্ষায় পাশ করে অপেক্ষা করছে প্রমোশনের জন্যে। তৃতীয়জন পাটনা থেকে এসেছে। একটু ভীতু স্বভাবের। স্টেনো ছেলেটি বেশ স্মার্ট। পিওনটিকে প্রথম দেখায় ঘোড়েল বলে মনে হয়েছিল। এদের সঙ্গে আছেন একজন ইন্সপেক্টার। আর প্রমোশনের আকাঙ্ক্ষা নেই ভদ্রলোকের।

দীপাবলী প্রথম প্রশ্ন করল, 'আপনারা কখন অফিসে আসেন?'

একমাত্র স্টেনোগ্রাফার জানাল সে দশটা পনেরতে অফিসে পা দেয়। সিনিয়ার এগারটায় এবং তার সঙ্গীরাও সেই সময়ে। ইন্সপেক্টর জানালেন যেহেতু তাকে এনকুয়ারির কাজে বাইরে ঘুরতে হয় তাই আসতে দেরি হয়। দ্বিতীয়জন বলল, 'আমাদের পাড়ায় এত বোমাবাজি হয় যে ইচ্ছে করলেও বেরুতে পারি না ঠিক সময়ে।' পিওনটি জানাল সে আসে

সোদপুর থেকে আর প্রতিদিনই ট্রেনে গোলমাল। এই যেমন আজ। পকেট থেকে শেয়ালদা স্টেশন থেকে সংগ্রহ করা ট্রেন লেটের সার্টিফিকেট বের করে দেখাল।

দীপাবলী বলল, 'আমি বুঝতে পারছি আপনাদের সমস্যাগুলো খুব জেনুইন। তবে যখন চাকরি নিয়েছিলেন তখনও এই সমস্যা ছিল। দশটায় আসতে পারলে ভাল, কিন্তু সাড়ে দশটার পরে কেউ এলে সেদিন সই করবেন না, কাজও করতে হবে না। অন্যরা কে কি করছে জানি না, আপনারা আমার সঙ্গে যেহেতু কাজ করছেন তাই আমার কথা মানতে হবে।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'কিন্তু ম্যাডাম, এনকুয়ারি থাকলে?'

'সেটা তো আমিই করতে দেব। তাই না?'

সিনিয়ার বললেন, 'সরকারি নিয়ম হল বারোটা পর্যন্ত সই করা যায়। তিনদিন লেট হলে একটা ক্যাজুয়েল লিভ কাটা হয়।'

'বেশ। এখন থেকে আমার সেকসনে এই নিয়মটাই প্রয়োগ করা হবে। খাতায় কলমে ওটা রেখে লাভ কি! এরপরে যে কথাটা বলছি সেটা আমার বিশ্বাস থেকে। কোন অ্যাসেসিকে অযথা হ্যারাস করবেন না। তখনই কাজ করে দিতে না পারলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'ম্যাডাম, কথাটা আপনি না জেনে বললেন। আমি ইউনিয়ন করি, দায়িত্ব নিয়েই বলছি, অ্যাসেসিদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক আমাদের। হ্যারাস করেন. অফিসাররা।'

'আপনি ইউনিয়ন করেন?'

সিনিয়ার বললেন, 'উনি অফিস রিপ্রেজেণ্টেটিভ।'

'কখন করেন?'

'টিফিন আওয়ার্সে। ছুটির পরেও ইউনিয়ন অফিসে যেতে হয়। তবে জরুরী কিছু ঘটলে অন্য সময়ে সেটা করতে পারি, এ ব্যাপারে সি আই টি'র মৌখিক অনুমতি আছে।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হল। আমি যে পরিবেশ চাইছি তা নিশ্চয়ই আপনি সমর্থন করবেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করা হয় কাজের পরিবেশে সুস্থতা আনার জন্যে। তাই না?'

দ্বিতীয়জন একটু হকচকিয়ে গেল। মাথা নাড়ল কি নাড়ল না বোঝা গেল না।

বিকেল বেলায় ছেলেটি আবার ফিরে এল। তার হাতে কয়েকটা কাগজ। বসে বলল, 'ম্যাডাম, আমাদের রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান সামনের মাসে মহাজাতি সদনে হবে। আপনি নতুন এসেছেন, পার্টিদের জানেন না কিন্তু অসিতবাবু আপনাকে বলে দেবেন। চারখানা বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে আপনাকে। সিনহা সাহেবও রাজী হয়েছেন। সবাইকে অবশ্য বলছি না।'

'বিজ্ঞাপন কেন?'

'সুভেনিরের জন্যে। তিনদিনের অনুষ্ঠান তো। খরচ অনেক।'

'পার্টিরা বিজ্ঞাপন কেন দেবেন?'

'আপনি বললে কেউ না বলতে পারবে না।'

ফর্মগুলো দেখল দীপাবলী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'পাঁচশো টাকা পকেট থেকে দিয়ে লোকগুলো পরে কোন সুবিধে যদি চায় তখন কি হবে?'

'মানে?'

'আপনি কি অযথা পাঁচশো টাকা খরচ করেন ?'

'না, মানে, এটাই তো হয়ে আসছে।'

'যার কাছে বিজ্ঞাপনের জন্যে টাকা নেব তাকে আমি পরে কি বলে ঠেকাব ?'

'একটু আধটু তো সবাই দেন।' ছেলেটি হাসল, 'সিনহা সাহেব— ।'

'কে কি করছেন আমার জানার দরকার নেই। এটা এক ধরনের ঘুষ নেওয়া। নিজের জন্যে নয় রিক্রিয়েশন ক্লাবের জন্যে বললে ব্যাপারটার গুরুত্ব যে দিচ্ছে তার কাছে কমে না। আপনি ইউনিয়ন করেন, এইভাবে চাপ দিয়ে পার্টির কাছে বিজ্ঞাপন চাওয়ার আগে একবার ভাবা উচিত ছিল।'

ছেলেটির মুখ দেখে মনে হল এমন অপমানিত সে কখনও হয়নি। বিনা বাক্যব্যয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দীপাবলী বুঝল এই নিয়ে অফিসে আলোচনা হবে এবং সবটাই তার বিরুদ্ধে যাবে।

পৌনে পাঁচটার সময় দীপাবলী দেখল পিওনটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ঘরের এক কোণে। চোখাচোখি হতেই সে হাতজোড় করল, 'আপনি যদি অভয় দেন তাহলে একটা কথা বলব !'

'এভাবে কথা বলছেন কেন ?'

'আপনি আমাকে আপনি বলবেন না স্যার, আমার শুনতে খারাপ লাগে।'

'আমি স্যার নই। যা হোক কি বলবে ?'

'আগে বলুন আপনি অন্যায় নেবেন না। অফিসে সবাই বলছে আপনি খুব রাগী, খুব কড়া। এখন থেকে নো ফাউন্ডেশন ক্রিয়েট, নো টরচারিং, নো অ্যামালগামেশন !'

বিস্মিত দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কথার মানে কি ?'

'ও। দিল্লীতে এসব শোনেননি ?'

'না তো।' কৌতূহল বাড়ছিল দীপাবলীর।

পিওনটির নাম সুধীর। সে বাঁ হাতে ঘাড় চুলকালো, 'না থাক তাহলে !'

'কি বলতে এসেছিলেন সেটা বলুন।'

'আজ্ঞে, আমার কয়েকটা কেস আছে— !'

'কেস ? কি কেস ?'

'মানে অ্যাসেসমেন্ট। আমিই রিটার্ন ভরে দিই। ফুটপাতের পার্টি সব। আমার ওপর খুব নির্ভর করে। বারো তেরো হাজার টোটাল ইনকাম। আগের অফিসাররা সবাই জানেন। তাঁরা দয়া করে কেস করে দিতেন। দু দশটা টাকা ট্যাক্স হয়, ওরা দিয়েও দেয়।'

'এর জন্যে আপনি ওদের কাছ থেকে টাকা নেন ?'

'আজ্ঞে, ভালবেসে যে যা দেয়— !'

দীপাবলী গম্ভীর হল। সুধীর সেটা ধরতে পারল না। সে বলে উঠল, 'বেশী না। এই বিশ পঞ্চাশ। পেশকারবাবুরা এক একটা কেস করে হাজার দুহাজার নিয়ে থাকেন। আমি অল্পেই সন্তুষ্ট। উকিলবাবুরা কেস করে যাওয়ার সময় দু-পাঁচটা টাকা বকশিস দেন আর পুজোর আগে পার্টিদের কাছে কিছু পেয়ে থাকি। তখন সেকশন থেকেও দেয়।'

'সেকসন থেকে দেয় মানে ?'

'হেড পেশকারবাবুর কাছে সব জমা হয়, তিনি ভাগ করে দেন। এসব না করলে আজকালকার বাজারে এই মাইনেতে সংসার চালানো কি যায় ? বলুন আপনি ?'

'এইসব ব্যাপার আমার আগে যিনি অফিসার ছিলেন তিনি জানতেন ?'

'বিলক্ষণ ! দেবতুল্য মানুষ ছিলেন তিনি। একশ টাকার নিচে হলে বলতেন সেকশনে দিয়ে দিন। ওঁর আমলে এই আমাকেই কত পার্টি পঞ্চাশ টাকা বকশিস দিয়ে গেছে।' গদগদ মুখে বলল সে।

'সেকশনের সবাই এই দলে ?'

'ওই যে বললাম, হেড পেশকারবাবু ভাগ করে দেন রোজ। একশ টাকা রোজগার হলে চল্লিশ নিজে রাখেন, পঁচিশ সেকেন্ডবাবু, পনের পনের থার্ড আর স্টেনো, পাঁচ আমার। ইন্সপেক্টরবাবু নিজে আলাদা ইনকাম করেন। তিনি এই দলে নেই।'

'যিনি ইউনিয়ন করেন, তিনি ?'

সুধীর গলা নামাল, 'এই নিয়েই তো ঝামেলা। উনি অফিসে আসেন সাড়ে এগারটায়। এসেই খবরের কাগজ নিয়ে বসেন। একটা বাজতে না বাজতেই মিটিং কিংবা অন্য কাজে চলে যান। ঠিক চারটের সময় এসে অসিতদাকে বলেন ভাগটা দিয়ে দিতে। এইটে স্টেনোগ্রাফারবাবু মেনে নিতে পারছে না। বলছে যে কোন কাজ করে না সে ভাগ পাবে কেন ?'

অসীম ধৈর্য দেখাবে বলে ঠিক করেছিল দীপাবলী। কিন্তু সুধীরের এই কথাগুলো সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। যে মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ করে সে কখনও ঘুস নিতে পারে না। আর এটা তো ঠিক ঘুষ নয়, বকশিস ! ট্রেড ইউনিয়নের কোন কর্মী যদি এমন কাজ করে চলেন তাহলে নেতারা নিশ্চয়ই তাঁকে তিরস্কার করবেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবেন না। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'সুধীরবাবু, আপনি এবার কাজে যান।'

'আচ্ছা স্যার ! আমি এসব বলতাম না। কিন্তু দুঃখের কথা কি জানেন, আমার ব্যাপারটা কেউ ভাবে না। বেশী লেখাপড়া শিখিনি বলে এখনও পিওনের চাকরি করছি কিন্তু কোন ফাইলে কি আছে আমার চেয়ে বেশী পেশকারবাবুরা জানে না। আমি তো টরচারিং করতে পারি না।'

'টরচারিং ব্যাপারটা কি ?'

সুধীর হাসল, 'স্যার, প্রথমে ফাউন্ডেশন ক্রিয়েট। পার্টি এল। সাত বছরের অ্যাপিল এফেক্ট দিয়ে ফাইল আপ টু ডেট করতে হবে। বাবুরা বললেন, পরে আসুন, এখন সময় নেই। পার্টি চাইছে এখনই। দুপক্ষই মিষ্টি কথা বলে রাজী হলেন। বাবুরা কাজ শুরু করলেন। দুদিন বাদে পার্টি এসে শুনল চালান ঠিক সময়ে দেওয়া হয়নি, পেমেন্ট বাকি আছে এইসব কারণে ইন্টারেস্ট দিতে হবে অনেক। এটা হল টরচারিং। টরচার করে পার্টিকে কাবু করে দর বাড়ানো। তারপর সব কাজ শেষ হয়ে গেলে টাকা নেওয়া মানে অ্যামালগামেশন।'

দীপাবলী বলল, 'ঠিক আছে এবার যেতে পারেন।'

'আর একটা কথা স্যার।' সুধীর ঘাড় চুলকালো।

দীপাবলী ঠোঁট কামড়ে তাকাল।

সুধীর বলল, 'আপনি দয়া করে মিসেস ভার্মার মত অর্ডার দেবেন না।'

'মিসেস ভার্মা কে ?'

'চার বছর আগে আই টি ও ছিলেন। জয়েন করেই বললেন, আই ওয়ান্ট ডিসিপ্লিন। নো ঘুষ নো বকশিস। আমি তো বিপদে পড়লাম। এই করে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছি আরও তিনটি বাকি। একেবারে মরে যাব। সোজা বাড়িতে গিয়ে ওঁর পায়ে পড়ে গেলাম।

শেষে দয়া করে বললেন, পার্টির কাছে হাত পেতে নিতে হবে না। উনি ওঁর ঘরের কোণায় একটা বড় ডিব্বা রেখে দেবেন। পার্টিরা তাদের ইচ্ছেমত যা দেবার ওখানেই ফেলে যাবে। মাসের শেষে ডিব্বা ভেঙে আমি সব নিয়ে নেব। এটা করলে পাঁচজনে দেখতে পাবে না। সেইমত কাজ শুরু হল। যারা আমাকে দু টাকা দিত তারা আই টি ওর সামনে পাঁচ ফেলতে বাধ্য হল। ঘর থেকে ওরা যখন বেরুতেন আমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতাম কে কত ফেলল। খাতায় লিখে রাখতাম। মাসের শেষে যোগ করে দেখলাম চারশ আশি। ডিব্বা ভাঙলে দেখি নব্বুই টাকা।'

কাজের চাপ প্রচণ্ড। দীপাবলী ঠিক করেছিল, তার চোখের আড়ালে কি হচ্ছে তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবে না। পেশকারবাবুরা যদি ঠিকঠাক কাজ করে দেন তাহলে কিছুই বলার নেই। অসিত লোকটা কাজের ব্যাপারে বেশ সিরিয়াস। কাজ জানেও ভাল। ব্যবহারে ঔদ্ধত্য নেই। তার কথা রেখে সাড়ে দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে কাজের ব্যাপারে তাঁকে ঘরে ডেকে পাঠায় দীপাবলী। একদিন হঠাৎ বলল, 'অসিতবাবু। আপনাকে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'বলুন ম্যাডাম।'

'পার্টিদের কাছ থেকে টাকা পয়সা না নিয়ে আপনি একটা নজির তৈরী করতে পারেন না?'

ভদ্রলোক মাথা নিচু করলেন।

'আপনি খোলাখুলি কথা বলুন।'

'ম্যাডাম, ওটা না নিলে খুব বিপদে পড়ে যাব।'

'কেন?'

'সংসারের খরচ যে জায়গায় পৌঁছেছে, মানে, পেতে পেতে ওটাও বাজেটের মধ্যে এসে গিয়েছে।'

'কিন্তু এটা অপরাধ, তাই না?'

'জানি। কিন্তু উপায় নেই।'

'আপনি বন্ধ করলে সেকসনের বাকিরাও নিতে সাহস পাবে না।'

'না ম্যাডাম। ওরা আমার ওপর খেপে যাবে। এখন পর্যন্ত আমি গভর্নমেন্টের ক্ষতি না করে পার্টিদের কাজ করে পয়সা নিচ্ছি। বন্ধ হলে ফাইল থেকে কাগজপত্র হাওয়া হয়ে যাবে। আপনি সময়ের বিরুদ্ধে একা যেতে পারবেন না।'

'মানে?'

'আমরা যখন ডিপার্টমেন্টে ঢুকেছিলাম তখন কাজ করে পয়সা নিতে শিখেছিলাম। এখন ডিম্যান্ড নোটিস চালানের জন্যেও এরা পয়সা চায়। যে ছেলে সাতদিন আগে ডিপার্টমেন্টে ঢুকে রিসিভিং সেকসনে পোস্টেড হয়েছে তার কাছে যদি আমি কোন পার্টির জমা দেওয়া কাগজ চাইতে যাই তো আমার কাছেই পয়সা চায়। ভাবে আমার নিশ্চয়ই কোন ইন্টারেস্ট আছে। সবাই সেকসনে পোস্টিং চায় কারণ এখানে পার্টিদের সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগাযোগ হয়। আগে একটা গোপনীয়তা ছিল, এখন কেউ পরোয়া করে না।'

'আমার পক্ষে এসব মেনে নেওয়া অসম্ভব।'

'আমি জানি। একজন উকিল দিল্লীতে কেস করতে গিয়ে শুনে এসেছেন আপনার সম্পর্কে।' অসিতবাবু মাথা নাড়লেন, 'কিন্তু এটা বন্ধ করা যাবে না। যেখানে দশজন আই টি-ওর ন'জনই চাপ দিয়ে পার্টির কাছ থেকে টাকা নেন, এবং সেটা দশ বিশ হাজার থেকে

এখন একশ পর্যন্ত নেমেছে সেখানে দুদশ টাকায় জন্যে ক্লার্কদের থামানো যাবে না।'

'দশজনের মধ্যে দুজন অফিসার নেয় এই তথ্য কোথায় পেলেন?'

'চোখ খুলে দেখলেই টের পাবেন। হ্যাঁ, সবাই সিনহা সাহেবের মত দুঃসাহসী নন। আমাদের ইন্সপেক্টর ওঁর লেকের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল একটা দরকারে। বাইশ'শ স্কোয়ারফুটের ফ্ল্যাট। ভেতরে কাঁচের দেওয়াল। জোড়া কাঁচ নয়। ওয়ান টু ওয়াল কার্পেট। ইন্সপেক্টরের টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। উনি ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোন টয়লেটে যাবেন? পিংক না হোয়াইট? উনি পিংকে ঢুকে দেখেছিলেন দেওয়াল মেঝে থেকে তোয়ালে পারফিউম সব কিছুর রং পিংক। এসব সিনেমাতেও দেখা যায় না। আপনি বলুন, একজন অফিসার যে মাইনে পান তাতে এমন বৈভবের মধ্যে থাকা সম্ভব? উনি কেয়ার করেন না। আমরা যা পাই তাতে অভাব মেটে না, উনি নেন স্ট্যাটাস বাড়াতে, আরও বেশী আরামে থাকতে। বলুন কে বেশী অপরাধী?'

দীপাবলী হতভম্ব। সে না জিজ্ঞাসা করে পারল না, 'আপনারা যখন জানেন তখন তো এটা গোপন নেই। ডিপার্টমেন্ট থেকে স্টেপ নিচ্ছে না কেন?'

'কারণ যাঁরা নিতে পারেন তাঁদের মন যুগিয়ে চলেন উনি।'

'ঠিক আছে। কিন্তু কে কি করছে আমার দেখার দরকার নেই অসিতবাবু।'

'বেশ। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, সরকারকে ডিপ্রাইভ করব না আমরা।'

দীপা হাসল, 'আমি কি এতেও মত দিতে পারি।'

স্রোতের বিরুদ্ধে কোন মানুষ একা চলতে পারে না। যেখানে মানুষের সবক্ষেত্রে অবক্ষয় এসে গিয়েছে সেখানে তো অসম্ভব। এই কলকাতা শহরে চোখ কান খোলা রেখে চললে একটি শিশুও যা শিখবে তাতে তাকে ভবিষ্যতে যে জাতির নায়ক করে তুলতে পারে তা রীতিমত ভয়ানক। হয়তো এখনও যাকে ভয়ানক বলে মনে হচ্ছে সেসময় তাই স্বাভাবিক বলে মনে হবে। এখানে পুলিশ কনস্টেবল প্রকাশ্যে হাত বাড়িয়ে ড্রাইভারদের কাছে পয়সা নিতে লজ্জা পায় না। দোকানিদের ব্ল্যাকে জিনিস বিক্রী করতে যেমন দ্বিধা নেই তেমনি প্রয়োজনের চাপে বাড়তি দাম দিয়ে তা কিনতে হামলে পড়ে সবাই। পিতামাতাকে সারাদিন এত দুনম্বরী ব্যাপারে জড়িয়ে থাকতে হয় বাঁচার প্রতিযোগিতায় জেতার জন্যে, যে শিশু তার বই-এ লেখা উপদেশাবলী পড়েই ভুলে যেতে পারে অক্লেশে। দিন আসবে যখন এসব আর বই-এ ছাপা হবে না।

যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন একটা সুস্থ সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখাচ্ছিল তাও মুখ থুবড়ে পড়ল। সিরিয়াস নকশাল আন্দোলন ভারতবর্ষের আন্দোলন হতে পারল না। সেই আন্দোলনে ভেজাল মিশিয়ে জনসাধারণের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত গলা টিপে থামিয়ে দেওয়া হল। হাজার হাজার ছেলে মাঝপথে পড়াশুনা ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে ত্রিশঙ্কু হয়ে রইল। বাজারদর হু হু করে বেড়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে তছনছ। মানুষ আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে না পেরে চোরাপথে অর্থ রোজগারের ধান্দায় নামল। ধীরে ধীরে মূল্যবোধের ওপর খোলস চাপল। একই মানুষ একসঙ্গে দুইরকম জীবনযাপন করতে শিখল। বাইরের জীবনে যে ঘুষ নিচ্ছে নির্দ্বিধায় ঘরে ফিরে সে সন্তানকে আদর্শের কথা শেখাতে লাগল। তবু এখনও, লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারকে হা হুতাশ করতে দেখেও সন্তানকে শিক্ষিত করার জন্যে মানুষ মরিয়া। হয়তো এরা যেদিন বাস্তবমুখী হবে সেদিন শিশুকে কে জি স্কুলে ভর্তি করার জন্যে রাত না জেগে পকেট মারা, গুণ্ডামি, প্রতারণা করার বিদ্যা আয়ত্ত করাতে সচেষ্ট হবে।

অসিতবাবু বোধহয় কথা রেখেছেন। এর প্রমাণ পাওয়া গেল যেদিন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ওর ঘরে এলেন, 'মিসেস মুখার্জী, আপনি কল্যাণকে ছাড়তে রাজী আছেন ?'

'কি ব্যাপার ? বলুন।'

'আপনি নিয়মকানুন বেশী মানেন বলেই বোধহয় ও আপনার সেকশনে থাকতে চাইছে না।'

'উনি থাকায় একজন কাজের লোক কম হয়ে গেছে সেকশনে। দিল্লীতে আমার সেকশনে একটি পাগলকে দেওয়া হয়েছিল। কাজের ব্যাপারে আমি একই ফর্ম পাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, আমি পাল্টে দিচ্ছি।' ভদ্রলোক হাসলেন, 'আমি একটা প্রস্তাব দেব বলে ভাবছিলাম। আমাদের অফিসে বেশ কয়েকজন মহিলা কর্মী আছেন। তাঁদের যদি জড়ো করে আপনার সেকশনে দিয়ে দিই তাহলে কেমন হয় ?'

হঠাৎ দীপাবলীর মনে হল এতে সে বেঁচে যাবে। অন্তত পয়সাকড়ির ব্যাপারে মনের বিরুদ্ধে রোজ যে লড়াই করতে হচ্ছে তা থেকে রক্ষা পাবে। তবু সে জিজ্ঞাসা করল, 'যাঁদের দেবেন তাঁরা কাজ জানেন তো ?'

'নিশ্চয়ই। ইন্সপেকট্রেস ভদ্রমহিলা তো খুবই ভাল। পেশকার দু'জন পরীক্ষায় পাশ করে বসে আছেন। আমার মনে হয় আপনার অসুবিধে হবে না।'

সেই ব্যবস্থাই হল। অর্ডার বেরুনো মাত্র অফিসে গুঞ্জন। অসিতবাবু থেকে সুধীর পর্যন্ত অন্য সেকসনে চলে গেল। প্রমীলা সেকশন বলে ঠাট্টা চালু হল। পাঁচজন মহিলাকে নিয়ে আলোচনায় বসল দীপাবলী। সে দেখল দুজন মধ্য চল্লিশে। বেশ গিন্নিবান্নী। দুজন বছর পাঁচেক ঢুকেছে। পিওন মহিলাটি স্বামীর মৃত্যুর পরে চাকরি পেয়েছে।

সম্ভবত ইতিমধ্যেই দীপাবলী সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরী হয়েছে সমস্ত অফিসে। তাই মহিলারা কেউ মুখ খুলছিলেন না প্রথমে। কাজকর্মের ব্যাপারগুলো ভাগ করে দিয়ে দীপাবলী বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা অফিসে আসবেন। আমরা মেয়েরা যে ছেলেদের চেয়ে কোন অংশে কম নই তা কাজে প্রমাণ করে দেখাবার সুযোগ এটা।'

যাঁকে সেকশনের চার্জ দেওয়া হয়েছিল তিনি মাথা নাড়লেন, 'আমার পক্ষে তো এগারটার আগে আসাই সম্ভব নয়। মরে গেলেও পারব না।

'সেকি ?'

'সকাল থেকে কম কাজ ? স্কুলের ভাত করে যখন বাস স্টপে আসি তখন পাদানিতে পা রাখা যায় না। কিভাবে যে অফিসে আসি তা বোঝাতে পারব না !' মহিলা পুতুলের মত মাথা নাড়লেন। দ্বিতীয়া মহিলা তাঁকে বললেন, 'নমিতাদি, আমার ব্যাপারটা বলে দাও !'

দীপাবলী তাঁকে বলল, 'আপনিই বলুন।'

'মানে, আমার মেয়ে যে স্কুলে পড়ে তার ছুটি হয় চারটেয়। বাড়িতে তো কেউ নেই। ওঁর অফিস। তাই মেয়েকে নিতে যেতে হয় ওই সময়।' দ্বিতীয়া হাসিমুখে জানালেন।'

ইন্সপেকট্রস মহিলা বললেন, 'আমার াকোন প্রব্লেম নেই।'

নমিতাং সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তোমার তো থাকবে না ভাই। বিয়ে থা করোনি, মা ভাত রেঁধে দেয়। ঝক্কি থাকলে বুঝতে পারতে সংসার সামলে আমরা চাকরি করি কি করে !'

দীপাবলী নমিতাকে বলল, 'আপনি বললেন মরে গেলেও পারবেন না, তাহলে চাকরি করেন কি করে ? চাকরি করতে গেলে নিয়মকানুন মানতে হবে তো ?'

'দুর ! কুড়ি বছর পার করে দিলাম, এখন আর কি হবে। চুরি না করলে তো চাকরি যাবে

না। আমার আগের সেকশনে ডিম্যান্ড নোটিস লিখতে দিত, এক ফাঁকে করে দিতাম।'

দীপাবলীর মাথার ভেতরে দপ-দপানি শুরু হল। মহিলারা নিজেদের মধ্যে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছেন। কি কষ্টে যে তাঁরা অফিস করছেন এটা ছেলেরা বোঝে না। আজকেই বাসে উঠতে চাইলে ছেলেরা বলে উঠেছিল পরের বাসে আসবেন। যেন ছেলেরাই অফিস করে তাঁরা করেন না। দীপাবলী স্পষ্ট জানিয়ে দিল, সাড়ে দশটার পরে কেউ যেন না আসেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া পাঁচটার আগে বেরুনো চলবে না। কোন ফাইল একবার শুরু করলে কাজ শেষ না করে ছাড়া যাবে না। এসব না মানলে সে সোজা কমিশনারের কাছে লিখিত কমপ্লেন করবে। মেয়েরা চাকরি করছে মানে তারা দয়া করে কাজ করতে আসছে না। সবাইকে বিদায় করে সে ইনসপেকট্রেসকে বসতে বলল।

একা হওয়া মাত্র ইনসপেকট্রেস বলল, 'এঁদের দিয়ে কাজ করাতে আপনি অসুবিধেয় পড়বেন। কাজ না করে করে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন ওঁরা। নমিতাদির বদলে স্ট্যাটিসটিক্স থেকে সোনাদিকে নিলে খুব ভাল হত। উনি যা সিবিয়াসলি কাজ কবেন তা যে কোন ছেলের চেয়ে ভাল।'

'আগে এঁদের নিয়েই চেষ্টা করি। আপনার সাহায্য চাই।'

'নিশ্চয়ই। অবশ্য সেটা করতে গেলে নমিতাদির কথা শুনতে হবে।'

'কেন ?'

'ওঁর স্বভাবই ওইরকম। দেখলেন না, আমায় খোঁটা দিলেন সংসার করি না বলে। যেন বিয়ে না করলে সংসার করা হয় না। এক নম্বরের সুবিধেবাদী মহিলা। শুধু চেয়ে বেড়াবেন। সেকশনে সেকশনে ঘুরে ক্যালেন্ডার ডায়েরি থেকে শুরু করে টেস্টম্যাচের টিকিট পর্যন্ত।'

তবু কাজ শুরু হল। দিন পাঁচেকের মধ্যে কোন গোলমাল হল না। শুধু নমিতা দেবী যেসব অর্ডার ড্রাফ্‌ট কবত তার প্রতিটি লাইন নতুন করে লিখতে হত দীপাবলীকে। প্রতিটি কাজ খুঁটিয়ে দেখতে হত। ফলে চাপ বেড়ে গেল দীপাবলীর। নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাওয়া যাচ্ছিল না। ওপরওয়ালাকে স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্ট দিতে হয় অবিরত। এ কাজটাও করতে হচ্ছিল তাকেই। মুশকিলে হল এঁদের বিরুদ্ধে কাজ না করতে পারার নালিশ করলে সে নিজেই অপ্রিয় হবে। কিন্তু এর মধ্যেই তৃতীয় পেশকার মহিলাটি এবং ইনসপেকট্রেস খুব দ্রুত নিজেদের যোগ্য করে তুলছেন এটাই যা একটু আশার কথা।

অফিস ছুটির পরে দুজন অফিসার তার ঘরে এলেন। এদের পেছনে সিনহাও আছেন। সিনহা বললেন, 'কি ব্যাপার মিসেস মুখার্জী, এখনও খেটে যাচ্ছেন ? হাতে কোন কাজ আছে ?'

'এই উঠব।'

'যাবেন কোথায় ?'

'বাড়িতে।'

'তাহলে আমার ওখানে চলুন। এঁরাও যাচ্ছেন। একটু চা খাওয়া যাবে একসঙ্গে।'

'নাঃ, আজ থাক। আমি খুব ক্লান্ত।'

সিনহা হাসল, 'আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমার গরীবখানায় পায়ের ধুলো দিলে খুব আনন্দ পেতাম। ঘণ্টা দুয়েকের ব্যাপার। আমার ড্রাইভার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

দীপাবলী তাকাল। তার জিভে খুব কঠোর শব্দাবলী এসে যাচ্ছিল। কোনমতে নিজেকে

সামলে বলল, 'না মিস্টার সিনহা। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'আরে ম্যাডাম চলুন। দুজন সি আই টি আসছেন আমার ওখানে। আলাপ হয়ে গেলে আখেরে কাজ দেবে। আপনার মত সুন্দরী মহিলাদের ওঁরা কৃপা করতে পেলে বেঁচে যান।'

'একটু ভুল হল। আমি কারো কৃপার ওপরে বেঁচে নেই। ওঁদের কৃপা আপনার প্রয়োজন, কারণ যে পথে আপনি আপনার গরীবখানা সাজিয়েছেন তাতে বাঁচার কোন পথ খোলা থাকে না তা না হলে। আপনি তো বুঝতেই পারছেন আমরা এক পথের মানুষ নই।'

গলা চড়ল সিন্‌হার, 'মিসেস মুখার্জী, আপনি আমাকে অপমান করছেন!'

অন্য দুই অফিসার হস্তক্ষেপ না করলে ব্যাপারটা আরও খারাপ দিকে গড়াতো।

পরের দিনই ঘটে গেল ঘটনাটা। নিজের ঘরে বসেই দীপাবলী চিৎকারটা শুনছিল। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে কেউ চেঁচাচ্ছে। কাজে অসুবিধে হচ্ছিল। চেয়ার ছেড়ে ঘরের বাইরে আসতেই দেখল ভিড় জমে গেছে। প্রায় পঁচাত্তর আশি বছরের ফর্সা এক বৃদ্ধ চিৎকার করছেন, 'ঘরের বউ না হয় নষ্টামি করেছে, তাই বলে তার বিচার করবে বেশ্যারা? অ্যাঁ?'

দীপাবলী এগিয়ে গেল, 'আপনি এসব কি বলছেন?'

'ঠিক বলেছি।' থর থর করে কাঁপছিলেন ভদ্রলোক।'

'এভাবে কথা বলা অন্যায়, এটা বুঝতে পারছেন না?'

'অন্যায়। আমাকে ন্যায় অন্যায় শেখাতে এসেছেন? হ্যাঁ, আমার তিনটে বাড়ি থেকে যে ইনকাম তা ঠিকমত দেখাই না। যা রসিদ দিই তা থেকে ভাড়া নিই অনেক বেশী। আমার অর্নামেন্টসের ভ্যালুয়েশনে গোলমাল রয়েছে। তুমি আমাকে ধরো আমি তোমার সঙ্গে আইনের লড়াই করব। তা না, ডেকে এনে প্রথমেই বলে কিনা, বিশ হাজার টাকা দিন নইলে আপনাকে ফাঁসিয়ে দেব! আমি ওর বাবার বয়সী, একটুও বাধল না বলতে? আবার ন্যায় অন্যায় বলা হচ্ছে?'

'কে আপনার কাছে বিশ হাজার টাকা চাইল?'

'ওই যে নেমপ্লেটটা দেখছেন, মিস্টার সিনহা। ডাকাত, গবমেন্ট ডাকাত পুষছে।' বৃদ্ধের উত্তেজনা তখনও কমছিল না। যারা শুনছিল তারা এখন হাসাহাসি করছে। অফিসারদের ঘুষ নেওয়ার যে গল্প চালু ছিল তা আজ প্রকাশ্যে এসে গেল। একবার আড় ভাঙলে দেখতে হবে না। দীপাবলী ভদ্রলোককে বলল, 'আসুন আপনি আমার সঙ্গে।'

সোজা আই এ সির ঘরে ঢুকে দীপাবলী সমস্ত ঘটনাটা বর্ণনা করে বলল, 'একজন অফিসার হিসেবে আমি খুব অপমানিত বোধ করছি!'

আই এ সি বৃদ্ধের পরিচয় জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'আমার নাম হীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। আমার বড় ছেলে আমেরিকায়, মেজ ছেলে দিল্লীতে ইন্ডিয়া গবমেন্টের সেক্রেটারি।'

সেক্রেটারির নাম জানামাত্র আই এ সি নড়েচড়ে বসলেন। তিনি বৃদ্ধকে লিখিত অভিযোগ করতে বললেন। নিজের ঘরে বৃদ্ধ খস খস করে লিখে দিতেই আই এ সি সিনহাকে ডেকে পাঠিয়ে দীপাবলীকে যেতে বললেন। নিজের ঘরে ফিরে এসে দীপাবলীর মনে হল তার সম্পর্কে কেউ যদি এভাবে অভিযোগ করত তাহলে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় থাকত না।

একটু বাদেই টেলিফোন বাজল। সিন্‌হার গলা। 'মিসেস মুখার্জী, রায়কে আপনি আই এ সির ঘরে নিয়ে গিয়ে ভাল কাজ করেননি। ওরকম কমপ্লেন লেটার হাজার হাজার লেখা হয়েছে আমার নামে। কিন্তু সিনহার চুল ছোঁবে এমন কেউ পয়দা হয়নি এখন পর্যন্ত। আই এ সি বৃদ্ধকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই কেসটা বিনি পয়সায় আমাকে করে দিতে

হবে, এই না। প্লিজ নিজের চরকায় তেল দিন।'

অফিস থেকে বেরিয়ে বাসে উঠতে প্রচুর সময় লাগে। সব ভর্তি হয়ে আসছে ধর্মতলা থেকে। দীপাবলী চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল বাস স্টপে। হঠাৎ দেখল সুধীর তাকে নমস্কার করছে। সে বলল, 'কি ব্যাপার সুধীরবাবু!'

'আর ব্যাপার! আপনি তো আমাকে তাড়িয়ে দিলেন। এদিকে আপনার নতুন পিওন হেমাঙ্গিনী তো লাল হয়ে গেল।'

'মানে?'

'দুহাতে বকশিস নিচ্ছে।'

'কি বলছেন আপনি? একজন বিধবা মহিলার নামে!'

'লঙ্কার রাজা হলে রাবণ হতেই হয়। আমার বেলায় শুধু দোষ হল। সিনহা সাহেব বিশ হাজার নেবেন তাতে দোষ নেই, হেমাঙ্গিনী দিনে পঞ্চাশ পাচ্ছে তাতেও দোষ নেই। অফিসার আর মেয়েছেলেদের সাতখুন মাপ।'

সুধীর চলে গেলে অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দীপাবলী। হেমাঙ্গিনীকে সে বেশ সহানুভূতির চোখে দেখত। ঘরের বউ আচমকা বাধ্য হয়ে কাজ করতে এসেছে। কিন্তু সেও পার্টিদের কাছে হাত পেতে পয়সা নিচ্ছে। হঠাৎ সুধীরের কথাটা খেয়াল হল। অফিসার এবং মেয়েছেলে যাদের বলা হয় সেই দুদলকেই তো সে একাই প্রতিনিধিত্ব করছে! লোকটা কি তাকেই ইঙ্গিত করল।

খুব খারাপ লাগছিল। চারধারে অসাধুতার প্রতিযোগিতা চলছে। জীবনের কাছে এখন এটাই স্বাভাবিক। সে একা শুধু প্রতিবাদের কথা ভাবছে। এমন একটা চাকরি সে বেছে নিল যেখানে নীচতা পাকা জায়গা গেড়ে বসেছে।

বাড়িতে ঢোকার সময় লেটার বক্সে উঁকি মারল সে। চিঠি এসেছে। এই প্রথম চিঠি। তালা খুলে মনোরমার হাতের লেখা চিনতে পারল। দিল্লী থেকে রিডাইরেক্ট হয়ে এসেছে খামটা। মুখটা ছিঁড়ে চিঠি বের করে চোখ বোলাতে গিয়ে অসাড় হয়ে গেল দীপাবলী। মনোরমা লিখেছেন, 'কল্যাণীয়াসু, অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত পরশু সন্ধ্যায় অঞ্জলি অকস্মাৎ দেবলোকে যাত্রা করিয়াছে। সে যে শয্যাশায়ী ছিল তাহা তুমি নিশ্চয়ই জান। মৃত্যুর আগে তোমার নাম সে করিয়াছিল। অভাগিনী নিজের স্বার্থ দেখিল। আমি 'এই পোড়া চোখে আর কত দেখিব...।'

॥ ৩৯ ॥

এই ভাল। সেই পুরনো কথাটাতেই ফিরে আসা, সুখের চেয়ে স্বস্তি ঢের ভাল। কারো সঙ্গে কোন সংঘাত নেই, মেনে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়ার টানাপোড়েন নেই। এই একা একা থাকার বাইরের কোন উটকো ঝামেলা নেই। এখন যা কষ্ট নিজের তৈরী, তার জন্য কারো কাছে কৈফিয়ত দেবার দায়ও নেই। অনেক তো হল। একসময় নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হত। সেই নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে একটি মানুষের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়েছিল আন্তরিকভাবে। হওয়া গেল কোথায়? জীবন কোন অঙ্কের হিসেবে চলে না। তার কোন নিয়মও নেই। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের তাই নিত্যদিন সংঘাত। তাই কোন পুরুষের সঙ্গে এক ছাদের তলায় বাস করেও যদি একা থাকতে হয়, মনের কথা মনে পুষে রেখে মুখে অন্য কথা বলতে হয় তাহলে তার চেয়ে এই একা থাকা ঢের ঢের ভাল। অন্তত সকালে উঠেই রান্নাঘরে ছুটতে হয় না কারো মুখে চা তুলে দেবার জন্যে। নিজের মর্জিমত

চা বানাও, ইচ্ছেমত রান্না করো। কিছু না করতে ইচ্ছে করলে টোস্ট এবং ওমলেট খেয়ে অফিসে যাওয়া যায়। দিনে দুবার চা খেলে খিদেটা থাকে না। বাসের ভিড় ঠেলে বাড়ি ফিরে প্রথমে চা খাওয়া তারপর স্নান। এর পব যদি সেদ্ধভাত এবং সেই সঙ্গে তরকারি একটা বানিয়ে ফেলা যায় তাহলে সেটা খাওয়ার জন্যে রাত এগাবটা পর্যন্ত এটা-ওটা করতে বেশ জেগে থাকা যায়।

সমস্যা হল ওই বাতটাকে নিয়ে। অফিসে যাওয়া আসা এবং সেখানে কাজ করার যে ক্লান্তি, সারাদিনের স্বল্পাহাবের ফলে পেটে যখন ভাত পড়ে তখন যে আলস্য তা নিঃসন্দেহে ঘুম এনে দিতে সক্ষম। কিন্তু দশটায় শুলে একটা নাগাদ জেগে বসতে হয়। তখন অনেক চেষ্টা করেও নিদ্রাদেবীর কৃপা পায় না দীপাবলী। ঘাড়ে মুখে জল দিয়েও স্বস্তি নেই। শরীরটা যেন কিছুতেই তিন ঘন্টার বেশী ঘুমাতে চায় না। সমস্ত পৃথিবী যখন গভীর ঘুমে ডুবে আছে তখন হয় অন্ধকারে ভূতের মত বসে থাকো না হয় আলো জ্বালিয়ে বই পড়ো। সেই সময় কোন সিরিয়াস লেখা মোটেই ভাল লাগে না। হ্যাডলি চেজ কিংবা রবিন্সের লেখা সচ্ছন্দে পড়া যায়। বই পড়তে পডতে কখন সকাল হয়ে যায় তা টের পায় না সে। অথচ দিল্লীতে থাকার সময় এমনটা কখনই হয়নি। অলোকের সঙ্গে হাজার ঝামেলা হলে শরীরে কষ্ট হয়েছে কিন্তু নির্ঘুম বাত কাটাতে হয়নি। তাই দেবিতে রাত্রের খাওয়া শেষ করে আরও পবে বিছানায় যায় সে। ঘুম আসে। বারোটার ঘুম তিন সাড়ে তিনটেতে ভেঙে যায়। সেই সময় বই পড়তেও ইচ্ছে কবে না। অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকা। এই কষ্ট মারাত্মক। মাঝে মাঝে ঘুমের ওষুধ খেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ইচ্ছেটাকে এখনও দমন করতে পারছে দীপাবলী। একবার শুরু করলে ওর দাসত্ব কবতে হবে চিরকাল।

এই রাতটুকু ছাড়া দীপাবলীর আব তেমন সমস্যা নেই। একা থাকতে হলে কিছু কিছু ব্যাপার সহ্য করতেই হয। সেটাও তো একরকমের মজা। বাড়িতে বাজার নেই, আলু পর্যন্ত নেই। কিন্তু বাজারে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। শুধু চিড়ে খেয়ে একটা গোটা দিন দিব্যি কাটিয়ে দেয় সে। দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলে এটা পারত না। ভাত খাওয়া হল না বলে মনে কোন কষ্ট এল না। ইতিমধ্যে তার সংসারে দুটো জিনিস এসে গিয়েছে। মাসিক কিস্তিতে দাম শোধ করতে হচ্ছে। গ্যাস এবং ফ্রিজ। গ্যাসের টাকা একসঙ্গে দিতে হয়েছে। এ দুটোই তাকে যেন বাঁচিয়ে দিয়েছে। রান্নার ঝামেলা নেই আর সন্ধ্যের রান্না পরেব সকালেও গরম করে খাওয়া যায়। রবিবার সকালে একটু বেশী করে বাজার এনে ফ্রিজে রেখে দিলে পুরো হপ্তা তাই দিয়ে চলে যায়। প্রথম প্রথম খেতে বসার সময়ে খারাপ লাগত। বিশেষ করে ছুটির দিনে। সেদিন কারো সঙ্গে কথা বলা যায় না। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকো। অফিসে গেলে কাজের প্রয়োজনে কথা বলা যায়। কিন্তু ছুটির দিনে সময় যেন কাটতেই চায় না। তখন মনে হয় কেন ছুটি হল। মাসের তিরিশ দিনেই যদি কাজ করা যেত তাহলে যেন সে রক্ষে পেত। আর সেই সব দুপুরবেলায় একা খেতে বসে মাঝে মাঝে কান্না পেত দীপাবলীর। মুখে ভাত তুলতে পারত না। খাওয়াটা নিজের প্রয়োজনে, নিজের রুচিমত। কিন্তু সেই খাওয়ার সময়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি যে আলাদা পরিবেশ তৈরী করে তা এর আগে এমন করে বোঝেনি। কিন্তু একসময় তো তাকেও একা থাকতে হয়েছিল যাদবপুরে। তখন তো এরকম মনে হয়নি। সেই সময় তার কোন আকাঙ্খা বা প্রাপ্তি ছিল না। অলোকের সঙ্গে বাস করে যে অভ্যাস তৈরী হয়েছিল সেটাই বোধ হয় এখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হ্যাঁ, এটাও একা থাকার সমস্যা। জেনেশুনেই সে ব্যবস্থাটা নিয়েছে। তা নিয়ে আক্ষেপ

করে লাভ নেই। প্রথম প্রথম দরজা কিংবা জানলায় শব্দ হলে ভয় করত। চমকে উঠত। কোন বদমায়েস লোক শব্দ করে, যদি দেখা করতে আসে এই আশংকা অবশ্যই ছিল। ধীরে ধীরে সেটাও কাটিয়ে উঠেছে সে। এখন আর বাইরের কোন পুরুষকে তার ভয় হয় না। অনেকদিনই তো পার্ক স্ট্রীটে কেউ না কেউ তাকে অনুসরণ করে। ভুলেও সে ফিরে তাকায় না। লোকগুলো যতক্ষণ প্রশ্রয় না পায় ততক্ষণ ওদের মত ভীরু খুব কমই আছে। এই পাড়াটাও উত্তর কলকাতার মত নয়। কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলায় না। কে কি করছে তা নিয়ে কোন কৌতূহল নেই। এটা খুব স্বস্তিকর। দীপাবলী কার সঙ্গে থাকছে বা একা কেন এমন প্রশ্ন কেউ করেনি এখনও। একা থাকতে গেলে শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে। অসুস্থ হলেই বিপদ। বড় কিছু হলে না হয় নার্সিংহোমে গিয়ে থাকা যায় কিন্তু অল্প-স্বল্প অসুস্থতায় কেউ এক গ্লাস জল গড়িয়ে দেবার নেই। ইদানীং একটা টেলিফোনের অভাব খুব বোধ করছে সে। টেলিফোন থাকলে কোনমতে ডাক্তারকেও ফোন করা যায়। খুব একা থাকার সময়ে কারো সঙ্গে কথা বললে একটু হালকা হয় চাপ। কিন্তু কথা বলার লোকও এই শহরে যে তেমন নেই।

রবিবার সকালে বাজারে যাচ্ছিল দীপাবলী। সিঁড়ি বেয়ে নামতেই দেখল ঠিক নিচের ফ্ল্যাটে দরজায় এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। স্বাস্থ্যবতী মধ্যবয়সিনী। এই সকালেই ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়েছেন কিন্তু বাইরে যাওয়ার ইঙ্গিত পোশাকে নেই। চোখাচোখি হতে হাসলেন মহিলা, 'আমি আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।'

'আমার জন্যে ?' দীপাবলী একটু অবাক।

'আপনি তো প্রতি রবিবারে এই সময় বাজারে যান তাই ভাবলাম এখানেই ধরব। একবার ভাবলাম আপনার ফ্ল্যাটে যাই। কিন্তু ও বলল আপনি নাকি অফিসার, ঠিক না হলে রাগ করতে পারেন।'

'কি ব্যাপারে বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'আপনার নাম কি দীপাবলী মুখার্জী ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ঠিক। দাঁড়ান একটু।' ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন। রহস্যটা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বোঝা গেল। ভদ্রমহিলা ফিরে এসে একটা ইনল্যাণ্ড লেটার এগিয়ে ধরলেন, 'কাল আমাদের লেটার বক্সে আপনার চিঠি ভুল করে ফেলে গিয়েছিল পিওন।'

চিঠি নিয়ে দীপাবলী হাসল, 'আমি অফিসার তা জানেন নামটা জানেন না ?'

'আপনার ফ্ল্যাটের দরজায় তো লেখা নেই। এমন কি লেটার বক্সের গায়েও নয়। দেখুন, চিঠিতে ফ্ল্যাট নম্বর লেখা হয়নি। আর দারোয়ান আপনার পুরো নাম বলতে পারল না।'

'তাহলে আমারই দোষ। ওগুলো লিখে রাখতে হবে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'না না। এ তো সামান্য ব্যাপার। আসুন না একদিন আমার ফ্ল্যাটে।'

'আসব সময় পেলে।'

'খুব ভাল লাগবে। তবে এলে দুপুর বেলাটা বাদ দিয়ে আসবেন। মানে বেলা বারোটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে নয়।' ভদ্রমহিলা হাসলেন।

ঘাড় নেড়ে নেমে এল দীপাবলী। সে ভেবে পাচ্ছিল না হঠাৎ ভদ্রমহিলা কেন সময় বেঁধে দিলেন ? ওইটে কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে যাওয়ার সময় নয়। ভদ্রমহিলাকে কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হতে লাগল ওর। সে ঠিক করল যাবে না। যত ঘনিষ্ঠতা হবে তত

মানুষের কৌতূহলের সামনে পড়বে। আর তা থেকে তিক্ততায় পৌঁছে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কি দরকার গায়ে পড়ে ঝামেলা ডেকে আনার। হাতের চিঠিটা দেখল সে। অলোকের চিঠি। এখন বাজারে যাওয়ার পথে চিঠি খুলে পড়া সম্ভব নয়। বিশ্রী দেখাবে সেটা। দীপাবলী চিঠিটা রেখে দিল। অলোক যে এভাবে চিঠি লিখবে তা সে আশা করেনি। এমনটা ঠিক নয়। এই যে অলোক গায়ে পড়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সেটা এক ধরনের ডিসিভিং ব্যাপার। ও নিজের সঙ্গে যতদিন প্রতারণা করবে ততদিন এমন ধারায় চলবে। যা সত্যি তার উল্টোটা করার একটা মেকি চেষ্টা কি নিজের সঙ্গে প্রতারণা নয়?

বাজার সেরে বাড়ি ফিরে এল যখন তখনও মেজাজ ঠিক হয়নি। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল বিছানায়। তারপর হাত বাড়িয়ে চিঠিটা তুলে নির্দয়ভাবে ছিঁড়ল। পরিষ্কার হাতে ইংরেজিতে লেখা গোটা সাতেক লাইন। বাংলা করলে এমন দাঁড়ায়, 'দীপা, নিশ্চয়ই ভাল আছ। তোমার একটি চিঠি আমার ঠিকানায় এসেছিল। সেটি তোমার ঠিকানায় কি ইতিমধ্যে পৌঁছেছে? যাঁরা তোমায় চিঠিপত্র দিতে পারেন তাঁদের এবার নতুন ঠিকানা জানিয়ে দেওয়া ভাল। ফ্ল্যাট এখনও ছাড়িনি। ভাল থেকো। অলোক।'

ইংরেজি ভাষার সুবিধে নেবার জন্যেই বাংলায় লেখেনি চিঠিটা। এর আগে কখনও এমন হয়নি। হঠাৎ একটা তিক্ত অনুভূতি তৈরী হল। এই চিঠিটা না লিখলে অলোকের কি ক্ষতি ছিল? ঠাকুমার চিঠিটা দেখেই তো সে বুঝেছে ওটা রি-ডাইরেক্টেড হয়ে এসেছে। নতুন ঠিকানা যে জানিয়ে দেবে সে এটা বলার প্রয়োজন হয় না। অলোক ফ্ল্যাট রেখেছে কি রাখেনি সেটা ওর ব্যাপার, দীপাবলী নিশ্চয়ই খবরটার জন্যে উদগ্রীব নয়।

চুপচাপ শুয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। নাকি তার মনে অন্য রকমের চিন্তা ছিল। সে কি ভেবেছিল অলোক ইনিয়ে বিনিয়ে তার একাকিত্বের কথা লিখবে? ঠিক যে ভাষায় বিবাহ-পূর্ব-পত্রাবলী লিখেছে সেই ভাষায়? এবং সেটা না দেখতে পেয়ে নিজস্ব অপমানবোধ তৈরী হল বলেই মনটা এমন বিশ্রী হয়ে গেল? তার রাগ, তার নির্লিপ্তি কি কোন প্রত্যাশাকে কেন্দ্র করে?

আচমকা হেসে ফেলল দীপাবলী। প্রত্যাশা। যার কাছ থেকে পাওয়ার কিছু নেই তার কাছে কেউ আশা করে? হঠাৎই মনে হল, তার কি দেওয়ার কিছু ছিল? না, আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মত ভাল রান্না সে করতে পারে না। ইনিয়ে বিনিয়ে মিষ্টি কথা বলার অভ্যেস তৈরী হয়নি। মেয়েদের যেসব ন্যাকামি অনেক ছেলের ভাল লাগে তা এ জীবনে রপ্ত করা হবে না। যা সত্যি তা বলতে কোন দ্বিধা আসতো না। এবং— ! দীপাবলী স্থির চোখে ছাদের দিকে তাকাল। সেই সব রাতগুলো নিশ্চয়ই অন্যরকম ছিল। কিন্তু আলো জ্বেলে রেখে অলোকের ইচ্ছাপূর্ণ করতে সে কখনই পারেনি। অলোক ঠাট্টা করত, 'এসব কি অন্ধকারের জিনিস বলে মনে কর? এটাও এক ধরনের শিল্প।'

হয়তো। স্বপক্ষে অনেক উদাহরণ আছে। ভারতবর্ষের মন্দিরগুলোর গায়ে মূর্তিদের আবরণ যা এককালের শিল্পীরা রেখে গেছেন অমর হাতে তা দেখে শিল্প না বলে উপায় নেই। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলোয় যে শারীরিক মিলনের বিবরণ তাও শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছেছে অনেক জায়গায়। সারা পৃথিবী জুড়ে যৌনতাবিষয়ক বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা এখন হচ্ছে প্রকাশ্যে। শরীরের ওই খেলা এখন সাদা চোখে দেখা হচ্ছে। নরনারীর মানসিক এবং শারীরিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যাপারটা টনিকের মত কাজ করে বলে অনেক বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছেন। সবই ঠিক। কিন্তু আবাল্য যে সংস্কার রক্তের কোষে কোষে ছড়িয়ে আছে তা এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলতে পারেনি দীপাবলী। তার মা

ঠাকুমা বলে যাঁদের জেনেছিল তারা কখনই নিম্নাঙ্গে অন্তর্বাসের সংখ্যা দুই-এ নিয়ে যাননি। শাড়ি পরার বয়সে পৌঁছানো মাত্র দীপাবলী তাঁদের অনুসরণ করেছিল। বিদেশী মেয়েরা সেটা আমৃত্যু পরেন কারণ তাঁদের স্কার্ট বা প্যান্ট ব্যবহার করতে হয়। দিল্লীতে এসে যখন বুঝল মেয়েরা শাড়ির সঙ্গেপ্যান্টি ব্যবহার করেও স্বচ্ছন্দ তখন অলোকের কথা ফেলতে পারেনি। এবং তা করে ব্যাপারটি বাস্তবসম্মত মনে হয়েছিল। পোশাক মানুষ পরবে প্রয়োজনের জন্যে। এককালে, বেশী কাল আগে নয়, এদেশীয় মেয়েরা সেমিজ ব্যবহার করতেন। কাঁধথেকে গোড়ালি পর্যন্ত সেই পোশাক যে কাজের ক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকর নয় তা বুঝেই সায়া এবং ব্লাউজের চল এল। ঠিক একই ভাবে যদি শাড়ির নিচে দ্বিতীয় অন্তর্বাসের ব্যবহার স্বাচ্ছন্দ্য দেয় তবে তা ব্যবহার করতে আপত্তি কোথায়? কিন্তু এই পরিবর্তনে অলোকের অন্য বাসনা তৃপ্ত করতে পারেনি সে। হোক তাদের ফ্ল্যাটে তৃতীয় ব্যক্তি নেই, কিন্তু নিজের কাছেই লজ্জা করত। অলোক বলত বিদেশে সমুদ্রের ধারে ওই পোশাকে অবলীলায় শুয়ে থাকে মেয়েরা। আর বন্ধ দরজার এপাশে একটি বাঙালি মেয়ে শুধু তার স্বামীর সামনে সংক্ষিপ্ত দুটো অন্তর্বাস পরে বিচরণ করতে পারবে না কেন? পারেনি দীপাবলী। অলোক রেগে গেছে, অভিমান করেছে আর কষ্ট পেয়েছে সে ওই কারণে।

হ্যাঁ, এসবই তো না দিতে পারার তালিকায় যোগ হবে। দীপাবলী জানে না, বাংলাদেশের আর পাঁচটা বউ একই আচরণ করে কিনা। অলোক বলেছিল শীতল স্ত্রী যে কোন পুরুষকেই উন্মাদ করে দিতে পারে যদি সে অপ্রকৃতিস্থ না হয়। সেক্সকে তুমি মাঝে মাঝে মাসান্তের অসুস্থতার মত মনে কর।' দীপাবলী অনেক কথা বলতে পারত না হয়তো তবু কোন কোন ছুটির দুপুরের কথা ওকে মনে করিয়ে দিতে পারত। সেই সব মুহূর্তে অলোকের একটিবারের জন্যেও মনে হয়নি সে বরফের চাঁই জড়িয়ে শুয়ে আছে? নিশ্চয়ই তার খামতি ছিল। শারীরিক সম্পর্কহীন প্রেমপর্বে কখনই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায় না, রুচিতে লাগে। করতে পারলে হয়তো পরবর্তীকালের ঘটনার শিকার হত না দুজনেই।

'আমি অস্বাভাবিক।' দীপাবলী ছাদের দিকে তাকিয়ে বলল। মনে মনে কথা বলতে লাগল তার পরেই। আমি যা যা করেছি তা যেন কোন বাঙালি মেয়ে না করে। করলে তাকে খুব কষ্টে থাকতে হবে। আর না করলে যে মেয়ের কষ্ট হবে তার পরিত্রাণের কোন রাস্তা নেই। তবে কোন কষ্টটা বেশী কষ্টদায়ক সেটা তাকেই বুঝে নিতে হবে। অলোক যা যা চাইত তা সে করতে পারলে নিশ্চয়ই ছবিটা অন্যরকম হত। এখন এই সময়েও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে স্বামীর সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছে। তার সংখ্যা আর একটি বাড়েনি এই যা।

উঠে বসে চিঠিটা লিখে ফেলল দীপাবলী, 'অলোক। অপ্রয়োজনীয় চিঠিটা লিখতে তোমারও নিশ্চয়ই ভাল লাগেনি। আমাদের দুজনেরই বয়স হয়েছে। নিজের সঙ্গে প্রতারণা করে কেউ কি সামান্য আনন্দও পাব? পাব না। তাই না? দীপাবলী।'

ইনল্যাণ্ড ভাঁজ করতে করতে মাথা নাড়ল সে। রুচি রুচি। রুচি নিয়ে আমি মরলাম। কেন আমি একটু অন্যরকম হলাম না? হ্যাডলি চেজের উপন্যাসের সেই সব নায়িকার মত যারা শুধুই জীবন দেখেছে তাৎক্ষণিকতায়। তাহলে হয়তো সব কিছুর সঙ্গে সেজেগুজে বেশ থাকা যেত। যার দশে হয় না তার একশতেও হবে না।

জলপাইগুড়িতে যাওয়া দরকার। মনোরমাকে দেওয়া কথা রাখতে হলে সশরীরে সেখানে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। দীপাবলী নিশ্চিত নয় মনোরমা তার সঙ্গে আসতে রাজী

হবেন কিনা। কিন্তু তবু চেষ্টা করতে হবে। হঠাৎ তার মনে হল মনোরমা সঙ্গে থাকলে বেঁচে যাবে। একাকিত্ব যে চাপ তৈরী করে সেটা দূর হবে। কিন্তু মনোরমা বাঁচবেন আর কতদিন ? জীবনের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন ভদ্রমহিলা। তারপর ? তাছাড়া ওঁর সংস্কার, ওঁর শুচিবাইগ্রস্ততা,এসব তো খুবই মুশকিলে ফেলবে তাকে। এ সব ভাবনা সত্ত্বেও ভেতরে ভেতরে টান বোধ করতে লাগল দীপাবলী।

কাজ না করতে করতে কাজ সম্পর্কে যাদের নিস্পৃহ ভাব তৈরী হয় চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত নিয়মে ফিরতে হয় তাদের। দীপাবলীর সেকসনের মহিলারা মুখে যাই বলে যান এখন তাঁদের কাজটুকু করতে হচ্ছে। নইলে প্রতিদিন গোটা দশেক কেসের শুনানী হতে পারত না। এঁরা প্রথমে দীপাবলীকে আর একজন মহিলা বলেই ভেবেছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা অন্যরকম হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দোহাইগুলো কমে গিয়েছে। তবে দীপাবলী তাঁদের কিছু স্বাধীনতা দিয়েছে। যে মহিলাটিকে রোজ সাড়ে তিনটের সময় ছেলেকে নিতে স্কুলে যেতে হত তাকে তিনদিন আগে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। সেই তিনদিন ঠিক দশটার সময় এসে তাকে কাজ শুরু করতে হবে। যিনি দেরিতে আসতেন তাঁকে যেমনভাবেই হোক দিনের কাজ দিনেই শেষ করতে হচ্ছে। অসন্তোষ থাকবেই কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি সে। ছেলেকে আনতে যাওয়া মহিলাটিকে বলেছিল, 'আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে এই কাজটা ভাগ করে নিন। ছেলে তো তাঁরও। উনি ছুটি পান না বললে যদি রেহাই পান তাহলে তার দায় আপনার ওপর বর্তাবে কেন ?' ভদ্রমহিলা কোন জবাব দিতে পারেননি। মাথা নিচু করে বসেছিলেন। দীপাবলী নিচু গলায় বলেছিল, 'সংসার আপনার একার নয়।' হঠাৎই ভদ্রমহিলা চোখের কোণে রুমাল চেপে ধরেছিলেন। ভেজা গলায় বলেছিলেন, 'এগুলো যে ওকে আজও মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।'

দীপাবলী মহিলাটির মুখের দিকে তাকাল অবাক হয়ে। বয়স বেশী নয়। কিন্তু চেহারায় লাবণ্য অথবা রূপের ছায়া আছে মাত্র। সে বলল, 'এবার বলুন।'

মাথা নাড়লেন মহিলা, 'আপনাকে কি করে বলি। আপনি অসন্তুষ্ট হবেন।'

'আপনার সমস্যাটি কি ?'

'যা চলছে তা না চালালে ও অসন্তুষ্ট হবে। খুব রাগারাগি করবে। সেই অশান্তি আমি সহ্য করতে পারি না।' মহিলা মুখ নামালেন।

'আপনি কি বিয়ের আগে থেকেই চাকরি করছেন ?'

'হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো বিয়েটা হল। সারাজীবন ধরে যৌতুক পেয়ে যাবে।'

'আপনি এত জানেন, বোঝেন, তাহলে প্রতিবাদ করতে চান না কেন ?'

'এখন প্রতিবাদ করে কি হবে ?'

'কেন ?'

'প্রতিবাদ করলে আমি সংসার হারাবো। স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা মেয়েদের আমাদের সমাজ এখনও পছন্দ করে না। সবাই সন্দেহ করবে। আর আলাদা হয়ে আমি কোথায় বা যাব ? ভাই-এর সংসারে গিয়ে থাকা মুশকিল। সে তা চাইবে না। এই মাইনেতে একা থাকতে গেলে বস্তিতে গিয়ে উঠতে হয়। ছেলেকে নিয়ে তা আমি পারব না। তাই ওঁর সঙ্গে আমাকে থাকতেই হবে। এইভাবেই, সারাজীবন।'

'আপনাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই ?'

'সম্পর্ক ? শুধু ছেলে এবং সংসারকে কেন্দ্র করে যতটুকু, ততটুকু।'

'কেন এমন হল ?'

'আমি জানি না। হয়তো দেখতে ভাল নই, খুব রোগা, ওঁর এরকম মেয়ে পছন্দ হয় না। আবার আমি সাজলে-গুজলে খুব রেগে যায়। বলে দাঁড়কাক ময়ূর হয় না।'

'এই মানুষটিকে আপনি ভালবাসেন ?'

মহিলা চোখ তুললেন, 'আপনি এসব কথা কাউকে বলবেন না। প্লিজ। অফিসের সবাই জানে আমাদের খুব সুখের সংসার। তাই জানুক।'

দীপাবলী বুঝল ওই প্রশ্নটির উত্তর মহিলা দেবেন না। অথবা দিতে পারবেন না। তখনই কথা হল তাঁকে সে সপ্তাহে তিনদিন ছাড়বে। বাকি তিনদিন তাঁর স্বামীকে যেতে হবে স্কুলে, ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে যেতে। এই ব্যাপারটা আজই ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে বলবেন। এবং কি হল তা জানাবেন তাকে।

ফল হয়েছিল। মহিলা এক ফাঁকে এসে জানিয়ে গিয়েছেন একটু রাগারাগি করলেও স্বামী ভদ্রলোক ব্যবস্থাটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। যেহেতু মহিলা বলেছেন রোজ সাড়ে তিনটেয় বেরিয়ে এলে মাইনে কাটা যাবে।

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি খুশী ?'

মাথা নেড়েছিলেন মহিলা, 'না। জানেন, আমার ভয় হচ্ছে ছেলেটাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ও ঠিকমত খাবার দিতে পারবে না। হয়তো চারটের বদলে সাড়ে চারটের সময় স্কুলে যাবে ছেলেকে আনতে। আর ততক্ষণ বেচারা কান্নাকাটি করবে।'

দীপাবলী এখানেই কথা শেষ করেছিল। ভদ্রমহিলার গল্প আর শুনতে ইচ্ছে করেনি। পশ্চিমবাংলার ঘরে ঘরে স্বামী স্ত্রীর যে মানসিক বিরোধ তার সমাধানের কোন রাস্তা তার জানা নেই। স্বামী যতই অন্যায় করুন, তাঁর সঙ্গে থাকা মানে একটা নিরাপদ জায়গায় থাকা এই বোধ নব্বুইভাগ মহিলার মনে পাকা হয়ে আছে। আর বিকল্পই বা কি ? তাহলে তো বাসস্থানের সমস্যা আরও প্রবল হবে। এত থাকার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে বিচ্ছিন্ন স্ত্রী পুরুষদের জন্যে ? অতএব কিছু করার নেই।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টিম কলকাতায় টেস্ট খেলবে। দুদিন পরে তাদের খেলা। হঠাৎ সকালবেলায় ডাক পড়ল আই এ সির ঘরে। ভদ্রলোক বেশ ভদ্রতা করলেন। বললেন, 'আপনাকে আমরা এতদিন মিসেস ব্যানার্জী বলে জেনে এসেছিলাম কিন্তু আপনি মিসেস মুখার্জী ?'

'হ্যাঁ। বিয়ের আগে আমি চাকরিটা পেয়েছিলাম ব্যানার্জী হিসেবে।' দীপাবলী বলল, 'বিয়ের ডিক্লেরাশেন দিয়েছিলাম। কিন্তু ওটাই কেউ কেউ বলে যাচ্ছেন।'

'কেউ কেউ মানে ?'

'যারা জানেন তাঁরা মুখার্জী বলেন।'

'হ্যাঁ। কাল আপনার রেকর্ডস দেখলাম। অবশ্য অনেকেই তো প্রথম স্বামীর পদবী ক্যারি করে যাচ্ছেন। ফিল্মে তো এরকম চল আছে। যা হোক, সি আই টি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন টেস্টম্যাচের কয়েকটা টিকিটের জন্যে। আমি অন্যান্য আই টি-ও-দের বলেছি। কিন্তু ক্লাব হাউসের টিকিট দিতে পারেন এমন অ্যাসেসি আপনার ওয়ার্ড আছে।'

'আমায় কি করতে হবে ?'

'দুটো ক্লাব হাউসের টিকিট পাঠিয়ে দেবেন। আমি পৌঁছে দেব।' ভদ্রলোক হাসলেন, 'সিনহা অবশ্য একডজন দিয়ে গেল। কিন্তু ক্লাব হাউসের টিকিট মাত্র দুটো। আর আমাদের সি-আই-টির দরকার ছটা।'

'কার কাছে পাওয়া যাবে জানি না কিন্তু তিনি তো পয়সা নিতে চাইবেন না। স্যার,

এভাবে টিকিট নিলে পরে ভদ্রলোক সুবিধে আদায় করতে চাইবেন।'

ভদ্রলোক হাত তুললেন, 'আমি এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করব না। সি আই টি টিকিট চেয়েছেন, আমি জানিয়ে দিলাম। দ্যাটস অল।'

অফিসটা যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সর্বত্র টিকিট টিকিট রব। এর মধ্যে অন্তত চারজন উকিলকে ফিরিয়ে দিয়েছে দীপাবলী। সে খেলা সম্পর্কে আগ্রহী নয় অতএব টিকিটের দরকার নেই। নমিতাদি এসে মিন মিন করে টিকিট চাইলেন তাঁর আত্মীয়ের জন্যে। জানালো প্রতিটি সেকসনের স্টাফরা দুটো করে সিজন টিকিটের সেট পেয়েছে। আই টি ও-বা ডেকে ডেকে সবাইকে টিকিট দিচ্ছে। দীপাবলীর মনে হল চারপাশের স্রোত যখন সাগরমুখী তখন সে এদের যেন পাহাড়ে ফিরতে বলছে। ক্রমশ সে সবার চোখে অপরাধী হয়ে যাবে। এদের সবাইকে বিনা পয়সায় টিকিট দেওয়া যেন অফিসার হিসেবে তার কর্তব্য—ব্যাপারটা এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এই সময় সেই ভদ্রলোক এলেন। অমিযকুমার সাহা। সি এ বির মেম্বার, অনেকগুলো মদের দোকানের মালিক। বিনীত গলায় বললেন, 'প্রত্যেকবার টেস্ট ম্যাচের সময় আমি টিকিট দিয়ে থাকি। কটা দেব?'

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'সিজন টিকিটের দাম কত?'

'দাম? না, না, দাম দিতে হবে না।'

'আপনি নিশ্চয়ই বিনামূল্যে পাননি।'

অমিয়বাবু তাজ্জব, 'এই প্রথম এমন কথা কোন ইনকামট্যাক্স অফিসারের মুখে শুনলাম। দেখুন ম্যাডাম, ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের কাছে আমি কখনও কোন ফেবার চাই না। যা রোজগার করি তা অডিট করিয়ে পাইপয়সা ট্যাক্স মিটিয়ে দিই। হ্যাঁ, কিছু ইনকাম আমি দেখাই না কিন্তু তা ধরার কোন ক্ষমতা আপনাদের নেই। আমার খাতাপত্তর, হিসেব এবং ব্যবসার সব কিছু খতিয়ে দেখে আপনারা কোন খুঁত পাবেন না। তাই ভয় পেয়ে ঘুষ দেবার কোন প্রশ্ন নেই। তবু আমি টিকিট দিতাম। দিতে হত।'

'আপনি আমাকে চারটে সিজন টিকিট দিতে পারবেন? আমি টাকা দেব।'

'বেশ। একশ পঁচিশ করে পাঁচশো টাকা দেবেন।' ভদ্রলোক চারটে টিকিট সামনে রাখলেন, 'ক্লাব হাউসের টিকিটগুলো কিন্তু টাকা দিয়ে কিনিনি।' দীপাবলী একমুহূর্ত ভাবল, 'ওগুলোয় আমার প্রয়োজন নেই। তবে আই এ সি-র আছে।'

হ্যাঁ। উনিই যান। আপনার পূর্বসূরী টিকিট নিয়ে ওঁকে দিতেন।'

'তাহলে ওই টিকিট দুটোর ব্যাপারে আমার কোন করণীয় নেই।'

'ম্যাডাম, আমি কি ওঁকে পৌঁছে দিতে পারি?'

'সেটা আপনার ইচ্ছে।'

'বুঝতে পেরেছি।' অমিয়বাবু উঠতে যাচ্ছিলেন। দীপাবলী তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলে নমিতাদিদের ডেকে পাঠাল। তাঁরা এলে সে চারখানা টিকিটের বই দেখিয়ে বলল, 'অমিয়বাবুর কাছ থেকে চারখানা টিকিট পাওয়া গিয়েছে। এর বেশী কেনার সামর্থ্য আমার নেই। আপনারা নিজেরা ভাগ করে নিন।'

ব্যাগ খুলে সেপাঁচশো টাকা বের করল। গতকাল থেকেই টাকাটা সে ব্যাগে রেখে বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল। এই সময় ইন্সপেকট্রেস মহিলা বলে উঠলেন, 'আপনি টাকা দিয়ে টিকিট কাটছেন?'

'হ্যাঁ। বিনা পয়সায় নিলে অমিয়বাবুর ওপর অবিচার করা হবে কারণ বিনিময়ে কোন সুবিধে তো আমি ওঁকে দিতে পারব না শুধু ভদ্রতা ছাড়া।'

'তাহলে আমার টিকিটের দরকার নেই।'

'মানে ?'

'আপনি কেন কিনে দেবেন। রোজগার তো আমরাও করি।'

'আপনারা ?' অন্যান্যদের দিকে তাকাল দীপাবলী।

মহিলারা নিজেদের মুখ চাওয়াচায়ি করলেন কিছুক্ষণ। তারপর নমিতাদি মাথা নাড়লেন, 'না। থাক। দরকার নেই।'

'আপনার প্রয়োজন ছিল বলেছিলেন।'

'নাঃ। আসলে ডিপার্টমেন্টে কেউ পার্টির কাছে টিকিট কেনে না বলেই চেয়েছিলাম, এখন লজ্জা করছে। না, না, দরকার নেই। তবে, আমরা যদি চাঁদা করে কিনে নিই ?'

'বেশ তো। সেটা আরও ভাল কথা।'

'চারটের দাম পাঁচশো টাকা, না ? এতটাকা তো সঙ্গে নেই।'

'ঠিক আছে। আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। পরে আপনারা আমায় দিয়ে দেবেন।'

পিওন মেয়েটি চুপ করে ছিল। এবার বলল, 'আমি তো চাঁদা দিতে পারব না। আমার ভাই খুব ধরেছিল দেখবে বলে। কোথাও টিকিট পাচ্ছে না।'

দীপাবলী নিস্পৃহ মুখে বলল, 'তোমার সম্পর্কে কিছু কথা আমি শুনেছি। ওগুলো যদি না করতে তাহলে আমি ভেবে দেখতাম। ঠিক আছে, ওকে একদিনের স্লিপ আপনারা দিয়ে দেবেন। আমাকে পঁচিশ টাকা কম দিলেই হবে। সমস্যার সমাধান হল ?'

নমিতা একগাল হাসলেন, 'হ্যাঁ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'কিন্তু আপনারা পাঁচদিনই কামাই করবেন নাকি ?'

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'না।' জানা গেল মহিলারা টিকিট নিচ্ছেন তাঁদের ছেলে ভাই বা স্বামীর জন্যে। পাঁচশো টাকা নিয়ে অমিয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'এটা আমার কাছে একটা অভিজ্ঞতা হয়ে রইল। আমি মদ বেচি কিন্তু খাই না শুনে কেউ কেউ অবাক হয়। এই অভিজ্ঞতা তার লক্ষগুণ বেশী চমকপ্রদ। নমস্কার।'

দশ মিনিট পরে আই এ সির ফোন এল। তিনি ক্লাব হাউসের টিকিটের জন্যে ধন্যবাদ জানালেন। দীপাবলী বলল, 'আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না স্যার। ওটা মিস্টার সাহা আপনাকে দিয়েছেন।'

'আরে কে দিল সেটা বড় কথা নয়, পেয়েছি সেটাই সত্যি।' আই এ সি লাইন কেটে দিলেন। সেদিন বাড়ি ফিরে দীপাবলী তাজ্জব। তাদের ফ্ল্যাট বাড়ির একতলায় মনোরমা বসে আছেন।

॥ ৪০ ॥

দীপাবলী দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এমন দৃশ্য যে কখনও দেখবে তা জীবনেও ভাবেনি। একটা টিনের স্যুটকেশ এবং বড় পুঁটুলি নিয়ে মনোরমা একতলার সিঁড়িতে বসেছিলেন। তাঁর ওপাশে দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলছে খোকন। গেটে দাঁড়িয়ে দীপাবলী এ-দুটোকেও মেলাতে পারছিল না।

প্রায় দৌড়েই সে মনোরমার সামনে হাজির হল, 'তুমি ?'

মনোরমা মুখ তুললেন। বয়স এবং অভাব একই সঙ্গে আরও ছোবল মেরেছে ওঁর মুখে। একটু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর থানের রঙ কখনও হয়তো সাদা ছিল। সেমিজের চেহারাও এত নোংরা যে এ-পাড়ার কাজের মেয়েরাও পরতে চাইবে না।

দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে খোকন পাশে চলে এল। মনোরমার ঘোলা চোখে ধীরে জল এল। তাঁর মুখ কাঁপতে লাগল। এবং অকস্মাৎই শরীর নিংড়ে কান্নাটা ছিটকে এল। দীপাবলীর একই সঙ্গে কষ্ট আনন্দ এবং সঙ্কোচ হল। ক্রমশ শেষেরটা অস্বস্তির মাত্রা বাড়াল। দারোয়ান তো বটেই, ফ্ল্যাটে আর যারা যাওয়া আসা করছে তারাও দাঁড়িয়ে পড়ছে এই দৃশ্য দেখতে। সে দু-হাতে মনোরমাকে টেনে তুলল, 'ওঠ, ঘরে চল।'

কথা বলার চেষ্টা করলেন মনোরমা কিন্তু পারলেন না। দীপাবলীর মনে হচ্ছিল সে পাখির মত হালকা একটা শরীরকে ওপরে তুলছে। খোকন আসছিল জিনিসপত্র নিয়ে ওদের পিছনে। সিঁড়ি ভাঙতেও মনোরমার বেশ কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝেই তাঁকে দাঁড় কবাচ্ছিল দীপাবলী। সেই বউটি ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দৃশ্যটি দেখল। কোন দিকে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে ওঁদের নিয়ে নিজেব ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে গেল সে।

ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ারে মনোরমাকে বসিয়ে প্রথমে জানলাগুলো খুলে দিয়ে পাখা চালাল দীপাবলী। তারপর খোকনকে বলল, 'বস খোকন।'

চেয়ারে বসতে বসতে খোকা বলল, 'বাঃ, সুন্দব বাড়ি তো তোর।'

'বাড়ি নয়, ফ্ল্যাট। ভাড়া দিয়ে থাকি।' দরজাটা বন্ধ করল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আগে হাত মুখ ধুয়ে পবিষ্কার হ—' তাবপর তোদেব কথা শুনব। এদিকে একটা বাথরুম আছে, তুই ওখানে চলে যা। আমি ঠাকুমাকে নিয়ে ভেতরে যাচ্ছি।'

মনোরমার গলায় চিনচিনে শব্দ বাজল, 'আমি এখানে একটু বসি।'

দীপাবলী ওঁর হাত ধরল, 'ভেতরের ঘরে গিয়ে একেবাবে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়বে চল। তাতে বেশী আরাম লাগবে। চল।' খোকন বাক্স এবং পুঁটুলি ভেতরের ঘরে বেখে এল।

এতক্ষণ সম্ভবত সমস্ত ব্যাপারটাই অনিশ্চিতের মধ্যে ছিল। শবীর এবং মনের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ মরুপথ পেবিয়ে অবশ হয়ে যাওয়া মানুষ যেমন মরুদ্যান দেখতে পেয়ে আচমকা কিছু শক্তি তৈরি করে ফেলে সেইভাবেই মনোরমা ভেতরে এলেন। তাঁর মুখে কোন কথা ছিল না। নিজের শোওয়ার ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের দরজায় পৌঁছে দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'নিজে হাত মুখ ধুতে পারবে তো?'

মনোরমা ঘাড় নেড়ে এগিয়ে গেলেন। দীপাবলী বলল, 'ভেতরে বালতিতে জল আছে। সেটা নিতে না চাইলে কল খুলে নিও। দরজাটা ভেজিয়ে রাখ, বন্ধ করো না।'

মনোরমা ভেতরে চলে গেলে সে ছুটে রান্নাঘরে পৌঁছে গ্যাস জ্বালিয়ে এক কেটলি জল চাপিয়ে দিল। তারপর আবার ফিরে এসে মনোরমার তালাবিহীন টিনের বাক্স খুলল। ওপরেই একটি পরিষ্কার থান এবং সেমিজ রয়েছে। সে-দুটোকেই বের করে ওটাকে সরিয়ে রেখে বাথরুমের দরজায় টোকা দিল, 'তোমার হয়ে গিয়েছে? বেশী জল ঢেলো না, নতুন জায়গা। জামাকাপড় ওখানেই ছেড়ে রাখো, তোমাকে ধুতে হবে না আর এগুলো নাও।'

দরজা সামান্য ফাঁক করে সে পরিষ্কার জামাকাপড় এগিয়ে ধরতেই মনোরমা সেগুলো নিলেন। এবং তখনই সারাদিনের ক্লান্তিটাকে টের পেল দীপাবলী। খাটের পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল সে। নিজে যতক্ষণ পরিষ্কার না হচ্ছে ততক্ষণ এই ক্লান্তিটা যাবে না। স্নান করে চা না খাওয়া পর্যন্ত রোজই এমন হয়। বাইরের বাথরুমে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। হঠাৎই মনে পড়ল, বাড়িতে কাঁচাবাজার তেমন কিছু নেই। আজ সকালে যাব যাব করেও যায়নি সে। অতএব এঁদের একটু সামলে বাজারে বেরুতে হবে। দীপাবলী উঠল। রান্নাঘরে ঢুকে দেখল জল ফুটে গিয়েছে। চটপট চা বানাতে বসল সে। বাইরের বাথরুমের দরজার

শব্দ হল। অর্থাৎ খোকনের হয়ে গিয়েছে। মাথার ভেতরে একসঙ্গে অনেক চিন্তা আসছিল। কিন্তু সেগুলোকে সরিয়ে রাখছিল সন্তর্পণে। না, এ নিয়ে আগেভাগে কিছুই ভাববে না সে। চায়ের কাপ আর বিস্কুট নিয়ে প্রথমে বাইরের ঘরে গেল দীপাবলী। সেই এক সার্ট প্যান্ট পরে খোকন চুল আঁচড়াচ্ছিল। টেবিলে কাপ ডিস নামিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'জামা ছাড়লি না?'

'নাঃ। আমি তো আজ চলে যাব।'

'চলে যাবি মানে?'

ঘড়ি দেখল খোকন, 'এখনও আধঘণ্টা টাইম আছে। এর মধ্যে স্টেশনে যাওয়া যাবে না?'

মাথা নাড়ল দীপাবলী, 'না।'

'তাহলে আটটার রকেট বাস ধরব। কোত্থেকে ছাড়ে জানিস?'

'তোকে কি আজই যেতে হবে?'

'না, মানে, থেকে কি করব!'

'আমার বাড়িতে প্রথম এলি। সেখানে যদি রাজকার্য না থাকে তাহলে যাওয়া চলবে না।'

'শোন, তুই এখানে একা থাকিস, আমি থাকলে তোর অসুবিধে হবে।'

'একের বদলে দু'জনে যদি অসুবিধে হয় তিনজনে হবে তা ভাবছিস কেন? তাছাড়া আমি যদি রাত দশটায় ফিরতাম তাহলে কি করতিস? বাজে কথা না বলে চা খেয়ে ফ্রেস হয়ে একটু রেস্ট নে। আমি আসছি।' দীপাবলী অসন্তুষ্ট মুখে বেরিয়ে এল। দু'কাপ চা আর বিস্কুট ট্রেতে চাপিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকে দেখল মনোরমা তাঁর পুঁটুলির সামনে বসে আছেন। ফর্সা জামাকাপড়ে তাঁর শোভা পাল্টেছে। দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে কি করছ? উঠে এস। চেয়ারে বসে আরাম করে চা খাও। তারপর শুয়ে পড়বে।'

মেঝেতে বসেই মনোরমা মাথা নাড়লেন, 'আমি তো চা খাই না।'

'ও!' থতমত হয়ে গেল দীপাবলী, 'আগে খেতে না?'

'এখন একদম ছেড়ে দিয়েছি।'

'তাহলে দু'তিন চুমুক দাও। শরীরটা ভাল লাগবে। শেষবার কখন খেয়েছ।'

'খেয়েছি।'

'কখন?'

মনোরমা জবাব দিলেন না। দীপাবলী বলল, 'তার মানে নিজেই মনে করতে পারছ না। এসো, এখানে বসো।' প্রায় হাত ধরেই বৃদ্ধাকে তুলে নিয়ে এল সে। নিতান্ত অনিচ্ছায় মনোরমা বিস্কুট খেলেন, চায়ে কয়েকটা চুমুক দিলেন। উল্টোদিকে বসে দীপাবলীর মাথায় নানান প্রশ্ন জট পাকাচ্ছিল। শেষবার যখন দেখেছিল তখনও মনোরমাকে এমন উদভ্রান্ত লাগেনি। এবং তখনই তার মনে পড়ল। মনোরমা তাকে শেষবার বাসি কাপড়েই এক বিছানায় শুতে অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু এই মহিলার বাছবিচারের প্রাবল্য ভয়ানক রকমের ছিল। অতএব এখানে এসে তার ব্যবহৃত বিছানায় উনি শুতে চাইবেন কিনা সন্দেহ। শুলেও স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন না। অথচ তার সঞ্চয়ে বাড়তি বিছানা নেই। বাইরের ঘরেরটা খোকা ব্যবহার করবে। চা খাওয়া শেষ করে সে উঠে আলমারি খুলল। পরিষ্কার বিছানার চাদর বের করে খাটে রাখল। তখন মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করছিস?'

'এটাকে পাল্টাচ্ছি।'

'কেন ? একটুও ময়লা হয়নি তো।'

'তুমি এতে শোবে ?'

মনোরমা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বিছানায় এসে বসলেন। কোন কথা না বলে পুরনো চাদরের ওপরেই শুয়ে পড়লেন দেওয়ালের পাশ ঘেঁষে। বড় ভাল লাগল দীপাবলীর। সে নামানো চাদর আবার তুলে রেখে ঝুঁকে মনোরমাকে স্পর্শ করল, 'ঘুমিয়ে নাও, খাবার হলে ডাকব।'

কপালে দ্বিতীয়বার আঙুল ছোঁয়াতেই গম্ভীর হয়ে গেল সে। মনোরমার জ্বর এসেছে। গলায় হাত রাখতেই বোঝা গেল পুড়ে যাচ্ছে। সে খুব অবাক হল। একতলা থেকে যখন বৃদ্ধাকে প্রায় কোলে করেই সে ওপরে তুলেছিল তখন কিন্তু কোন উত্তাপ ছিল না। হয়তো টের পায়নি, কিন্তু এমন উত্তাপ টের না পেয়ে থাকা যায় না। উত্তেজনায় মন অন্যমনস্ক ছিল বলে খেয়াল করেনি এই যুক্তিও মানতে পারছে না। তাহলে জ্বর কি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ?

কিন্তু কি ওষুধ দেওয়া যায় ? ঘরে সামান্য জ্বরজ্বারি মাথা ধরার ওষুধ রয়েছে। কিন্তু মনোরমার শরীরের যা অবস্থা তাতে কোন ওষুধ সহ্য হবে বা হবে না তা সে জানে না। বোঝা যাচ্ছে পেট খালি আছে অনেকক্ষণ। ওঁর ধাতও তার জানা নেই। ঠিক মোড়েই যে ওষুধের দোকানটা সেখানে একজন ডাক্তার বসেন সকাল সন্ধে। যাওয়া আসার পথে দেখেছে তাঁকে। বাজার থেকে ফেরার পথে ওঁকেই ডেকে আনবে সে। আয়নার সামনে গিয়ে চুল আঁচড়ে নিচ্ছিল তাড়াতাড়ি করে এমন সময় চিনচিনে গলায় মনোরমা ডাকলেন। সে কাছে যেতে বললেন, 'খু-উ-ব জ্বর!'

'হ্যাঁ। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।'

মাথা নেড়ে না বললেন মনোরমা। তারপর উঠে বসে আঙুল দিয়ে পুঁটুলিটা দেখিয়ে দিলেন। দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কি আছে ওতে ?'

'ওষুধ!' কাঁপুনি স্পষ্ট বোঝা গেল।

দীপাবলী এগিয়ে গিয়ে পুঁটুলি খোলার চেষ্টা করল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এই কারণেই এখানে বসেছিলেন মনোরমা। গিটগুলো জব্বর। খুলতে সময় লাগল। কি নেই এতে। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় যা পেরেছেন সংগ্রহ করে এনেছেন বৃদ্ধা। তার মধ্যে থেকে একটা টিনের বাক্স বের করে আনল সে। এই বাক্সটাকে সে চেনে। অনেক অনেক বছর আগে এই বাক্সটা এনেছিলেন অমরনাথ। এতে চকোলেট ভর্তি ছিল। মনোরমা বললেন, 'ওটা। ওটা নিয়ে আয়।'

বাক্সটাকে খুলতেই অনেকগুলো হোমিওপ্যাথি শিশির মুখ দেখতে পেল সে। ছিপির ওপর সাঙ্কেতিক লেখা। সেটা মনোরমার সামনে ধরতেই তিনি হাতড়ে হাতড়ে একটা শিশি তুলে নিলেন। ছিপি খুলে গোটা পাঁচেক দানা জিভে ঢেলে বালিশের পাশে শিশিটাকে রেখে মাথা নাড়লেন। বাক্সটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল দীপাবলী।

এবার সে দ্বন্দ্বে পড়ল। মনোরমা যদি হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেতে অভ্যস্ত হন তাহলে নিশ্চয়ই অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের চিকিৎসা পছন্দ করবেন না। কিন্তু ওই ওষুধে যদি জ্বর না কমে ? অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই। কাল সকালেও যদি জ্বর না কমে তাহলে দেখা যাবে। মনোরমার শরীরে একটা চাদর মেলে দিল সে। পুরনো চাদর।

টাকা আর বাজারের ব্যাগ নিয়ে বাইরের ঘরে এসে দেখল খোকন জামাপ্যান্ট পাল্টেছে। তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'বাজারে। এদিকে ঠাকুমার জ্বর এসেছে।'

'জ্বর তো ওখানেও ছিল। ওই শরীর নিয়ে এসেছে। দুপুরে বলল জ্বর নেই। কিন্তু তুই বাজারে যাচ্ছিস কেন? উনি কি ভাত খাবেন?'

'না। খেতে দেওয়া উচিত হবে না। মিষ্টি ফল আনব।'

'দোকানটা কোথায় বল আমি নিয়ে আসছি। বাড়িতে আলু ডিম আছে?'

'আছে।' দীপাবলী মাথা নাড়ল।

'তাহলে ডিমসিদ্ধ আলুসেদ্ধ আর ভাত কর। তুই খেতে পাবলে আমার আপত্তি নেই।'

'প্রথমদিন এসে ডিমসেদ্ধ খাবি?'

'দুর শালা! আমি তোর কুটুম নাকি?'

'অ্যাই, খারাপ কথা বলবি না!' চোখ পাকাতে গিয়েও হেসে ফেলল দীপাবলী।

'ওহো, সরি সবি। ড্রাইভার মানুষ তো, জিভের দোষ হয়ে গেছে। বল্, দোকানটা কোথায়?'

মন থেকে সায় দিচ্ছিল না। প্রথম দিনেই বাজারে পাঠানো ভদ্রতা নয়। কিন্তু দীপাবলী হার মানল খোকনের আগ্রহেব কাছে। ফলের দোকানের অবস্থান ভাল কবে বুঝিয়ে দিল সে। মনোবমাকে একা ফেলে দু'জনেরই একসঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। মিষ্টির দোকানটা পথেই পড়বে।

খোকন বেরিয়ে গেলে ওব বিছানাটা ঠিক কবে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল দীপাবলী। গায়ে জল দিতেই আরাম হল। শোওয়ার ঘরে মনোবমা মড়ার মত পড়ে আছেন চাদর মুড়ি দিয়ে। এমন কি ঘটনা হল যাতে বৃদ্ধা আগাম খবর না দিয়ে চলে এলেন কলকাতায়? দীপাবলী ভেবে পাচ্ছিল না। নিশ্চয়ই কেউ ওঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। খোকনের সঙ্গে যোগাযোগ হল কি করে তাও বোধগম্য হচ্ছে না। সবশেষে এ বাড়ির ঠিকানাটা! পরিষ্কার হয়ে স্বস্তি। দীপাবলী বাইবে এসে মনোবমাকে দেখল। ঘুমন্ত মানুষকে তুলে থার্মোমিটারে জ্বর দেখা ঠিক নয়। কিন্তু জ্বরটা দেখা দরকার। চেয়ারে বসে ওই মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত ছেলেবেলাটাই উপচে এল। বাল্যের দেখা মনোরমা নিজের জগৎটা আলাদা করে রাখতেন সবসময়। নিজে বান্না কবে খেতেন, বেশিরভাগ ব্যাপারেই মূল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন। শুধু রাত্রে দীপাবলী তাঁর পাশে শুতে পাবত সে সময় মেয়েদের কি রকম হওয়া উচিত এই ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে যেতেন। পরবর্তীকালে এই উপদেশগুলোকে যুক্তিহীন মনে হয়েছে। কিন্তু তখন তাঁর কথা না শুনে উপায় ছিল না। তারপর চা-বাগানের সেই বাড়িতে সন্ন্যাসীর উদয় হল। দৃশ্যগুলো হঠাৎই স্পষ্ট হল। মনোরমা স্বীকার করেননি মানুষটাকে। অমরনাথও কিছুটা উদভ্রান্ত হলেও পরে এনিয়ে কোন আলোচনা করেননি। সেই সময় মনোরমা কি তেজী ব্যবহার করেছিলেন। এমন কি দীপাবলীর বিয়ের ব্যাপারে ওঁর জেদ বড় ভূমিকা নিয়েছিল। হয়তো উনি জেদী না হলে অমরনাথ তার বিয়ে দিতেন না। বিধবা হয়ে ফিরে আসার পরে এই মহিলা তাকে বাধ্য করেছিলেন সেইসব আদিম নিয়মকানুন মানতে। তার মনের গায়ে বিধবা ছাপটা মেরে দেবার চেষ্টা করেছিলেন প্রবলভাবে।

অথচ কি আশ্চর্য, এসব সত্ত্বেও এই বৃদ্ধাকে সে কখনই ভিলেন মনে করতে পারেনি। শেষবার চা-বাগানে দেখা করতে গিয়ে ওঁর পাশে শুয়ে পরিচিত ঘ্রাণ পেয়ে মনে হয়েছিল নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। সেবারই লক্ষ্য করেছিল সেই মনোরমা অনেক পাল্টে গিয়েছেন। নিজের মুখে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন বিবাহের ব্যাপারে জেদ ধরার জন্যে। ওটা না

চাইলেও দীপাবলী কখনই ওঁকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না। শুধু অনুশাসনের বাড়াবাড়ি নয়, অনেক ভাল মুহূর্তও তো সে পেয়েছিল মনোরমার কাছ থেকে। অথচ ইনি তার কেউ নন। অন্তত রক্তের সম্পর্কে তো নয়। অমরনাথ যে অর্থে তার বাবা ইনি সেই অর্থে তার ঠাকুমা নন। অথচ আজ ইনি নাতনির কাছেই ছুটে এলেন। এসে ভাল করেছেন। দীপাবলীর মন এমনই চাইছিল। কিন্তু তার জীবন, জীবনযাত্রা এই প্রাচীন ভদ্রমহিলা কি ভাবে নেবেন ? তার চেনা মনোরমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। ভয় এখানেই। এইসময় বেল বাজল।

দরজা খুলে দেখল প্যাকেট নিয়ে ফিরে এসেছে খোকন। ঢুকে বলল, 'বাব্বা, তোদের এখানে জিনিসপত্রের দাম খুব বেশী। একটা বাতাবি লেবু তিন টাকা চাইল। অথচ আমাদের ওখানে কেউ কিনে খায় না।'

'খামোকা বাতাবি কিনতে যাবি কেন ? আর এখন তো বাতাবির সময় নয়।'

'হ্যাঁ। অসময়ের ফল অনেক দেখলাম।'

'তাহলে নিউ মার্কেটে গেলে ট্যারা হয়ে যেতিস।' প্যাকেট দুটো নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কত খরচ হল তোর ?'

'কেন ? দাম দিবি নাকি ?'

'দিয়ে দেওয়া উচিত।'

'খুব বড়লোক হয়েছিস, না ?'

'দেখে মনে হচ্ছে ?'

'এরকম ফ্ল্যাটে থাকার কথা আমরা ভাবতে পারি না।'

'অভ্যেস। ওখানে থাকলে আমিও ভাবতাম না।'

'দামের কথা বলিস না।'

'বেশ। চা খাবি ?'

'না। সকাল থেকে শুধু চা খেয়ে যাচ্ছি।'

'দুপুরে ভাত খাসনি ?'

'চান্সই পেলাম না। ট্রেন লেট ছিল। বারোটায় শিয়ালদায় পৌঁছেছি। তারপর ঠাকুমাকে নিয়ে কিভাবে যে বাইরে এসেছি বুঝতেই পারছিস।'

'স্টেশন থেকে এখানে এলি কখন ?'

'তিন ঘণ্টা লেগেছে। তিনটের সময়।'

'সে কিরে ?'

'আরে কলকাতার রাস্তাঘাট তো চিনি না। তোর ঠিকানা যাকে দেখাই সে-ই উল্টোপাল্টা বলে। এই বাসে যান, ওই বাসে যান। বাস স্টপে এসে চক্ষু চড়কগাছ। আমি একা হলে উঠতে পারতাম। ঠাকুমাকে তুললে বুড়ি মরে যেত।'

'আশ্চর্য ! তুই বাসে উঠতে গেলি মালপত্র নিয়ে ?'

'আমি শুনেছিলাম ট্যাক্সিওয়ালারা নাকি খুব ঘোরায়।'

'তুই নিজে তাই করিস নাকি ?'

'আমাদের ওখানে কেউ মিটারে যায় না। ফিক্সড় ভাড়ায় ঘুরিয়ে লাভ কি ? প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির ধান্দায় গেলাম। কেউ শালা যেতে চায় না। এটা কিন্তু আমাদের ওখানে পাবি না। শেষে এক সর্দারজী রাজি হল। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এখানে এসে পৌঁছালাম শেষ পর্যন্ত। এসে দেখি তুই নেই। দরজা বন্ধ। দারোয়ানটা ভাল তাই বসতে

দিল।'
'আমি যদি না ফিরতাম ?'
'কোথায় যেতিস ?'
'ধর, কলকাতার বাইরে যদি যেতাম।'
'হোটেল খুঁজতে হত।'
'হুম্। তাহলে তোর জব্বর খিদে পেয়েছে। বস্, আমি রান্না করে ফেলি।'
'চা খেয়ে খিদেটা মরেছে। ঠাকুমা কেমন আছে ?'
'ঘুমুচ্ছে।' দীপাবলী প্যাকেট নিয়ে ভেতরে ঢুকল। পেছন পেছন এল খোকন, 'এত বড় বাড়িতে তুই একা থাকিস ?'
'এত বড় আর কোথায় ?' হাসল দীপাবলী, 'আর কে থাকবে সঙ্গে ?'
'না। এটা ঠিক না।' মাথা নাড়ল খোকন, 'তোর বর দিল্লীতে আর তুই এখানে। লোকটাই বা কি রে ? আরে হ্যাঁ, চুপচাপ বিয়ে করলি, নেমন্তন্ন খেলাম না কিন্তু !'
'আজ রাত্রে খাওয়াবো।'
'ডিমসেদ্ধ ভাত ?' আঁতকে উঠল খোকন, 'তুই কি রে ?'
রান্নাঘরে ঢুকে কাজ শুরু করতে করতে দীপাবলী বলল, 'তোর বিয়েতে আমাকে বলেছিলি ? তুই আমার বিয়ের নেমন্তন্ন একেবারে খাসনি তা তো নয় !'
'মানে ? কখন খেলাম ?'
'কেন ? সেই যে ছেলেবেলায়। আমার প্রথম বিয়ের সময় !'
'দুর ! সেটা বিয়ে ছিল নাকি ?'
'বিয়ে থাক বা না থাক, খেয়েছিলি তো।'
'মনে আছে তোর শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার সময় আমি বিশু খুব কেঁদেছিলাম। আর তুই যখন ফিরে এলি খুব ভাল লেগেছিল। যাক গে ! তোর নতুন বরের কথা বল। লোকটা কেমন ? খুব শিক্ষিত নিশ্চয়ই ?'
'তা তো বটেই। শিক্ষিত।'
'তুই মাইরি আমাদের খুব গর্ব।'
'কেন ?'
'বাঃ, আমরা ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলতাম। আমি ড্রাইভার আর তুই অফিসার।'
'তুই আমাকে এখনও বন্ধু ভাবিস ?'
'বন্ধু ? না হলে এলাম কেন ?'
'তাহলে এসব কথা আর বলবি না।' দীপাবলী ভাত চড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠাকুমা তোকে খবর দিয়েছিল এখানে আসার জন্যে ?'
রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল খোকন। দু'দিনের দাড়িতে ওকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বলল, 'না রে। আমি স্ট্যান্ডে গাড়িতে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি বুড়ি ওই বাক্সপেঁটরা নিয়ে টলতে টলতে আসছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় যাবেন ? বলল, কলকাতায়। ভাব, তোর কাছে একা চলে আসবে ? অথচ ভাল করে হাঁটতে পারছে না। অনেক বোঝালাম, শুনল না। তোর মা মারা গিয়েছে জানিস তো ?'
'জানি।'
'তারপর কি করব ! মনে হল একা ছাড়া উচিত নয়। ওকে বসিয়ে গাড়ি গ্যারেজ করে বাড়িতে গিয়ে জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।' হাসল খোকন।

দীপাবলী কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। এরকম কাজ আজকাল কেউ করতে পারে এই ধারণাই তার চলে গিয়েছিল। সেই কোন ছেলেবেলা বিশু খোকন সে ফুল পাড়তো, আংরাভাসায় মাছ ধরতে যেত, নারী পুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না, সেই স্মৃতির সুবাদে একজন দিন-আনি-দিন খাই মানুষ কাজকর্ম ছেড়ে এতদূরে চলে এল ? অনেক অনেকদিন পরে দীপাবলীর মনে হল সে খুব সহজ গলায় কথা বলতে পারছে। এখন কোন পুরুষ তো তাকে তুই বলে না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর বউ কেমন আছে ?'

'আছে। মায়ের সঙ্গে খচখচি চলছেই।'

'মাকে বোঝাতে পারলি না ?'

'বাবা পারেনি।' খোকন হাসল, 'শোন, ঠাকুমাকে তোর কাছে রাখবি ?'

'হ্যাঁ, কেন ?'

'অসুবিধে হবে না ? একা বাড়িতে রেখে যেতে হবে।'

'আস্তে আস্তে মেনে নেবে।'

'গুড। তোর দুই ভাই মাইরি বহুৎ হারামি ! সরি, আবার হারামি বললাম। বড়টা বউ নিয়ে চা-বাগানে থাকে, খোঁজ নেয় না, ছোটটা যা পারছে তাই বিক্রি করছে। মা মরে যাওয়ার পর ঠাকুমাকে দেখত না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলত। বাড়িটা বেচে দেবার ধান্দা। এই অবস্থায় আর ওখানে পাঠাস না।' খোকন আন্তরিক গলায় বলল।

'আমিই নিয়ে আসতাম। তুই আমার উপকার করলি খোকন !'

'দুর ! এটা আবার উপকার হল নাকি ?' একটু থেমে অন্যরকম গলায় বলল, 'তুই যদি খুব রাগ না করিস, মানে, আমার একটা উপকার করবি ?'

ভাত দেখছিল দীপাবলী। গলার স্বরে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ভণিতা করছিস কেন ?'

'বুঝলি তো, ড্রাইভার ক্লাসের মানুষ। অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।'

'কিসের অভ্যেস ?'

'তুই মাইরি রাগ করবি ?'

দীপাবলী এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুই মদ খাস ?'

'ওই একটু। সারাদিন খাটুনির পরে না খেলে ঘুম আসে না। আমি বাথরুমে গিয়ে টুক করে খেয়ে আসব। তুই টেরও পাবি না।'

'তোর সঙ্গে আছে ?'

'হ্যাঁ। ভুটানি জিনিস। এই, তুই রাগ করছিস ?'

'ঘরে গিয়ে বস, আমি আসছি। যা।' গলা তুলে আধো ধমকের সুরে খোকনকে পাঠিয়ে দিল সে। ভাত হতে দেরি আছে। দীপাবলী মাথা নাড়ল। অলোক বন্ধুদের নিয়ে বাড়িতে বসে মদ্যপান করলে যদি দোষ না হয় তাহলে খোকন খেতে পারবে না কেন ? ওর দৃঢ় বিশ্বাস খোকন বেসামাল কিছু করবে না। যে খোকন চাঁপা ফুল তুলতে ভালবাসত তার এখন মদ না খেলে ঘুম আসে না। এরই নাম জীবন।'

শোওয়ার ঘরে গিয়ে মনোরমাকে দেখে এল সে। ঘুমুচ্ছেন। জ্বর সেই একইরকম, অন্তত কপালে হাত দিয়ে মনে হল। ডিমের ওমলেট ভাজল সে। একটা ট্রেতে জলের বোতল, গ্লাস, ওমলেট আর চ্যানাচুর নিয়ে সতর্ক পায়ে বাইরের ঘরে ঢুকে টেবিলে নামিয়ে রাখল। তাই দেখে লাফিয়ে উঠল খোকন, 'আই বাপ, একি করেছিস ভাই ?'

'আগে ওমলেট খেয়ে নাও। তারপর ওগুলো গিলো। আর হ্যাঁ, গিলতে পারিস, কিন্তু পা যদি টলে তাহলে বাড়ি থেকে বের করে দেব।' দীপাবলী উল্টোদিকের চেয়ারে বসল।

পাঁইট থেকে মদ গ্লাসে ঢেলে খোকন বলল, 'তোকে বলতে খুব ভয় করছিল। না বললে ঠকতাম। তোর বর মাল খায়?'

'আবার অভদ্র কথা বলছিস?'

'সরি? মদ খায়? মদ তো অভদ্র কথা নয়।'

'খায়।' দীপাবলী গম্ভীর গলায় বলল, 'তোর বাড়িতে অশান্তি হয় না?'

'হয়। বউটা গন্ধ সহ্য করতে পাবে না।'

'তাহলে খাস কেন?'

খোকন হাসল, 'আমার বউ আমাকে খুব ভালবাসে।'

'তাহলে তো আরও কথা শোনা উচিত।'

'তুই বুঝবি না।'

দীপাবলী উঠল। ভাত নামিয়ে কাজ গুছিয়ে রাখল। তারপর মনোরমাকে দেখতে গেল। মনোরমা নড়াচড়া করছেন। সে থার্মোমিটার বের করে বলল, 'দেখি, হাঁ করো তো, জ্বর দেখব।'

মনোরমা কথা শুনলেন। থার্মোমিটারে জ্বর একশো দুই। খুব ঘাবড়ে যাওয়ার মত নয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন লাগছে?'

মাথা নেড়ে ভাল বললেন মনোরমা। তাঁর চোখের কোণে জল।

'শোন, একটু মিষ্টি খাও। রাত্রে আর ফল দেব না। খেয়ে শুয়ে পড়।'

'না। ভাল লাগছে না।'

'না লাগলেও জোর করে খেতে হবে। ওঠ।' দীপাবলী প্যাকেট খুলে চারটে সন্দেশ বের করে নিয়ে এল। অনেক সাধ্যসাধনা করে দুটোর বেশী খাওয়ানো গেল না। জল খাইয়ে বাথরুম থেকে ঘুরিয়ে এনে আবার বিছানায় শুইয়ে দিল তাঁকে। চাদর ঢেকে দিয়ে বলল, 'এবার তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমোও, কেমন?'

বাইরের ঘরে এল সে। চুপচাপ মদ খাচ্ছে খোকন। ওকে দেখে হাসল।

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'বিশুর খবর কি রে?'

'জানি না। ওরা কেউ আমাকে আর বন্ধু মনে করে না।'

'ঠিক না রে। ছেলেবেলার বন্ধুদের কেউ ভুলতে পারে না।'

হঠাৎ অন্যরকম গলায় খোকন বলল, 'কি ভাল দিন ছিল না রে? তোর বাবার কথা খুব মনে পড়ে। খুব ভদ্রলোক ছিলেন। সেই বড়বাবুর বুড়ো বাপটাকে মনে আছে? মেয়ে দেখলেই কেমন করত। তখন তো বুঝতাম না ভাল, এখন হাসি পায়।'

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কালীপুজোর কথা মনে আছে?'

'হুঁ। এখন মাইক বাজিয়ে পুজো হয়। আগের মত নেই। একটা চাঁপা গাছ ছিল মাঠের মধ্যে, সেদিন দেখলাম কেটে ফেলেছে।'

শুনে দীপাবলীর খুব খারাপ লাগল।

খোকন বলে যাচ্ছিল, 'ললিতাদিকে মনে আছে? সেই যে বাগানের মধ্যে শ্যামলদার সঙ্গে প্রেম করছিল, যার জন্যে শ্যামলদার বাবা আত্মহত্যা করল, মনে আছে?'

'আছে।'

'আত্মহত্যা করেছে।'

'সে কি?' চমকে উঠল দীপাবলী, 'আমি তো ওকে জলপাইগুড়ির হাসপাতালে দেখেছিলাম।'

'শ্যামলদার সঙ্গে ঝগড়া করে গলায় দড়ি দিয়েছে। শ্যামলদাকে পুলিশ ধরেছিল। এখন ছেড়ে দিয়েছে। ললিতাদি চিরকালই ছিটিয়া ছিল, বুঝলি।' গ্লাস শেষ করল খোকন, 'তোর বিয়ে হয়েছে কদিন ?'

'অনেকদিন।'

'দুর! আমাদের ওখানে যখন গিয়েছিলি তার পরে তো ?'

'তাই।'

'তাহলে অ্যাদ্দিনে বাচ্চা হয়নি কেন ?'

'তোর তাতে কি ?'

'না, বাচ্চা হলে দু'জনে আলাদা থাকতে পারতিস না।'

মদ খাওয়া হয়ে গিয়েছিল ছোট বোতলটা খালি। দীপাবলী ওগুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে ভাত বাড়ল। চুপচাপ খেয়ে গেল খোকন। খাওয়াদাওয়ার পর বিছানা দেখিয়ে দিল দীপাবলী। খাটে বসে সিগারেট ধরিয়ে খোকন হঠাৎ বলল, 'দীপু, তোর বাড়িতে যদি আমার বউকে নিয়ে আসি থাকতে দিবি ?'

'নিশ্চয়ই।' দীপাবলী হাসল, 'কবে আসবি ?'

'জানি না। মা মরে গেলে হয়তো।' গলাটা কেমন হয়ে গেল খোকনের।

গোছগাছ করতে আরও রাত হল। খোকনের ঘরের আলো নেবানো। ওর নাক মৃদু ডাকছে। শোওয়ার জন্যে তৈরি হতে আর একটু সময় লাগল। সন্তর্পণে মনোরমার পাশে শুয়ে বেডসুইচ টিপে আলো নেবাতেই মনোরমা আঁকড়ে ধরলেন তাকে। হাউহাউ করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি।

খানিক স্থির হয়ে দীপাবলী ওঁর মুখে হাত চাপা দিল। মনোরমা একটু শান্ত হতে সে বলল, 'যা বলার কাল সকালে বলো। এবার তুমি ঘুমাবে। আমি এখন কোন কথা শুনব না। ঘুমাতে চেষ্টা কর।'

॥ ৪১ ॥

সারাটা রাত নির্ঘুমে কাটাল দীপাবলী। মনোরমার জ্বর, কমার কোন লক্ষণই নেই। বাড়তে বাড়তে সেটা চার-এ পৌঁছেছিল। মাথায় জল দিয়ে, গলা মুখ ভেজা তোয়ালেতে মুছিয়ে দিচ্ছিল সে বারংবার ; এবং একসময় তার খুব ভয় লাগল। সেই কখন নিজে নির্বাচন করা ওষুধ খেয়েছিলেন মনোরমা কিন্তু তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। এখন নিশুতি রাত। কলকাতা ঘুমোচ্ছে। দীপাবলীর খুব মনে হচ্ছিল একজন ডাক্তারের কথা। কিন্তু কোথায় ডাক্তার পাওয়া যায় ? এই কারণেই টেলিফোন দরকার। নাম্বার জানা থাকলে মাঝরাত্রেও পৌঁছানো যায়।

মনোরমা পড়ে আছেন নিথর হয়ে। তাঁর শিরাজড়ানো বাঁ হাত মাঝে মাঝে কাঁপছিল। তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দেবার সময় ওঁর বুক পেট কোমরে পৌঁছেছিল দীপাবলী। এবং তখনই তার নতুন একটা বোধ জন্মাল। যৌবনে মনোরমার শরীর কেমন ছিল তা সে জানে না। তবে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছাবার পর সেই শরীরের স্পর্শ পেয়েছিল সে প্রতি রাত্রে। যা থেকে ওঁর যৌবনকে এখন অনুমান করা যেতে পারে। এখনকার মনোরমা সেইসব স্মৃতি অথবা স্মৃতিনির্ভর ভাবনার বাইরে ছিটকে এসেছেন। তাঁর শরীর কয়েকটা হাড় এবং তাদের কোনমতে ঢেকে রাখা কুঁচকে যাওয়া চামড়ায় সীমাবদ্ধ। জীবনের প্রতিটি বছর প্রতিটি মাস যেন কুঁকড়ে গিয়ে শরীরে একটার পর একটা ভাঁজ ফেলেছে। শৈশব এবং বার্ধক্যের মধ্যে

যাঁরা মিল দেখতে পান তাঁরা ভুল করেন। শুরুর কোন স্মৃতি থাকে না তাই দুঃখও বাজে না। শেষের শুধু স্মৃতিই সম্বল। আর কে না জানে সুখের স্মৃতি থেকেও একধরনের দুঃখের রস ক্ষরিত হয়। এই মনোরমাকে দেখে তার মনে হল ভদ্রমহিলার জীবনের কাছে আর নতুন কিছু পাওয়ার নেই। প্রতিটি মানুষ এতদিন বেঁচে থাকলে একদিন ওই বোধে উপনীত হবে। এই বেঁচে থাকাটা মোটেই আনন্দের নয়। দীপাবলী নিজেব সঙ্গেই যেন কথা বলছিল। তার নিজের শরীরে যখনই অক্ষমতা এসে বাসা বাঁধবে তখনই যেন তার মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু এসব ভাবনা নিজের। একটি মানুষের অসুস্থতা বাড়ছে এবং সেটা চুপচাপ চেয়ে দেখা যায় না। একটা কিছু বিহিত করা প্রয়োজন। হোমিওপ্যাথি ওষুধেব বাক্সটা বের করল সে। এই অবস্থায় কোন ওষুধ দেওয়া যায় যদি সে জানত! যে শিশি থেকে মনোরমা তখন ওষুধ খেয়েছিলেন তার কয়েকটি দানা সে ইতিমধ্যে ওঁর মুখে ঢেলে দিয়েছে। কোন লাভ হয়নি। হোমিওপ্যাথিতে যাঁর অভ্যাস— ! দীপাবলী উঠল। পাড়ায় কি কোন মানুষ জেগে নেই? একজন জাগ্রত মানুষকে খুঁজে পেলে তার কাছ থেকে ডাক্তারেব হদিশ মিলতে পারে। অভ্যস্ত হোন বা না হোন ডাক্তারের নির্দেশে ওষুধ খেতে হবে মনোরমাকে। কিন্তু এত রাত্রে একা বেরুতে অস্বস্তি হচ্ছিল। খোকনকে ডাকল সে। প্রথম দুবারে সাড়া পাওয়া গেল না। ক্লান্তি এবং মদ্যপান তাকে যেন ঘুমের অতলে ডুবিয়ে রেখেছিল। তৃতীয়বারের ডাকের সময় ঘরের আলো জ্বালল দীপাবলী। এবার চোখ খুলল খোকন। সম্বিত ফিরল একটু পরে। উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'ঠাকুমার জ্বর বাড়ছে। আমার খুব ভয় করছে। একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।'

'ডাক্তার কোথায় থাকে?'

'জানি না।'

'কটা বাজে এখন?'

'আড়াইটে।'

খোকন বিছানা ছাড়ল। সে নিজেও কোন পথ খুঁজে পেল না। একটু বিরক্ত গলায় বলল, 'যেখানে থাকিস সেখানে কাছে পিঠে ডাক্তার আছে কিনা খোঁজ করবি না?'

'আমার তো এতদিন প্রয়োজন হয়নি।'

'চল নিচে যাই।'

'আমি কি করে ঠাকুমাকে একা ফেলে যাই? আই অ্যাম সরি খোকন, তোকে এমন করে খাটাচ্ছি··· ।' কথা শেষ করতে পারল না দীপাবলী। ভদ্রস্থ হয়ে হাত নেড়ে তাকে থামতে বলে দরজা খুলে ততক্ষণে নেমে যাচ্ছে খোকন। দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে এল সে। মনোরমা একই ভঙ্গীতে স্থির। জীবিত কি মৃত বোঝা যাচ্ছে না। কখনও কখনও মানুষের এই দুই পর্যায়ের ছবি একরকম হয়ে যায়।

দারোয়ানকে ঘুম থেকে তুলে খোকন যখন একজন ডাক্তারকে নিয়ে এল তখন রাত সাড়ে তিনটে। সে কিভাবে অচেনা জায়গায় এমন সফল হল এই আলোচনার অবকাশ হয়নি। ভদ্রলোক নাড়ি দেখলেন। স্টেথো চাপলেন বুকে পাঁজরে পিঠে। জ্বর দেখলেন। পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলেন। শেষে গম্ভীর মুখে প্রেসক্রিবশন লিখতে বসলেন। সেটা শেষ করে নাম জিজ্ঞাসা করলেন। দীপাবলী মনোরমার পুরো নাম বলে জানতে চাইল, 'ভয়ের কিছু নেই তো ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার বললেন, 'এখনও বলা যাচ্ছে না। কাল সকাল দশটায় যদি অবস্থার উন্নতি না

হয় তাহলে হসপিটালাইজড করবেন।'

খোকন পেছনে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'ওষুধের দোকান খোলা পাওয়া যাবে ?'

ডাক্তার উঠলেন, 'এ পাড়ায় পাবেন না। ধর্মতলায় একটা দুটো দোকান সারা রাত খোলা থাকে। পিজির সামনেও পেতে পারেন।'

'অতদূরে এত রাত্রে যাব কি করে ? ট্যাক্সি যদি না পাওয়া যায় !'

ডাক্তার ঘড়ি দেখলেন, 'আর তো ঘণ্টা দেড়েক বাদেই বাস চলবে। ততক্ষণ, এক কাজ করুন, বাড়িতে জ্বরজারির কোন ট্যাবলেট আছে ?'

দীপাবলীর সঞ্চয়ে কিছু ছিল। এগুলো এখন প্রায় সব বাড়িতেই রাখা থাকে। মাথাধরা, সামান্য জ্বরজ্বারি অথবা একদিনের পেট খারাপের জন্যে কে আর ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় ! ডাক্তার তা থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে বললেন, 'গিলে খেতে পারবে বলে মনে হয় না। গুঁড়ো করে জল মিশিয়ে দিন। মাথা ধোয়ানোটা বন্ধ করবেন না।'

পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা নিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। খোকন তাঁকে নিচ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল। তখন আকাশ একটু একটু করে রঙ বদলাতে শুরু করেছে। ফিরে এসে খোকন দেখল চামচে করে গোলা ওষুধ মনোরমাকে খাইয়ে দিচ্ছে দীপাবলী। সমস্তটা খাওয়ানোর পর বালতিতে জল নিয়ে এসে মাথা ধোওয়ানো হল। খোকন বারান্দায় চলে গেল চেয়ার নিয়ে। শরীরের কোথাও এক ফোঁটা ঘুম নেই। কিন্তু আলস্য আছে। দীপাবলী রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের জল বসাল। মনোরমাকে যদি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় তা হলে পি জি-ই ভাল। কিন্তু হাসপাতাল শুনতেই ভয় লাগে। নার্সিং হোমে কেমন খরচ হয় ? ডাক্তার ঠিকই বলেছেন। বাড়াবাড়ি হলে তার একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। খোকন নিশ্চয়ই আজ চলে যাবে। ও যা করেছে তা অনেক। আর বেশী কিছু চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু ডাক্তার পরিষ্কার করে কিছু বললেন না। যদি তার কাছে আসার পরে মনোরমার কিছু হয় তা হলে ! অসম্ভব ! নিজের মনে মাথা নাড়ল সে। না, হতে দেবে না।

চায়ের কাপ দুটো নিয়ে বারান্দায় এল দীপাবলী। সেটা হাতে নিয়ে খোকন খুব খুশী, 'ফার্স্টক্লাশ। মনের কথা কি করে বুঝতে পারলি।'

দীপাবলী হাসল। অন্ধকার অনেকটা সরে গেছে। এখন পৃথিবী গভীর ছায়ায় জড়ানো। সে মনোরমার বিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছিল এই সময় খোকন বলল, 'তোর মনে আছে দীপা, ঠিক এই রকম ভোরে আমরা ফুল তুলতে যেতাম। ঘাসের ওপর পড়ে থাকা শিউলি কুড়োতিস তুই। আহা, ছোটবেলাটা কি সুন্দর ছিল। কোন ধান্দাবাজি ছিল না সেই সময়।'

আচমকা সব কিছু থেকে মুক্তি নিয়ে দীপাবলী ছিটকে গেল ছেলেবেলায়। সে ফুল কুড়োতো এইরকম রাত না যাওয়া ভোরে। খোকনরা অবশ্য লক্ষ্মীপুজোর আগে আসতো। সাজি ভরে যেত শিউলি ফুলে। নধর হলুদ বোঁটার সাদা ফুল। সেই সময় একদিন সেই মালবাবুর বাড়িতে বেড়াতে আসা ছেলেটি তাকে সুচিত্রা সেনের সঙ্গে তুলনা করেছিল। হেসে ফেলল সে। দৃশ্যটা চোখের সামনে সেঁটে আছে।

খোকন জানতে চাইল, 'কিরে, হাসছিস কেন ?'

ভাবনা ঘোরাল দীপাবলী, 'তোর সেসব কথা এখনও মনে পড়ে খোকন ?'

খোকন মাথা নাড়ল, 'এমনিতে পড়ে না। তুই পাশে আছিস আর রাতটা ভোর হচ্ছে দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। যাক, ঠাকুমার ব্যাপারে কি করবি ?'

'দেখি। দশটা পর্যন্ত দেখে ঠিক করা যাবে।'

'আজ তোর অফিস চোট।'

'দেখি ! ফোন করে অন্তত জানাতে হবে।'

'বুড়ি তোকে কি ঝামেলায় ফেলল বল তো !'

'ঝামেলা বলছিস কেন ? ওঁকে অনেক আগে আমার নিয়ে আসা উচিত ছিল।'

'তা হলে তুই বল মায়ের বিরুদ্ধে না গিয়ে আমিও ঠিক করছি ?'

'তুই যদ্দিন বউকে ভালবাসবি তদ্দিন ঠিক করছিস।'

'আরে সেটাইতো গোলমাল। মা চাইছে না আমি বউকে ভালবাসি। বউ চাইছে না আমি মাকে সাপোর্ট করি। তুই বুঝতে পারছিস না।'

'পারছি। তুই যদি সত্যি তোর বউকে ভালবাসিস তাহলে সেটা ও বুঝতে পারবে। তখন তোকে দুঃখ দেবে না বলেই মায়ের সঙ্গে মানিয়ে নেবে।'

'সেটা নেয়। আসার সময় বলেছে মাকে নিয়ে চিন্তা না করতে। কিন্তু মাকে ম্যানেজ করা মুশকিল। বাবা পারেনি, ঠাকুমা পারেনি।'

দীপাবলী হেসে ফেলল। খোকন জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ?'

'ছেলেবেলায় একটা গল্প খুব বিশ্বাস করতাম। তোদের বাড়িতে যে বাতাবি লেবুর গাছ ছিল তার প্রথম পাকা বাতাবির রস তোর ঠাকুমা নাকি আকাশ থেকে নেমে এসে ডালে বসে চুষে খেতেন। দৃশ্যটা তুই ভাব।' দীপাবলী আবার হেসে উঠতেই গলা মেলাল খোকন। তারপর বলল, 'মা কিন্তু সেই সময় ঠাকুমাকে খুব ভয় করত। বাড়ি বাড়ি বিলিয়ে দিত বাতাবি, আমাদের খেতে দিত না। বাবা খুব রাগ করত তাই।'

ঘণ্টা দুয়েক বাদে কপালে হাত দিয়ে অবাক হল দীপাবলী। তাড়াতাড়ি থার্মোমিটার দিল মনোরমার বগলে। আর তাতে চোখ মেললেন মনোরমা। দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে এখন ?' মনোরমা মাথা নাড়লেন, ভাল। জ্বর একশ। কমেছে অনেক। মনোরমা বাথরুমে যেতে চাইলেন। দীপাবলী তাঁকে সাহায্য করল। কাল রাত্রে মুখের যে চেহারা হয়েছিল তার অনেকটা দূর হয়েছে। জল চেয়ে মুখ ধুয়ে আবার বিছানায় ফিরে গেলেন তিনি। খোকন হাসছিল, 'ঘরে যে ওষুধ ছিল তাই দিতেই জ্বর কমল অথচ তুই মাঝরাত্রে ডাক্তার এনে সারা রাত জেগে কি কাণ্ডটাই না করলি। সন্ধ্যেবেলায় ওষুধটা খাইয়ে দিলে এসব ঝামেলাই হত না।'

দীপাবলীর ভাল লাগছিল। যদি আবার জ্বর না আসে তাহলে তো আনন্দের সীমা নেই। মুখে বলল, 'তখন ঠাকুমাকে ওই ট্যাবলেট খাওয়ানো যেত না। হুঁশ ছিল না বলে খেয়েছেন।'

কথাগুলো মনোরমার কানে যাচ্ছিল। প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকতেই ভাল লাগছিল। খোকন বলল, 'তা হলে হাসপাতালের কি করবি ?'

দীপাবলী সেটাই ভাবছিল। চোখে পড়ল মনোরমার ডান হাত নিষেধের ভঙ্গীতে নড়ছে। ওরা দুজনেই একসঙ্গে হেসে ফেলল। খোকন বলল, 'না বললে হবে না ঠাকুমা। আপনি কাল রাত্রে যে খেল দেখিয়েছেন তাতে হাসপাতালই আপনার ঠিক জায়গা।'

মনোরমার মাথা এবার দুপাশে নড়তে লাগল। দীপাবলী হাসল, 'ঠিক আছে, জ্বর তো এখন কমেছে। যদি আবার না আসে তা হলে কোথাও যেতে হবে না। আর একবার ট্যাবলেট খাওয়াবো বলে ভাবছি। কিন্তু তার আগে তোমাকে কিছু খেতে হবে। চা খাবে না। বিস্কুট খেতে পারবে ? না বললে শুনছি না।' দীপাবলী উঠল। খোকন বলল, 'বাজারের ব্যাগটা দে। আমার সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছে। একসঙ্গে সব কিনে আনি।'

না, মনোরমার সেই জ্বর আর ফিরে আসেনি। তবু খোকনকে একবার সেই ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনিও অবাক হয়েছেন। বলেছেন, হোমিওপ্যাথিতে যাঁরা অভ্যস্ত তাদের শরীরে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ যার ক্ষমতা খুবই সামান্য তা অনেক বেশী কার্যকর হয় কখনও কখনও। জ্বর কমে গেলে আর ট্যাবলেট খাওয়ানোর দরকার নেই। তিনি একটা মিক্সচার করে দিয়েছেন যেটা আগামীকাল পর্যন্ত খাওয়াতে হবে। সেইসঙ্গে কিছু ভিটামিন লিকুইড নিয়ে এল খোকন, ডাক্তারের পরামর্শমত।

সারাটা সকাল নিশ্চিন্তে ঘুমালেন মনোরমা। জ্বর এখন নিরানব্বুই। মাছের ঝোল ভাত আর একটা তরকারি বানিয়ে ফেলেছিল দীপাবলী। ওষুধের সঙ্গে বুদ্ধি করে সিঙ্গারা জিলিপি কিনে এনেছিল খোকন। তাতে জলখাবারের সমস্যা গেল। রান্নার সময়ে সে এগুলোই ভাবছিল। খোকনকে বাজার ওষুধ এবং জলখাবারের টাকা দিয়ে দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু এই পরিশ্রমগুলো তাকে করতে হল না। একটি মেয়ে ইচ্ছে করলেই বাজার যেতে পারত, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে ওষুধ আনতে পাবত. ফেরার পথে মনে রেখে জলখাবার কেনাও তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আজ তাকে এসবের কিছু করতে হয়নি। কেউ করণীয় কাজ আন্তরিকতার সঙ্গে করে দিলে এক ধরনের আরাম হয়। এই আরামটা ঠিক চাকরবাকরকে দিয়ে করিয়ে পাওয়া যায় না। সেখানে শুধু স্বস্তিটুকু থাকে। খোকন চলে গেলে আবার তাকে এসবই করতে হবে। অলকের কথা মনে পড়ে গেল তার। ইচ্ছে করলেও মানুষটাকে ভুলে থাকতে পারে না সে। যতই মতবিরোধ হোক, সম্পর্ক নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি চলুক, ওই যে মাসের পর মাস একসঙ্গে থাকা, এক ধরনের সাহচর্যের আরাম—এসবই একজীবনের জন্যে মনের গায়ে গাঁথা হয়ে আছে। অলোক আর কিছু না হোক, খোকনের মত ভাল বন্ধুও তো হতে পারত!

এই ফ্ল্যাটে দুটো টয়লেট। একটা দিশি মতে। সেটি বাইরের দিকে। শোওয়ার ঘরের সঙ্গে যেটি, সেটায় কমোড রয়েছে। মনোরমার পক্ষে কোনমতে সেখানে যাওয়াই সম্ভব। অথচ তিনি কখনই কমোড ব্যবহার করেননি। বাড়িতে বেডপ্যানও নেই। চটকরে গিয়ে কিনে আনবে এপাড়া থেকে তেমন কোন দোকান নেই। মানুষটি এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে একা ছাড়াও যায় না। দীপাবলীর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। বালিকা অথবা শিশু বয়সে অঞ্জলি অসুস্থ থাকলে মনোরমা তাকে পরিচর্যা করতো। কি করে নিজেকে পরিষ্কার করতে হয় তাই বোঝাতেন বারংবার। আজ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি অসুস্থতার কারণেই সেই শৈশবে ফিরে গিয়েছেন আর দীপাবলীকে মা-ঠাকুমার ভূমিকা নিতে হল। অসুস্থতা সত্ত্বেও মনোরমার সঙ্কোচ হচ্ছিল। প্রায় ধমক দিয়েই সেটা দূর করল দীপাবলী। অত কষ্টের মধ্যেও বুড়ি রসিকতা করলেন, 'তোর ছেলেমেয়ে হল না কিন্তু আমি যে তোর মেয়ে হয়ে গেলাম।' দীপাবলী হেসেছিল। কাজ শেষ করার পর তৃপ্তি হল। সে লক্ষ্য করছিল মনোরমার সেই শুচিবায়ুগ্রস্ততার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন ওর ওপরে। হয়তো সেটা শক্তিহীনতার কারণে; পরে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

স্নান সেরে বৃদ্ধাকে পাঁউরুটি আর তরকারি খাইয়ে দিল সে। বলল, 'নিরামিষ তরকারি। আগে রেঁধেছি আলাদা কড়াইতে। তোমার কোন চিন্তা নেই।' মনোরমা কিছুই বললেন না। খাওয়ার পর মিক্সচার খেয়ে আবার বিছানায় কাত হলেন।

এবার খোকনকে খেতে ডাকল দীপাবলী। টেবিলে পরিবেশন করতে গিয়ে সে শক্ত হল। তারপর হেসে ফলল। খোকন জিজ্ঞাসা করল, 'হাসলি কেন?'

'তোর হযতো খাওয়া হবে না।'

'কেন ?'

'আমার রান্না খুব খারাপ। খাওয়া যায় না।'

খোকন বেশ অবাক হল। হাত নেড়ে বলল, 'শালা বিনি পয়সায় পাচ্ছি তার ভাল আর মন্দ। আমার অনেক খারাপ রান্না খাওয়ার অভ্যেস আছে। সরি, শালা বলে ফেললাম। তুই বসে যা।' ভাত তরকারি মেখে মুখে দিয়ে সে বলল, 'তুই আঙসাঙ বলিস জানতাম না তো !' খেতে শুরু করেছিল দীপাবলী, বলল, 'আজ কি করে যেন উৎরে গিয়েছে।'

আচমকা খোকা জিজ্ঞাসা করল, 'তোকে কেউ বলেছে তুই খারাপ রাঁধিস ?'

'বলতে হবে কেন ? আমি নিজেই জানি।'

'যত ফালতু কথা।'

খাওয়া দাওয়ার পর দীপাবলীকে একটু বেরুতে হয়েছিল। পোস্টঅফিস থেকে অফিসে টেলিফোন করে জানিয়ে দিল সে যেতে পারেনি অসুস্থতার কারণে। প্রয়োজন হলে দিন চারেক ছুটি নেবে। একটা চিঠি সঙ্গে সঙ্গে লিখে ডাকবাক্সে ফেলে দিল। দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

সারাটা দুপুর তিনটি মানুষ ঘুমিয়ে কাটাল। সন্ধ্যের মুখে খোকনের হাঁকডাকে ঘুম ভাঙল। খোকনের যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে চা বানাল দীপাবলী। টেলিফোন করে ফেরার সময় এক বোতল হরলিক্স কিনে এনেছিল। সেটা তৈরী করে মনোরমাকে দিল। মনোরমার জ্বর মাছির নিচে নেমে গেছে।

বাইরের ঘরে নিজের চায়ের কাপ নিয়ে সে যখন এল তখন খোকনের চা খাওয়া হয়ে গেছে। ব্যাগ নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'চলি !'

হঠাৎ খুব কষ্ট হল দীপাবলীর। খোকন যদি আরও কয়েকটা দিন থাকত ! একটি মানুষ নিজের রোজগার পরিবার ছেড়ে এভাবে পড়ে থাকতে পারে না তা সে জানে। তবু কষ্টটা এল। খোকন বলল, 'চলিরে ! ঠাকুমা কি এখনও ঘুমোচ্ছে ?'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, না। খোকন তার পাশ দিয়ে ভেতরের ঘরে চলে এল, 'বাঃ, এই তো। একেবারে ফিট ! এখন নাতনিকে পেয়ে গেছেন আর চিন্তা কি ! আমি ফিরে যাচ্ছি। কাউকে কিছু বলতে হবে ?'

মনোরমা এক মুহূর্ত স্থির রইলেন। তারপর বললেন, 'কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবি আমি এখানেই বাকি কটা দিন থাকব। কারো দরকার নেই আমার খোঁজ করার।'

'কে খোঁজ করবে ? সবাই তো বেঁচে গিয়েছে। চলি আমি।'

'খোকন !'

'বলুন।'

'তুই আমার ছেলের কাজ করলি বাবা !'

'যাচ্চলে। নাতি হয়ে কি করে ছেলের কাজ করব ? চলি।' বাইরে বেরিয়ে এসে সে দীপাবলীর মুখোমুখি হল। দীপাবলী ডাইনিং স্পেসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। হেসে বলল, 'দীপা, তোর কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে, আমি বুঝতে পারছি না।'

সঙ্গে সঙ্গে সহজ হয়ে গেল দীপাবলী, 'পাকামি করিস না। গিয়ে চিঠি দিবি। বউকে আমার কথা বলবি। আর সুযোগ পেলেই ওদের নিয়ে আমার এখানে চলে আসবি। বুঝতে পেরেছিস ?'

খোকন মাথা নেড়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি থেকে যতক্ষণ দেখা গেল দেখে দীপাবলী ব্যালকনিতে চলে এল। একটু বাদেই খোকনকে রাস্তায় দেখা গেল। দীপাবলী

আশা করছিল খোকন একবার মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকাবে। কিন্তু সেটা ওর মাথায় নেই বোঝা গেল। পৃথিবীতে আর কোন সমবয়সী পুরুষের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ল না যে তাকে তুই বলে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে। খোকনের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখতে হয় না। কে জানে খোকন হয়তো তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তা অন্যকোন মেয়ের সঙ্গে করে না। সেই মেয়ের কাছে খোকন আর পাঁচটা পুরুষের মত। হয়তো অলোককে অন্য কোন নারী স্বচ্ছন্দে ব্যবহারের জন্যে প্রশংসা করে। অলোক যদি তার সঙ্গে খোকনের মত ব্যবহার করত! দীপাবলী চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার চোখের পাতা ভিজে যাচ্ছিল। এই সময় ভেতর থেকে মনোরমা দুর্বল গলায় ডাকলেন, 'দীপা, ও দীপা, আলোটা জ্বাল!'

দীপাবলী চোখ খুলল। পৃথিবী এখন ঝাপসা। অন্ধকার নামা সত্ত্বেও আলোব সম্পূর্ণ মুছে যাওয়ার সময় হয়নি। তবু সে জলের আড়াল সরাতে পারছে না। ঘরে ঢুকল সে। চারদেওয়ালের ভেতরে এখন আঁধার। তার মধ্যে খাটের মাঝখানে মনোরমা বাবু হয়ে বসে আছেন। দীপাবলী জানে না কেন কোন কারণে সে দূরত্বটুকু অতিক্রম করে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে মনোরমার কোলে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। বুকের ভেতর যে দমবন্ধ কষ্টটা গুমরে মরছিল তাই বাঁধভাঙ্গা জলের মত কান্না হয়ে বেরিয়ে এল। মনোরমা অবশ্যই অবাক হয়েছিলেন। তারপর নিজেকে সামলে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। চুলের ফাঁক গলে সেই স্পর্শ শরীরে প্রবেশ করা মাত্র দীপাবলী আরও আবেগে আক্রান্ত হল। ঘরের আলো জ্বলল না। তরল অন্ধকারে দুই নারী পরস্পরকে জড়িয়ে রইল শব্দহীন হয়ে।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর আর ঘুম নেই। পাশাপাশি শুয়ে মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর ব্যাপার কি বল। বিয়ে করলি কিন্তু দুজনে আলাদা কেন?'

'বাঃ, ও দিল্লিতে চাকরি করছে আমি এখানে বদলি হয়ে এসেছি, তাই।'

'তা হলে কাঁদলি কেন?'

দীপাবলী ঠোঁটে শব্দ করল, 'আঃ, আমার কথা থাক। কাল রাত্রে কি বলতে চাইছিলে সেটাই বল। কি হয়েছে তোমার?'

মনোরমা নিঃশ্বাস ফেললেন. 'কি আবার হবে। কপালে যা লেখা ছিল তাই হয়েছে।'

'তুমি খুব কপাল বিশ্বাস কর বুঝি?'

'নিশ্চয়ই। ভাগ্যে যা লেখা আছে মানুষ তার বাইরে এক পা যেতে পারে না।'

'তাই? আমি যখন ওই বয়সে বিধবা হয়েছিলাম তখন ভাগ্যে কি লেখা ছিল? আর পাঁচটা বাঙালি বিধবার মত বাবা বা ভাই-এর সংসারে কাজ করে জীবনটা কাটিয়ে দেব। তাই না?

'তোর ভাগ্যে সেটা লেখা ছিল না। যা ছিল তুই তাই হয়েছিস।'

'আশ্চর্য! আমি যদি তখন চেষ্টা না করতাম, উদ্যোগ না নিতাম তা হলে কি হত?'

'তুই যে চেষ্টা করবি তাও লেখা ছিল নিশ্চয়ই।'

'উফ্। তোমার সঙ্গে তর্কে পারা যাবে না। তারপর বল, কি হয়েছিল?'

'তুই তো দেখে এলি আমরা কিভাবে ছিলাম। ছোটছেলের সঙ্গে নিত্য ঝামেলা হত অঞ্জলির। সে ব্যবসা করবে, বাড়ি বাঁধা রেখে টাকা পেতে চায়। অঞ্জলি কিছুতেই তাতে রাজী হবে না। একরাত্রে ওইরকম ঝগড়ার সময়ে অঞ্জলির বুকে ব্যথা করতে লাগল। আমাকেও কিছু বলেনি। নিজের ঘরে শুয়েছিল। পরদিন বুঝলাম হার্ট অ্যাটাকড হয়েছে।

ডাক্তার এল। আমিই ডাকিয়ে আনলাম। খবর পেয়ে বড় ছেলে এল বিকেলে। সেটা সামলালেও বিছানা থেকে উঠতে পারল না। তারপরের বার আবার যখন হল তখন সব শেষ। শেষদিকে আমার হাত জড়িয়ে বলত, তোমার কি হবে ? মেয়েটাকে লেখ!'

'আমি তোমাকে চিঠি দিতাম।'

'আমি পাইনি। পরে বুঝলাম সেসব চিঠি পোস্টঅফিস থেকে ওই হারামজাদা ছেলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলত। তোর সঙ্গে সম্পর্ক রাখি ও চাইত না। গত সপ্তাহে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাকে বলতেই আমাকে মারতে তেড়ে এল। মুখের ওপর বলল, বেশ করেছি। অতই যখন টান তখন চলে যাও না দিদির কাছে। গেলে দূর করে তাড়িয়ে দেবে। এটা শুনেও মুখ বুঁজে ছিলাম। পয়সা কড়ি দিত না অঞ্জলি মরে যাওয়ার পর থেকে। কিভাবে যে বেঁচে ছিলাম তা আমিই জানি। এমন সময় নাতজামাই-এর চিঠি পেলাম।'

'নাতজামাই ? মানে অলোক ?' দীপাবলী অবাক।

'তোরা কি সহজে স্বামীর নাম ধরিস না ?'

'কেন ? এতে অন্যায় কি আছে ? ওরা যদি আমাদের নাম ধরে ডাকতে পারে তাহলে আমরা পারব না কেন ? এতো খুব অদ্ভুত ব্যাপার।'

'আমরা পারতাম না। আমাদের শেখানো হয়েছিল তাই।'

'ভুল শেখানো হয়েছিল।'

'হয়তো ঠিক। কি জানি।'

'কি লিখেছিল অলোক ?'

'ভাল চিঠি। আমি পোস্টঅফিসে গিয়ে বলে এসেছিলাম বলে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল। খুব বিনয় করে লিখেছিল আমার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়নি বলে সে ক্ষমা চাইছে। চাকরির প্রয়োজনে তুই এখন কলকাতায় আছিস। তোকে আমি দিল্লির ঠিকানায় যে চিঠি লিখেছি তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। কলকাতার ঠিকানাটা জানিয়েছে। ও লিখেছে যে তোর এবং ওর নাকি খুব ইচ্ছে আমার অসুবিধে না হলে আমি যেন কলকাতায় এসে থাকি। এইসব।'

'তুমি উত্তর দিয়েছ ?'

'না। তার সুযোগ পেলাম কোথায় ?'

'কেন ?'

'তার পরদিনই দুই ভাই আমার কাছে এসে হাজির। ওরা দুজনে ঠিক করেছে ওই বাড়িটা রাখার কোন মানে হয় না। ওরা কেউ সেখানে থাকবে না। ভাল দাম পেয়েছে তাই বিক্রী করতে চায়। এতে ছোটভাই-এর ব্যবসা করতে সাহায্য হবে। আমাকে নিয়েই তাদের দুশ্চিন্তা। আমি বড়ভাই-এর কাছে বাগানের কোয়ার্টার্সে গিয়ে থাকতে পারি কিন্তু সেটা তোর ভাইবউ পছন্দ করছে না। এক্ষেত্রে যদি কাশীতে গিয়ে থাকি তা হলে ওরা প্রতি মাসে আমাকে কিছু খরচ দেবে। আমি এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে কথা বলতে পারছিলাম না। ওরা আমাকে জানিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমি কি বলি বা না বলি তা ধর্তব্যের মধ্যে নিল না। তরশু বিকেলে দুটো লোক এল বাড়িতে। ওরা নাকি বাড়ি কিনবে তাই দেখতে চায়। আমি দেখতে দিইনি। রাত্রে তোর ছোটভাই এসে আমাকে যারপর নাই গালাগাল করল। বলল কাল দুপুরে ওরা আবার আসবে। আমি সেটা সহ্য করতে পারছিলাম না। ঠিক করলাম একাই তোর কাছে চলে আসব। শরীর রাত থেকেই খারাপ হয়েছিল। যদি খোকন আমার অবস্থা দেখে সঙ্গে না আসত তা হলে পথেই কোথাও মরে পড়ে থাকতাম।'

একটানা কথাগুলো বলে বৃদ্ধা হাঁপাতে লাগলেন। দীপাবলী ওঁর হাত জড়িয়ে ধরল। একটু বাদে মনোরমা নিচু স্বরে বললেন, 'স্বামী জলে ডুবেছিল না সন্ন্যাসী হয়েছিল জানি না। কিন্তু ওই বয়সে তো ছেলেকে পেটে নিয়ে বিধবা হয়েছিলাম। বাপ ভাই-এর হাত ঘুরে ছেলের হাতে এসেছিলাম। কষ্ট হত তবু ভাল ছিলাম। বউমা যাই করুক আমাকে অসম্মান করেনি কখনও। ছেলে মরতে সর্বনাশ হল। তবু এই হেনস্থা হবে ভাবিনি। এখন আমি তোর কাছে। কপালে ভগবান আর কি লিখেছে কে জানে। স্বামী গেল, বাপ গেল, ছেলে গেল, বউমা গেল কিন্তু আমাকে যমেও ছুঁয়ে দেখল না।' বড় নিঃশ্বাস পড়ল একটা।

দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'স্বামী গেল বলছ কেন? পরে কিছু খবর পেয়েছ?'

'মানে?' মনোরমা যেন চমকে উঠলেন।

দীপাবলী পাশ ফিরল। মনোরমার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, 'ঠাকুর্দাকে তুমি অস্বীকার করেছিলে, না? সত্যি কথা বল আমাকে?'

মনোরমা সময় নিলেন, 'তোর মনে আছে?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হত বাবাও সেটা জানতেন।'

হঠাৎ মনোরমা গলা তুললেন, 'কেন করব না? একটা স্বার্থপর মানুষ আমাকে বঞ্চিত করে অত বছর খোঁজ না নিয়ে হঠাৎ পুণ্য অর্জন করতে ফিরে এল আর তাকে আমি সাহায্য করব? কি ভেবেছে সে আমাকে? তুই হলে চেনা দিতিস?'

জড়িয়ে ধরে দীপাবলী বলল, 'না। কক্ষনো না। এইজন্যে তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

মনোরমা হাসলেন, 'না। শ্রদ্ধায় আমার দরকার নেই। তোর মনে এই মায়া থাক, তাতেই হবে।'

॥ ৪২ ॥

মনোরমা এখন কিঞ্চিৎ সুস্থ। আর বাঙালি মায়েদের যা স্বভাব, গায়ে সামান্য জোর আসামাত্রই সমস্ত অসুস্থতা বিস্মৃত হওয়া, মনোরমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। দিনদুয়েক বাদেই তিনি রান্নাঘরে ঢুকলেন দীপাবলীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। এবং অবশ্যই রান্নাঘরের ব্যবস্থা তাঁকে খুশী করল না। নিজের কাজ চালানোর জন্যে সর্টকাট মেথডে রান্নাঘর সাজিয়েছিল দীপাবলী। অবশ্য সাজানো শব্দটিও একটু বাড়াবাড়ি মনে হবে। মনোরমা বলেই বসলেন, 'ইস, তুই কি রে? ব্যাটাছেলেদের মত রান্নাঘরের হাল করে রেখেছিস! তোর শ্বশুর-শাশুড়ি দেখলে কি বলবে?'

'তাঁরা নিশ্চয়ই এখানে দেখতে আসছেন না!'

'আসতেও তো পারেন। ছেলের বউ-এর কাছে আসবেন নাই বা কেন?'

'তোমরা আমাকে ছেলেবেলায় এসব শেখাওনি কেন?'

'মেয়েছেলেকে আবার রান্নাঘর, রান্না শেখাতে হয় নাকি? নিজেই শিখে নেয়। আমাকে কে শিখিয়েছিল? অবশ্য তোর মত বই মুখে নিয়ে বসার সুযোগ হয়নি আমার।'

'ঠিক আছে। আমার রান্নাঘর নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

'বা রে বা। আমি কি এ-বাড়িতে থাকব না?'

'থাকবে না মানে?'

'তাহলে আমার আমার করছিস কেন? এখানে তো আমিও রাঁধবো।'

'ওরে বাবা, সেটা এখন নয়। ভাল করে সেরে ওঠো, গায়ে জোর হোক—।'

'আমি ভাল হয়ে গেছি। তুই যদি জোর করে শুইয়ে রাখিস তাহলে মরে যাব। আমাকে

আমার কাজ করতে দে। তুই বরং কাল থেকে অফিসে যা।'

দীপাবলী হালটা মনোরমার হাতে ছেড়ে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, 'তোমার জীবনে আর একটা পর্ব যোগ হল।'

মনোরমা ততক্ষণে এটা নেই সেটা নেই শুরু করে দিয়েছেন। উত্তর দিলেন না। দীপাবলী বলল, 'ছেলেবেলায় বাপের সংসার, যৌবনে স্বামীর, প্রৌঢ়া অবস্থায় ছেলের আর বার্ধক্যে নাতনীর সংসার সামলাতে জন্মেছ বুঝি তুমি ?'

মনোরমা প্যাকেটে ফেলে রাখা তেজপাতার জন্যে কৌটো খুঁজছিলেন, বললেন, 'যাক, স্বীকার করলি তাহলে যে সংসার করছিস' আজই গোটা দশেক ছোট-বড় কৌটো কিনে নিয়ে আয়। বাঙালির রান্নাঘরে সবচেয়ে কাজের জিনিস হল কৌটো।'

দীপাবলী আর কথা বাড়াল না। মনোরমা নানারকম ত্রুটি ধরতে লাগলেন। রান্নার সময় এগুলোর অভাব বুঝলেও তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি সে। শেষপর্যন্ত ফ্রিজের দরজা খুললেন বৃদ্ধা, 'দ্যাখ তো কত সুবিধে হয়েছে এখন। এ-বেলায় রান্না করে ও-বেলা পর্যন্ত খাবার রাখতে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করত। টকে গেলে তো তোর বাপ মুখে দিত না। নাক ছিল খুব। এখানে কতদিন ঠিক থাকে খাবার ?'

'সাতদিন মোটামুটি চালানো যায়।'

'তুই তাই করিস ?'

'প্রায়ই। খাওয়ার সময় গরম করে নিই।'

'খেতে বিশ্রী লাগে না ?'

'একটু স্বাদ পাল্টায়। তবু সময় তো বাঁচে। পরিশ্রমও।'

'কাজের লোক পাসনি এখানে ?'

'রাখতে সাহস হয় না। সারা দুপুর একা থাকবে। কি হতে কি হয়ে যাবে!'

'বিশ্বাসী লোক পাওয়া যায় না ?'

'বিশ্বাস ? তুমি তোমার নিজের নাতিকে বিশ্বাস করতে পার ?'

মনোরমা চুপ করে গেলো। খোঁচাটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছে বুঝে দীপাবলী বলল, 'ঠিকে লোক রেখেছিলাম। দু'বেলা এসে রান্না করবে, ঘর পরিষ্কার করবে। তিনদিন আসে তো দুদিন আসে না। তার ওপর সকালে আমার বেরুনোর সময় তার কাজ শেষ হয় না। তার হাতে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হত। শেষপর্যন্ত তাকেও বাদ দিলাম।'

'কেন ?'

'একদিন বাইরের ঘরের দরজার পাশে পোড়া বিঁড়ি দেখেছিলাম।'

'বিড়ি খেতো বুঝি ? বাগানের মদেশিয়া মেয়েরা তো খায়।'

'না খেতো না। তাই বলেছিল আমাকে। বিড়িটা কোত্থেকে এসেছিল বলতে পারেনি।'

'ও। তোর একা থাকতে ভয় করে না ?'

'কেন ? দরজা বন্ধ থাকলে ভয় কি ?'

'রাত্রে যদি শরীর খারাপ হয় ?'

মাথাটা পেছনদিকে হেলালো দীপাবলী, 'কি আবার হবে! মরে যাব।'

'ওটা তো অত সহজ নয়। তাহলে এত চাইলেও আমার মরণ হচ্ছে না কেন ?'

'প্লিজ, আবার শুরু করো না। আমার কাছে এসেও তোমার মরার ইচ্ছে হচ্ছে ?'

মনোরমা কিছু বললেন না। এখন সকাল। তরকারির ঝুড়িটা নিয়ে বললেন, 'এ কি রে! শুধু কয়েকটা আলু আর পেঁয়াজ পড়ে আছে।'

'তাতেই হয়ে যাবে। ডাক্তার তোমাকে আলুসেদ্ধ ভাত আর দুধ খেতে বলেছে।'

'তুই কি খাবি ?'

'আমিও তাই।'

'তার মানে ? তুই মাংস ডিম খাস না ?'

'খাই। কিন্তু ওগুলো কিনতে হলে বাজারে যেতে হবে। সেই ইচ্ছেটা নেই।'

'আশ্চর্য কুঁড়ে তো !'

মনোরমাকে একা ফ্ল্যাটে রেখে প্রথমদিন অফিসে গিয়ে বেশ অস্বস্তি হয়েছিল। নতুন জায়গায় বুড়ি একা কি রকাম থাকবে কে জানে। বেরুবার আগে পইপই করে বলে দিয়েছিল যেন দরজা না খোলে। যেই আসুক, দরজা বন্ধ রেখেই কথা বলে। কলকাতার ফ্ল্যাটে ডাকাতির গল্প বলে সে মনোরমাকে সাবধান করে দিয়েছিল। তা সত্বেও অস্বস্তিটা যায়নি।

কলকাতা ইতিমধ্যে ক্রিকেট জ্বর কাটিয়ে উঠেছে। ওই পাঁচটা দিন প্রায় পুরো অফিস ফাঁকা। ইডেনে যত লোক ধরে তার বহুগুণ সরকারি অফিসগুলোতে কাজ করেন। মাঠে যাঁরা খেলা দেখতে যান তাঁদের সকলেই সরকারি কর্মচারী এমন ভাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু খেলার ওই ক'টি দিন হাজিরা খাতায় সই করে দলে দলে মাঠে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে যান। যেন মাঠে যাওয়ার কথা বললে অঘোষিত ছুটিটি পাওয়া যাবে। এমন কি এই ক'দিন কোন আন্দোলন অথবা গেট মিটিং বন্ধ। সেগুলোর প্রয়োজন খেলার সময় সাময়িকভাবে জরুরী নয়।

কিন্তু দীপাবলী মনে মনে স্বীকার করে যে মেয়েদের নিয়ে তার সেকসন খারাপ চলছে না। বরং বেশ ভাল কাজ হচ্ছে। এতদিন এঁরা দায়িত্ব পাননি। অফিসে এসে ফাঁকি দেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এঁদের। যে মানসিকতায় অফিস টাইমের বাসে কোন মহিলা কর্মীকে পুরুষরা পরের বাসে আসার উপদেশ দেয় ঠিক সেই মানসিকতাতেই একজন সিনিয়ার মহিলাকে চালান পোস্টিং করার দায়িত্ব দেওয়া হত মুখ রক্ষা করার জন্যে। এখন কাজ করার স্বাধীনতা পেয়ে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। অন্তত কোন পার্টিকে হ্যারাস করা হচ্ছে এমন অভিযোগ এখন পর্যন্ত ওঠেনি।

অফিসারদের কোন কমন রুম নেই যেখানে সবাই মিলে বসতে পারে। একমাত্র আই এ সি-র ঘরে মিটিং থাকলে এর সঙ্গে ওর দেখা হয়। দীপাবলীর সঙ্গে প্রত্যেকের এখন মৌখিক আলাপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। সিন্‌হা হাল ছাড়েননি। লোকটা তলায় তলায় যাই করুক সামনাসামনি অত্যন্ত ভদ্রলোক। কথাবার্তায় কোনও ত্রুটি রাখে না। আই এ সি-র ঘরে এক মিটিং-এ নতুন অফিসারকে দেখল দীপাবলী। লম্বা ছিপছিপে এক মধ্যবয়সী মানুষ। আই এ সি প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

ঘরে বসার কিছুক্ষণ বাদেই সেই ভদ্রলোক যার নাম মলয় মিত্র দরজায় এসে দাঁড়ালেন, 'ভেতরে আসতে পারি ? খুবই ব্যস্ত কি ?'

দীপাবলী সামান্য অবাক, বলল, 'না, না। আসুন।'

মলয় সটান চেয়ার টেনে বসলেন, 'আপনার কথা খুব শুনেছি, তাই কথা বলতে ইচ্ছে হল। গতকাল এখানে জয়েন করেছি। আপনার বছরপাঁচেক আগে মুসৌরিতে ছিলাম আমি। এতদিন আয়করে ছিলাম।'

'আমার কথা কি শুনেছেন ?'

'সিস্টেম ভাঙতে চাইছেন। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেন না।'

"চাইলেই যে পারা যাবে এমন নিশ্চয়তা কোথায় ? আর আমি একা কি করে পারব ! চারপাশে একই নিয়ম যখন চলছে তখন আমিই বেনিয়ম।'

'এইটে খুবই সত্যি কথা। তবে সুবিধে হল আপনি ঘুষ নিয়ে ধরা পড়লে ব্ল্যাকলিস্টেড হতে পারেন কিন্তু ঘুষ নিচ্ছেন না বলে সেরকম কিছুর সম্ভাবনা নেই।'

দীপাবলী হাসল, 'ট্রান্সফার অর্ডার পেতে পারি।'

'সেটা তো সবসময়ই। তবে আপনার ক্ষেত্রে হবে না।'

'মানে ?'

'আপনার বড় সহায় হলেন ওয়েস্টবেঙ্গল সার্কেলের বড় সাহেব।'

'আপনি একথা কি করে জানলেন ?'

'উনিই বলেছেন। আপনার মত একজন অনেস্ট সিনসিয়ার অফিসারের জন্যে উনি গর্বিত।'

দীপাবলী অবাক হল। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই। দুজনের চাকরির পদের মধ্যে এতখানি দূরত্ব যে তা হবার সম্ভাবনাও নেই। তবু ভদ্রলোক যে তার কথা মনে রেখেছেন এইটেই আশ্চর্যের।

এখন বাড়িতে ফেরার কথা ভাবলে আরাম লাগে। ব্যাগ থেকে চাবি বের করে তালা খুলতে হবে না। বন্ধ ফ্ল্যাটের ভ্যাপসা গরম এবং গন্ধ সহ্য করতে হবে না। বেল টিপলেই মনোরমা পরিচয় জানতে চান। সে হেসে বলে, 'তোমার নাতনি।' মনোরমা দরজা খুলে প্রথমেই একগ্লাস জল এনে দেন। সেটা খেয়ে প্রথমদিন দীপাবলী বলেছিল, 'তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমি রাজ্য জয় করে এসেছি বলে আপ্যায়ন করছ !'

মনোরমা হাসেন, কথা বলেন না। বৃদ্ধার দিকে তাকালেই বোঝা যায় তিনি এখন অনেক ভাল আছেন। মুখচোখে বেশ প্রশান্তি। ইতিমধ্যে ওঁর জন্যে গোটা চারেক নরুন পেড়ে ধুতি কিনে দিয়েছে সে। জমিটা খুবই মোলায়েম। মনোরমা বলেছিলেন, 'তোর বাবা এইরকম কাপড় কিনে দিত আমাকে। মুশকিল হয়েছিল ওঁর সেমিজ নিয়ে। কলকাতার দোকানে আজকাল রেডিমেড সেমিজ কিনতে পাওয়া যায় না। মনোরমা সঙ্গে যেসব নিয়ে এসেছেন তাদের অবস্থা খুবই করুণ। অর্ডার দিয়ে বানাতে হলে তাঁকে নিয়ে দোকানে যেতে হবে। জ্ঞান হওয়া তক যে মহিলাকে সে সেমিজ পরা দেখে আসছে তার জন্যে জামা এবং সায়া কিনেছিল দীপাবলী। সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছিল, 'তোমার সেমিজ পাওয়া যায়নি।'

সেগুলোর দিকে তাকিয়ে মনোরমা বলেছিলেন, 'কেন এগুলো আনতে গেলি।'

'বাঃ। তোমার জামার অবস্থা দেখেছ ? এখানে অত পুরনো জিনিস পরা চলবে না। এখানে তোমার সব নতুন, তুমিও।'

প্রথম দিনে হয়নি। দ্বিতীয় দিনে প্রায় জোর করেই ভদ্রমহিলাকে সায়া ব্লাউজ পরাল সে। সত্যি সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে দীপাবলী মাথা নেড়েছিল, 'বড্ড সাদা দেখাচ্ছে। একটু রঙের ব্রেক থাকা দরকার।'

'কি থাকা দরকার ?'

'অত সাদা সহ্য হচ্ছে না আমার।'

'সহ্য হচ্ছে না বললে তো চলবে না। এতেই আমার পেটে বুকে অস্বস্তি হচ্ছে ! বিধবাদের অত রঙের দরকার নেই।'

'বাঃ। আমিও তো বিধবা।'

'মারব মুখে এক থাপ্পড়। অলোক বেঁচে নেই?'

দীপাবলীর মজা লাগল, 'আহা, একসময় তো বিধবা ছিলাম।'

'তোর সঙ্গে আমি কথায় পারব না।'

রাতারাতি নয়, একটু একটু করে বৃদ্ধার আচরণে বদল আসছে। যে মনোরমা এককালে ছোঁয়াছুঁয়ি বাদবিচারে মগ্ন থাকতেন এখন তিনি সেসব মুখেও উচ্চারণ করেন না। রোজ রাত্রে শোওয়ার সময় ঠাকুমা নাতনিতে গল্প হয়। জানার আগ্রহ ওঁর খুব। আজ সারাদিন অফিসে কি হল, বাসে যাওয়ার আসার পথে কি অভিজ্ঞতা হয়েছে তার বিশদ বিবরণ দিতে হয় দীপাবলীকে। সেটা শুনে নিজস্ব মন্তব্য করেন তিনি।

আর এইসময় অলোকের কথা খুব মনে পড়ে দীপাবলীর। একই বিছানায় সে শুয়েছে। অলোক এবং মনোরমার সঙ্গে। প্রথম বিয়ের একটি রাতকে শোওয়া বলা চলে না। শেষের দিকে পাশে শুয়ে কথা বলার ক্ষমতা থাকত না অলোকের। কিন্তু অন্ধকার ঘরে পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে যে আরাম তার অভাববোধ করত তখন দীপাবলী। আজ অলোককে মনে পড়ছে বারংবার। আর তা মন থেকে সরাতেই সেই ছেলেবেলার মতো মনোরমার হাত আঁকড়ে শুয়ে থাকত সে। ওর এই শোওয়ার ভঙ্গীটার জন্যে মনোরমা হেসে বলেছিলেন, 'তুই এখনও বড় হোসনি রে। ছেলেবেলার কথা মনে আছে?'

অন্ধকার ঘরে দীপাবলী জবাব দিয়েছিল, 'হুঁ। তখন তুমি অন্যরকম ছিলে।'

'কি রকম?'

'রাগী রাগী। গম্ভীর। শুচিবায়ুগ্রস্ত।'

'যৌবনে বৈধব্য এলে বাঙালি মেয়েকে নিজেকে আড়াল করতে একটা কিছু নিয়ে থাকতে হয়। আমার পক্ষে ওইটে ছাড়া আর কিছু নেওয়ার মত ছিল না।'

দীপাবলী চমকে উঠল। মনোরমা সব জেনেশুনেই ওই আচরণ করতেন? সে মহিলাকে যেন বুঝতে পারছিল না। আজ মনোরমার বয়স কত হবে? চিরকাল তো ওঁকে একই রকম দেখে আসছে। আশির এদিকে কোনমতেই হবে না। চা-বাগানের অন্ধকারে যাঁর সারাজীবন কেটেছে তিনি কি করে এমন আধুনিক ব্যাখ্যা করেন?

মনোরমা বললেন, 'শোন, কাল বাজারে যাবি।'

'আচ্ছা।'

'তোর জন্যে মাছ আনবি।'

'কি দরকার? আমার মাছ-মাংস ছাড়া দিব্যি চলে যাচ্ছে।'

'ওসব বাজে কথা রাখ। তুই কেন মাছ আনা বন্ধ করেছিস জানি না ভাবছিস?'

'ও। তুমি জানো বুঝি। দ্যাখো, দুটো হেঁশেল হোক আমি চাই না।'

মনোরমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, 'আগে আমারটা করে নেব তারপর—'

একঘরে আগে পরে চলবে না। অতএব এ প্রসঙ্গ থাক।'

'জামাই এলে নিরামিষ খাওয়াবি?'

'খাবে।'

'বাঃ। আমি থাকতে তা হতে পারে না।'

'কেন?'

'মনে হবে আমার জন্যে করছিস।' মনোরমা মাথা নাড়লেন।

দীপাবলী সময় নিল, দ্যাখো, আমি যদি বলি হেঁশেল আলাদা না করলে মাছ আনব

তাহলে তোমার ওপর চাপ দেওয়া হবে। যেন আমার কাছে আছ বলেই আমি জোর করে তোমাকে দিয়ে মানিয়ে নিচ্ছি।'

সকালে চা খাওয়ার পর যখন বাজারে বের হচ্ছে দীপাবলী তখন তাকে মাছ আনার কথা মনে করিয়ে দিলেন মনোরমা। দীপাবলী ঘাড় নাড়ল। মনোরমা হাসলেন, 'আচ্ছা, বাবা, আলাদা রান্না করব না।'

দীপাবলী আচমকা খুশী হয়ে জড়িয়ে ধরল মনোরমাকে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'ছাড়, ছাড়! উঃ, তোর গায়ে কি জোর!'

সেদিন এক হেঁশেলে রান্না হল। একই কড়াই-তে। দীপাবলী অঞ্জলির কথা ভাবছিল। বেঁচে থাকলে এই দৃশ্য দেখলে অঞ্জলি হাঁ হয়ে যেত। মনোরমার বাছবিচারের ধাক্কা সামলাতে জেরবার হতে হয়েছে অঞ্জলিকে। মনোরমার মনের এই পরিবর্তন শুধু পরিস্থিতির চাপে তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু ঘটনাটা সত্যি।

একটি ব্যাপার মনোরমার কাছে কিছুতেই স্পষ্ট করতে পারেনি দীপাবলী। অলোকের সঙ্গে সম্পর্ক যে আর নেই একথা বলতে তাঁর নিজের কুণ্ঠা হয়েছে। মনোরমা যা জানেন তার চেয়ে বেশী কিছু জানানোর আগ্রহ হয়নি। এরমধ্যে একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন অলোকের চিঠিপত্র এসেছে কিনা। দীপাবলী জবাবে হেসেছিল। তিনি নিশ্চয়ই সেটা এসেছে অর্থেই বুঝেছেন। হ্যাঁ, এটা অর্ধ মিথ্যা বলা হল। মুখে উচ্চারণ না করে সত্যি গোপন করা তো অর্ধ মিথ্যাই।

কিন্তু কোন সত্যিটা বলবে দীপাবলী? সত্যিটাই বা কি তাই তার ভাল জানা নেই। অলোকের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে, একসঙ্গে থাকা মুশকিল হয়ে উঠেছিল এমনসময় ট্রান্সফার অর্ডারটা এল এবং সে দিল্লি ছাড়ল। মোটামুটি ছবিটা এইরকম। এক্ষেত্রে কলকাতায় বসে সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা করলে হাতের লোহা এবং নামের পেছনে উপাধিটা যে উপহাস করবে। মনে মনে যাই জানুক, নিজেরা যা বুঝে নিক, পাঁচজনকে ডেকে বলার পেছনে যে তথ্য থাকা দরকার তা এখনও তৈরী হয়নি। মনোরমাকে তাই বলা যায় না, আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই।

এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে আর একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তাকে যার সম্ভাবনা এতদিন ছিল না। বৈধব্যজীবনে তো বেশ মানিয়ে নিয়েছিলে! একা একা জীবনটা কাটানো অভ্যেসে এসে গিয়েছিল। এবার কেউ তোমার ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়নি। অনেক দেখে ভেবেচিন্তে নিজে বিয়ে করেছিলে পছন্দের পুরুষকে, তাহলে তার সঙ্গে টিকতে পারলে না কেন? এই নির্মম প্রশ্নটি মনোরমার মুখ থেকে উচ্চারিত হোক দীপাবলী চায় না।

মনোরমার একটি চশমা আছে। প্রায় আঠারো বছর আগে সেটি করানো হয়েছিল। ডাঁটি ভেঙে যাওয়ায় সুতো দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। নাকের ডগায় তুললে হাস্যকর দেখায়। আঠারো বছরে চোখ আরও শক্তিহীন হয়েছে কিন্তু চশমা পাল্টানো হয়নি। মনোরমাকে পাওয়ার পরিবর্তন করিয়ে নতুন চশমা দিতে গেলে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু তিনি এই ফ্ল্যাটের বাইরে যাবেন না। বিকেলবেলায় বারান্দায় বসে রাস্তার যেটুকু দেখতে পান সেটাই হয় কলকাতাদর্শন। দীপাবলী তাঁকে কালীঘাট দক্ষিণেশ্বরের কথা বলেছিল। তিনি হাত নেড়ে না বলেছিলেন। বলেছিলেন, চিঠি লেখার জন্যে চশমা দরকার। আমার তো চিঠি লেখার কোন লোকই নেই। তাই চশমারও দরকার হয় না। বইপত্র তো পড়ি না।'

ব্যাপারটা দীপাবলীর পছন্দ হয় না। ইদানীং কেবলই মনে হয় মনোরমাকে আরও অনেককাল তার নিজের প্রয়োজনে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সেই বাঁচাটা যদি ভালভাবে না হয় তো মুশকিল। কিন্তু মনোরমার কোন চাহিদা নেই। সবকিছুই যেন তার বেশ ভাল লাগে। এই ফ্ল্যাটের জীবনে তিনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

মনোরমার সঙ্গে যে পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলার আলাপ হয়েছে তা জানতে পেরে দীপাবলী ভেবেছিল একটু সতর্ক করে দেবে। আলাপ থেকে মেলামেশা হতে বাধ্য। সেই মেলামেশা অনাবশ্যক কৌতূহলী করে তুলবে প্রতিবেশীকে। এইটে সে চায় না। কিন্তু বলব বলব করেও পারল না দীপাবলী। চব্বিশঘন্টা ফ্ল্যাটে থেকে মনোরমা নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে ওঠেন। ওইটুকু আলাপ যদি তাকে স্বস্তি দেয়, দিক। কয়েকদিন বাদে মনোরমা খবর দিলেন একটি পার্টটাইম কাজের লোকের ব্যবস্থা হয়েছে। পাশের ফ্ল্যাটের বউটি করে দিয়েছে। রান্না ছাড়া সব কাজ করবে। এখন তো তিনি আছেন। দীপাবলী অফিসে বেরিয়ে গেলেও কোনও অসুবিধে হবে না। এই অভাবটা মিটে গেল বলে দীপাবলী আপত্তি করার কোনও কারণই পেল না। যে মেয়েটি এল সে স্বামীপরিত্যক্তা, সুন্দরবনে বাড়ি। এখানে লাইনের ধারে ঝুপড়িতে থাকে। মনোরমা তার সঙ্গে কথা বলেন। সেই সমস্ত কথা ধরাবাঁধা কাজের মধ্যে থাকে না। সুন্দরবনে মধু চাষ থেকে তার স্বামীর নির্যাতন পর্যন্ত কোনও প্রসঙ্গই বাদ যায় না। বছর তিরিশের একটি মেয়ে ঝুপড়িতে একা কি করে থাকে তাই নিয়ে মনোরমার অনেক দুশ্চিন্তা। কাউকে কিছু নিয়ে থাকতে হবে, মনোরমাও এই নিয়ে আছেন।

রবিবার সকালে বাজারে যায় দীপাবলী। সেদিন ভাঁড়ার একেবারে শূন্য হয়ে যায়। আগের রাত্রে সর্দি হয়েছিল। সকালের দিকে বেশ জ্বরোভাব। গায়ে হাতে ব্যথা। মনোরমা বললেন পেট গরমের সর্দি, বাড়ি থেকে বেরুতে হবে না। তিনি কাজের মেয়েটিকে বাজারে পাঠালেন। দীপাবলী নিশ্চিন্ত হয়েছিল। আজকের দিনটা কোনওমতে চলে গেলে সে সন্ধেবেলায় না হয় বাজারে যাবে। দুপুরের আগে শরীর ঠিক হয়ে গেল। খেতে বসল সে মনোরমার সঙ্গে। মনোরমার থালার দিকে তাকিয়ে সে অবাক। তিনি আলুসেদ্ধ ডাল আর কাঁচালঙ্কা নিয়ে বসেছেন ভাতের সঙ্গে। দীপাবলীর পাতের পাশে বড় বাটিতে মাছ। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি হল ?'

মনোরমা লজ্জা পেলেন, 'আমারই ভুল রে। তোকে যে বেশী টাকা দিতে বলব তা মনে ছিল না। এদিকে আমি ওকে বলে দিয়েছিলাম তোর জন্যে ভাল মাছ আনতে। কেনার পর ওর হাতে আর টাকা ছিল না।'

'কি আশ্চর্য! ও তরকারি কিনল না কেন ? মাছের কি দরকার ছিল ?'

'আহা। বললাম না, আমারই ভুল। কিন্তু এতে আমার অসুবিধে হবে না। ওখানে কতদিন শুধু আলুসেদ্ধ ভাত খেয়েছি। ডালও জোটেনি।'

'না। আমি খাব না। এভাবে খাওয়া যায় না।'

'সেকি ? খাবি না মানে ? একটা বেলা মানিয়ে নে।'

তর্ক চলল কিছুক্ষণ। হঠাৎ দীপাবলী জিজ্ঞাসা করল, 'নিজেকে কষ্ট দিয়ে খুব আনন্দ পাও ?'

'একথা কেন ?'

'মাছটা তুলে রাখ। আমি তুমি যা খাচ্ছ তাই খাব।'

'ওমা। তাহলে মাছ আনালাম কেন ? তোর খেতে অসুবিধে হবে।'

'তোমার যদি না হয় আমার হবে না।'

'আশ্চর্য ! আমি বিধবা হবার পর মাছ খেয়েছি কখনও ?'

'খাওনি কেন ?'

'এদেশের বিধবারা খায় না বলে।'

'আমিও তো বিধবা ছিলাম। যখন জোর করে খেতে লাগলাম তখন তুমি চেঁচামেচি করোনি কেন ?'

'সেটা তোর বাবার জন্যে। ও চাইত না তুই বিধবার মত থাকিস।'

'মাছ খেলে তোমার বৈধব্য নষ্ট হয়ে যাবে ?'

'আমি জানি না।'

'আজকাল এইসব বাজে প্রথা কেউ মানে না।'

'আমি তো আজকালকার মানুষ নই।'

'তাহলে এককালে সহমরণে যেত সদ্যবিধবা। সেটা মানো ?'

'আমি আর তর্ক করতে পারছি না।'

'তাছাড়া, ঠাকুমা, তুমি বিধবা হয়ে আছ অভিমানে। আমরা এখনও জানি না ঠাকুর্দা মারা গিয়েছেন কিনা। ঠিক তো ?'

'তিনি থাকুন বা না থাকুন আমি বিধবা।'

'হ্যাঁ, আমি তোমার এই মানসিকতাকে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি বিধবা বলে মাছ খাবে না কেন ? একসময় বুঝিয়েছিলে মাছ-মাংস ডিম শরীরকে তপ্ত করে। বিধবার উচিত নয় ওসব খাওয়া। তা শরীর যে বয়সে তপ্ত হয় সেই বয়সটাকে তুমি অনেককাল আগে ফেলে এসেছে, তাই না ?'

'আঃ। ফাজলামি হচ্ছে, না ?'

'তাহলে যুক্তি কোথায় ?'

'আমি অত যুক্তিফুক্তি জানি না। যা কোনোদিন করিনি—।'

'দাঁড়াও। তুমি এর আগে কলকাতায় এসেছ ? আসনি। এমন ফ্ল্যাটবাড়িতে থেকেছ ? থাকোনি। সায়া ব্লাউজ পরেছ ? পরোনি। তাহলে ? আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি তুমি মাছ না খেলে আমিও খাব না।'

'তুই আমার ওপর জোর করছিস। খাওয়া নিজের রুচিমত করতে হয়।'

'মাছে তোমার অরুচি ?'

'ষাট-পঁয়ষট্টি বছর না খেয়ে আছি, নাকি তারও বেশি, এখন খেয়ে কি হবে ?'

'তোমার শরীর ভাল থাকবে। চোখের প্রব্লেম কমবে।'

'ছাই।'

'বেশ, তুমি মুখে তুলে দ্যাখো, যদি খেতে খারাপ লাগে খাবে না।'

'আমার বমি হয়ে যাবে।'

'হলে খাবে না আর।'

'কি আরম্ভ করেছিস বল তো ?'

'কিছুই করিনি।'

মনোরমা পাথরের মত বসে রইলেন। যেন অনেক অনেক বছর ধরে যে বাঁধ শক্তহাতে গড়েছিলেন তা এখন ভেঙে পড়ার মুখে। দীপাবলী তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। প্রথমদিকে সে বিরক্ত হয়েছিল তারপর যুক্তিবাদী এবং এখন স্রেফ কৌতূহল। কিন্তু সে একটা আশঙ্কাও করছিল। হঠাৎ যদি মনোরমা বলে বসেন তোর বাড়িতে আছি বলে তুই আমাকে

নষ্ট করতে চাইছিস তাহলে পিঠ ঠেকাবার মত কোন দেওয়াল পেছনে পাবে না। এইসময় মনোরমা বললেন, 'লোকে শুনলে ছি ছি করবে রে।'

'কলকাতার লোকের অনেক কাজ আছে।' দীপাবলী হাসল, 'না। থাক। তোমাকে খেতে হবে না। যদি কখনও ইচ্ছে হয় বসো। আমি মাছ খাচ্ছি, তুমি খেতে আরম্ভ কর।'

খাওয়া শুরু হল। দুজনে চুপচাপ খাচ্ছিল। মনোরমা ধীরে খান। আলুসেদ্ধ ভাতেই তাঁকে বেশ তৃপ্ত মনে হচ্ছিল। দীপাবলী যখন মাছের বাটির দিকে হাত বাড়াচ্ছে তখন তিনি মুখ তুলে বললেন, 'আমার জন্যে এই একটুখানি রেখে দিবি।'

'মানে ?' এবার হতভম্ব দীপাবলী, 'তুমি মাছ খাবে ?'

'বললাম তো !'

'না বাবা। আমি জবরদস্তি করলাম বলে নিজেরই খারাপ লাগছে।'

'সেটা করলি বলেই তো ইচ্ছে হচ্ছে।'

'সত্যি ?' দীপাবলী খুব খুশী হল, 'দাঁড়াও, রান্নাঘর থেকে এনে দিই।'

'না। নষ্ট করে কোন লাভ নেই। একটা টুকরো দে !'

'দ্যাখো, তুমি আমার মন রাখতে খাচ্ছ না তো ?'

'তোর মন না রাখলে তুই কি আমাকে তাড়িয়ে দিতিস ? তাহলে মন রাখার কথা উঠছে কেন ? সেই বিধবা হবার পর খুব ইচ্ছে হত। ইচ্ছেটাকে একসময় মেরে ফেলেছিলাম। এখন তোর কথা শুনে মনে হল এটা তো মনের ব্যাপার। শরীর নিলে না খাওয়ার কি আছে !'

দীপাবলী বাটি থেকেই অনেকটা মাছ ভেঙে নিজের থালায় নিয়ে বাটিটাকে ঠেলে দিল আস্তে করে। মনোরমার ডাল খাওয়া যেন শেষ হচ্ছে না। নিজের খাওয়া হয়ে গেলে সে থালা তুলে বেসিনের পাশে রেখে হাত ধুয়ে শোওযার ঘরে চলে এল। মনোরমা মাছ খাচ্ছেন আর সে সামনে বসে আছে এতে ওঁর স্বস্তি না-ও হতে পারে। দীপাবলী সতর্ক হল। যেকোন মুহূর্তেই মনোরমার বমির শব্দ শুনতে পাবে বলে আশঙ্কা করছিল ?

একটু বাদে জলপড়ার শব্দ হল। মনোরমা হাত ধুচেছন, সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ওদিকে কোন অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে বলে এখনও মনে হচ্ছে না। মিনিট পাঁচেক বাদে মনোরমা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাত খেয়ে আবার জ্বর আসবে না তো ? শুলি যে ?'

'এমনি। সে মনোরমাকে জায়গা করে দিল।

পাশে শুয়ে মনোরমা কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। দীপাবলী ওঁর কোমর জড়িয়ে ধরল। মনোরমা এবার বললেন, 'এখন মনে হচ্ছে আমি কি বোকা !'

'কেন ? ' ওঁর কাঁধের কাছে মুখ ছিল দীপাবলীর।

'কত বছর? ষাট-পঁয়ষট্টি বছর ধরে কত ভাল ভাল জিনিস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছি। এখন খুব আপসোস হচ্ছে রে !'

দীপাবলী চমকে উঠল। তার সামনে লোলচর্ম মনোরমা, যাঁর শরীরে সময় অজস্র দাঁত বসিয়েছে। সে বলল, 'তুমি এখনও অনেকদিন বাঁচবে তা জানো।'

মনোরমা বললেন, 'বাঁচতে যে খুব ইচ্ছে করে।'

'তোমাকে বাঁচতেই হবে।'

দুজন নিঃসঙ্গ মহিলা পাশাপাশি চুপচাপ শুয়ে রইল। দুজনের হাত দুজনকে স্পর্শ করে আছে। দীপাবলীর মনে হল মনোরমা আজ যে বিদ্রোহ করলেন তার তুলনায় সে নিজে

কিছুই করেনি   এইসময় কলিং বেল বেজে উঠল প্রচণ্ড জোরে।   চমকে উঠে বসল দুজনেই।

॥ ৪৩ ॥

দরজা খুলতেই একটি অল্পবয়সী ছেলে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে দীপাবলী মুখার্জী থাকেন ?'

দীপাবলী মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। ছেলেটির হাতে একটা খাম আর দুটো রঙিন কাগজের টুকরো। খামটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চিঠি আছে। এ দুটোয় সই করে দিন।'

দীপাবলী কলমের জন্যে ফিরছিল কিন্তু ছেলেটি তাকে সাহায্য করল। এই প্রথম সরকারি মাধ্যমের বাইরে তার হাতে চিঠি এল। দরজা বন্ধ করে খামের মুখ খুলে চিঠিতে চোখ রাখল সে। গতকাল চিঠিটা লেখা হয়েছে। 'দীপা, জরুরী কাজে কলকাতায় যাচ্ছি। থাকব তিনদিন। পৌঁছাবো আগামীকাল বিকেলে। তার আগেই যাতে খবরটা পাও তাই বেসরকারি ব্যবস্থায় চিঠি পাঠাচ্ছি। আমি জানি খববটার জন্যে তুমি আদৌ ব্যস্ত নও। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। এবার একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার বলে মনে করি। আমি উঠব গোলপার্ক গেস্টহাউসে। টেলিফোনের বই-এ নাম্বার পাবে। সময় দিতে পারলে কৃতার্থ হব। অলোক'।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দীপাবলী। চিঠিটা দ্বিতীয়বার পড়ল। জরুরী কাজ থাকলে যে কেউ কলকাতায় আসতে পারে। কিন্তু তাকে চিঠি লেখার কি দরকার ? অলোক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে মানে ডিভোর্স ? দীপাবলী নিঃশ্বাস ফেলল। দিল্লী ছাড়ার আগে সে স্পষ্ট বলে এসেছিল যে অলোক যদি আইনগত বিচ্ছেদ চায় তাতে সে আপত্তি করবে না। এক্ষেত্রে কাগজপত্র পাঠিয়ে দিলেই তো পারত।

দ্বিতীয় চিন্তায় মাথায় এল, অলোক সরাসরি এই ফ্ল্যাটে এসে উঠছে না। অন্তত এটুকু সম্মান সে তাকে দিচ্ছে। যদিও এই ফ্ল্যাট অলোকের সুপারিশেই পাওয়া তবু ও তার কথা রেখেছে। চিন্তাটা মাথায় এলেও দীপাবলী উৎফুল্ল হতে পারছিল না।

'কিরে! এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস ?'

দীপাবলী মুখ ফিরিয়ে মনোরমাকে দেখল। মনোবমা দ্বিতীয় প্রশ্ন কবলেন, 'কার চিঠি ?'

'অলোকের।' আলতো উচ্চারণ করল সে।

'ওমা! জামাই আসছে নাকি ?'

জামাই শব্দটি কানে লাগল খট্ করে। তবু মাথা নাড়ল সে, 'হ্যাঁ।'

'কবে ?'

'কাল।' দীপাবলী পাশ কাটিয়ে ভেতরেব ঘরে চলে এল।

পেছন পেছন এলেন মনোরমা, 'তুই এত গম্ভীর কেন ?'

'গম্ভীর ? কই, না তো!'

'আয়নায় মুখ দ্যাখ। আমি বাবা বুঝিনে। এতদিন বাদে বর আসছে আর তুই মুখ হাঁড়ি করে রেখেছিস। যেন এলে খুব অসুবিধে হবে।'

'ও আসছে অফিসের কাজে। অফিসের গেস্টহাউসে থাকবে। আমার অসুবিধে কি ?'

'কেন ? অফিসের গেস্ট হাউসে থাকবে কেন ? ওর বউ রয়েছে এখানে, দায়িত্ব বলেও তো একটা কথা আছে। তাই লিখেছে নাকি ?'

'হুঁ। ছেড়ে দাও এসব কথা। একটু শুই, বড় ঘুম পাচ্ছে।'

চিঠিটিকে টেবিলে রাখতে গিয়েও পারল না দীপাবলী। একটি বই-এর মধ্যে গুঁজে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মনোরমা পাশে এসে বসলো। নাতনির মাথায় হাত বোলালেন, 'এই, সত্যি কথা বলতো, কি হয়েছে?'

দীপাবলী কাঠ হল, 'কি আবার হবে!'

'ঝগড়াঝাটি করেছিস এরই মধ্যে?'

'এরই মধ্যে' শব্দটা কানে লাগল। হ্যাঁ বললে অনেকগুলো প্রশ্ন বেরিয়ে আসবে হুড়মুড় করে। না বললে বৃদ্ধা বিশ্বাস করবেন না। এতদিন যখন একা ছিল তখন যা কিছু সমস্যা তা নিজের ছিল। চুপচাপ তাই বহন করতে হত। কষ্ট হলেও সেটা ছিল নিজের। কেউ সঙ্গে থাকলে অনেক ব্যাপারে খুব সুবিধে হয় ঠিক কিন্তু সমস্যারাও আর আগের মত নিজস্ব থাকে না। মনোরমা কৈফিয়ৎ চাইছেন না কিন্তু ওঁর কৌতূহল মেটানোর দায় থেকে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা করতে গেলে বিশদে বলতে হয়। যেটা সে একদমই পারবে না।

দীপাবলী পাশ ফিরল, 'ঝগড়াঝাটি কিছু হয়নি।'

'তাহলে?'

'কি তাহলে?'

'অলোক এ বাড়িতে একদমই আসবে না?'

'আমি তো ওর প্রোগ্রাম কিছু জানি না। সময় পেলে নিশ্চয়ই আসবে।'

'তুই ওকে এখানে এসে থাকতে বল!'

'বেশ, বলব।'

'তুই কি রে! আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'আমরা এইরকম। নিজেদেরই বুঝি না।'

সম্ভবত মনোরমা আঁচ করলেন তিনি অনেকখানি কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছেন। বার্ধক্য আসা সত্ত্বেও তিনি বিবেচনাবোধ হারাননি। তিনি সরে গেলেন সামনে থেকে। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞ চোখ লক্ষ্য করল বিকেলে যখন দীপাবলী বাজারে গেল তখনও অনেকখানি আনমনা। অন্যদিনের মত ঝকমকিয়ে কথা বলছে না। রাত্রে শোওয়ার পরেও চুপচাপ রইল। মনোরমা আর প্রশ্ন করতে সাহসী হলেন না।

সকালে উঠেই দীপাবলীর মনে হচ্ছিল অলোক শহরে এসেছে। একই কলকাতায় ওরা আছে। ইচ্ছে করে ভাবনাটা সরিয়ে দিলেও সেটা বারংবার ফিরে আসছিল। সে যন্ত্রের মত কাজ করে গেল। ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছাল। অলোক একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চায়। তাই হোক। কেউ যদি মন থেকে কিছু চায় তাহলে সেটা তার পাওয়া উচিত। টেলিফোন গাইড বের করে গেস্টহাউসের নাম্বার নিয়ে সে অপারেটরকে লাইনটা দিতে বলল। লাইন এনগেজড।

সকালে যে ভদ্রলোকের কেস ছিল তিনি ভাবতে পারেননি যে এতসহজে দীপাবলী তাঁকে ছেড়ে দেবে। এই মহিলা অফিসারের খুঁতখুঁতানির যে গল্প তিনি শুনেছিলেন তার সঙ্গে আজকের আচরণের কোন মিল খুঁজে পেলেন না। সাড়ে বারোটা নাগাদ আই এ সি তাকে ডেকে পাঠালেন। খুবই জরুরী। দীপাবলী ওঁর ঘরে গিয়ে দেখল চারজন অচেনা লোক বসে আছেন সামনে। আই এ সিকে খুবই বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ডেকেছেন?'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, এইসময় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারও ঘরে এলেন। আই এ সি বললেন, 'জেন্টলমেন, এঁরা দুজনেই আই আর এস। আপনারা যা করতে চলেছেন সেই

ব্যাপারে নিঃসন্দেহ তো ?'

চারজন লোক উঠে দাঁড়ালেন। 'অবশ্যই। আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন।' ওঁদের একজন দীপাবলীদের দিকে তাকিয়ে বললেন। দীপাবলী বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। আই এ সি বললেন, 'এঁরা যা চাইছেন তাই করুন, প্লিজ।'

দীপাবলী সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের কোথায় যেতে হবে এবং কেন ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা সি বি আই থেকে আসছি। এখানে একটা ছোট্ট অপারেশন আছে। আপনাদের সাক্ষী হিসেবে থাকতে হবে। আসুন।' ঘড়ি দেখলেন ভদ্রলোক।

উত্তরের অপেক্ষা না করে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দীপাবলীরা অনুসরণ করল। সামনেই করিডোর। তার দুপাশে অফিসারদের ঘর। ঘরের ওপরে হিন্দী বাংলায় অফিসারের নাম লেখা রয়েছে। দীপাবলী বিস্মিত হয়ে দেখল ওঁরা মিস্টার সিন্‌হার ঘরে ঢুকছেন। সেইসময় সিনহা তাঁর স্টেনোকে ডিকটেশন দিচ্ছিলেন। হঠাৎ এতগুলো লোককে ঢুকতে দেখে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার ? আপনারা এখানে কেন ? কি চাই ?'

চারজনের প্রধান জানতে চাইলেন, 'আপনি মিস্টার সিন্‌হা ?'

'ইয়েস।'

'আপনি একটু উঠে দাঁড়ান। এপাশে সরে আসুন। আমরা সার্চ করব।' ভদ্রলোক তাঁর সরকারি পরিচয়পত্র দেখালেন। সিন্‌হার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি দরজায় দাঁড়ানো দীপাবলী এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই চিৎকার করে উঠলেন, 'হোয়াট ইজ দিস ? ইউ কান্ট ড়ু ইট। মিসেস মুখার্জী, টেল দেম, আই অ্যাম এ রেসপেক্টবল অফিসার।'

এই সময় ফোন বেজে উঠল। সি বি আই অফিসার রিসিভার তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে বলছেন ? ওহো, তুমি। এভরিথিং ওকে ? গুড। হ্যাঁ দাও।' রিসিভার নামিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার ফোন, মিসেস সিনহা কথা বলবেন।'

কাঁপা হাতে সিনহা ফোন নিল, 'হ্যালো ? কি ? বাড়িতেও রেইড হচ্ছে ! ওহো। তোমরা কেন ঢুকতে দিলে ? পুলিশ নিয়ে এসেছে তো কি হয়েছে ? ঠিক আছে, কো-অপারেশন কর। আমি আসছি।'

ততক্ষণে তিনজন সি বি আই কর্মী খোঁজা শুরু করে দিয়েছেন। ড্রয়ার, আলমারি, বিশেষ কয়েকটা ফাইল খুঁজে বের করার পর অফিসার বললেন, 'মিস্টার সিন্‌হা, আপনার পকেটে যে দশ হাজার টাকার বান্ডিল আছে সেটা টেবিলের ওপরে রাখবেন ?'

টলে গেলেন সিনহা। 'হাউ ডু ইউ নো দ্যাট ! এটা আমার টাকা।'

'রাখুন আগে।'

ভদ্রলোকের গলার স্বরে একটু কেঁপে উঠলেন সিনহা। পকেট থেকে একশ টাকার বান্ডিল বের করে টেবিলে রাখলেন। অফিসার হাতের অ্যাটাচি কেস থেকে একটা কাগজ বের করে দীপাবলীদের ইঙ্গিত করলেন, 'এখানে একশটা নোটের নাম্বার লেখা আছে। সব হান্ড্রেড রুপি নোট। আমরা এখনও ওই বান্ডিল দেখিনি। আপনারা বান্ডিল না ছুঁয়ে প্রথম নাম্বারটা দেখে এসে মিলিয়ে নিন।'

দেখা গেল নম্বরদুটো আলাদা নয়। সিনহা তখন চেঁচাচ্ছেন, 'ইটস এ ট্র্যাপ। আমার কাছে যে নোট আছে তার নাম্বার কেউ জেনে আপনাদের ইনফর্ম করেছে।'

'নো স্যার। আজ আপনি যাঁর কাছ থেকে এগুলো নিয়েছেন তাঁকে আমরাই

পাঠিয়েছিলাম। আপনার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এই বাণ্ডিলটা আপনি ছাড়া আমরা কেউ ধরিনি।' টেবিলের ওপর ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাসটা তুলে তিনি দীপাবলীকে বললেন, 'অনুগ্রহ করে আপনার আঙুল এই গ্লাসের জলে ডোবাবেন?'

দীপাবলী হতভম্ব, 'কেন?'

'আমাদের সাহায্য করা হবে।'

দীপাবলী অনুরোধ রাখল। ইতিমধ্যে সমস্ত বিল্ডিং-এই রাষ্ট্র হয়ে গেছে সিন্‌হা সাহেবের ঘরে সি বিআই রেইড হচ্ছে। করিডোরে দারুণ ভীড়। জলের দিকে তাকিয়ে অফিসার বললেন, 'লুক, জলের রঙ একই রইল। এবার মিস্টার সিনহা, আপনি আঙুল ডোবান?

সিনহা রাজী হচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে বাধ্য করা হল। দেখা গেল গ্লাসের জলের রঙ একটু একটু করে নীল হয়ে যাচ্ছে। সি বি আই অফিসার বললেন, 'তাহলে ওই নোটগুলোতে কেমিক্যাল মিশিয়ে দেওয়াব কাজটা নিশ্চয়ই আপনি করেননি?

মিস্টার সিন্‌হা, আপনি পার্টিদের চাপ দিয়ে টাকা নেওয়ার সময় আজকাল এমন ডেসপারেট হয়ে গিয়েছিলেন যে কোন কিছুই বিবেচনা করেন না। গতকাল আমাদের এক লোক এসে আপনাকে একটি কেস করে দিতে অনুবোধ জানায়। কেসটি আপনার এক্তিয়ারে আছে কিনা, কেসের মেরিট কি এসব না জেনে শুধু টোটাল ইনকাম জিজ্ঞাসা করে আপনি দশ হাজার টাকা আজ নিয়ে আসতে বলেন। আমরা এই টাকাটা পাঠাই। আপনাকে জানাচ্ছি ওই নামের কোন ফাইল আপনার কাছে নেই।'

মিস্টার সিনহাকে গ্রেপ্তার করা হল। টাকা এবং উপহার দিয়ে সবার মুখ বন্ধ রেখে যে ভদ্রলোক নিজেকে সম্রাটের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে মাথা নিচু করে অধস্তন কর্মচারীদের টিটকারি শুনতে শুনতে গাড়িতে উঠতে হল। দীপাবলী এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার তখনই নিষ্কৃতি পেল না। সি বি আই অফিসাররা তাঁদের অফিসে গিয়ে রিপোর্ট তৈরী করার আগে দুজনের স্টেটমেন্ট নিয়ে নিল।

যখন দীপাবলী রাস্তায় পা দিল তখন ঘড়িতে চারটে। এতক্ষণ ঝড়ের মত সময় কেটেছিল। অফিস থেকে বেরুনোর সময় সে চলে এসেছিল ফাইলপত্র তুলে রাখতে। এখন আর ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সিন্‌হার মুখটা একটু একটু করে কেমন চুপসে গেল। এই লোকটি এবার ছেলেমেয়ে স্ত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন কি করে? ডিপার্টমেন্ট ওঁকে আপাতত সাসপেন্ড করবে। কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার বলছিলেন ঘুষ নেবার দায়ে ধরা পড়ে সাসপেন্ড হয়েছেন এমন অনেক কর্মচারী পরবর্তীকালে বেকসুর খালাস পেয়েছেন প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও। কেন পান কে জানে। হয়তো সিন্‌হা-ও দুই চার বছর বাদে ছাড়া পাবেন। কিন্তু যে সম্মান আজ হারালেন তা কি ফিরে পাবেন? অবশ্য এদেশের মানুষের মন থেকে আত্মসম্মানবোধ যে হারে উধাও হচ্ছে তাতে একদিন এনিয়ে হয়তো কেউ মাথা ঘামাবে না।

বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো মাত্র অলোকেব মুখটা মনে এল। এতক্ষণ এই টালমাটালের মধ্যে পড়ে অলোক খানিকটা দূরে সরে ছিল ওর কাছে। দ্বিতীয়বার অলোককে টেলিফোন করার সুযোগ হয়নি। এমনও আশা করা যায় না কাজে এসে কোন লোক এই ভরবিকেলে গেস্টহাউসে বসে থাকবে। টেলিফোন নয়, দীপাবলী ঠিক করল গোলপার্কে গিয়ে গেস্টহাউস খুঁজে বের করে একটা নোট রেখে আসবে অলোকের জন্যে। ইচ্ছে করলে অলোক আগামীকাল তার অফিসে এসে দেখা করতে পারে।

গোলপার্কে নেমে গেস্টহাউস খুঁজে বের করতে বেশী সময় লাগল না। এই পথটুকু

আসার সময় নিজের কথা ছাপিয়ে বারংবার সিন্‌হা তার চিন্তায় ঢুকে পড়ছিল। সিন্‌হা ধরা পড়া প্রমাণ হল কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। প্রত্যেককেই দাম দিতে হবে। একরঙা বাথরুম অথবা পুরো কাঁচের দেওয়ালের স্বাচ্ছন্দ্য যদি কালো টাকায় আসে তাহলে এভাবেই তা ভেঙে যায়। আগামীকাল নিশ্চয়ই খবরের কাগজে ছাপা হবে, ঘুষ নেবার দায়ে আয়কর অফিসার গ্রেপ্তার। আরও দৃঢ় হবে মানুষের চলতি ধারণ। কিন্তু আর একটা ছবি মনে পড়ল এইসঙ্গে। গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময় সিনহাকে দেখে যাঁরা উল্লসিত হয়ে টিটকিরি দিচ্ছিলেন তাঁদের মুখগুলো ছিল খুব চকচকে এঁরাই অফিসের পেশকারগিরি থেকে পিওনের কাজ করেন। সিন্‌হা সাহেব ঘুষ নিতেন, আর বকশিস চাপ দিয়ে আদায় করেন এঁদের অনেকেই। তাহলে সিন্‌হার ওই হেনস্থায় এঁরা কেন আনন্দিত হলেন ? কেউ বেশী পাচ্ছে এবং আমি অল্প পাচ্ছি তাই বেশী পাওয়ার লোকটির প্রতি বিদ্বেষ ? নাকি কাউকে অন্যায় করে শাস্তি পেতে দেখলে মানুষ নিজের অন্যায়ের কথা ভুলে যেতে পারলে খুশী হয় ? উত্তরটা দীপাবলী জানে না।

গেস্টহাউসের দারোয়ান জানাল অলোক মুখার্জী নামে এক সাহেব কাল দিল্লী থেকে এসেছেন। দোতলার চার নম্বর ঘরে উঠেছেন। অলোক এখন আছেন কিনা দারোয়ান বলতে পারল না। ঘরে খোঁজ করে না পেলে মেসেজ দিয়ে গেলে সে অলোককে পৌঁছে দিতে পারে পরে। রিসেপশন বলে কিছু নেই। এই গেস্টহাউসের খবর অলোক পেল কি করে ? দীপাবলী ভেতরে ঢুকে সিঁড়িতে পা দিল। তিনটে ছেলেমেয়ে চিৎকার করে নেমে আসছে ওপর থেকে। নামা না বলে লাফানো অনেকটা কাছাকাছি। দীপাবলী এক পাশে সরে দাঁড়াল। ওরা চেঁচাচ্ছে কোন নাটক বা সিনেমার সংলাপ আওড়াবার জন্যে—এটা বুঝতে দেরি হল। হুড়মুড় করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা। দীপাবলীর হঠাৎ মনে হল তার নিজের শরীর ভারী হয়েছে। এইরকম ছটফটিয়ে নামতে পারবে না সে। তিনজনই বাঙালি কিন্তু কথা বলা চাল চলনে তা বোঝার উপায় নেই। শুধু শেষ সিঁড়িতে পাশের ছেলেটি বড্ড পাশে এসে গিয়েছিল বলে মেয়েটি সংলাপ থামিয়ে 'গায়ে পড়বি না' বলে ধমকে উঠেছিল কিন্তু চলা থামায়নি। নিজেকে বয়স্কা ভাবতে গিয়ে দীপাবলীর মনে পড়ল ওই বয়সেও সে এমনভাবে নামতে পারত না।

চার নম্বর ঘরের দরজা খোলা। দীপাবলী এইটে আশা করেনি। খোলা দরজায় পর্দা ঝুলছে। সে যে এসে দাঁড়িয়েছে তা ভেতরের লোক বুঝবে না। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে দীপাবলী এগিয়ে গেল। পর্দার আড়াল থেকেই দরজার খোলা পাল্লায় মৃদু আওয়াজ করল। ভেতর থেকে অলোকের গলা ভেসে এল, 'কে ?'

দীপাবলী পর্দা সরাল। অলোক শুয়ে আছে খাটে। মাঝারি ঘর। ওপাশের জানলা খোলা সত্ত্বেও মরে যাওয়া আলো তেমন আসছে না। ঘরের আলো জ্বালা হয়নি।

চোখাচোখি হওয়ামাত্র তড়াক করে খাট ছেড়ে নামল অলোক। স্বাভাবিক মুখে বলল, 'এসো। খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি তো ?'

দীপাবলী মনে মনে অবাক। অলোকের ভাবভঙ্গীতে মনে হচ্ছিল ঠিক এইসময় সে আসবে তা ওর জানা ছিল, কোনও চমক নেই তাই। সে জবাব দিল, 'না, অসুবিধে আর কি !'

অলোকই একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বসো। চা খাবে ?'

খুব ইচ্ছে করল দীপাবলীর। সারাটা দিন যে উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে তাতে চায়ের কথা মাথায় ছিল না। কিন্তু যে ছাড়াছাড়ি চূড়ান্ত করতে দিল্লী থেকে ছুটে এসেছে তারই

দেওয়া চা খেতে রুচিতে বাধল। সে বলল, 'থাক।'

অলোক জোর করল না। পরিবর্তনটা চোখে ঠেকল। আগেকার অলোক এই অবস্থায় দু'তিনবার অনুরোধ করত। সেই অনুরোধ যে সবসময় শুনতে ভাল লাগত তা নয় কিন্তু সেটাই অলোকের স্বভাব ছিল।

দ্বিতীয় চেয়ারটি টেনে নিয়ে অলোক জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ?'

ভাল শব্দটি বলতে গিয়েও থেমে গেল দীপাবলী। সে যতই খারাপ থাকুক তাতে অলোকের যখন কিছু এসে যায় না তখন ভাল বলাটাই উচিত। ভাল সে থাকবেই বা না কেন? কিন্তু ভাল বললেই পুরনো অলোক বলতে পারে, তাতো থাকবেই। আমাকে ছাড়া থাকলেই তুমি ভাল থাক। দিব্যি চলে যাচ্ছে তোমার। এবং এই সূত্রে নানান কথার সূত্র। সে মাথা নেড়ে বলল, 'আছি। কাল তোমার চিঠি পেলাম।'

'লোকে ভদ্রতা করে পাল্টা জিজ্ঞাসা করে অন্যের কুশল।'

'ভদ্রতাটা মোটা দাগের হলে সেটা আমার আসে না। যাক, লিখেছ কাজে এসেছ। অসময়ে গেস্টহাউসে শুয়ে কেন? বলতে আপত্তি থাকলে বলো না।'

'বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। আমি কি কাজে এসেছি তা নিশ্চয়ই লিখিনি।'

'নিশ্চয়ই অফিসের কাজ?'

'না। এটা একদম ব্যক্তিগত। তুমি কি আমাকে পাবে না ভেবে এসেছিলে?'

'হ্যাঁ। তাতে তোমার চিঠি দেওয়ার মত আমার আসাটাও সমান হয়ে যেত।'

'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব বলেই এসেছি।'

'নতুন কোন কথা কি আছে আর? আমরা অনেক কথা বলে ফেলেছি এর মধ্যে। এখন বলতে গেলে যা মুখে আসে তা দুজনেই নিশ্চয়ই বলতে চাই না।'দীপাবলী হাসার চেষ্টা করল, 'তাছাড়া আমি তোমাকে সমস্ত কিছু থেকেই মুক্তি দিয়ে এসেছিলাম। নিশ্চয়ই এতকাল তুমি বেশ আরামে আছ।'

'যদি বল 'দিল্লীতে ফিরে গিয়ে শুধু তোমার জন্যে কান্নাকাটি করেছি, কোন কাজকর্ম করিনি তাহলে মিথ্যে কথা বলা হবে। তুমিও নিশ্চয়ই তা আশা কর না।'

'না। ওটা বোকা বোকা ব্যাপার। বেশ, বলো, কি জন্যে এসেছ?'

অলোক সামান্য চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'ঠিক কিভাবে বললে স্পষ্ট বলা হবে তা বুঝতে পারছি না। আগামীকাল দেখা হতে পারে?'

'কিছু ভেবেই তো এতদূরে এসেছ। এখন পারছ না, আর একদিনে পারবে?'

'ওহো, তুমি বড্ড মাস্টারনি মাস্টারনি কথা বলছ!'

দীপাবলি কোন কথা বলল না। তার চোখ অলোকের মুখের মুখের ওপর স্থির, যেন অলোক সঠিক উত্তরটা দেবে তাই সে অপেক্ষা করছে। অলোক সেটা বুঝতে পেরেই গলা পাল্টাল, 'দ্যাখো, তোমাকে আমার দরকার। আই নিড ইউ। দিল্লীতে থাকার সময় আমরা দুজনেই অনেক ভুল করেছি। সেগুলো আমার তরফে ঘটবে না এখন প্রমিশ করছি।'

দীপাবলী সোজা হয়ে বসল, 'কেন তোমার আমাকে প্রয়োজন হল?'

'তুমি চলে আসার পর আমি বুঝতে পেরেছি, আসলে একসঙ্গে থাকলে অনেক সময় ঠিক বোঝা যায় না।' অলোক অপরাধীর হাসি হাসল।

দীপাবলী বলল, 'এ ব্যাপারটাও কি একতরফা হচ্ছে না? তোমার মনে হল আমাকে দরকার তাই ছুটে এলে। মনে না হলে আসতে না। আর তোমার যেমনটি মনে হবে আমাকে ঠিক তেমনটি করতে হবে?'

অলোক অবাক, 'তার মানে ?'

দীপাবলী মাথা নাড়ল, 'আমার তো মনেই হচ্ছে না তোমাকে আমার দরকার।'

'মানে ?'

'এটাই সত্যি কথা অলোক।'

'তুমি, তুমি আমাকে ভালবাসো না ?'

'যদি বাসি তাহলে সেটা আমার নিজস্ব সমস্যা। তার সঙ্গে প্র্যাকটিকাল লাইফের কোন সম্পর্ক নেই।'

'দীপা !' অলোকের ঠোঁট থেকে অসাড়ে শব্দটি ঝরল।

'অলোক, বিয়ের আগে আমরা নিজেদের যতটা চিনেছিলাম বিয়ের পর একটু একটু করে তার বিপরীত চেনাটা চিনেছি। আমাদের দুজনের জগৎ আলাদা, স্বভাব বিপরীত রকম। শুধু সংসার এবং শরীরের জন্যে একসঙ্গে থাকা ছাড়া আমাদের কোন কমন প্ল্যাটফর্ম নেই। এটাই সত্যি। আমি চলে আসার পরে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যাতে এই সত্যিটা বদলে যেতে পারে। এক ভুল দুবার করা যায়, তিনবার নয়। আমি চলি।' দীপাবলী উঠে দাঁড়াল।

অলোক সকাতর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আমায় ক্ষমা করবে না ?'

'ক্ষমা চাইছ কেন ? তুমি তোমার মত আমি আমার মত চলেছি। এখন জোর করে এক করার চেষ্টা হলে সেটাই কাঁচের পাত্রের মত হবে। কিন্তু কেউ কোন অন্যায় করিনি যে ক্ষমা চাইতে হবে।' দীপাবলী দরজার দিকে এগোল।

অলোক শেষবার চেষ্টা করল, 'তোমার কাছে স্মৃতির কোন মূল্য নেই ?'

'স্মৃতি অবশ্যই মূল্যবান। কারণ সেটা অতীত। আমি কখনই অতীতকে সামনে টেনেআনতে চাই না। ভাল থেকো, এলাম।' দীপাবলী ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এল। ফুটপাতে পা দিয়ে সে অল্পক্ষণ গোলপার্কের ছুটন্ত গাড়িগুলোর দিকে তাকাল। এবং তখনই মনে পড়ল বাড়িতে বিস্কুট কমে এসেছে। ধীরে সুস্থে সংসারের টুকিটাকি জিনিসগুলো কিনে নিয়ে মিনিবাসের জন্য বাসস্ট্যাণ্ডে এল। একটু খালি বাস পেতে তাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল।

বাড়ির সামনে এসে চোখ তুলতেই নিজের ব্যালকনিতে মনোরমাকে দেখতে পেল সে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কলকাতার বুকে ভাল রাত। মনোরমা কি শুধু তার জন্যেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন ?

ওপরে উঠে দীপাবলী দেখল ইতিমধ্যে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন মনোরমা। ঘরে ঢুকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ ?'

'ভাল। হাতমুখ ধুয়ে নে, চা বানাচ্ছি।'

দীপাবলী স্নান করল। মনোরমা চা নিয়ে এলে সেটায় আরাম করে চুমুক দিল। একটু ইতস্তত করে মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'জামাই-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?'

দীপাবলী সহজ গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

'আসবে না ?'

'না। আমি নিষেধ করেছি।'

'সেকি ? কেন ?' মনোরমা চমকে উঠলেন।

দীপাবলী বৃদ্ধার দিকে তাকাল, 'অনেক বছর আগে ঠাকুর্দা আমাদের চা-বাগানের বাড়িতে এলে তুমি তাকে চিনতেই অস্বীকার করেছিল। বাবা মা কেউ বুঝতে পারেনি কেন তুমি অমন কাজ করলে ! আমি অবশ্য চিনেছি কিন্তু স্বীকার করে আর একটা ভুলের দিকে

এগিয়ে যেতে চাই না।'

মনোরমা আর কথা বাড়াননি। প্রতি রাত্রের কাজগুলো নিয়মমত সেরে দুজনে একসময় বিছানায় পাশাপাশি। কোলকাতার কোথায় কোন শব্দ থাকলেও এত ওপরের ফ্ল্যাটে তা পৌঁছাচ্ছে না। দীপাবলীর আজ হঠাৎই ঘুম আসছিল না। তার মনে হল মনোরমাও ঘুমাচ্ছেন না। সে মৃদু গলায় ডাকল, 'ঠাকুমা।'

হঠাৎ মনোরমা পাশ ফিরে তার শীর্ণ হাত বাড়িয়ে নাতনিকে জড়িয়ে ধরলেন। লোমচর্ম শরীরেও যে উত্তাপ থাকে তা দীপাবলীকে আশ্বস্ত করল। তার মনে হল বাইরের পুরুষদের সঙ্গে লড়াই করলেই যা পাওয়া যায় না নিজের মনের অন্ধকার সরালে তা পাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়। সে মনোরমাকে আঁকড়ে ধরল। দীর্ঘ বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও পরস্পর যেন একাত্ম।